সীরাতুন্ নবী (সা.)

প্রথম খণ্ড

ইবন হিশাম (র.)

السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ

সীরাতুন নবী (সা)

প্রথম খণ্ড

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআফিরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

সীরাতুন নবী (সা) (১ম খণ্ড)
সীরাতুন নবী (সা) প্রকল্প
গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
ইফা : অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১২৬
ইফাবা প্রকাশনা : ১৭৭৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0167-9

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৯৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
জানুয়ারী ২০০৮
মাঘ ১৪১৪
মুহাররম ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন : কালাম আযাদ

প্রচ্ছদ : সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ১১০.০০ টাকা

SIRATUNNABEE (1st Vol.) [The life of Hazrat Muhammad (Sm)] : written by Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham Muafiree (R.) in Arabic, translated into Bangla under the Supervision of the Editorial Board and published by Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394. January 2008

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 110.00 ; US Dollar : 4.00

মহাপরিচালকের কথা

রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের নিশ্চয়তা। তিনি দীন ইসলামের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর পবিত্র জীবন কুরআন পাকেরই বাস্তব রূপ। ইসলামী জীবন গঠনের জন্য তাই তাঁর সীরাত সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য। এ গুরুত্ব অনুধাবন থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও সংকলিত হয়েছে অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ।

আবূ-মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী (র) (মৃত্যু ২১৮ হি.) সীরাত শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। তাঁর সংকলিত 'সীরাতুন নববিয়্যাহ' সংক্ষেপে 'সীরাতে ইবন হিশাম' সুপ্রাচীন, মৌলিক, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষীদের সামনে এ অমূল্য গ্রন্থের তরজমা পেশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

সীরাতে ইব্‌ন হিশাম মূলত আল্লামা ইব্‌ন ইসহাকের সর্বাধিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'সীরাত ইব্‌ন ইসহাক'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আল্লামা ইব্‌ন ইসহাক এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন আব্বাসী খলীফা মামুনের শাসনামলে। এতে রয়েছে হযরত আদম (আ) থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা। এর মধ্যে থেকে ইব্‌ন হিশাম তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে হযরত হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত ঘটনাবলী।

চারখণ্ডে সমাপ্ত এ-সীরাত গ্রন্থখানি ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। সংশোধিত ও পুনঃসম্পাদনাকৃত এ সংস্করণটিও সুধী পাঠকমহলের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমরা এ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাকমণ্ডলী, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মিগণকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ এ মহতী কাজে আমাদের সবার খিদমত কবূল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীনের প্রতি। নবী করীম (সা)-এর কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই নয়, অমুসলিম লেখক ও গবেষকদের মধ্যেও অনেকেই নবীজীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়ার বুকে যতদিন মানব সন্তানের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সীরাত চর্চাও অব্যাহত থাকবে।

সীরাত গ্রন্থের মধ্যে ইব্‌ন হিশাম রচিত 'সীরাতুন্‌নবী' একটি বুনিয়াদী গ্রন্থ। সর্বজন সমাদৃত এ গ্রন্থকে অনুসরণ করেই পরববর্তীকালে সীরাত গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকটি অনূদিত হলেও ১৪১৫ হি. উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলা ভাষায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

চার খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতের এ প্রাচীনতম গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ ব্যাপক পাঠক চাহিদার দরুন অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এক্ষণে সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে প্রথম খণ্ডটি পুনঃ সম্পাদনা করা হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব কালাম আযাদ। আশা করি প্রথম সংস্করণের মত সীরাতুন্নবী (সা)-এর দ্বিতীয় সংস্করণটিও সুধী পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

এ সংস্করণেও পুস্তকটি নির্ভুল করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞ পাঠকের চোখে যদি এতে কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, মেহেরবানী করে আমাদের অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব!

পুস্তকটির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক আমাদের এ শ্রমকে ইবাদত হিসাবে কবূল করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সভাপতি
২.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩.	ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক	সদস্য
৪.	অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক	সদস্য
৫.	মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা আকরাম ফারূক
২. মাওলানা সাঈদ মেসবাহ
৩. মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
৪. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদনায়
অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

সীরাত গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণা হলো রাহ্‌মাতুল্‌-লিল্‌ আলামীন খাতামুন-নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম-এর হুবহু অনুসরণের মাধ্যমে নিজের ব্যবহারিক জীবনকে সুমহান আদর্শের অনুসরণে গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করা, ঈমান সতেজ ও সরস করা, দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য লাভ করা।

বিশ্বপালক আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব মুস্তফা (সা)-এর সুমহান চরিত্রের প্রশংসা করে পাক কুরআন মজীদের সূরা 'কালামের' চতুর্থ আয়াতে ইরশাদ করেন : وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ "নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চারিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।" সূরা আহ্‌যাবের ২১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্‌-এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"

আমাদের প্রতিপালক তাঁর রাসূলে পাকের সুমহান চরিত্রের মধ্যে আমাদের ইহ-পরকালীন সার্বিক সাফল্যের জন্যে উত্তম আদর্শ রেখেছেন। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই আমাদেরকে এ সুমহান চরিত্র ও উত্তম আদর্শের হুবহু অনুসরণ করা দরকার। পাক কুরআন মজীদ ও রাসূলে করীম (সা)-এর সুন্নাহ্‌ই হলো সে সুমহান চরিত্র ও উত্তম আদর্শের আক্ষরিক রূপ। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে সকল মানুষের সামনে সহজে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যই সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

আজকাল বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরেই মানুষ সবকিছু যাচাই করতে চায়। কিন্তু বিজ্ঞানের আনাগোনা শুধু মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস নিয়ে। অর্থাৎ বস্তুজগত নিয়ে বিজ্ঞানের খেলা। কিন্তু মানুষ তো বস্তুজগতের একটি অংশ তথা কেবল দেহসর্বস্বই নয়, মানুষের যে আত্মা আছে। দেহ আর আত্মা এক নয়। দেহ জড় ও স্থূল, আর আত্মা সূক্ষ্ম ও অজড়। দেহ ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল। আত্মা চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয়, বিরাট-বিশাল। আত্মা মহাসত্য।

মওত, কবর, মীযান, হাশর, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, ফেরেশতা, আমলনামা, আরশ-কুরসী, লওহ-কলম ইত্যাদির কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। এসব বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ এসবই মহাসত্য।

সমগ্র সৃষ্টিই মহান আল্লাহ্‌র। সৃষ্টি জগতের এক কণার রহস্যও এখনো উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি। যে বিজ্ঞান সৃষ্টিকর্তার বিশাল সৃষ্টি জগতের এক কণার রহস্যও উদঘাটন করতে পারেনি, তা কি করে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক মহান আল্লাহ্‌র সত্তাকে যন্ত্রের মাধ্যমে ধরে ফেলবে! পরম গৌরবান্বিত মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ মানব কল্পনার অতীত, চিন্তা ও ধারণা সেখানে অবশ, জ্ঞান ও রূপের বাইরে। চিন্তালোকের শেষ সীমা পর্যন্ত বিচার করার শক্তি মানুষের নেই। মানুষের চিন্তা, জ্ঞান ও গবেষণা যেখানে যেয়ে অবশ হয়ে যায়, সেখানেই চিন্তালোকের শেষ নয়। পাক কুরআন মজীদ যে চিন্তালোকের দ্বার খুলে দিয়েছে, জড় বিজ্ঞান সেখানে অবোধ শিশুর ন্যায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ হীন অবস্থা কাটিয়ে ওঠার সুযোগ তার নেই।

এক শ্রেণীর লোক জড়বাদের ক্ষণস্থায়ী ও কৃত্রিম মোহে অন্ধ হয়ে মহান অস্তিত্বে সংশয়, পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর প্রতি অভক্তি ও অবিশ্বাস করে ইসলাম ও ঈমানের মূলে কুঠারাঘাত

করছে। তারা বলে, বর্তমান সভ্য দুনিয়ার জন্য ইসলাম নয়; যুগের ভাবধারার সাথে ইসলামেরও পরিবর্তন হওয়া দরকার। এ যুগে নামায-রোযা ও পর্দা অচল। তাদের মতে নাচগান, মদ-জুয়া, ব্যভিচার ইত্যাদিতেই জীবন। কাজেই ইসলাম জীবনের পরিপন্থি।

আমাদের মতে, তাঁরা ইতিহাসের অবমাননা করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইবাদতের মাধ্যমেই মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাতেই ইহ-পরকালের মুক্তি নিহিত। আর এ সত্যের সন্ধান দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর মাধ্যমেই ইসলাম জগতে প্রচারিত হয়েছে। সকল পূর্ণতা তাঁর মধ্যে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যে তাঁকে মানবে, পথ পাবে, যে অমান্য করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে। তাঁরই মুবারক জীবনী আলোচিত হয়েছে এ সীরাত গ্রন্থে। কাজেই এ সীরাত গ্রন্থ পাঠ করা সকলের অবশ্য কর্তব্য।

মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক কিংবা দার্শনিক কেউই জানে না, আগামী দিন সে কোথায় থাকবে, কি আহার করবে, কবে ও কোথায় তার মৃত্যু ঘটবে। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধেই যখন অজ্ঞতা অপরিসীম, তখন পরকালের অনন্ত জীবন সম্বন্ধীয় জ্ঞান কোথায় পাওয়া যাবে? নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব ব্যতীত পরকালের কোন স্পষ্ট ধারণাও মানুষ কল্পনায় আনতে সক্ষম হত না।

কাজেই যে নবী ও রাসূল ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে সম্যক অবগত, তাঁর আদেশ-উপদেশ, কর্মধারা ও ব্যবহারিক জীবনের আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত ইহ-পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গলের দ্বিতীয় পথ নেই। আর সেজন্যেই 'সীরাতুন্নবী' বা 'নবী-চরিত' অধ্যয়ন করা, সামাজিকভাবে চর্চা করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

এ কর্তব্যবোধে সাড়া দিয়েই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামের আদি যুগের প্রামাণ্য সীরাত গ্রন্থ অর্থাৎ প্রায় বারোশত বছর পূর্বের ইব্‌ন হিশাম (র) রচিত বিশ্বনন্দিত সীরাত গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তৎকালীন কঠিন আরবী ভাষা থেকে বাংলায় হুবহু রূপান্তরের জন্য এ দুরূহ কাজে আমাদের সম্মানিত অনুবাদকগণ সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তাঁদের অনুবাদকর্মকে ঢেলে সাজানোর জন্য সম্পাদনা পরিষদও সচেতন থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপরও প্রকৃতিগত মানবিক দুর্বলতার কারণে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুধী পাঠক এ ব্যাপারে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রসারিত এবং পরবর্তী সংস্করণের পূর্বে সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করলে আমরা সবাই উপকৃত হব।

বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক আল্লাহ গাফূরুর রাহীমের দরবারে মুনাজাত করি, তাঁর হাবীব পাকের সীরাত পাঠ করে আমরা যেন সঠিকভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি এবং তাঁর ব্যবহারিক জীবনের আদর্শের অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক সাফল্য অর্জন করতে পারি। আমীন! সুম্মা আমীন!

মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার
সভাপতি

ইব্‌ন হিশাম (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সীরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ রাসূল চরিত রচনায় ইব্‌ন হিশাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি জগতে অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। সীরাতগ্রন্থ হিসাবে দু'টি গ্রন্থ সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রথমটি হলো ৮৫ হিজরীতে মদীনা তায়্যিবায় জন্মগ্রহণকারী ইব্‌ন ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর 'সীরাতুর-রাসূলুল্লাহ্ (সা)', অপরটি হল ইব্‌ন হিশাম (র)-এর 'সীরাতুন্নবী (সা)'।

'আস-সীরাতুন নববিয়াহ' একক গ্রন্থ হিসাবে পরবর্তীতে সংরক্ষিত হয়নি। ইবন হিশাম (র) 'আস্-সীরাতুন্-নববিয়্যাহ্'র সেসব অংশ বর্জন করেছেন, যেসব বর্ণনা সরাসরি হযরত নবী করীম (সা)-এর জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক বলে প্রমাণিত হয়নি। ইব্‌ন হিশাম (র)-এর বর্জিত অংশগুলো তাবারী (র) ও আযরাকীর লেখায় সংরক্ষিত হয়েছে।

ইবন হিশাম (র)-এর নাম ও বংশ পরিচয়

নাম আবদুল মালিক, উপনাম আবূ মুহাম্মদ। পিতার নাম হিশাম। দাদার নাম আইউব, হিমইয়ারী বংশের মুআফিরী শাখায় তাঁর জন্ম। তাঁর জন্ম বসরাতে কিন্তু বংশের সবাই মিসরে বাস করেনবিধায় তিনি বাল্যকালেই সেখানে চলে যান। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি সেখানেই অতিবাহিত করেন। তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। মতান্তরে তিনি আদনান বংশের সন্তান।

শিক্ষাদীক্ষা ও সীরাত রচনা

তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে এতটুকু যথেষ্ট যে, তিনি মিসরে ইমাম শাফিঈ রাহ্‌মতুল্লাহ্ আলায়হি-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। যমানার মুজাদ্দিদ, আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জমা'আতের অন্যতম ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির সাহচর্য তাঁর জন্য সৌভাগ্যের কারণ হয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর রচিত 'সীরাতুর রাসূলুল্লাহ্'-র সংশোধনকারী হিসাবে ইব্‌ন হিশাম (র) জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি 'আস্-সীরাতুন্ নববিয়্যাহ্‌তে' বর্ণিত কতিপয় কবিতার সঠিক পাঠ লিপিবদ্ধ করেন। নতুন কবিতা তাতে যোগ করেন। কঠিন শব্দ ও বিশেষ বিশেষ শব্দসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সংযোজন করেন এবং কোথাও কোথাও বংশ তালিকা সংশোধন করেন, অর্থাৎ গ্রন্থটির যা অপূর্ণতা ছিল, তিনি তা পূরণ করেন দেন। তাতে ইব্‌ন হিশাম (র)-এর সংস্করণের মাধ্যমে গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'আস্-সীরাতুন্ নববিয়্যাহ্' গ্রন্থটি ভালভাবে পড়ার জন্য তিনি তৎকালীন কূফা নিবাসী যিয়াদ বাকায়ী (মৃ. ১৮৩ হি./৭৯৯ খ্রি.)-এর নিকট ইরাকে গমন করেন।

ইব্‌নুল-বরকী, যাহাবী, তায্‌কিরাতুল্-হুফ্‌ফায, তাবাকাত ইত্যাদি গ্রন্থের বর্ণনামতে ইব্‌ন হিশাম (র)-এর অনবদ্য রচনা 'আস্-সীরাতুন্ নববিয়্যাহ্' এক অমর কীর্তি। পরবর্তীকালে সীরাতে রাসূলের উপর পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সবগুলো গ্রন্থেরই মূল ভিত্তি ইব্‌ন হিশাম (র)-এর অমর এ গ্রন্থ। ঐতিহাসিক ধারা বিবরণীর সাথে পবিত্র কুরআন নাযিলের ধারা বিবরণী এতে সন্নিবেশিত হওয়ায় এ গ্রন্থের মাহাত্ম্য অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইব্‌ন হিশাম (র)-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী এ গ্রন্থের কতিপয় ব্যাখ্যা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন : (১) ইমাম সুহায়লীর-'রাওযুল্-উনূফ, (২) আবূ যার খাশানীর-'শারহুস-সীরাতুন্-

নববিয়্যাহ্, (৩) ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর 'কাশ্‌ফুল-লিসাম ফী শারহি সীরাতে ইব্‌ন হিশাম।

এ অনন্য গ্রন্থের কতিপয় সংক্ষিপ্তসারও রচিত হয়েছে। যেমন : (১) বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ শাফিঈর-'যাখীরাহ্ ফী মুখাতসারিস্-সীরাহ', (২) আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল্-ওয়াসিতীর 'মুখতাসার সীরাত ইব্‌ন হিশাম।' (৩) আবদুস-সালাম হারূন-এর 'তাহযীব সীরাত ইব্‌ন হিশাম।'

বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা

ইব্‌ন হিশাম (র) যদিও 'সীরাতুর-রাসূল' বিশারদ হিসাবে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তথাপিও তাঁর পাণ্ডিত্য শুধু সীরাত বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি একাধারে হাদীসবেত্তা, বংশ-লতিকা বিশারদ, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, আরবী ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবেও জগতে সমধিক খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছেন। কুলজী (বংশ লতিকা বিষয়ক) শাস্ত্র এবং আরবী ব্যাকরণে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

হিমাইয়ার গোত্রের ইতিহাস 'তারীখ সালাতীন হিমইয়ার' এবং দক্ষিণ আরবীয় পুরাকীর্তিসমূহ সম্বন্ধে তাঁর রচিত 'কিতাবুত-তীজান' আজও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ হিসাবে সকল ঐতিহাসিকের নিকট সমাদৃত।

ওফাত

এ মহান 'সীরাতুর-রাসূল' বিশারদের জন্ম যেমন অজ্ঞাত, তেমনি তাঁর ওফাতের সঠিক তারিখও কোন ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায় না। তবে একমতে বর্ণিত আছে, ১৩ রবীউস-সানী ২১৮ হিজরী, মুতাবিক ৮ মে, ৮৩৩ খ্রি. সনে, মতান্তরে ২১ হিজরী মুতাবিক ৮২৮ খ্রি. সনে তিনি মিসরের ফুসতাত শহরে ওফাতপ্রাপ্ত হন। মিসর বিজয়ী বীর সেনানী হযরত আমর ইব্‌ন আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'ফুসতাত' শহর স্থাপন করেন। বর্তমানে তা আধুনিক মিসরের রাজধানী কায়রোর উপকণ্ঠে অবস্থিত।

অনুবাদের ধারা

প্রায় ১২শ' বছর পূর্বেকার ইব্‌ন হিশাম (র)-এর এ মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদ পৃথিবীর বহু ভাষায় বহু আগেই হয়ে গিয়েছে। ফারসী, উর্দু, ইংরেজী, ফ্রান্স, জার্মানসহ পৃথিবীর বহু ভাষায় 'সীরাতুর রাসূলে'র সুখপাঠ্য গ্রন্থটি অনূদিত হওয়ায় নানা ভাষাভাষী বহু পূর্বেই এর আস্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রথমবারের মত অনুবাদ প্রকাশ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বিদগ্ধ নবী প্রেমিকগণের প্রতি যে সুধা বিলাতে চেষ্টা করছেন, তা সত্যিই আনন্দদায়ক। এ অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদের সাথে সম্পাদনার কাজে শরীক থাকার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে, সেজন্য বিশ্বপালক আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শোকরগুযারী করছি। এ গ্রন্থ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ যাঁরাই এ মহতী কাজে জড়িত, সবাই বাংলা ভাষাভাষী বিদগ্ধ নবী-প্রেমিকের দু'আ পাওয়ার যোগ্য। সকল প্রকার ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহু তা'আলা গাফূরুর-রাহীমের দরবারে মাফ চাই; তিনি যেন আমাদের সকলকে তাঁর পিয়ারা রাসূলের প্রতিটি সুন্নাতের ইত্তিবা করার তওফীক ইনায়েত করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল-আলামীন!

উৎসর্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা—যিনি তাঁর রাসূল (সা)-কে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে, যাতে তিনি এই সত্য দীনকে অন্য সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন। যদিও তা কাফিররা অপসন্দ করে। ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! হে আমার নেতা! আপনিই সে ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্‌র বাণীকে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন, আমানতকে যথাযথভাবে আদায় করেছেন, সমগ্র উম্মাতের কল্যাণ সাধন করেছেন এবং আমাদের সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আপনার উপর দরূদ ও সালাম।

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার নেতা! যখন কুপ্রবৃত্তির অন্ধকার গোটা পরিবেশকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়, মনের শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত হয়, পৃথিবীর প্রশস্ত প্রান্তরসমূহ সংকুচিত হয়ে পড়ে, তখন ঈমানদার লোকদের হৃদয় আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাদের চোখ আশার অশ্রুতে সিক্ত হয়ে ওঠে এবং মানুষের মনে লজ্জা ও অনুশোচনা সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আশার আলো জ্বলে ওঠে এবং আপনার ভাবমূর্তিকে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলে। তখন দিশেহারা মানব জাতি অতীতের মতই হারানো পথ খুঁজে পায়। অতীতেও বিশ্ববাসীর দুর্গতি হয়েছিল। বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত মানব জাতি পথ-নির্দেশের আশায় ব্যাকুল হয়ে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। অবশেষে সেই ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি ঘটে। হঠাৎ বিশ্বজগতের পাতায় পাতায় অংকিত হয় আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদের নাম। জিবরাঈল আমীন চলে আসেন আসমান থেকে পরম সওগাত নিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে। তা হলো :

"لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ"

"তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি খুবই কষ্ট পান। মু'মিনদের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত উচ্চ আশা পোষণ করেন। তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহবৎসল ও করুণাময়।" (৯ : ১২৮)

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! হে আমার নেতা! আজকের বিশ্বে আপনার জীবন-চরিতের চর্চা অন্য যে কোন জিনিসের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। আপনার অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব যে আদর্শ চরিত্রের মহিমায় সমুজ্জ্বল এবং যে অনুপম জীবন বিধান আপনি আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন, আজকের মুসলিম উম্মাহ্ পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় তার অধিকতর মুখাপেক্ষী। একমাত্র সেই জীবন বিধানই আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে বিভ্রান্ত ও গুমরাহীর করাল গ্রাস থেকে।

অতএব, হে আমার নেতা! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! হে সর্বোত্তম নবী! হে সৃষ্টির সেরা! আমি আপনার সদয় অনুমতি প্রার্থনা করছি, ইব্‌ন হিশাম রচিত এই সীরাত গ্রন্থখানি আপনার নামে উৎসর্গ করার। কিয়ামতের দিন এ গ্রন্থ আলোকবর্তিকা হয়ে আমাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথ দেখাবে—এটাই আমার প্রত্যাশা।

ত্বাহা আবদুর রউফ সা'দ

ভূমিকা

প্রচলিত অর্থে ইতিহাস কি জিনিস আরবদের কাছে তা স্পষ্ট ছিল না। তাদের কাছে ইতিহাস বলতে বুঝাত কেবল বিভিন্ন গোত্রের পূর্বপুরুষদের নামের ধারাবাহিক তালিকা, তাদের বীরত্ব গাথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির বংশানুক্রমিক স্মৃতিচারণ। নিছক জনশ্রুতি-নির্ভর ইতিহাস সংরক্ষণের এ ধারাটি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের অভ্যুদয়ের আগেই অতিবাহিত হয়েছিল। তবে নবুওয়াতের সূচনাকালের ধারাটি আরো স্বচ্ছ ও স্পষ্ট আকার ধারণ করেছিল। আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের কেউ যে ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যাপারে মনোযোগী হতে পারেননি, তার কারণ, তাঁরা জিহাদ ও দেশজয়ের কাজে অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিলেন। এ কাজে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন তাবিঈদের (সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম) একটি দল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আমলে মুসলমানদের জীবনে যে সব ঘটনা এবং রাসূল (সা)-এর প্রত্যক্ষ তদারকীতে যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল, তাতে সাহাবীদের মধ্য থেকে কারা কারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েই তাঁদেরকে এ কাজের দিকে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল।

কিন্তু ইতিহাসের প্রচলিত ও বিস্তারিত রূপটি আত্মপ্রকাশ করে উমাইয়া যুগে। অবশ্য বনূ উমাইয়ার ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনার মূলে যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল, তা হল বনূ উমাইয়া আমলের প্রধান প্রধান প্রশাসকদের প্রশংসা অথবা এমন কোন বংশীয় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা, যার সাথে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জড়িত ছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা লাভই ছিল এ সব তৎপরতার প্রধান লক্ষ্য। দুঃখের বিষয় এই যে, বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত ও সাহিত্য গ্রন্থাবলীর অভ্যন্তরে বিবৃত কিছু কিছু তথ্য ছাড়া এ আমলের সংগৃহীত ইতিহাসের কোন উপাদানই আমাদের কাছে পৌঁছেনি। এর কারণ এই যে, উমাইয়াদের শাসনামলে বিভিন্ন গোলযোগ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়। এমনও হতে পারে যে, আব্বাসী শাসকরা উমাইয়া শাসনামলের নিদর্শনাবলী নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই ঐসব উপাদান বিনষ্ট করে দিয়েছিল। অথবা আব্বাসীয়দের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ জনগণ ঐ আমলের রচিত গ্রন্থাবলীকে বর্জন করেছে। তাছাড়া এও একটি বাস্তব ব্যাপার যে, আব্বাসী যুগ না আসা পর্যন্ত ইসলামের সত্যিকার ইতিহাস প্রণয়নের পথ সুগমই হয়নি। এ যুগেই সাধারণ মানুষের ও শাসক শ্রেণীর জীবন বৃত্তান্ত রচিত হয়েছে। সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ কথা এই যে, ঐতিহাসিক তত্ত্ব, তথ্য ও উপাদান নিয়ে সর্বপ্রথম যে গ্রন্থের আবির্ভাব ঘটে, তা হলো মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'। আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরা এ গ্রন্থের অন্যতম ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।

এরপর যখন মুসলিম মনীষিগণ পবিত্র কুরআনের সংগ্রহ, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও হাদীস সংকলনের কাজে নিয়োজিত হন, আর এ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে যখন তারা কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিলের স্থান, কাল ও উপলক্ষ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত ঘটনাবলীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, এমনকি হাদীস সংগ্রহ করতে গিয়েও যখন তারা অনুরূপ প্রয়োজন অনুভব করেন, তখন তাদেরকে বাধ্য হয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের জীবনী রচনার কাজেও ব্রতী হতে হয়। কেননা এটাই হচ্ছে উপরোল্লিখিত যাবতীয় বিষয়ের নির্ভুল তত্ত্ব ও তথ্যের একমাত্র ভাণ্ডার এবং প্রশস্ততম উৎস।

সীরাত কী

সীরাত বলতে বুঝায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের আগে নবুওয়াতের পটভূমি রচনাকারী ঘটনাবলী, তাঁর জন্মের আগে সংঘটিত রিসালাতের নিদর্শন সম্বলিত ঘটনাবলী, তাঁর জন্ম, জন্মের পর নবুওয়াতকাল পর্যন্ত তাঁর লালন-পালন, আল্লাহ্‌র দীনের প্রতি মানব জাতিকে আহ্বান, আহ্বানের পর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের বিরোধিতা, তাঁর ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যে সংঘটিত বাকযুদ্ধ ও সশস্ত্র যুদ্ধ এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হওয়া পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত গ্রহণকারীদের বিবরণসহ রাসূল (সা)-এর সমগ্র জীবন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনে যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তা 'গাযওয়া' ও 'সারিয়া' নামে অভিহিত। তবে এসব যুদ্ধের ক্ষেত্রে আরবীতে 'মাগাযী' পরিভাষাটির প্রয়োগ অধিকতর প্রচলিত। 'মাগাযী' শব্দটি ধাতুগত অর্থের দিক দিয়ে যুদ্ধসমূহ এবং যোদ্ধাদের বৃত্তান্ত এ দু'টিই প্রকাশ করে। এটি 'মাগযা'-এর বহুবচন, যার অর্থ হলো একাধারে যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্র ও যুদ্ধকাল।

সীরাত গ্রন্থ রচনায় যাঁরা অগ্রণী

সীরাত গ্রন্থ রচনা ও সীরাত সংকলনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিত্বের মধ্যে যাঁরা সর্বাধিক খ্যাতিমান, তাঁরা হলেন : উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (ইন্তিকাল ৯৩ হি.), আব্বান ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (ইন্তিকাল ১০৫ হি.), শুরাহবিল ইব্‌ন সা'দ (ইন্তিকাল ১২৩ হি.), ইব্‌ন শিহাব যুহরী (ইন্তিকাল ১২৪ হি.), তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'আল-মাগাযী', আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হায্‌ম (ইন্তিকাল ১৩৫ হি.), মূসা ইব্‌ন উক্‌বা (ইন্তিকাল ১৪১ হি.) তাঁর রচিত গ্রন্থের নামও 'মাগাযী' এবং বার্লিন লাইব্রেরীতে এই নামে এককপি বই রয়েছে। বইখানা ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর কর্তৃক সংগৃহীত এবং এতে নবী (সা)-এর আমলে ও তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের বিবরণ বিদ্যমান। এই গ্রন্থের একটি নির্বাচিত অংশ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে মুদ্রিত হয়েছে। মুয়াম্মার ইব্‌ন রাশিদ, (ইন্তিকাল ১৫০ হি.), মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়ামার (ইন্তিকাল ১৫১ হি.), যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী (ইতিকাল ১৮৩ হি.), ওয়াকিদী, 'মাগাযী' নামক গ্রন্থের প্রণেতা (ইতিকাল ২০৭ হি.), ইব্‌ন হিশাম (ইন্তিকাল ২১৩ হি.) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ 'তাবাকাত' নামক গ্রন্থের প্রণেতা, (ইন্তিকাল ২৩০ হি.)।

সীরাতের আলোচ্য বিষয়

সীরাতের সূচনা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ পরিচয় দিয়ে। কিন্তু এই বংশ পরিচয় সংগ্রহ করতে গিয়ে আরবের নামকরা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের বংশ পরিচয়, তাদের প্রাগৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেই সাথে অপরিহার্য হয়, তাদের আদত-অভ্যাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পূজা-উপাসনা এবং তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উল্লেখও। এ সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হল : আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম কর্তৃক যমযম কূপের পুনর্খনন। নবীর বংশ পরিচয় ছাড়াও তাঁর জীবনের অন্য যে

সব বিষয় সীরাতের আওতাভুক্ত, তা হলো : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম, তাঁর লালন-পালন, তাঁর নবুওয়াত লাভ, যারা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন এবং তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদের বিবরণ। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানগণ কাফিরদের হাতে যে, যুলুম-নির্যাতন ভোগ করেন তার বিবরণ, দীন রক্ষার খাতিরে মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় প্রথম দফা ও দ্বিতীয় দফা হিজরত, তায়েফের বনূ সাকীফ ও অন্যান্য স্থানে অবস্থানরত বিভিন্ন গোত্রের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত পেশ ও সহযোগিতার আহবান! ইয়াসরিববাসী কর্তৃক সর্বান্তকরণে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ও তাঁর অনুসারী মুসলমানদের সেখানে হিজরত, রাসূলুল্লাহ (সা) ও মদীনার ইয়াহূদীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও সম্পাদিত চুক্তিসমূহ, ইয়াহূদীগণ কর্তৃক সেই চুক্তি লংঘনের পরিণামে তাদের ওপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসা এবং তার ফলে ইয়াসরিবের মাটি থেকে ইয়াহূদীদের উচ্ছেদ ও আল্লাহ্র পক্ষ হতে মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়।

এরপর মদীনা শরীফ থেকে মুসলিম সেনাদলগুলো বিশ্বের দিক-দিগন্তে ছুটে যায় সত্য, ন্যায় ও ঈমানের পতাকা হাতে নিয়ে, দিকে দিকে দূত ও প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয় শান্তির বার্তা ও ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। আর এর ফলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে মহান বিজয় ও সাহায্য এবং আল্লাহ্র দীনের ভেতরে মানুষ প্রবেশ করে দলে দলে।

এরপর সীরাতের অঙ্গীভূত হয় রাসূল (সা)-এর সহধর্মিণীদের বৃত্তান্ত, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগগ্রস্ত হওয়া এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর গৃহে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা ও অবশেষে ইন্তিকাল, এরপর সাকীফায়ে বানূ সায়েদায় সংঘটিত ঘটনা, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে মুসলমানগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে রাসূলের খলীফা হিসাবে নির্বাচন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেহ মুবারকের দাফন-কাফন ও কবি হাস্সান ইব্ন সাবিত কর্তৃক তাঁর স্মরণে শোক কবিতা পাঠ।

ইব্ন হিশাম স্বীয় গ্রন্থ 'আস-সীরাতুন নাবাবিয়া' (নবী জীবনী)-তে উল্লিখিত বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সীরাত বিশ্লেষকগণ

ইব্ন হিশামের পর এমন একটি দল সীরাতের বিষয় নিয়ে গবেষণা চালান, যাদের আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী সংক্রান্ত জ্ঞানে ও ঈমানে পূর্ণ দক্ষতা ও পরিপক্কতা দান করেন। তারা পূর্ব থেকে প্রণীত সীরাত গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকা সংযোজন, গ্রন্থাবলী নিয়ে গবেষণা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশালাকায় গ্রন্থাবলীর সংক্ষেপকরণের কাজ কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সুহায়লী (৫০৮—৫৮১ হি.) এবং আবূ যার খুশানী (৫৩৫—৬০৪ হি.) শেষোক্ত ব্যক্তির পূর্ণ নাম হল : মুসয়াব ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাসঊদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ জাইয়ানী খুশানী। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সুপণ্ডিত, হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী, বহু ভাষাবিদ, বিশিষ্ট কবি ও কাব্য সমালোচক এবং আরব ইতিহাস, সাহিত্য ও কবিতায় সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর বহু সুবিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ইব্ন ইসহাক রচিত সীরাত গ্রন্থের টীকা 'শারহুল গরীব মিন সীরাতে ইব্ন ইসহাক।'

আর সুহায়লী সীরাতে ইব্ন হিশামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম হলো 'রওযুল উনূফ'। সুহায়লী তাঁর ভূমিকায় নিজেই বলেছেন যে, এই গ্রন্থে তাঁর অনুসৃত

রীতি হল ইব্‌ন ইসহাক রচিত সীরাত গ্রন্থের যে সংক্ষিপ্তসার ইব্‌ন হিশাম রচনা করেছেন (অর্থাৎ 'সীরাতে ইব্‌ন হিশাম'), তাতে যেখানেই কোন জটিল ও দুরূহ শব্দ কিংবা কোন অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ বক্তব্য রয়েছে, সেখানে তিনি তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পূর্ণতা দান করেছেন। সুহায়লীর বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের পক্ষে এই স্বল্প পরিসর গ্রন্থে দেয়া সম্ভব নয়। সেটা দিতে হলে এ জন্য আলাদা এক জীবন চরিত লিখতে হবে।

আলোচ্য সীরাত গ্রন্থের কপি ও সংস্করণসমূহ

এই সীরাত গ্রন্থের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা অনেক। এগুলোর বেশির ভাগ পাওয়া যায় ইউরোপের লাইব্রেরীগুলোতে। তৈমুরী লাইব্রেরীতে একটি অসম্পূর্ণ কপি রয়েছে। ইব্‌ন ইসহাক রচিত মূল কপিটি কোথায় আছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে ঐতিহাসিক ক্রেবসিক (Karabacek) মনে করতেন যে, ইস্তাম্বুলের কোপরিলী স্কুলের লাইব্রেরীতে 'আরশেদুক রেইনার প্রণীত মাজমুআতুল বুরদী' নামক যে গ্রন্থটি সংরক্ষিত রয়েছে, তার ভেতরে ইব্‌ন ইসহাকের সীরাত গ্রন্থের মূল কপির একটি অংশ বিদ্যমান। কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল যে, ওটা আসলে 'সীরাতে ইব্‌ন হিশাম'-এরই একটি কপি। আর কিতাবুল মাগাযী বিভিন্ন গ্রন্থের ভেতরে আজও সংরক্ষিত রয়েছে, যেমন মাওয়ারদী প্রণীত 'আহ্‌কামুস সুলতানিয়া' এবং তাবারী প্রণীত ইতিহাস গ্রন্থে।

সীরাত ইব্‌ন হিশাম একাধিকবার ছাপা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুদ্রণগুলো নিম্নরূপ :

১. গটেনজেন মুদ্রণ-১৮৬০ সালে জার্মানীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এটিই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ প্রকাশনা। জার্মান প্রাচ্যবিদের সমালোচনা ও পর্যালোচনা সহকারে এ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক এর সাথে তৃতীয় আর একটি খণ্ড সংযেজন করেন। এতে বিভিন্ন পর্যালোচনা, টীকা-টিপ্পনী ও পুস্তক তালিকা রয়েছে। এর শুরুতেই রয়েছে ইব্‌ন খাল্লিকান, ইব্‌ন কুতায়বা ও ইব্‌ন নাজ্জারের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ইব্‌ন ইসহাকের জীবন বৃত্তান্ত। সেই সাথে ইব্‌ন সাইয়িদুন্নাস ইয়াফিরী প্রণীত 'উয়ূনুল আসার' (عيون الاثر) নামক গ্রন্থ থেকে ইব্‌ন ইসহাকের প্রশংসা, সমালোচনা, সমালোচনার জবাব প্রভৃতি সম্বলিত নিবন্ধাবলীও উদ্ধৃত হয়েছে। ইব্‌ন সাইয়িদুন্নাস ইয়াফিরী হলেন হিজরী ৮ম শতাব্দীর জনৈক নামযাদা ঐতিহাসিক।

২. সীরাতে ইব্‌ন হিশাম ১২৯৫ হিজরীতে বূলাকেও তিন খণ্ডে ছাপা হয়েছে।

৩. ১২২৯ হিজরীতে মিসরের খায়রিয়া প্রেসেও তিন খণ্ডে ছাপা হয়।

৪. ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে লিপযিগে ছাপা হয়।

৫. 'আর-রওযুল উনূফ' গ্রন্থের টীকায় জামালিয়া প্রেসে ১৩৩২ হি./১৯১৪ খ্রি. ছাপা হয়।

৬. ১৩৩৩ হিজরীতে 'যাদুল মা'আদ ফী হাদীয়ে খায়রিল ইবাদ' গ্রন্থের টীকায়ও এ গ্রন্থ ছাপা হয়।

৭. মুস্তফা বাবী হালবী কোম্পানী ও তদীয় সন্তানদের প্রেসে এ গ্রন্থ দু'বার ছাপা হয়। প্রথম ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ খ্রি. সালে এবং দ্বিতীয় ১৩৭৫ হি./১৯৫৫ খ্রি. সালে।

১৩৫৬ হি./১৯৩৭ খ্রি. সালে হেজাযী প্রেসে এ গ্রন্থটি ৪ খণ্ডে ছাপা হয়।

সীরাত লেখক মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বংশ পরিচয় ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ : (জন্ম-৮৫ হি., মৃত্যু ১৫১ হি.)

তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্ মতান্তরে আবূ বকর। পূর্বপুরুষদের ধারাবাহিকতা অনুসারে তিনি হচ্ছেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার ইব্‌ন যিয়ার। কারো কারো মতে তাঁর দাদা হলেন সাইয়ার ইব্‌ন কাওসান। 'উয়ূনুল আসার'-এর গ্রন্থকার ইব্‌ন সাইয়িদুন্নাস বলেন, তিনি হচ্ছেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার ইব্‌ন জিখয়ার। আবার কেউ কেউ ইয়াসারের পিতার নাম কাওসান মাদানী বলে উল্লেখ করেন। মুহাম্মদের পিতামহ ইয়াসার হলেন ইরাক থেকে মদীনায় আগত প্রথম যুদ্ধবন্দী। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ১২ হিজরী মুতাবিক ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাকে ইরাকের আম্বারের নিকটবর্তী আইনুত্তামারের একটি খ্রিস্টীয় গীর্জা থেকে গ্রেফতার করেন। এরপর থেকে তিনি কুরায়শ বংশের আবদুল মানাফের পুত্র আবদুল মুত্তালিব, তদীয় পুত্র মাখরামা, তদীয় পুত্র কায়স, তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ্‌র পরিবারের ভৃত্য হিসাবে অবস্থান করেন। এই কারণে ইয়াসারকে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরের দাসত্বের কারণে মুত্তালিবী এবং বসবাসের কারণে মাদানী বলা হয়। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মদীনাতেই যৌবনে পদার্পণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সংক্রান্ত তথ্য ও ঘটনাবলী সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উমর ও আবূ বকর নামে তাঁর দুই ভাই ছিলেন এবং তারা উভয়েই হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।

আলিম সমাজের কাছে তাঁর মর্যাদা

অধিকাংশ আলিমের মতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক হাদীস শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য এবং রাসূল (সা)-এর জীবনের সাধারণ ঘটনাবলী এবং বিশেষভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপারে তিনি পথিকৃৎ। ইব্‌ন শিহাব যুহরী বলেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামরিক জীবনের তথ্য সংগ্রহ করতে উচ্ছুক, তাকে অবশ্যই মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের শরণাপন্ন হতে হবে। ইমাম বুখারী স্বীয় ইতিহাসে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফিঈ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামরিক অভিযানসমূহ সম্পর্কে পারদর্শী হতে চায়, তাকে অবশ্যই মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের ওপর নির্ভর করতে হবে। শু'বা ইব্‌ন হাজ্জাজ বলেন : ইব্‌ন ইসহাক হাদীস শাস্ত্রে মুসলমানদের নেতা। সাজী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম যুহরীর শিষ্যগণের যখন যুহরীর বর্ণিত কোন হাদীসে সন্দেহ দেখা দিত, তখন তারা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের শরণাপন্ন হতেন। কারণ তারা তাঁর স্মৃতিশক্তির ওপর আস্থাশীল ছিলেন। বিশিষ্ট মনীষী ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঈন, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ কাত্তান মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাককে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন এবং তাঁর বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন। ইমাম মারবানী বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামরিক জীবন সংক্রান্ত তথ্যাবলী যিনি সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের শিক্ষক ও ছাত্রগণ

তিনি হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক এবং সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবের সাক্ষাত পেয়েছেন। আর তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পৌত্র কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ, উসমান (রা)-এর পুত্র আব্বাস, আলী (রা)-এর প্রপৌত্র মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসান, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর পুত্র আবূ সালামা, আবদুর রহমান ইব্‌ন হরমুয আ'রায, ইব্‌ন উমরের আযাদকৃত দাস নাফে' এবং যুহরী প্রমুখ মনীষী থেকে।

আর তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট আলিম ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী, সুফইয়ান সাওরী, ইব্‌ন জুরায়জ, শু'বা, হাম্মাদ, ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ, শুরাইক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নাখ্‌ঈ, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না এবং তাঁদের পরবর্তী আরো অনেকে। এরা সবাই তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর সংকলিত সীরাত গ্রন্থে তিনি যে সব বর্ণনাকারী থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে বিশেষ নির্ভরযোগ্য দু'জন হলেন : ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (১৯৯ হি.) এবং যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী।

তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী

যতদূর জানা যায়, ইব্‌ন ইসহাক দু'খানা গ্রন্থে নবী (সা)-এর জীবনী লিখেছিলেন।

১. একটির নাম ছিল 'কিতাবুল মুবতাদা', অথবা 'মুবতাদাউল খাল্‌ক' অথবা 'কিতাবুল মাবদা ওয়া কিসাসুল আম্বিয়া।' এ নামে যে গ্রন্থটি তিনি লিখেছিলেন, তাতে হিজরতের পূর্ববর্তী নবী জীবনী সংকলিত হয়েছে। ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র নুফায়লী (মৃ. ২৩৪ হি.), তাঁর বরাতে এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন।

২. 'কিতাবুল মাগাযী'। এটিই তাঁর সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সম্ভবত এ গ্রন্থটিকে ভিত্তি করেই আল্লামা মাওয়ার্দী তাঁর গ্রন্থ 'আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া' লিখেছেন।

৩. ইব্‌ন ইসহাকের তৃতীয় গ্রন্থখানির নাম 'কিতাবুল খুলাফা'। ইব্‌ন ইসহাকের বরাতে উমাভী এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। তবে 'কিতাবুল মাগাযী' প্রকাশিত হওয়ার কারণে গ্রন্থটির খ্যাতি কমে যায় এবং এর গুরুত্ব ও মর্যাদা ম্লান হয়ে যায়।

শিক্ষা সফরে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক

তৎকালীন মদীনার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হাদীস বিশারদগণের সংগে, বিশেষত মালিক ইব্‌ন আনাসের সংগে যখন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের মতান্তর ঘটল, তখন তিনি মদীনা ত্যাগ করে মিসরে চলে গেলেন। পরে তিনি সেখান থেকে ইরাকে চলে যান। সেখানে যখন আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদের সংগে থাকতেন তখন ইরাকবাসী তাঁর কাছ থেকে বহু হাদীস শ্রবণ করে। হিরায় আবূ জা'ফর মানসূরের সাথেও তাঁর সাক্ষাত ঘটে। তাঁর কাছে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামরিক অভিযানের তথ্য হস্তান্তর করেন। এ কারণে (মানসূরের মাধ্যমে) কূফাবাসীও তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে। রায় অঞ্চলেও (মধ্য এশিয়ায়) তিনি যান এবং সেখানকার অধিবাসীরাও তাঁর কাছ থেকে সীরাতের জ্ঞান লাভ করে। এ কারণে মদীনার তুলনায় এ সব দেশের অধিবাসীদের মধ্যে তাঁর ছাত্রের সংখ্যা বেশি। সবশেষে তিনি বাগদাদে আসেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

ইব্‌ন ইসহাকের উপর আরোপিত অভিযোগসমূহ এবং তার জবাব

সাযকানী বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার শী'আ মতাবলম্বী ছিলেন এবং কাদারী গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামরিক জীবনের ইতিবৃত্ত সংগ্রহকারিগণ সাধারণ শী'আই হয়ে থাকেন, যেমন ইব্‌ন ইসহাক ও আবূ মা'শার প্রমুখ।

ইব্‌ন সাইয়িদুন্ নাস স্বীয় গ্রন্থ 'উয়ূনুল আসার'-এ উল্লিখিত অভিযোগসমূহের জবাব এরূপে দিয়েছেন যে, ইবন ইসহাকের নামে শী'আ ও কাদারীয়া মতবাদ অবলম্বী হওয়ার যে সব দুর্নাম রয়েছে, তা দ্বারা তাঁর বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্য ও বর্ণনাসমূহ অগ্রহণযোগ্য বুঝায় না এবং তাতে বড় রকমের কোন দুর্বলতাও সৃষ্টি হয় না।

ইব্‌ন নুমায়র বলেন, ইব্‌ন ইসহাক অজানা-অচেনা লোকদের বরাত দিয়ে অসত্য তথ্য বর্ণনা করেন। এর জবাব এই যে, বিভিন্ন সূত্রে ইব্‌ন ইসহাককে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বলে যদি আখ্যায়িত না করা হত, তা হলে বুঝা যেত না যে, অসত্য ভাষণের অভিযোগটা ইব্‌ন ইসহাকের ওপর বর্তায়, না যাদের বরাত দিয়ে তিনি বর্ণনা করেছেন তাদের ওপরে বর্তায়। যেহেতু ইব্‌ন ইসহাককে সত্যভাষী ও নির্ভরযোগ্য বলে ব্যাপকভাবে মনে করা হয়েছে, তাই অসত্য ভাষণের অভিযোগটা ঐ সব অচেনা ও অজানা লোকদের ওপরই বর্তায়, ইব্‌ন ইসহাকের ওপরে নয়।

ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন, ইব্‌ন ইসহাক একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি, তবে তাঁর বর্ণনাকে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। জবাবে বলা যায় যে, ইয়াহ্‌ইয়া যে তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন, এটুকুই তাঁর জন্য যথেষ্ট।

ইমাম মালিক তাঁর ওপর জীবনে একবারই অভিযোগ আরোপ করেছিলেন। তবে তার পেছনে একটা কারণ ছিল। ইব্‌ন ইসহাক মনে করতেন যে, ইমাম মালিক স্বীয় গোত্রের প্রাক্তন দাসদের বংশোদ্ভূত। পক্ষান্তরে মালিক নিজেকে গোত্রের আসল জনশক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে বিশ্বাস করতেন। এই দ্বন্দ্ব থেকে উভয়ের মধ্যে কিছুটা রেষারেষির সৃষ্টি হয়। পরে ইমাম মালিক স্বীয় হাদীস গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' লিখলেন। তখন ইব্‌ন ইসহাক রসিকতাচ্ছলে বললেন, তোমরা ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তার রোগের চিকিৎসক। (ইবন ইসহাক মূল যে আরবী শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন তার অর্থ পশু চিকিৎসক এবং কথাটা স্পষ্টতই ইমাম মালিককে পশু বলে অভিহিত করার ইংগিত বহন করে)। তাঁর এ মন্তব্য যখন ইমাম মালিকের কানে গেল, তখন তিনি বললেন, ইব্‌ন ইসহাক একজন দাজ্জাল (প্রতারক)। সে ইয়াহূদীদের বরাত দিয়ে ইতিহাস রচনা করে। মোটকথা সমাজের অন্যান্য মানুষের মধ্যে যে ধরনের রেষারেষী থাকে, তাঁদের উভয়ের মধ্যেও তাই ছিল। এর পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত ইব্‌ন ইসহাক ইরাকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে আপস নিষ্পত্তি হয়। বিদায়ের সময় ইমাম মালিক তাঁকে ৫০ দীনার এবং ঐ বছরের ফসলের অর্ধেক প্রদান করেন এবং ইব্‌ন ইসহাকের সাথে সাবেক সম্পর্ক পুনর্বহাল করেন। কারণ হিজাযে তৎকালে তাঁর সমকক্ষ কোন ইতিহাসবিদ ছিল না।

ইমাম মালিক ইব্‌ন ইসহাকের মধ্যে হাদীস শাস্ত্রের ব্যাপারে আপত্তিজনক কিছু দেখতেন না। তাঁর কাছে একমাত্র যে জিনিসটি আপত্তিজনক ছিল তা হলো : ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত যে

সকল নওমুসলিম তাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে খায়বর, বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যার ঘটনাবলী তখনো স্মরণ রেখেছিল, তাদের কাছ থেকে ইব্‌ন ইসহাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। অথচ ইব্‌ন ইসহাক তাদের কাছ থেকে এ সব তথ্য সংগ্রহ করতেন শুধু জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। এ সবের ওপর ভিত্তি করে তিনি কোন সিদ্ধান্ত, মতামত বা যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতেন না। মুনযির ইব্‌ন যুবায়রের কন্যা এবং উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের পুত্র হিশামের স্ত্রী ফাতিমার নিকট থেকে ইব্‌ন ইসহাকের সীরাত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। শোনা যায়, হিশামের স্ত্রীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন বলে ইব্‌ন ইসহাক দাবি করায় হিশাম তার ওপর আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সে আল্লাহ্‌র দুশমন, মিথ্যাবাদী। সে কিভাবে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করল ? সে তাকে দেখল কোত্থেকে ? তবে হিশাম যাই বলুন, এ কাজটা অসম্ভব কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবিগণও তো তাঁর সহধর্মিণীদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। কেউ তাতে বাধা দেয়নি। এমনও তো হতে পারে যে, ইব্‌ন ইসহাক হিশামের স্ত্রীর কাছে যথারীতি অনুমতি চেয়েছেন এবং তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন, তারপর পর্দার আড়াল থেকে অথবা তার কাছে কোন মুহরিম আত্মীয় থাকা অবস্থায় তিনি তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার এটাও বিচিত্র নয় যে, হিশাম ইব্‌ন ইসহাকের বিরুদ্ধে আদৌ এ ধরনের কোন মন্তব্যই করেননি।

ইন্তিকাল

ইব্‌ন ইসহাক ১৫১ হিজরীতে, মতান্তরে ১৫০, ১৫২ অথবা ১৫৩ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। একটি অসমর্থিত মতানুসারে তিনি ১৪৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। প্রথমটি হল বিশুদ্ধতম অভিমত। বাবুল খায়যারান কবরস্থানে ইমাম আবূ হানীফার কবরের পূর্বদিকে তাঁকে দাফন করা হয়। এখানে খলীফা হারূনুর রশীদের স্ত্রী খায়যারান সমাহিত থাকায় তাঁর নামানুসারে এই কবরস্থানকে 'খায়যারান কবরস্থান' নামে নামকরণ করা হয়।

সীরাত গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে খ্যাত ইব্‌ন হিশামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পুরো নাম

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আইয়ুব হিম্‌য়ারী মুআফিরী বাস্‌রী'। মুআফিরী বলতে বুঝায় মুআফির ইব্‌ন ইয়াফার নামক এক অসাধারণ ব্যক্তির বংশধর। এদের একটি বিরাট অংশ মিসরে এবং একাংশ ইয়ামানে বাস করে। ইব্‌ন হিশাম কোন্ গোত্রের লোক, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে, তিনি কাহতান গোত্রীয়, আবার কারো মতে তিনি আদনান গোত্রীয়, তবে হিময়ারী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করায় আমাদের এই ধারণাই প্রবল যে, কাহতান গোত্রের হিময়ারী শাখার সাথে তিনি সম্পৃক্ত। তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই শিক্ষালাভ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তিনি এক পর্যায়ে মিসরে চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একাধিক শাখায় খ্যাতি অর্জন করলেও বংশনামা ও আরবী ব্যাকরণে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। হিময়ার বংশ ও তার রাজাদের ইতিহাস সম্বলিত একখানি গ্রন্থ তাঁর রয়েছে। এর নাম 'কিতাবুত তিজান'।

এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ থেকে। গ্রন্থটি ১৩৪৭ হিজরীতে হিন্দুস্থানের হায়দরাবাদ থেকে মুদ্রিত হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : 'শরহে আখবারুল গারীব ফিস্‌ সীরাহ' অর্থাৎ 'নবী জীবনী সংক্রান্ত বিরল তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ।

ইব্‌ন ইসহাক রচিত মূল সীরাত ও মাগাযী গ্রন্থ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনীর সার-সংক্ষেপ সংগ্রহ করে, যিনি 'সীরাতুন নববীয়াহ' নামে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন, তিনিই এই ইব্‌ন হিশাম। সীরাতে ইব্‌ন ইসহাকের এই গ্রন্থটি এখন জনসাধারণের কাছে 'সীরাতে ইব্‌ন হিশাম' নামে পরিচিতি।

মিসরের ফুসতাত নামক স্থানে ২১৩ হিজরীতে ইব্‌ন হিশাম ইন্তিকাল করেন। মিসরের ইতিহাস প্রণেতা আবূ সাঈদ আবদুর রহমান ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন ইউনুস ইব্‌ন হিশামকে মিসরে আগত বিদেশী নাগরিক হিসাবে উল্লেখ করেন এবং তার বর্ণনামতে ইব্‌ন হিশাম মারা যান ২১৮ হিজরীর ১৩ই রবীউল আউয়াল, মুতাবিক ৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে।

বিশিষ্ট সীরাত বিশ্লেষক সুহায়লীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জন্ম ৫০৮ হি. মৃত্যু ৫৮১ হি. মুতাবিক ১১১৪ খ্রি.—১১৮৫ খ্রি.। তাঁর নাম আবুল কাসিম বা আবূ যায়দ আবদুর রহমান ইব্‌ন খাতীব, আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন খাতীব আবূ উমর আহমদ ইব্‌ন আবুল হাসান, আসবাগ ইব্‌ন হুসায়ন, ইব্‌ন সা'দুন ইব্‌ন রিযওয়ান ইব্‌ন ফাতুহ। তিনিই প্রথম স্পেনে আগমন করেন। হাফিয আবুল খাত্তাব ইব্‌ন দিহ্‌য়া বলেন, সুহায়লীর উল্লিখিত বংশ পরম্পরা বর্ণনাশেষে তাঁর মূল নামটি এরূপ বলা হয়েছে : খাস'য়ামী সুহায়লী। তিনি একজন প্রখ্যাত মনীষী।

যিরিকলী স্বীয় গ্রন্থ আল্‌-আলামে তাঁর নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন : আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহমদ খাস'য়ামী সুহায়লী।

একটি বিতর্কিত সূত্রে বলা হয় যে, খাস'য়াম ইব্‌ন আনসার নামক বৃহৎ গোত্রের সাথে সম্পর্ক বুঝানোর জন্যই তাঁর নামে খাস'য়ামী শব্দটি যুক্ত হয়েছে। আর স্পেনের বিরাট নগরী মালকার নিকটে অবস্থিত গ্রাম সুহায়লের অধিবাসী বুঝাতে সুহায়লী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে সুহায়ল নামক নক্ষত্রের নামানুসারে। কেননা এই গ্রামের নিকটবর্তী একটি পর্বতের ওপর থেকেই এই নক্ষত্রটি দেখা যায় ; সমস্ত স্পেনের আর কোথা থেকেও এটি দেখা যায় না।

সুহায়লী মালকাতে ৫০০ হি. মুতাবিক ১১১৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। ইয়াতসুগ নামক ক্ষুদ্র শহরে তিনি নৈতিক সুখ্যাতি নিয়ে বয়োপ্রাপ্ত হন এবং অভাব-অনটনের মধ্যে জীবনপাত করেন। তারপর যখন তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে, তখন মরক্কোর রাজা তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতির কথা জানতে পেরে তাঁকে ডেকে পাঠান এবং সম্মানিত করেন। এরপর তিনি প্রায় তিন বছর মরক্কোতে অবস্থান করেন এবং তার গ্রন্থাবলী রচনা সম্পন্ন করে সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

আরবী ব্যাকরণ, আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা এবং সীরাত শাস্ত্রে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর কবিতার সংখ্যাও অনেক এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী অত্যন্ত উপাদেয় ও তথ্য

সমৃদ্ধ। ইব্‌ন দিহ্‌য়া বলেন, সুহায়লী আমাকে কিছু কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, আমি এই কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে যা-ই চেয়েছি, আল্লাহ্ আমাকে তা দিয়েছেন। এমনকি অন্য যারা এই কবিতা পাঠ করে দু'আ করেছেন, তারাও যা চেয়েছেন তা পেয়েছেন। তাঁর বাহরুল কামিল নামক গ্রন্থে বর্ণিত এই কবিতার প্রথম কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :

"হে অন্তর্যামী সর্বশ্রোতা! তুমিই সকল আশা পূরণকারী। সকল বিপদ-মুসীবতে তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। সকল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অভিযোগ তোমার কাছেই পেশ করা হয়। তোমার 'কুন' (হও) শব্দটি বলার মধ্যেই জীবিকার ভাণ্ডার নিহিত। তুমি বদান্যতা প্রদর্শন কর, কারণ তোমার কাছেই সকল কল্যাণ বিদ্যমান।

"আমার অভাব ও দারিদ্র্য ছাড়া, তোমার নৈকট্য লাভের আর কোন উপায় আমার নেই।

"তোমার কাছে প্রার্থনার মাধ্যমেই আমি আমার দারিদ্র্য ঘুচাই।

"তোমার অনুগ্রহ থেকে যদি তোমার এই দরিদ্র বান্দাকে বঞ্চিত করা হয়।

"তাহলে তোমার দরজায় পুনঃপুন করাঘাত করা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। তোমার মহানুভবতার পক্ষে কোন পাপীকেও হতাশ করা কল্পনাতীত।

"কেননা, তোমার অনুগ্রহ সীমাহীন ও করুণা অফুরন্ত।"

কথিত আছে যে, ফরাসীরা সুহায়ল এলাকায় আগ্রাসী হামলা চালিয়ে তাকে ধ্বংস করে এবং তার অধিবাসী ও সুহায়লীর আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করে। এ সময়ে সুহায়লী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পরে তিনি এ খবর জানতে পেরে একটি ভাড়াটে বাহনের পিঠে আরোহণ করে স্বগ্রাম সুহায়লে আসেন এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন :

"হে আমার আবাসভূমি! কোথায় সেই মুক্ত ভূমি এবং সাদা হরিণ, কোথায় আমার সম্মানিত প্রতিবেশিগণ ? প্রিয়জনকে নিজ বাড়িতে জীবিত মনে হয়েছে, কিন্তু সালামের কোন জবাব আসেনি। আমার কাছে শুধু প্রতিধ্বনিই ফিরে এসেছে, বন্ধুর কোন কথা কানে আসেনি। সেই বাড়িগুলোর গোসলখানার দরজার সাথে করুণ সুরে, আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে ও সাশ্রু নয়নে আমি কথা বলেছি। হে আমার আবাসভূমি! নয়া যামানা তোমার সাথে কী আচরণ করল, তোমাকে নিজের সাথে একীভূত করে নিল, অথচ কাল কখনো একীভূত হয় না।"

সুহায়লী একজন খ্যাতনামা ইমাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন চরিতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিশ্লেণমূলক গ্রন্থ 'রাওযুল উনূফে'র প্রণেতা। এ গ্রন্থটি বিভিন্ন উপকারী জ্ঞানের সমাহার। গ্রন্থটি রচনা করতে তিনি ১২০ খানার অধিক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।

৫৬৯ হিজরী সনের মুহাররম মাসে তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন এবং ঐ সনের জমাদিউল আউয়ালে এ কাজ শেষ করেন। এ ছাড়া সুহায়লী রচিত আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। যেমন :

১. আত্-তারীফ ওয়াল ইলাম ফীমা উবহিমা ফিল কুরআন মিনাল আসমায়ি ওয়াল আলাম (কুরআনের দুর্বোধ্য নামসমূহের ব্যাখ্যা);

২. নাতায়েজুল ফিকর (চিন্তার ফসল);

৩. আল-ঈজানু ওয়াত্ তাবয়ীন লিমা উবহিমা মিন তাফসীরিল কুর্‌আনুল কারীম (কুরআনের দুর্বোধ্য ব্যাখ্যার স্পষ্ট বর্ণনা);

৪. মাসআলাতু রুয়াতুল্লাহ ফিল মানামে ওয়া রুয়াতুন্নবী [স্বপ্নে আল্লাহ্ ও নবী (সা)-এর দর্শন লাভ];

৫. মাস্‌আলাতুস সিররি ফী আউরে দাজ্জাল (কানা দাজ্জালের গোপন বিষয় প্রসংগে);

৬. শারহু আয়াতিল ওসীয়াতে (ওসীয়ত সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যা);

৭. শারহুল জুমাল (তিনি এ গ্রন্থখানি প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেন নি);

এ ছাড়া তাঁর আরো অনেক লেখা রয়েছে। ২৬ শাবান, বৃহস্পতিবার, ৫৮১ হিজরী মুতাবিক১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মরক্কোতে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে ঐদিন যোহরের নামাযের সময় দাফন করা হয়।

ভূমিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতিগুলোর উৎস

১. আল আলাম—খায়রুদ্দীন যিরিকলী।

২. বুগিয়াতুল মুলতামিস—যাবী।

৩. বুগিয়াতুল উয়াত—সুয়ূতী।

৪. তারীখ আদাবুল লুগাতিল আরাবিয়া—জুর্জে যায়দান।

৫. তারীখ আদাবিল আরাবী—কার্ল ব্রোকেলমান।

৬. তারীখ বাগদাদ মদীনাতুস সালাম—খাতীব বাগদাদী।

৭. তুরাসুল ইনসানিয়াহ—১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

৮. দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়া।

৯. আর-রাওযুল উনূফ—সুহায়লী।

১০ দুহাল ইসলাম—আহমদ আমীন।

১১. উয়ূনুল আসার ফী ফুনূনিল মাগাযী ওয়াশ শামাইলি ওয়াস সিয়ার—ইবন সাইয়দুন্নাস।

১২. আল-ফালাকাতু ওয়াল মুফাল্লিকূন—

১৩. আল-ফিহরিস্ত—ইবন নাদীম।

১৪. আল-মুতবির আশ'আরী আহলিল মাগরিব—ইবন দিহয়া।

১৫. মু'জামুল উদাবা—ইয়াকূত হামাভী।

১৬. আল-মুহরিব ফী হুলাল মাগরিব—আবূ মুহাম্মদ আল-হিজারী ও আলী ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন সাঈদ (হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি)।

১৭. আন নুজূমুয যাহিরা—ইবনে তাগরী বিরদি।

১৮. ওফিয়াতুল আইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান—আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আবূ বকর ইব্‌ন খাল্লিকান।

সূচিপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
পবিত্র বংশধারা			৩৯
হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে হযরত আদম (আ) পর্যন্ত	...	...	৩৯
সীরাত বর্ণনায় ইব্‌ন হিশামের অনুসৃত নীতি	...	...	৪২
ইসমাঈল আলায়হিস্‌-সালামের বংশ		...	৪২
ইসমাঈল (আ)-এর সন্তান-সন্ততি	...	...	৪২
ইসমাঈল (আ)-এর বয়স এবং তাঁর সমাধিস্থল...	...	...	৪২
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওসীয়ত	...	...	৪৩
আর একটি বর্ণনা	...	...	৪৩
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইরশাদ	...	...	৪৩
আরব জাতির উৎসমূল	...	...	৪৪
আদনানের বংশধর	...	...	৪৪
'আক গোত্রের বাসস্থান	...	...	৪৪
আশয়ারী গোত্রের পরিচয়	...	...	৪৪
গাস্‌সানের পরিচয়	...	...	৪৫
যাযিনের বংশ পরিচয়	...	...	৪৫
আনসারদের বংশ পরিচয়...		...	৪৫
কুনুস ইব্‌ন মা'আদ এবং নুমান ইব্‌ন মুনযিরের বংশ পরিচয় ...		...	৪৬
লাখাম ইব্‌ন আদীর বংশ পরিচয়	...	...	৪৭
আমর ইব্‌ন আমিরের ইয়ামান ত্যাগ এবং মারিব বাঁধের কাহিনী			৪৭
ইয়ামান ত্যাগের কারণ	...	...	৪৭
রবী'আ ইবন নাসর ইয়ামানের শাসক		...	৪৯
রবীআ ইব্‌ন নাসর ও তার স্বপ্নের কাহিনী	...	...	৪৯
সাতীহের বংশ পরিচয়	...	...	৪৯
শিকের বংশ পরিচয়	...	...	৪৯
রাজীলার বংশ পরিচয়	...	...	৪৯
নুমান ইব্‌ন মুনযিরের বংশ সম্পর্কে ভিন্ন মত	...	...	৫২
আবূ কারব হাস্‌সান ইবন তুব্বান আসআদ কর্তৃক ইয়ামান অধিকার ও ইয়াসরিব আক্রমণ		...	৫২
হাস্‌সান ইব্‌ন তুব্বান	...	...	৫২
তুব্বানের মদীনায় আগমন	...	...	৫৩
আমর ইব্‌ন তাল্লা ও তার বংশ পরিচয়	...	...	৫৩
তাল্লার বংশ পরিচয়	...	...	৫৪
মদীনাবাসীর সাথে তুব্বানের যুদ্ধের ঘটনা	...	...	৫৪

আনসার গোত্রের দাবি ৫৫
তুব্বানের মক্কা গমন ও কা'বা প্রদক্ষিণ ৫৫
বায়তুল্লাহ্-এ গিলাফ চড়ান ৫৬
ইয়ামানের ইয়াহূদী জাতির প্রতিষ্ঠা ৫৮
রিয়াম নামক ঘর ভাংগার ঘটনা ৫৯
হাস্সান ইব্ন তুব্বানের রাজত্ব লাভ এবং তার ভাই আমরের হাতে তার নিহত হওয়া প্রসংগে ৫৯
হত্যার কারণ ৫৯
যুরুআইন-এর কবিতা ৬০
আমরের মৃত্যু ও হিময়ার গোত্রের শতধা বিভক্তি ৬০
লাখানিআ ও যুনুয়াসের ঘটনা ৬১
হিময়ারীর কবিতা ৬১
লাখনিআর পাপাচার ও তার পরিণতি ৬১
যুনুয়াসের রাজত্ব ৬২
নাজরানে খ্রিস্টধর্মের সূচনা ৬২
ফায়মিয়ূনের ঘটনা ৬৩
দু'আ ও আরোগ্য ৬৪
গোলামী এবং কারামত ৬৪
আবদুল্লাহ ইব্ন সামিরের ঘটনা ৬৫
আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামির ও ইসমে আযম ৬৫
আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামির ও তাওহীদের দাওয়াত ... ৬৬
যুনুয়াস কর্তৃক নাজরানবাসীদের ইয়াহূদী ধর্মের দিকে দাওয়াত প্রদান ... ৬৭
আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামিরের হত্যা ৬৮
যুনুয়াসের কাছ থেকে দাওস যু-সালামানের পলায়ন ও রোম সম্রাটের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ... ৬৮
নাজাশী কর্তৃক দাওসকে সাহায্য প্রদান ৬৯
যুনুয়াসের পতন ৬৯
এ ঘটনা প্রসংগে যু-জাদান হিময়ারীর মন্তব্য ৬৯
যুবায়দ গোত্রের বংশনামা ৭১
শিক ও সাতীহের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ৭১
ইয়ামান সম্পর্কে আরিয়াত ও আবরাহার কোন্দল ৭২
আবরাহার ওপর নাজাশীর ক্রোধ ৭২
আবরাহার গীর্যা কুলায়স প্রসংগে ৭৩
নাসী প্রথার প্রথম প্রবর্তনকারী ৭৪
বিক্ষুব্ধ কিনানী কুলায়স গীর্জায় পায়খানা করল ৭৫
কা'বা ধ্বংস করতে আবরাহার অভিযান ৭৫
ইয়ামানের প্রভাবশালী লোকদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের চেষ্টা ... ৭৫

আবরাহার বিরুদ্ধে খাসআমের যুদ্ধ ৭৬
বনূ সাকীফ গোত্রের পরিচয় ৭৬
আবরাহার সাথে বনূ সাকীফের আঁতাত ৭৭
আবূ রিগাল ও তার কবরে পাথর নিক্ষেপ ৭৮
মক্কায় আসওয়াদ ইব্‌ন মাকসূদের লুটপাট ৭৮
মক্কায় আবরাহার দূত প্রেরণ ৭৮
আবরাহা ও আবদুল মুত্তালিব ৭৯
আবরাহার বিরুদ্ধে কুরায়শদের আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা ৮০
ইকরামা ইব্‌ন আমির কর্তৃক আসওয়াদকে অভিসম্পাত ৮১
আবরাহার কা'বা আক্রমণ ৮১
আবরাহা ও তার বাহিনীর ওপর আল্লাহ্‌র শাস্তি ৮২
আল্লাহ্ হাতির ঘটনা ও কুরায়শদের ওপর নিজের কৃপার কথা স্মরণ করিয়ে দেন ৮৩
হাতির মাহুত ও সেনাপতির পরিণতি ৮৪
হাতির ঘটনা সম্পর্কে আরব কবিদের কবিতাসমূহ ৮৪
কবি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাবআরীর কবিতার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ ... ৮৪
আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাত, যার নাম ছিল সায়ফী, তিনি বলেন ... ৮৫
আবরাহার মৃত্যুর পর তার পুত্রদ্বয়ের রাজত্ব ৮৭
সায়ফ ইব্‌ন যূ-ইয়াযানের বিদ্রোহ ও ওহরীযের রাজত্ব লাভ ৮৭
সায়ফের প্রতি পারস্য সম্রাটের সাহায্য ৮৮
সায়ফের বিজয় ৮৯
ইয়ামানে পারসিকদের অবস্থানকাল ৯২
মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক পারস্য সম্রাটের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী ৯২
বাযানের ইসলাম গ্রহণ ৯৩
ইয়ামানে পাথরে খোদিত ভবিষ্যদ্বাণী ৯৩
হাযরের বাদশাহর কাহিনী ৯৪
নু'মানের বংশসূত্র, হাযর সম্পর্কিত আলোচনা ও আদীর কবিতা ... ৯৪
সাপুরের হাজর দখল ৯৫
সাতিরূন কন্যার পরিণতি ৯৫
'আদী ইব্‌ন যায়দ-এর উক্তি ৯৫
নিযার ইব্‌ন মা'আদ-এর সন্তান-সন্ততি ৯৬
আনমারের সন্তানগণ ৯৬
মুযারের সন্তানগণ ৯৭
ইল্‌য়াসের সন্তানগণ ৯৭
আমর ইব্‌ন লুহাই ও আরবের প্রতিমার বর্ণনা ৯৭
সিরিয়া থেকে মক্কায় দেবদেবীর আমদানী ৯৮
বনূ ইসমাঈলে পাথর পূজার সূচনা ৯৮
নূহ্ (আ)-এর কাওমের দেবদেবী ৯৯

বিভিন্ন গোত্র এবং তাদের দেবদেবী সম্পর্কে	...	...	৯৯
কাল্‌ব ইব্‌ন ওয়াব্‌রার বংশ সম্পর্কে ইব্‌ন হিশামের অভিমত	...	...	১০০
ইয়াগূসের উপাসকরা	...	...	১০০
আনউম ও তাঈ বংশ সম্পর্কে হিশামের অভিমত	...	...	১০০
ইয়াউক ও তার উপাসকরা	...	...	১০০
হামদান এবং তার বংশ	...	...	১০০
নাসর ও তার উপাসকরা	...	...	১০১
উময়ানীস ও তার উপাসকরা	...	...	১০১
খাওলানের বংশ	...	...	১০১
সা'দ ও তার উপাস্য	...	...	১০১
দাওস গোত্রের মূর্তি	...	...	১০২
দাওস গোত্র	...	...	১০২
হুবল	...	...	১০২
ইসাফ ও নায়েলা প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা	...	...	১০২
আরবরা মূর্তি নিয়ে যা করত	...	...	১০৩
উয্‌যা ও তার সেবকগণ	...	...	১০৪
লাত ও তার সেবায়েত	...	...	১০৪
মানাত ও তার সেবায়েত	...	...	১০৪
যুলখালাসাহ্ ও তার সেবায়েত	...	...	১০৫
উপাস্য মূর্তি ফিলস ও তার সেবকগণ	...	...	১০৫
রিআম উপাসনালয়	...	...	১০৫
'রুযা' উপাসনালয় ও তার সেবায়েত	...	...	১০৫
মুসতাওগির ও তার যুগ	...	...	১০৬
যুল কা'আবাত ও তার সেবায়েত	...	...	১০৬
'বাহীরাহ, 'সাইবাহ্' 'ওয়াসীলাহ্' ও 'হামী'-এর বিবরণ	...	...	১০৬
'ওয়াসীলাহ্'	...	...	১০৭
'হামী'	...	...	১০৭
ইব্‌ন হিশাম (র) ও ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর মতপার্থক্য	...	...	১০৭
ওয়াসীলাহ-এর পরিচয়	...	...	১০৭
আরবী সাহিত্যে 'বাহীরাহ', 'ওসীলাহ' ও 'হামী'	...	...	১০৯
বংশ পরিচয়ের পরিশিষ্ট			১০৯
খুযা'আহ্ বংশ	...	...	১০৯
মুদরিকাহ্ ও খুযায়মাহ্‌র সন্তানগণ	...	...	১১০
কিনানার সন্তান-সন্ততি ও তাদের মাতাগণ	...	...	১১০
কুরায়শ গোত্রের আত্মপ্রকাশ	...	...	১১১
নযরের সন্তান-সন্ততি	...	...	১১২
মালিক ইব্‌ন নযরের ছেলে ও তার মা	...	...	১১২

[illegible]বের সন্তান-সন্ততি ১১৩
[illegible]-এর সন্তান-সন্ততি ১১৩
[illegible]দ ইব্‌ন লুআঈ ১১৩
[illegible]মাহ ইব্‌ন লুআঈ ১১৪
[illegible]ওফ ইব্‌ন লুআঈ ও তার বিদেশ ভ্রমণ ১১৪
[illegible]রাহ্ বংশ ১১৫
মুররাহ্ বংশের নেতৃবৃন্দ ১১৬
মুররাহ্ ও বাস্‌ল বংশ ১১৭
বাস্‌ল প্রসংগে ১১৭
কা'ব-এর সন্তান-সন্তুতি এবং তাদের জননী ১১৮
মুররা-এর সন্তান-সন্তুতি এবং জননী ১১৮
বারিকের বংশ পরিচিতি ১১৮
কিলাবের সন্তানদ্বয় এবং তাদের মাতা ১১৮
জু'সুমার বংশ পরিচিতি ১১৮
কিলাবের অন্যান্য সন্তান-সন্তুতি ১১৯
কুসাই-এর সন্তান-সন্তুতি ও তাদের মাতা ১১৯
আব্‌দে মানাফের সন্তানগণ এবং তাদের মাতা ১১৯
উতবা ইব্‌ন গাযওয়ানের বংশ পরিচয় ১২০
আবদে মানাফ-এর অন্যান্য সন্তানগণ ১২০
হাশিমের সন্তান-সন্তুতি ও তাদের মাতাগণ ১২০
আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের সন্তানগণ ১২০
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মাতা ১২১
যমযম খনন প্রসংগে ১২২
জুরহুম গোত্র ও তাদের যমযম কুয়া মাটি চাপা দেয়ার প্রসংগে ১২২
বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধায়কগণ ১২২
জুরহুম ও কাতুরা প্রসংগে ১২৩
মক্কায় ইসমাঈল ও জুরহুমের সন্তান-সন্তুতি ১২৪
কিনানা ও খুযা'আ গোত্রের বায়তুল্লাহ্‌র উপর আধিপত্য এবং জুরহুমের অত্যাচার ও বিদ্রোহ ১২৪
বাক্কার আভিধানিক অর্থ ১২৪
খুযাআ গোত্রের দখলে কা'বাঘরের কর্তৃত্ব ১২৬
কুসাই ইব্‌ন কিলাবের হুব্বা বিন্‌ত হুলায়লের সাথে বিবাহ ১২৭
কুসাই কর্তৃক বায়তুল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব লাভ এবং এ ব্যাপারে রিযাহের সাহায্য ... ১২৭
হজ্জ মওসুমে আরাফা থেকে যাত্রা তদারকের দায়িত্বে গাওস ইব্‌ন মুররা ... ১২৭
সূফা ও কংকর নিক্ষেপ ১২৮
সূফার পরে সা'দ গোত্রের কর্তৃত্ব লাভ ১২৮
সাফওয়ানের বংশ পরিচয় ১২৯
সাফওয়ান ও তার পুত্রগণ এবং হজ্জ মওসুমে তাদের অনুমতি প্রদান ... ১২৯

আদওয়ান গোত্রের মুযদালিফা থেকে যাত্রা ১২৯
আবূ সায়্যারা-এর লোকদের নিয়ে যাত্রা ১২৯
আমির ইব্‌ন যারিব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইয়ায ইব্‌ন ইয়াশকুর ইব্‌ন আদওয়ান... ১৩০
কুসাই ইব্‌ন কিলাবের মক্কা অধিকার এবং কুরায়শদের একত্রীকরণ এবং
কুযাআ গোত্র কর্তৃক তাঁকে সাহায্য করা ১৩১
খুযা'আ ও বাকর গোত্রের সাথে কুসাই-এর যুদ্ধ এবং ইয়া'মার ইব্‌ন'আওফের সালিসী ... ১৩১
ইয়া'মারের শাদ্দাখ নামকরণের কারণ ১৩১
মক্কার শাসকরূপে কুসাই এবং তাঁর মুজাম্‌মি' নামকরণের কারণ ... ১৩২
কুসাইয়ের সাহায্যে রিযাহর কবিতা এবং কুসাইয়ের পক্ষ হতে এর জবাব ... ১৩৩
'রিযাহ', 'নাহদ' ও 'হাওতিকা'র ঘটনা এবং কুসাই-এর কবিতা ... ১৩৪
কুসাই-এর বার্ধক্য ১৩৫
রিফাদা ১৩৫
কুসাই-এর পরে কুরায়শদের মধ্যে মতবিরোধ এবং আতর ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের হলফ... ১৩৬
উভয় দলের সহযোগিগণ ১৩৬
যারা আতর ব্যবহারকারীদের হলফে শামিল ছিলেন ১৩৭
সন্ধি এবং এর বিষয়বস্তু ১৩৭
হিলফুল ফুযুল ১৩৭
হিলফুল ফুযুল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস ১৩৮
হুসায়ন ও ওয়ালীদের মাঝে বিরোধ ১৩৮
বনূ আবদে শামস্ ও বনূ নাওফলের হিলফুল ফুযূল ত্যাগ ১৩৯
হজ্জের মওসূমে হাশিমের আপ্যায়ন ও পানি পান করানোর দায়িত্ব ... ১৩৯
'রিফাদা' ও'সিকায়া'-এর দায়িত্বে মুত্তালিব ১৪০
হাশিমের বিয়ে ১৪০
আবদুল মুত্তালিবের জন্ম এবং তাঁর এরূপ নামকরণের কারণ ১৪০
মুত্তালিবের মৃত্যু এবং তার মৃত্যুতে শোকগাথা ১৪১
'সিকায়া' 'রিফাদার' তত্ত্বাবধানে আবদুল মুত্তালিব ১৪৩
যমযম পুনখনন এবং এ ব্যাপারে পূর্বে সংঘটিত বিষয় ১৪৩
আবদুল মুত্তালিব ও তার পুত্র হারিস এবং কুরায়শদের মাঝে যমযম কূপ খননের সময় কলহ ... ১৪৪
মক্কাতে কুরায়শদের অন্যান্য কূপ ১৪৭
বায্‌যার কূপ এবং এর খননকারী ১৪৭
সাজলা কূপ এবং এর খননকারী ১৪৮
হাফর কূপ এবং তার খননকারী ১৪৮
যমযমের ফযীলত ১৪৮
আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক নিজ সন্তানকে কুরবানী করার মানতের বিবরণ ১৪৯
আরবদের নিকট লটারীর তীরের গুরুত্ব ১৫০

আবদুল মুত্তালিব এবং তার সন্তানগণ তীর রক্ষকের সামনে ১৫১
আবদুল্লাহ্‌র নামে তীর বের হওয়া এবং তার পিতা কর্তৃক তাকে যবেহ করতে ইচ্ছা করা ও কুরায়শদের বাধাদান ১৫১
হিজাযের মহিলা জ্যোতিষী এবং আবদুল মুত্তালিবের প্রতি তার পরামর্শ ... ১৫২
যবেহ থেকে আবদুল্লাহ্‌র মুক্তি ১৫৩
আবদুল্লাহ্‌কে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী এক মহিলার বিবরণ এবং আবদুল্লাহ্ কর্তৃক তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ১৫৪
আমিনা বিন্‌ত ওয়াহবের সাথে আবদুল্লাহ্‌র বিয়ে ১৫৫
আমিনা বিন্‌ত ওয়াহবের মাতৃকূলের পরিচয় ১৫৫
বিয়ে সম্পন্ন হবার পর আমিনার সাথে উপরোক্ত রুকাইয়া বিন্‌ত নাওফলের কথোপকথন ১৫৬
রাসূল (সা)-কে গর্ভে ধারণের পর আমিনার স্বপ্ন দর্শন ১৫৬
আবদুল্লাহ্‌র তিরোধান ১৫৬
রাসূল (সা)-এর জন্ম ও দুগ্ধপান ... ১৫৭
রাসূল (সা)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের বর্ণনা ... ১৫৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাদাকে তাঁর আম্মা কর্তৃক তাঁর জন্মের সুসংবাদ দান ... ১৫৮
তাঁর দাদার আনন্দ প্রকাশ এবং দুধমা তালাশ ১৫৮
হালিমা ও তার পিতার বংশ পরিচয় ১৫৮
রাসূল (সা)-এর দুধ পিতার বংশ পরিচয় ১৫৯
হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ ভাইবোন ১৫৯
রাসূল (সা)-কে গ্রহণের পর তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত শুভ লক্ষণসমূহ সম্পর্কে হালিমার বিবরণ ১৫৯
হালীমার ভাগ্য খুলে গেল ১৬০
রাসূলের বক্ষ বিদারণকারী দুই ফেরেশতার বিবরণ ১৬১
হালিমা রাসূল (সা)-কে নিয়ে তাঁর জননীর কাছে গেলেন ১৬২
যখন তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করা হয়, তখন রাসূল (সা) কর্তৃক নিজের পরিচয় প্রদান ১৬২
রাসূল (সা) এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ বকরী চরিয়েছেন ১৬৩
হালিমা রাসূল (সা)-কে মক্কা শরীফ নিয়ে আসার সময় হারিয়ে ফেলেন এবং ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফল তাঁকে উদ্ধার করেন ১৬৪
আমিনার ইন্তিকাল দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থান ১৬৪
বনূ আদ ইব্‌ন নাজ্জারকে রাসূল (সা)-এর মাতুল গোত্র বলার কারণ ... ১৬৫
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শৈশবকালেই তাঁর প্রতি আবদুল মুত্তালিবের সম্মান প্রদর্শন ১৬৫
আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল এবং তার শোকে রচিত কবিতা ... ১৬৫
সফিয়্যা কর্তৃক তার পিতা আবদুল মুত্তালিবের শোকগাথা ১৬৬
বাররা রচিত শোকগাথা ১৬৬
আতিকা রচিত শোকগাথা তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিব-এর উদ্দেশ্যে ... ১৬৭
উম্মে হাকীমের শোকগাথা ১৬৭

উমায়মার শোকগাথা ১৬৭
আরওয়ার শোকগাথা ১৬৮
মুসায়্যেব ইবন হাযনের বংশ পরিচয় ১৬৮
মাতরূদ আল-খুযাঈর শোকগাথা ১৭০
যমযমের পানি পান করানোর জন্য আব্বাসের অভিভাবকত্ব লাভ ... ১৭১
চাচা আবূ তালিবের অভিভাবকত্বে রাসূলুল্লাহ (সা) ১৭১
লাহাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক রাসূল (সা)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ১৭১
বহীরার ঘটনা ১৭১
আবূ তালিব-এর প্রত্যাবর্তন : যুরায়র ও তার দু'সাথীর ষড়যন্ত্র ... ১৭৪
শিশুকালে আল্লাহ্ কিভাবে তাঁকে রক্ষা করেছেন সে সম্পর্কে স্বয়ং তাঁর বক্তব্য ... ১৭৪
ফিজার যুদ্ধ ১৭৫
ফিজারের যুদ্ধও এর কারণ ১৭৫
ফিজার যুদ্ধ সম্পর্কে বাররায বলেন ১৭৫
লাবীদ ইব্ন রবীআ ইব্ন মালিক ইব্ন জা'ফর ইব্ন কিলাব বলেন ... ১৭৫
কুরায়শ ও হাওয়াযিন-এর মধ্যে যুদ্ধ ১৭৬
ফিজার যুদ্ধে বালক মুহাম্মদ (সা)-এর উপস্থিতি এবং তখন তাঁর বয়স ... ১৭৬
ফিজার নামকরণের হেতু ১৭৬
খাদীজা (রা)-এর সংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিয়ের বিবরণ ... ১৭৬
খাদীজার পক্ষে বাণিজ্য করতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সিরিয়া যাত্রা ও বহীরার ঘটনা ১৭৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিয়ে করতে খাদীজার আগ্রহ ১৭৭
খাদীজার বংশ পরিচিতি ১৭৮
খাদীজার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিয়ে ১৭৮
খাদীজার (রা)-এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্তান ১৭৯
ওয়ারাকার সংগে হযরত খাদীজা (রা)-এর আলোচনা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়াতের সত্যতা সম্পর্কে ওয়ারাবা ইব্ন নাওফলের ভবিষ্যদ্বাণী ... ১৭৯
কা'বা শরীফ সংস্কার ও পাথর স্থাপনের প্রশ্নে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের বিবাদ মীমাংসায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফায়সালা ১৮০
আবূ ওয়াহ্বের ঘটনা ১৮১
আবূ ওয়াহ্বের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্ক ১৮২
কা'বা সংস্কারের কাজ কুরায়শ কর্তৃক নিজেদের মধ্যে বণ্টন ১৮২
ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, কা'বাঘর ভাঙা ও ভাঙা অংশের নীচে প্রাপ্ত বস্তুসমূহ ... ১৮২
রুকনে ইয়ামানীতে যে লিপি পাওয়া গেল ১৮৩
মাকামে ইবরাহীমে প্রাপ্ত লিপি ১৮৪
উপদেশ খোদিত শীলালিপি ১৮৪
পাথর স্থাপন নিয়ে কুরায়শদের মধ্যে বিরোধ ১৮৪
রক্ত পিপাসু ১৮৪

আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগীরা কর্তৃক মীমাংসার পন্থা উদ্ভাবন ১৮৪
কা'বাঘরের সাপ সম্পর্কে যুবায়রের কবিতা ১৮৫
কা'বার উচ্চতা ১৮৬
হুমসের বর্ণনা ১৮৬
কুরায়শদের এ মতবাদে অন্যান্য গোত্রের সম্মতি ১৮৭
যুনাজাবের যুদ্ধ ১৮৭
আরবদের বাড়াবাড়ি ১৮৮
আরবদের সমাজে লাকা প্রথার স্থান ১৮৮
আরব গণক, ইয়াহূদী পুরোহিত ও খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৯
উল্কা বা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড দিয়ে জিনদের বিতাড়ন শুরু এবং তা নবুওয়াত
আসন্ন হওয়ার আলামতরূপে বিবেচিত ১৯০
জিনদের ওপর নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হতে দেখে বনূ সাকীফের আতঙ্ক এবং এ
বিষয়ে তাদের আমর ইব্‌ন উমায়্যাকে জিজ্ঞেস করা ১৯১
নক্ষত্র নিক্ষেপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাখ্যা ১৯২
সাহম গোত্রের জ্যোতিষী গায়তালা ১৯৩
গায়তালার বংশ পরিচয় ১৯৩
জানব গোত্রের জ্যোতিষী ১৯৩
উমর ইব্‌ন খাত্তাব ও সুওয়াদ ইব্‌ন কারিবের কথোপকথন ১৯৩
রাসূল (সা) সম্পর্কে ইয়াহূদীদের হুশিয়ারী ১৯৪
তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তি তারা অস্বীকার করে ১৯৪
জনৈক ইয়াহূদী সম্পর্কে সালামার বর্ণনা ১৯৫
সা'লাবা আসীদ ও আসাদ-এর ইসলাম গ্রহণ ১৯৬
সালমান ফারসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ১৯৭
সালমান আগে অগ্নিউপাসক ছিলেন, একটি গীর্জায় গিয়ে খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে অবহিত হন ১৯৭
খ্রিস্টান দলের সাথে সালমানের পলায়ন ১৯৮
একজন খারাপ পাদ্রীর সাথে সালমান ১৯৮
একজন সৎ যাজকের সাথে সালমান ১৯৯
মূসেল শহরে সালমান ও তার সাথী ১৯৯
নসীবায়নে সালমান ও তার সাথী ২০০
সালমান ও তার সাথী আম্মুরিয়ার ২০০
সালমান ও তার অপহরণকারীরা ওয়াদিল কুরায় ও সেখান থেকে মদীনায় ... ২০০
কায়লার বংশ পরিচয় ২০১
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাদিয়াসহ সালমান (রা)-এর উপস্থিতি ... ২০২
রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সালমানকে দাসত্ব থেকে মুক্তি অর্জনের উপদেশ ... ২০৩
সত্য-দীনের অনুসন্ধানকারী চার ব্যক্তি ২০৪
ওয়ারাকা ও ইব্‌ন জাহশের সিদ্ধান্ত ২০৫

আবিসিনিয়ার মুসলমানদের প্রতি ইব্‌ন জাহশের দাওয়াত ২০৫
ইব্‌ন জাহশের স্ত্রীর সংগে রাসূলুল্লাহর বিয়ে ২০৫
ইব্‌ন হুয়ায়রিসের রোম সম্রাটের নিকট গমন এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ ... ২০৬
যায়দ ইব্‌ন আমরের ঘটনা ২০৬
পৌত্তলিকতা বর্জনের বিষয়ে যায়দের স্বরচিত কবিতা ২০৭
হাযরামীর বংশ পরিচয় ২০৯
স্ত্রীর ভর্ৎসনায় যায়দের কবিতা ২০৯
যায়দ কা'বার অভিমুখী হয়ে যে কবিতা বলেন ২১০
খাত্তাব কর্তৃক যায়দ ইব্‌ন নুফায়লের ওপর নির্যাতন ও অবরোধ এবং যায়দের সিরিয়ায় পলায়ন ও মৃত্যু ২১০
ইনজীলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবরণ ... ২১১
ইয়ূহান্না কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুসংবাদ প্রদান ২১১
ইনজীল গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণাবলী ২১২
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি ২১৩
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য নবীগণের নিকট থেকে আল্লাহ্‌র অংগীকার গ্রহণ ২১৩
সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের সূচনা ২১৪
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি গাছ ও পাথরের সালাম ২১৪
জিবরীলের অবতরণ ২১৫
তাহান্নুস ও তাহান্নুফ ২১৬
জিব্‌রীল (আ)-এর আগমন ২১৭
রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজাকে জিবরীলের আগমনের বিষয়ে অবহিত করলেন ... ২১৯
খাদীজা ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফলকে জানালেন ২১৯
ওহী সম্পর্কে খাদীজার নিশ্চয়তা দান ২২০
কুরআন নাযিল হওয়ার সূচনা ২২১
কুরআন নাযিল হওয়ার সময় ২২১
বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ ২২১
খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ-এর ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষাবলম্বন ২২২
খাদীজার জন্য স্বর্ণরৌপ্য খচিত গৃহের সুসংবাদ ২২২
জিবরীল কর্তৃক খাদীজার কাছে আল্লাহ্‌র সালাম পেশ ২২৩
ওহী স্থগিত হওয়া ও সূরা দুহা নাযিল হওয়া ২২৩
সূরা দুহার শব্দের বিশ্লেষণ ২২৩
ফরয সালাতের সূচনা ও তার সময় নির্ধারণ ২২৪
রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজাকে উযূ ও সালাতে শিক্ষা দেন ২২৫
জিবরীল (আ) রাসূল (সা)-কে সালাতের সময় নির্ধারণ করে দেন ... ২২৬
আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষ হিসাবে বর্ণনা ২২৬
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিবারে আলীর লালিত-পালিত হওয়ার বিরল সৌভাগ্য লাভ ২২৭
এ লালন-পালনের কারণ ২২৭

রসূলুল্লাহ ও আলী মক্কার গিরিবর্তে সালাত আদায় করতে যেতেন
আবূ তালিব তাঁদের খুঁজতে যেতেন ... ২২৮
যায়দ ইব্‌ন হারিসার ইসলাম গ্রহণ ... ২২৮
যায়দের বংশ পরিচয় ... ২২৮
যায়দকে হারিয়ে যায়দের পিতা যে কবিতা বলেন ... ২২৯
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ২৩০
তাঁর বংশ পরিচয় ... ২৩০
তাঁর নাম ও উপাধি ... ২৩০
তাঁর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩০
আবূ বকর কর্তৃক কুরায়শ গোত্রকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা ও আহ্বান করা ২৩০
আবূ বকর (রা)-এর আহ্বানে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁদের বিবরণ ২৩১
উসমান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩১
যুবায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩১
আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩১
সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩১
তাল্‌হা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩১
আবূ উবায়দা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩২
আবূ সালামা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩২
আরকাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩২
উসমান ইব্‌ন মাযঊন (রা) ও তাঁর দু'ভাই-এর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩২
উবায়দা ইব্‌ন হারিস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩২
সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) ও তাঁর স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩২
আবু বকর (রা)-এর দু'মেয়ে আয়েশা ও আসমা এবং আরাতের পুত্র খাব্বারের ইসলাম গ্রহণ ২৩৩
উমায়র, ইব্‌ন মাসঊদ এবং ইবনুল কারী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩৩
সালীত, তাঁর ভাই, আয়্যাশ ও তাঁর স্ত্রী, খুনায়স এবং আমির-এর ইসলাম গ্রহণ ২৩৩
জাহশের দু'পুত্র জা'ফর ও তাঁর স্ত্রী, হাতিব ও তাঁর ভাইগণ, তাদের স্ত্রীগণ,
সাইব, মুত্তালিব ও তাঁর স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩৪
নাঈমের ইসলাম গ্রহণ ... ২৩৪
নাঈমের বংশ পরিচয় ... ২৩৪
আমির ইব্‌ন ফুহায়রার ইসলাম গ্রহণ ... ২৩৪
আমিরের বংশ পরিচয় ... ২৩৫
খালিদ ইব্‌ন সাঈদের ইসলাম গ্রহণ, তাঁর বংশ পরিচয় ও তাঁর স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ ২৩৫
হাতিব ও আবূ হুযায়ফার ইসলাম গ্রহণ ... ২৩৫
ওয়াকিদের ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর কিছু ঘটনা ... ২৩৫
বনূ বুকায়রের ইসলাম গ্রহণ ... ২৩৫
আম্মার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ২৩৬

সুহায়বের ইসলাম গ্রহণ ২৩৬
সুহায়বের বংশ পরিচয় ২৩৬
রাসূল (সা) কর্তৃক স্বজাতির কাছে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও তাঁদের প্রতিক্রিয়া ২৩৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করতে
পাহাড়ী উপত্যকায় গমন ২৩৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজ কাওম কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে
শত্রুতা ও আবূ তালিব কর্তৃক তাঁর পক্ষ সমর্থন ২৩৭
কুরায়শ প্রতিনিধি দল আবূ তালিবকে ভর্ৎসনা করল ২৩৮
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত ২৩৯
আবূ তালিবের কাছে কুরায়শ প্রতিনিধি দলের দ্বিতীয়বার আগমন ... ২৩৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ তালিবের কথোপকথন ২৩৯
কুরায়শ কর্তৃক ওয়ালীদের পুত্র উমারাকে আবূ তালিবের কাছে দত্তক দানের প্রস্তাব ... ২৪০
মুতঈম ও অন্যান্যদের ব্যাপারে আবূ তালিবের কবিতা ২৪০
কুরায়শ বংশের লোকেরা ইসলাম গ্রহণকারীদের
বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করতে লাগল ২৪১
আপন গোত্রের সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে আবূ তালিব
তাদের প্রশংসায় যে কবিতা রচনা করেন ২৪২
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শত্রুদের বিরুদ্ধে ওয়ালীদ ইব্ন
মুগীরার চক্রান্ত ও কুরআনের ব্যাপারে তার ভূমিকা ২৪২
ওয়ালীদের সংগীদের উক্তির জবাবে কুরআন ২৪৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শত্রুতায় আবূ তালিবের কবিতা ২৪৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক মদীনাবাসীর জন্য বৃষ্টির দু'আ ২৪৯
মক্কার বাইরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খ্যাতির বিস্তৃতি ২৫০
আবূ আসলাতের বংশ পরিচয় ২৫০
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমর্থনে ইব্ন আসলাতের কবিতা ২৫১
দাহিস ও গাবরার যুদ্ধ ২৫৩
হাতিবের যুদ্ধ ২৫৪
হাকীম ইব্ন উমায়্যা স্বীয় গোত্রকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শত্রুতা
করতে নিষেধ করে যে কবিতা আবৃত্তি করেন ২৫৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিজের গোত্রের পক্ষ থেকে যে নির্যাতন ভোগ করেন তার বর্ণনা ২৫৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর মুশরিকদের নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা ... ২৫৬
হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ২৫৭
তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ ২৫৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে উত্বা ইব্ন রবী'আ আলোচনা ২৫৮
উত্বার অভিমত ২৬০
ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর কুরায়শ নেতাদের নিপীড়ন ২৬০

কুরায়শ নেতাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আলাপ-আলোচনা ... ২৬০
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আবূ জাহ্লের হুমকি ২৬৪
নাযর ইব্ন হারিস কর্তৃক কুরায়শদের উপদেশ দান ২৬৫
নাযর কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্যাতন ২৬৫
কুরায়শ কর্তৃক ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ... ২৬৬
কুরায়শ নেতাদের প্রশ্ন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জবাব ২৬৭
কুরায়শ নেতাদের প্রশ্নের জবাব ২৬৭
আসহাব কাহফ বা গুহাবাসিগণ ২৬৯
যুলকারনায়ন ২৭১
রূহ বা আত্মা সংক্রান্ত তথ্য ২৭২
পাহাড় সরানো ও মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্পর্কে ২৭৩
নিজের জন্য নাও ২৭৩
কুরআনে ইব্ন আবূ উমায়্যার দাবির জবাব ২৭৪
ইয়ামামার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিক্ষা দেয়-কুরআনে এ অপবাদ খণ্ডন ২৭৫
কুরআনের আবূ জাহ্ল সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত ২৭৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনতে কুরায়শদের দর্পভরে অস্বীকৃতি ... ২৭৬
যিনি সর্বপ্রথম উচ্চস্বরে কুরআন পড়েন ৩৭৭
কুরায়শ নেতাদের গোপনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ ... ২৭৮
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনে আখনাসের মনে প্রশ্ন ২৭৯
কুরআন শোনার ব্যাপারে কুরায়শদের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি ২৭৯
ইসলাম গ্রহণকারী দুর্বল লোকদের ওপর মুশরিকদের নির্যাতন ২৮০
বিলাল (রা)-এর ওপর নির্যাতন এবং আবূ বকর (রা) কর্তৃক তাঁর মুক্তি ... ২৮০
আবূ বকর (রা) যাদের আযাদ করেন ২৮১
আবূ কুহাফা কর্তৃক আবূ বকর (রা)-কে ভর্ৎসনা ২৮২
ইয়াসির পরিবারের উপর নির্যাতন ২৮২
মুসলমানদের ওপর কঠোর ফিতনা ২৮৩
ওয়ালীদকে কুরায়শের কাছে সমর্পণে হিশামের অস্বীকৃতি ২৮৩
আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত ২৮৪
আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতকারিগণ ২৮৪
বনূ হাশিম থেকে হিজরতকারিগণ ২৮৫
বনূ উমায়্যা থেকে হিজরতকারিগণ ২৮৬
বনূ আসাদের হিজরতকারিগণ ২৮৬
বনূ আব্দ শামসের হিজরতকারিগণ ২৮৬
বনূ নাওফল ইব্ন আব্দ মানাফ থেকে হিজরতকারিগণ ২৮৬
বনূ আসাদ থেকে হিজরতকারিগণ ২৮৭
বনূ আব্দ ইব্ন কুসাই-এর হিজরতকারিগণ ২৮৭

বনূ আবদুদদার ইব্‌ন কুসাই-এর হিজরতকারিগণ ২৮৭
বনূ যুহরা থেকে হিজরতকারিগণ ২৮৭
বনূ হুযায়লের হিজরতকারিগণ ২৮৭
বাহরা গোত্র থেকে হিজরতকারিগণ ২৮৭
বনূ তায়ম থেকে হিজরতকারিগণ ২৮৮
বনূ মাখযূম থেকে হিজরতকারিগণ ২৮৮
শাম্মাসের ঘটনা ২৮৮
বনূ মাখযূমের মিত্রদের থেকে যারা হিজরত করেন ২৮৯
জুমাহ গোত্রের হিজরতকারীগণ ২৮৯
বনূ সাহম থেকে হিজরতকারিগণ ২৮৯
বনূ আদী থেকে হিজরতকারিগণ ২৯০
বনূ আমির থেকে যাঁরা জিহরত করেন ২৯০
বনূ হারিস থেকে যাঁরা হিজরত করেন ২৯০
আবিসিনিয়া হিজরতকারীদের সংখ্যা ২৯১
আবিসিনিয়া হিজরত প্রসংগে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিসের কবিতা ... ২৯১
হিজরতকারীদের ফিরিয়ে আনতে কুরায়শ কর্তৃক আবিসিনিয়ায় দূত প্রেরণ ... ২৯৩
নাজাশীর উদ্দেশ্যে আবূ তালিবের কবিতা ২৯৩
নাজাশীর কাছে কুরায়শদের প্রেরিত দূতদ্বয় সম্পর্কে উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণনা ২৯৩
নাজাশী ও মুজাহিরগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা ২৯৫
নাজাশীর সামনে ঈসা (আ) সম্পর্কে মুহাজিরদের অভিমত ... ২৯৭
নাজাশীর বিজয়ে মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ ২৯৮
নাজাশী কর্তৃক আবিসিনিয়ার কর্তৃত্ব লাভের কাহিনী ২৯৮
আবিসিনিয়াবাসী কর্তৃক নাজ্জাশীকে বিক্রয় ২৯৯
নাজাশীর হাতে রাজত্ব সমর্পণ ৩০০
নাজাশীর ক্রেতা ব্যবসায়ীটির ঘটনা ৩০০
নাজাশীর ইসলাম গ্রহণ, তাঁর বিরুদ্ধে আবিসিনিয়াবাসীদের বিদ্রোহ ও তাঁর
প্রতি গায়েবানা জানাযার সালাত ৩০১
উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ৩০১
উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে উম্মে বিন্‌ত আবদুল্লাহ্ আবূ হাসামার বর্ণনা ৩০২
উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ৩০৩
উমর ইব্‌ন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আতা ও মুজাহিদের বর্ণনা ... ৩০৫
ইসলামের ওপর উমর (রা)-এর দৃঢ়তা ৩০৭

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلٰوتُهٗ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি রব সারা জাহানের। দরূদ ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর সকল পরিবার-পরিজনের ওপর।

পবিত্র বংশধারা

হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে হযরত আদম (আ) পর্যন্ত

বংশ : আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই গ্রন্থখানি হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের জীবন চরিত। আবদুল মুত্তালিবের প্রকৃত নাম শায়বা[১] ইব্‌ন হাশিম। হাশিমের আসল নাম আমর[২] ইব্‌ন আবদে মানাফ। আবদে মানাফের আসল নাম মুগীরা[৩] ইব্‌ন কুসাই[৪] ইব্‌ন কিলাব[৫] ইব্‌ন মুররা[৬]

১. ইব্‌ন ইসহাকও বলেছেন যে, তাঁর নাম শায়বা এবং এটাই নির্ভুল বর্ণনা। তাঁর এই নাম রাখার কারণ এই যে, জন্মের সময়ই তাঁর মাথায় পাকা চুল পাওয়া গিয়েছিল। আবদুল মুত্তালিব ছাড়া অন্য যে সব আরব ব্যক্তির নাম শায়বা রাখা হয়েছে, তাদের নামের পেছনে রয়েছে বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা লাভের শুভ কামনা। হারম (বৃদ্ধ) ও কবীর (প্রবীণ) শব্দ দিয়েও একই কারণে নামকরণ করা হয়ে থাকে। আবদুল মুত্তালিব ১৪০ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা কবি উবায়দ ইব্‌ন আব্বাসের সমসাময়িক। কথিত আছে : তিনিই চুলে প্রথম কালো কলপ ব্যবহার করেন। রওযুল 'উনুফ' গ্রন্থে তার আসল নাম আমের বলা হয়েছে।

২. আমর ধাতুগত দিক দিয়ে চারটি অর্থ বহন করে : আয়ুষ্কাল, দাঁতের পাটি, জামার আস্তিনের একাংশ এবং কানের দুল।

৩. মুগীরা অর্থ শত্রুর ওপর প্রচণ্ডভাবে হামলাকারী, অথবা শক্তভাবে রশি দিয়ে বন্ধনকারী।

৪. কুসাই-এর আসল নাম যায়দ। কুসাই শব্দের ধাতুগত ও আভিধানিক অর্থ দূরবর্তী। তিনি তার মাতা ফাতিমার গর্ভে থাকা অবস্থায় তার পিতা রবিয়া ইব্‌ন হারাম তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী থেকে দূরে কাযাআ নামক স্থানে চলে যান। ফলে তার নাম হয়েছে কুসাই।

৫. কিলাব শব্দটির আভিধানিক অথ দু'টি : (১) কালব তথা কুকুরের বহুবচন। অর্থাৎ কুকুরগুলো, (২) পরস্পরকে আক্রমণ করা, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া করা। এ শব্দটি দ্বারা কোন মানুষ বা গোত্রের নামকরণ করার তাৎপর্য প্রথম অর্থের আলোকে এই দাঁড়ায় যে, আরবরা হয়তো সংখ্যাধিক্য ও বংশ বিস্তারকে বেশি পসন্দ করতো। আর দ্বিতীয় অর্থের আলোকে তাৎপর্য এই যে, আরবরা যুদ্ধবাজ ও দাংগাবাজ মানুষ পসন্দ করে। কথিত আছে যে, আবূ রুকাইশ আরাবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনারা আপনাদের ছেলেদেরকে কাল্‌ব (কুকুর), যিব (বাঘ) ইত্যাকার নিকৃষ্টতম শব্দাবলী দিয়ে নামকরণ করেন, অথচ দাসদেরকে সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা নামকরণ করেন-যেমন মারযূক (সচ্ছল) এবং রাবাহ (লাভজনক)-এর কারণ কি? আবূ রুকাইশ জবাবে বলেন, আমরা আমাদের ছেলেদের নাম রাখি আমাদের শত্রুদের জন্য এবং দাসদের নাম রাখি নিজেদের জন্য, অর্থাৎ ছেলেরা শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র স্বরূপ এবং তাদের কলিজায় বিদ্ধ তীর স্বরূপ। এ জন্য তারা এ জাতীয় শব্দ দ্বারা তাদের নামকরণ করে থাকে।

৬. মুররা শব্দের শাব্দিক অর্থ অতিশয় তিক্ত। মূল শব্দ মুররুন অর্থ তিক্ত। কারো কারো মতে মুররা এক ধরনের তরকারি যা মাটির নীচ থেকে তুলে তেল ও ভিনেগার দিয়ে খাওয়া হয়।

ইব্‌ন কা'ব[১] ইব্‌ন লুআঈ[২] ইব্‌ন গালিব, ইব্‌ন ফিহর[৩] ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাযর ইব্‌ন কিনানা, ইব্‌ন খুযায়মা[৪] ইব্‌ন মুদরিকা। মুদরিকার আসল নাম আমির ইব্‌ন ইলয়াস[৫] ইব্‌ন মুযার[৬] ইব্‌ন নিযার[৭] ইব্‌ন মায়াদ[৮] ইব্‌ন আদনান[৯] ইব্‌ন উদ্দ[১০] মতান্তরে উদাদ ইব্‌ন মুকাওয়াম, ইব্‌ন নাহুর[১১] ইব্‌ন তায়রা [১২] ইব্‌ন ইয়ারুব ইব্‌ন ইয়াশজুব[১৩] ইব্‌ন নাবিত ইব্‌ন ইসমাঈল[১৪] ইব্‌ন ইবরাহীম[১৫] ইব্‌ন তারেহ বা আযার[১৬] ইব্‌ন নাহুর[১৭] ইব্‌ন সারূগ, ইব্‌ন রাউ ইব্‌ন ফালিখ[১৮]

---

১. কা'ব শব্দটির ধাতুগত অর্থ দৃঢ়তা ও স্থিতি। পায়ের রগকে আরবীতে কা'ব বলা হয়। আরবী প্রবাদ রয়েছে ثبت ثبوت الكعب অর্থাৎ পায়ের গিরার মত শক্ত ও স্থিতিশীল। রাসূল (সা)-এর এই পূর্ব পুরুষ কা'বই হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি প্রথম আরব ঐক্যের ডাক দেন। তার পরে ইসলামের অভ্যুদয় না হওয়া পর্যন্ত আরব কথাটা আর উচ্চারিত হয়নি। কারো কারো মতে, সপ্তাহের একটি দিনকে জুমুআ নামে অভিহিত করার প্রথম উদ্যোগ তিনি নেন। এই দিনে তিনি কুরায়শদের একত্রিত করতেন এবং তাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমনের কথা আলোচনা করতেন। তিনি তাদের জানাতেন যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর সন্তান এবং তিনি তাদের অনুসরণের নির্দেশ দিতেন।

২. লুআঈ : আভিধানিক অর্থ বুনো ষাঁড়।

৩. ফিহর : আভিধানিক অর্থে লম্বা আকৃতির পাথর। কারো কারো মতে, এটা তার উপাধি। আসল নাম কুরায়শ। আবার কেউ কেউ বলেন : ফিহর তার আসল নাম এবং কুরায়শ উপাধি।

৪. খুযায়মা শব্দটি খাযমা থেকে নির্গত। খাযমা শব্দের অর্থ কোন জিনিসকে শক্ত করে বাঁধা ও মেরামত করা। প্রতিবার বাঁধাকে বলা হয়—খুযায়মা।

৫. আম্বারীর মতে এটি নবী ইলয়াস (আ)-এর নামের মতই একটি নাম। অন্যদের মতে ইলয়াস অর্থ এমন বীর, যিনি কখনো যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেন না। কবি আজ্জাজের কবিতায় এর প্রয়োগ এ অর্থেই হয়েছে। যেমন : اليس عن حوبائه سخى
আম্বারী ছাড়া অন্যদের মতে, এটি ইয়াস থেকে উৎপন্ন যার অর্থ হতাশা।

৬ মূল মাযীরা থেকে নির্গত, যা দুধের তৈরি এক রকম খাদ্যকে বলা হয়।

৭. শাব্দিক অর্থ অল্প। এ ব্যক্তির জন্মের সময় তার দুই চোখের মাঝখানে নবুওয়াতের জ্যোতি দেখে তার পিতা কুরবানী ও লোকদের খাওয়ানোর আয়োজন করেছিল।

৮. মায়াদ অর্থ শক্তিমান।

৯ আদন অর্থ চিরস্থায়ী থেকেই আদনান।

১০. উদ্দ বা উদাদের শাব্দিক অর্থ স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা।

১১. নাহুর অর্থ কুরবানীদাতা।

১২. তায়রা অর্থ দুঃখ ভারাক্রান্ত।

১৩. ইয়াশজুব অর্থ নিন্দুক।

১৪. ইসমাঈল শব্দের আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্‌র অনুগত।

১৫. ইবরাহীম শব্দটির মূল আকৃতি ছিল আবুন রাহীম (اب راحم) অর্থাৎ দয়ালু পিতা।

১৬. কেউ কেউ বলেন : এর অর্থ হে খোঁড়া ব্যক্তি।

১৭. নাহুর অর্থ কুরবানীদাতা।

১৮. মতান্তরে ফালিগ।

ইব্‌ন আয়বার[১] ইব্‌ন শালেখ[২] ইব্‌ন আরফাখশায[৩] ইব্‌ন সাম, ইব্‌ন নূহ[৪] ইব্‌ন লামাক, ইব্‌ন মাত্তু শালাখ[৫] ইব্‌ন আখনুখ। ইনি নবী হযরত ইদ্‌রীস (আ) বলে অনেকের ধারণা। আদম সন্তানদের মধ্যে তিনিই প্রথম নবুওয়ত পান এবং কলম দিয়ে লেখার সূচনা করেন। ইদ্‌রীসের পিতা ইয়ারদ[৬] ইব্‌ন মাহলীল [৭] ইব্‌ন কায়নান[৮] ইব্‌ন ইয়ানিশ[৯] ইব্‌ন শীস[১০] ইব্‌ন আদম (আ)।[১১]

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম বলেন, যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বুক্কায়ী[১২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবীর[১৩] বরাতে উপরোক্ত বংশনামা মুহাম্মদ (সা) থেকে আদম (আ) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু খাল্লাদ ইব্‌ন কুররা ইব্‌ন খালিদ সাদূসী শায়বান ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন শাকীক ইব্‌ন সাওর থেকে এবং শায়বান কাতাদা ইব্‌ন দিআমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইসমাঈল থেকে আদম (আ) পর্যন্ত বংশ তালিকা এরূপ :

ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন তারেহ (বা আযর) ইব্‌ন নাহুর ইব্‌ন আসরূগ ইব্‌ন আরগু ইব্‌ন ফালিখ ইব্‌ন আবির ইব্‌ন শালিখ ইব্‌ন আরফাখশায ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ ইব্‌ন লামাক ইব্‌ন মাত্তুশালাখ ইব্‌ন আখনুক ইব্‌ন ইয়ারদ ইব্‌ন মাহলাঈল ইব্‌ন কায়িন ইব্‌ন আনুশ ইব্‌ন শীস ইব্‌ন আদম (আ)।

---

১. মতান্তরে আবাবর। তাবারীর মতে ফালিগ ও আবিরের মাঝখানে 'কায়আন' নামক আরেক পুরুষ ছিলেন। তবে তিনি জাদুকর ছিলেন বলে তাওরাতে তার নাম বাদ দেয়া হয়েছে।

২. শালেখ অর্থ দূত অথবা প্রতিনিধি।

৩. এর অর্থ জ্বলন্ত প্রদীপ।

৪. নূহের আসল নাম আবদুল গাফ্‌ফার। নূহ শব্দের অর্থ কান্না। অনেকে বলেন, নূহ (আ) তাঁর ভুল-ত্রুটির কারণে অধিক কাঁদতেন বলে তাঁর এরূপ নামকরণ হয়েছে।

৫. মাত্তু শালাখ-এর শাব্দিক অর্থ 'দূত মারা গেছে'। তাঁর পিতা একজন দূত ছিলেন এবং এ ব্যক্তি মাতৃ-উদরে থাকতেই তাঁর পিতা মারা যান।

৬. এর অর্থ নিয়ন্ত্রক।

৭. এর অর্থ প্রশংসিত। কারো কারো মতে মাহলাইল।

৮. কায়নান অর্থ সমান।

৯. ইয়ানিশ অর্থ সত্যবাদী।

১০. শীস সুরিয়ানী শব্দ, এর অর্থ আল্লাহ্‌র দান।

১১. আদম শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে তিন রকম মত রয়েছে। কেউ বলেন : এটি সুরিয়ানী শব্দ এবং এর অর্থ অজ্ঞাত। কেউ বলেন, এটি আরবী শব্দ এবং এর অর্থ বাদামী বর্ণবিশিষ্ট। কেউ বলেন, এর মূল ধাতু আদিম অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ। তিনি ভূ-পৃষ্ঠের মাটি থেকে তৈরি বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে।

১২. ইনি কূফার প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ছিলেন। পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মদ যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বুক্কায়ী।

১৩. পূর্ণ নাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ। বিশেষত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বাগদাদে ১৫১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর ও ইব্‌ন হিশামের বিস্তারিত বৃত্তান্ত দেখুন।

সীরাত বর্ণনায় হিশামের অনুসৃত নীতি

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি ইনশাআল্লাহ্ এ গ্রন্থের শুরুতে ইবরাহীমের পুত্র ইসমাঈল (আ) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যান্য ইসমাঈল বংশোদ্ভূত পূর্বপুরুষদের নাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করব। আর ইসমাঈল (আ) থেকে মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সরাসরি ঔরসজাত সন্তানদের নামও বর্ণনা করব। আর সেই সাথে তাঁদের জীবনের সমস্ত ঘটনাও তুলে ধরব। তবে সংক্ষেপ করার লক্ষ্যে ইসমাঈলের অন্যান্য সন্তান, যারা সরাসরি মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বপুরুষ নন, তাদের উল্লেখ করব না এবং এমন কিছু বর্ণনাও বাদ দেব, যা ইব্‌ন ইসহাক লিপিবদ্ধ করেছেন, কারণ এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উল্লেখ নেই, এ সম্পর্কে কুরআনে কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি, আর না এ গ্রন্থের অপর কোন তথ্যের সাথেও এর কোন মিল আছে। সেগুলো এ গ্রন্থে বর্ণিত কোন তথ্যের ব্যাখ্যা বা প্রমাণের পর্যায়ে পড়ে না। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের গ্রন্থে কাব্যানুরাগীদের অজানা কিছু কবিতা, কিছু অশ্রাব্য ও অশোভন বক্তব্য এবং বুক্কায়ীর অসমর্থিত কিছু তথ্যও ছিল, যা আমি বর্জন করেছি। এ ছাড়া যা কিছু প্রকৃত ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য তথ্য ঐ গ্রন্থে ছিল, আমি তা পুরোপুরিভাবেই সংরক্ষণ করেছি।

ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামের বংশ

ইসমাঈল (আ)-এর সন্তান-সন্ততি

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবীর বরাত দিয়ে যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বুক্কায়ী আমাকে জানিয়েছেন যে, ইবরাহীম আলায়হিস সালামের পুত্র ইসমাঈল আলায়হিস সালামের বারোটি পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম ছিলেন নাবিত। আর অন্য এগারোজনের নাম হলো : কাইদার, উযবুল, মা-বশা, মিসমা'আ, মাশী, দিম্মা, আযার, তায়মা, ইয়াতুর, নাবিশ ও কাইযুমা। এঁদের সকলের মাতা রাআনা ছিলেন জুরহুম বংশীয় আমরের পুত্র মুযাযের কন্যা। ইব্‌ন হিশাম বলেন, ইসমাঈলের স্ত্রীর পিতৃপুরুষদের পরিচয় কারো কারো মতে এরূপ : মিযায এবং জুরহুমী ইব্‌ন কাহতান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন শালিখ ইব্‌ন আরফাখশায়, ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ। এদের মধ্যে কাহতান হচ্ছে ইয়ামান দেশের অধিবাসীদের সকলেরই আদি পুরুষ। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, জুরহুম হলেন ইব্‌ন ইয়াকতান ইব্‌ন আয়বার ইব্‌ন শালিখ। তবে ইয়াকতান আসলে কাহতানেরই বিকৃত উচ্চারণ।

ইসমাঈল (আ)-এর বয়স এবং তাঁর সমাধিস্থল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : জনশ্রুতি অনুসারে হযরত ইসমাঈল ১৩০ বছর জীবিত ছিলেন। এরপর তাঁর ইন্তিকাল হলে তাঁকে তাঁর মাতা হাজেরার কবরের পাশে হিজর[১] নামক স্থানে দাফন করা হয়।

---

১. এটি হিজরুল কা'বা নামে পরিচিত। অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) নির্মিত ভিত্তির যে অংশটি কুরায়শরা কা'বা পুনর্নির্মাণের সময় অর্থাভাবের কারণে বাদ দিয়েছিল। তবে সেটুকু যে কা'বার অংশ, তা যাতে বুঝা যায়, সে জন্য তার মেঝে পাথর দিয়ে পাকা করে দিয়েছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, 'হাজর' বা হাজেরাকে আরবরা আজেরাও বলত। তিনি মিসরীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওসীয়ত

ইব্‌ন হিশাম বলেন : গুফুরার আযাদকৃত গোলাম উমর থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন লাহীআ এবং তাঁর থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওহাব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাবধান, সাবধান, কালো কেশের কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট অমুসলিম নাগরিকদের সংরক্ষণে যত্নবান থেকো। অর্থাৎ (মিসরবাসী) কেননা তাদের সংগে আমার বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।

আর একটি বর্ণনা

গুফরার আযাদকৃত গোলাম উমর বলেছেন : এ কথার তাৎপর্য এই যে, নবী ইসমাঈল (আ)-এর মাতা হাজেরা মিসরীয় ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন মিসরীয় দাসীকে নিজ দাসী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ইব্‌ন লাহীআ বলেন : হযরত ইসমাঈলের মাতা হাজেরা 'উম্মুল আরব' নামক জনপদের অধিবাসী ছিলেন, যা মিসরের ফারমা[২] নামক শহরে নিকটবর্তী ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাসী ও ইবরাহীমের মাতা মারিয়াও মিসরের আনসিবা[৩] জেলার হাফন[৪] নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁকে মিসরের শাসক মুকাওকিস[৫] উপহার স্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইরশাদ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব যুহরী আমার কাছে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক আনসারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন

---

১. গুফরা হযরত বিলাল (রা)-এর বোনের, মতান্তরে মেয়ের নাম।

২. ফারমা মিসরের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিরাট বন্দর, বর্তমানে তিল্লুল ফারমা নামে পরিচিত।

৩. আনসিবা মিসরের একটি জেলার নাম। কথিত আছে, এটি এক সময় জাদুকরদের শহর হিসাবে খ্যাত ছিল এবং লাবাখ নামক গাছের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, সেই খ্যাতি এখনো বিদ্যমান।

৪. হাফন মিসরের একটি গ্রামের নাম। হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত ইমাম হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর মাধ্যমে এই গ্রামের কর রহিত করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওসীয়ত রক্ষা করা এবং তাঁর শ্বশুর বংশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

৫. মুকাওকিসের আসল নাম জুরায়জ ইব্‌ন মাইনা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মারিয়া নাম্নী দাসীকে উপঢৌকন হিসাবে পাঠান। তাঁর আগে রাসূলুল্লাহ (সা) মুকাওকিসের নিকট হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতাআ এবং আবূ রুহম গিফারীর আযাদকৃত দাস জিবরকে ইসলামী দাওয়াতের দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। সেই সাথে তিনি তাঁর কাছে স্বীয় দুলদুল নামক খচ্চর এবং নিজের কাঠের নির্মিত একটি পানপাত্র উপহার হিসাবে পাঠান। যার ফলে, মুকাওকিস ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েন। (দেখুন রওযুল উনুফ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭)।

যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "তোমরা যখন মিসর জয় করবে, তখন তার অধিবাসীদের প্রতি সদাচরণ করবে। কারণ তারা মুসলিম রাষ্ট্রের বিজিত অমুসলিম নাগরিক হিসাবে যেমন আইনানুগ নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী, তেমনি আত্মীয়তার সূত্রেও ভালো ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য।" ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিমকে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে তাদের সংগে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন' সেটি কী ? তিনি বলেন, হযরত ইসমাঈলের মাতা হাজেরা মিসরীয় ছিলেন।

আরব জাতির উৎসমূল

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বস্তুত সমগ্র আরব জাতিই ইসমাঈল (আ) ও কাহতানের বংশধর। কোন কোন ইয়ামানবাসী বলেন, কাহতান ইসমাঈল (আ)-এর সন্তান। তারা আরো বলেন, ইসমাঈল (আ) গোটা আরব জাতির পিতা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আদ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ। আর সামূদ এবং জুদায়স ইব্‌ন আবির ইব্‌ন ইরাম, ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ। আর তাসাম, ইম্‌লাক ও উমায়ম -এরা তিনজন হযরত নূহের পুত্র সামের সন্তান। এরা সবাই আরব ছিল। নাবিত ইব্‌ন ইসমাঈল ইয়াশজুব ইব্‌ন নাবিত, ইয়ারুব ইব্‌ন ইয়াশজুব, তায়রাহ ইব্‌ন নাহুর, মুকাওয়াম ইব্‌ন নাহুর, উদাদ ইব্‌ন মুকাওয়াম, আদনান ইব্‌ন উদাদ। ইব্‌ন হিশামের মতে, আদনানের পিতা উদাদ নন বরং উদ্।

আদনানের বংশধর

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরগণ আদনানের পর থেকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়। আদনানের দুই পুত্র : মুয়াদ ইব্‌ন আদনান এবং 'আক ইব্‌ন আদনান।

'আক গোত্রের বাসস্থান

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'আক ইয়ামানে চলে যান। তিনি আশয়ারী গোত্রে বিয়ে করে তাদের মাঝে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ফলে তাদের বাসস্থান ও ভাষা এক হয়ে যায়।

আশয়ারী গোত্রের পরিচয়

এরা আশায়ার ইব্‌ন নাবত ইব্‌ন উদাদ ইব্‌ন যায়দ হুমায়সা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আরিব ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহ্‌লা ইব্‌ন সাবান ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন ইয়ারুব ইব্‌ন কাহতান এবং বংশধর। মতান্তরে, আশয়ার হলেন : নাবত ইব্‌ন উদাদ। মতান্তরে আশয়ার হচ্ছেন : আশয়ার ইব্‌ন মালিক। আর মালিকের অন্য নাম হচ্ছে মাযহাজ ইব্‌ন উদাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হামায়সা। কারো কারো মতে আশয়ার হলেন : আশয়ার ইব্‌ন সাবা ইব্‌ন ইয়াশজুব।

আবূ মুহরিয খালফ আহমার ও আবূ উবায়দা আমাকে বনূ সুলায়ম ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা ইব্‌ন খাসাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন গায়লান ইব্‌ন মুযার ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন মা'আদ ইব্‌ন আদনানের কবি আব্বাস ইব্‌ন মিরদাসের একটি কবিতা শুনিয়েছেন, যাতে তিনি 'আকের প্রশংসা করেছেন। কবিতাটি হলো :

وعك بن عدنان الذين تلقبوا × بغسان حتى طردواكل مطرد

"আদনানের পুত্র 'আকের সন্তানরা গাস্‌সান উপাধি অর্জন করলো, আর তারা বিতাড়িত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।"

উপরোক্ত চরণ দু'টি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ।

গাস্‌সানের পরিচয়

গাস্‌সান ইয়ামানের মারিব বাঁধের নিকট অবস্থিত একটি জলাশয়ের নাম। মাযিন ইব্‌ন আসাদ[১] ইব্‌ন গাওসের সন্তানেরা ও জলাশয় ব্যবহার করত। এজন্য বনূ মাযিন গাস্‌সান নামে পরিচিত হয়। মতান্তরে, জুহ্‌ফার নিকবর্তী মুশাল্‌লালের জলাশয়কে গাস্‌সান[২] বলা হয়। আর যারা এই জলাশয়ের পানি পান করত, তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়। ফলে মাযিনের বংশোদ্ভূত গোত্রগুলো গাসসান নামে অভিহিত হয়।

মাযিনের বংশ পরিচয়

মাযিন ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন গাওস ইব্‌ন নাব্‌ত ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন ইয়ারুব ইব্‌ন কাহতান।

আনসারদের বংশ পরিচয়

আউস ও খাযরাজ নামক দুই ভ্রাতার বংশধরকে আনসার বলা হয়। এরা দু'জন হলো হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন ইমরুল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন গাওস-এর দুই পুত্র। আনসারী কবি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত বলেন : "যদি জানতে চাও, তা হলে শোনো, আমরা এক সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী, আসাদ আমাদের পূর্বপুরুষ এবং গাসসান আমাদের জলাশয়।" এ লাইনটি তার বহু সংখ্যক কবিতার অন্যতম। ইয়ামানবাসী এবং 'আকের বংশধরদের যে অংশ খুরাসানে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তারা তাদের বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'আক ইব্‌ন আদনান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন গাওস। মতান্তরে উদসাম ইব্‌ন দিস ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন গাওস।

১. আসাদের নাম কোন কোন ঐতিহাসিক আয্‌দ উল্লেখ করে থাকেন।

২. জলাশয়টির নাম গাস্‌সান। এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ দুর্বল। উক্ত কবিতার পরবর্তী লাইনটি হলো : "ওহে ফিরাসের বংশধরের বোন, জেনে রাখ আমি একটি গৌরবোদ্দীপ্ত বংশের সন্তান।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মা'আদ ইব্‌ন আদনানের চার পুত্র : নিযার ইব্‌ন মা'আদ, কুযাআ ইব্‌ন মা'আদ, কুনুস ইব্‌ন মা'আদ ও ইয়াদ ইব্‌ন মা'আদ।

কুযাআর গোত্রটি হিময়ার ইব্‌ন সাবা ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন ইয়ারুব ইব্‌ন কাহতানের বংশধর বলে দাবি করে থাকে। সাবার আসল নাম আবদুশ্ শামস। সাবা নামকরণের কারণ এই যে, তিনিই প্রথম আরব যিনি যুদ্ধবন্দী হন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইয়ামানবাসী ও কুযাআ গোত্রের দাবি অনুসারে কুযাআ হচ্ছে মালিক ইব্‌ন হিময়ারের পুত্র। বিশিষ্ট সাহাবী আমর ইব্‌ন মুররা জুহানী[১] একটি কবিতায় বলেন :

"আমরা খ্যাতনামা প্রবীণ ব্যক্তিত্ব কুযাআ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিময়ারের বংশধর। এ বংশধারা অত্যন্ত পরিচিত। মোটেই অপরিচিত নয়। বরঞ্চ তা মিম্বরের নীচে পাথরে খোদিত।"[২]

জুহানী বংশটির উৎপত্তি জুহায়না থেকে। তিনি হলেন : যায়দ ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন সাওদ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযাআ।

কুনুস ইব্‌ন মা'আদ এবং নুমান ইব্‌ন মুনযিরের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুনুস ইব্‌ন মা'আদের বংশে হীরার বাদশাহ নুমান ইব্‌ন মুনযির এবং তার গোত্র ছাড়া আর কোন শাখা বেঁচে নেই বলে আরব বংশবিদদের ধারণা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব যুহরী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নুমান ইব্‌ন মুনযির কুনুস ইব্‌ন মা'আদের বংশধর। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কুনুসকে কানাসও বলা হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াকূব ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আখনাস যুরায়ক বংশোদ্ভূত জনৈক প্রবীণ আনসারীর কাছ থেকে জেনে আমাকে বলেছেন যে, যখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট নুমান ইব্‌ন মুনযিরের তরবারি[৩] আনা হয়, তখন তিনি জুবায়র ইব্‌ন মুত্‌ইমকে ডাকেন। জুবায়র ইবন মুতইমের বংশ পরিচয় হলো : জুবায়র ইব্‌ন মুত্‌ইম ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নওফাল ইব্‌ন আব্‌দে মানাফ ইব্‌ন কুসাই। জুবায়র কুরায়শ বংশের এমন এক

---

১. এই সাহাবী দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াতের আলামত সংক্রান্ত, অপরটি হলো : যে ব্যক্তি শাসক হয়ে অভাবী মানুষের ফরিয়াদ শুনবে না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ও তার ফরিয়াদ শুনবেন না। (আর-রওযুল উনুফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩ দ্রষ্টব্য)

২. কথিত আছে : এটি একটি রণোদ্দীপক কবিতার অংশ। এর পূর্ববর্তী অংশ হলো : "হে আহবায়ক ! আমাদেরকে ডাকো এবং সুসংবাদ নাও। কাযাআর লোক হও, নিযারের লোক হয়ো না।"

৩. যখন মাদায়েন বিজিত হয়, তখন এই তরবারি আনা হয়। বিজিত মাদায়েনে পারস্য সম্রাটের বহু নিদর্শন বিধ্বস্ত হয় এবং বহু মূল্যবান সম্পদ উদ্ধার করা হয়। তন্মধ্যে অত্যন্ত চমকপ্রদ জিনিসগুলো গ্রহণ করা হয়। পাঁচটি তরবারি তন্মধ্যে অন্যতম। একটি সম্রট পারভেজের, একটি সম্রাট নওশেরওয়াঁর, একটি নুমান ইব্‌ন মুনযিরের, সম্রাট নওশেরওয়াঁ তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে হত্যা করার সময় এটি ছিনিয়ে নেন। চতুর্থটি তুরস্কের সম্রাট খাকানের এবং পঞ্চমটি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের। পারস্য সম্রাট রোম সম্রাটকে যখন পরাভূত করেন, তখন এটি তাঁর হস্তগত হয়।

ব্যক্তি, যিনি শুধু কুরায়শের নয়, বরং সমগ্র আরব জাতির বংশ পরিচয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ। জুবায়র বলতেন যে, আমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট থেকে বংশধারা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করেছি। বস্তুত হযরত আবূ বকর (রা)-ই ছিলেন আরব জাতির ভেতরে বংশধারায় সবচেয়ে বেশি পারদর্শী। তিনিই জুবায়রকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দেন। হযরত উমর জিজ্ঞেস করলেন : হে জুবায়র ! নুমান ইব্‌ন মুনযির কার বংশধর ছিলেন ? জুবায়র বললো : তিনি কুরয ইব্‌ন মা'আদের বংশধর ছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : জনশ্রুতি এই যে, গোটা আরব জাতি রবীয়া' ইব্‌ন নাস্‌রের সন্তান-লুখামের বংশধর। তবে প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

লাখাম ইব্‌ন আদীর বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশামের মতে লাখামের বংশ পরিচয় এরূপ : ইব্‌ন আদী, ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন উদাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হামায়সা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আরীব ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা। মতান্তরে : লাখাম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাবা।

রবীআ ইব্‌ন নাস্‌র [১] -এর বংশ পরিচয় নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়ে থাকে :

রবীআ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন আবূ হারিসা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির। আমর ইব্‌ন আমিরের ইয়ামান থেকে চলে যাওয়ার পর আবূ হারিসা সেখানেই থেকে যান।

আমর ইব্‌ন আমিরের ইয়ামান ত্যাগ এবং মারিব বাঁধের কাহিনী

ইয়ামান ত্যাগের কারণ

আবূ যায়দ আনসারীর বর্ণনা মুতাবিক আমর ইব্‌ন আমিরের ইয়ামান ত্যাগের কারণ এই ছিল যে, মারিবের যে বাঁধটি ইয়ামানবাসীর জন্য পানি সংরক্ষণ করত এবং তারা ইচ্ছামত সেই পানি দিয়ে সেচ দিত, একদিন তিনি দেখলেন সেই বাঁধে একটি বন্য ইঁদুর গর্ত খুঁড়ছে। এতে তিনি বুঝলেন যে, এই বাঁধ বেশি দিন টিকবে না। তাই তিনি ইয়ামান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর বংশধর এ ব্যাপারে তার সাথে বিরোধ লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে তিনি তার ছোট ছেলেকে বললেন : আমি যখন তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তোমাকে চড় দেব, তখন তুমিও আমার উপর আক্রমণ করবে এবং আমাকে পাল্টা চড় দেবে। তখন ছেলে তাঁর নির্দেশ মত কাজ করল। তখন আমর বললেন : আমি এমন দেশে আর থাকব না, যেখানে আমার ছোট ছেলে আমাকে থাপ্পড় দেয়। তারপর তিনি নিজের সমস্ত সম্পদ বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে গেলেন। এ সময় ইয়ামানের কিছু গণমান্য ব্যক্তি দেশবাসীকে বলল, তোমরা

১. বিশেষজ্ঞদের মতে রবীআর বংশধারা হলো : রবীআ ইব্‌ন নাসর, ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন নামারা ইব্‌ন লাখাম। জুবায়রের মতে : রবীআ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন শাওয়ায ইব্‌ন মালিক। ইব্‌ন উজাম ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নামারা ইব্‌ন লাখাম।

আমরের রাগকে স্বাগত জানাও। তারপর তারা তার সম্পত্তি কিনে নিল। আমর তার নিজের কিছু সন্তান ও পৌত্রদের সাথে নিয়ে দেশ ত্যাগ করলেন। এ সময় বনূ আযদ বললো, আমরাও আমর ইব্‌ন আমিরের সাথে চলে যাব—এখানে থাকব না। তারপর তারাও তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে তাঁর সংগে চলে গেল। বহু এলাকা পেরিয়ে তারা 'আকের এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করলো। 'আকের বংশধর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। যুদ্ধে কখনো তারা জিততো এবং কখনো তারা হারতো। এই বিষয়টি নিয়েই আব্বাস ইব্‌ন মিরদাসের আবৃত্তি করা কবিতাংশ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।[১] তারপর তারা সেখান থেকেও বের হলো এবং তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লো, হাফনা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমিরের বংশধর সিরিয়ায়, আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিবে, খুযাআ বংশধর মাররায় এবং আয্‌দের বংশধর সারাতে ও আম্মানে বসতি স্থাপন করলো। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বন্যা দিয়ে মারিবের বাঁধ ধ্বংস করে দিলেন। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর কুরআনের সূরা সাবার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِى مَسْكَنِهِمْ ... ... سَيْلَ الْعَرِمِ

আবূ উবায়দার বর্ণনা অনুসারে এ আয়াতে বর্ণিত আরিম শব্দের অর্থ বাঁধ। আয়াতের অর্থ : "সা'বা জাতির আবাসভূমিতে তাদের জন্য একটি নিদর্শন ছিল। তাদের ডানে ও বামে দুটো বাগান ছিল। তোমরা তোমাদের রবের দেয়া জীবিকা থেকে খাও, এবং তাঁর শোকর আদায় কর। বড়ই পবিত্র নগরী এবং অত্যন্ত ক্ষমাশীল রব। কিন্তু তারা তা মানল না। ফলে আমি তাদের ওপর বাঁধভাংগা বন্যা পাঠালাম।" কবি আশা বলেন :

"ইংগিত উপলব্ধিকারীর জন্য এতে যথেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এবং বন্যা মারিব বাঁধটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। হিময়ার সেটি পাথর দিয়ে নির্মাণ করেছিল, বন্যায় কখনো তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। সেই বাঁধ তাদের ফসল ও আংগুরকে পানি দিয়েছে অকৃপণভাবে। যখন তা বণ্টিত হত, তখন তা সবার জন্য পর্যাপ্ত হত। এরপর তারা এমন অভাবগ্রস্ত হয় যে, তারা দুধ ছাড়ানো বাচ্চাকে এক চুমুক পানিও দিতে পারত না।"

এ সব কবিতা আশার কবিতার অংশবিশেষ।

উমাইয়া ইব্‌ন আবী সালত সাকাফী বলেছেন : "মারিবের নিকটে উপস্থিত সাবা জাতি যখন বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাঁধ তৈরি করেছিল।" এটি একটি দীর্ঘ কাসীদার অংশ।

এ এক দীর্ঘ কাহিনী। সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে আমি এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া থেকে বিরত থাকছি।

---

১. অর্থাৎ আদনানের পুত্র 'আকের বংশধর গাসসান নামে নিজেদের নামকরণ করল এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

রবী'আ ইব্‌ন নাসর ইয়ামানের শাসক

রবী'আ ইব্‌ন নাসর ও তার স্বপ্নের কাহিনী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : (রোম সম্রাটের) অধীনতা স্বীকারকারী রাজাদের মধ্যে ইয়ামানের রাজা রবী'আ ইব্‌ন নাসর ছিলেন একজন দুর্বল রাজা। তিনি একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দেশের সকল জ্যোতিষী, জাদুকর প্রভৃতিকে ডেকে বললেন : আমি একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে ভীত হয়ে পড়েছি। আমি কি দেখেছি এবং তার তাৎপর্য কি, তা তোমরা বলো। তারা তাকে বললো : আপনি স্বপ্নটা আমাদের বলুন। আমরা তার ব্যাখ্যা বলবো। রাজা বললেন : আমি যদি স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলে দেই, তা হলে তোমাদের ব্যাখ্যায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারবো না। কেননা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারবে শুধু সেই ব্যক্তি, যে আমার বলার আগেই আমার স্বপ্নটাও জেনে নিতে পারবে। তখন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো : জাহাঁপনা যদি এটাই চান, তাহলে সাতীহ[১] ও শিক[২]-কে ডাকুন। কেননা স্বপ্নের ব্যাপারে তাদের চেয়ে অভিজ্ঞ আর কেউ নেই। তারাই আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে।

সাতীহের বংশ পরিচয়

সাতীহ ইবন রবী' ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন মাসঊদ ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন যিব্ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মাযিন গাস্‌সান।

শিকের বংশ পরিচয়

শিক ইব্‌ন সাব ইব্‌ন ইয়াশকার ইব্‌ন রুহম ইব্‌ন আফ্রাক ইব্‌ন কাসর ইব্‌ন 'আব্‌কার ইব্‌ন আনমার ইব্‌ন নিযার। আর আনমার হচ্ছে বাজীলা ও খাসআমের পিতা।

বাজীলার বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইয়ামানবাসীর জনশ্রুতি অনুসারে বাজীলা হচ্ছে আনমারের বংশধর। আনমার ইব্‌ন ইরাশ ইব্‌ন লিহয়ান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গাওস ইব্‌ন নাব্‌ত ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন

---

১. সাতীহ নামক এই লোকটির শুধু ধড় ছিল। অংগ-প্রত্যংগ ছিল না। সে বসতেও পারত না। তবে রাগ হলে শরীরটা ফুলে উঠত। তখন বসতে পারত। কথিত আছে যে, তার মুখ ছিল বুকে, তার কোন মাথা ও ঘাড় ছিল না। ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ বলেন, সাতীহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি কোথা থেকে এ জ্ঞান লাভ করেছ ? সে বলত, আমার এক জিন বন্ধু আছে। যখন আল্লাহ্ তূর পাহাড়ে মূসার সংগে কথা বলেছিলেন, তখন সে সেই কথোপকথন শুনেছিল এবং যা কিছু জানতে পেরেছিল, তাই আমাকে জানিয়েছে।

২. শিক অর্থ অংশ। এরূপ নামকরণের কারণ এই যে, সে আসলে আধা মানব ছিল। তার হাত একখানা, পা একখানা ও চোখ একটি ছিল। আমর ইব্‌ন আমিরের স্ত্রী হিময়ারী বংশোদ্ভূত খ্যাতনাম্নী জ্যোতিষী তারীফা বিনতে খায়ের যেদিন মারা যায়, শিখ ও সাতীহ সেই দিন জন্মগ্রহণ করে। তারীফা শিক্ ও সাতীহকে তার মৃত্যুর পূর্বে তার কাছে উপস্থিত করার নির্দেশ দেয়। তাদের উপস্থিত করার পর সে তাদের উভয়েরর মুখে থু-থু দিয়ে বলে, এরা দু'জন আমার জ্যোতির্বিদ্যার উত্তরাধিকারী হবে।

যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা। মতান্তরে : ইরাশ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন লিহইয়ান ইব্‌ন গাওস। বাজীলা ও খাসআমের বাসস্থান হচ্ছে ইয়ামানীয়া।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর রাজা সাতীহ ও শিককে ডেকে পাঠালেন। শিকের আগে সাতীহ উপস্থিত হলো। তখন রাজা তাকে বলল, ওহে সাতীহ ! আমি একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি। কি দেখেছি বল তো ? তুমি যদি স্বপ্নটা বলতে পার, তা হলে তার সঠিক ব্যাখ্যাও দিতে পারবে। সাতীহ বলল : ঠিক আছে। বলছি শুনুন : আপনি স্বপ্নে দেখেছেন : অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা জ্বলন্ত অংগার বেরিয়ে এসে নিম্নভূমিতে নামল এবং সেখানে যত প্রাণী ছিল, সবাইকে গ্রাস করল।[১] রাজা বললেন : "বাহ্! হে সাতীহ ! স্বপ্নটা তো তুমি সঠিকভাবেই বলে দিয়েছ। এখন বলতো এর ব্যাখ্যা কি?"

সে বলল : দুই প্রস্তরময় দেশে যত সাপ আছে, তার শপথ! আবিসিনিয়াবাসী আপনার ভূ-খণ্ডে ঢুকে পড়বে এবং আবয়ান থেকে জুরাশ পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড দখল করে নেবে।[২]

রাজা বললেন : হে সাতীহ ! তোমার পিতার শপথ! এটা তো খুবই বেদনাদায়ক ও ক্রোধোদ্দীপক ব্যাপার। এটা কবে ঘটবে ? আমার আমলেই, না আমার পরে ? সে বলল : আপনার আমলের কিছু পরে। ষাট বা সত্তর বছর পর। রাজা জিজ্ঞেস করলেন : এই ভূখণ্ড কি চিরকালই তাদের অধিকারে থাকবে, না তাদের জবর-দখলের অবসান ঘটবে? সে বলল : সত্তর বছরের কিছু বেশিকাল উত্তীর্ণ হবার পর তাদের দখলের অবসান ঘটবে। তারপর তারা হয় নিহত হবে, নয়তো পালিয়ে যাবে। রাজা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : কে তাদেরকে হত্যা ও বহিষ্কার করবে ? সাতীহ বলল : তারা নিহত ও বহিষ্কৃত হবে ইরাম[৩] ইব্‌ন যী ইয়াযানের হাতে। তিনি এডেন থেকে আবির্ভূত হবেন এবং ইয়ামানে তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখবেন না। রাজা বলল : ইরামের আধিপত্য কি চিরস্থায়ী হবে, না ক্ষণস্থায়ী ?

সাতীহ বলল : তার আধিপত্য অস্থায়ী হবে।

রাজা বললেন : কার হাতে ক্ষমতার অবসান ঘটবে ?

সাতীহ বলল : এক পূত-পবিত্র নবীর হাতে। তিনি ঊর্ধ্ব জগত থেকে ওহী লাভ করবেন। রাজা বললেন : এ নবী কোন্ বংশোদ্ভূত ?

সাতীহ বলল : গালিব ইব্‌ন ফিহর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নযর -এর বংশধর হবেন। তাঁর জাতির হাতে ক্ষমতা থাকবে সৃষ্টিজগত ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

রাজা বললেন : সৃষ্টিজগতের আবার শেষ আছে নাকি ?

---

১. এ দ্বারা সুদান থেকে হাবশী সেনাবাহিনীর আগমনকে বুঝানো হয়েছে।

২. আবয়ান ও জুরাশ ইয়ামানের দুটো শহরের নাম। অর্থাৎ সমগ্র ইয়ামান।

৩. কথিত আছে, এই ব্যক্তি সায়ফ নামে খ্যাত। তবে ইরাম শব্দটি দ্বারা তার জ্ঞানের প্রশংসা অথবা বিশালকায় দেহাকৃতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

সে বলল : হ্যাঁ, যেদিন পৃথিবীর প্রথম ও শেষ মনুষ সকল একত্রিত হবে। যারা সৎকর্মশীল তারা সুখী হবে, আর যারা অসৎ কর্মশীল তারা দুঃখ ভোগ করবে।

রাজা বললেন : তোমার ভবিষ্যদ্বাণী কি সত্য ?

সে বলল : হ্যাঁ, রাতের আঁধার, ঊষার আলো ও সুবিন্যস্ত প্রভাত সাক্ষী, আমি যা তোমাকে বলেছি তা সত্য।

এরপর রাজার দরবারে এলো শিক। রাজা সাতীহকে যা যা বলেছিলেন, শিককেও তাই বললেন। কিন্তু সাতীহ্ রাজাকে যা যা বলেছিল, তা তিনি শিককে জানতে দিলেন না। কেননা তিনি দেখতে চাইছিলেন, তাদের উভয়ের বক্তব্য এক রকম হয়, না ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

শিক বলল : আপনি স্বপ্নে দেখেছেন, অন্ধকার থেকে একটি জ্বলন্ত অংগার বেরিয়ে এসে একটি পর্বত ও একটি বাগানের মাঝখানে পড়ল। এরপর তা সেখানকার সকল প্রাণীকে গ্রাস করল।

যখন শিক এরূপ বলল, তখন রাজা বুঝতে পারলেন যে, উভয়ে স্বপ্নের একই রকমের বিবরণ দিয়েছে। পার্থক্য কেবল এই যে, সাতীহ বলেছিল : জ্বলন্ত অংগারটি নিম্নভূমিতে পড়ল। আর শিক বলেছে : একটি পর্বত ও একটি বাগানের মাঝখানে পড়ল। তারপর তিনি শিককে বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ। এখন বল, এ স্বপ্নের তাৎপর্য কি ?

সে বলল : দুই পর্বতময় দেশের সমস্ত মানুষের শপথ করে বলছি, আপনার দেশে সুদানীরা আক্রমণ চালাবে। সকল দুর্বল লোক তাদের অংগুলি হেলনে চলতে বাধ্য হবে এবং আবয়ান থেকে নাজরান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তাদের দখলে চলে যাবে।

তখন রাজা তাকে বললেন : ওহে শিক ! তোমার পিতার শপথ ! এটাই তো খুবই মর্মন্তুদ ও ক্রোধোদ্দীপক ব্যাপার। এ ঘটনা কবে ঘটবে ? আমরা জীবদ্দশাতেই, না আরো পরে? সে বলল : আপনার বেশ কিছুকাল পরে। এরপর একজন পরাক্রমশালী ব্যক্তি আপনাদের লোকদের হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করবে এবং তাদের ভীষণভাবে পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত করবে।

রাজা বললেন : এই পরাক্রমশালী ব্যক্তিটি কে ?

সে বলল : একজন তরুণ, যিনি নগণ্য ও দুর্বলচিত্ত নন। যী ইয়াযানের বংশ থেকে তার আবির্ভাব ঘটবে। তিনি হানাদারদের একজনকেও ইয়ামানে টিকতে দেবেন না।

রাজা বললেন : এই ব্যক্তির আধিপত্য কি চিরস্থায়ী হবে, না ক্ষণস্থায়ী ?

শিক বলল : একজন প্রেরিত রাসূলের আগমনে তার শাসনের অবসান ঘটবে। সেই রাসূল সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। ধার্মিক ও সৎ লোকদের সাথে আনবেন। তাঁর জাতির আধিপত্য কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

রাজা বললেন : কিয়ামত কি ?

সে বলল : সেদিন শাসকদের বিচার হবে, আকাশ থেকে এমন আহবান আসবে যা জীবিত ও মৃত সকলেই শুনতে পাবে। আর নির্দিষ্ট সময়ে সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। সেদিন সংযত লোকদের জন্য হবে সাফল্য ও কল্যাণ।

রাজা বললেন : তুমি যা বলছ, তা কি সত্য ?

সে বলল : হ্যাঁ, আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সকল সমতল ও অসমতল স্থানের শপথ, আমি আপনার কাছে যা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করলাম, তা সম্পূর্ণ সত্য।

রবীআ এই দুই ভবিষ্যদ্বক্তার কথা বিশ্বাস করে নিলেন এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনকে প্রয়োজনীয় পাথেয় দিয়ে ইরাক পাঠিয়ে দিলেন। তারপর পারস্যের তৎকালীন সম্রাট শাপুর ইব্‌ন খুররাযাদকে চিঠি লিখে পাঠালেন। শাপুর তাদেরকে হিরাতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

নুমান ইব্‌ন মুনযিরের বংশ সম্পর্কে ভিন্ন মত

রবীআ ইব্‌ন নাসরের বংশধরেরই সর্বশেষ ব্যক্তি হচ্ছেন নুমান ইব্‌ন মুনযির। ইয়ামানবাসীর মতে তাঁর বংশ পরিচিতি হচ্ছে : নুমান ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আদী ইব্‌ন রবীআ, ইব্‌ন নাসর-ইয়ামানের তৎকালীন রাজা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : খালাফ আহমার আমাকে জানিয়েছেন, নুমানের পিতা মুনযির তদীয় পিতা মুনযির।

আবূ কারব হাস্‌সান ইব্‌ন তুব্বান আসআদ কর্তৃক ইয়ামান অধিকার ও ইয়াসরিব আক্রমণ

হাস্‌সান ইব্‌ন তুব্বান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রবীআ ইব্‌ন নাসরের মৃত্যুর পর সমগ্র ইয়ামানের রাজত্ব চলে যায় আবূ কারব হাসসান ইব্‌ন তুব্বান আসআদের[১] দখলে। তুব্বান আসআদ দ্বিতীয় তুব্বা নামেও পরিচিত। তার পিতা কালকি কারিব ইব্‌ন যায়দ। এই যায়দ প্রথম তুব্বা নামেও পরিচিত। তার পিতা হলেন আমর যুল-আযয়ার[২] ইব্‌ন আবরাহা যুল-মানার[৩] ইব্‌ন রায়শ। ইব্‌ন ইসহাক

---

১. তুব্বান আসআদ একই ব্যক্তির নাম। তুব্বান অর্থ বুদ্ধিমান।

২. যুল-আযয়ার অর্থ ভয়ংকর। মরক্কোতে হামলা চালিয়ে এক পরমা-সুন্দরী রমণীকে ধরে আনার পর লোকেরা তাকে ভয় করতে থাকে বলে এই নাম দেয়া হয়।

৩. যুল-মানার অর্থ অগ্নিকুণ্ডলীর অধিকারী। পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে একটি সামরিক অভিযান চালান বলে তার এই নাম হয়।

বলেন : রাইশ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন সাবা আল-আসগার ইব্‌ন কা'ব কাহ্‌ফ আয্‌ যুল্‌ম ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন আবদে শামস ইব্‌ন ওয়ায়েল ইব্‌ন গাউস ইব্‌ন কাতান আরীব ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আয়মান ইব্‌ন হামায়সা ইব্‌ন আরানজাজ ওরফে হিময়ার ইব্‌ন সাবা আকবর ইব্‌ন ইয়ারুব ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন কাহতান।

ইব্‌ন হিশামের মতে : ইয়াশজুবের পিতা ইয়ারুব এবং তদীয় পিতা কাহতান।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ কারব তুব্বান আসআদ সেই ব্যক্তি, যিনি মদীনায় আসেন এবং মদীনার ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে দু'জন ধর্মীয় পণ্ডিতকে ইয়ামানে নিয়ে যান। তিনিই কা'বা শরীফের সংস্কার করেন ও গিলাফ পরান। রবীআ ইব্‌ন নাসরের আগেই তিনি ইয়ামানে রাজত্ব করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই ব্যক্তি সম্পর্কে একটি কবিতার এই লাইনটি রচিত হয়েছে : "আবূ কারবের কল্যাণধর্মী কাজ যেমন তার বিপদ-আপদকে রোধ করেছিল, আহা তেমন সৌভাগ্য যদি আমারও হতো!

তুব্বানের মদীনায় আগমন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তুব্বান আসআদ আগে থেকেই পূর্বদিক দিয়ে মদীনায় আসতেন এবং এভাবে মদীনাবাসীদের বিব্রত না করেই সুকৌশলে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। সেখানে তিনি নিজের এক পুত্রকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কিন্তু উক্ত পুত্র গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হয়। এরপর তুব্বান মদীনা ধ্বংস ও তার অধিবাসীদের নির্মূল করার পরিকল্পনা নিয়ে আবার সেখানে আসেন। এরপর বনূ নাজ্জারের সদস্য আমর ইব্‌ন তাল্লার নেতৃত্বে এবং পরবর্তীতে বনূ আমর ইব্‌ন মাবযুলের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে অনুগত লোকদের একটি দল সংঘবদ্ধ হয়।[১] মাবযুলের আসল নাম 'আমির এবং তার বংশ পরিচয় হলো : আমির ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। নাজ্জারের আসল নাম তায়মুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা, ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির।

আমর ইব্‌ন তাল্লা ও তার বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশামের মতে 'আমর ইব্‌ন তাল্লার পূর্বপুরুষরা হলো : আমর ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। তাল্লা হলো আমরের মায়ের নাম।

---

১. কুতবী লিখেছেন যে, তুব্বান মদীনা আক্রমণ করতে চাননি, কেবল সেখানকার ইয়াহূদীদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কারণ আওস ও খাযরাজ গোত্র ইয়ামান থেকে এসে মদীনায় ইয়াহূদীদের পাশাপাশি বসতি স্থাপন করে এবং তাদের সাথে কিছু চুক্তি ও শর্ত সম্পাদন করে। ইয়াহূদীরা এই চুক্তি ভংগ করে এবং তাদেরকে উত্ত্যক্ত করে। এ জন্য আওস ও খাযরাজ তুব্বানের সাহায্য চায় এবং এ কারণেই তুব্বান আসেন।

তাল্লার বংশ পরিচয়

তাল্লা বিন্ত আমির ইব্ন যুরায়ক ইব্ন আবদে হারিসা ইব্ন মালিক ইব্ন গাযাব ইব্ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ।

মদীনাবাসীদের সাথে তুব্বানের যুদ্ধের ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ নাজ্জার গোত্রের বনূ আদী শাখার আহমার নামক এক ব্যক্তি তুব্বানের অনুসারীদের একজনকে মদীনায় অবস্থানকালে হত্যা করে। হত্যার কারণ ছিল এই যে, আহমার তুব্বানের অনুসারী লোকটিকে তার এক খেজুর বাগানে খেজুর পাড়তে দেখছিল। সে তখন তাকে নিজের দা দিয়ে কোপ দিয়ে খুন করে ফেলে এবং বলে : "খেজুর গাছের যে তত্ত্বাবধান করে, খেজুর পাড়ার অধিকার তারই।" তুব্বানের কাছে এ খবর পৌছামাত্রই যুদ্ধ বেধে যায়। কিন্তু মদীনাবাসী তুব্বানের সাথে এমনভাবে যুদ্ধ চালায় যে, দিনের বেলায় তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং রাতের বেলায় তার আতিথেয়তা করে। তুব্বান তাদের এ আচরণ দেখে তাজ্জব হয়ে যান এবং মন্তব্য করেন যে, আল্লাহ্র শপথ! আমাদের কাওম তো খুবই ভদ্র।

এভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালে বনূ কুরায়যা গোত্রের দু'জন ইয়াহূদী পণ্ডিত তুব্বানের সাথে দেখা করে। বনূ কুরায়যা গোত্রটি কুরায়যার বংশধর। এই কুরায়যা, নযীর, নাজ্জাম, 'আমর (আসল নাম হাদাল) এরা সবাই খাযরাজ ইব্ন সুরায়হ্ ইব্ন তাওসান ইব্ন সাবত ইব্ন ইয়াসা ইব্ন সাদ ইব্ন লাভী ইব্ন খায়র ইব্ন নাজ্জাম, ইব্ন তানহুম ইব্ন আযির ইব্ন ইযারা ইব্ন হারূন ইব্ন ইমরান ইব্ন ইয়াসহার ইব্ন কাহিস ইব্ন লাভী ইব্ন ইয়াকূব--অপর নাম ইসরাঈল ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম।

মদীনার এই দুই পণ্ডিত ছিলেন আল্লাহ্র কিতাবে বিশেষ পারদর্শী। তুব্বান মদীনা ও তার অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করতে চান, এ কথা শুনে তারা তার সাথে দেখা করে। তখন তারা তাকে বলে : হে রাজা ! আপনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন। যদি যিদ ধরেন, তা হলেও আপনার সামনে বাধা আসবে। ফলে আপনি যা চান তা করতে পারবেন না। অথচ অচিরেই আপনার ওপর যে শাস্তি নেমে আসবে তা ঠেকানোর কোন উপায় আপনার থাকবে না। তুব্বান বললেন : কি কারণে আমার ওপর শাস্তি নেমে আসবে? তারা বলল : মদীনা শেষ যামানার নবীর হিজরতস্থল। কুরায়শদের দ্বারা তিনি পবিত্র স্থান থেকে বহিষ্কৃত হবেন এবং এখানে এসে বসবাস করবেন।

এ কথা শুনে রাজা থামলেন। তাঁর মনে হল, লোক দুটো সত্যিই বিজ্ঞ। তাঁদের কথায় রাজা মুগ্ধ হলেন। তিনি মদীনা ত্যাগ করলেন এবং ঐ পণ্ডিতদ্বয়ের ধর্ম গ্রহণ করলেন। এ খবর পেয়ে কবি খালিদ ইব্ন আবদুল উযয্যা ইব্ন গাযীয়্যা ইব্ন আমর (ইব্ন আবদ) ইব্ন আউফ ইব্ন গনম ইব্ন নাজ্জার আমর ইব্ন তাল্লার প্রশংসা করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন কবিতাটির কয়েকটি লাইনের বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

"তুব্বান কি স্বীয় পূর্বপুরুষ 'আমর ইব্‌ন তাল্লার স্মৃতি মুছে ফেলল, নাকি তার স্মরণ নিষিদ্ধ করে দিল, অথবা তাকে সানন্দে ত্যাগ করলো ? নাকি তুমি নিজের যৌবন কালকে স্মরণ করেছ, (হে তুব্বান) কিন্তু তোমার যৌবনকে স্মরণ করার স্বরূপ কি ?

আসলে এটা কোন নগণ্য যুদ্ধ নয়। তবে যুবকদের জন্য এ ধরনের যুদ্ধ সবক গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন।

তোমার পূর্বপুরুষ 'ইমরান বা আসাদকে জিজ্ঞেস কর, কেননা, শেষরাতের অন্ধকারে তাদের উপর যুদ্ধ চেপে বসেছিল। সে ধরনের যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়া উচিত আবূ কারিবের, পূর্ণ যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে ও সুগন্ধিদ্রব্য মেখে। তারপর তারা বলল, আমরা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাব ? বনূ আওফের, না বনূ নাজ্জারের। বনূ নাজ্জারের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে যাব। কেননা তারা আমাদের অনেক মানুষকে অসহায়ভাবে হত্যা করেছে। অবশ্যই আমরা তাদের থেকে বদলা নেব। তরবারি নিয়ে তারা সরাসরি তাদের মুকাবিলা করেছে। আর তাদের তরবারি চালনা এত প্রচণ্ড ছিল, তা অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণের মত ছিল।

তাদের সাথেই ছিল আমর ইব্‌ন তাল্লা। আল্লাহ্ তার সম্প্রদায়কে তার দীর্ঘায়ু দিয়ে উপকৃত করুন। তিনি এমন নেতা, যিনি রাজাদের ওপরও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। আর যে ব্যক্তি আমরের ক্ষতি বা মুকাবিলা করার চেষ্টা করত, সে সফলকাম হত না।

আনসার গোত্রের দাবি

আনসারদের এই দলটি মনে করে যে, তুব্বান তাদের প্রতিবেশি ইয়াহূদী গোত্রটির ওপরই রুষ্ট ছিলেন এবং সে তাদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে। ফলে তিনি তাদের ত্যাগ করে চলে যান। এ জন্য তুব্বা তার কবিতায় বলেছিল : "ইয়াসরিবে বসবাসকারী গোত্র দু'টির ওপর আমার সমস্ত আক্রোশ। দুষ্কর্ম ও অরাজকতার কারণে এরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ লাইনটি যে কবিতায় রয়েছে, তা আসলে তুব্বানের রচিত নয়। এ কারণেই আমি এ কবিতার সত্যতা স্বীকার করি না।[১]

তুব্বানের মক্কা গমন ও কা'বা প্রদক্ষিণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তুব্বান ও তার স্বজাতির লোকেরা মূর্তি পূজারী ছিল। তিনি মক্কা রওয়ানা হলেন আর ইয়ামান যেতে তাকে মক্কা হয়েই যেতে হতো। উসফান ও আমাজের মধ্যস্থলে পৌঁছলে তার কাছে হুযায়ল ইব্‌ন মুদরিকা ইব্‌ন ইলয়াস ইব্‌ন মুযার ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন

১. ইব্‌ন হিশাম এ লাইনটি স্বীকার না করলেও তাঁর কিতাবুত্-তীজানে এক সুদীর্ঘ কবিতায় এটি উল্লেখ করেছেন। তার প্রথম লাইনটি হলো : "তোমার চোখে ঘুম নেই কেন ? মনে হয় যেন বিষাক্ত কাল কেউটে সাপের বিষ দিয়ে ঐ চোখে সুরমা লাগিয়েছ।"

মা'আদ গোত্রের একটি দল উপস্থিত হলো। দলটি তুব্বানকে বললো : হে রাজা! আমরা কি আপনাকে এমন একটি গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান দেব না, যার কথা আপনার আগের কোন রাজা-বাদশাহরা জানতেন না ? সেখানে মণি-মুক্তা, হীরা-চুনি, পান্না, ও সোনা-রূপা আছে ? তুব্বান বললেন : হ্যাঁ, বল। তারা বলল : "মক্কায় একটি ঘর আছে। মক্কার অধিবাসীরা তার ইবাদত করে এবং তার কাছে নামায পড়ে।"

আসলে হুযায়লীরা তুব্বানকে এভাবে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কারণ তারা জানত যে, অতীতে যে রাজাই ঐ ঘরটি দখল করতে চেষ্টা বা ইচ্ছা করেছে, বা তার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছে, সেই ধ্বংস হয়েছে। তুব্বান হুযায়লীদের পরামর্শ মুতাবিক কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তার আগে পূর্বোল্লিখিত পণ্ডিতদ্বয়ের কাছে লোক পাঠালেন এবং তাদের মতামত জানতে চাইলেন। পণ্ডিতদ্বয় বলল : তোমাকে যারা এই পরামর্শ দিয়েছে, তারা তোমাকে ও তোমার সৈন্যসামন্তকে ধ্বংস করার ফন্দি এঁটেছে। আমাদের জানামতে পৃথিবীতে একমাত্র এই ঘরটিই রয়েছে, যাকে আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব ঘর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তোমাদের হুযায়লীরা যা করতে বলেছে, তা করলে তুমি এবং তোমার সহযাত্রীরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বললেন : তা হলে ঐ ঘরের কাছে গিয়ে আমার কি করা উচিত বলে তোমরা মনে কর ? পন্ডিতদ্বয় বলল : কা'বার আশপাশের লোকেরা যা করে, তুমিও তাই করবে। ঘরটির চারপাশ প্রদক্ষিণ করবে, তার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করবে। তারপর মাথা কামাবে। যতক্ষণ সেখানে থাকবে, বিনয়ী থাকবে। তুব্বান বললেন : তোমরা দু'জনে এ কাজ কর না কেন ? তারা বলল : আল্লাহ্র কসম। ওটা আমাদের পিতা ইবরাহীমের ঘর। ঐ ঘর সম্পর্কে তোমাকে যা বলেছি, তা সবই সত্য। কিন্তু মক্কাবাসী ঐ ঘরের চারপাশে মূর্তি স্থাপন করে এবং তার সামনে রক্তপাত করে আমাদের ওখানে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। ওরা অপবিত্র মুশরিক। তুব্বান তাদের এ সব উক্তির সত্যতা এবং তাদের আন্তরিকতা হৃদয়ংগম করলেন। তারপর হুযায়লী দলটিকে ডেকে এনে তাদের হাত-পা কেটে শাস্তি দিলেন। তারপর মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কা পৌঁছে তিনি কা'বা ঘরের তওয়াফ করলেন, ঘরের কাছে কুরবানী করলেন, মাথা কামালেন এবং ছয় দিন মক্কায় ঘরের অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি আরো কুরবানী করে মক্কাবাসীকে আপ্যায়ন করলেন। তাদেরকে তিনি মধু পান করালেন।

বায়তুল্লাহ -এ গিলাফ চড়ান

এ সময় তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি কা'বাকে গিলাফ দিয়ে ঢাকছেন। তদনুসারে তিনি মোটা কাপড় দিয়ে কা'বায় গিলাফ চড়ালেন। পুনরায় স্বপ্ন দেখলেন যে, আরো ভালো কাপড় দিয়ে গিলাফ চড়াচ্ছেন। সে অনুসারে তিনি পুনরায় মূল্যবান ইয়ামানী কাপড় মায়াফির দিয়ে গিলাফ চড়ালেন। তৃতীয়বার স্বপ্ন দেখে তুব্বান পুনরায় আরো মূল্যবান ইয়ামানী কাপড় দিয়ে

কা'বায় গিলাফ চড়ালেন।[১] বস্তুত জনশ্রুতি অনুসারে, তুব্বানই প্রথম কা'বাকে গিলাফ দিয়ে আবৃত করেন।[২] তিনি কা'বার মুতাওয়াল্লী জুরহুম গোত্রের লোকদের সময়মত কাবায় গিলাফ চড়াতে উপদেশ দেন। কা'বাকে মূর্তি পূজাসহ সকল কলুষতা থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখতে, তার কাছে কোন রক্তপাত না করতে, মৃতদেহ ও ঋতুকালে ব্যবহৃত নেকড়া কা'বাঘরের কাছে না ফেলার নির্দেশ দেন। তুব্বান কা'বাঘরের জন্য একটি দরজা এবং চাবিও বানিয়ে দেন। সুবাইআ বিনতে আহাব ভিন্নমতে আজব ইব্‌ন যাবীনা ইব্‌ন জুযায়মা ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন হাওয়াযিন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা ইব্‌ন[৩] খাসাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়লান নামক তাঁর নিজের এক পুত্রকে কা'বার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং মক্কাকে যে কোন বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করার উপদেশ দেন। আর তুব্বান কা'বার যে খিদমত করেন এবং এর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেন, তার স্মরণে সুবাইআ নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেন :

"হে প্রিয় পুত্র ! মক্কায় ছোট বা বড় কারো ওপরই যুলুম করো না।"

"হে আমার পুত্র ! মক্কার প্রতিটি সম্মানিত জিনিসকে রক্ষা করো এবং অহংকারে মত্ত হয়ো না।"

"হে আমার পুত্র ! মক্কায় যে ব্যক্তি যুলুম-নিপীড়ন চালাবে, সে সকল রকমের অকল্যাণের সম্মুখীন হবে।"

"হে আমার পুত্র ! এ ধরনের লোকের মুখ আগুনে দগ্ধ হবে।"

"হে আমার পুত্র ! তুমি এ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ। মক্কায় যুলুমকারীকে তুমি ধ্বংস হতে দেখেছ।"

"এ শহরটিকে এবং এর প্রান্তরে যে সব ভবন রয়েছে, আল্লাহ্‌ই তার রক্ষক।"

"আল্লাহ্ এর পাখিগুলোকেও নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং মক্কার সাবীর পাহাড়ের হরিণীও নিরাপদ।"

"তুব্বান মক্কায় ঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছিল এবং আল্লাহ্‌র ঘরে ইয়ামানী নকশীদার মূল্যবান কাপড় দিয়ে গিলাফ চড়িয়েছিল।"

---

১. কথিত আছে যে, তু'ব্বানের প্রথম দু'বারের গিলাফ চড়ানোমাত্রই কা'বা শরীফ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে গিলাফ ফেলে দেয়। কেবল তৃতীয়বার রেশমী গিলাফ চড়ালেই তখন কা'বা স্থির থাকে এবং তা গ্রহণ করে।

২. ইব্‌ন ইসহাকের মতে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ সর্ব প্রথম কা'বা শরীফে মূল্যবান রেশমী গিলাফ চড়ান। দারা কুতনী উল্লেখ করেছেন যে, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ছোটবেলায় একবার হারিয়ে গেলে তাঁর মা নাতীলা বিনতে জানাব এরূপ মানত করেন যে, আব্বাসকে খুঁজে পেলে কা'বা শরীফে রেশমের গিলাফ চড়াবেন। পরে তাকে পাওয়ার পর রেশমের গিলাফ চড়ান। মতান্তরে বংশনামা বিশারদ জুবায়র বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়র প্রথম কা'বায় রেশমী গিলাফ চড়ান।

৩. বনূ সাবাক ইব্‌ন আবদুদ্দার এবং বনূ আলী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তামীম-এই দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে এই কুরায়শ বংশীয়া মহিলা অত্র কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন। উক্ত দুটো গোত্রই যুদ্ধের ফলে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

"আমার প্রভু তার রাজ্যের অধিবাসীদের তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। ফলে, তিনি তার মানত পূরণ করলেন।"

"তিনি খালি পায়ে কা'বায় আসলেন এবং এর খোলা প্রান্তরে দু'হাজার উট কুরবানী করলেন।"

"সেই সব হৃষ্টপুষ্ট উটের গোশ্‌ত তিনি মক্কাবাসীদের খাওয়ালেন।"

"আরো পান করালেন পরিচ্ছন্ন মধু এবং নির্মল যবের খাবার।"

হস্তি বাহিনীকে ধ্বংস করা হয়েছে, আর লোকেরা দেখছিল যে, তাদের উপর ঐ জনপদে প্রস্তরখণ্ড বর্ষিত হচ্ছিল।"

তাদের বাদশাহ (আবরাহা)-কে মক্কার দূরবর্তী স্থানে ধ্বংস করা হয়েছে।"

"অতএব, যখন তোমাকে কিছু বলা হবে, তখন তা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং বুঝতে চেষ্টা করবে যে, ঘটনাবলীর পরিণতি কি রকম হয়ে থাকে।"

ইয়ামানে ইয়াহূদী জাতির প্রতিষ্ঠা

এরপর তুব্বান মক্কা থেকে ইয়ামান অভিমুখে যাত্রা করলেন। তার সাথে তার সৈন্য-সামন্ত এবং পণ্ডিতদ্বয়ও চললেন। অবশেষে ইয়ামানে পৌঁছে তিনি তার জাতিকে নিজের নতুন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা ইয়ামানে অবস্থিত আগুনের কাছ থেকে মতামত না নিয়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করবে না বলে তাকে জানিয়ে দিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আবূ মালিক কুরাযী জানিয়েছেন যে, তিনি ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে শুনেছেন : তুব্বান যখন ইয়ামানে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী হলেন, তখন হিময়ার গোত্র তাকে বাধা দিল। তারা বলল : তুমি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছ। কাজেই তুমি এ দেশে প্রবেশ করতে পারবে না। তখন তুব্বান তাদেরকে স্বীয় ধর্মের দিকে দাওয়াত দিলেন এবং বললেন : তোমাদের ধর্মের চাইতে এটা ভাল। তারা বলল : তা হলে আগুনের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত এনে দাও। তিনি বললেন : বেশ, তাই হবে। বর্ণনাকারী বলেন : ইয়ামানবাসীর চিরাচরিত বিশ্বাস মুতাবিক তাদের মাঝে বিতর্কিত বিষয়ে আগুন ফয়সালা দিত। এই আগুন যালিমকে খেয়ে ফেলত, অথচ মযলূমের কোন ক্ষতি করত না। তখন ইয়ামানবাসী পৌত্তলিকগণ তাদের মূর্তিগুলো নিয়ে এবং যে সব জিনিস দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায় বলে তাদের ধর্মের রীতি ছিল, সে সব কিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আর ইয়াহূদী পণ্ডিতদ্বয় তাদের আসমানী কিতাবকে ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিয়ে চললেন। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে তারা আগুনের উৎসমুখে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আগুন তাদের দিকে বেরিয়ে এল। আগুনকে এগিয়ে আসতে দেখে পৌত্তলিকরা ভয় পেয়ে সরে পড়ল। উপস্থিত লোকেরা তাদের সাহস দিল, উৎসাহিত করল এবং ধৈর্যের সাথে যথাস্থানে বসে থাকতে বলল। তারা ধৈর্য ধারণ করে বসতেই আগুন তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলল এবং

প্রতিমা ও অন্যান্য ধর্মীয় সাজ-সরঞ্জাম পুড়িয়ে ভস্ম করে দিল। হিময়ার গোত্রের যে কয়জন পুরোহিত ধর্মীয় সাজ-সরঞ্জাম বহন করছিল, তারাও ভস্মীভূত হয়ে গেল। এই সময় ইয়াহূদী পণ্ডিতদ্বয় তাদের কাঁধে ধর্মগ্রন্থ ঝুলিয়ে চক্কর দিতে লাগলেন। আগুনের তাপে তাদের কপাল সামান্য ঘেমেছিল, কিন্তু তাদের কোনই ক্ষতি হয়নি। এ দৃশ্য দেখে হিময়ার গোত্রের লোকেরা তুব্বানের ধর্ম গ্রহণ করল। সেই থেকে ইয়ামানে ইয়াহূদী ধর্মের পত্তন হলো।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কথিত আছে যে, ইয়াহূদী পণ্ডিতদ্বয় এবং হিময়ার গোত্রের পুরোহিতরা প্রথমে স্থির করেন যে, যে পক্ষ আগুনকে থামাতে পারবে, সে পক্ষই সঠিক বলে সাব্যস্ত হবে। তদনুসারে প্রথমে হিময়ারীরা মূর্তি সামনে নিয়ে আগুনের কাছে এগিয়ে গেল তা ঠেকানোর জন্য। কিন্তু তারা ঠেকানো তো দূরের কথা, দৌড়ে পালিয়েও আগুনের কবল থেকে রক্ষা পেল না। এরপর পণ্ডিতদ্বয় তাওরাত তিলাওয়াত করতে করতে আগুনের কাছে এগিয়ে যেতেই তা থেমে গেল। তখন হিময়ার গোত্র সকলে ঐ ইয়াহূদী পণ্ডিতদ্বয়ের ধর্মকে গ্রহণ করল।

রিয়াম নামক ঘর ভাংগার ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়ামানবাসীর রিয়াম নামক[১] একটা ঘর ছিল। এ ঘরটিকে তারা ভক্তি ও সম্মান করত, তার সামনে কুরবানী করত এবং তার সাথে কথা বলত। এ সব কিছুই তাদের পৌত্তলিকতার আমলের ব্যাপার। এ অবস্থা দেখে ইয়াহূদী পণ্ডিতদ্বয় তুব্বানকে বললেন : এ হচ্ছে শয়তানের একটা ফিতনা। এ দ্বারা সে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এ বিভ্রান্তি ঘুচানোর জন্য আমাদের সুযোগ দিন। তুব্বান বললেন : ঠিক আছে। তোমাদের সুযোগ দেয়া হল। ইয়ামানবাসীর জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, পণ্ডিতদ্বয় ঐ ঘরের ভিতর থেকে একটা কাল কুকুর বের করে তা হত্যা করে ফেলল। তারপর ঐ ঘরটিকে ভেংগে ফেলল। কথিত আছে যে, ঐ ঘরে যে রক্ত প্রবাহিত হত, তার চিহ্ন এখানো তাতে বিদ্যমান। ঐ ঘরে নানা রকমের বলি দেয়া হত বলেই সম্ভবত রক্তের এত দাগ সৃষ্টি হয়েছে।

হাস্‌সান ইব্‌ন তুব্বানের রাজত্ব লাভ এবং তার ভাই 'আমরের হাতে তার নিহত হওয়া প্রসংগে

হত্যার কারণ

তুব্বানের পর ইয়ামানের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর ছেলে হাস্‌সান। তিনি ইয়ামানবাসীদের সাথে নিয়ে আরব ও অনাবর জগত দখল করার অভিপ্রায়ে এক বিজয়

১. রিয়াম অর্থ দয়া। এই ঘরে বন্দনাকারীরা বিশ্বাস করত যে, এতে দেবদেবীর দয়া পাওয়া যাবে। এ জন্য এ ঘরের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

অভিযান শুরু করেন। এভাবে ইরাকের একাংশ; ইব্‌ন হিশামের মতে, বাহরায়ন ভূখণ্ডে পৌঁছলে, হিময়ার ও অন্যান্য ইয়ামানী গোত্রগুলো তার সাথে আর সামনে এগুতে চাইল না, বরং তারা তাদের স্বদেশ ও স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তারা হাস্‌সানের ভাই আমরের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলল। আমর ঐ বাহিনীতেই কর্মরত ছিল। তারা তাকে বলল : তুমি তোমার ভাই হাস্‌সানকে খুন কর এবং আমাদের সাথে দেশে ফিরে চল। আমরা তোমাকেই রাজা হিসাবে বরণ করে নেব। আমর এতে রাযী হয়ে গেল। যুরুআইন হিময়ারী নামক এক ব্যক্তি ছাড়া তার বাহিনীর অন্য সকলেও সম্মত হলো। যুরুআইন এর বিরোধিতা করল এবং হত্যাকাণ্ড ঘটাতে নিষেধ করল। কিন্তু আমর তার নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করল।

যুরুআইন–এর কবিতা

"সাবধান ! নিজের নিদ্রা হারিয়ে নিদ্রাহীনতাকে বরণ করে নেবে, এমন বোকা কে আছে ? যে ব্যক্তি তার সুখময় জীবন নিয়ে রাত্র যাপন করে, সে-ই প্রকৃত ভাগ্যবান। হিময়ার যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে যুরুআইনের কোন দোষ নেই। আল্লাহ্‌র কাছে সে অপরাধমুক্ত রইলো।"

যুরুআইন তার লেখা এই কবিতার লাইন দু'টি একটি চিরকুটে লিখে তাতে সীল মেরে তা আমরের কাছে নিয়ে গেল। তাকে বলল : "আমার লেখা এই চিরকুটটা আপনার কাছে রেখে দিন।" আমর সেটা রেখে দিল। তারপর সে তার ভাই হাস্‌সানকে হত্যা করল এবং দলবল নিয়ে ইয়ামানে প্রত্যাবর্তন করল।

এ সময় হিময়ার গোত্রের এক ব্যক্তি আবৃত্তি করলেন : আল্লাহ্‌র কসম, যে ব্যক্তির চোখ হাস্‌সানের মত ব্যক্তিকে নিহত হতে দেখেছে, সে যেন অতিক্রান্ত হয়েছে (অর্থাৎ মারা গেছে)।[১]

তাকে নেতৃস্থানীয় লোকেরা হত্যা করেছে, (অথচ) গ্রেফতারীর ভয়ে প্রাতঃকালে তারাই বলেছে, কোন ক্ষতি নেই।

তোমাদের মৃত ব্যক্তিরা যেমন আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ, তেমনি তোমাদের জীবিত লোকেরাও আমাদের প্রভু। তোমাদের সকলেই আমাদের প্রভু।"

আমরের মৃত্যু ও হিময়ার গোত্রের শতধা বিভক্তি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমর ইব্‌ন তুব্বান যখন ইয়ামানে ফিরে গেল, তখন সে ঘোর অনিদ্রার রোগে আক্রান্ত হল। রোগ যখন মারাত্মক আকার ধারণ করল, তখন সে জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে যারা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী তাদেরকে ডাকল এবং তার রোগ সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাইল। তাদের একজন তাকে বলল, "আপনি যেভাবে নিজের ভাইকে

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন রাওযুল উনূফ, ১-খ, পৃ. ৪৩।

হত্যা করেছেন, এভাবে আপন ভাই বা রক্ত সম্পর্কীয় আপনজনকে যখনই কেউ হত্যা করেছে, তাকে এ ধরনের নিদ্রাহীনতায় ভুগতেই হয়েছে।" এ কথা শোনার পর আমর তার ভাই হাস্‌সানকে হত্যার পরামর্শ দানকারী ইয়ামানের সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিকে হত্যা করা শুরু করল। একে একে তাদের সবাইকে হত্যা করার পর যখন যুরুআইনের কাছে এলো, তখন যুরুরাইন তাকে বলল : "আমি যে নির্দোষ, তার প্রমাণ আপনার কাছেই রয়েছে।" আমর বলল : সেটা কি? যুরুআইন বলল : আমার লেখা একটা চিরকুট, যা আমি আপনাকে দিয়েছিলাম। তখন আমর সেটা বের করে দেখল, তাতে দুটো পংক্তি লেখা রয়েছে। সে বুঝতে পারল যে, যরুআইন তাকে সদুপদেশই দিয়েছিল। তাই সে তাকে হত্যা থেকে অব্যাহতি দিল।

এরপর হঠাৎ আমর মারা গেল। তার মৃত্যুর পর হিময়ারী শাসনের ক্ষেত্রে বিশৃংখলা দেখা দিল এবং তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল।

লাখানিআ ও যুনুয়াসের ঘটনা

হিময়ারীর কবিতা

এ সুযোগে ইয়ামানবাসীর ঘাড়ে চেপে বসল লাখানিআ ইয়ানুফ যুশানাতির নামক রাজ-পরিবার বহির্ভূত হিময়ার গোত্রীয় এক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। সে তাদের সকল সৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করল এবং রাজ-পরিবারের লোকদের অথর্ব করে ফেলল। এ পরিস্থিতি দেখে জনৈক হিময়ারী কবি লাখানিআকে বলল :

"তুমি রাজ-পরিবারের ছেলেদের হত্যা করছ এবং তাদের গণ্যমান্যদের নির্বাসনে পাঠাচ্ছ। হিময়ার গোত্র এভাবে নিজ হাতে নিজের লাঞ্ছনার উপকরণ তৈরি করছে। নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা তাদের পার্থিব জীবনকে ধ্বংস করছে। আর নিজেদের ধর্মের যে ক্ষতি সাধন করছে, তা আরো মারাত্মক।

এভাবে ইতিপূর্বেও বহু জাতি যুলুম ও অপকীর্তির মাধ্যমে নিজেদের খারাপ পরিণতি ডেকে এনেছে এবং নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে।"

লাখনিআর পাপাচার ও তার পরিণতি

লাখানিআ ছিল একজন ভয়ংকর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। তার সবচেয়ে জঘন্য পাপাচার ছিল সমকামিতা। রাজ-পরিবারের এক-একজন কিশোরকে সে ডেকে পাঠাত এবং আগে থেকে তৈরি করা একটি পানশালায় সে সেই কিশোরের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হত। এভাবে রাজ-পরিবারের পুত্র সন্তানদের বেছে বেছে সে এই জঘন্য লালসার শিকার বানাত এ উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন আর কখনো রাজা না হতে পারে। এরপর সে তার ঐ পানশালা থেকে বেরিয়ে একটি মিসওয়াক মুখে নিয়ে স্বীয় প্রহরী ও সৈনিকদের কাছে যেত। মিসওয়াক মুখে নেয়া দ্বারা সে

সবাইকে সুকৌশলে জানিয়ে দিত যে, সে তার ঐ অপকর্ম সমাপ্ত করেছে। একদিন তার এই বিকৃত লাম্পট্যের শিকার বানানোর জন্য ডাকা হয় হাস্‌সানের ভাই যুরআ যুনুয়াস ইব্‌ন তুব্বান আসআদকে। হাস্‌সান নিহত হওয়ার সময় যুনুয়াস ছিল শিশু। এরপর বয়স বাড়ার সাথে সে একটি অনিন্দ্যসুন্দর, সুঠামদেহী ও বুদ্ধিমান কিশোরে পরিণত হয়। যখন লাখানিআর দূত তাকে ডাকতে এল, তখন সে তার কুমতলব আঁচ করতে পারল। সে একখানা তীক্ষ্ণ ধারালো হালকা ছুরি নিজের পায়ের তলায় জুতার ভেতরে লুকিয়ে নিয়ে লাখানিআর কাছে গেল। লাখানিআ যেই যুনুয়াসকে নিভৃতে নিয়ে তার ওপর চড়াও হতে উদ্যত হল, অমনি যুনুয়াস তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলল।

হত্যা করার পর যুনুয়াস লাখানিআর মাথা কেটে আলাদা করে ফেলল এবং যে চিলেকোঠা থেকে লাখানিআ রাজধানী পর্যবেক্ষণ করত, মাথাটা সেখানে রেখে দিল। মিসওয়াকটাও তার মুখে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর সে জনসাধারণের সামনে বেরিয়ে এলো এবং সগর্বে জানাল যে, সে লাখানিআকে হত্যা করেছে। লোকেরা চিলেকোঠায় গিয়ে লাখানিআর ছিন্ন মস্তক দেখল। এরপর জনগণ যুনুয়াসের কাছে গিয়ে বলল : "তুমি আমাদের এ নরাধমের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছ। সুতরাং তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমরা রাজা বানাতে পারি না।"

যুনুয়াসের রাজত্ব

হিময়ার গোত্র ও সমগ্র ইয়ামানবাসীর সম্মতিক্রমে যুনুয়াস ইয়ামানে দীর্ঘস্থায়ী পরাক্রমশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করল। তবে সে ছিল হিময়ার রাজবংশের সর্বশেষ সম্রাট। কুরআনের সূরা বুরূজে পরিখার আগুনে বহু সংখ্যক ঈমানদার নরনারীকে হত্যা করার যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, এই ব্যক্তি সেই লোমহর্ষক গণহত্যার নায়ক। সে ইউসূফ নামে পরিচিত ছিল। তার রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

নাজরানে খ্রিস্টধর্মের সূচনা

ইয়ামানের নাজরান প্রদেশে হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের আসল অনুসারীদের অবশিষ্ট একটি গোষ্ঠী তখনো অবশিষ্ট ছিল। তাঁরা ছিলেন জ্ঞানী গুণী ও সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী। তাদের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামির। একমাত্র নাজরানেই তখন হযরত ঈসা (আ)-এর দীন আসল ও অবিকৃত ছিল।

তৎকালে নাজরান ছিল আরব ভূখণ্ডের সবচাইতে উত্তম এলাকা। এখানকার অধিবাসী এবং গোটা আরববাদী ছিল পৌত্তলিক। তাদের ধর্মীয় পরিবর্তন আসার কারণ এই যে, ঈসা (আ)-এর একজন প্রবীণ অনুসারী যার নাম ছিল ফায়মিয়ূন, তিনি তাদের কাছে আসেন এবং তাদের খ্রিস্টধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে তারা সে দীন কবূল করে।

ফায়মিয়ূনের[১] ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আখনাসের আযাদকৃত গোলাম মুগীরা ইব্‌ন আবূ লাবীদ নাজরানে ওয়াহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ ইয়ামানীর বরাতে আমাকে জানিয়েছেন যে, নাজরানে খ্রিস্টান ধর্মের গোড়া পত্তনের কারণ এ ছিল যে, ঈসা (আ)-এর অবশিষ্ট অনুসারীদের মধ্যে ফায়মিয়ূন নামে একজন সেখানে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন্য অত্যন্ত সৎ, ন্যায়পরায়ণ , দুনিয়ার স্বার্থত্যাগী ও কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি। তাঁর দু'আ আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় ছিল। তিনি দেশ থেকে দেশান্তর সফর করতেন এবং পল্লী অঞ্চলের মানুষের অতিথি হতেন। যে গ্রামে তিনি পরিচিত হয়ে যেতেন, সেখান থেকে এমন গ্রামে চলে যেতেন—কেউ তাকে চিনত না। তিনি কেবল নিজের উপার্জন থেকে খাওয়া-দাওয়া করতেন। তিনি মাটি দিয়ে ঘর নির্মাণের কাজ করে জীবিকা উপার্জন করতেন। রবিবারকে তিনি মর্যাদা দিতেন এবং সেদিন কোন কাজ করতেন না। একবার যখন তিনি সিরিয়ার একটি গ্রামে অবস্থান করছিলেন, তখন সেখানে গোপনে নামায পড়েন। জনৈক গ্রামবাসী এটা টের পেয়ে যায়। লোকটির নাম ছিল সালিহ। সে ফায়মিয়ূনকে এত ভালোবাসল যে, জীবনে সে আর কখনো কাউকে অতটা ভালোবাসেনি। ফায়মিয়ূন যেখানে যেতেন সে তার সাথে সাথে সেখানে যেত, কিন্তু ফায়মিয়ূন তা টের পেতেন না। একদিন রবিবারে তিনি যথারীতি নির্জন জায়গায় গেলে তার অজান্তেই সালিহ তাঁর পিছু পিছু সেখানে যায়। সালিহ অতি সংগোপনে দূরে বসে তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল। দেখল, ফায়মিয়ূন নামায পড়ছেন। নামায পড়ার সময় সালিহ্ দেখল, তিল্লীন নামক সাতমাথাবিশিষ্ট একটা সাপ ফায়মিয়ূনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফায়মিয়ূন সাপকে দেখে বদ্‌দু'আ করতেই সাপটি মারা গেল। সালিহ্ সাপকে তার দিকে এগুতে দেখেছিল, কিন্তু সে যে মারা গেছে, তা সে বুঝতে পারেনি। সে ভয়ে চিৎকার করে বলল : "ফায়মিয়ূন ! তোমার দিকে সাপ এগিয়ে গেছে।" কিন্তু ফায়মিয়ূন তার চিৎকারে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি নামায অব্যাহত রাখলেন এবং শেষ করলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তিনি সেখান থেকে ফিরে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এখানকার লোকেরা তাকে চিনে ফেলেছে। আর সালিহও বুঝতে পারল যে, ফায়মিয়ূন তার উপস্থিতি টের পেয়েছে। সে তাঁকে বলল : "হে ফায়মিয়ূন, আল্লাহ্‌র শপথ ! তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, আমি আজ পর্যন্ত তোমার মত কাউকে ভালোবাসিনি। আমি তোমার সাথে থাকতে চাই।"

---

১. সুহায়লী স্বীয় গ্রন্থ 'রাওযুল উনুফ'-এ লিখেছেন যে ফায়মিয়ূন-এর আসল নাম ছিল ইয়াহ্‌ইয়া। তার পিতা রাজা ছিলেন। তার পিতা মারা গেলে দেশবাসী তাকে রাজা বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু ফায়মিয়ূন দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে পর্যটক হিসাবে জীবন যাপন শুরু করেন।

ফায়মিয়ূন বললেন : "তোমার ইচ্ছাটা মন্দ নয়। তবে আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। তুমি যদি মনে কর, এভাবে আমার সাথে টিকে থাকতে পারবে, তা হলে থাক।" সালিহ তার সহচর হয়ে গেল। গ্রামবাসী ফায়মিয়ূনের রহস্য প্রায় বুঝে ফেলেছিল।

দু'আ ও আরোগ্য

সে সময় কোন ব্যক্তির হঠাৎ কোন অসুখ-বিসুখ হলে বা দুর্ঘটনা ঘটলে, ফায়মিয়ূন তার জন্য দু'আ করতেন এবং তৎক্ষণাৎ সে ভালো হয়ে যেত। কিন্তু কোন বিপন্ন বা রুগ্ন ব্যক্তির বাড়িতে তাঁকে ডাকলে তিনি যেতেন না। একবার এক গ্রামবাসীর ছেলের অসুখ হল। সে ফায়মিয়ূনে বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানল যে, কারো বাড়িতে তাকে ডাকা হলে তিনি যান না। তবে মজুরীর বিনিময়ে মানুষের বাড়িঘর নির্মাণ করেন। লোকটি তার অন্ধ ছেলেকে নিজের ঘরে রাখল এবং তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর সে ফায়মিয়ূন কাছে গিয়ে বললো : ফায়মিয়ূন ! আমি নিজের বাড়িতে কিছু কাজ করাতে চাই। তুমি আমার সাথে চল, কি কাজ করতে হবে তা দেখে আসবে। ফায়মিয়ূন তার সাথে গেলেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার এ ঘরে আপনি কি কাজ করাতে চান ? লোকটি কাজের বিবরণ দিয়ে বালকের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল এবং বলল : হে ফায়মিয়ূন ! এ আল্লাহ্‌র এক অসুস্থ বান্দা। তার ভাল হওয়ার জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করতেই বালক সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠে দাঁড়াল।

ফায়মিয়ূন বুঝলেন, এখানেও তিনি পরিচিত হয়ে গেছেন। তাই তিনি ঐ গ্রাম থেকে প্রস্থান করলেন। সালিহ তাঁর সাথে চলল। সিরিয়ার একটি অঞ্চল দিয়ে একটি বড় গাছের পাশ দিয়ে তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন ঐ গাছ থেকে এক ব্যক্তি তাকে দেখে ডাকল : হে ফায়মিয়ূন ! ফায়মিয়ূন ডাকে সাড়া দিলেন। সে বলল : আমি তোমার অপেক্ষায় রয়েছি এবং ভাবছি, কখন তুমি আসবে। সহসা তোমার আওয়াজ শুনে চিনলাম যে, তুমি এসেছ। তুমি যেওনা। আমি এক্ষুণি মারা যাচ্ছি। তুমি আমার জানাযা পড়াবে। লোকটি সত্যই মারা গেল। ফায়মিয়ূন তার জানাযা পড়ালেন এবং দাফন করলেন। তারপর আবার রওয়ানা হলেন এবং সালিহ তাঁকে অনুসরণ করল। সে সময় তারা কোন আরব ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করলেন।

গোলামী এবং কারামত

সহসা একটি আরব কাফেলা তাদের উভয়কে অপহরণ করে নাজরানে নিয়ে বিক্রি করল। নাজরানবাসী তখন আরবদের মত পৌত্তলিক ছিল। তারা তাদের সামনে অবস্থিত একটি দীর্ঘ খেজুর গাছের পূজা করত। প্রতি বছর তার কাছে মেলা বসত। মেলার সময় লোকেরা ঐ গাছকে সবচেয়ে সুন্দর কাপড় ও অলংকারাদি দ্বারা সুসজ্জিত করত। কাফেলাটি ঐ গাছের কাছে গেল এবং সেখানে একদিন অবস্থান করল।

নাজরানের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কাফেলার কাছ থেকে ফায়মিয়ূনকে এবং অপর একজন সালিহকে কিনে নিল। রাতে ফায়মিয়ূনকে তার মনিব যে ঘরে থাকতে দিত, তিনি সেখানে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাঁর ঘরটি কোন আলো ছাড়াই সারা রাত আলোকিত থাকত। তাঁর মনিব এটা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হল। সে তাঁকে তাঁর ধর্ম কি জিজ্ঞেস করল। ফায়মিয়ূন তাকে তাঁর ধর্মের বিষয়ে অবহিত করলেন এবং বললেন : তোমরা গুমরাহীতে লিপ্ত আছ। এই খেজুর গাছ কারো ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারে না। আমি যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, তাঁকে যদি আমি গাছকে ধ্বংস করে দিতে বলি, তবে তিনি অবশ্যই তাকে ধ্বংস করে দেবেন। তিনি আল্লাহ্, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর মনিব বলল : বেশ, তুমি গাছটিকে ধ্বংস করে দেখাও তো দেখি। এটা করতে পারলে আমরা সকলে তোমার ধর্ম গ্রহণ করব এবং আমাদের ধর্ম ত্যাগ করব। ফায়মিয়ূন উযূ করে দু'রাকআত নামায পড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ঐ গাছটি ধ্বংসের জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ একটা ঝড় বইয়ে দিয়ে গাছটিকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেললেন। তখন নাজরানবাসী তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হল। তারা হযরত ঈসা (আ)-এর আসল ও অবিকৃত শরীআতের অনুসারী হলো। এরপর নাজরানবাসীর ওপর এমন কিছু আপদ নেমে আসে, যা দুনিয়ার সর্বত্র সত্য দীনের অনুসারীদের ওপর নেমে থাকে। সেই থেকে আরব ভূখণ্ডের নাজরানে ঈসায়ী ধর্মের অভ্যুদয় ঘটে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ওয়াহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ এ ঘটনা নাজরানবাসীদের কাছ থেকেই শুনেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সামিরের ঘটনা

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সামির ও ইসমে আযম

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল-কুরাযী থেকে এবং কিছু সংখ্যক নাজরানবাসীর কাছ থেকে আমি শুনেছি যে, নাজরানবাসী প্রথমে মূর্তিপূজারী মুশরিক ছিল। নাজরানের কাছে একটি গ্রামে একজন জাদুকর বাস করত। সে নাজরানবাসী যুবক তরুণদের জাদু শেখাত। যখন ফায়মিয়ূন সেখানে গেলেন, তিনি নাজরান ও জাদুকর যে গ্রামে বাস করত, তার মাঝখানে একটি জায়গায় তাঁবু ফেলে বাস করতে লাগলেন। নাজরানবাসী যথারীতি তাদের ছেলেদের জাদুকরের কাছে জাদু শিখতে পাঠাতে লাগল। জাদুকর তাদের যাদু শিখাতে থাকল। সামির নামক নাজরানবাসীও তার ছেলে আবদুল্লাহ্‌কে অন্যান্য ছেলেদের সাথে জাদুকরের কাছে পাঠাল। আবদুল্লাহ্ তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফায়মিয়ূনের নামায ও ইবাদত দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত। তার কাছে কিছুক্ষণের জন্য বসত এবং তার কথাবার্তা শুনত। এভাবে শুনতে শুনতে একদিন সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। সে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে লাগল এবং হযরত ঈসা (আ) আনীত ইসলামী শরীআতকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিখতে লাগল।

শরীআত সম্পর্কে খানিকটা পারদর্শিতা অর্জিত হবার পর সে ফায়মিয়ূনের কাছে ইসমে আযম শিখতে চাইল। ফায়মিয়ূন সেটা তার কাছ থেকে গোপন রাখলেন। তিনি তাকে বললেন : হে আমার ভাতিজা ! তুমি ইসমে আযমের ভার সইতে পারবে না। আমার আশংকা, এ ব্যাপারে তুমি দুর্বল সাব্যস্ত হবে। ওদিকে আবদুল্লাহ্‌র পিতা সামির মনে করত, তার ছেলে অন্যান্য ছেলেদের মত জাদুকরের কাছেই যাতায়াত করছে।

আবদুল্লাহ্ যখন দেখল যে, তার উস্তাদ তার কাছ থেকে বিদ্যা গোপন রাখছেন এবং তার দুর্বলতার আশংকা করছেন, তখন সে কতকগুলো তীর সংগ্রহ করল। তারপর আল্লাহ্‌র যে কয়টি নাম সে জানত তার প্রত্যেকটি এক-একটি তীরে লিখে নিল। সব তীরের উপর যখন সে আল্লাহ্‌র নাম লেখা শেষ করল, তখন সে আগুন জ্বালিয়ে এক-একটি তীর সে আগুনে নিক্ষেপ করতে লাগল। যখন ইসমে আযম লেখা তীর এলো, সে তাও আগুনে নিক্ষেপ করল। নিক্ষেপ করামাত্রই তীরটি আগুন থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল এবং তার কোনই ক্ষতি হল না। সে ঐ তীরটি নিয়ে তার উস্তাদ ফায়মিয়ূনের কাছে গেল এবং তাকে জানাল যে, সে ইসমে আযম শিখে ফেলেছে যা তিনি তার থকে গোপন রেখেছিলেন। ফায়মিয়ূন বললেন : সেটি কি ? সে ইসমে আযম জানিয়ে দিল। ফায়মিয়ূন বললেন : তুমি কিভাবে জানলে ? সে তার ব্যবহৃত প্রক্রিয়াটি তাকে জানাল। ফায়মিয়ূন বললেন : তুমি সঠিক জিনিসটিই পেয়ে গেছ। কাজেই নিজেকে সংযত রাখ। তবে আমার মনে হয়, তুমি তা পারবে না।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামির ও তাওহীদের দাওয়াত

এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামির যখনই নাজরানে প্রবেশ করত, যে কোন রুগ্ন বা বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখলেই সে বলত : "ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা ! তুমি কি আল্লাহ্‌র একত্ববাদ স্বীকার করতে এবং আমার ধর্মে দীক্ষিত হতে রাযী আছ? তা হলে, আমি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করব। তিনি তোমাকে তোমার বিপদ থেকে মুক্ত করবেন।" এতে রুগ্ন বা বিপন্ন লোক বলত : হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত। তারপর সে আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করত ও ইসলাম গ্রহণ করত। আর আবদুল্লাহ্ তার জন্য দু'আ করত এবং সে ভালো হয়ে যেত। এভাবে নাজরানে কোন বিপন্ন বা রুগ্ন লোক ইসলাম গ্রহণ করতে বাকী থাকল না। প্রত্যেকের জন্য সে দু'আ করল এবং সবাই একে একে আরোগ্য লাভ করল। এভাবে নাজরানের রাজার কাছে আবদুল্লাহ্‌র কৃতিত্বের খবর পৌঁছলে তিনি তাকে ডেকে বললেন : "তুমি আমার প্রজাদের বিপথগামী করেছ এবং আমার ও আমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেছ। তোমাকে নাক-কান কেটে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব।" সে বলল : তুমি তা পারবে না। রাজা তাকে উঁচু পর্বতের চূড়ার ওপর থেকে নীচে ফেলে দিলেন। কিন্তু এতে আবদুল্লাহ্‌র কিছুই ক্ষতি হল না। তারপর তাকে নাজরানের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সে সেখান থেকেও অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসল। এভাবে যখন আবদুল্লাহ্ বিজয়ী হল, তখন সে রাজাকে বলল : তুমি এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য তথা

আমার ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমাকে হত্যা করতে পারবে না। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তা হলে তোমাকে আমার ওপর পরাক্রান্ত করা হবে এবং তুমি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে।

এ কথা শুনে রাজা আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করলেন এবং ইব্‌ন সামিরের ধর্ম গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলে সে তাতে যখম হয় এবং মারা যায়। আর রাজাও ঐ সময় ঐ স্থানেই মারা যায়। তখন গোটা নাজরানবাসী হযরত ঈসা (আ)-এর দীন গ্রহণ করল। সেই থেকে নাজরানে ঈসায়ী ধর্মের পত্তন হয়।

যুনুয়াস কর্তৃক নাজরানবাসীদের ইয়াহূদী ধর্মের দিকে দাওয়াত প্রদান

যুনুয়াস তার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নাজরানে চলে গেল এবং নাজরানবাসীদের ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণের জন্য আহবান জানাল। শুধু আহবান জানিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকল না, বরং এই বলে ভীতি প্রদর্শনও করল যে, এ ধর্ম গ্রহণ না করলে সবাইকে হত্যা করা হবে। নাজরানবাসী নিহত হতেও প্রস্তুত হয়ে গেল, কিন্তু ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করল না। ফলে, যুনুয়াস একটি দীর্ঘ পরিখা খনন করল। তারপর কতককে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে এবং কতককে তরবারি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করল। অনেককে হত্যা করার পর নাক-কান কেটে তাদের চেহারা বিকৃত করল, এভাবে সে প্রায় বিশ হাজার মানুষকে হত্যা করল। এই যুনুয়াস ও তার সৈন্যদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর সূরা আল-বুরূজের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন :

"কুণ্ডের অধিপতিদের হত্যা করা হয়েছিল। ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি। যখন তারা এর পাশে বসে ছিল এবং তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা তাদের নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস করত পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌তে[১]" (৮৫ : ৪-৮)।

উখদুদের (কুণ্ডের) ব্যাখ্যা : ইবন হিশাম বলেন : উখদুদের অর্থ দীর্ঘ পরিখা যা খন্দক বা নালার মত। এর বহুবচন আখাদীদ। যুররুম্মা গায়লান ইবন উকবা। তিনি বনু আদী ইবন আবদ মানাফ ইবন উদ ইবন তাবিখ ইবন ইলয়াস ইবন নযর-এর সদস্য। তিনি তার একটি কবিতায় বলেন : "ইরাকী এলাকা থেকে প্রান্তর ও খেজুর গুচ্ছ পর্যন্ত উখদুদ দীর্ঘ নালা।"

---

১. বর্ণিত আছে যে, তিন ব্যক্তি পরিখা খনন করেছিল এবং তাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে লোকদের নিক্ষেপ করেছিল। এরা হলো : ইয়ামানের রাজা তুব্বান, কাস্তান্তীন ইব্‌ন হাল্লানী, (তার মাতা) যখন সে খ্রিস্টানদের হযরত ঈসা (আ) আনীত আসল একত্ববাদ ও সত্য দীন থেকে লোকদের বিচ্যুত করে ক্রুশ পূজায় বাধ্য করেছিল এবং বাবেলের রাজা বুখতে নাসার, যখন সে নিজেকে সিজদা করার জন্য লোকদের আদেশে দেয়, কিন্তু নবী দানিয়াল ও তাঁর সংগীরা তা মানতে অস্বীকার করেন। তখন সে তাঁদের আগুনে নিক্ষেপ করে। তবে সে আগুন তাদের জন্য শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামিরের হত্যা

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুনুয়াস যে বিশ হাজার নাজরানবাসীকে হত্যা করেছিল, তার মাঝে তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামিরও ছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম থেকে ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর আমলে নাজরান প্রদেশের এক ব্যক্তি সেখানকার একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের তলদেশে বিশেষ প্রয়োজনে খননকার্য চালায়। এ সময় লোকেরা মাটির নীচে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামিরকে বসা অবস্থায় দেখতে পায়। তারা দেখে যে, আবদুল্লাহ্ তার মাথার একটি যখমকে হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছেন। তাঁর হাত সে ক্ষতস্থান থেকে সরিয়ে নিলে অমনি তা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে। আর হাত ছেড়ে দিলে তা আপনা থেকেই ক্ষতস্থানের ওপর চলে যায় এবং চেপে ধরে রক্ত থামায়। তারা আরো দেখল যে, তার হাতে একটি সীল রয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে رَبِّىَ اللهُ অর্থাৎ আমার রব আল্লাহ্। খননকারী একটি চিঠি দ্বারা হযরত উমর (রা)-কে ঘটনা অবহিত করলে তিনি মৃত ব্যক্তিকে যেভাবে ছিল সেভাবে রাখতে এবং তার কবর ঠিক করে দিতে আদেশ দিলেন। যথাসময়ে খলীফার আদেশ বাস্তবায়িত হয়।[১]

যুনুয়াসের কাছ থেকে দাওস যু-সা'লাবানের পলায়ন ও রোম সম্রাটের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : দাওস যু-সা'লাবান নামক সাবা গোত্রের এক ব্যক্তি যুনুয়াসের গণহত্যা থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে স্বীয় ঘোড়ায় চড়ে রোম সম্রাটের কাছে পালিয়ে যায় এবং তার কাছে যুনুয়াস ও তার সৈন্যদের প্রতিহত করার জন্য সামরিক সাহায্য চায়। সম্রাটকে সে যুনুয়াসের যুলুমেরও বিবরণ দেয়। সম্রাট বলল : তোমার দেশ আমাদের দেশ থেকে বহু দূরে অবস্থিত। তাই আমার পক্ষে সাহায্য দেয়া সম্ভব নয়। তবে আমি হাবশার রাজাকে লিখছি। ধর্মের দিক দিয়েও তিনি তোমাদের দেশের মানুষের সমমনা, আবার তার

---

১. পবিত্র কুরআনের আয়াত : "যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তাদের কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছে থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।" (৩ : ১৬৯)। এ ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে। বর্ণিত আছে যে, উহুদের শহীদ এবং অন্যান্য অনেককে এভাবে পাওয়া গেছে। বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের দেহ বিকৃত হয়নি। হযরত মুআবিয়ার শাসনকালে খাল খনন করতে গিয়ে হযরত হামযার লাশ একই রকম তরতাজা অবস্থায় পাওয়া যায়। কোদালের আঘাত লেগে তাঁর আঙ্গুল থেকে রক্ত বের হয়। অনুরূপভাবে আবূ জাবির আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারাম এবং আমর ইব্ন জামূহের লাশও অবিকৃত পাওয়া যায়। তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহর মেয়ে আয়েশা স্বপ্নের আদিষ্ট হয়ে পিতার লাশ স্থানান্তরিত করতে গিয়ে দেখেন, ত্রিশ বছর পরও তা তরতাজা ও অবিকৃত রয়েছে। শোনা যায়, ফিলিস্তীন যুদ্ধে শাহাদাত লাভকারী অনেকের লাশ বহু বছর পর অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

দেশও তোমাদের দেশের নিকটবর্তী। তিনি তাকে লিখে দিলেন যে, "দাওসকে সাহায্য দাও এবং তার ওপর যে যুলুম-নির্যাতন চালানো হয়েছে, তার প্রতিশোধ নাও।"

নাজাশী কর্তৃক দাওসকে সাহায্য প্রদান

দাওস রোম সম্রাটের চিঠি নিয়ে নাজাশীর দরবারে পৌঁছল। তিনি দাওসের সাহায্যের জন্য তার সাথে সত্তর হাজার আবিসিনীয় সৈন্য পাঠালেন। নাজাশী যে আবিসিনীয় সেনাবাহিনী পাঠালেন, আরিয়াত নামক জনৈক আবিসিনীয়কে তার সেনাপতি নিযুক্ত করে দিলেন। এই বাহিনীতে আবরাহা আশরাম নামক একজন অধস্তন সেনাপতিও ছিল। আরিয়াত সমুদ্রপথে দাওসকে সংগে করে ইয়ামানের উপকণ্ঠে পৌঁছল।

যুনুয়াসের পতন

কালবিলম্ব না করে যুনুয়াস তার ইয়ামানী সৈন্য-সামন্ত ও অনুগত ইয়ামানী গোত্রগুলোকে সাথে নিয়ে আবিসিনীয় সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করল। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধে যুনুয়াস পরাজিত হল। যুনুয়াস তখন নিজের ও নিজের জাতির শোচনীয় দশা দেখে স্বীয় ঘোড়া হাঁকিয়ে সমুদ্র অভিমুখে যাত্রা করল। ছুটতে ছুটতে সে সোজা সমুদ্রের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লা এবং ডুবে মারা গেল। এদিকে আরিয়াত ইয়ামানে প্রবেশ করে সেখানকার রাজা হয়ে গেল।[১]

এ পরিস্থিতি দেখে দাওস ও আবিসিনীয় সৈন্যের ইয়ামান অভিযানের ব্যাপারে জনৈক ইয়ামানবাসী মন্তব্য করলো :

"দাওসের মতও নয় এবং তার উৎকৃষ্ট বস্তুর মতও নয়, যার সুরাহা হতে পারে না।" পরবর্তীকালে এ কথা ইয়ামানে একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয় এবং তা আজও চালু আছে।

এ ঘটনা প্রসংগে যু-জাদান হিময়ারীর মন্তব্য

তিনি বলেন : "শান্ত হও, কারণ অশ্রু বিসর্জন দ্বারা হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া যায় না। যে মরে গেছে, তার জন্য আক্ষেপ করতে করতে নিজেও মরো না। বায়নূন ও সিলহীন এবং এর ভিত্তি ও নিদর্শনাবলী ধ্বংস হওয়ার পরও কি মানুষ আর ঘর নির্মাণ করবে ?"

---

১. এটি ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা। অপর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যুনুয়াস যখন দেখল যে, আবিসিনীয় সৈন্যদের প্রতিরোধ করা তার সাধ্যের বাইরে, তখন সে একদিকে ইয়ামানের রাজধানী সানাকে আবিসিনিয়ার অংগীভূত করার প্রস্তাব দিল, আর অপরদিকে নিজের সৈন্যদেরকে গোপনে ডেকে অংগীকার নিল যে, তারা আবিসিনীয়দের বিরুদ্ধে তাকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। সৈন্যরা নিজ নিজ দখলী সম্পত্তির ওপর নিজের মালিকানা বহাল রাখার শর্তে এ প্রস্তাবে রাযী হল। তারপর যুনুয়াস আবিসিনীয় সেনানায়কদের কাছে বিপুল সম্পদের উপঢৌকন নিয়ে হাযির হয়ে নিজের ও তার জনগণের নিরাপত্তা চেয়ে নিল। সেনানায়করা নাজাশীকে যুনুয়াসের সকর বক্তব্য জানালে নাজাশী সম্মতি দিলেন। এরপর যুনুয়াসের নির্দেশে তার সৈন্যরা গোপনে আবিসিনীয় সৈন্যদের হত্যা করতে লাগল। অধিকাংশ আবিসিনীয় সৈন্য নিহত হওয়ার পর নাজাশী আবরাহা ও আরিয়াতের কাছে আরো সৈন্য পাঠালেন এবং যুনুয়াসকে হত্যা, ইয়ামানের এক-তৃতীয়াংশকে ধ্বংস ও এক-তৃতীয়াংশ নারী ও শিশুকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। আবরাহা এ নির্দেশ পালন করল।

তৎকালে বায়নূন, সিলহীন ও গুমদান নামে ইয়ামানে তিনটি দুর্গ ছিল। আরিয়াতের নেতৃত্বে আবিসিনীয় বাহিনী সেগুলো ধ্বংস করে। যু-জাদান তার এই দীর্ঘ কবিতায় গুমদান দুর্গ বিধ্বস্ত হওয়া নিয়েও শোক ও বিলাপ প্রকাশ করেন এবং এত ধ্বংস ও রক্তপাত সত্ত্বেও নিজ জাতিকে নব উদ্যমে বলীয়ান হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন :

"আমাকে বাধা দিও না, আর সত্যি বলতে কি তোমার বাধার আমি পরোয়াও করি না -তুমি আমাকে ঠেকিয়ে কখনো রাখতে পারবে না, আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। তুমি আমার শক্তি খর্ব করে দিয়েছ, যখন আমরা গান-বাদ্যকারিদের গান-বাজনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়েছিলাম এবং উত্তম বিশুদ্ধ শরাব পান করছিলাম। আর মদপান আমার জন্য কোন লজ্জার ব্যাপার নয়, যতক্ষণ না আমার কোন সংগী সে ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।

"মৃত্যুকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না যত রকমের ওষধু-ই সে সেবন করুক না কেন। এমনকি কোন সংসারত্যাগী দরবেশও স্বীয় নির্জন ধ্যানের কক্ষে মৃত্যু থেকে রেহাই পায় না, যে কক্ষের দেয়াল দুষ্প্রাপ্য পাখির ডিমের আশ্রয়স্থল। আর যে গুমাদানের (ইয়ামামার রাজা হাউযা ইব্ন আলীর দুর্গ) কথা আমি শুনেছি, যা পর্বতের উঁচু শিখরে লোকেরা বানিয়েছে, তাও মৃত্যুকে ঠেকাতে পারবে না। সে দুর্গটি সংসার বিরাগী দরবেশদের জায়গায় অবস্থিত, যার নিচে রয়েছে কালো পাথর এবং কাদামাটি মিশ্রিত পিচ্ছিল ও মসৃণ পাথর, সেখানে রাতে তেলের প্রদীপসমূহ বিদ্যুত চমকানোর মত চকমক করে। আর সেখানে যে খেজুর গাছ লাগানো হয়েছে, তা কাঁচা খেজুরের ভারে নুয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দুর্গের সকল নতুন শোভা-সৌন্দর্য পুড়ে ছাই হয়ে গেল আর যু-নুয়াস দুর্বলতার কারণে আত্মসমর্পণ করল এবং স্বজাতিকে সংকট সম্পর্কে সাবধান করল।"

এই নৃশংস গণহত্যা সম্পর্কে আরো বহু কবি বিলাপ ও শোক প্রকাশ করে কবিতা আবৃত্তি করেন। এর মাঝে রবীআ ইব্ন যিবা সাকাফী এং আমর ইব্ন মা'দীকারব যুবায়দী অন্যতম। ইব্ন হিশাম বলেন : রবীআর মায়ের নাম হলো যিবা এবং তার নিজের নাম হলো রবীআ ইব্ন আবদী ইয়ালীল ইব্ন সালিম ইব্ন মালিক ইব্ন হুতায়ত ইব্ন জুশাম ইব্ন কাসী।

রবীআ ইব্ন যিবা সাকাফী এ সম্পর্কে বলেন : তোমার জীবনের শপথ! মৃত্যু ও বার্ধক্য থেকে মানুষের রেহাই নেই। এ দুটো তাকে আক্রমণ করবেই। এর বাইরে তার কোন প্রশস্ত জায়গা নেই, কোন আশ্রয়স্থল নেই। হিময়ারের বহুসংখ্যক গোত্রের পর অন্যান্য গোত্রও কি প্রাতকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংস হয়ে গেছে। হাজার হাজার যোদ্ধার কারণে, ঠিক যেমন বৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বের আকাশ। সেই সব যোদ্ধার চিৎকারধ্বনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা ঘোড়াগুলোকে বধির করে দেয় এবং (শরীরের) বিকট দুর্গন্ধ দ্বারা হানাদার শত্রু বাহিনীকে দূরে হটিয়ে দেয়। (দূরে হটিয়ে দেয়) মাটির স্তূপের ন্যায় দুর্ভেদ্য জিন বাহিনীকেও, যাদের কারণে গাছের কাঁচা ফলও শুকিয়ে যায়।"

আমর ইব্‌ন মা'দীকারব যুবায়দী[১] এবং কায়স ইব্‌ন মাকশুহ মুরাদীর মাঝে কোন ব্যাপারে বিরোধ ছিল। এক পর্যায়ে তার কাছে খবর পৌঁছে যে, কায়স তাঁকে হুমকি দিচ্ছে। তখন তিনি কায়সকে লক্ষ্য করে এ কবিতা আবৃত্তি করেন। এতে তিনি হিময়ার ও তার প্রতাপের উল্লেখ করে বলেন : "হে কায়স, তুমি কি যুরুআয়ন অথবা যুনুয়াসের মত শক্তিমান যে, আমাকে হুমকি দিচ্ছ। আর তোমার পূর্বে লোকদের মধ্যে বিপুল সম্পদ ও স্থিতিশীল রাজত্ব ছিল, যা আদ জাতির চেয়েও প্রাচীন, দুর্ধর্ষ ও প্রতাপশালী ছিল। অথচ সেই রাজ্যের অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে, আর সেই রাজ্য একটি মানবগোষ্ঠী থেকে আর একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট হস্তান্তরিত হচ্ছে।"

যুবায়দ গোত্রের বংশনামা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যুবায়দ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন মুনাব্বিহ ইব্‌ন সা'ব ইব্‌ন সা'দ আশীরাহ্ ইব্‌ন মাযহিজ। মতান্তরে যুবায়দ ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ ইব্‌ন সা'ব ইব্‌ন সা'দ আশীরাহ্, অন্যমতে যুবায়দ ইব্‌ন সা'ব ইবন সা'দ। মুরাদের নাম ইহাবির ইবন মাযহিজ।[২]

আমর ইব্‌ন মা'দীকারব কোন উপরোক্ত কবিতা রচনা করেন, তার বিবরণ দিতে গিয়ে ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আরমানিয়ায় যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সালমান ইব্‌ন রবীআ বাহিনীকে হযরত উমর (রা) এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, তার সৈনিকদের ভিতরে যাদের ঘোড়ার পিতামাতা উভয়ে আরব, তাদেরকে যেন শংকর জাতীয় ঘোড়ার অধিকারী সৈনিকদের চেয়ে অধিক পারিশ্রমিক দেয়া হয়। নির্দেশ অনুযায়ী যখন ঘোড়া পর্যবেক্ষণ করা হল, তখন 'আমর ইব্‌ন 'মাদীকারবের ঘোড়া দেখে সালমান বলল : "এক সংকর আর এক সংকরকে দেখে চিনেছে।" এ কথা শুনে কায়স তার ওপর চড়াও হন এবং তাকে হত্যার হুমকি দেন। এ হুমকি শুনেই 'আমর উপরোক্ত কবিতা রচনা করেন।

শিক ও সাতীহের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবিসিনীয় সৈন্যদের আগ্রাসন সম্পর্কে সাতীহ এবং সুদানী সৈন্যদের আগ্রাসন সম্পর্কে শিক যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তা আরিয়াত ও আবরাহার নেতৃত্বে প্রেরিত নাজাশী বাহিনীর ধ্বংসলীলা ও নাজরান দখলের ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্য প্রমাণিত হয়।

---

১. তিনি একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন, তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ সাওর। তিনি অসীম সাহস ও বীরত্বের অধিকারী ছিলেন। মা'দীকারব অর্থ কৃষকের চেহারা।

২. ইনি মুরাদ বংশীয় নন, বরং মুরাদের মিত্র। তাঁর বংশ বাজীলা গোত্রের বনু আহমাস শাখার অন্তর্ভুক্ত।

ইয়ামান সম্পর্কে আরিয়াত ও আবরাহার কোন্দল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আরিয়াত বহু বছরব্যাপী ইয়ামানে অবস্থান করেন ও শাসন করেন। তারপর আবরাহা হাবশী তার সাথে হাবশার ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ করতে আরম্ভ করে। ফলে আবিসিনীয় সেনাবাহিনীও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। একাংশ আবরাহা এবং অপরাংশ আরিয়াতের অনুগত থাকে। এক সময় উভয় বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। এ পরিস্থিতিতে আবরাহা আরিয়াতের কাছে বার্তা পাঠায় যে, "দুই বাহিনীতে লড়াই-এর পরিণামে কারো কোন লাভ হবে না, বরং উভয় বাহিনী সমূলে ধ্বংস হবে। তার চেয়ে আমরা দু'জনে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হই। যে জিতবে, তার অধীনে উভয় বাহিনী ঐক্যবদ্ধ হবে। আরিয়াত এ প্রস্তাবে সম্মত হল। তারপর উভয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হল। আবরাহা ছিল অপেক্ষাকৃত ধর্মভীরু খ্রিস্টান এবং মোটা ও বেঁটে। আর আরিয়াত লম্বা, সুদর্শন ও বিশালদেহী ছিল। আরিয়াতের হাতে ছিল একটি বর্শা। আবরাহা তার পৃষ্ঠদেশকে রক্ষা করার জন্য তার আতওয়াদাহ নামক ক্রীতদাসকে পিছনের দিকে রাখল। আরিয়াত তার বর্শা দিয়ে আবরাহার মাথায় আঘাত করল। কিন্তু তা লাগল তার কপালে। এতে আবরাহার নাক ও ভ্রূ কেটে গেল এবং ঠোঁট ও চোখ আহত হল। এ কারণে তাকে 'আবরাহা আশরাম' অর্থাৎ 'নাক কাটা আবরাহা' বলা হয়। পরক্ষণে, আতওয়াদাহ আবরাহার পেছন থেকে এসে আরিয়াতকে আক্রমণ করে হত্যা করল। এরপর আরিয়াতের অনুগত আবিসিনীয় সৈন্যরা আবরাহার দলে ভিড়ে গেল এবং আবরাহা আবিসিনীয় সৈন্যদের সেনাপতি ও ইয়ামানের শাসক হিসাবে কাজ চালাতে লাগল।

আবরাহার ওপর নাজাশীর ক্রোধ

সমস্ত খবর শুনে নাজাশী আবরাহার ওপর ভীষণভাবে চটে গেলেন। তিনি বললেন : আমার নিযুক্ত সেনাপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাকে হত্যাকারী এ আবরাহাকে আমি ক্ষমা করব না। তিনি এই বলে শপথও নিলেন যে, "আমি তার শাসিত ইয়ামানকে পদদলিত করব এবং আবরাহার মাথার চুল কামিয়ে অপমানিত করব।" নাজাশীর এই প্রতিক্রিয়া ও শপথের খবর শুনে আবরাহা নিজেই নিজের মাথা কামাল এবং ইয়ামান থেকে একব্যাগ ভর্তি মাটিসহ নাজাশীকে চিঠি লিখল :

'হে রাজন! আরিয়াতও আপনার ক্রীতদাস ছিল, আমিও আপনার ক্রীতদাস। আমরা আমাদের ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছি। আমার সকল আনুগত্য তো আপনারই জন্য নিবেদিত। তবে আবিসিনীয় সৈন্যদের সেনাপতিত্বের জন্য আমিই ছিলাম অধিকতর যোগ্য,

শক্তিশালী ও কর্তৃত্বশীল। আপনার শপথের কথা শোনামাত্রই আমি নিজের সমস্ত মাথা কামিয়েছি এবং আপনার পায়ে দলনের জন্য ইয়ামানের এক ব্যাগ মাটি পাঠিয়েছি, যাতে আপনার শপথ এখানে না এসেই পূর্ণ হয়।

নাজাশী এতে প্রীত হলেন এবং তাকে লিখলেন : আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ইয়ামানের শাসক হিসাবে কাজ চালিয়ে যাও। ফলে আবরাহা ইয়ামানের শাসক হিসাবে থেকে গেল।

আবরাহার গীর্জা কুলায়স প্রসংগে

এরপর আবরাহা ইয়ামানের সানা নগরীতে কুলায়স[১] নামে এমন একটি গীর্জা নির্মাণ করল, যার সমতুল্য কোন ঘর তৎকালীন বিশ্বে ছিল না। তারপর সে নাজাশীকে লিখল : হে রাজন ! আমি আপনার জন্য এমন একটি গীর্জা নির্মাণ করেছি, যার সমতুল্য কোন গীর্জা ইতিপূর্বে আর কোন রাজার জন্য নির্মাণ করা হয়নি। আরবদের হজ্জকে আমি এ গীর্জার এলাকায় স্থানান্তরিত না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না। নাজাশীর কাছে লেখা আবরাহার এ চিঠির কথা আরবদের মধ্যে ফাঁস হয়ে গেলে তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ল। বনূ কিনানার অন্তর্ভুক্ত বনূ ফুকায়ম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন খুযায়মা ইব্‌ন মুদরিকা ইব্‌ন ইলিয়াস মুযার গোত্রের একটি লোক সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হয় আবরাহার ওপর। বছরে যে চারটি মাসে রক্তপাত নিষিদ্ধ চলে আসছিল, সেই চারটি মাসকে রদবদল করে রক্তপাত বৈধ করার প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী একটি গোষ্ঠী তৎকালে আরবে সক্রিয় ছিল। এই গোষ্ঠীর নাম ছিল নাস্‌সাআ। বনূ কিনানার ঐ বিক্ষুব্ধ লোকটি ছিল এ গোষ্ঠীভুক্ত। নাস্‌সাআ হলো : জাহিলিয়াত যুগে রজব, মুহাররম, যিলকদ ও যিলহজ্জ এ চারটি মাসে রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল এবং আবরাহা তা মেনে চলত। এ চারটি মাসে রক্তপাতকে হালাল করার কৌশল উদ্ভাবনের জন্য একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এরই নাম নাস্‌সাআ। তারা এ মাসগুলোর একটিকে হালাল ঘোষণা করে রক্তপাত ঘটাত। তারপর অন্য একটি হালাল মাসকে নিষিদ্ধ মাসে রূপান্তরিত করত। এতে হারাম মাসটি বিলম্বিত হতো এবং তার সংখ্যাও ঠিক থাকত। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ সূরা তওবার এ আয়াত নাযিল করেন : "নাসি (বিলম্বিত করা) হল আরো জঘন্যতর কুফরী কাজ। কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করার এটি একটি অপকৌশল। এক বছরে তারা

১. এটাই সেই ঐতিহাসিক গীর্জা যাকে আবরাহা পবিত্র কা'বার বিকল্প হিসাবে নির্মাণ করেছিল এবং চেয়েছিল যে, আরবরা কা'বার পরিবর্তে ঐ গীর্জাকে হজ্জের কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করুক এবং ঐ গীর্জার এলাকায় হজ্জ স্থানান্তরিত হোক। এ গীর্জাটি ছিল এত উঁচু যে, এর ওপরে উঠে সে এডেন বন্দরকে দেখার অভিলাষী ছিল। আবরাহা এ গীর্জা নির্মাণে ইয়ামানবাসীদের বাধ্যতামূলক শ্রম ও সহযোগিতা আদায় করেছিল। গীর্জার অদূরেই অবস্থিত রাণী বিলকিসের প্রাচীন প্রসাদ থেকে রকমারি কারুকার্য খচিত ও স্বর্ণের নক্‌শা অংকিত শ্বেত মর্মর পাথর আনিয়ে এতে স্থাপন করা হয়। তাছাড়া হাতির দাঁত ও মূল্যবান আবলূস কাঠের তৈরি বহু মঞ্চ ও বেদী এবং স্বর্ণের তৈরি ক্রুশ তৈরি করে এতে বসান হয়। রওযুল উনুফ, প্রথম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠায় এই গীর্জার আরো বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

রক্তপাতকে হালাল করে এবং আর এক বছরে তা হারাম করে। এভাবে আল্লাহ্‌র হারাম করা মাসের সংখ্যা পূর্ণ করে।" (৯ : ৩৭)

ইবন হিশাম বলেন : 'নিইউয়াতিউ' অর্থ সম্মান করা। যেমন আজ্জাজ উরফে আবদুল্লাহ ইবন বূইয়া বনু সা'দ ইবন যায়ধ মানাত ইবন তামীম ইবন যুর ইবন উদ ইবন তাবিখা ইবন ইলয়াস ইবন মুবার ইবন নিযার একটি কবিতায় বলেছেন।

নাসী প্রথার প্রথম প্রবর্তনকারী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ শা'সা কালাম্মাস ওরফে আজাজ ওরফে হুযায়ফা ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন ফুকায়ম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন খুযায়মা হচ্ছে হারাম মাসকে হালাল করার উক্ত প্রথার প্রথম প্রবর্তক। তার পরে তার বংশধরেরা এটিকে চালু রাখে। সর্বশেষ ব্যক্তি এই বংশেরই আবূ সুমামা জুনাদা ইব্‌ন আওফ। এ ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে।[১] আরবরা হজ্জশেষে এ ব্যক্তির কাছে সমবেত হত। তারপর যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব এ চার মাসকে প্রথমে হারাম বলে ঘোষণা করত। তারপর এ ব্যক্তি যদি কোন মাসকে হালাল করতে চাইত, তবে মুহাররমকে হালাল করত এবং তার পরিবর্তে সফর মাসকে হারাম ঘোষণা করত। সমবেত জনতাও তার এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানাত। তারপর হাজীরা যখন ঘরে ফেরার ইচ্ছা করত। তখন সবাইকে একত্র করে বলত :

"হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার জন্য দু'টি সফর মাসের একটিকে হালাল করলাম এবং অপরটিকে পরবর্তী বছরে পিছিয়ে দিলাম।"[২]

---

১. সুহায়লী বর্ণনা করেন যে, আবূ সুমামা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হযরত উমর (রা)-এর আমলে সে হজ্জে হাযির হয়। সে সমবেত হাজীদের সম্বোধন করে বলল : ওহে হাজীগণ ! আমি তোমাদের কাছে এ মাস ভাড়া দিয়েছি (অর্থাৎ সে এ মাসে রক্তপাত বৈধ মনে করত এবং এজন্য হাজীদের কাছ থেকে ভাড়া তথা এক ধরনের চাঁদা আদায় করতে চাইছিল)। তখন হযরত উমর (রা) তাকে এক থাপ্পড় দিয়ে বললেন : চুপ কর ব্যাটা ! আল্লাহ্ এসব জাহিলী কাজকর্ম বাতিল করে দিয়েছেন।

২. জাহিলী যুগে এ হারাম মাস পেছানোর প্রক্রিয়া ছিল দু'রকমের : একটি হলো- যেটি এখানে ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মুহাররম মাসকে সফরে পিছিয়ে দেয়া। কারণ লুটপাট করা ও খুনের প্রতিশোধ নিতে তারা এতদিন অপেক্ষা করতে চাইত না। অপরটি হলো—হজ্জকেই তারা নির্দিষ্ট সময় থেকে পিছিয়ে দিত। তারা এটা করত সৌর বছরের হিসাবের নিরিখে। প্রতি বছর তারা এগার দিন বা তার সামান্য বেশি সময় পেছাত। এভাবে তেত্রিশ বছরে সমস্ত বছর ঘুরে আসত এবং তেত্রিশ বছর পর হজ্জ আগের সময়ে অনুষ্ঠিত হত। এজন্য রাসূল (সা) বিদায় হজ্জে বলেন : "আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিন সময় যেভাবে চলছিল, এখন আবার সেই অবস্থায় ফিরে এসেছে। বিদায় হজ্জের বছর হজ্জ একচক্র ঘুরে আগের সময়ে এসেছিল। রাসূল (সা) মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে ঐ হজ্জ ছাড়া আর কোন হজ্জ করেননি। কেননা মক্কা বিজিত হওয়ার আগে কাফিরদের নিয়ন্ত্রণাধীন হজ্জ নির্দিষ্ট সময়ের পরে অনুষ্ঠিত হত এবং উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করত।

এ সময়ে বনূ ফিরাস ইব্‌ন গানামের উমায়র ইব্‌ন কায়স[১] ওরফে জয্‌লুত্‌-তা'আন নাসী সম্পর্কে গর্ব প্রকাশ করে কবিতা আবৃত্তি করেন। এর কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ :

"বনূ মা'দ জানে যে, আমার গোত্র খুবই সম্ভ্রান্ত ও উদারমনা,
এমন কে আছে, যাকে আমরা অসহায় ছেড়ে দিয়েছি ?
এমন কে আছে, যে আমাদের সাহচর্য পায়নি ?
মা'আদ গোত্রকে কি আমরা হারাম মাস পিছিয়ে দিয়ে সাহায্য করিনি ?
তাদের জন্য কি হারাম মাসকে হালাল করিনি ?"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : প্রথম নিষিদ্ধ মাস হল মুহাররম।[২]

বিক্ষুব্ধ কিনানী কুলায়স গীর্জায় পায়খানা করল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ কিনানার সেই বিক্ষুব্ধ লোকটি সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়ল এবং কুলায়স গীর্জায় গিয়ে পায়খানা করে দিল। তারপর নিজ বাসস্থানে ফিরে গেল। আবরাহা এ খবর জানতে পেরে সকলকে জিজ্ঞেস করল, এ কাজটি কে করেছে ? তাকে জানানো হল যে, আপনি হজ্জ অনুষ্ঠানকে মক্কার কা'বাঘর থেকে এখানে নিয়ে আসবেন বলে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা শুনে মক্কার কা'বাঘরের নিকট বসবাসকারী জনৈক আরব রাগান্বিত হয়েছে এবং এ কাজটি করে সে বুঝাতে চেয়েছে যে, এ ঘর হজ্জের উপযুক্ত নয়।

কা'বা ধ্বংস করতে আবরাহার অভিযান

আবরাহা একথা শুনে ক্রোধে অধীর হয়ে শপথ করল যে, কা'বাঘরে আক্রমণ চালিয়ে তাকে ধ্বংস না করে সে ছাড়বে না। তারপর সে আবিসিনীয় সৈন্যদের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিল। তারা প্রস্তুতি নিল এবং একপাল হাতি নিয়ে তারা রওয়ানা দিল। আরবরা এ খবর শুনে এটিকে গুরুতর বিপদ মনে করল এবং আতংকিত হয়ে পড়ল। তারা যখন শুনল যে, আবরাহা আল্লাহ্‌র ঘর মহাপবিত্র ও মহাসম্মানিত কা'বা ধ্বংস করতে সংকল্পবদ্ধ, তখন এর রক্ষার জন্য জিহাদ করাকে তারা জরুরী মনে করল।

ইয়ামানের প্রভাবশালী লোকদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের চেষ্টা

যু-নাফর নামক জনৈক প্রভাবশালী ও রাজ বংশোদ্ভূত ইয়ামানবাসী আবরাহাকে রুখে দাঁড়াল। সে ইয়ামনসহ সমগ্র আরবের সচেতন লোকদের আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাকে

---

১. উমায়র অত্যন্ত দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিল। যুদ্ধে অবিচল থাকার জন্য তাকে জয়লুত তাআন বলা হত।

২. অন্যদের মতে প্রথম নিষিদ্ধ মাস যিলকদ। কেননা রাসূল (সা) হারাম মাসের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে যিলকদ মাস দিয়ে শুরু করেছেন। মুহাররমকে প্রথম নিষিদ্ধ মাস বলার যুক্তি এই যে, ওটা বছরের প্রথম মাস। এ দ্বিমতের ফল দেখা দেবে এভাবে যে, যখন কেউ নিষিদ্ধ মাসে রোযা থাকার মানত করবে, তখন মুহাররমকে যারা প্রথম নিষিদ্ধ মাস বলেন, তাদের মতে মানতের রোযা মুহাররম থেকে শুরু এবং যিলহজ্জে শেষ করতে হবে। আর যিলকদকে প্রথম নিষিদ্ধ মাস ধরে নিলে যিলকদ থেকে শুরু এবং পরের বছর রজবে শেষ করতে হবে।

আল্লাহ্‌র ঘর কা'বার ওপর হামলা চালানো ও তা ধ্বংস করা থেকে প্রতিহত করার ডাক দিল। কিছু লোক তার ডাকে সাড়া দিল এবং ইয়ামান ভূখণ্ডেই আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। কিন্তু যু-নফর ও তার সৈন্য-সামন্ত পরাজিত হল। যু-নাফরকে গ্রেফতার করে আবরাহার কাছে আনা হল, সে তাকে হত্যা করতে চাইল। যু-নাফর তাকে বলল : হে রাজা ! আমাকে হত্যা করবেন না। আমাকে হত্যা করার চেয়ে আপনার সাথে নিয়ে যাওয়া অধিকতর উপকারী হতে পারে। আবরাহা তাকে হত্যা না করে বেঁধে নিজের সাথে রেখে দিল। আবরাহা সহনশীল স্বভাবের লোক ছিল।

আবরাহার বিরুদ্ধে খাসআমের যুদ্ধ

যু-নাফরের বাহিনীকে পরাজিত করে আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হল। এখানে খাসআম[১] গোত্রের দু'টি শাখা—বনূ শাহরান ও বনূ নাহিস নুফায়ল ইব্‌ন হাবীব খাসআমীর নেতৃত্বে আবরাহাকে রুখে দাঁড়াল। তাদের সাথে আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও যোগ দিল। আবরাহা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদের পরাজিত করে। নুফায়লকে গ্রেফতার করে হত্যা করতে উদ্যত হলে সে বলল : হে রাজা ! আমাকে হত্যা করবেন না। আরব ভূমিতে আমি আপনার পথ প্রদর্শক হব। আর আমার ডান হাত ও বাম হাত স্বরূপ খাসআম গোত্রের এই দু'টি শাখা আপনার অনুগত থাকবে। এ কথা শুনে আবরাহা তাকে মুক্তি দিল।

নুফায়ল আবরাহার সাথে সাথে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। তায়েফের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বনূ সাকীফ গোত্রের মাসঊদ ইব্‌ন মুআত্তব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন সাকীফ-এর[২] নেতৃত্বে কিছু লোক তার সাথে দেখা করতে গেল।

বনূ সাকীফ গোত্রের পরিচয়

বনূ সাকীফ গোত্রের প্রধান ছিলেন সাকীফ। তাঁর বংশ পরিচয় হলো : সাকীফ ইব্‌ন কাস্‌সী ইবন নাবীত ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইয়াকদুম ইব্‌ন আফসা ইব্‌ন দু'মী ইব্‌ন ইয়াদ ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন মাআদ ইব্‌ন আদনান।

---

১. খাসআম একটি পাহাড়ের নাম। বনূ ইফরিস ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন আফতাল ইব্‌ন আন্মার এই পাহাড়ের পাদদেশে বাস করত বলে তাদের নাম হয়েছে খাসআম। কারো কারো মতে খাসআম অর্থ রক্তপাত। এই গোত্রটি নিজেদের ভেতরে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করার সময়ে রক্তপাতে লিপ্ত হয় বলে এ নামকরণ হয়েছে। আবার কারো কারো মতে খাসআমের তিনটি শাখা। তৃতীয়টির নাম আকলাব।

২. সাকীফ গোত্রটির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে, এরা ইয়াদের বংশধর। আবার কারো কারো মতে কায়সের বংশধর। আবার অন্যদের মতে তারা সামূদ জাতিরই একটি অংশ। মাআমার ইব্‌ন রাশিদ কর্তৃক তাঁর জামে' গ্রন্থে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আবূ রিগাল নামক যে লোকটি আবরাহার পথ প্রদর্শক হয়ে গিয়েছিল, সে ছিল সামূদ বংশোদ্ভূত।

কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবুস সাল্‌ত সাকাফী তার বংশের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন: "আমার গোত্র ইয়াদের বংশধর, যদি তারা কাছে থাকত (এবং হিজায পরিত্যাগ করে এ উদ্দেশ্যে ইরাকে[১] না যেত যে, হিজায ভূখণ্ড তাদের পশুদের জন্য যথেষ্ট ছিল না); যদি তারা নিজ দেশে থাকত, চাই তাদের পশু খাদ্যাভাবে দুর্বল ও কৃশ হয়ে যেত – তা হলে কতই না ভাল হত।"

গোত্রটি এমন যে, তারা সবাই যখন ইরাকে চলে গেল, তখন ইরাকের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি এবং কাগজ-কলম[২] অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষায় নেতৃত্ব তাদেরই দখলে চলে গেল।

তিনি আরো বলেন : "হে লুবায়না ! তুমি যদি আমাকে আমার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস কর, তবে আমি তোমাকে এমন এক সঠিক খবর দেব যে, আমরা হলাম কাস্‌সী ইব্‌ন নাবীত এবং মানসূর ইব্‌ন ইয়াকদুমের বংশধর।

ইব্‌ন হিশাম অবশ্য সাকীফ গোত্রের বংশ পরিচয় দেন এভাবে : সাকীফ ইব্‌ন কাস্‌সী ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন হাওয়াযিন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা ইব্‌ন খাসাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়লান ইব্‌ন মুযার ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন মা'আদ ইব্‌ন আদনান। উপরোক্ত কবিতাংশ দু'টি উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সালত রচিত দু'টি দীর্ঘ কবিতা থেকে গৃহীত।

আবরাহার সাথে বনূ সাকীফের আঁতাত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মাসউদের নেতৃত্বে বনূ সাকীফের যে দলটি আবরাহার সাথে মিলিত হল, তারা আবরাহাকে বলল : হে রাজা ! আমরা আপনার দাস মাত্র। আমরা আপনার সব কথা শুনব ও মানব। কোন কথার বিরোধিতা করব না। এখানকার এই 'আল্লাত' আমাদের উপাসনার ঘর তথা লাত দেবীর ঘর তো আপনার লক্ষ্য নয়, আপনি তো চাইছেন মক্কার উপাসনালয়ে হামলা চালাতে। ঠিক আছে, আমরা আপনার পথপ্রদর্শক হিসাবে একজন লোক সাথে দিচ্ছি। সে আপনাকে কা'বাঘরের পথ দেখাবে। আবরাহা তাদের কথায় সন্তুষ্ট হল এবং তাদের উপর কোন বিরূপ মনোভাব দেখাল না।

উল্লেখ্য যে, 'আল্লাত' হচ্ছে তায়েফবাসীর একটি উপাসনালয়। তারা কা'বার মতই এর প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ফিহরীর কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিটি আমাকে আবূ উবায়দা নাহভী শুনিয়েছেন (বংগানুবাদ) :

"সাকীফ গোত্র তাদের দেবী লাতের কাছে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আশ্রয় নিল।"

---

১. অভাবের কারণে তারা ইরাকে চলে যায় এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করে।

২. অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষা। কুরায়শদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো, তোমরা কোথা থেকে লেখাপড়া শিখলে? তারা বলতো হীরাত থেকে। আর হীরাতবাসী শিখেছিল ইরাকের আম্বার অঞ্চল থেকে।

আবূ রিগাল ও তার কবরে পাথর নিক্ষেপ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর বনূ সাকীফ আবরাহার সাথে আবূ রিগালকে পাঠাল, যাতে সে মক্কার দিকে তাকে পথ দেখিয়ে নেয়। আবরাহা আবূ রিগালকে সাথে নিয়ে অভিযানে এগিয়ে গেল। আবরাহা ও তার দলবল আবূ রিগালের সাথে মুগাম্মাসে এসে যাত্রা বিরতি করল। তখন আবূ রিগাল সেখানে মারা গেল। পরবর্তীকালে আরবরা আবূ রিগালের কবরে পাথর নিক্ষেপ করত এবং আজও মুগাম্মাসে[১] যে কবরটিতে লোকজন পাথর নিক্ষেপ করে থাকে, সেটা আবূ রিগালেরই কবর।

মক্কায় আসওয়াদ ইব্‌ন মাকসূদের লুটপাট

আবরাহা মুগাম্মাসে যাত্রা বিরতি করার সময় আসওয়াদ ইব্‌ন মাকসূদ[২] নামক জনৈক আবিসিনীয় সৈনিককে কতিপয় ঘোড়সওয়ার সমেত পাঠাল।[৩] সে মক্কা পর্যন্ত গিয়ে থামল এবং ফেরার সময় তিহামা উপত্যকার চারণভূমিতে কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের যে সব গবাদিপশু বিচরণ করছিল, তা ধরে নিয়ে এল। এসব পশুর মধ্যে আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের [রাসূল (সা)-এর দাদা] দু'শ উটও ছিল। তিনি ঐ সময় কুরায়শের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও শীর্ষস্থানীয় সরদার ছিলেন। গবাদি পশু ধরে নিয়ে আসার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ঐ এলাকার কুরায়শ, কিনানা ও হুযায়ল গোত্র আবরাহার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা বুঝতে পেরে তারা সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করে।

মক্কায় আবরাহার দূত প্রেরণ

আবরাহা হুনাতা হিময়ারীকে মক্কায় পাঠাবার সময় তাকে বলে দিল যে, প্রথমে মক্কায় সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ও নেতা যিনি, তাঁকে চিনে নিও। তারপর তাঁকে বলেন : "রাজা আপনাকে জানাচ্ছেন যে, আমি আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। এসেছি শুধু কা'বাঘর ধ্বংস করতে। আপনারা যদি আমাকে এ কাজে বাধা না দেন এবং আমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হন, তাহলে আপনাদের রক্তপাতের আমার কোন দরকার নেই। তিনি যদি আমার সাথে যুদ্ধ করতে না চান, তবে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।"

---

১. মুগাম্মাস শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'গুপ্ত' বা গোপন। এটি তায়েফের পথে মক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গা। উঁচুনিচু মাটির ঢিবির মাঝে এবং কাঁটাযুক্ত গাছের ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে জায়গাটা অবস্থিত বলে সম্ভবত এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। আলী ইব্‌ন সাকান থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) মক্কায় অবস্থানকালে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কখনো কখনো এখানে আসতেন। স্থানটি মক্কা থেকে তিন ফারসাখ দূরে অবস্থিত।

২. আসওয়াদ ইবন মাকসুদ ইবনুল হারিস ইবন মুনাব্বিহ ইবন মালিক ইবন কা'ব ইবন আবূ আমর ইবন ইল্লাহ, মতান্তরে উলাহ ইবন খালিদ ইবন মাসহিদ।

৩. ১৩টি হাতি ও একটি বাহিনী সহকারে এই ব্যক্তিকে নাজাশী পাঠিয়েছিলেন। এই ১৩টি হাতির মধ্যে নাজাশীর নিজস্ব হাতি মাহমূদ ছাড়া আর সবকটি ধ্বংস হয়। মাহমূদকে কোনক্রমেই কা'বা অভিমুখে নেয়া সম্ভব হয়নি।

হুনাতা মক্কায় প্রবেশ করে খোঁজ নিয়ে জানল যে, মক্কায় সবচেয়ে সম্মনিত ও মর্যাদাবান নেতা হলেন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম। সে আবদুল মুত্তালিবের কাছে উপস্থিত হল এবং আবরাহা তাকে যা যা বলতে বলেছিল, তা তাকে বলল। তখন আবদুল মুত্তালিব বললেন : "আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তার সাথে যুদ্ধ করতে চাইনা এবং সে ক্ষমতাও আমাদের নেই। এটা আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘর। এটা তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম আলায়হিস সালামের ঘর। ঘরের মালিক সেই আল্লাহ্‌ যদি তাকে বাধা দেন, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। এটা তাঁর নিজের ঘর ও সম্ভ্রমের ব্যাপার। আর যদি তিনি বাধা না দেন, তাহলেও আমাদের কিছু বলার থাকবে না।"

তখন হুনাতা বলল : "আপনি আমার সাথে রাজার কাছে চলুন। কারণ, তিনি আমাকে আদেশ করেছেন আপনাকে সংগে করে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে।" আবদুল মুত্তালিব তাঁর এক পুত্রকে সাথে নিয়ে হুনাতার সাথে আবরাহার নিকট চললেন। আবরাহা বাহিনীর কাছে পৌঁছেই তিনি তাঁর পুরানো বন্ধু যু-নফর সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। বন্দী যু-নফরের সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। আবদুল মুত্তালিব তাকে বললেন : হে যু-নফর ! আমাদের ওপর যে বিপদ নেমে এসেছে, তার প্রতিকারে তোমার দ্বারা কি কোন সাহায্য হতে পারে ? যু-নফর বলল : আমি এমন একজন রাজবন্দী, যে প্রতি মুহূর্তে প্রহর গুণছে, কখন তাকে হত্যা করা হয়। এমন এক রাজবন্দীর কাছ থেকে কি সাহায্যই বা আশা করা যেতে পারে ? আমার সত্যিই তোমাদের এ মুসীবতে কিছু করার নেই। তবে উনায়স নামক একজন মাহুত আছে। সে আমার বন্ধু। তার কাছে আমি বলে পাঠাচ্ছি। তোমার উচ্চ মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে তাকে অবহিত করব এবং রাজার কাছে তোমার বক্তব্য পেশের অনুমতি চেয়ে দিতে তাকে অনুরোধ করব। এমনকি সম্ভব হলে সে যাতে তোমার জন্য সুপারিশও করে, সে জন্য তাকে আবেদন জানাব। আবদুল মুত্তালিব বলল : "এটুকুই যথেষ্ট হবে।" এরপর যু-নফর উনায়সকে বলে পাঠাল : "আবদুল মুত্তালিব হলেন কুরায়শের একচ্ছত্র নেতা, মক্কার বণিক সমাজের সরদার। উপত্যকার মানুষের এবং পাহাড়-পর্বতের বন্য পশুর খাদ্য সরবরাহকারী হিসাবে তিনি খ্যাত। সম্প্রতি যেসব পশু রাজার হস্তগত হয়েছে, তার মধ্যে দু'শ উট আবদুল মুত্তালিবের। সুতরাং তুমি রাজার সাথে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও এবং তাঁর দরবারে তাকে যতটা উপকার করতে পার, কর।" উনায়স বলল : ঠিক আছে। আমি যতটা সম্ভব সাহায্য করব। এরপর উনায়স আবরাহাকে বলল : "হে রাজা ! কুরায়শ প্রধান আপনার দরবারে উপস্থিত। তিনি আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী। তিনি মক্কার বণিকদের দলপতি, উপত্যকার মানুষের এবং পাহাড়-পর্বতের বন্য পশুর খাদ্য সরবরাহকারী। অনুগ্রহপূর্বক তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে তাঁর বক্তব্যে পেশ করতে দিন।" এতে আবরাহা তাঁকে অনুমতি দিল।

আব্‌রাহা ও আবদুল মুত্তালিব

রাবী বলেন : আবদুল মুত্তালিব ছিলেন সে সময়কার সবচেয়ে সুদর্শন, গণ্যমান্য ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। আবরাহা তাঁকে দেখেই এত অভিভূত হয়ে গেল যে, নিজে উচ্চ আসনে

বসে তাঁকে নিচে বসাতে পারল না। আবার আবিসিনীয়রা তাঁকে রাজার সাথে একই আসনে উপবিষ্ট দেখুক এটাও সে ভালো মনে করল না। অগত্যা আবরাহা নিজের রাজকীয় আসন থেকে নেমে নিচের বিছানায় বসল এবং আবদুল মুত্তালিবকে নিজের বিছানার উপর নিজের পাশে বসাল। তারপর স্বীয় দোভাষীকে বলল : তাঁকে বক্তব্য পেশ করতে বল। দোভাষী আদেশ পালন করল। আবদুল মুত্তালিব বললেন : "আমার অনুরোধ শুধু এই যে, আমার যে দুশো উট রাজার কাছে আনা হয়েছে, তা ফেরত দেয়া হোক।" দোভাষী যখন এ কথা আবরাহাকে জানাল, তখন আবরাহা দোভাষীর মাধ্যমে বলল : "তোমাকে প্রথম দৃষ্টিতে যখন দেখেছিলাম, তখন মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে তোমার প্রতি আমার বীতশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। এটা বড়ই বিস্ময়কর যে, তুমি আমার সাথে কেবলমাত্র আমার হস্তগত দুশো উটের দাবি নিয়ে কথা বলছ। অথচ তোমার ও তোমার বাপদাদার ধর্মের কেন্দ্র যে কা'বাঘর, সেটাকে আমি ধ্বংস করতে এসেছি–এ কথা জেনেও তুমি সে সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলছ না!" আবদুল মুত্তালিব তাকে বললেন : আমি শুধু উটেরই মালিক। কা'বাঘরের মালিক আর একজন। তিনিই তাঁর ঘরকে রক্ষা করবেন। আবরাহা বলল, আমার আক্রমণ থেকে তিনি এ ঘরকে রক্ষা করতে পারবেন না। আবদুল মুত্তালিব বললেন : "সেটা আপনার আর কা'বাঘরের মালিকের ব্যাপার।"

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, আবদুল মুত্তালিবের সাথে যে প্রতিনিধি দলটি আবরাহার কাছে গিয়েছিল, তাদের মাঝে বনূ বাকর গোত্রের প্রধান ইয়ামার ইব্‌ন নুফাসা ইবন আদী ইবন দুইল ইবন বকর ইবন মনাত ইবন মিনাজ এবং বনূ হুযায়ল গোত্রের প্রধান খুয়ায়লিদ ইব্‌ন ওয়াসিলা হুযালীও ছিলেন। তারা আবরাহাকে সমগ্র তিহামার (আরব উপদ্বীপের সমুদ্রোপকূলবর্তী উর্বর সমভূমি অঞ্চল) এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দেয়ার প্রস্তাব দিল এ শর্তে যে, সে কা'বাঘর ধ্বংস না করে চলে যাবে কিন্তু আবরাহা তা মানলো না। তবে এ প্রস্তাবের কথাটা কতদূর সত্য, তা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। যা হোক, আবরাহা আবদুল মুত্তালিবের উটগুলো ফিরিয়ে দিল।

আবরাহার বিরুদ্ধে কুরায়শদের আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা

আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সংগীরা আবরাহার কাছ থেকে ফিরে আসলেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব কুরায়শদের কাছে গেলেন এবং তাদের সমস্ত ব্যাপারটা অবহিত করলেন। তিনি তাদের মক্কা থেকে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় ও গোপন গুহাগুলোতে আশ্রয় নিয়ে আবরাহার সৈন্য–সামন্তের সম্ভাব্য অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিলেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব স্বয়ং কুরায়শের একটি দলকে সাথে নিয়ে কা'বার দরজার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে আবরাহা ও তার সৈন্যদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে তাঁর সাহায্য চেয়ে দু'আ করতে লাগলেন। আবদুল মুত্তালিব কা'বার চৌকাঠ ধরে বলতে লাগলেন :

"হে আল্লাহ্ ! একজন সাধারণ দাসও তার দলবলকে রক্ষা করে থাকে। অতএব তুমি তোমার বিধিসম্মত ও ন্যায়সংগত সম্পদ ও লোকজনকে রক্ষা কর। ওদের ক্রুশ ও বলবিক্রম

যেন তোমার শক্তি ও পরাক্রমের ওপর জয়যুক্ত না হয়। আমাদের কিবলাকে তুমি যদি শত্রুর করুণার ওপর ছেড়ে দিতে চাও, তা হলে যা খুশি তা কর।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবিতার এ কয়টা পংক্তিই আমার কাছে বিশুদ্ধভাবে পৌঁছেছে।[১]

ইকরামা ইব্‌ন আমির কর্তৃক আসওয়াদকে অভিসম্পাত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'বার চৌকাঠ ধরে আবদুল মুত্তালিবের ভাতিজা ইকরামা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আবদে মানাফ ইব্‌ন আবদিদ্দার ইব্‌ন কুসাই বলেন :

"হে আল্লাহ্ ! আসওয়াদ ইব্‌ন মাকসূদকে লাঞ্ছিত কর। কেননা গলায় কুরবানীর চিহ্ন লাগানো একশটি উট সে লুটে নিয়ে গেছে। হিরা ও সাবীর পর্বতের মাঝখান থেকে এ লুণ্ঠন সম্পন্ন হয়েছে। এখন একমাত্র বিশাল মরুভূমির চৌহদ্দীতেই ওগুলো আটক থাকতে পারে, যদিও ওগুলো নিয়ে এখন নিছক জুয়ার তামাশাই চলছে। সে এগুলোকে কৃষ্ণকায় অনারব কাফিরদের হাতে সমর্পণ করে ফেলেছে। ওর সকল অভিলাষ তুমি ব্যর্থ করে দাও–হে প্রভু!"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আবদুল মুত্তালিব কা'বার দরজার চৌকাঠ ছেড়ে দিলেন এবং তিনি ও তাঁর কুরায়শ সহচরবৃন্দ পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেখানে বসে তাঁরা দেখতে লাগলেন আবরাহা মক্কায় ঢুকে কি করে।

আবরাহার কা'বা আক্রমণ

পরদিন প্রত্যুষে আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার প্রস্তুতি নিতে লাগল। সে তার হস্তীবাহিনী ও সৈন্যবাহিনীকেও সুসংহত করল। তার হাতির নাম ছিল মাহমূদ। আবরাহার সংকল্প ছিল, কা'বাকে ধ্বংস করে ইয়ামানে ফিরে যাওয়া। হস্তী বাহিনীকে মক্কা অভিমুখে পরিচালিত করলে নুফায়ল ইব্‌ন হাবীব এগিয়ে এলো এবং আবরাহার হাতির পাশে দাঁড়াল। তারপর সে হাতির কান ধরে বলল : "হে মাহমূদ, হাঁটু গেড়ে বসে পড়, নচেৎ যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও। জেনে রেখ, তুমি আল্লাহ্‌র পবিত্র নগরীতে রয়েছ।" তারপর তার কান ছেড়ে দিতেই হাতি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। নুফায়ল ইব্‌ন হাবীব বহু কষ্টে আবরাহার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে বেরিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠল। সৈন্যরা হাতিকে দাঁড় করাতে অনেক মারপিট করল, কিন্তু হাতি দাঁড়াল না। তারপর লোহার হাতিয়ার দিয়ে মাথায় আঘাত করা হল। তাতেও হাতি নড়ল না। তারপর তাঁর শুঁড়ের ভেতর মতান্তরে পেটের ভেতরে আঁকাবাঁকা লাঠি ঢুকিয়ে রক্তাক্ত করে দেয়া হল। তাতেও হাতিকে উঠানো গেল না। তারপর যেই তাকে ইয়ামানের দিকে ফিরতি যাত্রা করার জন্য ধাক্কা দেয়া হল, অমনি সে জোর কদমে ছুটতে লাগল। সিরিয়ার দিকে চালালেও জোরে জোরে চলতে লাগল। আবার যেই মক্কায় দিকে চালানো হল, অমনি বসে পড়ল।[২]

---

১ সুহায়লী এরপর আরো একটি পংক্তি উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে : "ক্রুশের পূজারী ও তার ভক্তদের মুকাবিলায় আজ তোমার পূজারী ও ভক্তদের বিজয় দান কর।"

২ হাতি হাঁটু গেড়ে বসতে পারে না। এখানে হাঁটু গেড়ে বসার অর্থ হচ্ছে মাটিতে শুয়ে পড়া। তবে সুহায়লীর মতে : হাতির একটা বিরল প্রজাতি আছে, উটের মত যা হাঁটু গেড়ে বসতে পারে।

আবরাহা ও তার বাহিনীর ওপর আল্লাহ্‌র শাস্তি

ঠিক এ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রের দিক থেকে এক ধরনের পাখি পাঠালেন। প্রতিটি পাখির সাথে তিনটি করে পাথরের নুড়ি ছিল। একটা তার ঠোঁটে এবং দুটো দুই পায়ে। পাথরগুলো ছিল মটর কলাই ও ডালের মত ছোট। যার গায়েই পাথর পড়তে লাগল, সেই তৎক্ষণাৎ মরতে লাগল। কিন্তু সবার গায়ে তা পড়েনি। অনেকেই পালিয়ে যেখান থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে যেতে লাগল। সবাই নুফায়ল ইব্‌ন হাবীবকে খুঁজতে লাগল, যাতে সে তাদের ইয়ামানের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। নুফায়ল আল্লাহ্‌র আযাব নামতে দেখে বলল :

"এখন আল্লাহ্ নিজেই অপরাধীকে খুঁজছেন, কাজেই পালাবার উপায় নেই। নাক-কাটা আবরাহা আজ আর বিজয়ী হতে পারবে না, তাকে হারতেই হবে।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, নুফায়ল আরো আবৃত্তি করল :

"হে রুদায়না (মহিলার নাম), তুমি আমাদের পক্ষ থেকে মুবারকবাদ নাও। সকালবেলা আমরা তোমার ও তোমার লোকদের সাথে সুখেই ছিলাম।

"ওহে রুদায়না ! আমরা মুহাস্‌সাবের কাছে যে দৃশ্য দেখলাম, তা যদি তুমি দেখতে, তাহলে আমি যা করেছি তার জন্য আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করতে না, বরং প্রশংসা করতে। আর আমরা যা হারিয়েছি সেজন্য আক্ষেপও করতে না।

"এক-একটি পাখি যেভাবে আমাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করছিল, তা দেখে আমি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলাম এবং আমি ভয়ও করছিলাম যে, আমাদের ওপরও পাথর নিক্ষেপ হয় কিনা !

"বাহিনীর সকলে কেবল নুফায়লকে খোঁজে। ভাবখানা এমন, যেন আবিসিনীয়দের কাছে আমি ঋণী।"

এরপর আবরাহার সৈন্যরা পড়ি কি মরি করে যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল এবং যত্রতত্র মরে পড়ে থাকতে লাগল। আবরাহার শরীরে একটা পাথর লাগলে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ পচে পচে খসে পড়তে লাগল। এক-এক টুকরো খসে পড়ে গেলে, বাকী অংশ থেকেও রক্ত ও পুঁজ পড়তে থাকল। তার সৈন্যরা তাকে ইয়ামানে নিয়ে গেল। সে যখন সানায় পৌঁছল, তখন একটা পাখির শাবকের চেয়ে বেশি মাংস তার দেহে অবশিষ্ট ছিল না। এরপর তার বুক ফেটে যখন হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে পড়ল, তখনই তার মৃত্যু হল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াকূব ইব্‌ন উতবা জানিয়েছেন যে, ঐ বছরই সর্ব প্রথম আরব ভূখণ্ডে হাম ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং ঐ বছরই সর্বপ্রথম হানযাল, হারমাল ও উশার প্রভৃতি গাছে তিক্ত স্বাদযুক্ত ফল ধরে।

আল্লাহ্ হাতির ঘটনা ও কুরায়শদের ওপর নিজের কৃপার কথা স্মরণ করিয়ে দেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর যখন আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা)-কে নবুয়ওত দান করেন, তখন তিনি কুরায়শদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আবিসিনীয়দের আগ্রাসন থেকে তাদের রক্ষা করে তিনি তাদের উপর বিরাট করুণা ও অনুগ্রহ করেছেন এবং কুরায়শদের নিজস্ব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বহাল রাখতে সাহায্য করেছেন। তিনি বলেন :

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ط اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۙ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۙ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوْلٍ ع

"তুমি কি দেখনি, তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন ? তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করে। তারপর তিনি তাদের ভক্ষিত তৃণের মত করেন।" (১০৫ : ১-৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন :

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ج فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ع

"যেহেতু কুরায়শদের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের। তারা ইবাদত করুক এ ঘরের রক্ষকের, যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন।" (১০৬ : ১-৪)

অর্থাৎ এই ব্যাপারে নিরাপত্তা দিয়েছেন যে, তারা আগে যে অবস্থায় ছিল, তাতে কোন পরিবর্তন আসবে না। আর এটা করেছেন এ জন্য যে, তাদের জন্য অচিরেই যে কল্যাণের ব্যবস্থা করেছেন, তা যেন তারা ভোগ করতে সক্ষম হয়, যদি তা তারা গ্রহণ করে (অর্থাৎ নবুয়ওত ও ইসলাম)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবাবীল শব্দের আভিধানিক অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে। এটি বহুবচন। এ শব্দটির একবচন ব্যবহৃত হয় না। আর সিজ্জীল অর্থ মাটি ও পাথর মিশ্রণে যে পাথর তৈরি হয় তার ভীষণ শক্ত রূপ। কোন কোন তাফসীরকার বলেন ফার্সীতে এটি সাহাজ ও জীল দুটি শব্দ, আরবিতে এক শব্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আবূ উবায়দা বলেন : আসকে উসাফা ও আসীফাও বলা হয়। বনু রবী'আ ইবন মালিক ইবন যায়দ মানাত ইবন তামীমের আলকামা ইবন আবাদা বলেন : "আসীফা বা পাতার ভারে নতমুখী শাখা পানি সিঞ্চিত করে।" রাজিয তাকে 'আস-সিমাকুল' বা ভক্ষিত তৃণের মত করেছেন। এটি তার একটি কবিতার অংশ। ইবন হিশাম বলেন : নাহু শাস্ত্রে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। 'ইলাফ' অর্থ গ্রীষ্মে ও শীতকালের দুই সফরে

সিরিয়া যাত্রা। আবু যায়দ আনসারী বলেন : "আররা আলিফাত ও ইলাফ একই অর্থে ব্যবহার করেন। "যুর-রুম্মা বলেন : "বালুর আকর্ষণ পাথুরে ভূমিতে দুপুরের রোদে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে।" এটি তার এক কবিতার অংশ। মাতরূদ ইবন কা'ব খুযায়ী ইলাফের আরেক অর্থ হলো : নি'আমতপ্রাপ্তরা বলল তারাগুলো পরিবর্তিত হয় এবং পসন্দনীয় সফরের জন্য কাফেলাগুলো যাত্রা করে। বনূ যায়দ ইবন খুযায়মা ইবন মুদরিকা ইবন ইলয়াস ইবন মুযার ইবন নিযার ইবন মা'আদের কুমায়ত ইবন যায়দ বলেন : "এ বছরেই এক হাজার উটের আগ্রহীরা (উটের দুর্বলতার জন্য) পায়ে হেঁটে চলে। কুমায়তের আরেকটি কবিতায় গোত্রের সংখ্যা এক হাজারে উন্নীত হওয়াকে 'ইলাফ' বলেছেন। এটি তার এক অংশবিশেষ। ইলাফের আরেক অর্থ দুটি বস্তুকে একত্রিত করা। এর আরেকটি অর্থ এক লক্ষের চেয়ে কম হওয়া। আর আস্‌ফ হচ্ছে শস্য বৃক্ষের পাতা, যা কাটা হয়নি। আর ইলাফ অর্থ আসক্ত হওয়া। কারো কারো মতে : ইলাফ অর্থ আল্‌ফ অর্থাৎ হাজার উটের মালিক হওয়া। বিশিষ্ট কবি যুররুম্মা প্রথম অর্থে এবং কুমায়ত ইব্‌ন যায়দ দ্বিতীয় অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। বইয়া ইবন আজ্জাজ বলেন : "হাতির বাহিনীর ওপর যা নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাদের প্রতিও তাই নিক্ষেপ করা হয়। তাদের ওপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করা হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি তাদেরকে নিয়ে খেলছিল।" এটি তার একটি কবিতার অংশ।

হাতির মাহুত ও সেনাপতির পরিণতি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবরাহার হাতির মাহুত ও হাতিবাহিনীর সেনাপতি এ দু'জনকে আমি অন্ধ ও পঙ্গু অবস্থায় মক্কায় মানুষের কাছ থেকে খাবার চেয়ে চেয়ে খেতে দেখেছি।

হাতির ঘটনা সম্পর্কে আরব কবিদের কবিতাসমূহ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন আবিসিনীয় সৈন্যদের মক্কা থেকে বিতাড়িত করলেন এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলেন, তখন সমগ্র আরব জাতির চোখে কুরায়শদের মর্যাদা বেড়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল যে, কুরায়শ গোত্র আল্লাহ্‌র প্রিয়। আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং শত্রুদের থেকে তাদের রক্ষা করেছেন। এ ব্যাপারে আরব কবিরা বহু কবিতা রচনা করেছেন, যার প্রধান বক্তব্য ছিল, আবিসিনীয়দের ওপর আল্লাহ্‌র শাস্তি অবতরণ এবং কুরায়শ গোত্রের বিরুদ্ধে তাদের সকল দুরভিসন্ধি নস্যাৎ হয়ে যাওয়া।

কবি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাবআরীর কবিতার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ

"দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ আল্লাহ্‌র ঘরের দুশমনরা বিতাড়িত হয়েছে। কারণ প্রাচীনকাল থেকেই মক্কার অধিবাসীদেরকে কেউ পদানত করতে পারেনি। নিষিদ্ধ রাতগুলোতে শে'রা

নক্ষত্র সৃষ্টি হয়নি। কেননা ঐ সব নিষিদ্ধ রাতকে সৃষ্টিজগতের কোন পরাক্রান্ত সত্তাই করায়ত্ত করতে পারে না। সেনাপতি (আবরাহা)-কে জিজ্ঞেস কর, সে কি দেখেছে ? যারা জানে, তারা অজ্ঞলোকদের জানাবে। ষাট হাজার হানাদার (আবরাহার সৈন্য) স্বদেশে ফিরে যেতে পারেনি, আর যে রুগ্ন লোকটি (অর্থাৎ আবরাহা নিজে), সেও বাঁচতে পারেনি। এ ভূখণ্ডে ইতিপূর্বে 'আদ ও জুরহুম বাস করেছে। সকল বান্দার উপরে থেকে আল্লাহ্ এ ভূখণ্ডকে দেখাশুনা করেন।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উল্লিখিত কবিতায় 'রুগ্ন ব্যক্তি' বলে আবরাহাকে বুঝানো হয়েছে। সে পাখির পাথরে আহত হয় এবং সৈন্যরা তাকে সানায় নিয়ে গেলে সেখানে সে মারা যায়।

আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাত ইবন জুশাম ইবন ওয়ায়ল ইবন যায়দ ইবন কায়স ইবন মুররাহ ইবন মালিক ইবন আওস যার নাম ছিল সায়ফী, তিনি বলেন

আবিসিনীয়দের হাতির পালের আগমনের বিশেষ ঘটনা এই যে, হাতিটাকে যতই উঠানোর চেষ্টা করা হয়েছে, ততই সে মাটি আঁকড়ে পড়ে থেকেছে। এ বাহিনীর আঁকা বাঁকা লাঠি দিয়ে তার পেটে আঘাত করা হয়েছ, তার নাককে আহত করা হয়েছে, তথাপি সে অনড় অবস্থায় রয়েছে। সৈন্যরা ছুরি দিয়ে তাকে আঘাত করে আহত করেছে। অবশেষে সে পিছু হটে গেছে। আর যালিম শাস্তি লাভ করেছে। আল্লাহ্ তাদের ওপর আকাশ থেকে এক আযাব পাঠালেন, ছোট ছোট ভেড়ার পালকে যেমন মেরে স্তূপ করা হয়, সেভাবে তাদের স্তূপ করা হল। তাদের ধর্মীয় গুরুরা তাদের ধৈর্যধারণ করতে বলে, কিন্তু তারা (আল্লাহ্‌র আযাবে দিশাহারা হয়ে) ভেড়ার মত চেঁচায়।

ইবন হিশাম বলেন : উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সালতও এ ব্যাপারে কবিতা লিখেছেন।

ইবন ইসহাক বলেন : আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাতের আর একটি কবিতা নিম্নরূপ :

"ওঠো তোমাদের রবের জন্য সালাত আদায় কর এবং কঠিন পর্বতের মাঝে অবস্থিত ঘরের বরকতময় কোণা স্পর্শ কর। কারণ এ ঘরের জন্য তোমাদের নিশ্চিতভাবে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আবূ ইয়াকসুম (অর্থাৎ আবরাহা) বহু সৈন্যের পথ-প্রদর্শক। তার ঘোড়সওয়ার বাহিনী সমতলভূমিতে আর পদাতিকরা পাহাড়-পর্বতের শীর্ষদেশে। এরপর যেই আরশের অধিপতির সাহায্য তোমাদের কাছে এল, অমনি রাজার বাহিনীকে তা বিতাড়িত করল। কতককে মাটির নীচে চাপা দিল। আর কতককে পাথর দিয়ে আঘাত করল। তারপর তারা দ্রুত পেছন ফিরে পালাল। কিন্তু তারা তাদের আবিসিনীয় স্বজনদের কাছে ফিরে যেতে পারল না।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই কবিতায় উল্লিখিত আবূ ইয়াকসুম আবরাহার উপনাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ তালিবের বড় ছেলে তালিবের (ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিনা জানা যায় না) কবিতার একাংশ নিম্নরূপ :

"তোমরা কি জান না, দাহিসের যুদ্ধে এবং আবূ ইয়াকসুমের সেনাবাহিনীতে কি ঘটেছিল? যখন তারা অসংখ্য সৈন্য দিয়ে পার্বত্য উপত্যকাগুলো ভরে দিয়েছিল ?

একমাত্র আল্লাহ্ যদি রক্ষা না করতেন, তাহলে তোমরা একটা মেষ শাবকও রক্ষা করতে পারতে না।"

ইব্ন হিশাম বলেন : বদর যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি যে কবিতা আবৃত্তি করেন, এটি তারই অংশবিশেষ।

কবি উমাইয়া ইব্ন আবূ সালত ইব্ন আবূ রবীয়া সাকাফী হাতি বাহিনীর আগ্রাসন সম্পর্কে যে কবিতা আবৃত্তি করেন, তাতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একত্ববাদী মতাদর্শেরও উল্লেখ রয়েছে। তার কবিতা হলো :

"আমাদের রবের নিদর্শনাবলী এত উজ্জ্বল যে, সে সম্পর্কে কট্টর কাফির ছাড়া আর কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না। তিনি দিন ও রাতকে সৃষ্টি করেছেন, দুটোরই অস্তিত্ব সুস্পষ্ট এবং উভয়ের হিসাব-নিকাশ সুনিয়ন্ত্রিত।

"পরম দয়ালু রব সূর্য দিয়ে দিনকে দেদীপ্যমান করেন, সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে দেন। তিনিই মুগাম্মাসে হাতিকে আটকান; এমনকি মনে হতে লাগল যে, তার পা কাটা গেছে। (আটকা পড়ার কারণে) হাতি কাবকাব পর্বতের পাথর যেমন নিচে গড়িয়ে পড়ে, তেমনি মাটির উপর নেতিয়ে পড়ল। তার চারপাশে কিন্দার দুর্ধর্ষ ও শক্তিমান রাজারা ঈগলের মত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তারা সবাই হাতিকে (ঐ অবস্থায় রেখে) ভয়ে পালিয়ে গেল। ত্রস্ততার কারণে সকলের পায়ের হাড় ভেংগে গেছে।

"কিয়ামতের দিন সকল ধর্মই আল্লাহ্র কাছে বাতিল, হযরত ইবরাহীমের একত্ববাদী ধর্ম ছাড়া।"

কবি ফারাযদাক কবিতার একাংশ :

"হাজ্জাজ ইব্ন ইউসূফ প্রাচূর্যের অহংকারে স্বৈরাচারী সেজে বলল : আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাব। কিন্তু তার সে উক্তি হযরত নূহের ছেলে কিনানের সে কথার মতই যে, আমি পাহাড়ে চড়ে পানি থেকে বেঁচে যাব। আল্লাহ্ কিনানের দেহকে এমনভাবে ছুঁড়ে মেরেছেন, যেভাবে অহংকারী হাতির বাহিনীকে খড়কুটোর মত ছুঁড়ে মেরেছেন। হাতি পরিচালনাকারী বাহিনীকে আল্লাহ্ ধ্বংস করলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের ধুলোতে পরিণত করলেন, অথচ তারা ছিল ভীষণ অহংকারী। তোমাকে (সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিককে) সাহায্য করা হয়েছে, যেমন কা'বা শরীফকে সাহায্য করা হয়েছিল।"

ফারাযদাক হলেন হাম্মাম ইব্ন গালিব। তিনি মুজাশি' ইব্ন দারিম ইব্ন মালিক ইব্ন হানযালা ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীম বংশোদ্ভূত। তিনি সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের প্রশংসা, হাজ্জাজ ইব্ন ইউসূফের কুৎসা, আবরাহা এবং তার হস্তীবাহিনীর কথা উল্লেখ করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আবরাহার নিন্দা করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স আর-রুকিয়াতও একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। ইনি বনূ আমির ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিবের বংশোদ্ভূত। তিনি আবরাহার ঘটনার উল্লেখ করে বলেন :

"কা'বার নিকটবর্তী হয়েছিল আশরাম (আবরাহা) হাতি নিয়ে, কিন্তু সে পালাল এবং তার বাহিনী পরাভূত হল। তাদের ওপর পাথর নিয়ে পাখি জানদাল নামক স্থানে আক্রমণ করল। ফলে সেই বাহিনী প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হল। বস্তুত কা'বার ওপর যে মানুষই হামলার অপচেষ্টা চালায় তাকে ধিক্কৃত, নিন্দিত ও পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে হয়।"

এ কবিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়সের কাসীদা থেকে গৃহীত।

আবরাহার মৃত্যুর পর তার পুত্রদ্বয়ের রাজত্ব

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবরাহার মৃত্যুর পর ইয়াকসুম ইব্ন আবরাহা এবং তারপর তার ভাই মাসরূক ইব্ন আবরাহা ইয়ামানে হাবশীদের বাদশাহ হন।

সায়ফ ইব্ন যূ-ইয়াযানের বিদ্রোহ ও ওহরিযের রাজত্ব লাভ

ইয়ামানবাসীর ওপর আবিসিনীয় শাসকদের যুলুম-নির্যাতন যখন দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিল, তখন সায়ফ ইব্ন যূ-ইয়াযান হিময়ারী ওরফে আবূ মুররাহ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সে রোম সম্রাট সীজারের কাছে উপস্থিত হয়ে আবিসিনীয়দের যুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। সে সম্রাটকে বলল : আমাদের এই দুঃসহ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন এবং আপনি নিজেই ওদের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং রোম থেকে অন্য যে কোন লোককে ইয়ামানের শাসক করে পাঠান। কিন্তু রোম সম্রাট তার অভিযোগে কর্ণপাত করলেন না। ফলে, সে নুমান ইব্ন মুনযিরের কাছে গেল। তিনি হীরাতে ইরান সম্রাটের গভর্নর ছিলেন এবং সেই সাথে এর সন্নিহিত ইরাকী অঞ্চলও তার শাসনাধীন ছিল। নুমানের কাছে আবিসিনীয়দের যুলুমের কথা জানালে নুমান বলল : আমি প্রতি বছর একবার ইরান সম্রাটের সাথে দেখা করে থাকি। তুমি এখানে অবস্থান কর ও সেই সময়ের অপেক্ষা কর। সায়ফ তাই করল। তারপর যথাসময়ে তাকে নিয়ে পারস্য সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হল। পারস্য সম্রাট স্বীয় রাজসভায় বসতেন। সেখানে তার বিশালকায় মুকুট[১] থাকতো। এই মুকুট ৩৩মণ (অর্থাৎ ২৬০ দিরহাম) ওজনের জিনিস মাপার 'কানকাল'-এর সমান ছিল বলে কথিত আছে। তাতে মণি-মুক্তা ও সোনা-রূপা খচিত ছিল। একটি সোনার শিকল দিয়ে তা লটকানো থাকত এবং তা ঐ মজলিসের একটি

১. কথিত আছে : এ মুকুটটি সম্রাট ইয়াদগিরদ ইব্ন শাহরিয়ারের পরাজয়ের পর তার কাছ থেকে ছিনিয়ে হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে অর্পণ করা হয়। ইয়াযদগিরদ এটি পেয়েছিল তার দাদা নওশেরওয়াঁ থেকে। হযরত উমর (রা) এই মুকুট বিশিষ্ট সাহাবী সুরাকা ইব্ন মালিক মুদলিজীর মাথায় পরিয়ে দেন। তারপর তাকে বলেন : বল, আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি রাজাধিরাজ পারস্য সম্রাটের মুকুট ছিনিয়ে আনলেন এবং তা বনূ মুদলিজের বেদুঈন সুরাকার মাথায় স্থাপন করলেন। আর এটা ইসলামের গৌরব ও বরকত, আমাদের শক্তিতে নয়। হযরত উমর (রা) এটা সুরাকাকে এজন্য দিলেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুরাকাকে বলেছিলেন : "হে সুরাকা, ইরান সম্রাটের মুকুট যদি তোমার মাথায় পরানো হয়, তাহলে তোমার কেমন লাগবে?"

তাকের সাথে যুক্ত ছিল। সম্রাট এই মুকুটের ভার মাথায় বহন করতে সক্ষম ছিলেন না। মজলিসে বসার সময় তিনি কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতেন। তারপর নিজের কাপড়ে ঢাকা মাথাকে ঝুলন্ত মুকুটের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখতেন। তারপর মজলিসের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড শুরু হলে তিনি মাথার কাপড় খুলে ফেলতেন। তখন তাকে এমন ভয়ংকর দেখাত যে, যে ব্যক্তি তাকে আগে কখনো দেখেনি, সে দেখামাত্র ভয়ে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করত। সায়ফ ইব্‌ন যূ-ইয়াযানও তার দরবারে গিয়ে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করল।

সায়ফের প্রতি পারস্য সম্রাটের সাহায্য

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন যে, যখন সায়ফ ইব্‌ন যূ-ইয়াযান পারস্য সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করল, তখন মাথা নিচু করল। সম্রাট তা দেখে বললেন : এই নির্বোধ লোকটা এত উঁচু দরজা দিয়ে আমার দরবারে প্রবেশ করার সময়ও কেন মাথা নিচু করল? সায়ফকে সম্রাট যা বলেছেন, তা জানান হলে সে বলল : আমার দুশ্চিন্তার কারণেই এটা করেছি। কারণ মনে দুশ্চিন্তা থাকলে দুনিয়ার সব কিছুই ছোট ও সংকীর্ণ মনে হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর সে সম্রাটকে বলল : হে সম্রাট! আমাদের দেশে বিদেশী হানাদাররা চড়াও হয়েছে। পারস্য সম্রাট বললেন : তারা কোন দেশী, আবিসিনীয়, না সিন্ধী? সে বলল আবিসিনীয়। আমি এসেছি আপনার সাহায্য চাইতে। আমার দেশকে আপনি নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিন। সম্রাট বললেন : তোমার দেশ আমার সাম্রাজ্যের সীমানা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত; অথচ তা তেমন সম্পদশালী নয়। এমতাবস্থায় আমি সুদূর পারস্য থেকে আরবে সেনাবাহিনী পাঠাতে চাই না। আমার এর প্রয়োজনও নেই। তারপর তাকে দশ হাজার দিরহাম সাহায্য দিলেন। কিছু উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদও দিলেন। সায়ফ এ দশ হাজার দিরহাম নিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে সেখানেই জনসাধারণের মধ্য বিতরণ করা শুরু করল। এ খবর সম্রাটের কানে গেলে তিনি বললেন : এতো একটা অসাধারণ মানুষ দেখছি! তারপর তাকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন : তুমি রাজার কাছ থেকে সাহায্য নিতে এসেছ, অথচ সাহায্য পেয়ে তা রাজার লোকদের মধ্যেই বন্টন করছ? সায়ফ বলল : এসব দিয়ে আমি কি করব ? আমি যে দেশ থেকে এসেছি তার পাহাড়-পর্বত সোনা-রূপায় পরিপূর্ণ। আমি সেই সম্পদের প্রতিই অধিকতর আগ্রহী। এ কথা শুনে সম্রাট তার উযীর-নাযীর ও সভাসদদের ডাকলেন এবং তাদেরকে বললেন : এই লোক যে পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং যে উদ্দেশ্যে এসেছে, সে সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? তাদের একজন বললেন : হে সম্রাট! আপনার কারাগারে অনেক বন্দী আছে, যাদেরকে আপনি হত্যা করার জন্য আটকে রেখেছেন। ওদেরকে এ ব্যক্তির সাথে পাঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না। ওরা যদি যুদ্ধ করে মারা পড়ে, তাহলে আপনি

ওদের যে পরিণতি চেয়েছিলেন, সেটাই সফল হবে। আর যদি তারা বিজয়ী হয়, তা হলে আপনার রাজ্যের সীমানা কিছুটা বাড়বে। পারস্য সম্রাট এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং সমস্ত কারাবন্দীকে সায়ফের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। এদের মোট সংখ্যা ছিল আটশত।

সায়ফের বিজয়

সম্রাট ওয়াহরিয নামক একজন বন্দীকে অন্য সকল বন্দীর সেনাপতি বানিয়ে দিলেন। সে ছিল সকলের মাঝে প্রবীণ এবং সম্ভ্রান্ত। তারা আটটি জাহাজে করে রওয়ানা দিল। পথে দুটো জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেল। বাকী ছয়টি জাহাজ এসে উপকূলে ভিড়ল।[১] তারপর সায়ফ নিজের গোত্রের যত বেশি সম্ভব লোকজনকে ওয়াহরিযের হাতে ন্যস্ত করল এবং তাকে বলল : আমার জনশক্তিকে তোমার জনশক্তির সাথে সংযুক্ত করে দিলাম; যতক্ষণ না আমরা সবাই বিজয়ী হব অথবা সবাই মারা যাব। ওয়াহরিয বলল : ঠিকই বলেছেন। এ সময় ইয়ামানের রাজা আবরাহার ছেলে মাসরূক সসৈন্যে এসে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হল। ওয়াহরিয তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিজের এক ছেলেকে পাঠাল। তার উদ্দেশ্য ছিল মাসরূকের বাহিনীর রণদক্ষতা পরখ করা। কিন্তু ওয়াহরিযের ছেলে যুদ্ধে নিহত হল। এতে তার ক্রোধ আরো বেড়ে গেল। তারপর যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল, তখন ওয়াহরিয বলল : প্রতিপক্ষের রাজাকে দেখিয়ে দাও। সৈন্যরা বলল : হাতির পিঠে এক ব্যক্তিকে দেখছেন না, যার মাথায় মুকুট রয়েছে এবং তার দুই চোখের মাঝখানে একটি লাল মুক্তা রয়েছে? সে বলল : হ্যাঁ, দেখেছি। সৈন্যরা বলল : ঐ লোকটিই ওদের রাজা। এরপর সে সৈন্যদের বলল : তোমরা ওকে এড়িয়ে চল। ফলে, সৈন্যরা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করল। এরপর সে জিজ্ঞেস করল : এখন দেখ তো, সে কিসের উপর আরোহণ করে আছে? সৈন্যরা বলল : সেতো এখন ঘোড়ার পিঠে। ওয়াহরিয বলল : তোমরা ওকে এড়িয়ে চল। এরপর সৈন্যরা দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় রইল। কিছুক্ষণ পর ওয়াহরিয বলল : এখন দেখ তো, সে কিসের পিঠের ওপর? তারা বলল, এখন সে খচ্চরের পিঠে বসে রয়েছে। ওয়াহরিয বলল : খচ্চর তো গাধার বাচ্চা, সে যখন গাধার বাচ্চার পিঠে চড়েছে, তখন তার পতন ও তার রাজত্বের অবসান আসন্ন। আমি তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ব। এরপর যদি দেখ, ইয়ামানরাজের সহচররা ছুটাছুটি করছে না, তাহলে তোমরা আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত স্থির হয়ে থাকবে। কেননা রাজার সহচরদের স্থির থাকার অর্থ এই যে, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আর যদি দেখ যে, রাজার বাহিনী তার চারপাশে বৃত্তের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের উৎসাহে ভাটা পড়েছে, তাহলে বুঝবে যে, আমার তীর লক্ষ্যভেদ করেছে এবং তোমরা তৎক্ষণাৎ তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। এরপর সে ধনুক সংযোজন

১. ঐতিহাসিক ইব্‌ন কুতায়বা লিখেছেন যে, সায়ফের বাহিনীতে সাড়ে সাত হাজার সৈনিক ছিল। এর সাথে বহু আরব গোত্র যোগ দিয়েছিল।

করল এবং আবরাহার ছেলে ইয়ামান রাজ মাসরূকের দুই চোখের মধ্যবর্তী মুক্তাটি লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। তীরটি মাথার অভ্যন্তরে ঢুকে পেছনে দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। মাসরূক তার সওয়ারী জন্তুর পিঠের ওপর থেকে পড়ে গেল এবং আবিসিনীয় সৈন্যরা তাকে ঘিরে মাতম করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ তাদের ওপর পারসিক বাহিনী হামলা চালাল। ফলে হাবশীরা পরাজিত হল। তাদের অনেকে নিহত হল এবং অন্যরা দিগ্বিদিক দিশেহারা হয়ে পালাল। এরপর ওয়াহরিযের নেতৃত্বে তার বাহিনী সানা শহরের প্রবেশদ্বার ভেংগে সেখানে প্রবেশ করল এবং তাদের বিজয় নিশান উড়িয়ে দিল।

এ ঘটনা উপলক্ষে সায়ফ ইবন যূ-ইয়াযান হিময়ারী বিজয়গাথা রচনা করেন। যা নিম্নরূপ :

"লোকেরা ভেবেছিল রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। অথচ এ গুজবের কারণে ক্ষোভ আরো বেড়েছে। আমরা মাসরূক রাজাকে হত্যা করেছি এবং উপত্যকাকে রক্তে রঞ্জিত করেছি। এখন জনগণের রাজা হলেন ওয়াহরিয। তিনি পানি মিশ্রিত মদ পান করেন, যতক্ষণ বন্দী ও সম্পদ হস্তগত না করেন :

ইবন হিশাম বলেন : আমার নিকট খাল্লাদ ইবন কুরবাতুস সাদূসী-এর শেষের অংশ বনূ কায়স ইবন সালাবা গোত্রের আশা-র। তবে অন্যান্যরা তা অস্বীকার করেন।

কবি আবূ সালত যে কবিতা রচনা করেন, তাতে তিনি সায়ফ ইব্ন যূ-ইয়াযানের রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের কাছে গিয়ে সাহায্য আনার সাহসী ভূমিকা এবং পারসিক বাহিনীর রণনৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ইব্ন ইসহাকের মতে কবি আবূ সালত ইব্ন আবূ রবীআ সাকাফী এবং ইব্ন হিশামের মতে উমাইয়া ইব্ন আবূ সালত বলেন :

"সায়ফ ইব্ন যূ-ইয়াযানের মত লোকদের জন্য প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প করা শোভা পায়, যিনি শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বছরের পর বছর ধরে সমুদ্রের পাড়ে লুকিয়ে থাকেন। যখন তার ভ্রমণের সময় সমাগত হল, তখন তিনি রোম সম্রাটের কাছে গেলেন, কিন্তু তার কাছে যা চাইলেন তার কিছুই পেলেন না। এর দশ বছর পর তিনি পারস্যের সম্রাটের দিকে ঝুঁকলেন, নিজের ব্যক্তিগত সম্মান ও আর্থিক ক্ষতির বিনিময়ে। অবশেষে সেই চির স্বাধীনদের বংশধরদের কাছে গেলেন তাদেরকে শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে। আমার জীবনের শপথ! আপনি খুবই দ্রুত প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন। সেই বাহিনীটি তখন বিস্ময়করভাবে অভিযানে বেরুল যে, মনুষ্য সমাজে আমি তাদের সমতুল্য কাউকে দেখিনি। তারা সম্ভ্রান্ত, মহানুভব, লৌহ কঠিন সংকল্পে উজ্জীবিত, দুর্ধর্ষ দক্ষ তীরচালক, ঘন জংগলে শাবকদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দানকারী শার্দুলের দল, এমন বিশাল বিশাল দেহ নিয়ে তারা লড়াই করে যে, মনে হয় শুকনো বাঁশের ওপর হাওদার কাঠ যা অতি দ্রুততার সাথে লক্ষ্যভেদ করছে। আপনি (হে ইবন যু-ইয়াযান), একদল সিংহ পাঠিয়েছেন কালো কুকুরগুলোর ওপর। ফলে তাদের পলায়নপর বাহিনী ভূমিতে পরাভূত হয়েছে। অতত্রব আপনি সানন্দে

হেলান দিয়ে মাথায় মুকুট পরে গুমদানের[১] শীর্ষে গিয়ে মদ পান করুন, যা আপনার একান্ত বৈধ ভবনে পরিণত হয়েছে! তুমি সানন্দে মদ পান কর, কারণ শত্রুরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তুমি উল্লাস কর ও গর্ব কর। এ হলো মহৎ গুণাবলী, পানি মিশ্রিত দুধের সেই দু'টি পাত্র নয়, যা একটু পরে পেশাবের পাত্রে পরিণত হয়ে গেছে।"

ইব্‌ন হিশামের মতে শেষোক্ত লাইনটি অর্থাৎ "এ হলো মহৎ গুণাবলী ... ... আবূ সালতের নয় বরং নাবেগা জা'দীর রচিত। নাবেগার আসল নাম হলো কায়স ইবন আবদুল্লাহ, অন্যমতে : হিব্বান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স। তিনি বনূ জা'দা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'সা'আ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন বাকর ইবন হাওয়াযিনের অন্তর্ভুক্ত এবং কবিতার এ লাইনটি তার রচিত একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আদী ইব্‌ন যায়দ হীরী, যিনি বনূ তামীমের লোক ছিলেন, নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন।

ইব্‌ন হিশামের মতে : তিনি বনূ তামীমের বনূ ইমরুল কায়স ইব্‌ন যায়দ মানাত শাখার অন্তর্ভুক্ত। কারো কারো মতে, আদী হীরার অধিবাসীদের মধ্য থেকে ইবাদ নামক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

"সানা শহর তৈরির পর কী হলো, যা প্রচুর প্রতিভার অধিকারী শাসকবর্গ গড়ে তুলেছিল? যারা এগুলো নির্মাণ করেছিলেন, তারা এগুলোকে আকাশের বিক্ষিপ্ত মেঘমালা পর্যন্ত উন্নীত করেছিলেন এবং এখন তার সুউচ্চ কক্ষগুলোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বিরাজমান। সেই কক্ষগুলো চারদিক থেকে পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত এবং চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ। আর সেগুলোর সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায় না। হুতুম পেঁচার ডাকও সেখানে ভালো লাগে, যখন সন্ধ্যাবেলায় তার পাশাপাশি সাইরেন বাজানো হয়। এখানকার সকল উপকরণ, স্বাধীনচেতা বাহিনীর লোকদের এদিকে আকৃষ্ট করেছে। আর অশ্বারোহীরা এর শোভা বর্ধন করেছে।

"মৃতপ্রায় ভারবাহী খচ্চরগুলোকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে, আর গাধার বাচ্চাগুলো তাদের সাথে ছুটে চলেছে। অবশেষে রাজণ্যবর্গ দুর্গের ওপর থেকে তাদের প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা অশ্বরোহী বাহিনীকে দেখতে পেলেন। যেদিন বর্বর ও ইয়াকসুমীদের এ বলে ডাকা হচ্ছিল যে, তাদের কোন পলায়নকারী পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। আর সেদিনটি ছিল এমন, যা (সায়ফ ও পারসিকদের) অবশিষ্ট রেখেছে এবং যারা আগে ক্ষমতায় ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল, তাদের ধ্বংস করেছে। আর সেদিন ব্যক্তি দলে পরিণত হয়েছিল এবং দিলগুলো বহু আজব ঘটনার

---

১. গুমদান-ইয়াশরাহ ইব্‌ন ইয়াহসাব কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাচীন রাজ প্রাসাদ। এর চারটি অংশ চার রঙের—সাদা, লাল, সবুজ ও হলুদ। ভেতর সাতটি ছাদের ওপর আরো একটি প্রাসাদ ছিল। সবার ওপরে ছিল রঙিন মর্মর পাথরে নির্মিত একটি বৈঠকখানা, এর প্রতিটি খুঁটির ওপর সিংহের মূর্তি ছিল। বাতাস এলে এ সিংহমূর্তির পেছনে দিয়ে ঢুকে তা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত। এতে হিংস্র প্রাণীর গর্জনের মত শব্দ শোনাত। কারো মতে, এটি হযরত সুলায়মান (আ) কর্তৃক নির্মিত। এ প্রাসাদ সম্পর্কে আরব কবিরা বহু কবিতা লিখেছেন। হযরত উসমান (রা)-এর আমলে এটি ধ্বংস করা হয়।

সাক্ষীতে পরিণত হয়েছিল। সম্মানিত বনূ তুব্বার পর, এ দুর্গে পারস্যের নেতা স্বস্তির সাথে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতা উক্ত কবির একটি কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। তবে "যেদিন বর্বর ও ইয়াকসুমীদের এ বলো ডাকা ... ...", এ লাইনটি আমাকে আবূ আনসারী আবৃত্তি করে শুনিয়েছে এবং সে তা মুফাযযাল যাব্বীর কাছ থেকে শুনে আমাকে শুনিয়েছে।

সম্ভবত সাতীহ ও শিকের ভবিষ্যদ্বাণী এভাবেই সফল হল। সাতীহ বলেছিল, "এডেন থেকে বেরিয়ে আসবে যূ-ইয়াযানের বাহিনী। তারা আবিসিনীয়দের কাউকে ইয়ামানে অবশিষ্ট রাখবে না।" আর শিক বলেছিল, "একজন তরুণ, যিনি নগণ্যও নন, নীচাশয়ও নন, যূ-ইয়াযানের বংশ থেকে আসবেন।"

ইয়ামানে পারসিকদের অবস্থানকাল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ওয়াহরিয ও পারসিকরা ইয়ামানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং আজকের ইয়ামানবাসী তাদেরই বংশধর। আরিয়াতের ইয়ামানে প্রবেশ থেকে শুরু করে মাসরূক ইব্‌ন আবরাহার নিহত হওয়া এবং হাবশীদের সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত মোট ৭২ বছর তাদের রাজত্ব সেখানে স্থায়ী ছিল। তাদের মোট চারজন এ রাজত্বের উত্তরাধিকারী হয়। আরিয়াত, আবরাহা, ইয়াকসুম ইব্‌ন আবরাহা এবং মাসরূক ইব্‌ন আবরাহা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ওয়াহরিযের মৃত্যুর পর পারস্য সম্রাট ওয়াহরিযের পুত্র মারযুবানকে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করেন। মারযুবানের মৃত্যুর পর মারযুবানের পুত্র তাইনুজানকে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করেন।[১] তাইনুজানের পরে তার ছেলেকে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। পরে তাকে পদচ্যুত করে বাযানকে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। এই বাযানের আমলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নবীরূপে প্রেরণ করেন।

মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক পারস্য সম্রাটের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি যুহরী থেকে জানতে পেরেছি যে, পারস্য সম্রাট ইয়ামানের শাসক বাযানকে লিখেছিলেন যে, শুনতে পেলাম মক্কায় কুরায়শ বংশে এক ব্যক্তি আবির্ভূত

---

১. এ সময়কার পারস্য সম্রাট ছিলেন সম্রাট নওশেরওয়াঁর পৌত্র এবং সম্রাট হুরমুযের পুত্র পারভেজ। পারভেজ শব্দের অর্থ হলো সৌভাগ্যশালী বা বিজেতা। সূরা রূমের প্রথম আয়াতে পারস্য কর্তৃক রোম জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং এ সূরা নাযিল হবার সময় পারভেজই রোম জয় করেছিল। কথিত আছে যে, পারভেজ একদিন স্বপ্ন দেখল, সে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত এবং তিনি তাকে বলছেন : তোমার যথাসর্বস্ব লাঠিধারীর কাছে সোপর্দ করে দাও। এ স্বপ্ন দেখার পর থেকে সে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যখন নুমান ইব্‌ন মুনযির তাকে জানলেন যে, আরবের তিহামা অঞ্চলে একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে, তখন সে বুঝল যে, তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা একদিন ঐ নবীর হাতেই চলে যাবে। সে শাসনকার্য চালিয়ে যেতে থাকে। তার কাছেই নবী (সা) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। পারভেজের পৌত্র ইয়াযদগিরদ ছিল পারস্যের শেষ সম্রাট। হযরত উমর (রা)-এর হাতে তার রাজত্বের অবসান ঘটে এবং হযরত উসমান (রা)-এর শাসন আমলে প্রথমদিকে পারস্যের 'মারব' নামক স্থানে পলাতক থাকা অবস্থায় নিহত হয়।

হয়েছে, যে নিজেকে নবী মনে করে। তুমি তার কাছে যাও এবং তাকে তাওবা করতে বল। যদি সে তাওবা করে, তবে তো ভাল। অন্যথায় আমার কাছে তার মাথা কেটে পাঠিয়ে দাও। বাযান পারস্য সম্রাটের এ চিঠি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে চিঠির জবাব এভাবে দিলেন : "আল্লাহ্ আমার কাছে ওয়াদা করেছেন যে, পারস্য সম্রাট অমুক মাসের অমুক দিন নিহত হবে।" বাযান চিঠি পেয়ে কি ঘটে তা দেখার জন্য অপেক্ষায় রইল। সে বলল : এ ব্যক্তি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকে, তা হলে সে যা বলেছে তা অচিরেই ঘটবে। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দিনের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে দিনই আল্লাহ্ কিসরাকে হত্যা করান। ইব্ন হিশাম বলেন : খসরু পারভেজ নিজ পুত্র শেরাওয়াই-এর হাতে নিহত হন। কবি খালিদ ইব্ন হিক শায়বানী পারস্য সম্রাটের হত্যাকাণ্ড[১] সম্পর্কে বলেন : "গোশত যেমন টুকরো টুকরো করা হয়, তেমনিভাবে পারস্য সম্রাটকে তার ছেলেরা তরবারি দিয়ে টুকরো টুকরো করেছে। প্রত্যেক জীবেরই মৃত্যু আছে, কাজেই তার কাছেও মৃত্যু এলো।"

বাযানের ইসলাম গ্রহণ

যুহ্রী বলেন, পারস্য সম্রাটের নিহত হওয়ার সংবাদ যখন বাযানের কাছে পৌঁছল, তখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তার নিজের এবং তার ইরানী সাথীদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়ে দিল। তার দূতেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা কাদের সংগে যুক্ত হব? তিনি বললেন, তোমরা আমাদের তথা আমার পরিবারেরই সাথে যুক্ত হবে। ইব্ন হিশাম বলেন, আমি যুহরী থেকে জানতে পেরেছি যে, এ কারণেই হযরত সালমান ফারসীকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন : "সালমান আমার পরিবারেরই একজন।"

ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন সম্পর্কেই সাতীহ্ এ বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, একজন পূণ্যবান নবী, যাঁর কাছে ঊর্ধ্বাকাশ থেকে ওহী আসবে।" আর শিক বলেছিল : "একজন নবীর আগমনে এ বিদেশী শাসনের অবসান ঘটবে, যিনি সত্য ও ন্যায় সহকারে আবির্ভূত হবেন। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও গুণবান ব্যক্তি হবেন, তাঁর জাতি কিয়ামত পর্যন্ত রাজত্ব তথা শাসন ক্ষমতা ভোগ করবে।"

ইয়ামানে পাথরে খোদিত ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্ন ইসহাক বলেন : অতি প্রাচীনকালের যবুর গ্রন্থের উক্তি ইয়ামানের একটি পাথরে খোদিত ছিল : "ইয়ামানের রাজত্ব কার? ধর্মপ্রাণ হিময়ার গোত্রের।[২] ইয়ামানের রাজত্ব কার?

---

১. সপ্তম হিজরীর ১০ই জমাদিউল আউয়াল সোমবার দিবাগত রাতে পারস্য সম্রাট পারভেজ তার ছেলেদের হাতে নিহত হয়। অপরদিকে বাযান ১০ম হিজরীতে ইয়ামানে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানকার ইরানী বংশোদ্ভূত লোকদের এ বছরেই ইসলামের দাওয়াত দেন। এ সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তাদের মাঝে ওয়াহব ইব্ন মুনাব্বিহ, ইবন মারহ ইবন যুকরাব, তাউস, যাদাওয়াহ এবং ফীরোয অন্যতম। শেষোক্ত দুই ব্যক্তি ইয়ামানের ভণ্ড নবী আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করেন।

২. ইতিপূর্বে ফায়মিয়ূন ও ইব্ন সামিরের ঘটনা থেকে জানা গেছে যে, হিময়ারীরা ধর্মপ্রাণ ছিল।

দুর্জন হাবশীদের?[১] ইয়ামানের রাজত্ব কার? চির স্বাধীন পারসিকদের।[২] ইয়ামানের রাজত্ব কার? বণিক কুরায়শ গোত্রের।"

কবি আ'শা শিক ও সাতীহের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়া সম্পর্কে তার কবিতায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : ইয়ামামার কবি যারকা যেমন তীক্ষ্ণদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন, সাতীহ্ও তেমন ছিল। উল্লেখ্য যে, যারকা তিন মাইল দূর থেকে সকলকে চিনতে পারত।

হাযরের বাদশাহর কাহিনী

নু'মানের বংশসূত্র, হাযর সম্পর্কিত আলোচনা ও আদীর কবিতা

ইব্ন হিশাম বলেন : 'জান্নাদ'-এর সূত্রে অথবা বংশসূত্রবিদ্যা বিশারদ, কূফাবাসী জনৈক আলিমের সূত্রে খাল্লাদ ইব্ন কুররা ইব্ন খালিদ সাদূসী আমাকে এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, নু'মান ইব্ন মুনযির ছিলেন হাযরের বাদশাহ সাতিরূনের বংশধর। 'হাযর' হচ্ছে ফুরাত নদীর তীরে শহরতুল্য বিশাল এক দুর্গ। এ দুর্গের কথাই আদী ইব্ন যায়দ তার কবিতার উল্লেখ করেছেন :

"হাযরবাসীরা যখন এ দুর্গটি নির্মাণ করেছিল, দিজলাহ ও খাবূর নদীর পানি তার কাছে এসে আছড়ে পড়ত।

"মর্মর নির্মিত এ বিশাল কেল্লা চুনার আস্তরে শোভিত ছিল। কিন্তু এখন আর তার চূড়ায় পাখির বাসা ছাড়া কিছুই নেই।

"নিয়তির নির্মম পরিহাস, নির্মাতারা সেখানে থাকতে পারেনি। বাদশাহকে ছেড়ে যেতে হল এ সাধের কেল্লা। এখন এর দ্বার পরিত্যক্ত।"

ইব্ন হিশাম বলেন : এ পংক্তিগুলো 'আদী ইব্ন যায়দের কবিতার অংশবিশেষ।

এই হাযরের কথাই বলেছেন আবূ দুআদ ইয়াদী তাঁর এক কাসীদার এই উক্তিতে :

وارى الموت قد تدلى من الحضر على رب أصله الساطرون –

"আমি দেখতে পাচ্ছি, 'হাযর'- অধিপতি সাতিরূনের উপর মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে হাযরের (শাসন ক্ষমতার)-ই কারণে।"

---

১. ইয়ামানে যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাংগা-হাংগামা ও রক্তপাত ঘটানোর জন্যই হাবশীদের দুর্জয় বলা হয়েছে। তারা কা'বা শরীফকেও ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। শেষ যামানায় কুরআন উঠে যাওয়ার পর তারা কা'বাকে ধ্বংস করবে। তখন মানুষের হৃদয় থেকে ঈমানও উঠে যাবে। আবূ দাউদ শরীফে দুর্বল সনদে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : হাবশীদের এড়িয়ে চল, যতক্ষণ তারা তোমাদের এড়িয়ে চলে। কেননা কা'বার গুপ্তধন কেবল একজন হাবশীই বের করবে।

২. চির স্বাধীন পারসিক বলার কারণ এই যে, পৃথিবীতে মানব বসতির সূচনা থেকেই পারস্যে পুরুষানুক্রমিক রাজতন্ত্র চলে আসছে। ইরানীরা দাবি করে যে, জিয়োমিরতের আমল থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত তারা কোন বিদেশী রাজার অধীনও হয়নি এবং কোন বিদেশী শাসককে করও দেয়নি।

অনেকের মতে আলোচ্য কবিতা পংক্তি খালাফ আহমারের অথবা 'কাব্য বর্ণনা' বিশারদ হাম্মাদের ।

সাপুরের হাযর দখল

পারস্য সম্রাট সাপুর (যুল-আকতাফ) হাযর অধিপতি সাতিরূনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে দীর্ঘ দু'বছর তাকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন। সাতিরূন কন্যা একদিন দুর্গ থেকে রেশমী বস্ত্র পরিহিত এবং মহামূল্যবান রত্ন-মুক্তা খচিত স্বর্ণ মুকুট পরিহিত সুদর্শন সাপুরকে দেখতে পেয়ে তার প্রতি আসক্তা হল এবং এই মর্মে তার নামে বার্তা পাঠাল যে, হাযর দুর্গের দরজা খুলে দিলে তুমি কি আমাকে বিবাহ করবে? সাপুর তাতে ইতিবাচক সাড়া দিলেন। সন্ধ্যাকালে সাতিরূন যখন মদে চুর হয়ে পড়েছিলেন আর সাতিরূন নেশা অবস্থায়ই ঘুমাতেন—তখন তার কন্যা মাথার নিচে থেকে চাবি হস্তগত করে তার জনৈক সুহৃদের মাধ্যমে দরজা খুলে দিল। সাপুর দুর্গে প্রবেশ করে সাতিরূনকে হত্যা করলেন এবং হাযর দুর্গ ছারখার করে দিলেন। তারপর সাতিরূন কন্যাকে তুলে নিয়ে বিবাহ করলেন।

সাতিরূন কন্যার পরিণতি

এক রাত্রে সাতিরূন কন্যা শয্যায় অস্বস্তিবোধ করছিল, নিদ্রা হচ্ছিল না। আলো জ্বেলে দেখা গেল, বিছানায় একটি ফুলের পাতা পড়ে আছে। সাপুর বলল, এজন্যই কি তোমার ঘুম হয়নি? সে বলল, হ্যাঁ। সাপুর বললেন, তাহলে তোমার পিতা তোমাকে কিভাবে রাখতেন? সাতিরূন কন্যা বলল, তিনি আমাকে রেশমী শয্যায় শোয়াতেন, রেশমী বস্ত্র পরাতেন, অস্থিমজ্জা খাওয়াতেন আর শরাব পান করাতেন। সাপুর বললেন, তুমি যা করলে তাই কি তোমার পিতার প্রতিদান! তাহলে আমার সঙ্গে তো তুমি আরো দ্রুত বিশ্বাসঘাতকতা করতে পার? এরপর সাপুরের আদেশে তার মাথার খোপা ঘোড়ার লেজে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে হত্যা করা হল।

এ ঘটনারই চিত্র এঁকেছেন আশা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবাহ। হাযরের কাহিনী সম্পর্কে আশা কায়সের উক্তি :

"তুমি কি দেখনি হাযরের পরিণতি? তার অধিবাসীরা আনন্দ-উল্লাসে মেতেছিল। আর আনন্দ-উল্লাস কখনো স্থায়ী হয় না।

"সাপুর বাহিনী দীর্ঘ দু'বছর 'হায্‌র' অবরোধ করে তার গোড়ায় শুধু কুড়াল চালিয়ে গেল।

"এরপর আপন প্রতিপালকের ডাক পেয়ে তার কাছেই ফিরে গেল। শত্রু থেকে কোন প্রতিশোধ পর্যন্ত নিল না।"

আদী ইব্‌ন যায়দ-এর উক্তি

এ প্রসঙ্গে আদী ইব্‌ন যায়দ বলেন :

"হাযরের উপর নেমে আসল মহাবিপদ। ভোগ-বিলাসে লালিতা রাজকন্যা পিতাকে মৃত্যুর সময় বাঁচাল না। হাযরের রক্ষাকারীই তা ধ্বংস করে দিল।"

"পিতার হাতে সে তুলে দিল ফেনিল মদ। আর মদ তো মদ্যপকে মাতালই করে। রাজরাণী হওয়ার স্বপ্নে সে আপনজনদের বিপদের মুখে ঠেলে দিল।"

"ভোর না হতেই 'নববধূর' ভাগ্যে যা জুটল, তা হল ওড়না থেকে প্রবাহিত শোণিতধারা।"

"'হাযর' বিরান হলো এবং তথায় গণহত্যা চালান হল। আর অন্তঃপুরে অন্তঃপুরবাসিনীদের বস্ত্র জ্বালান হল।"

এগুলো আলী ইব্‌ন যায়দের কবিতায় অংশবিশেষ।

নিযার ইব্‌ন মা'আদ-এর সন্তান-সন্ততি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, নিযার ইব্‌ন মা'আদ-এর তিন পুত্র : মুযার, রাবী'আহ ও আনমার। কিন্তু, ইব্‌ন হিশামের বর্ণনামতে ইয়াদ নামে তার আরেক পুত্র ছিল।

হারিস ইব্‌ন দাওস ইয়াদী নিম্নোক্ত কবিতা বলেছেন। মতান্তরে এ কবিতা আবূ দুওয়াদ ইয়াদীর, যার নাম জারিয়াহ ইব্‌ন হাজ্জাজ।

"ইয়াদ ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন মা'আদ-এর রয়েছে সুদর্শন ও যুবক পুত্র সন্তান।"

এ পংক্তিটি তার কবিতার অংশবিশেষ।

মুযার আর ইয়াদ-এর মা হল সাওদাহ বিন্‌ত 'আক ইব্‌ন আদনান আর রাবি'আহ্ ও আনমার-এর মা হল শুকায়ক্বাহ বিন্‌ত আক ইব্‌ন আদনান। তাকে জু বিন্‌ত 'আক ইব্‌ন আদনানও বলা হয়।

আনমারের সন্তানগণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আনমার হলো আবূ খাসআম ও বাজীলা গোত্র।

জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাজালী বলেন, আর তিনি ছিলেন বাজীলার নেতা এবং তাঁর সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছেন :

لولا جرير هلكت بجيلة × نعم الفتى وبئست القبيلة

"জারীর না হলে বাজীলাহ্ ধ্বংস হয়ে যেত। কতই না উত্তম যুবক আর কতই না মন্দ গোত্র।"

এই জারীর আকরা' ইব্‌ন হাবিস আত্-তামীম-এর কাছে 'ফুরাফিসাহ্ আল-কালবীর বিচার চেয়ে বলেন, হে আকারা' ইব্‌ন হাবিস! তুমি তোমার ভাইকে পরাজিত করলে তুমিও পরাজিত হবে। তিনি আরও বলেন :

হে নিযারের পুত্রদ্বয়! আপন ভাইয়ের সাহায্য কর। আমরা তো একই পূর্বপুরুষের সন্তান যে ভাই তোমাদেরকে ভালবেসেছে সে আজ কিছুতেই পরাজিত হবে না।

আনমারের বংশধররা ইয়ামানে গিয়ে সেখানেই বসতি স্থাপন করে স্থানীয় হয়ে গিয়েছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইয়ামানবাসীর মতে বাজীলাহ্‌র বংশসূত্র হলো : আনমার ইব্‌ন ইরাশ ইব্‌ন লিহ্‌য়ান ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল গাওস ইব্‌ন নাব্‌ত ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা। মতান্তরে ইরাশ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন লিহ্‌য়ান ইব্‌নুল গাওস। বাজীলাহ্‌ ও খাসআম বংশীয়রা ইয়ামানের অধিবাসী।

মুযারের সন্তানগণ

ইব্‌ন ইস্‌হাক বলেন : মুযার ইব্‌ন নিযারের দুই পুত্র : ইল্‌য়াস্‌ ও আয়লান। ইব্‌ন হিশাম বলেন, এদের মা ছিলেন জুরহুম বংশীয়।

ইল্‌য়াসের সন্তানগণ

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : ইলয়াস ইব্‌ন মুযারের তিন পুত্র : মুদরিকাহ্‌, তাবিখাহ্‌ ও কামাআহ্‌। ইয়ামানের খিনদফ নাম্নী জনৈক মহিলা হলেন এদের মা। ইব্‌ন হিশাম বলেন, তিনি ইমরান ইব্‌ন ইল্‌হাফ ইব্‌ন কুযা'আহ্‌র কন্যা ছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুদরিকার নাম আমির আর তাবিখাহ্‌র নাম উম্‌র বা আমর। প্রচলিত ধারণামতে এরা দু'জন নিজেদের উটপাল চরাত এবং সেখানেই থাকত। একদিন তারা শিকার করে। শিকারের গোশ্‌ত রান্না করার সময় তাদের উট চুরি হয়ে গেল।

আমির তখন আমরকে বলল : উটের খোঁজে যাবে, না রান্না নিয়েই বসে থাকবে? আমর বলল, আমি রান্নাই করব। আমির তখন নিজেই উট খুঁজে আনল।

বিকালে তারা পিতার কাছে এসে তাদের ঘটনা বলল। ঘটনা শুনে পিতা আমিরকে বলল, তুমি হলে মুদরিকা-সন্ধান লাভকারী আর আমরকে বলল, তুমি তাবিখা-রন্ধনকারী।

কামা'আহ্‌ সম্পর্কে মুযারের বংশ বিশারদরা মনে করেন যে, খুযাআহ্‌ হলো আমর ইব্‌ন লুহাই ইব্‌ন কামআহ ইব্‌ন ইল্‌য়াস-এর সন্তান।

আমর ইব্‌ন লুহাই ও আরবের প্রতিমার বর্ণনা

আমর ইব্‌ন লুহাই তার নাড়িভুঁড়ি জাহান্নামে হেঁচড়াচ্ছে।

ইব্‌ন ইস্‌হাক বলেন : আমাকে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ বাকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায্‌ম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি আমর ইব্‌ন লুহাইকে তার নাড়িভুঁড়ি জাহান্নামে হেঁচড়াতে দেখেছি। আমি তাকে আমার ও তার মাঝের বিগত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, তারা সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস তায়মী বলেছেন, তাঁকে বলেছেন আবূ সালিহ সাম্মান, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ হুরায়রা (রা)-এর আসল নাম ছিলো আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমির। মতান্তরে

আবদুর রহমান ইব্‌ন সাখার। তিনি [আবূ হুরায়রা (রা)] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আকসাম ইব্‌ন জাওন খুযাঈকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি :

"হে আকসাম! আমি আমর ইব্‌ন লুহাই ইব্‌ন কামআহ্ ইব্‌ন খিনদফকে জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি হেঁচড়াতে দেখেছি। আর তার সাথে তোমার এবং তোমার সাথে তার যে অদ্ভুত সাদৃশ্য, তা আর কোন দুইজনের মাঝে আমি দেখিনি।"

হযরত আকসাম (রা) বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ সাদৃশ্য আমার জন্য ক্ষতির কারণ হবে না তো?

বললেন, না, তুমি হলে মু'মিন আর সে ছিল কাফির। সেই প্রথম ব্যক্তি যে দীনে ইসমাঈলীকে বিকৃত করেছিল এবং দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন করছিল। বাহীরাহ, সায়েবাহ, ওয়াসীলাহ ও হামী (ইত্যাদি বিভিন্ন নামের উট মানতের) প্রথা চালু করেছিল।

সিরিয়া থেকে মক্কায় দেবদেবীর আমদানী

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কতিপয় আলিম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইব্‌ন লুহাই একবার তার কোন প্রয়োজনে মক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে বের হয়। সে যখন বাল্‌কা অঞ্চলের মা'আব নামক স্থানে পৌঁছল–তখন সেখানে আমালীক সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল-এরা ছিল ইমলাকের বংশধর। মতান্তরে আমলীক ইব্‌ন লাবিয ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ্। সে তাদের দেবদেবীর পূজা করতে দেখল। সে তাদের বলল, আমি তোমাদের যে দেবদেবীর পূজা করতে দেখছি, এগুলো কি? তারা তাকে বলল, আমরা এসব দেবদেবীর উপাসনা করে থাকি, এদের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করি। তারা আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে। আর আমরা তাদের কাছে সাহায্য চাই এবং তারা আমাদের সাহায্য করে। এরপর সে তাদের বলল, তোমরা এ থেকে আমাকে একটি মূর্তি দেবে কি, যা নিয়ে আমি আরবে যাব এবং তারা এর উপাসনা করবে! তখন তারা তাকে 'হুবাল' নামক একটি মূর্তি দিল। সে সেটি মক্কায় এনে স্থাপন করল এবং লোকদের তার উপাসনা ও সম্মান করার নির্দেশ দিল।

বনূ ইসমাঈলে পাথর পূজার সূচনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরবদের ধারণামতে ইসমাঈলীয়দের মধ্যে পাথর পূজার সূচনা হয় এভাবে, মক্কাবাসীরা অর্থিক সংকটের কারণে যখন সচ্ছলতার সন্ধানে কোন দেশে যাওয়ার ইচ্ছা করত, তখন তারা হারাম শরীফের প্রতি শ্রদ্ধাবশত সেখানে থেকে একখণ্ড পাথর সাথে নিয়ে যেত এবং যেখানে তারা অবতরণ করত, পাথরখণ্ডটি সেখানে সেখানে রেখে তারা কা'বা শরীফের তাওয়াফের ন্যায় সেটির তাওয়াফ করত। এমনকি তাদের তা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, তারা যে কোন সুন্দর ও আকর্ষণীয় পাথর পেলেই তার পূজা আরম্ভ করত।

এভাবে অনেক যুগ পেরিয়ে গেল এবং তারা তাদের আসল ধর্ম বিস্মৃত হল এবং ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন প্রবর্তন করল এবং দেবদেবীর

পূজা শুরু করল আর পূর্ববর্তী জাতির ন্যায় তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। তবে বায়তুল্লাহ্ সম্মান, তার তওয়াফ, হজ্জ, উমরাহ্, মুযদালিফায় অবস্থান, কুরবানী, হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম—ইবরাহীমী যুগের কিছু রীতিনীতি চলে আসছিল। তবে তারা এতে অনেক বিকৃতি ঘটিয়েছিল।

সুতরাং কিনানা ও কুরায়শ গোত্রের লোকেরা ইহ্রামের তালবিয়াহ এভাবে পাঠ করত :

لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك الا شريك هولك تملكه ومامملك

"আমরা আপনার সামনে উপস্থিত হে আল্লাহ্ ! আমরা আপনার সামনে উপস্থিত! আমরা আপনার সামনে উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নেই। সেই শরীক ছাড়া, যে আপনারই অধীন, আপনি তার ও তার সম্পদের মালিক, আর সে মালিক নয়।"

মোটকথা, তালবিয়াতে আল্লাহ্র একত্ববাদ স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তাঁর সংগে দেবদেবীর শরীকানা মেনে নিত। তবে তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আল্লাহ্র হাতেই মনে করত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করছেন :

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ

"তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা তাঁর শরীক করে।" (১২ : ১০৬)।

অর্থাৎ আমার পরিচয় জেনে আমার একত্ববাদ স্বীকার করা সত্ত্বে তারা আমার সৃষ্টি থেকে আমার সংগে আমার শরীক স্থাপন করে।

নূহ (আ)-এর কাওমের দেবদেবী

নূহ (আ)-এর কাওমের অনেক দেবদেবী ছিল, যেগুলোর তারা নিষ্ঠার সাথে পূজা করত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-এর কাছে সেগুলোর খবর বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন :

وَقَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا -

"এবং তারা বলেছিল, তোমরা কখনও পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেবদেবীকে, পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্, সুওয়া', ইয়াগূস, ইয়াউক্ ও নাস্রকে। অথচ এগুলো বহুজনকে পথভ্রষ্ট করেছে।" (৭১ : ২৩)

বিভিন্ন গোত্র এবং তাদের দেবদেবী সম্পর্কে

ওয়াদ্দ ও সওয়া' : ইসমাঈল (আ) বংশীয় ও অন্যান্য গোত্রের যারা দীনে ইসমাঈলীকে বর্জনকালে উপরোক্ত দেবদেবী গ্রহণ করেছিল এবং নিজেদের নামে সেগুলোর নামকরণ করছিল তারা হলো : হুযায়ল ইব্ন মুদ্রিকাহ ইব্ন ইল্য়াস ইব্ন মুযার (-এর বংশধর)। এরা

সুওয়া'কে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের সে দেবমূর্তি রূহাতে[১] ছিল। কূযা'আর উপগোত্র কালব ইব্‌ন ওয়াব্‌রা। এরা দুমাতুল জান্দাল অঞ্চলে ওয়াদ্দ দেবমূর্তি স্থাপন করেছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) আনসারী তাঁর কবিতায় বলেছেন, আমরা 'লাত', 'উয্‌যা', 'ওয়াদ্দ' মূর্তিগুলো ভুলে যাব এবং সেগুলোর গলা ও কানের গয়নাগুলো ছিনিয়ে নেব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ পংক্তিটি কা'ব ইব্‌ন মালিকের এক কবিতায় অংশবিশেষ, যা আমরা ইন্‌শাআল্লাহ্ যথাস্থানে উল্লেখ করব।

কাল্‌ব ইব্‌ন ওয়াব্‌রার বংশ সম্পর্কে ইব্‌ন হিশামের অভিমত

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কালব হলো 'ওয়াব্‌রাহ' ইব্‌ন তাগলিব ইব্‌ন হুলওয়ান ইব্‌ন 'ইম্‌রান ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযাআ-এর পুত্র।

ইয়াগূসের উপাসকরা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনী তাঈ-এর আন'উম আর বনী মাযহাজ গোত্রীয় জুরাশবাসীরা জুরাশে[২] ইয়াগূস মূর্তি স্থাপন করেছিল।

আনউম ও তাঈ বংশ সম্পর্কে ইব্‌ন হিশামের অভিমত

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আন'উম-এর পরিবর্তে আন'আমও বলা হয়। আর 'তাঈ' হলো উদাদ ইব্‌ন মালিকের পুত্র। আর মালিক হলো-মাযহাজ ইব্‌ন উদাদ। ভিন্ন মতে 'তাঈ' হলো উদাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা-এর পুত্র।

ইয়াউক ও তার উপাসকরা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হামদানের শাখা গোত্র খায়ওয়ানরা ইয়ামানের হামদান এলাকায় ইয়াউক নামক মূর্তি স্থাপন করেছিল।

হামদান এবং তার বংশ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হামদানের নাম হলো আওসালাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন রাবি'আহ্ ইব্‌ন আওসালাহ্ ইব্‌ন খিয়ার ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা। ভিন্ন মতে আওসালাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আওসালাহ ইব্‌ন খিয়ার। অন্য মতে, হামদান ইব্‌ন আওসালাহ্ ইব্‌ন রাবি'আহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খিয়ার ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা।

---

১. ইয়ানবু অঞ্চলে অবস্থিত একটি স্থান।

২. ইয়ামানের একটি স্থানের নাম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মালিক ইব্‌ন নামত হামদানী তা কবিতায় বলেছেন : "আল্লাহ্-ই দুনিয়ায় উপকার বা ক্ষতি করার মালিক। ইয়াউক ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয়।"

চরণটি মালিকের এক কবিতার অংশবিশেষ।

নাসর ও তার উপাসকরা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিময়ার গোত্রের শাখা গোত্র যুলকুলা হিময়ারী অঞ্চলে নাসর নামক মূর্তি স্থাপন করেছিল।

উময়ানিস ও তার উপাসকরা

খাওলানীদের ও তাদের এলাকায় উময়ানিস নামক এক উপাস্য ছিল। নিজেদের খাদ্যশস্য ও পশুকে তারা তাদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী দেবতা 'উময়ানিস ও আল্লাহ্‌র মাঝে বন্টন করত। এ বন্টনে আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত অংশ থেকে কিছু 'উময়ানিসের অংশে চলে গেলে তারা তা মূর্তির জন্যই রেখে দিত। পক্ষান্তরে 'উময়ানিসের অংশ থেকে কিছু আল্লাহ্‌র অংশে এসে গেলে, তারা তা তাকে ফিরিয়ে দিত! এরা খাওলানের আদীম নামক একটি উপগোত্র। তাফসীরকারকগণ বলেন, এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছেন :

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۔

"আল্লাহ্ যে শস্য ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা আল্লাহ্‌র জন্য এক অংশ নির্ধারণ করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহ্‌র জন্য, আর এটা আমাদের দেবতাদের জন্য। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না। আর যা আল্লাহ্‌র অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছে যায়। তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।" (৬ : ১৩৬)

খাওলানের বংশ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : খাওলান হলো আমর ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযাআ-এর পুত্র। ভিন্ন মতে, 'আমর ইব্‌ন মুররাহ ইব্‌ন উদাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মিহসা' ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন আরীব ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা-এর পুত্র। অন্য মতে আমর ইব্‌ন সাআদুল 'আশীরাহ্ ইব্‌ন মাযহিজ-এর পুত্র।

সা'দ ও তার উপাস্য

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ মিলকান ইব্‌ন কিনানাহ ইব্‌ন খুযায়মাহ ইব্‌ন মুদরিকাহ ইব্‌ন ইলয়াস ইব্‌ন মুযার-এর সা'দ নামক একটি উপাস্য মূর্তি ছিল। সেটা ছিল তাদের এলাকার এক

মরুপ্রান্তরে বিদ্যমান দীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড। বনূ মিলকান গোত্রের জনৈক ব্যক্তি একবার তার ধারণামতে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে নিজস্ব পালিত কিছু উট উপাস্য সা'দ-এর নিকট নিয়ে আসল। উটগুলো ছিল চারণভূমিতে পালিত। তাতে আরোহণ করা হত না। আর উপাস্য প্রস্তরখণ্ডটির উপর পশু বলি দেয়া হত! উটগুলো প্রস্তরখণ্ডটি দেখে ভয়ে এদিকে-সেদিকে ছুটে গেল। উটের মালিক মিলকান গোত্রীয় লোকটি তাতে ক্রোধান্বিত হল এবং উপাস্য মূর্তিটিকে লক্ষ্য করে একটি পাথর ছুঁড়ে মারল। তারপর বলল, আল্লাহ্ তোমার মাঝে কোন কল্যাণ না রাখুন। আমার উটগুলো তুমি ছত্রভঙ্গ করে দিলে! তারপর সে ভেগে যাওয়া উটগুলো খুঁজে একত্র করল এবং এই কবিতা বলল :

"সা'দের কাছে এসেছিলাম, আমাদের সে ঐক্যবদ্ধ করবে এ আশায়; কিন্তু সে আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। সুতরাং সা'দের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

"ঊষর প্রান্তরে পড়ে থাকা পাথর ছাড়া কিছু নয় ওটা। পথ দেখানো, পথ ভুলানো কোনটাই তার আয়ত্তে নেই।"

দাওস গোত্রের মূর্তি

দাওস গোত্রে আমর ইব্ন হুমামাহ দাওসীর একটি উপাস্য মূর্তি ছিল। ইব্ন হিশাম বলেন, ইন্শাআল্লাহ্ যথাস্থানে তার আলোচনা করব।

দাওস গোত্র

দাওস হল, উদসান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাহরান ইব্ন কা'ব ইব্ন হারিস ইব্ন কা'ব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন নাযর ইব্ন আসাদ ইব্নুল গাওস-এর পুত্র। মতান্তরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাহ্রান ইব্ন আসাদ ইব্নুল গাওস-এর পুত্র।

হুবল

ইব্ন ইসহাক বলেন : কা'বাঘরের ভেতরে একটি কূপের মধ্যে কুরায়শরা 'হুবল' নামে একটি মূর্তি স্থাপন করেছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে তার আলোচনা করব।

ইসাফ ও নায়েলা প্রংসগে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারা যম্যম্ কূপের কাছে ইসাফ ও নায়েলা (নামক দু'টি মূর্তি) স্থাপন করেছিল। সেখানে তারা কুরবানী করত। ইসাফ ও নায়েলা ছিল জুরহুম গোত্রের দুই নারী-পুরুষ। ইসাফ হল বাগঈ-এর পুত্র আর নায়েলা হল 'দীক'-এর মেয়ে। ইসাফ কা'বাঘরের ভেতরে নায়েলার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়কে পাথরে পরিণত করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায্‌ম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমরাহ বিন্‌ত আবদুর রহমান ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুরারাহ বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমরা তো এই শুনে এসেছি যে, ইসাফ ও নায়েলা বনূ জুরহুমের একজন পুরুষ একজন মহিলা ছিল। তারা কা'বা শরীফে অভাবিতপূর্ব এক অপকর্ম করেছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পাথরে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ই অধিক জানেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ তালিব বলেছেন :

وَحَيْثُ يُنِيخُ الأَشْعَرُوْنَ رِكَابَهُمْ × بِمُفْضَى السَّيُوْلِ مِنْ إِسَافٍ وَنَائِلِ

"ইসাফ—নায়েলার নিকটস্থ জলস্রোত প্রবাহিত হওয়ার স্থানে, যেখানে আশআরী সম্প্রদায় নিজেদের উট বসায়।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ পংক্তিটি তার একটি কবিতার অংশবিশেষ। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে তা উল্লেখ করব।

আরবরা মূর্তি নিয়ে যা করত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়িতে এতটি করে মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা তার পূজা করত। তাদের কেউ যখন সফরের ইচ্ছা করত, তখন তারা বাহনে আরোহণ করার সময় মূর্তিটি স্পর্শ করত। সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এটাই ছিল তাদের শেষ কাজ। ফিরে এসেও ঘরে প্রবেশের পূর্বে এটাই ছিল তাদের সর্বপ্রথম কাজ। তারপর আল্লাহ্ যখন তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তওহীদসহ প্রেরণ করলেন, তখন কুরায়শরা বলাবলি করল :

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلٰهًا وَّاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

"ইনি কি সকল উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করেছেন! এ তো বড় অদ্ভুত বিষয়।" (৩৮ : ৫)

আরবরা কা'বা শরীফের পাশাপাশি কয়েকটি 'তাগূত' তথা মূর্তিঘর স্থাপন করে, এগুলোকে তারা কা'বা শরীফের মতো সম্মান করত। এগুলোর সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক দল ছিল এবং কা'বা শরীফের মতো এগুলোর জন্যও পশু প্রেরণ করত এবং কা'বা শরীফের তওয়াফের মত সেগুলোরও তারা তওয়াফ করত এবং সেখানেও বলি দিত। অবশ্য সেগুলোর ওপর ক'বার শ্রেষ্ঠত্ব তারা স্বীকার করত। কেননা তারা জানত যে, কা'বা শরীফ হচ্ছে হযরত ইবরাহীম খলীল (আ)-এর নির্মিত ঘর এবং তাঁর মসজিদ।

উয্যা ও তার সেবকগণ

নাখলাহ্ নামক এলাকায় কুরায়শ ও বনূ কিনানাহ্র উয্যা নামক একটি উপাস্য মূর্তি ছিল। বনূ হাশিমের মিত্র সুলায়ম গোত্রের শাখা গোত্র বনূ শায়বান ছিল তার সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক।

ইব্ন হিশাম বলেন : তারা ছিল কুরায়শের শুধু বনূ আবূ তালিবের মিত্র। আর সুলায়ম হল মানসূর ইব্ন ইকরাম ইব্ন খাসাফাহ্ ইব্ন কায়স ইব্ন আয়লানের ছেলে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এর সম্পর্কেই জনৈক আরব কবি বলেন :

"আসমার বিবাহের যৌতুক ছিল লাল বর্ণের এক দুর্বল গাভীর মস্তক - গানাম গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি যা বলি দিয়েছিল।"

গাভীটিকে দেবমূর্তি উয্যার 'বলিক্ষেত্রে' নিয়ে যাওয়ার সময় তার দৃষ্টির দুর্বলতা পরিলক্ষিত হল। তখন ভাগের গোশত বাড়ানোর জন্য সেটাকেও বলি দেয়া হলো। পশু বলির পর তার গোশত উপস্থিত লোকদের বন্টন করে দেয়াই ছিল তাদের রীতি।

গাবগাব (غبغب) অর্থ, 'বলিক্ষেত্রে'।

ইব্ন হিশাম বলেন : কবিতার পংক্তি দুটো আবূ খারাশ হুযালীর। তার নাম ছিল খুওয়ায়লিদ ইব্ন মুররাহ্। سدنة অর্থ হলো বায়তুল্লাহ্র তত্ত্বাবধায়ক। রুবাহ ইব্ন আল-আজ্জাজ বলেন :

"বায়তুল্লাহ্র সেবকদের গৃহে এবং 'বলিক্ষেত্রে' রক্ষিত নিরাপদ প্রাণীগুলোর প্রতিপালকের শপথ! এটা কিছুতেই হবে না।"

লাত ও তার সেবায়েত

ইব্ন ইসহাক বলেন : তায়েফের সাকীফ গোত্রে 'লাত' নামে একটি মূর্তি ছিল, তার তত্ত্বাবধানে ছিল সাকীফের শাখা গোত্র বনূ মুআত্তাব।

ইব্ন হিশাম বলেন : লাত প্রসঙ্গ যথাস্থানে ইন্শাআল্লাহ্ আলোচনা করব।

মানাত ও তার সেবায়েত

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুশাল্লালের দিকে ক্বদায়দ অঞ্চলের সমুদ্র তীরে আওস, খায্রাজ ও তাদের স্বধর্মীয় ইয়াসরিব (মদীনা) বাসীদের মানাত নামে একটি উপাস্য মূর্তি ছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মাহ্ ইব্ন মুদরিকাহ্ গোত্রের কবি কুমায়ত ইব্ন যায়দ বলেন :

"অথচ, কতিপয় গোত্র শপথ করেছিল যে, মানাতের দিকে পিঠও ফিরাবে না।" এই পংক্তিটি তার একটি কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব মতান্তরে আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে পাঠিয়ে মানাত মূর্তিটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।

যুলখালাসাহ ও তার সেবায়েত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাবালাহ অঞ্চলে দাওস, খাসআম ও বাজীলাহ গোত্রসমূহ এবং স্থানীয় অন্যান্য আরবদের যুলখালাসাহ নামে একটি উপাস্য মূর্তি ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকে ذُو الْخُلَصَةِ ও বলতো। জনৈক আরব কবি বলেন :

"হে যুলখুলুস! তুমিও যদি আমার মত মযলূম হতে এবং তোমারও যদি কোন পূর্বসূরি দাফন হত, তাহলে শত্রু হত্যায় লোক দেখানো বাধাও দিতে না।"

কবি নিহত পিতার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় উপাস্য মূর্তি যুলখালাসাহ্‌র কাছে তীর দ্বারা শুভাশুভ জানতে চেয়েছিলেন; কিন্তু অশুভ ইংগিত পেয়ে ক্ষুণ্ন কবি এই কবিতা বলেছেন। অনেকের মতে এটা ইমরাউল কায়স ইব্‌ন হুজর কিন্দীর কবিতা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালীকে সেখানে পাঠান। তিনি সে মূর্তিটি ধ্বংস করে দেন।

উপাস্য মূর্তি ফিলস ও তার সেবকগণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 'সালমা' এবং 'আজ' নামক পাহাড়দ্বয়ের মাঝে বনূ তাঈ ও তাদের সাথে বসবাসরত লোকদের উপাস্য মূর্তির নাম ছিল ফিলস।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কতিপয় আলিম আমাকে শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-কে পাঠিয়ে সে মূর্তিটি ধ্বংস করে দেন। সেখানে 'রাসূব' ও 'মুখযাম' নামে দু'টি তরবারি পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে পেশ করা হলে তিনি হযরত আলী (রা -কে উভয় তলোয়ার দান করে দেন। এগুলোই ছিল হযরত আলী (রা)-এর তরবারি।

রিআম উপাসনালয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সানা'আ এলাকায় রিআম নামে হিময়ারী ও ইয়ামানীদের একটি উপাসনালয় ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইতিপূর্বে এর আলোচনা হয়েছে।

'রুযা' উপাসনালয় ও তার সেবায়েত

ইব্‌নে ইসহাক বলেন : বনূ রবী'আহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীম -এর 'রুযা' নামক একটি উপাসনালয় ছিলো। ইসলামের যুগে তা ধসিয়ে দেয়া হয়। সে উপলক্ষেই মুসতাওগির ইব্‌ন রবী'আহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ বলেন :

"রুযা উপাসনালয়ে এমন কঠিন আঘাত হেনেছিলাম যে, তাকে কালো বিরানভূমি বানিয়ে ছেড়েছিলাম।"

ইব্‌ন হিশাম (রা) বলেন : পংক্তিটি বনূ সা'দের জনৈক ব্যক্তির নামেও বর্ণিত হয়েছে।

মুসতাওগির ও তার যুগ

কথিত আছে, মুসতাওগির তিনশ ত্রিশ বছর বয়স পেয়েছিল। মুযার বংশে সেই ছিল বয়সে প্রাচীন ব্যক্তি। সে বলত :

"এতশত বছরের সুদীর্ঘ জীবনে আমার অরুচি ধরে গেছে।

"দু'শ-এর পরে আরও একশ তারপরও মাসে যতদিন তত বছর (মোট ৩৩০ বছর) পার হয়ে এসেছি।

"আগামী দিন কি বিগত দিনেরই মত নয়? অর্থাৎ দিন অতিক্রম করছে আর রাত মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

অনেকে এই কবিতাগুলো যুহায়র ইব্‌ন জানাব কালবীর নামে বর্ণনা করেছেন।

যুল-কা'আবাত ও তার সেবায়েত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সান্‌দাদ এলাকায় ওয়াইল ও ইয়াদের দু'ছেলে বাকর ও তাগলিব-এর যুল-কা'আবাত নামে একটি উপাসনালয় ছিল।

এই উপাসনালয় সম্পর্কে বনূ কায়স ইব্‌ন সালাবাহ গোত্রের আ'শা বলেন :

"খাওয়ারনাক,' 'সাদীর' ও 'বারিক' নামক এলাকায় মাঝে সানদাদ এলাকার চতুষ্কোণ ঘরের কসম।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই পংক্তিটি আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াফুর নাহ্‌শালীর একটি কবিতার অংশবিশেষ। নাহশাল হল দারিম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হানযালাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীম-এর পুত্র।

আবূ মুহরিয খালাফ আহমার-এর কাছে পংক্তিটি এভাবে শুনেছি :

"তারা খাওয়ারনাক, সাদীর, বারিক ও সিন্দাদ এলাকার সম্মানিত ঘরের মালিক।"

'বাহীরাহ্ 'সাইবাহ্' 'ওয়াসীলাহ' ও 'হামী'-এর বিবরণ

ইব্‌ন ইসহাক-এর মতে 'বাহীরাহ্ হলো সাইবাহ নামক উটনীর মাদী শাবক। যে উটনী পরপর দশটি শুধু মাদী (একটিও নর নয়) শাবক প্রসব করে, তাকে سائبة বলে। 'সাইবাহ্' উটনীকে খোলা ছেড়ে দেওয়া হত। তাতে আরোহণ করা হত না, তার লোম আহরণ করা হত না এবং মেহমান ছাড়া কেউ তার দুধ পান করত না। এরপর মাদী বাচ্চা হলে তার কান ফেড়ে মা উটনীটির সাথে ছেড়ে দেয়া হত এবং মা উটনীটির মতই তার উপর আরোহণ করা হত না, তার লোম কাটা হত না এবং মেহমান ছাড়া কেউ তার দুধ পান করত না। 'সাইবাহ্র' এই মাদী বাচ্চাটিই হল 'বাহীরাহ্'।

'ওয়াসীলাহ'

কোন বকরী পরপর পাঁচবার দশটি শুধু মাদী (একটিও নর নয়) শাবক প্রসব করলে তারা বলতো (قد وصلت) অর্থাৎ পরপর মাদী প্রসব করেছে। ফলে সেই বকরীকে وصيلة বলা হত। পরবর্তীতে এই বকরী যা কিছু প্রসব করত, সেগুলোর মালিকানা হত শুধু পুরুষদের। স্ত্রীলোকেরা তাতে কোন হিস্সা পেত না। অবশ্য কোনটি মরে গেলে নারী-পুরুষ উভয়েই খেত।

ইব্ন হিশাম (র) বলেন, এমন বর্ণনাও আছে যে, وصيلة-এর পরবর্তীগুলো শুধু ছেলেদের হত, কন্যাদের নয়।

'হামী'

ইব্ন ইসহাক বলেন : 'হামী' এমন উট যার বীর্য থেকে পরপর দশটি মাদী শাবক (একটিও নর নয়) জন্ম নিয়েছে। তাকে আরোহণমুক্ত করা হত, তার লোম আহরণ করা হত না, তাকে উটের পালে ছেড়ে দেয়া হত। 'প্রজনন' ছাড়া আর কোন কাজ তার দ্বারা নেয়া হত না।

ইব্ন হিশাম (র) ও ইব্ন ইসহাক (র)-এর মতপার্থক্য

ইব্ন হিশাম বলেন : 'হামী'র পরিচয় প্রসংগে ইব্ন ইসহাকের মত ঠিক হলেও অন্যগুলোর ব্যাপারে তাঁর প্রদত্ত পরিচয় কিন্তু সঠিক নয়। কেননা আরবদের মতে 'বাহীরাহ্' হল সেই উটনী, যার কান ফেড়ে দেয়া হত। তা বাহনরূপে ব্যবহার করা হত না এবং লোম আহরণ করা হত না। আর মেহমান ছাড়া কেউ আর তার দুধ পান করত না। অথবা তা সাদকা করে দেবদেবীর জন্য ছেড়ে দেয়া হত।

আর সাইবাহ্ হল, সেই উট বা উটনী যা উদ্দেশ্য সিদ্ধির শর্তে মানত করা হত এবং রোগমুক্তির বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর দেবদেবীরদের নামে ছেড়ে দেয়া হত। ফলে মুক্তভাবে চরে বেড়াত। এর দ্বারা কোন কাজ নেয়া হত না।

ওয়াসীলাহ-এর পরিচয়

কোন উটনী প্রতি গর্ভে দু'টি করে বাচ্চা প্রসব করলে মালিক নরগুলো নিজের জন্য রেখে মাদীগুলো দেবদেবীর নামে ছেড়ে দিত। সেগুলোকেই وصيلة বলা হতো। আর একই গর্ভে নর ও মাদী একসাথে জন্ম নিলে তারা এই বলে নরটিকেও ছেড়ে দিত যে, (وصلت اخاها) "সে তার ভাইয়ের সাথে মিলে এসেছে" এবং ভাইটি দ্বারাও কোন কাজ নিত না।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ তথ্য আমাকে বর্ণনা করেছেন ইউনুস ইব্ন হাবীব নাহবী ও অন্যান্যগণ। তবে প্রত্যেকের বক্তব্যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ، وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ -

"আল্লাহ্ 'বাহীরাহ্', 'সাইবাহ্' 'ওয়াসীলাহ্' এবং 'হামী'-কে শরী'আতসিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকাংশের বিবেক-বুদ্ধি নেই।" (৫ : ১০৩)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও নাযিল করেন :

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ -

"আর তারা বলে, এ সব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য এবং আমাদের মহিলাদের জন্য তা হারাম। যদি তা মৃত হয়, তবে তার প্রাপক হিসাবে সবাই সমান। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের এরূপ বর্ণনার জন্য শাস্তি দিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।" (৬ : ১৩৯)।

তিনি তাঁর প্রতি আরও নাযিল করেন :

قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلَالًا ۭ قُلْ اٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ -

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যা কিছু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা যে সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ ? (হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমাদেরকে কি আল্লাহ্ তার নির্দেশ দিয়েছেন, না কি তোমরা আল্লাহ্ উপর অপবাদ আরোপ করছ"? (১০ : ৫৭)।

তিনি তাঁর প্রতি আরও নাযিল করেন :

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۭ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ - اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۭ نَبِّئُوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۭ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۭ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ

اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا - فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

"(তিনি) আট জোড়া (সৃষ্টি করেছেন)। ভেড়ার দু'টি, আর ছাগলের দু'টি। (হে রাসূল!) আপনি জিজ্ঞেস করুন। তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন না উভয় মাদীকে, নাকি যা উভয় মাদীর গর্ভে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (তিনি সৃষ্টি করেছেন) উটের দু'টি এবং গরুর দু'টি (হে রাসূল!) আপনি জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, নাকি যা উভয় মাদীর গর্ভে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? কাজেই, সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি অত্যাচারী কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে মানুষকে অজ্ঞানতার কারণে পথভ্রষ্ট করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।" (৬ : ১৪৩-১৪৪)।

আরবী সাহিত্যে 'বাহীরাহ্', 'ওসীলাহ্' ও 'হামী'

ইব্ন হিশাম বলেন : কবি বলেন :

"শরীফ' এলাকায় ওয়াসীলাহ্ (একাধারে মাদী জন্মদানকারিণী)-এর চারপাশে চার বছর বয়সী উটনী ও উট রয়েছে যারা আরোহণমুক্ত।"

সা'সা'আহ্ গোত্রের তামীম ইব্ন উবায় ইব্ন মুকবিল বলেন :

"সেখানে চিত্রালী গাধার আওয়াজ এভাবে আসতে থাকে যেন 'দিয়াফ' অঞ্চলের শতেক উটের ডাক যাঁরা যবেহ থেকে নিরাপদ ও মুক্ত বিচরণশীল।

بحيره-র বহুবচন بحائر ও ابحر ; وصيلة -এর বহুবচন وصائل ও وصل ; سائبة বহুবচন অধিকাংশ সময় سَوائب ও سُيَّب এবং حام -এর বহুবচন অধিকাংশ সময় حوام ব্যবহার হয়।

বংশ পরিচয়ের পরিশিষ্ট

খুযা'আহ বংশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ প্রসঙ্গে তাদের নিজেদের উক্তি হল : আমরা ইয়ামান প্রদেশের আমর ইব্ন আমিরের বংশধর।

ইব্ন হিশাম বলেন : তাদের উক্তি হল : আমরা 'আমর ইব্ন রাবী'আহ ইব্ন হারিসাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আমির ইব্ন হারিসাহ ইব্ন ইমরুউল্ কায়স ইব্ন সা'লাবাহ্ ইব্ন মাযিন ইব্ন আল্-আসাদ ইব্ন আল্-গাওস-এর বংশধর। আবূ উবায়দাহ্ প্রমুখ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আমাকে এ তথ্য শুনিয়েছেন।

মতান্তরে 'খুযা'আহ্' হল : হারিসাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আমিরের বংশধর।

'খুযা'আহ্' নামকরণের কারণ মূল শব্দে ছিন্ন হওয়ার অর্থ রয়েছে (تخزع অর্থ ছিন্ন হওয়া)। তারা ইয়ামান থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে 'আমর ইব্ন আমির-এর সন্তানদের থেকে ছিন্ন হয়ে 'মাররুয্ যাহ্রান' এলাকায় বসতি স্থাপন করে।

'আমর ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন গানাম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামাহ্ খাযরাজ বংশের 'আওফ ইব্ন আয়্যূব আনসারীর ইসলাম গ্রহণের পর তার এক কবিতায় বলেন :

"মার্‌র উপত্যকায় আমরা অবতরণ করলে বহু পরিবারবিশিষ্ট কতগুলো দল আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।"

তারা 'তিহামা'র সব কয়টি উপত্যকা সুরক্ষিত করল। নিজেরাও শক্ত বর্শা ও সুতীক্ষ্ণ তরবারির সাহায্যে নিরাপদ হল।"

হারিসাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ ইব্ন 'আমর ইব্ন আওস বংশের আবুল মুতাহ্হার ইসমাঈল ইব্ন রাফি আনসারী বলেন :

"আমরা যখন মক্কা মু'আয্যমার উপত্যকায় অবতরণ করলাম, 'খুযাআহ্' গোত্রীয়রা প্রশংসনীয় মেহমানদারী করল।

"তারা দলে দলে অবতরণ করল এবং একেকটি দল পর্বত ও উপকূলের মধ্যবর্তী সকল গোত্র ও পশুপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"জুরহুম গোত্রকে মক্কা মু'আয্যমা উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করে শক্তিশালী খুযাআহ সম্প্রদায়ের জন্য সম্মান অর্জন করে ক্ষান্ত হল।"

ইব্ন হিশাম বলেন : এসব তাদের প্রশংসামূলক কবিতা। ইনশাআল্লাহ্ আমি যথাস্থানে জুরহুম বংশ সম্পর্কে বর্ণনা করব।

মুদরিকাহ ও খুযায়মাহর সন্তানগণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুদরিকাহ ইব্ন ইল্য়াসের দু'ছেলে খুযায়মাহ্ ও হুযায়লের মা ছিলেন বনী কুযাআ গোত্রীয়।

খুযায়মার চার ছেলে কিনানা, আসাদ, আসাদাহ্ ও হুন। কিনানার মা হল সা'দ ইব্ন কায়স ইব্ন 'আয়লান ইব্ন মুযার -এর কন্যা আওয়ানা।

ইব্ন হিশাম বলেন : কারো কারো মতে খুযায়মার চতুর্থ ছেলে 'হুন' নয়, হাওন।

কিনানার সন্তান -সন্ততি ও তাদের মাতাগণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : কিনানা ইব্ন খুযায়মারও চার ছেলে-নযর, মালিক, আবদে মানাত ও মিল্কান।

নযরের মা হলেন, বার্‌রাহ বিন্ত মর্‌ব ইব্ন 'উদ্দ ইব্ন তাবিখাহ ইব্ন ইল্য়াস ইব্ন মুযার। আর তিন ছেলে অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নযর, মালিক ও মিল্‌কানের মা হলেন বাররা বিন্‌ত মুররা আর আবদে মানাতের মা হলেন আযদ শানু'আ বংশীয়া হালা বিন্‌ত সুআয়দ ইব্‌ন গিতরীফ। শানু'আর নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নসর ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন গাওস। শানু'আ নামকরণের কারণ, তাদের পরস্পরে শত্রুতা। উল্লেখ্য যে, شنئان শব্দের অর্থ শত্রুতা।

কুরায়শ গোত্রের আত্মপ্রকাশ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নযরের নামই ছিল 'কুরায়শ'। কাজেই একমাত্র নযরের সন্তানরাই হল কুরায়শী। যারা তার সন্তান নয়, তারা কুরায়শী নয়।

বনী কুলায়ব ইব্‌ন ইয়ারবু ইব্‌ন হানযালাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মানাত ইব্‌ন তামীম গোত্রীয় জনৈক জারীর ইব্‌ন আতিয়্যাহ, হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের প্রশংসায় বলেন :

فما الام التى ولدت قريشًا × بمقرفة النَّجَار ولا عقيم

وما قوم بأنجب من ابيكم × وما خال باكرم من تميم

"যে নারী কুরায়শকে গর্ভে ধারণ করেছেন, তার বংশে ত্রুটি থাকতে পারে না, এবং তিনি বন্ধ্যাও হতে পারেন না।

"হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদের পিতৃকুলের চেয়ে অভিজাত এবং তোমাদের মাতৃকুল তামীমের চেয়ে সম্ভ্রান্ত কেউ হতে পারে না।"

কবি এখানে তামীম ইব্‌ন মুররাহ্‌র বোন ও নযরের মা বাররাহ্ বিন্‌ত মুররাহ্‌র প্রতি ইংগিত করেছেন। এ দুটি পংক্তি তার এক কাসিদার অংশ। মতান্তরে ফিহর ইব্‌ন মালিক হলেন কুরায়শ। কাজেই ফিহরের সন্তানরাই কেবল কুরায়শী। কুরায়শ নামকরণ হয়েছে تقرش (ব্যবসা ও উপার্জন) শব্দ থেকে । কেননা তারা ব্যবসায়ী গোত্র।

রু'বাহ্ ইব্‌ন আজ্জাজ বলেন :

"অব্যাহত ব্যবসা ও উপার্জনের জন্য তাদের ছিল পর্যাপ্ত চর্বিদার গোশ্‌ত ও খাঁটি তাজা দুধ। ফলে তাদের গম ও নূপুরের প্রয়োজন ছিল না।" অর্থাৎ দুধে-মাংসে তাদের চেহারা এমনিতেই ছিলো এমন তেলতেলে সুন্দর যে, অলংকার-সৌন্দর্যের প্রয়োজন তাদের ছিল না।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : شغوش এক প্রকার গম। خشل বালা, নূপুর ইত্যাদির ঊর্ধাংশ ; قروش অর্থ ব্যবসা ও উপার্জন। বলা হয়, এ সবের দ্বারা মানুষ ধনী হয়। محض অর্থ খাঁটি দুধ। আবূ জালাদাহ ইয়াশকুরী বলেন, ইয়াশকুর হলো বাকর ইব্‌ন ওয়ায়লের ছেলে :

"ভাই হয়েও তারা আমাদের শৈশবের ও জন্ম-পূর্বকালের কথিত বিভিন্ন অপবাদ আমাদের নামে রটিয়েছে।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শ নামের কারণ এই যে, তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় একত্রিত হয়েছিলো। تقرش অর্থ একত্রিত হওয়া।

নযরের সন্তান-সন্তুতি

নযর ইব্‌ন কিনানার দুই পুত্র-মালিক ও ইয়াখলুদ। মালিকের মা হলেন, 'আতিকাহ্ বিন্‌ত আদওয়ান ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন 'আয়লান। আর ইনিই ইয়াখলুদের মা ছিলেন কিনা জানা নেই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ 'আমর মাদানীর মতে আস্-সালত হলেন নযরের ছেলে। আর তাদের সকলের মা হলেন সা'দ ইব্‌ন যারিব আদওয়ানীর কন্যা। আর আদওয়ান হলেন 'আমর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আলানের ছেলে। বনূ খুযা'আহ গোত্রের শাখা গোত্র মুলায়হে ইব্‌ন 'আমর-এর সদস্য। কুসায়্যির ইব্‌ন আবদুর রহমান ওরফে কুসায়্যর আয্‌যাহ্ বলেন :

"সালত কি আমার পিতা নন? আর আমার ভাই কি নযর গোত্রের অভিজাত শ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত নয়?

"তুমি দেখবে, আমাদের ও তাদের ইয়ামানী চাদর এবং হাযরামী জুতার (যার মাধ্যাংশ সরু) মূল ও সূত্র এক। আর যদি তুমি বনূ নযর গোত্রের না হও, তাহলে তাজা পিলু বৃক্ষের জঙ্গলকে নদীর শেষ মাথায় ছেড়ে দাও।" এগুলো তার কাসিদার অংশ।

খুযা'আহ গোত্রের যারা নিজেদেরকে সালত ইব্‌ন নযরের বংশধর দাবি করেন, তারা হলেন কুসায়্যির আয্‌যাহ্‌রই একটি দল বনূ মূলাহ ইব্‌ন 'আমর।

মালিক ইব্‌ন নযরের ছেলে ও তার মা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মালিক ইব্‌ন নযরের ছেলে হলেন ফিহ্‌র, তার মা হলেন 'জান্দালাহ' বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন মুযায জুরহুমী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইনি ইব্‌ন মুযায আকবর নন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিকের চার ছেলে-গালিব, মুহারিব, হারিস ও আসাদ। এঁদের মা হলেন লায়লা বিন্‌ত সা'দ ইব্‌ন হুযায়ল ইব্‌ন মুদ্‌রিকাহ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ফিহ্‌রের জান্দালাহ্ নাম্নী এক কন্যা ছিল। তিনি ইয়ার বূ'ইব্‌ন হানযালা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীমের মা। আর জান্দালার মা হলেন, লায়লা বিনতে সা'দ। জারীর ইব্‌ন 'আতিয়্যাহ্ ইব্‌ন হাতাফী বলেন (হাতাফীর নাম ছিল হুযায়ফাহ্ ইব্‌ন বদর ইব্‌ন সালামাহ্ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন কুলায়ব ইব্‌ন ইয়ারবূ ইব্‌ন হানযালা) :

"আমি ক্রুদ্ধ হলে জান্দালার পাষাণদৃঢ় ছেলেরা আমার সামনে থেকে (শত্রুর উপর) পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে।" এটিও তার একটি কাসিদার অংশ।

গালিবের সন্তান-সন্ততি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : গালিবের দুই ছেলে -লুআঈ ও তায়ম। এদের মা হলেন, সালমা বিন্‌ত আমর খুযাঈ। আর বনূ তায়মই বনূ আদরাম নামে পরিচিত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কায়স নামে গালিবের আরেক ছেলে ছিল। তার মা হলেন সালমা বিন্‌ত কা'ব ইব্‌ন আমর খুযাঈ। ইনিই ছিলেন গালিবের অপর দুই ছেলে লুআঈ ও তায়মের মা।

লুআঈ-এর সন্তান-সন্ততি

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : লুআঈ ইব্‌ন গালিবের চার ছেলে -কা'ব, আমির, সামাহ ও আওফ।

কুযা'আ গোত্রের মাবিয়াহ বিন্‌ত কা'ব ইব্‌ন কায়ন ইব্‌ন জাসর হলেন কা'ব, আমির ও সামাহ-এর মা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কথিত আছে, হারিস নামে লুআঈর আরেক পুত্র ছিল। লুআঈর এই পুত্রের বংশধররাই হল বনূ জুশাম ইব্‌ন হারিস। তারা রবীআহ্ গোত্রের হিয্‌যান উপগোত্রীয়।

জারীর বলেন : "হে বনূ জুশাম তোমরা হিয্‌যান গোত্রীয় নও। কাজেই লুআঈ-ইব্‌ন গালিবের উর্দ্ধতন মহান ব্যক্তিদের সাথে নিজেদের বংশ সম্পৃক্ত কর আর যাওর ও শুকায়স গোত্রে কন্যা প্রদান করো না। কেননা 'পর' কখনো ভাল নয়।"

সা'দ ইব্‌ন লুআঈ

লুআঈর আরেক ছেলে হল সা'দ। তারা সকলে রবীআহ্ গোত্রে শায়বান ইব্‌ন সা'লাবাহ্ ইব্‌ন উকাবাহ্ ইব্‌ন সা'আব ইব্‌ন আলী ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন ওয়ায়ল শাখার বুনানাহ্ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত।

'বুনানাহ্' উক্ত গোত্রের ধাত্রী ও প্রতিপালিকা। তিনি কায়ন ইব্‌ন জাসর ইব্‌ন শায়উল্লাহ্। মতান্তরে সায়উল্লাহ্ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন ওয়াবরাহ ইব্‌ন সা'লাবাহ্ ইব্‌ন হুল্‌ওয়ান ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযা'আ গোত্রীয়। মতান্তরে, তিনি ছিলেন আন্‌-নামীর ইব্‌ন কাসিতের কন্যা। অন্য মতে, জারম ইব্‌ন রাব্বান ইব্‌ন হালাওয়ান ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযা'আহ্-এর কন্যা।

খুযায়মাহ লুআঈ-এর আরেক ছেলে। তারা সবাই শায়বান ইব্‌ন সা'লাবাহ্ গোত্রের শাখা 'আইযার সাথে সম্পৃক্ত। আইযাহ ইয়ামানের মেয়ে এবং উবায়দা ইব্‌ন খুযায়মাহ্ ইব্‌ন লুআঈ-এর সন্তানদের মা। 'আমির ইবন লুআঈ ব্যতীত লুআঈ-এর অন্য সব সন্তানের মা মাবিয়াহ্ বিন্‌ত কা'ব ইব্‌ন কায়ন ইব্‌ন জাসর আর আমির ইব্‌ন লুআঈর মা মাখশিয়াহ্ বিন্‌ত শায়বান ইব্‌ন মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌র, মতান্তরে লায়লা বিন্‌ত শায়বান ইব্‌ন মুহারিব ইব্‌ন-ফিহ্‌র।

সামাহ ইব্‌ন লুআঈ

(ভাইয়ের ভয়ে ওমানে পলায়ন ও মৃত্যুবরণ)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সামাহ ইব্‌ন লুআঈ ওমানে গিয়ে বাস করেন। আরবদের ধারণা, পারস্পরিক তিক্ততার কারণে তার ভাই আমির ইব্‌ন লুআঈ তাকে দেশছাড়া করেছিলেন। একবার ঝগড়ার সময় সামাহ্ আমিরের চোখ ফুঁড়ে দিয়েছিলেন। তখন আমির তাকে চরম হুমকি দিলে তিনি ওমানে চলে যান। কথিত আছে যে, ওমান যাওয়ার পথে সামাহ-এর উটনী চরছিল। এমন সময় এক সাপ তার ঠোঁট কামড়ে দেয়। ফলে উটনী ঢলে পড়ে। তখন সামাহ্ও সর্প দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আসন্ন মৃত্যু টের পেয়ে সামাহ্ এই কবিতা বলেছিলেন :

"কাঁদো হে চোখ! সামাহ্ ইব্‌ন লুআঈর শোকে কাঁদো। এক ভয়ংকর আক্রমণকারী তাকে আজ পাকড়াও করে ফেলেছে। যেদিন লোকজন এখানে অবতরণ করে, সেদিন উটনীর জন্য মৃত্যুবরণকারী সামাহ্ ইব্‌ন লুআঈর মত আর কাউকে আমি দেখিনি। আমির ও কা'বকে এ খবর বলো যে, আমার আত্মা তাদের জন্য অধীর।"

"ওমান আমার বাসস্থান হলেও আমি গালিবের বংশধর। পেটের তাগিদে আমি ঘরছাড়া হইনি।

"হে লুআঈ সন্তান! মৃত্যুর ভয়ে এমন কোন পেয়ালা তুমি উপুড় করেছ যা উপুড় করা উচিত ছিল না।

"হে লুআঈ সন্তান! তুমি মৃত্যুকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলে অথচ এমন ইচ্ছা করে কেউ মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পায়নি।

"নিরন্তর চেষ্টা ও তীর নিক্ষেপের পর ধীর শান্তগতিতে যাত্রারত উটনীকে তুমি মরণ কামড় দিয়েই বসলে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি এ মর্মে সংবাদ পেয়েছি যে, সামাহ্ বংশীয় জনৈক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বংশ পরিচয় দিয়ে বলল, আমি সামাহ্-এর বংশধর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন :

"সেই কবি সামাহ্? জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি এই কবিতার কথা বলছেন :

رب كأس هرقت يا ابن لؤ × حذر الموت لم تكن مهراقه

"হে ইবন লু'আঈ মৃত্যুর ভয়ে তুমি বহু পেয়ালা ঢেলেছ।"

তিনি বললো, হ্যাঁ।

আওফ ইব্‌ন লুআঈ ও তার বিদেশ ভ্রমণ

(গাতফান গোত্রের সাথে তার অন্তর্ভুক্তির কারণ)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরবদের ধারণামতে আওফ ইব্‌ন লুআঈ কুরায়শের এক কাফেলার সাথে সফরে গেল। কিন্তু গাত্‌ফান ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়লান-এর

এলাকায় এসে সে কাফেলার পিছনে পড়ে গেল। ফলে তার স্বগোত্রীয় সাথীরা তাকে ফেলে চলে গেল। তারপর সা'লাবাহ্ ইব্ন সা'দ তার কাছে আসে। এবং সে হল বংশ সূত্রে যুবয়ান গোত্রের ভাই অর্থাৎ সা'লাবাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন যুবয়ান ইব্ন বাগীয ইব্ন রায়স ইব্ন গাত্ফান। আর এদিকে 'আওফ ইব্ন সা'দ ইব্ন যুবয়ান ইব্ন বাগয ইব্ন রায়স ইব্ন গাত্ফান।

যা হোক, সা'লাবাহ্ এসে তাকে আটকে রাখল এবং সেখানেই তার বিয়ে দিল এবং তাকে আপন বংশভুক্ত ও ভ্রাতৃভুক্ত করে নিল। এখানে থেকেই আওফের যুবয়ানী বংশ পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ধারণা যে, আওফের বংশীয় লোকেরা যখন তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখন সা'লাবাহই তাকে লক্ষ্য করে বলেছিল :

"হে লু'আঈ পুত্র! তোমার উট আমার কাছেই বেঁধে রাখ। কেননা গোত্রের লোকেরা তো তোমাকে ছেড়ে গিয়েছে, তোমার তো আর কোন ঠাঁই নেই।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র অথবা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুসায়ন বলেছেন যে, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, আমি যদি আরবের কোন গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অথবা কোন গোত্রকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করার দাবিদার হতাম, তবে আমি বনূ মুররাহ্ ইব্ন আওফের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবি করতাম। কেননা আমরা তাদের মাঝে বহু মিল খুঁজে পাই। তাছাড়া 'আওফ ইব্ন লুআঈ কোথায় কি অবস্থায় গিয়ে পড়েছে, তা আমরা জানি না।

মুররাহ্ বংশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুররাহ্ হল গাতফান বংশোদ্ভূত। যেমন, মুররাহ্ ইব্ন আওফ ইব্ন সা'দ ইব্ন যুবয়ান ইব্ন বাগীয (بغيض) ইব্ন রায়স ইব্ন গাতফান। যখন তাদের কাছে এ বংশনামা আলোচনা করা হত, তখন তারা বলত, আমরা এ বংশ পরিচয় অমান্য এবং অস্বীকার করি না, বরং এটা আমাদের কাছে প্রিয়তম বংশ পরিচয়।

হারিস ইব্ন যালিম ইব্ন জাযীমা ইব্ন ইয়ারবূ (ইব্ন হিশামের মতে তিনি হলেন বনূ মুররা ইব্ন 'আওফ-এর একজন) যখন নু'মান ইব্ন মুনযিরের ভয়ে পালিয়ে কুরায়শে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন এ কবিতা বলেছিলেন :

"আমার গোত্র সা'লাবাহ্ ইব্ন সা'দ নয়, নয় বনূ ফাযারা; যাদের ঘাড়ে রয়েছে প্রচুর লোম (অর্থাৎ যারা সিংহের মত কঠোর ও শক্তিশালী)।

"তুমি জানতে চাইলে শুনে নাও, বনূ লুআঈ হল আমার গোত্র, যারা মক্কাতে বনূ মুযারকে অসি চালনা শিক্ষা দিয়েছিল।

"আমরা কতই না নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছি বনূ বাগীযের অনুসরণ করে এবং আমদের নিকটাত্মীয়দের থেকে বংশ পরিচয় ছিন্ন করে।

"এ যেন সেই নির্বুদ্ধিতা যে নিজের কাছে রাখা পানি ফেলে দিয়ে মরীচিকার পেছনে ছুটে যায়।

"তোমার জীবনের শপথ, আমি তাদের অনুগত হয়ে থাকলে অজীবন তাদের মাঝেই থাকতে পারি, ঘাস পানির সন্ধানে অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

"রাওয়াহা কুরায়শী বিনিময় ছাড়াই আমার বাহনরূপে নিজের তেজস্বী উটনী সাজিয়ে দিয়েছে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা আমাকে এ কবিতা থেকে শুনিয়েছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুসায়ন ইব্‌ন হুমাম আল-মুর্‌রী গাত্‌ফান বংশভুক্ত হওয়ার দাবিদার বনূ সাহম ইব্‌ন মুররা গোত্রের একজন হারিস ইব্‌ন যালিমের বক্তব্য খন্ডন করে বলেছেন :

"জেনে রাখ, তোমরা আমাদের থেকে নও এবং আমরাও তোমাদের থেকে নই। লুআঈ ইব্‌ন গালিবের সাথে বংশ সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা তোমাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

"আমরা ছিলাম হিজাযের উঁচু এলকায়, আর তোমরা ছিলে পাহাড়ের মাঝে বালুকাময় নিচু উপত্যকার কষ্টদায়ক স্থানে।"

এখানে কুরায়শ বংশই হলো কবির লক্ষ্য। তারপর হুসায়ন হারিস ইব্‌ন যালিমের কথা বুঝতে পেরে লজ্জিত হয় এবং কুরায়শ বংশভুক্ত হওয়ার কথা মেনে নিয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে বলে :

"আমি ইতিপূর্বে যা বলেছিলাম, তাতে আমি লজ্জিত। নিঃসন্দেহে আমার আগের বক্তব্য ছিলো মিথ্যা—

"হায়! যদি আমার জিহ্‌বা দু'টুকরা হয়ে যেত যার এক টুকরা বোবা হয়ে থাকত এবং অপর টুকরা কুরায়শের প্রশংসায় তারকালোকে পৌছে যেত (তবে কতই না ভাল হতো)!

"আমাদের পূর্বপুরুষ কিনানা বংশেরই ছিলেন, যার কবর ছিলো মক্কা শরীফের দু'পাহাড়ের মাঝে বালুকাময় উপত্যকায় কষ্টদায়ক স্থানে।

"ওয়ারিস সূত্রে বায়তুল হারামের এক-চতুর্থাংশ এবং ইব্‌ন হাতিবের বাড়ির কাছে বালুকাময় উপত্যকার এক -চতুর্থাংশ আমাদের।"

লুআঈ-এর চার ছেলে ছিল-কা'আব, আমির ও সামাহ্ এবং আওফ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদের থেকে নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তি আমাকে এ তথ্য দিয়েছেন যে, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বনূ মুররার কতক লোককে বলেছিলেন, যদি তোমরা চাও, তবে তোমাদের নিজেদের বংশের দিকে ফিরে যেতে পার।

মুররাহ্ বংশের নেতৃবৃন্দ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরা ছিল বনূ গাতফানের নেতৃস্থানীয়। তাদের মধ্যেই ছিলেন হারাম ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আবূ হারিসাহ্, খারিজাহ্ ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আবূ হারিসাহ্, হারিস ইব্‌ন আওফ, হুসায়ন ইব্‌ন আল-হুমাম এবং হাশিম ইব্‌ন হারমালাহ্, যার সম্পর্কে কবি বলেন :

"হাবাআত ও ইয়ামালাহ্ যুদ্ধের দিন হাশিম ইব্ন হারমালাহ্ তার পিতৃনাম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

"তুমি দেখবে রাজা-বাদশাহ সবাই তার সামনে জড়সড়। অপরাধী ও নিরপরাধ সবাইকে সে কতল করে।

"এবং তার বল্লম মাকে সন্তান শোকে কাতর করে ছাড়ে।"

তার কাছে আমি আরও শুনেছি যে, হাশিম একবার আমিরকে বলেছিল, কোন উৎকৃষ্ট কবিতায় তুমি আমার প্রশংসা কর। যার বিনিময়ে তুমি পুরস্কৃত হবে। তখন আমির তাকে একে একে তিনটি পংক্তি শুনাল কিন্তু কোন্‌টিই তার পসন্দ হল না। চতুর্থবারে যখন সে বলল :

"সে অপরাধী ও নিরপরাধ সবাইকে কতল করে" তখন সে খুশি হয়ে তাকে পুরস্কৃত করল।

ইব্ন হিশাম বলেন : এদিকে ইংগিত করেই কবি কুমায়ত ইব্ন যায়দ বলেছেন : "মুররাহ বংশীয় হাশিম সেই বীরশ্রেষ্ঠ, যার হাতে অপরাধী ও নিরপরাধ সবাই কতল হয়।" আর আমিরের কবিতায় يوم الهبات শব্দটি আবূ উবায়দাহ্ ছাড়া ভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে।

মুর্‌রাহ ও বাস্‌ল বংশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : গাতফান ও কায়স বংশে এদের সুখ্যাতি বিরাজমান ছিল। আর এরা নিজস্ব বংশধারার উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এদের মধ্যে ছিল বাস্‌ল।

বাস্‌ল প্রসংগে

('বাস্‌ল'-এর পরিচয় এবং কবি যুহায়র-এর বংশ পরিচয়) : পণ্ডিতদের মতে 'বাস্‌ল' হল সম্মানিত আটটি মাস। এ মাসগুলো আরবরা সর্বসম্মতভাবেই সম্মান করত। তখন তারা আরবের যে কোন এলাকায়ই ইচ্ছা, নির্ভয়ে যাতায়াত করত। যুহায়র ইব্ন আবূ সালমা বনূ মুররাহ্ সম্পর্কে বলেন, ইব্ন হিশাম বলেন, যুহায়র হলেন বনূ মুযায়নাহ্ ইব্ন উদ্দ ইব্ন তাবিখাহ ইব্ন ইলিয়াস ইব্ন মুযার বংশের। মতান্তরে যুহায়র ইব্ন আবূ সালমা হলেন গাত্‌ফান বংশের। অন্য মতে তিনি ছিলেন গাতফান গোত্রের মিত্র।

"ভেবে দেখ, মারাওয়া এলাকা এবং তার বাড়িঘরগুলো কখনো তাদের থেকে শূন্য থাকে না। এগুলো শূন্য হলেও 'নাখল' এলাকা তাদের থেকে শূন্য হবে না।

"আমি যে সব শহরে এদের সাথে অবস্থান করেছি, তাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল, সে সব এলাকায় তারা না থাকলেও ভয়ের কারণ নেই, কেননা তারা সম্মানের অধিকারী (বাস্‌ল)।"

ইব্ন হিশাম (র) বলেন : এই পংক্তি দুটো তার একটি কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : কায়স ইব্ন সা'লাবা গোত্রের কবি আ'শা বলেন :

"বাস্‌ল-এর উসীলাতেই তোমরা আশ্রয় পেলে যা আমাদের দৃষ্টিতে সম্মানিত। আর আমরা আমাদের প্রতিবেশী যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি, তারা তোমাদের জন্য হালাল এবং তাদের স্ত্রীও। "ইব্ন হিশাম বলেন, এ পংক্তিটি তার এক কবিতায় অংশবিশেষ।"

কা'ব-এর সন্তান-সন্তুতি এবং তাদের জননী

ইব্ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্ন লুআঈ-এর তিন ছেলে-মুররা ইব্ন কা'ব, আদী ইব্ন কা'ব এবং হুসায়স ইব্ন কা'ব। আর তাদের মা হলেন ওয়াহশিয়্যা বিন্ত শায়বান ইব্ন মুহারিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক ইব্ন নযর।

মুররা-এর সন্তান-সন্তুতি এবং জননী

মুররা ইব্ন কা'ব-এর তিন পুত্র-কিলাব ইব্ন মুররা, তায়ম ইব্ন মুররা, ইয়াকাযা ইব্ন মুররা। কিলাবের মা হলেন হিন্দ বিন্ত সুরায়র ইব্ন সা'লাবা ইব্ন হারিস ইব্ন ফিহর ইব্ন মালিক ইব্ন কিনানা ইব্ন খুযায়মা। আর ইয়াকাযার মা হলেন ইয়ামানের আসদ বংশের বারিক গোত্রের 'বারিকিয়্যা' নাম্নী এক মহিলা। অনেকের মতে তিনি তায়ম-এর মা ছিলেন। মতান্তরে, তায়ম কিলাবের মা হিন্দ বিন্ত সুরায়রের ছেলে।

বারিকের বংশ পরিচিতি

ইব্ন হিশাম বলেন : বারিক হলেন, আদী ইব্ন হারিসা ইব্ন আমর ইব্ন 'আমির ইব্ন হারিসা ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন সা'লাবা ইব্ন মাযিন ইব্ন আসদ ইব্নুল গাওসের বংশধর। এরা হলেন, শানুআ বংশের অন্তর্ভুক্ত। কুমায়ত ইব্ন যায়দ বলেন :

"আযদ শানুআ শিংবিহীন মাথা নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের ধারণা যে, তাদের শিং রয়েছে।

"আমরা বনূ বারিককে বলিনি যে, তোমরা অন্যায় করেছ। আর আমরা তাদের এও বলিনি যে, তোমরা আমাদের ক্ষমা করে দাও।"

ইব্ন হিশাম বলেন : এ পংক্তি দু'টো কুমায়তের এক কবিতার অংশবিশেষ। আর 'বারিক' নামে তাদের নামকরণের কারণ এই যে, তারা বারিক (বিদ্যুৎ)-এর অনুসরণ করেছিল।

কিলাবের সন্তানদ্বয় এবং তাদের মাতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : কি'লাব ইব্ন মুররার দু'ছেলে -কুসাঈ ইব্ন কিলাব এবং যুহরা ইব্ন কিলাব। এদের মা হলেন ফাতিমা বিনত সা'দ ইব্ন সায়াল। সায়াল হলেন, ইয়ামানের আযদ নামক স্থানের জু'সুমা বংশের জাদারা গোত্রের এক ব্যক্তি। বনূ জু'সুমা হল বনূ দায়ল ইব্ন বাকর ইব্ন আবদে মানাফ ইব্ন কিনানার মিত্র।

জু'সুমার বংশ পরিচিতি

ইব্ন হিশাম বলেন : অনেকে জু'সুমাকে জু'সুমাতুল আসদ এবং অন্যরা জু'সমাতুল আযদ বলেন। আর ইনি হলেন জু'সুমা ইব্ন ইয়াশকুর ইব্ন মুবাশশির ইব্ন সা'আব ইব্ন দুহমান ইব্ন নাস্র ইব্ন যাহরান ইব্ন হারিস ইব্ন কা'ব ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক ইব্ন নাস্র ইব্ন আস্দ ইব্নুল গাওস।

অনেকে এ বংশধারা এভাবে বর্ণনা করেছেন : জু'সুমা ইব্‌ন ইয়াশকুর ইব্‌ন মুবাশশির ইব্‌ন সা'আব ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন যাহরান ইব্‌ন আস্‌দ ইব্‌ন গাওস।

এদের জাদারা নামে অভিহিত হওয়ার কারণ এই যে, আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জু'সুমা হারিস ইব্‌ন মুযায জুরহুমীর মেয়েকে বিয়ে করে। আর জুরহুম বংশীয়রা ছিল কা'বার তত্ত্বাবধায়ক। আমির বায়তুল্লাহ্ শরীফের একটি দেয়াল নির্মাণ করেছিল। ফলে তার নাম হল জাদের (দেয়াল নির্মাণকারী), আর তার সন্তানদের নাম হল জাদারা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, সা'দ ইব্‌ন সায়ালের প্রশংসায় কবি বলেন :

"আমরা যাদের জানি, তাদের মাঝে কাউকে সা'দ ইব্‌ন সায়ালের মত দেখিনি।"

"সে এমন অশ্বারোহী যে, সে যুদ্ধের সময় দু'হাতেই অস্ত্র চালনা করে। আর যখন সে নিজের সমপর্যায়ের কোন যোদ্ধার সম্মুখীন হয়, তখন সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে।"

فارسا يسدرج الخيل كما استدرج الحر القطا مى الحجل

"সে এমন অশ্বারোহী যে, সে ধীরে ধীরে শত্রুদের আস্তানায় পৌঁছে যায়। যেমন বাজপাখি তিতিরের নিকটবর্তী হয়।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতার (كما استدرج الحر) কাব্য অংশটি কতক কবিতা বিশেষজ্ঞ থেকে প্রাপ্ত।

কিলাবের অন্যান্য সন্তান-সন্তুতি

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কিলাবের নু'ম নাম্নী এক মেয়ে ছিল। সে ছিল সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসাইস ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই-এর পুত্রদ্বয় আস্‌আদ ও সু'আয়দের মা, 'আর নু'ম-এর মা হলেন ফাতিমা বিন্‌ত সা'আদ ইব্‌ন সায়াল।

কুসাই-এর সন্তান-সন্তুতি ও তাদের মাতা

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : কুসাই ইব্‌ন কিলাবের চার ছেলে ও দুই মেয়ে। আবদে মানাফ ইব্‌ন কুসাই, আব্দুদ্দার ইব্‌ন কুসাই, আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই এবং আবদে কুসাই ইব্‌ন কুসাই। আর মেয়েরা হল : তাখমুর বিন্‌ত কুসাই এবং বাররা বিন্‌ত কুসাই। এদের মা হলেন হুববায় বিনত হুলায়ল ইব্‌ন হাবাশিয়্যাহ ইব্‌ন সালূল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আম্‌র খুযাই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকে হাবাশিয়্যাকে হুবশিয়্যাহ ইব্‌ন সালূল বলেছেন।

আবদে মানাফের সন্তানগণ এবং তাদের মাতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদে মানাফ ওরফে মুগীরা ইব্‌ন কুসাই-এর চার পুত্র-হাশিম ইব্‌ন আবদে মানাফ, আবদে শামস্ ইব্‌ন আবদে মানাফ, মুত্তালিব ইব্‌ন আবদে মানাফ। এদের মা হলেন 'আতিকা বিন্‌ত মুররা ইবন হিলাল ইব্‌ন ফালিজ ইব্‌ন যাক্‌ওয়ান ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন বুহসা ইব্‌ন সুলায়ম ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা এবং চতুর্থ ছেলে হলেন নওফল

ইব্‌ন আবদে মানাফ। তার মা হলেন ওয়াকিদাহ্ বিন্‌ত 'আমর মাযিনিয়্যাহ্। মাযিন হলেন মানসূর ইব্‌ন ইকরামার পুত্র।

উতবা ইব্‌ন গাযওয়ানের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই বংশধারার কারণেই উত্‌বা ইব্‌ন গাযওয়ান ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন নুসায়ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা তাদের বিরোধিতা করেছিল।

আবদে মানাফ-এর অন্যান্য সন্তানগণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ 'আমর, তুমাযির, কিলাবা, হাইয়া, রায়তা, উম্মুল আখসাম, উম্মু সুফইয়ান এরা সব আবদে মানাফেরই সন্তান। এদের মাঝে আবূ 'আমরের মা হলেন সাকীফ গোত্রের রায়তা। এছাড়া অন্যান্য মেয়েদের মা হলেন 'আতিকা বিন্‌ত মুররাহ্ ইব্‌ন হিলাম, ইনি হাশিমেরও মা। আতিকার মা হলেন সফিয়্যা বিন্‌ত হাওযাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সালূল ইব্‌ন সা'সা'আ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন বাক্‌র ইব্‌ন হাওয়াযিন। সফিয়্যার মা হলেন আইযুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ 'আশীরাহ্ ইব্‌ন মাযহাজ্জ-এর কন্যা।

হাশিমের সন্তান-সন্তুতি ও তাদের মাতাগণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাশিম ইব্‌ন 'আবদে মানাফের চার ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে। চার ছেলে হলেন : 'আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম, আসাদ ইব্‌ন হাশিম, আবূ সায়ফী ইব্‌ন হাশিম এবং নায্‌লা ইব্‌ন হাশিম। আর মেয়েরা হলেন : শিফা, খালিদা, যাঈফা, রুকায়্যা ও হাইয়া। আবদুল মুত্তালিব ও রুকায়্যার মা হল সালমা বিন্‌ত 'আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন লাবীদ (ইব্‌ন হারাম) ইব্‌ন খিদাশ ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নাজ্জার। আর নাজ্জারের নাম হল তায়মুল্লাহ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির।

আর সালমার মা হলেন উমায়রা বিনত সখ্‌র ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার। উমায়রাহ্‌র মা হলেন, সালমা বিন্‌ত আবদুল আশ্‌হাল নাজ্জারিয়্যাহ।

আসাদের মা হলেন কায়লা বিন্‌ত আমির ইব্‌ন মালিক খুযাই। আবূ সায়ফী এবং হাইয়া-র মা হলেন হিন্‌দ বিন্‌ত আমর ইব্‌ন সা'লাবা খাযরাজিয়াহ।

নাযলা ও শিফার মা হলেন কুযাআ গোত্রের এক মহিলা।

খালিদা ও যাঈফার মা হলেন ওয়াকিদা বিনত আবূ আদী মাযিনিয়াহ্।

আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের সন্তানগণ

(তাদের সংখ্যা ও মাতাগণ) ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের দশ ছেলে এবং ছয় মেয়ে। ছেলেরা হলেন : আব্বাস, হামযা, 'আবদুল্লাহ, আবূ তালিব ওরফে

আবদে মানাফ, যুবায়র, হারিস, জাহল, হাজল ভিন্নমতে মুকাব্বম, যিরারা, আবূ লাহাব ওরফে আবদুল উয্যা। আর মেয়েরা হলেন : সফিয়্যা, উম্মে হাকীম বায়যা, 'আতিকা, উমায়মা, আরওয়া এবং বাররাহ্।

আব্বাস ও যিরারের মা হলেন নুতায়লা বিন্ত জানাব ইব্ন কুলায়ব ইব্ন মালিক ইব্ন আম্র ইব্ন আমির ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন আমির। তার উপাধি ছিল যাহ্ইয়ান ইব্ন সা'দ ইব্ন খাযরাজ ইব্ন তায়ম লাত ইব্ন নামির ইব্ন কাসিত ইব্ন হিন্ব ইব্ন আফসা ইব্ন জাদীলা ইব্ন আসাদ ইব্ন রবীআ ইব্ন নিযার।

অনেকের মতে আফসা হলেন দু'মী ইব্ন জাদীলার ছেলে।

হামযা, মুকাব্বম, জাহল ও সাফিয়্যার মা হলেন হালা বিন্ত উহায়ব ইব্ন আব্দ মানাত ইব্ন যুহ্রা ইব্ন কিলাব ইব্ন মুর্রা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই।

অধিক পুণ্যবান ও ধনবান হওয়ার কারণে হাজলকে গায়দাক (সম্মানের অধিকারী) উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

আবদুল্লাহ্, আবূ তালিব, যুবায়র এবং সফিয়্যা ছাড়া সকল মেয়ের মা ছিলেন ফাতিমা বিন্ত 'আমর ইব্ন আইয ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযূম ইব্ন ইয়াকাযা ইব্ন মুর্রা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক্ ইব্ন নযর।

ফাতিমার মা হলেন, সাখরা বিন্ত আব্দ ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখ্যূম ইব্ন ইয়াকাযা ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক ইব্ন নয্র।

সাখরার মা হলেন : তাখমূর বিন্ত আবদ ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহর ইব্ন মালিক ইব্ন নযর।

হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের মা হলেন : সামরা বিন্ত জুন্দুব ইব্ন জুহায়র ইব্ন রিআব ইব্ন হাবীব ইব্ন সুওয়াআ ইব্ন আমির ইব্ন সা'সা'আ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন বাক্র ইব্ন হাওয়াযিন ইব্ন মানসূর ইব্ন ইকরামা।

আর আবূ লাহাবের মা হলেন, লুবনা বিনতে হাজির ইব্ন 'আব্দে মানাফ ইব্ন যাতির ইব্ন হুবশিয়্যা ইব্ন সালূল ইব্ন কা'ব ইব্ন 'আমর খুযা'ঈ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মাতা

ইব্ন হিশাম বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হলেন মানবকুল শিরোমণি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (صلى الله عليه وسلم) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব।

তাঁর মা হলেন : আমিনা বিন্ত ওয়াহব ইব্ন আবদে মানাফ ইব্ন যুহ্রা ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক ইব্ন নয্র। আমিনার মা

হলেন : বার্‌রা বিন্‌ত 'আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন 'উসমান ইব্‌ন 'আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নয্‌র। বাররার মা হলেন : উম্মু হাবীব বিনত আসাদ ইব্‌ন আবদুল উযযা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইবন ফিহর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নযর। উম্মু হাবীবের মা হলেন : বার্‌রা বিন্‌ত 'আওফ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উওয়ায়জ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নয্‌র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পিতামাতা উভয় দিক থেকে মানবকুলে শ্রেষ্ঠ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন।

যমযম খনন প্রসঙ্গে

(যমযম সম্পর্কে কিছু কথা) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী বলেন : আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম একবার কা'বা সংলগ্ন হাতীমে[১] ঘুমিয়েছিলেন। তখন স্বপ্নে তিনি যমযম খননের নির্দেশ পেলেন। যমযম কুরায়শদের দু'টি মূর্তি ইসাফ ও নায়েলার মধ্যবর্তী স্থানে, তাদের পশুবলির জায়গায় মাটিচাপা অবস্থায় ছিল। জুরহুম গোত্র মক্কা থেকে বিদায়কালে এটা মাটির নিচে চাপা দিয়ে যায়। এ কুয়াটি ছিল মূলত ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর। ছোটবেলায় যখন তিনি তৃষ্ণার্ত হন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে এই কুয়ার পানি পান করান। ঘটনার বিবরণ এই :

তিনি যখন তৃষ্ণার্ত হলেন, তখন তার মা হাজেরা বহু খোঁজাখুজি করে পানি না পেয়ে প্রথমে 'সাফা' পাহাড়ে তারপর 'মারওয়া' পাহাড়ে চড়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইসমাঈলের জন্য বৃষ্টির ফরিয়াদ করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-কে পাঠালেন। তিনি যমীনে পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করলে সেখান থেকে পানি বের হতে লাগল। এমন সময় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মা হিংস্র জন্তুর আওয়াজ শুনে পুত্রের জীবনাশংকায় তার দিকে দৌড়ে আসলেন। দেখতে পেলেন তার গন্ডদেশের নীচ থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে, আর তিনি হাতে পানি পান করছেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মা সেখানে একটি ছোট গর্ত তৈরি করে নিলেন।

জুরহুম গোত্র ও তাদের যমযম কুয়া মাটি চাপা দেওয়া প্রসঙ্গে

বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধায়কগণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মক্কা থেকে জুরহুম গোত্রের গমন, জুরহুম গোত্রের (পবিত্র) যমযম কূপ মাটিচাপা দেয়া এবং তারপর থেকে আবদুল মুত্তালিবের যমযম কূপ পুনঃখনন পর্যন্ত মক্কার

১. হাতীম হল কা'বাঘরের দক্ষিণদিকের দেয়াল ঘেরা অতিরিক্ত অংশ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবূয়াতপ্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে কুরায়শরা যখন কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করেছিল, তখন তারা অর্থ সংকটের কারণে এ অংশটুকু ছেড়ে দিয়েছিল। চিহ্নিত করার জন্য এ অংশটুকু বর্তমানে দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।

শাসকবর্গ সম্পর্কিত যে সকল তথ্য যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাক্কায়ী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবীর বরাতে শুনিয়েছেন তা হল : ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীমের ইন্তিকালের পর থেকে আল্লাহর যত দিন ইচ্ছা ছিল, ততদিন তার ছেলে নাবিত ইব্‌ন ইসমাঈল ছিলেন বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধায়ক। এরপর বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধায়ক হন মুযায ইব্‌ন আমর জুরহুমী।

জুরহুম ও কাতুরা প্রসঙ্গে

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে মিযায ইব্‌ন 'আমর জুরহুমী।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ ইসমাঈল, বনূ নাবিত তাদের নানা মুযায্ ইব্‌ন আমর এবং তাদের মামারা ছিলেন জুরহুম গোত্রের। আর সে সময় জুরহুম ও কাতুরা গোত্রের লোকেরাই ছিল মক্কার বাসিন্দা, বনূ জুরহুম ও বনূ কাতুরা ছিল পরস্পর চাচাতো (মামাতো) ভাই। এরা কাফেলাযোগে ইয়ামান থেকে এসেছিল। বনূ জুরহুমের নেতা ছিলেন মুযায্ ইব্‌ন আমর। কাতুরা গোত্রের নেতা ছিলেন তাদেরই গোত্রভুক্ত জনৈক সামায়দা'। ইয়ামান ত্যাগের সময় সর্বদা তারা নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য শাসক নিযুক্ত করে নিতেন। উভয় গোত্র মক্কায় এসে সেখানকার পানি ও গাছপালাময় পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করল। মুযায ইব্‌ন আমর ও তার জুরহুমী সাথীরা মক্কার উঁচু এলাকার কু'আয়কি'আন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করল। আর সামায়দা-এর নেতৃত্বে বনূ কাতুরা মক্কার নিম্নভূমি আজয়াদ ও তার আশেপাশে বসতি স্থাপন করল। তখন থেকে উঁচু এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশকারীদের থেকে বনূ মুযায উশর আদায় করত। আর নিম্নাঞ্চল দিয়ে প্রবেশকারীদের থেকে সামায়দা উশর আদায় করত। এরা নিজ নিজ এলাকায় থাকত। কেউ কারো এলাকায় হস্তক্ষেপ করত না। কিন্তু পরবর্তীতে জুরহুম ও কাতুরা গোত্রের লোকেরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে একে অপরের উপর চড়াও হল। বনূ ইসমাঈল এবং বনূ নাবিত তখন মুযাযের পক্ষে ছিল এবং বায়তুল্লাহর কর্তৃত্ব মুযাযের হাতেই ছিল, সামায়দার হাতে নয়। তারপর তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল। মুযায ইব্‌ন 'আমর কু'আয়কি'আন থেকে বর্ম, বর্শা, ঢাল ও তীর-তলোয়ার যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তর্জন-গর্জন করতে করতে সামায়দার দিকে অগ্রসর হয়। কথিত আছে যে, সেখান থেকেই কু'আয়কি'আন নামকরণ হয়। অন্যদিক থেকে সামায়দা পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে আজয়াদ থেকে বের হয়। কথিত আছে যে, তাদের সাথে উৎকৃষ্ট ঘোড়া ছিল বলেই তাদের এলাকার নাম হয়েছে আজয়াদ। ফাযিহ নামক এলাকায় উভয় দল মুখোমুখি হল। তুমুল যুদ্ধের পর সামায়দা' নিহত হলেন এবং কাতুরা গোত্র বিপর্যস্ত হল। কথিত আছে যে, এখান থেকেই এ এলাকার নাম ফাযিহ তথা অপদস্থকারী হয়েছে। তারপর সন্ধির উদ্দেশ্যে মক্কার উঁচু অঞ্চলের মাতাবিখ নামক এলাকায় উভয় গোত্রের সকল শাখার লোকেরা মিলিত হল এবং সর্বসম্মতিক্রমে মক্কার সর্বময় কর্তৃত্ব মুযাযের হাতে অর্পণ করল। মুযায তখন সকলকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। সেখানে রান্নাবান্না হয়েছে

বলেই সে জায়গাটি মাতাবিখ নামে পরিচিত হয়েছে। কোন কোন আলিমের মতে এ এলাকার নাম মাতাবিখ হওয়ার কারণ হল তুব্বা সম্প্রদায় জন্তু যবেহ করে লোকদের আপ্যায়নের পর এখানেই বসতি স্থাপন করেছিল।

কথিত আছে যে, মুযায ও সামায়দা'র যুদ্ধই ছিল মক্কার বুকে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ।

মক্কায় ইসমাঈল ও জুরহুমের সন্তান-সন্তুতি

তারপর আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীতে ইসমাঈল (আ)-এর বংশ বেশ বিস্তার লাভ করে। কিন্তু মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ্র তত্ত্বাবধান এবং শাসনভার তাদের মামা জুরহুম গোত্রের কাছেই থেকে যায়। আত্মীয়তা ও হারাম শরীফের মর্যাদার কথা বিবেচনা করে জুরহুম গোত্রের সাথে তাঁরা এ বিষয়ে কখনো বিরোধ-লড়াইয়ে লিপ্ত হয়নি। তারপর মক্কায় স্থান সংকটের কারণে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের লোকেরা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল এবং যাদের সাথে তাদের লড়াই হত, তাদের দীনদারীর কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে জয়ী করতেন।

কিনানা ও খুযা'আ গোত্রের বায়তুল্লাহর উপর আধিপত্য এবং জুরহুমের অত্যাচার ও বিদ্রোহ

(মক্কায় জুরহুম গোত্রের বিদ্রোহ এবং বনূ বাকর কর্তৃক তাদের বিতাড়ন) তারপর জুরহুম বংশীয়রা বিদ্রোহী হয়ে হারামের পবিত্রতা বিনষ্ট করল। বহিরাগতদের উপর অত্যাচার এবং বায়তুল্লাহর নামে প্রেরিত অর্থ আত্মসাৎ করতে লাগল। ফলে তাদের অবস্থা নাজুক হয়ে গেল। বাক্র ইব্ন 'আবদে মানাত ইব্ন কিনানাহ ও খুযা'আ গোত্রের গুবশান শাখা এ অবস্থা দেখে তাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়নের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধে তারা তাদের পরাজিত করল এবং মক্কা থেকে বের করে দিল। জাহিলী যুগে মক্কায় যুলুম-অত্যাচার করে কেউ টিকতে পারত না, বরং বিতাড়িত হত। এজন্যই মক্কার আরেক নাম ছিল নাস্সা। তদ্রূপ মক্কার পবিত্রতা বিনষ্টকারী কোন হানাদারও রেহাই পেত না, স্বস্থানেই ধ্বংস হয়ে যেত। তাই মক্কার আরেক নাম ছিল বাক্কা। কেননা মক্কা পরাক্রমশালীদের ঘাড় ভেঙ্গে দিত—যখন তারা মক্কার বুকে কোন অনাচার করত।

বাক্কার আভিধানিক অর্থ

ইব্ন হিশাম (র) বলেন : আমাকে আবূ উবায়দা এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, বাক্কা হল, মক্কার একটি উপত্যকার নাম। কেননা মানুষ সেখানে সমবেত হত, এজন্য তার নাম হয়েছে বাক্কা। এ প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত পংক্তিটি আবৃত্তি করেছেন :

"যখন পানি পান করানকারী কোন বিপদে পড়ে, তখন তুমি তাকে ছেড়ে দাও, যাতে তার উট পানির কাছে গিয়ে ভিড় জমাতে পারে।

বায়তুল্লাহ্ ও মসজিদের স্থান হল বাক্কা।"

এই পংক্তিটি আমান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীমের। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আম্‌র ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুযায জুরহুমী কা'বার স্বর্ণ হরিণ[১] দু'টো এবং হাজরে আসওয়াদকে যমযমে দাফন করে এবং জুরহুম গোত্রকে সাথে নিয়ে ইয়ামানে চলে যায়। মক্কা থেকে বহিষ্কৃত হওয়া এবং মক্কার কর্তৃত্ব চলে যাওয়ার বেদনায় আমির ইব্‌ন হারিস (ইব্‌ন আমর) ইব্‌ন মুযায নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন : (মুযায আকবার নামে যিনি পরিচিত, ইনি সেই মুযায নন)।

"বহু বিলাপকারীর অবস্থা এই ছিল যে, প্রবল ধারায় তাদের অশ্রু ঝরছিল। কারো চোখে অশ্রু টলমল করছিল।

"যেন 'হাজুন' ও সাফা পাহাড়ের মাঝে আমাদের আপন বলতে কেউ ছিল না। আর মক্কায় কখনো কোন নৈশ গল্পকারী গল্প করেনি।

"আমি আমার প্রিয়াকে বললাম, তখন আমার মন এত চঞ্চল ছিল, যেন একে পাখি দু'পাখার মাঝে ঝাপ্টাচ্ছে।

"হ্যাঁ, আমরা তো মক্কারই অধিবাসী ছিলাম, কিন্তু কালের আবর্তন ও ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে আমরা বিতাড়িত হয়েছি।

"নাবিতের পর আমরাই ছিলাম বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধায়ক। আমরা এ ঘরের তাওয়াফ করতাম, আর কল্যাণই প্রকাশ পেত।

"নাবিতের পর মর্যাদার সাথে আমরা বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধান করেছিলাম। সুতরাং আমাদের কাছে সম্পদশালীদের কি মর্যাদা হতে পারে।

"আমরা সেখানে রাজত্ব করেছি এবং রাজত্বকে মহিমান্বিত করেছি। আমরা ছাড়া আর কোন গোত্রের এ নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই।

"তোমরা কি আমার জানামতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ইসমাঈল (আ)-কে কন্যাদান করনি। কাজেই তার সন্তানরা তো আমাদেরই এবং আমরাই তো তার শ্বশুরকুল।

"দুনিয়ার পরিস্থিতি আমাদের প্রতিকূল হওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা দুনিয়াটা পরিবর্তনশীল ও সংঘাতময়।

"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদেরকে সেখান থেকে বের করেছেন। হে মানুষ! শোন, এমনই হল ভাগ্যের লীলাখেলা।

"মানুষ যখন নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন ছিল, তখন আমি বিনিদ্র অবস্থায় ফরিয়াদ করছিলাম। হে আরশের অধিপতি! সুহায়ল ও 'আমির[২] থেকে যেন বিতাড়িত না হই।

"তাদের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ এমন কিছু সামনে এসেছে, যেগুলো আমি পসন্দ করি না।

---

১. কাবার জন্য প্রেরিত উপঢৌকন সামগ্রীর মধ্যে স্বর্ণের তৈরি দুটো হরিণও ছিল।

২. মক্কার দু'টি পাহাড়।

"এখন আমরা বিগত কাহিনীতে পরিণত হয়েছি, অথচ এক সময় আমরা ছিলাম ঈর্ষণীয়। আসলে এই ঈর্ষণীয় অবস্থার কারণেই অতীত আমাদের জন্য ধ্বংস ডেকে এনেছে।

"সেই পবিত্র ভূমির স্মরণে আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে, যেখানে আছে শান্তির 'হারাম' হজ্জের পবিত্র স্মৃতিসমূহ।

"সেই পবিত্র ঘরের জন্য আমার মন কাঁদে, যেখানে কবুতর ও চড়ুই পাখিকে কষ্ট দেয়া হয় না, বরং তারা সেখানে নিরাপদে বাস করে। এমনকি সেখানকার বন্য পশুদেরও শিকার করা হয় না। মানুষের সাথে তাদের এমন নিবিড় সম্পর্ক যে, যদি তারা সেখান থেকে বের হয়, তাহলে আবার ফিরে আসে, বিশ্বাস ভঙ্গ করে না।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবির কথা "কাজেই তার সন্তানরা তো আমাদেরই" আমর ও বনূ জুরহুমের এ বক্তব্যটি ইব্‌ন ইসহাক ব্যতীত অন্যের বর্ণনার মধ্যে আছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বাকর, গুবশান ও জুরহুম গোত্রের লোকদের চলে যাওয়ার পর মক্কার অবশিষ্ট লোকদের উদ্দেশ্যে আমর ইব্‌ন হারিস বলেন :

"হে লোক সকল ! তোমরা সময় থাকতে চলে যাও। কেননা ভোরে হামলা হলে তোমরা তোমাদের দালান-কোঠা ছেড়ে পালাবার সুযোগ পাবে না।

"তোমরা মৃত্যু আসার আগে তোমাদের বাহন নিয়ে দ্রুত পালাও, আর যা কিছু করার তা তোমরা করে নাও।

كنا اناسًا كما كنتم فغيرنا × دهرفانتم كما كنا تكونونا

"আমরাও একদিন তোমাদের মত ছিলাম। কিন্তু সময়ের বিবর্তন আমাদের সবকিছু উলট-পালট করে দিয়েছে। তোমাদেরও তাই ঘটবে, যা আমাদের ভাগ্যে ঘটেছে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন কবিতা বিশারদের মতে এটাই আরবী ভাষায় রচিত প্রথম কবিতা। ইয়ামানের একটি পাথরে খোদাই অবস্থায় তা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কবিতাটির বর্ণনাকারী কে, তা জানা যায় নি।

খুযাআ গোত্রের দখলে কা'বাঘরের কর্তৃত্ব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর বনূ খুযাআর শাখা গোত্র গুব্‌শানের আমর ইব্‌ন হারিস গুবশানী বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধায়ক হন ; বনূ বাকর ইব্‌ন আবদে মানাফের কেউ হতে পারেনি। কুরায়শ তখন স্ব-গোত্রীয় বনূ কিনানার মাঝে বিভিন্ন দল ও পরিবার আকারে শতধা বিভক্ত ছিল। বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব 'খুযাআ'গোত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক হলেন, হুলায়ল ইব্‌ন হাবাশিয়্যাহ্‌ ইব্‌ন সালূল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর খুযাই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকে হুলায়ল ইব্‌ন হাবাশিয়্যাকে হুলায়ল ইব্‌ন হুব্‌শিয়্যা বলেছেন।

কুসাই ইব্‌ন কিলাবের হুব্বায় বিনতে হুলায়লের সাথে বিবাহ

(কুসাই-এর সন্তান-সন্ততি) ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কুসাই ইব্‌ন কিলাব হুলায়ল ইব্‌ন হুবশিয়্যার কাছে তাঁর কন্যা হুব্বায়ের বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর কন্যাকে কুসাইয়ের সাথে বিয়ে দেন। হুব্বায়ের গর্ভে 'আবদুদ্দার, 'আবদে মানাফ, 'আবদুল উয্‌যা ও 'আবদ জন্মগ্রহণ করেন। তারপর কুসাই যখন ধনেজনে প্রচুর প্রতিপত্তি অর্জন করলেন, তখন হুলায়লের মৃত্যু হল।

কুসাই কর্তৃক বায়তুল্লাহর কর্তৃত্ব লাভ এবং এ ব্যাপারে রিযাহের সাহায্য

হুলায়লের অবর্তমানে কা'বাঘরের তত্ত্বাবধান ও মক্কার কর্তৃত্বের জন্য কুসাই নিজকে খুযা'আ ও বাকর গোত্রের চেয়ে অধিক যোগ্য মনে করলেন। তাছাড়া কুরায়শরা হলেন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর প্রত্যক্ষ ও শ্রেষ্ঠ বংশধর। তারপর তিনি কুরায়শ ও বনূ কিনানার গণ্যমান্যদের সাথে আলোচনা করে বনূ খুযা'আ ও বনূ বাকরকে মক্কা থেকে বিতাড়নের জন্য তাদেরকে রাযী করলেন। এর পূর্বের ঘটনা হল : 'উযরা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যায়দ বংশের রাবীআ ইব্‌ন হারাম, কিলাবের মৃত্যুর পর মক্কা এসে ফাতিমা বিনতে সা'দ ইব্‌ন সায়ালকে বিবাহ করেন। তখন ফাতিমার (পূর্ব স্বামীর পক্ষের) পুত্র যুহ্‌রা ছিলেন যুবক এবং কুসাই ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। রাবী'আ, ফাতিমা ও তার দুগ্ধপোষ্য সন্তান কুসাইকে নিয়ে দেশে চলে যান। আর যুহরা মক্কাতেই থেকে যান। নতুন স্বামীর ঔরসে ফাতিমার গর্ভে রিযাহ্‌-এর জন্ম হয়। কুসাই যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন পুনরায় মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেন। যখন কুসাই স্ব-গোত্রীয়দের পক্ষ থেকে অনুকূল সাড়া পেলেন, তখন তিনি তার বৈপিত্রেয় ভাই রিযাহ্‌ ইব্‌ন রাবী'আকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে পত্র লিখলেন। রিযাহ্‌ ইব্‌ন রাবীআ তার বৈমাত্রেয় ভাই হুন্না ইব্‌ন রাবী'আ, মাহমূদ ইব্‌ন রাবীআ, যুলহুমা ইব্‌ন রাবী'আসহ বনূ কুযাআর হজ্জযাত্রীদের সাথে নিয়ে মক্কায় আগমন করলেন। এঁরা সকলে কুসাই-এর সাহায্যের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু বনূ খুযাআর দাবি হল হুলায়ল ইব্‌ন হুবশিয়্যার কন্যার গর্ভ থেকে যখন কুসাই-এর বহু সন্তান জন্ম নিল, তখন হুলায়ল কুসাই-এর অনুকূলে মক্কার কর্তৃত্ব ও কা'বার তত্ত্বাবধানের ওসীয়ত করে বলেছিলেন যে, এ ব্যাপারে বনূ খুযাআর চেয়ে তুমিই অধিক যোগ্য। সে কারণেই কুসাই এ দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি বনূ খুযাআ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে শুনি নি। আল্লাহ্‌ পাকই ভাল জানেন, কোনটি সঠিক।

হজ্জ মওসুমে আরাফা থেকে যাত্রা তদারকের দায়িত্বে গাওস ইব্‌ন মুররা

আরাফাতে অবস্থানের পর আরাফার ময়দান থেকে যাত্রার তদারকি ও অনুমতি প্রদানের দায়িত্ব ছিল গাওস ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন উদ্দ ইব্‌ন তাবিখাহ্‌ ইব্‌ন ইলয়াস ইব্‌ন মুযারের এবং

পরবর্তীতে তার সন্তানদের। তাকে এবং তার সন্তানদেরকে সূফা (صُوفَة) বলা হত। এ সম্মান লাভের প্রেক্ষাপট হল, তাঁর মা জুরহুম গোত্রীয়া জনৈকা মহিলা গর্ভধারণে বিলম্ব হওয়ায় মানত করেছিলেন যে, তাঁর পুত্র সন্তান হলে কা'বাঘরের খিদমত ও ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করে দিবেন। এরপর তিনি তার সন্তান গাওসকে প্রসব করেন। প্রথমদিকে তিনি আপন মাতৃকুল জুরহুম গোত্রের সাথে মিলে কা'বাঘরের খিদমত করতেন। কা'বাঘরের সাথে তার বিশেষ সম্পর্কের কারণে হজ্জ মওসুমে আরাফা থেকে যাত্রা তদারকি ও অনুমতি দানের সৌভাগ্য তিনি ও পরবর্তীতে তার সন্তানরা লাভ করেন এবং তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাদের মাঝে এ সৌভাগ্য বিদ্যমান ছিল। গাওস ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন উদ্দ তাঁর মাতার নিম্নোক্ত মানত পূর্ণ করা সম্পর্কে বলেন :

"হে পালনকর্তা! আমি আমার পুত্রকে পবিত্র কা'বাঘরের খিদমতের জন্য 'ওয়াকফ' করে দিলাম।

"তাকে আমার জন্য সেখানে বরকত দান করুন এবং আমার জন্য তাকে সৃষ্টির সেরা করে দিন।"

কথিত আছে যে, গাওস ইব্‌ন মুররা লোকদের নিয়ে আরাফা থেকে যাত্রার সময় বলতেন : "হে আল্লাহ্! আমি তো পুরাপুরি আনুগত্য করে যাচ্ছি। যদি কোন গুনাহ্ হয়, তবে তার জন্য কুযা'আ গোত্র দায়ী।"

সুফা ও কংকর নিক্ষেপ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তাঁর পিতা আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, 'সূফা গোত্রের লোকেরা আরাফা থেকে লোকদের যাত্রা করাত এবং মিনা থেকে (মক্কার দিকে) যাওয়ার অনুমতি দিত। এমনকি লোকেরা যখন কংকর নিক্ষেপের জন্য সমবেত হত তখন সূফা গোত্রের জনৈক লোক কংকর নিক্ষেপের সূচনা করত, পরে অন্যরা নিক্ষেপ করত। তাদের আগে কেউ নিক্ষেপ করত না। যাদের ব্যস্ততা থাকত, তারা তাঁর কাছে এসে বলত, আপনি উঠুন এবং নিক্ষেপ করুন, যাতে আপনার সাথে আমরা নিক্ষেপ করতে পারি। তিনি বলতেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! সূর্য ঢলার আগে কংকর নিক্ষেপ করা যাবে না। সূর্য ঢলার পর তিনি উঠে কংকর নিক্ষেপ করতেন, তারপর অন্য লোকেরা কংকর নিক্ষেপ করত।

সূফার পরে সা'দ গোত্রের কর্তৃত্ব লাভ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কংকর নিক্ষেপের পর মিনা থেকে ফেরার সময় সূফা গোত্রের লোকেরা পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে যেত এবং তাদের লোকেরা সম্পূর্ণ যাওয়ার আগে অন্যদের যেতে দিত না। যতদিন তাদের কর্তৃত্ব ছিল, ততদিন তারা এরূপ করে। তারপর নিকটতর পৈতৃক সূত্রের সুবাদে তাদের উত্তরসূরী বনূ সা'দ ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীম এর

উত্তরাধিকারী হয়। তারপর হয় বনূ সা'দ এদেরই একটি শাখা বংশ—সাফওয়ান ইব্‌ন আল-হারিস ইব্‌ন শিজনা উত্তরাধিকার লাভ করে।

সাফওয়ানের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সাফওয়ান ছিল জানাব ইব্‌ন শিজনা ইব্‌ন উতারিদ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীমের পুত্র।

সাফওয়ান ও তার পুত্রগণ এবং হজ্জ মওসুমে তাদের অনুমতি প্রদান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হজ্জ মওসুমে আরাফা থেকে যাত্রার অনুমতি দানের দায়িত্ব ছিল সাফওয়ানের এবং পরবর্তীতে তাঁর সন্তানদের। এই অনুমতি প্রদানের সর্বশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন কারিব ইব্‌ন সাফওয়ান, যার সময় ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে।

আওস ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন মিগরা সা'দী বলেন, "যতদিন লোকেরা আরাফার ময়দানে হজ্জ আদায় করবে, ততদিন বলা হবে : হে সাফওয়ানের বংশ! তোমরা (যাত্রার) অনুমতি দাও।" ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই পংক্তিটি আওস ইব্‌ন মিগরা রচিত একটি কাসীদার অংশবিশেষ।

আদওয়ান গোত্রের মুযদালিফা থেকে যাত্রা

(এ সম্পর্কে যুল-ইসবা-এর কবিতা) হুরসান ইব্‌ন আমর ওরফে যুল-ইসবা আদওয়ানী বলেন (যুল-ইসবা নামের কারণ এই যে, তিনি হাতের অতিরিক্ত একটা আংগুল কেটে ফেলেছিলেন) :

"এই আদওয়ান গোত্রের নামে কে ওযর পেশ করতে পারে, তারা হল এই ভূখণ্ডের অজগর। তারা নিজেরাও পরস্পরে যুলুম করে থাকে; কেউ কাউকে খাতির করে না।

"কিন্তু তাদের মাঝে এমন কিছু নেতৃস্থানীয় লোক রয়েছে, যারা কাজের প্রতিদান পুরাপুরি দান করে থাকে।

"তাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা মানুষের হজ্জ বিষয়ক সুন্নত, ফরয (অর্থাৎ আরাফা ও মিনা থেকে যাত্রার) অনুমতি দেয়।

"তাদের মাঝে এমন বিচারকও রয়েছেন, 'যার বিচারে চুল পরিমাণও রদবদল হয় না।"

এই পংক্তিগুলো তাঁর একটি কবিতার অংশবিশেষ।

আবূ সায়্যারা-এর লোকদের নিয়ে যাত্রা

যুল-ইস্‌বার কথা, আর আওসের কথায় আপাতবিরোধ পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোন বিরোধ নেই। কেননা, যুল-ইসবা বর্ণিত আদওয়ান গোত্রের যাত্রার অনুমতি দানের দায়িত্ব ছিল মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে। যেমন যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী মুহাম্মদ ইব্‌ন

ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আদওয়ান গোত্র উত্তরাধিকার সূত্রে এ অনুমতি দানের দায়িত্ব পেয়ে আসছিল। সর্বশেষ অনুমতি প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যার যুগে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে, তিনি হলেন আবূ সায়্যারা উমায়লা ইব্‌ন আযাল। তাঁর সম্পর্কে জনৈক আরব কি বলেন :

حتى اجاز سالما حماره * مستقبل القبلة يدعو جاره

"আমরা আবূ সায়্যারা ও তার চাচাত ভাই ফাযারা গোত্রের পক্ষে লড়েছি। ফলে, আবূ সায়্যারা গাধীকে সংযত করে কিবলামুখী হলেন, আল্লাহ্‌র পানাহ্ কামনা করে লোকদের যাত্রার অনুমতি দিলেন।"

আবূ সায়্যারা নিজ গাধীর উপর বসে লোকদের যাত্রা পরিচালনা করতেন। এজন্য কবি سالماحماره বলেছেন।

আমির ইব্‌ন যারিব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইয়ায ইব্‌ন ইয়াশকুর ইব্‌ন আদওয়ান

(জনৈক নপুংসক সম্পর্কে তাঁর ফয়সালা এবং এ ব্যাপারে তাঁর দাসী সুখায়লার সঙ্গে পরামর্শ)

কবি বিজ্ঞ বিচারক বলে 'আমির ইব্‌ন যারিব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইয়ায ইব্‌ন ইয়াশকুর ইব্‌ন আদওয়ান আল-আদওয়ানীকে বুঝিয়েছেন। আরবরা তাঁকে তাদের সকল সমস্যার সমাধানকারী মনে করত এবং তাঁর দেয়া সিদ্ধান্ত তারা মেনে নিত। একবার তাদের মাঝে একজন নপুংসক নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। যার মধ্যে নারী-পুরুষের উভয় আলামত বিদ্যমান ছিল। তারা বলল : আপনি কি তাকে পুরুষ না নারী হিসাবে গণ্য করবেন ? এর চাইতে জটিল কোন সমস্যা নিয়ে ইতিপূর্বে তারা আর কখনো তাঁর কাছে আসেনি। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে এ ব্যাপার চিন্তা করার সময় দাও। আল্লাহ্‌র শপথ হে আরবের অধিবাসী ! ইতিপূর্বে তোমাদের পক্ষ থেকে আমার কাছে এমন জটিল সমস্যা আর উত্থাপিত হয়নি। এ কথা শুনে তারা তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। তখন তিনি সারারাত চিন্তা করেও কোন সুরাহা করতে পারলেন না। সুখায়লা নামে তাঁর এক দাসী ছিল। সে তার বকরী চরাত। দাসী সব বকরী নিয়ে চারণক্ষেত্রে যেত এবং চারণক্ষেত্র থেকে ফিরতে বিলম্ব করত। এ কারণে তাকে তার মনিবের তিরস্কার শুনতে হত। সে রাত্রে দাসী তাঁকে বিষণ্ন ও অস্থির দেখে এর কারণ জানতে চাইল। তখন মনিব বললেন, সর, বিরক্ত কর না। তুমি শুনলে কি লাভ হবে ? সে পুনরায় অনুরোধ করল। তখন মনিব এই ভেবে বিস্তারিত জানালেন যে, হয়ত তার কাছে কোন সমাধান পেয়ে যেতে পারেন। তখন মনিব বললেন, নপুংসকের মীরাসের ব্যাপারে আমার কাছে একটি সমস্যা পেশ করা হয়েছে। আমি কি তাকে পুরুষ হিসাবে গণ্য করব, না নারী হিসেবে ? বিষয়টি শুনে সুখায়লা বলল : সুবহানাল্লাহ্! এটাও কি একটি সমস্যা! এর সমাধান এই যে, পেশাবের অঙ্গকে মাপকাঠি হিসাবে ধরুন। তাকে বসান, সে যদি পুরুষের মত পেশাব করে, তবে সে

পুরুষ। আর যদি সে স্ত্রীলোকদের মত পেশাব করে, তাহলে সে নারী। আমর সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আজকের পর তুমি বকরী চরাতে যেতে বা আসতে যতই বিলম্ব কর না কেন, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। তুমি আমাকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করলে। তারপর আমির সকালবেলা সুখায়লার পরামর্শমত লোকদের সমাধান জানিয়ে দিলেন।

কুসাই ইব্‌ন কিলাবের মক্কা অধিকার এবং কুরায়শদের একত্রীকরণ এবং কুযাআ গোত্র কর্তৃক তাঁকে সাহায্য করা

(সূফা গোত্রের পরাজয়) ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর প্রতি বছরের মত উল্লিখিত বছরও সূফা গোত্রের লোকেরা যথারীতি কাজ করে গেল। আরবদের কাছে তাদের এ অধিকার স্বীকৃতও ছিল। বনূ জুরহুম ও বনূ খুযাআর কর্তৃত্বের সময় থেকেই বিষয়টি তাদের মনে ধর্মীয় বিষয় বলে গণ্য হয়ে আসছিল। কুসাই ইব্‌ন কিলাব আপন জাতি কুরায়শ, বনূ কিনানা, বনূ কুযাআকে সাথে নিয়ে আকাবার কাছে এসে ঘোষণা দিলেন যে, এ বিষয়ে আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। তারপর তুমুল যুদ্ধের পর কুসাই বনূ সূফাকে পরাজিত করে যাবতীয় কর্তৃত্ব হস্তগত করেন।

খুযা'আ ও বাকর গোত্রের সাথে কুসাই-এর যুদ্ধ এবং ইয়া'মার ইব্‌ন 'আওফের সালিসী

এ পরিস্থিতি দেখে বনূ খুযা'আ ও বনূ বাকর আশংকা করল যে, কা'বাঘর ও মক্কার অন্যান্য বিষয়ে কুসাই অচিরেই আমাদের জন্যও বাধা হয়ে দাঁড়াবে, যেমন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সূফার অন্যরা, তাই তারা কুসাই-এর সংগ ত্যাগ করল। তখন কুসাই সকলকে একত্র করে নিজেই প্রথমে আক্রমণ করে বসলেন। তাঁর ভাই রিযাহ ইব্‌ন রাবিআহ কুযাআ গোত্রের সকল সাথীকে নিয়ে তাঁর সাথে যোগ দিল। অপরদিকে খুযাআ ও বাকর গোত্র কুসাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হল। তখন তুমুল যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রচুর সৈন্যক্ষয় হওয়ার পর তারা সন্ধি করার মনস্থ করল এবং আরবেরই এক ব্যক্তি ইয়া'মার ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন আবদে মানাত ইব্‌ন কিনানাকে সালিস মনোনীত করল। তিনি ফায়সালা করলেন যে, পবিত্র কা'বা এবং মক্কার যাবতীয় বিষয়ে খুযা'আ গোত্রের চেয়ে কুসাই অধিক হকদার। এ যুদ্ধে কুসাই কর্তৃক খুযা'আ ও বাকর গোত্রের নিহত লোকদের কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। পক্ষান্তরে কুরায়শ বংশের খুযা'আ ও বাকর গোত্রের এবং কিনানা ও কুযা'আ গোত্র কর্তৃক নিহতদের পূর্ণ দিয়ত (রক্তপণ্য) দিতে হবে। আর কা'বা ও মক্কার ব্যাপারে কুসাই সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ইয়া'মারের শাদ্দাখ নামকরণের কারণ

সেদিন হতে ইয়া'মার ইব্‌ন আওফ শাদ্দাখ উপাধি লাভ করেন। কেননা তিনি সেদিন রক্তপণ নাকচ করে দেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকে 'শাদ্দাখ'-এর স্থলে 'শুদাখ' বলেছেন।

মক্কার শাসকরূপে কুসাই এবং তাঁর মুজাম্মি' নামকরণের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর কুসাই বায়তুল্লাহ্ ও মক্কার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এবং স্ব-গোত্রের লোকদের নিজ নিজ এলাকা থেকে মক্কায় এনে আবাদ করলেন ও তাদের সম্মতিক্রমে স্ব-গোত্রের ও মক্কাবাসীদের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তবে তিনি সাফওয়ান, আদওয়ান, নাসা'আ এবং মুররা ইব্‌ন আওফ-এর বংশধর তথা গোটা আরববাসীকে তাদের পূর্ব রীতিনীতিতে বহাল রাখলেন। কেননা তিনি নিজেও এগুলোকে অপরিবর্তনীয় ধর্মীয় বিষয় বলে মনে করতেন। অবশেষে ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ্ সব কিছু নির্মূল করে দেন। কা'ব ইব্‌ন লুআই বংশে কুসাই হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি শাসন ক্ষমতা এবং স্ব-গোত্রের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য লাভ করেছিলেন। তিনি কা'বাঘরের চাবি সংরক্ষণ, হাজীদের যমযমের পানি পান করানো ও আপ্যায়ন, পরামর্শ সভা পরিচালনা, যুদ্ধের ঝাণ্ডা বহন করা ইত্যাদি মক্কার যাবতীয় মর্যাদাপূর্ণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। মক্কাকে তিনি স্ব-গোত্রের মাঝে চার ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। কুরায়শের প্রত্যেক শাখা গোত্রকে তিনি তাদের পূর্বমর্যাদা প্রদান করেছিলেন। লোকদের ধারণা এই যে, কুরায়শরা হারামে অবস্থিত নিজেদের বাড়ির গাছগুলো কাটতে ভয় পাচ্ছিল। তখন কুসাই নিজের সহযোগীদের নিয়ে নিজ হাতে সেগুলো কেটেছিলেন। কুসাই মক্কার যাবতীয় মর্যাদাজনক কাজ সমন্বিত করেছিলেন। তাই কুরায়শরা তাকে (مُجَمِّع) বা একত্রকারী আখ্যা দিয়েছিল। তাঁর শাসন ছিল লোকদের জন্য কল্যাণপ্রসূ। তাই তাঁর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কুরায়শদের কোন বিবাহ মজলিস অনুষ্ঠিত হত না, কোন পরামর্শ সভা হত না, শত্রু গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঝাণ্ডা অর্পণ করা হত না। কেবলমাত্র কুসাই-এর কোন ছেলেই তা কারো হাতে তুলে দিত। কোন কুরায়শী কন্যার কাঁচুলি পরার বয়স হলে তাঁর ঘরেই সে অনুষ্ঠান হত। সেখানেই কাঁচুলি তৈরি করে তাকে পরিয়ে দেয়া হত। তারপর তিনি নিজে তার বাড়িতে চলে যেতেন। সে কন্যাকে নিয়ে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতেন। এগুলো তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর কুরায়শদের মাঝে অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কাজ হিসাবে চালু ছিল। কুরায়শদের যাবতীয় সমস্যার মীমাংসার জন্য কা'বার মসজিদের দিকে মুখ করে তিনি একটি পরামর্শ সভা ঘর তৈরি করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কবির ভাষায় :

قصى لعمرى كان يدعى مجمعا × به جمع الله قبائل من فهر

"আমার জীবনের কসম! কুসাইকে যথার্থই মুজাম্মি' ডাকা হত। কেননা তার মাধ্যমেই আল্লাহ্ পাক ফিহ্‌র বংশের সকল গোত্রকে একত্র করেছিলেন।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল মালিক ইব্‌ন রাশিদ তার পিতার সূত্রে আমাকে শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি সাইব ইব্‌ন খাব্বাব (রা) (صاحب المقصورة খাস কামরার অধিকারী)-কে

বলতে শুনেছি যে, জনৈক ব্যক্তি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফত আমলে তাঁর কাছে কুসাই ইব্‌ন কিলাবের প্রসংগ, তার আপন কওমকে ঐক্যবদ্ধ করা, খুযাআহ ও বাকর বংশীয়দের মক্কা থেকে বিতাড়িত করা, বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধান ও মক্কার শাসন ক্ষমতা অর্জনের কথা আলোচনা করলে হযরত উমর (রা) তা নাকচ করেননি, তা অস্বীকারও করেননি।

কুসাইয়ের সাহায্যে রিযাহের কবিতা এবং কুসাইয়ের পক্ষ হতে এর জবাব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুসাই যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে অবসর হলে তার ভাই রিযাহ ইব্‌ন রাবি'আ তাঁর স্ব-গোত্রীয় সাথীদের নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। রিযাহ কুসাই-এর আহ্বানে সাড়া দেয়া সম্পর্কে বলেন :

"কুসাই-এর দূত যখন এসে বলল, বন্ধুর ডাকে সাড়া দাও,

তখন আমরা নিরলসভাবে তার দিকে ঘোড়া দৌড়ালাম।

"আমরা ঘোড়ায় চড়ে সারারাত, এমনকি ভোর পর্যন্ত চলতে থাকি, আর দিনের বেলা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য লুকিয়ে থাকি।

"কুসাই প্রেরিত দূতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের ঘোড়াগুলো এমন দ্রুত চলছিল, যেমন পাথর ভক্ষণকারী মুরগী পানির দিকে ছুটে যায়।

"আমরা 'আশমায' গোত্রদ্বয়সহ, প্রত্যেক বড় গোত্র থেকে উত্তম ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে দল গঠন করেছিলাম।

"হে ঘোড়ার দল! তোমাদের কি হল, তোমরা অন্যান্য ঘোড়ার তুলনায় দ্রুত চলেও একরাতে হাজার মাইলের বেশি অতিক্রম করতে পারলে না?

"তারপর ঘোড়াগুলো যখন আসজাদ এলাকা অতিক্রম করল, মুস্‌তানাখ এলাকা থেকে সহজ পথ ধরল এবং 'ওয়ারিকান' এলাকার এক অংশ থেকে অতিক্রম করে আরজ উপত্যকা অতিক্রম করল, যেখানে একটি গোত্র অবতরণ করেছিল—

"তখন সে ঘোড়াগুলো কাঁটাবন দিয়ে অতিক্রম করছিল, যা ইতিপূর্বে কোনদিন চোখে দেখিনি। আর এই ঘোড়াগুলো মাররুয-যাহ্‌রান থেকে মনযিল অভিমুখে রাতভর চলতে লাগল।

"আমরা প্রসূতি উটের কাছে তার বাচ্চাকে রাখছিলাম, যাতে সেগুলো ডাক শিখে নেয়।

"তারপর আমরা যখন মক্কায় পৌঁছলাম, তখন প্রতিটি গোত্রের বীর যোদ্ধাদের শোণিতধারা বইয়ে দিলাম।

"সেখানে আমরা ধারালো তরবারির সাহায্যে প্রতি চক্করে এক-এক আঘাতে তাদের মগজ উড়িয়ে দিয়েছি।

"আমরা তাদেরকে এমন দ্রুতগামী ঘোড়ার সাহায্যে এভাবে তাড়িয়ে নিচ্ছিলাম, যেমন পরাক্রমশালী বিজেতা পরাজিতদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

"আমরা খুযা'আ গোত্রের লোকদের তাদের ঘরেই হত্যা করেছি এবং বাকর গোত্রের লোকদেরও। আর আমরা একের পর এক অন্যান্য গোত্রের লোকদেরও হত্যা করেছি।

"আমরা তাদের আল্লাহ্‌র শহর থেকে এমনভাবে নির্বাসিত করেছি, যেন তারা (এখানকার) সমতল ভূমিতে কখনো অবতরণ করেনি।

"অবশেষে তাদের বন্দীরা সব আবদ্ধ হল লোহার শিকলে। আর প্রত্যেক গোত্র থেকে আমরা আমাদের প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করেছি।"

সা'লাবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হুযায়ম কুযাঈ কুসাই-এর ডাকে সাড়া দেয়া প্রসঙ্গে বলেন :

"আমরা জিনাব এলাকার উঁচু ভূমি থেকে দুর্বল পাতলা ঘোড়া নিয়ে তিহামার নিচু ভূমির দিকে রওয়ানা হয়ে ঊষর শুষ্ক এক মরুভূমিতে পৌঁছলাম।

"কাপুরুষ সূফা গোত্রের লোকেরা যুদ্ধের ভয়ে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাল।

"আর বনূ আলীর লোকেরা যখন আমাদের দেখল, তখন তারা তরবারির দিকে এমনভাবে দৌড়ে গেল, যেমন উট তার বাথানের দিকে দ্রুত দৌড়ে যায়।"

কুসাই ইব্‌ন কিলাব বলেন : আমি মক্কার রক্ষক লুআই বংশের সন্তান, মক্কায় আমার বাড়ি। সেখানেই আমি লালিত-পালিত হয়েছি।

বাত্‌হা উপত্যকা পর্যন্ত মা'আদ বংশের লোকেরা আমাকে ভালোভাবেই জানে। আর মারওয়া পাহাড়ের প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এখানে 'কায়যার' ও নাবীত-এর সন্তানগণ একত্র না হলে আমি কখনো জয়ী হতে পারতাম না।

রিযাহ ছিল আমার সাহায্যকারী আর তার জন্য আমি গর্বিত। মৃত্যু পর্যন্ত কোন অত্যাচারের ভয় আমার নেই।

'রিযাহ' 'নাহদ' ও 'হাওতিকা'র ঘটনা এবং কুসাই-এর কবিতা

তারপর রিযাহ ইব্‌ন রাবী'আ নিজ এলাকায় গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এবং হুন্ন-এর সন্তান-সন্ততি বেশ ছড়িয়ে দিলেন। এদের সন্তানরাই হল বনূ উযরার দুই গোত্র। রিযাহ দেশে ফিরে আসার পর, তার সাথে কুযা'আ বংশের দুই গোত্রের—বনূ নাহদ ইব্‌ন যায়দ এবং বনূ হাওতিকা ইব্‌ন আসলুম-এর সাথে কিছুটা মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, রিযাহ তাদেরকে হুমকি দিলে তারা এদেশ ছেড়ে ইয়ামানে চলে যায়। আজও তারা ইয়ামানেই আছে। কুসাই ইব্‌ন কিলাবের যেহেতু বনূ কুযা'আর সাথে হৃদ্যতা ছিল, তাই তাঁর কামনা ছিল, তারা নিজ এলাকাতেই থেকে উন্নতি লাভ করুক। কিন্তু রিযাহ্‌র-এ আচরণে কুসাই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অন্যদিকে আবার রিযাহের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং তিনি ছিলেন

তাঁর বিপদের বন্ধু। কারণ যখন তিনি ডেকেছিলেন, তখন রিযাহ সাড়া দিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেন :

"কে আছে যে আমার এ বার্তা রিযাহ্‌কে পৌঁছে দেবে। দু'টি কারণে আমি তোমাকে তিরস্কার করছি। প্রথমত বনূ নাহদ ইব্‌ন যায়দের ব্যাপারে তোমাকে তিরস্কার করছি, কেননা তুমি তাদের এবং আমার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছ। দ্বিতীয়ত আর ভর্ৎসনা করছি বনূ হাওতিকা ইব্‌ন আসলুমের ব্যাপারে। তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা মানে আমার সাথেই মন্দ আচরণ করা।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে কবিতাগুলো যুহায়র ইব্‌ন জানাব কালবীর।

কুসাই-এর বার্ধক্য

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুসাই-এর প্রথম সন্তান ছিল আবদুদ্দার। কিন্তু 'আবদে মানাফ পিতার আমলেই মর্যাদায় ও সর্ব অভিজ্ঞতায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিলেন। আবদুল 'উয্‌যা ও আবদ নামে তার আরও দু'ছেলে ছিল। কুসাই বার্ধক্যে উপনীত হলে তিনি আবদুদ্দারকে বললেন : বৎস, আল্লাহ্‌র শপথ, তারা তোমাদের থেকে যতই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুক না কেন, আমি তোমাকে তাদের পিছনে থাকতে দেব না। তুমি দরজা খুলে না দিলে তাদের কেউ কা'বাঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। কুরায়শের কোন যুদ্ধের ঝাণ্ডা অর্পণ করা হবে না, যতক্ষণ না তুমি তা নিজ হাতে কারো হাতে তুলে দাও। মক্কাতে তোমার পাত্র ছাড়া কেউ যমযমের পানি পান করবে না। হাজীদের কেউ তোমার যিয়াফত ছাড়া অন্য কারো যিয়াফত খাবে না। কুরায়শদের কোন সমস্যার মীমাংসা তোমার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও হবে না।

কুসাই নিজের 'দারুন্ নাদওয়া' নামের ঘরটি তাকে প্রদান করলেন। সেখানেই কুরায়শরা তাদের নিজেরদের যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা করত। কা'বাঘরের চাবি সংরক্ষণ, হাজীদের যমযমের পানি পান করানো, মেহমানদারী, পরামর্শ সভা, যুদ্ধের ঝাণ্ডা প্রদান ইত্যাদির সব কর্তৃত্ব তিনি তাঁর হাতে সঁপে দিলেন।

রিফাদা

রিফাদা হল কুরায়শদের উপর ধার্যকৃত এক প্রকার চাঁদা, যা তারা হজ্জের সময় কুসাই ইব্‌ন কিলাবের হাতে দিত। তা দিয়ে তিনি অসহায় ও দরিদ্র হাজীদের জন্য খানা তৈরি করতেন। কুসাই কুরায়শের উপর এ চাঁদা ধার্য করতে গিয়ে বলেছিলেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতিবেশী, আল্লাহ্‌র ঘর এবং তাঁর হারামের কাছে বসবাস করার সৌভাগ্য লাভকারী। আর হাজীরা হল আল্লাহ্‌র মেহমান এবং তারা আল্লাহ্‌র ঘর যিয়ারতকারী শ্রেষ্ঠ মেহমান। কাজেই হজ্জের সময় তাদের ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত রাখবে। সুতরাং কুরায়শ তাঁর কথা অনুসারে প্রতিবছর অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করে কুসাই-এর

হাতে দিত। তিনি মিনায় অবস্থানকালে হাজীদের খাবার প্রস্তুত করতেন। তাঁর এ নির্দেশ জাহিলী যুগ থেকে নিয়ে ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পূর্বযুগ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ইসলামের যুগেও আজ পর্যন্ত সে প্রথা জারী রয়েছে। বাদশাহ্ বর্তৃক মিনার দিন থেকে হজ্জের শেষ পর্যন্ত যে খাবার প্রস্তুত করা হয়, এটা সে খাবার।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুসাই ইব্ন কিলাব প্রসঙ্গে এবং যাবতীয় কর্তৃত্ব আবদুদ্দারকে প্রদানকালে তার বক্তব্য, আমার পিতা ইসহাক ইব্ন ইয়াসার আমাকে শুনিয়েছেন। তিনি শুনেছেন হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিবের কাছে।

ইসহাক বলেন : আমি হাসান ইব্ন মুহাম্মদকে বনূ আবদুদ্দারের জনৈক ব্যক্তি নুবায়হ্ ইব্ন ওয়াহব ইব্ন 'আমির ইব্ন ইকরামা ইব্ন আমির ইব্ন হাশিম ইব্ন আবদে মানাফ ইব্ন আবদুদ্দার ইব্ন কুসাইকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি। হাসান (রা) বলেন : কুসাই তার যাবতীয় কর্তৃত্ব আবদুদ্দারকে প্রদান করেন। আর কুসাই-এর কোন ব্যাপারে কেউ মতবিরোধ করত না।

কুসাই-এর পরে কুরায়শদের মধ্যে মতবিরোধ এবং আতর ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের হলফ
(বনূ আবদুদ্দার ও তাঁর চাচাত ভাইদের মাধে আত্মকলহ)

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুসাই-এর মৃত্যুর পর স্বগোত্রের ও অন্যান্যদের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর ছেলেরা সামাল দিলেন। তারা কুসাই-এর অনুসরণে মক্কাকে চার ভাগে বিভক্ত করে নিলেন। তারা নিজ নিজ অংশ স্ব-গোত্রের মাঝে এবং মিত্রদের মাঝে দান করতেন এবং বিক্রয়ও করতেন। কুরায়শরা পরস্পর এভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে থাকে। তারপর আবদে মানাফ ইব্ন কুসাই-এর ছেলেরা অর্থাৎ আবদে শামস, হাশিম, মুত্তালিব ও নাওফাল এ ব্যাপারে একজোট হয় যে, তারা কুসাই-এর পুত্র আবদুদ্দারকে কা'বাঘরের চাবি সংরক্ষণ, হাজীদের যমযমের পানি পান করানো, হাজীদের মেহমানদারী করা, যুদ্ধের ঝাণ্ডা প্রদানের যে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, তা তাঁর ছেলেদের থেকে ছিনিয়ে নেবে। কেননা তাদের ধারণা তারাই তাদের চাইতে এর অধিক যোগ্য। কাওমের মাঝে বনূ আবদুদ্দারের তুলনায় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশি। তখন কুরায়শরা দু'দলে বিভক্ত হল ; একদল বনূ আবদে মানাফের পক্ষে, আরেক দল বনূ আবদুদ্দারের পক্ষে।

উভয় দলের সহযোগিগণ

বনূ আবদে মানাফের নেতা ছিলেন আবদে শামস ইব্ন আবদে মানাফ। কেননা তিনি তাদের মাঝে বয়সে সবচেয়ে বড় ছিলেন। আর বনূ আবদুদ্দারের নেতা ছিলেন আমির ইব্ন হাশিম ইব্ন আবদে মানাফ ইব্ন আবদুদ্দার। বনূ আবদে মানাফের সহযোগী ছিলেন বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই, বনূ যুহরা ইব্ন কিলাব, বনূ তায়ম ইব্ন মুররা ইব্ন

কা'ব ও বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাযার। অন্যদিকে বনূ আবদুদ্দারের সঙ্গে ছিলেন বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা ইব্‌ন মুররা, বনূ সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব, বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ও বনূ 'আদী ইব্‌ন কা'ব। আর আমির ইব্‌ন লুআই ও মুহারিব ছিলেন নিরপেক্ষ।

প্রত্যেক দলের লোকেরা এ মর্মে দৃঢ় শপথ করল যে, যতদিন সাগর পানিশূন্য না হবে, ততদিন আমরা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ থাকব—কেউ কাউকে ত্যাগ করব না।

যারা আতর ব্যবহারকারীদের হলফে শামিল ছিলেন

বনূ আবদে মানাফ আতরের কৌটা বের করলেন। অনেকের মতে বনূ আবদে মানাফের জনৈক মহিলা তাদের জন্য এ কৌটা এনেছিল। যাই হোক, তারা কা'বাঘরের পাশে শপথ করার জন্য কৌটা রেখেছিলেন। তারপর বনূ আবদে মানাফ এবং তাদের মিত্ররা তাতে হাত ভরিয়ে শপথ করলেন, তারপর আতরমাখা হাতে কা'বাঘর স্পর্শ করে এ শপথ আরও দৃঢ় করলেন। এ অঙ্গীকারকারীরা مطيبين (আতরমাখা) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অন্যদিকে বনূ আবদুদ্দার এবং তাদের মিত্ররাও কা'বাঘরের পাশে এসে পরস্পরের সঙ্গ না ছাড়ার দৃঢ় শপথ করলেন। এ অঙ্গীকারকারীদের নাম হল আহলাফ (احلاف) বা মৈত্রী সংঘ। তারপর প্রত্যেক গোত্র মুকাবিলার জন্য বিপক্ষ গোত্রকে নির্ধারিত করে নিল। বনূ আবদে মানাফ মুকাবিলা করবে বনূ সাহমের, বনূ আসাদ মুকাবিলা করবে বনূ আবদুদ্দারের, বনূ যুহরা মুকাবিলা করবে বনূ জুমাহের, বনূ তায়ম মুকাবিলা করবে বনূ মাখযূমের এবং বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌র মুকাবিলা করবে বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব-এর। এরপর তারা বলল, প্রত্যেক গোত্রকে তার বিপক্ষ গোত্র নির্মূল করতে হবে।

সন্ধি এবং এর বিষয়বস্তু

যুদ্ধের প্রস্তুতি সমাপ্ত হওয়ার পর লোকদের পক্ষ থেকে সন্ধির ডাক উঠল এবং এই শর্তে সন্ধি হল যে, বনূ আবদে মানাফের দায়িত্বে দেয়া হবে—সিকায়া (যমযমের পানি পান করানো) ও রিফাদা (হাজীদের মেহমানদারী করা)। পক্ষান্তরে চাবি সংরক্ষণ, ঝাণ্ডা উত্তোলন ও পরামর্শ সভা পরিচালনার দায়িত্ব যথারীতি বনূ আবদুদ্দারের কাছেই থাকবে। উভয় পক্ষ সন্ধি করল এবং বর্ণিত চুক্তি মেনে নিল, যুদ্ধ বিরতি হল। আর উভয় পক্ষের মৈত্রী বন্ধন অটুট রইল। অবশেষে ইসলামের আবির্ভাব হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : "জাহিলী যুগের যাবতীয় মৈত্রী চুক্তিকে ইসলাম সুদৃঢ়ই করেছে।"

হিলফুল ফুযুল (এরূপ নামকরণের কারণ)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হিলফুল ফুযুল সম্পর্কে যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরায়শদের কতক গোত্র একে অপরকে একটি

'হিলফ' তথা সহযোগিতা সংগঠন গঠনের জন্য আহবান করলেন এবং তাঁরা সকলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুদ'আন ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই-এর ঘরে একত্রিত হলেন। কেননা তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর সামনে বনূ হাশিম, বনূ মুত্তালিব, আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা, যুহ্‌রা ইব্‌ন কিলাব ও তায়ম ইব্‌ন মুররাহ্ এ মর্মে হলফ ও অঙ্গীকার করলেন যে, মক্কায় স্থানীয় ও বহিরাগত যে কোন মযলূমকে তাঁরা সাহায্য করবেন। তারা যে-ই যুলুম করবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন এবং মযলূমের হক ফিরিয়ে দেবেন। কুরায়শরা এ অঙ্গীকারের নাম রাখলেন 'হিলফুল ফুযুল'।[১]

হিলফুল ফুযুল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মুহাজির ইব্‌ন কুনফুয তায়মী বর্ণনা করেন যে, তিনি তালহা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওফ যুহ্‌রীকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلنا ما آحب ان لى به حمر النعم ولوأدعى به فى الاسلام لاجبت -

"আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুদ'আন-এর ঘরে সম্পাদিত অঙ্গীকারের সময় উপস্থিত ছিলাম। এর বদলে অনেকগুলো লাল উট অর্জন করাও আমি পসন্দ করব না। ইসলামেও যদি এ জাতীয় কোন অঙ্গীকারে আমাকে ডাকা হয় তবে অবশ্যই তাতে আমি সাড়া দেব।"

হুসায়ন ও ওয়ালীদের মাঝে বিরোধ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসামা ইব্‌ন হাদী লায়সী বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস তায়মী তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এবং মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান কর্তৃক নিয়োজিত মদীনার তৎকালীন প্রশাসক ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান-এর মাঝে যুল-মারওয়াহ[২] নামক স্থানে অবস্থিত একটি সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ ছিল। ক্ষমতার কারণে ওয়ালীদ হুসায়নের সাথে বাড়াবাড়ি শুরু করলেন। তখন হুসায়ন (রা) তাকে বললেন : 'আল্লাহ্‌র কসম ! তোমাকে অবশ্যই আমার হকের ব্যাপারে ইনসাফ করতে হবে, অন্যথায় আমি তরবারি হাতে মসজিদে নববীতে দাঁড়াব এবং হিলফুল ফুযুলের দোহাই দিয়ে সাহায্যের জন্য ডাক দিব।"

তখন উপস্থিত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) বললেন : "আল্লাহ্‌র কসম, আমিও তরবারি নিয়ে তাঁর ডাকে সাড়া দেব এবং আমাদের একজনও বেঁচে থাকতে তার উপর অবিচার হতে

---

১. ইবন কুতায়বা বলেন, কুরায়শের পূর্বে জুরহুম গোত্র অনুরূপ শপথ করেছিল, তাদের নাম ছিল ফযল ইবন ফাযালা, ফযল ইবন ওয়াদা ও ফযল ইবন কুযা'আ। ফুযুল হল ফযলের বহুবচন।

২. যুল-মারওয়াহ-ওয়াদিল কুরার একটি গ্রামের নাম।

দেব না। বর্ণনাকারী বলেন, মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা ইব্‌ন নাওফল যুহরী এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ তায়মী এ সংবাদ পেয়ে একই উক্তি করলেন। ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা অবস্থা আঁচ করতে পেরে হুসায়ন (রা)-এর হকের ব্যাপারে ইনসাফ করলেন। ফলে তিনি রাযী হয়ে গেলেন।

বনূ আবদে শামস্ ও বনূ নাওফলের হিলফুল ফুযুল ত্যাগ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উসামা ইব্‌ন হাদী লায়সী-মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস তায়মী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল মালিক ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে হত্যা করার পর লোকেরা যখন তার কাছে সমবেত হল, তখন কুরায়শের শ্রেষ্ঠতম আলিম মুহাম্মদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুতইম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফল ইব্‌ন আবদে মানাফ আবদুল মালিকের দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন আবদুল মালিক তাকে বললেন : হে আবূ সাঈদ ! আমরা ও আপনারা অর্থাৎ বনূ আব্‌দে শামস্ ইব্‌ন আবদে মানাফ আর বনূ নাওফল ইব্‌ন আবদে মানাফ কি হিলফুল ফুযুলে শামিল নই ? তিনি বললেন, আপনিই ভাল জানেন। তখন আবদুল মালিক বললেন : হে আবূ সাঈদ ! এ ব্যাপারে আপনাকে অবশ্যই আমাকে সঠিক তথ্য দিতে হবে। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা ও আপনারা উভয়ই নিজেদের চুক্তি ভংগ করেছি। তখন আবদুল মালিক বললেন : "আপনার কথাই সত্য।"

হজ্জের মওসুমে হাশিমের হাজীদের আপ্যায়ন ও পানি পান করানোর দায়িত্ব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রিফাদা ও 'সিকায়া-এর দায়িত্ব হাশিম ইব্‌ন আবদে মানাফ-এর উপর ন্যস্ত ছিল। কেননা আব্‌দে শামস সাধারণত সফরেই থাকতেন এবং খুব কম সময়ই মক্কাতে থাকতেন। তাঁর আয় ছিল সীমিত, অথচ পোষ্যসংখ্যা ছিল অধিক। পক্ষান্তরে হাশিম ছিলেন বিত্তবান। কথিত আছে যে, হজ্জ মওসুমে হাশিম কুরায়শদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে কুরায়শরা ! তোমরা আল্লাহ্‌র পড়শী, তাঁর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। হজ্জের মওসুমে তোমাদের কাছে বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতে হাজীগণ এসে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র মেহমান, সুতরাং সকল মেহমানের মাঝে তারাই অধিক সম্মান পাওয়ার যোগ্য। কাজেই এখানে অবস্থানকালে তাদের আপ্যায়নের জন্য চাঁদা জমা কর। আল্লাহ্‌র কসম ! সামর্থ্য থাকলে আমি একাই সব ইন্তেজাম করে নিতাম। আমি এ ব্যাপারে তোমাদের কষ্ট দিতাম না। তাঁর কথায় কুরায়শরা সাধ্যনুযায়ী নিজ নিজ আয়ের একটি অংশ পেশ করতেন। আর তা থেকেই দেশে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত হাজীদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করতেন। কথিত আছে যে, হাশিমই সর্ব প্রথম কুরায়শদের জন্য শীত ও গ্রীষ্মকালীন দু'টি বাণিজ্য সফরের প্রচলন করেন এবং তিনিই প্রথম মক্কায় হাজীদেরকে সারীদ দ্বারা আপ্যায়ন করেন। তাঁর নাম ছিল আমর (উমর)। রুটি

গুঁড়ো করে মক্কাতে তাঁর কাওমের আপ্যায়ন করার কারণেই তিনি হাশিম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জনৈক কুরায়শী বা আরব কবি বলেন :

"আমর (হাশিম)-ই মক্কার দুর্ভিক্ষে তার জীর্ণশীর্ণ জাতিকে রুটি গুড়ো করে সারীদ তৈরি করে আপ্যায়ন করেছিলেন এবং শীত ও গ্রীষ্মের দুই বাণিজ্যিক সফরও তিনিই চালু করেছিলেন।"

রিফাদা ও সিকায়া-এর দায়িত্বে মুত্তালিব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাশিম এক বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়ার গায্‌যা অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর সিকায়া ও রিফাদা আবদে শামস ও হাশিমের ছোট ভাই মুত্তালিব ইব্‌ন আবদে মানাফের উপর অর্পিত হয়। তিনি সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। তাঁর বদান্যতাও ছিল সুপ্রসিদ্ধ, যার কারণে কুরায়শরা তাঁকে ফায়য নামে ডাকতেন।

হাশিমের বিয়ে

হাশিম ইব্‌ন আবদে মানাফ মদীনায় এসে আদী ইব্‌ন নাজ্জার বংশীয় আমরের কন্যা সালমাকে বিয়ে করেন। তিনি এর আগে উহায়হা ইব্‌ন জুল্লাহ্ ইব্‌ন হারীশ-এর স্ত্রী ছিলেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : হারীশকে কেউ কেউ হারীসও বলেছেন। তিনি হল, জাহজাবী ইব্‌ন কুলফা ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস। এ স্ত্রীর গর্ভে আমর ইবন উহায়হা নামে তার এক পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছিল। স্বগোত্রে এই নারীর এতটা মর্যাদা ছিল যে, তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্ণ অধিকার লাভের শর্তেই শুধু কোন পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতেন, যাতে অপসন্দ হলে সাথে সাথে তাকে ত্যাগ করতে পারতেন।

আবদুল মুত্তালিবের জন্ম এবং তাঁর এরূপ নামকরণের কারণ

এ মহিলার গর্ভে হাশিমের পুত্র আবদুল মুত্তালিবের জন্ম হয়। সালমা তার নাম রাখেন শায়বা। হাশিম ছেলেকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত তার মার কাছেই রাখেন। হাশিমের তিরোধানের পর ছেলের চাচা মুত্তালিব ছেলেকে নেয়ার জন্য মদীনায় আগমন করেন। তখন সালমা বলেন, আমি কখনই একে আপনার সঙ্গে পাঠাব না। এতে মুত্তালিব বলেন, এ আমার সাবালক ভাতিজা। সমাজে সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় পরিবারের ছেলে। এখন নিজ গোত্র ছেড়ে প্রবাসে ভিন্ন গোত্রে পড়ে থাকা তার জন্য মোটেই সমীচীন নয়। কাজেই তাকে না নিয়ে আমি ফিরব না।

লোকে বলে, শায়বা চাচা মুত্তালিবকে বলেছিলেন, মায়ের অনুমতি ছাড়া আমি যাব না। এরপর মায়ের অনুমতিক্রমে ছেলেকে নিয়ে মুত্তালিব মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন এবং তাকে উটের উপর নিজের পেছনে বসিয়ে নিলেন। এভাবেই তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন কুরায়শরা বললেন, একে মুত্তালিব দাস হিসাবে কিনে এনেছেন। সেখান থেকেই তার

নাম আবদুল মুত্তালিব হয়। মুত্তালিব বললেন, হে অপদার্থের দল ! এতো আমার ভাই হাশিমের ছেলে। আমি তো একে মদীনা থেকে নিয়ে এসেছি।

মুত্তালিবের মৃত্যু এবং তার মৃত্যুতে শোকগাথা

ইয়ামানের রাদমান এলাকায় মুত্তালিব মারা যান। জনৈক আরব কবি তাঁর উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশ করে বলেন :

"হাজীগণ কানায় কানায় পূর্ণ পেয়ালায় যমযমের পানি পান করেও মুত্তালিবের মৃত্যুর কারণে তৃষ্ণার্ত রয়ে গেল।

"হায় ! যদি কুরায়শ তার মৃত্যুর পর এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতো।"

মাতরূদ ইব্‌ন কা'ব খুযাঈর কাছ যখন বনূ আবদে মান্নাফের সর্বশেষ ব্যক্তি নাওফল ইব্‌ন আবদে মানাফের মৃত্যু সংবাদ এলো, তখন তিনি মুত্তালিব ও বনূ আবদে মানাফের শোকে এই কবিতা আবৃত্তি করেন :

"হে নিঠুর রাত ! তুমি আমাকে অনেক অস্থিরতা ও পেরেশানীতে কাটাতে বাধ্য করেছ।

"হায় ! কি দুঃখ জ্বালা আমাকে সইতে হচ্ছে। হায় ! কি মরণ-যন্ত্রণা আমাকে বরদাশত করতে হচ্ছে !

"আমার ভাই নাওফলের স্মরণে আমার হৃদয়ে অনেক বেদনাময় অতীত স্মৃতি ভেসে উঠে। আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় লাল লুঙ্গি এবং পরিচ্ছন্ন হলুদ চাদরের কথা।

"চারজন ছিলেন নেতার পুত্র নেতা, তাদের নেতৃত্বের গুণ ছিল মজ্জাগত।

"রাদমান, সালমান ও গাযযা এলাকায় তারা সমাহিত। আর একজন লুকিয়ে আছেন বায়তুল্লাহ্‌র পূর্বদিকে এক না জানা কবরে।

"এঁদের মধ্যে আবদে মানাফ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, আর তাঁরা সকলেই ছিলেন সমালোচনার উর্ধ্বে। বনূ মুগীরা (তথা আবদে মানাফ) এবং তাদের সন্তানেরা জীবিত-মৃতদের মধ্যে সর্বোত্তম।"

আবদে মানাফের নাম ছিল মুগীরা। তাঁর পুত্রদের মধ্যে সর্ব প্রথম হাশিমের মৃত্যু হয় সিরিয়ার 'গায্‌যা' এলাকায়। এরপর মক্কায় আবদে শামসের, তারপর ইয়ামানের রাদমান নামক স্থানে মুত্তালিবের এবং ইরাকের উপকণ্ঠে সালমান নামক এলাকায় নাওফলের মৃত্যু হয়।

কথিত আছে যে, লোকের মাতরূদের শোকগাথার প্রশংসা করে বলেছিল, আপনি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেছেন। আপনি যদি আরো বেশি কবিতা আবৃত্তি করতেন, তবে খুবই ভাল হতো। তখন তিনি বলেছিলেন : আমাকে কয়েক দিন সময় দাও। কিছুদিন বিরতির পর তিনি নিম্নের কবিতা রচনা করলেন :

"হে নয়ন ! অকৃপণভাবে অশ্রু ঝরাও। বনূ মুগীরার শোকে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদো।

"হে চোখ ! অবিরাম অশ্রু বর্ষণ কর। আমার বিপদের জন্য কাঁদো। সেই দানবীর, মহানুভব ও ভরসার পাত্র মানুষটির জন্য মনভরে কাঁদো।

"পূত-পবিত্র যার চরিত্র, সুদৃঢ় যার সংকল্প, কঠোর যার মেযাজ, ভয়ংকর দুর্যোগেও যিনি অবিচল।

"প্রথম দর্শনেই যাকে মনে হতো দৃঢ়চেতা, কোন দুর্বলতা ছিল না যার। কারো উপর নির্ভর করা ছিল যার স্বভাব বিরুদ্ধ, দৃঢ় সংকল্পের অনমনীয় অধিকারী দু'হাতে বিলাতেন উৎকৃষ্ট বস্তু।

"বংশ গরিমায় বনূ কা'বের মধ্যমণি যেন বাজপাখি, আভিজাত্যে সকলের মাঝে শীর্ষস্থানীয়।

"হে চোখ ! আরো বেশি করে অশ্রু ঝরাও দানবীর মুত্তালিবের স্মরণে। কেননা দানের ঢল থেমে গেছে।

"আজ সে আমাদের থেকে দূরে রাদমান এলাকায় পড়ে আছে। হায়রে মর্ম ব্যথা ! সে পড়ে আছে মৃতদের মাঝে।

"হে দুর্ভাগা ! কাঁদতেই যদি হয়, তবে বায়তুল্লাহ্‌র পূর্বদিকে পড়ে থাকা আবদে শামস-এর জন্য কাঁদো আর কাঁদো হাশিমের জন্য, যে শুয়ে আছে মরুভূমির এক নির্জন কবরে। গায্‌যার প্রবল বায়ু তার উপর বালুর স্তূপ সৃষ্টি করে।

"আর কাঁদো আমার অকৃত্রিম বন্ধু নাওফলের শোকে, সালমান এলাকার মরুভূমির একটি কবরে যে শুয়ে আছে।

"বাদামী বর্ণের উটনীতে, তাঁদের সওয়ার হওয়ার অপূর্ব দৃশ্য, আরব-আজমের কোথাও দেখিনি আমি।

"সে জনপদ আছ তাঁরা নেই, কিন্তু একদিন তাঁরাই ছিলেন নির্বাচিত সৈন্যদলের শোভা স্বরূপ। কালের থাবায় তাঁরা হারিয়ে গেছেন। আর তাঁদের তরবারি ভোঁতা হয়ে গেছে। প্রাণীমাত্রকেই মৃত্যুপথের যাত্রী হতে হবে।

"তাঁদের পরে সহাস্য বদন ও সালাম-কালাম ছাড়া মানুষের সাথে কোন সম্পর্ক নেই আমার।

"হে চোখ ! আবুশ শু'স-এর শোকে কাঁদো। যার শোকে খোলা মাথায় শোক বিহ্বলা নারীর দল কবরের পাশে বাঁধা উটনীর মত ক্রন্দন করছে।

"তারা কাঁদছে এমন উত্তম ব্যক্তির জন্য, যিনি পদব্রজে চলতেন, তারা শোক প্রকাশ করছে অশ্রু ঝরানোর মাধ্যমে।

"তারা কাঁদছে সেই মহানুভব ব্যক্তির শোকে, যিনি ছিলেন মুক্তহস্ত ও অন্যায় আঘাতের প্রতিহতকারী এবং বহু যুদ্ধে বিজয়ী।

"তাদের এ কান্না উচ্চ মর্যাদায় আসীন আমরের শোকে। মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এলো তখনও তিনি ছিলেন মহৎ চরিত্রের অধিকারী ও অতিথিপরায়ণ।

"তাঁর শোকে জেগে উঠা তাদের এ বুকফাটা কান্না, জানি না কতকাল দীর্ঘ হবে।

"কালের থাবা এ বিলাপিনীদের যখন তাঁর শোকে ঘর থেকে বের করে এনেছে, তখন তাদের দু'চোখ থেকে এমন অশ্রু ঝরছে, যেন মশকের দু'টি মুখ খুলে গেছে।

"সময় যখন নতুন নতুন বিপদ ডেকে আনলো, তখন তারাও কোমরে ওড়না পেঁচিয়ে তৈরি হলো।

"আমি বিনিদ্র রজনী কাটাই, বেদনাবিধুর হৃদয়ে আকাশের তারা গুণতে থাকি। আমি কাঁদি আর সেই সাথে কাঁদে আমার অবুঝ মেয়েরাও।

"সমসাময়িকদের মাঝে যেমন তাঁদের সমকক্ষ কেউ নেই, তেমনি তাঁদের উত্তরসূরীদের মাঝেও তাঁদের মত কেউ নেই।

"সাধনার দৈন্যের সময় তাঁর পুত্ররাই সর্বোত্তম। তাঁরা নিজেরাও ছিলেন সর্বোত্তম (অর্থাৎ চেষ্টা-সাধনা করে অন্যরা ক্লান্ত হয়ে গেলেও এরা ক্লান্ত হন না)।

"তারা অনেক তেজী দ্রুতগামী ঘোড়া, লুণ্ঠন অভিযানে পারদর্শিনী ঘোটকী দান করেছেন।

"আরো দান করেছেন অনেক মযবূত হিন্দী তলোয়ার এবং কুয়োর রশির ন্যায় দীর্ঘ বর্শা।

"আর প্রার্থীদেরকে তারা দান করেছেন গর্বের ধন দাস-দাসী।

"আমি এবং অন্য গণনাকারীরা সবে মিলেও তাদের কীর্তিমালা গুণে শেষ করতে পারব না।

"আত্মগর্ব প্রচারের মজলিসে গর্ব করার মত পূত-পবিত্র বংশধারার এঁরাই অধিকারী।

"এ বাসগৃহের তাঁরা ছিলেন ভূষণ, কিন্তু তাঁরা না থাকায় এগুলো এখন বিরান নিঝুম এলাকায় পরিণত হয়েছে।

"আমি কথা বলছি, অথচ আমার চোখ থেকে ঝরছে অশ্রুর অবিরাম ধারা। আল্লাহ্ এ বিপদগ্রস্তদের নিজ রহমত থেকে বঞ্চিত না করুন।"

ইব্ন হিশাম বলেন : الفجر অর্থ হল দান। আবূ খিরাশ হুযালী বলেন :

عجف أضيافى جميل بن معمر بذى فجر تأوى اليه الآراسل

"দানশীল ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল জামীল ইব্ন মা'মার আমার মেহমানদের অভূক্ত রেখেছে।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবুশ শু'স শাজিয়্যাত হলেন হাশিম ইব্ন আবদে মানাফ।

'সিকায়া' 'রিফাদার' তত্ত্বাবধানে আবদুল মুত্তালিব

চাচা মুত্তালিবের পর আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম সিকায়া ও রিফাদার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এ দায়িত্ব ছাড়া তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের ন্যায় কাওমের যাবতীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন এবং সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদায় তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে যান।

যমযম পুনঃখনন এবং এ ব্যাপারে পূর্বে সংঘটিত বিষয়

(আবদুল মুত্তালিব যমযম খননের ব্যাপারে যে স্বপ্ন দেখেন)

এরপর আবদুল মুত্তালিব তার ঘরে স্বপ্নযোগে যমযম কূপ পুনঃখননের নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব মিসরী মারসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইয়াযানী থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুরায়র গাফিকী থেকে, তিনি আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে যমযম খনন সম্পর্কে যে তথ্য শুনিয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ হলো :

আবদুল মুত্তালিব বলেন, একবার আমি আমার ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলেন, 'তায়্যিবা' খনন কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তায়্যিবা' কি ? তিনি বলেন, এরপর তিনি আমার নিকট থেকে চলে যান। পরের দিন আমি একই স্থানে শুয়ে থাকলাম, আর তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'বাররা' খনন কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বাররা' কি ? তিনি কিছু না বলে আমার কাছ থেকে চলে গেলেন। তৃতীয় দিন আমি একই স্থানে শুয়ে থাকলাম, তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'মায্‌নূনা' খনন কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মায্‌নূনা' কি ? তিনি কিছু না বলেই আমার কাছ থেকে চলে হেল। চতুর্থ দিনেও আমি একই স্থানে শুয়ে থাকলাম। পুনরায় তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'যমযম' খনন কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'যমযম' কি ? তিনি বললেন, যা কোন দিন শুকাবে না, যার পানি কমবে না, বিপুল সংখ্যক হাজীকে তৃপ্ত করবে। কূপটি এখন গোবর ও রক্তে ভরা রয়েছে, যেখানে উঁইপোকা এবং পিঁপড়ার বাসা আছে।

আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর পুত্র হারিস এবং কুরায়শদের মাঝে যমযম কূপ খননের সময় কলহ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন তাঁকে কূপের বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া হল, তার জায়গাও চিনিয়ে দেয়া হল এবং তিনি বুঝলেন যে, কথা মিথ্যা নয়, তখন তিনি তার সে সময়ের একমাত্র ছেলে হারিসসহ কোদাল নিয়ে বের হলেন এবং খননকাজ শুরু করলেন। যখন তার ভেতরের জিনিসগুলো বের হল, তখন আবদুল মুত্তালিব তাকবীর ধ্বনি দিলেন। কুরায়শরা বুঝতে পারল যে, তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তারা তাঁর পাশে এসে জমায়েত হল এবং বলল : "হে আবদুল মুত্তালিব ! এ তো আমাদের পূর্বপুরুষ ইসমাঈল (আ)-এর কূপ। কাজেই এতে আমাদেরও হক আছে। অতএব এ খননকাজে আমাদেরও আপনার সঙ্গে শরীক রাখুন। তিনি বললেন, আমি এরূপ করব না। বস্তুত এ কাজের জন্য একমাত্র আমাকেই মনোনীত করা হয়েছে, তোমাদের নয়।

কুরায়শরা বলল, আমাদের সঙ্গে ন্যায়বিচার করুন, অন্যথায় আমরা এ ব্যাপারে আপনার সাথে ঝগড়া না করে ছাড়ব না। আবদুল মুত্তালিব বললেন, তবে তোমরা আমাদের ও তোমাদের মাঝে মধ্যস্থতার জন্য তোমাদের পসন্দমত কাউকে মনোনীত কর। তারা বনূ সা'দ গোত্রের হুযায়মা জ্যোতিষীকে সালিস মনোনীত করল। আবদুল মুত্তালিব তা মেনে নিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এ জ্যোতিষী সিরিয়ার উঁচু এলাকায় বসবাস করত। আবদুল মুত্তালিব বনূ আবদে মানাফের কয়েকজন ও কুরায়শের প্রত্যেক গোত্রের একজনসহ একটি কাফেলা নিয়ে ঊষর শুষ্ক মরুময় পথে সেই জ্যোতিষীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। হিজায ও সিরিয়ার মাঝপথে কোন এক মরুময় ময়দানে পৌছার পর তাদের সকলের পানি শেষ হয়ে গেল। ফলে তারা তৃষ্ণার্ত হলেন এবং মৃত্যু ছাড়া তাদের আর কোন বিকল্প রইল না। কুরায়শের দু'একটি গোত্রের কাছে পানি চাইলেও তারা এ বলে পানি দিতে অস্বীকার করল যে, আমরা তো একই বিপদের সম্মুখীন। আবদুল মুত্তালিব এ পরিস্থিতি দেখে তার সাথীদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তারা বলল, আপনার সিদ্ধান্তই আমরা মেনে নিব। কাজেই আপনার ইচ্ছামত আমাদের নির্দেশ দিন। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমার মতে তোমাদের এখনও যে শক্তি আছে, তা শেষ হওয়ার পূর্বে তোমরা প্রত্যেকে নিজের জন্য একটি কবর খনন কর। কেউ মরে গেলে সাথীরা তাকে তার কবরে দাফন করে দেবে। অবশেষে তোমাদের একজন মৃতব্যক্তি দাফনহীন অবস্থায় থেকে যাবে। আর গোটা কাফেলার দাফনহীন অবস্থায় পড়ে থাকার চাইতে একজনের দাফনহীন অবস্থায় পড়ে থাকা অনেক ভাল। তারা বলল, আপনি যা করতে বললেন, তা খুবই ভাল। এরপর তারা তাদের স্ব-স্ব কবর খনন করল। আর সকলেই তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে রইল। আবদুল মুত্তালিব তার সাথীদের বললেন, এভাবে নিশ্চেষ্ট বসে থেকে নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে সঁপে দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। চল, আমরা একদিকে রওয়ানা হয়ে যাই। হয়ত আল্লাহ কোথাও আমাদের পানির ব্যবস্থা করে দিবেন। তখন তারা চলা শুরু করল। কুরায়শের অন্য সাথীরা তাদের অবস্থা দেখছিল। এ সময় আবদুল মুত্তালিব তাঁর বাহনে এসে বসার পর সেটি তাঁকে নিয়ে উঠতেই তার পায়ের তলদেশ থেকে মিঠা পানির ঝর্ণা বেরিয়ে এলো। তখন আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর সঙ্গীরা তাক্‌বীর ধ্বনি দিয়ে নেমে পড়লেন এবং সকলে পানি পান করে পথের জন্য সাথেও নিয়ে নিলেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব কুরায়শের অন্যান্য সাথীদের ডেকে পানির ভাগ দিলেন। তারপর কুরায়শরা বলল, আল্লাহ্‌র কসম ! আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। যমযম নিয়ে তোমার সাথে আমাদের আর কোনদিন কোন দ্বন্দ্ব হবে না। যে মহান সত্তা তোমাকে এ ধূসর শুষ্ক মরুময় এলাকায় পানি দিয়ে তৃপ্ত করলেন, নিঃসন্দেহে তিনিই তোমাকে যমযম দান করেছেন। তুমি সোজা তোমার কূপের কাছে ফিরে যাও। তখন আবদুল মুত্তালিব ফিরলেন, আর সাথে ফিরে এলো তাঁর সাথীরাও। তারা জ্যোতিষীর কাছে গেলেন না। এরপর কুরায়শরা যমযমের ব্যাপারে আবদুল মুত্তালিবকে আর কোনরূপ বাধা দেয়নি।

দ্বিতীয় বর্ণনা : ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যমযম সম্পর্কিত এ বর্ণনাটি আমি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর সূত্রে শুনেছি। আমি অনেক লোককে আবদুল মুত্তালিব থেকে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি যে, যমযম খননের নির্দেশ দেওয়ার সময় তাঁকে বলা হয় :

ثم ادع بالماء الروى غير الكدر × يسقى حجيج الله فى كل مير

ليس يخاف منه شيئ ما عمر

"তারপর নির্মল ও প্রচুর পানির জন্য দু'আ কর। যাতে সে পানি হাজীদের হজ্জের সময় তৃপ্ত করতে থাকে। এ পানি যতদিন থাকবে, ততদিন এ পানি থেকে কোন ভয় ও ক্ষতির আশংকা থাকবে না।"

এ কথা শুনে আবদুল মুত্তালিব কুরায়শদের সংবাদ দিলেন যে, আমি তোমাদের জন্য যমযম খননের নির্দেশ পেয়েছি। তারা জিজ্ঞেস করল : সেটি কোথায়, তা কি আপনি জেনেছেন ? তিনি বললেন, না। তারা বলল, তবে আপনি সেখানে পুনরায় ফিরে যান, এ নির্দেশ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হলে তা আরও স্পষ্ট করে দেয়া হবে। আর শয়তানের পক্ষ থেকে হলে সে নির্দেশ আর ফিরে আসবে না। সুতরাং তিনি পুনরায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, তখন স্বপ্নযোগে এক ব্যক্তি এসে নির্দেশ দিলেন, তুমি যমযম খনন কর। যদি তুমি এটি খনন কর, তবে তুমি লজ্জিত হবে না। এটা তোমার পূর্বসূরীদের পরিত্যক্ত সম্পদ, এ কখনো শুকাবে না এবং এর পানি কখনো কমবে না। মানব সমাজ থেকে আলাদা বাসকারী উটপাখির ন্যায় বিপুল সংখ্যক হাজীকে তৃপ্ত করবে, যা বন্টন করা হয় না। লোকেরা এর কাছে এসে গরীব-দুঃখীদের জন্য মানত আদায় করবে। আর এ যমযম হবে তোমার বংশধরদের জন্য মীরাস। এটা কোন সাধারণ জিনিস নয়। কূপটি এখন গোবর ও রক্তে ভরা আছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : প্রচলিত ধারণা এই যে, আবদুল মুত্তালিবকে যখন যমযম খননের নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তিনি এর সঠিক স্থান জানতে চাইলেন। তাঁকে বলা হল, সেটি পিঁপড়ার বাসার সন্নিকটে, যেখানে আগামীকাল কাক ঠোকর মারবে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, কোন বর্ণনাটি সঠিক। আবদুল মুত্তালিব সকালে উঠে তাঁর সে সময়ের একমাত্র পুত্র হারিসকে নিয়ে পিঁপড়ার বাসা খুঁজে পেলেন এবং কাককেও ঠোকর মারতে দেখলেন। স্থানটি ছিল ইসাফ ও নায়েলা দেবীদ্বয়ের মাঝখানে, যেখানে কুরায়শরা তাদের পশু বলি দিত। তিনি নিশ্চিত হয়ে কোদাল নিয়ে খনন করতে উদ্যত হলেন। কুরায়শরা তাঁর দৃঢ় সংকল্প দেখে তাঁর কাছে এসে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমরা যে মূর্তি দু'টির কাছে পশু বলি দিয়ে থাকি, সেখানে তোমাকে খুঁড়তে দেব না। তখন আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র হারিসকে বললেন, এদের আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দাও। এ নির্দেশ অবশ্যই পালন করব। কুরায়শরা তাঁর অবিচল প্রতিজ্ঞা দেখে তাঁকে কূপ খনন করতে বাধা দিল না। তারপর সামান্য খনন করতেই ভেতরের জিনিস প্রকাশ পেতে লাগল। আবদুল মুত্তালিব তাক্‌বীর ধ্বনি দিলেন। সবাই জানল যে, তিনি সত্য বলেছিলেন। আরও খনন করার পর তিনি তাতে স্বর্ণের দুটি হরিণ পেলেন। এ হরিণ দুটো জুরহুম মক্কা থেকে বিদায়কালে দাফন করে গিয়েছিলেন। তিনি তাতে ঝক্‌ঝকে সাদা অনেকগুলি তরবারি ও লৌহবর্ম পেলেন। তখন কুরায়শরা তাকে বলল :

হে আবদুল মুত্তালিব, এতে তোমার সাথে আমাদেরও অংশ রয়েছে। তিনি বললেন : মোটেও নয়; বরং তোমরা আমার সাথে একটি ইনসাফভিত্তিক মীমাংসার জন্য তৈরি হও। আমরা এ বিষয়ে তীর দ্বারা লটারী করব। কুরায়শরা জিজ্ঞেস করল, তুমি তা কিভাবে করবে? আবদুল মুত্তালিব বললেন : দুটি তীর কা'বাঘরের জন্য, দুটি আমার জন্য, আর দু'টি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করব। যার তীর যে জিনিসের উপর পড়বে, সে জিনিস তার হবে আর যার তীর কিছুতেই পড়বে না, সে কিছুই পাবে না। কুরায়শরা বলল, এটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত মীমাংসা। এরপর তিনি দু'টি পীতবর্ণের তীর বায়তুল্লাহ্‌র জন্য, দুটি কৃষ্ণবর্ণের তীর আবদুল মুত্তালিবের জন্য, আর দুটি শুভ্র তীর কুরায়শদের জন্য নির্ধারিত করলেন। এ তীরগুলো বায়তুল্লাহ্‌র মাঝে রক্ষিত সবচাইতে বড় মূর্তি হোবল-এর কাছ থেকে তীর নিক্ষেপকারী লোকটির হাতে দিল। আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হার্‌ব উহুদের যুদ্ধের সময় এ মূর্তিটিকেই ডেকে বলেছিলেন (أعل هبل) হোবলের জয় হোক। এ সময় আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তীর নিক্ষেপ করার পর পীতবর্ণের তীর দুটো স্বর্ণ হরিণের উপর পড়ল। ফলে তা কা'বাঘরের অংশ হয়ে গেল। আর আবদুল মুত্তালিব-এর কালো তীর দুটো তরবারি-বর্মের উপর পড়ল। আর কুরায়শদের দু'টি তীর কিছুর উপর পড়ল না। আবদুল মুত্তালিব তরবারিগুলো বায়তুল্লাহ্‌র দরজাস্বরূপ লাগিয়ে দিলেন। আর স্বর্ণের হরিণ দুটো দরজায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। কথিত আছে যে, এই প্রথম কা'বাঘরকে স্বর্ণ দ্বারা সজ্জিত করা হয়। তারপর আবদুল মুত্তালিব হাজীদের যমযমের পানি পান করানোর দায়িত্ব নিয়ে নিলেন।

মক্কাতে কুরায়শদের অন্যান্য কূপ : তুওয়া কূপ এবং এর খননকারী

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যমযম খননের পূর্বে কুরায়শরা মক্কায় অনেকগুলো কূপ খনন করেছিল। যেমন, যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদে শাম্‌স ইব্‌ন আবদে মানাফ মক্কার উঁচু এলাকায় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ সাকাফীর বায়যা নামক ঘরের কাছে তুওয়া নামক একটি কূপ খনন করেছিলেন।

বায্‌যার কূপ এবং এর খননকারী

হাশিম ইব্‌ন আবদে মানাফ মুসতানযার এলাকার কাছে খান্দামাহ পাহাড় এবং 'গিরি আবূ তালিব'-এর সম্মুখভাগে একটি কূপ খনন করেন। কথিত আছে, এই কূপ খননের সময় হাশিম বলেছিলেন, আমি এই কূপটি এমনভাবে বানাব, যাতে এর পানি সবার কাছে পৌঁছতে পারে।

ইব্‌ন হিশামের বর্ণনামতে জনৈক কবি বলেন :

"আল্লাহ্ পাক জুরাব, মালকুমা, বায্‌যার ও গামরা নামের এ কূপের পানি দ্বারা (লোকদের) তৃপ্ত করুন, যার স্থান তোমার জানা আছে।"

সাজলা কূপ এবং এর খননকারী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাজলা নামে আরেকটি কূপ খনন করা হয়েছিল। এটি ছিল মুতইম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফল ইব্‌ন আবদে মানাফের, যার পানি আজও লোকেরা পান করে থাকে। বনী নাওফলের বর্ণনা হল, এ কূপটি আসাদ ইব্‌ন হাশিম থেকে মুতইম ক্রয় করেছিলেন।

বনূ হাশিমের বক্তব্য হল : যমযমপ্রাপ্তির পর মুতইমকে এ কূপটি তোহ্‌ফা হিসাবে দেয়া হয়েছিল। যমযমের বদৌলতে বনূ হাশিমের এসব কূপের আর কোন প্রয়োজন ছিল না।

হাফর কূপ এবং তার খননকারী

উমাইয়া ইব্‌ন আবদে শাম্‌স নিজের জন্য 'হাফর' নামে একটি কূপ খনন করেছিলেন।

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা 'সুকাইয়া' ভিন্নমতে শাফিকা নামে একটি কূপ খনন করিয়েছিলেন। কূপটি বনূ আসাদের কূপ নামে পরিচিত ছিল। বনূ আবদুদ্দার 'উম্মে আহরাদ' নামে একটি কূপ খনন করেছিল। বনূ জুমাহ 'সুম্বুলাহ' নামে একটি কূপ খনন করেছিল যা খালাফ ইব্‌ন ওয়াহাবের কূপ নামে পরিচিত ছিল। বনূ সাহ্‌ম 'গামরা' নামে একটি কূপ খনন করেছিল, যা বনূ সাহমের কূপ নামে পরিচিত ছিল।

মক্কার বাইরেও কয়েকটি কূপ ছিল। এ কূপগুলো কুরায়শদের অন্যতম আদি পুরুষ মুররা ইব্‌ন কা'ব এবং কিলাব ইব্‌ন মুররা-এরও পূর্ব থেকে ছিল। তন্মধ্যে একটি কূপের নাম ছিল 'রুম্মা'। কূপটি মুররাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই-এর কূপ নামে পরিচিত ছিল। বনূ কিলাব ইব্‌ন মুররা-এর 'খুম্মা' নামে একটি কূপ ছিল। 'আল-হাফ্‌রা' নামেরও একটি কূপ ছিল।

বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই-এর জনৈক ব্যক্তি হুযায়ফা ইব্‌ন গানিম (ইব্‌নে হিশামের মতে তার নাম হল আবূ উবায় জাহম ইব্‌ন হুযায়ফা) এ কবিতা বলেন :

"আমরা 'খুম' নামক কূপ থেকে অথবা 'হাফ্‌র' নামের কূপ থেকে পানি পানি করি। শত শত বছর পূর্ব থেকেই আমাদের অন্য কোন কূপের প্রয়োজন ছিল না।"

যমযমের ফযীলত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর যমযম কূপের খ্যাতি ও মর্যাদা অন্য সকল কূপকে ছাড়িয়ে যায়। হাজীরা তার থেকেই পানি পান করতে থাকেন এবং অন্য লোকেরাও এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেননা তা ছিল মসজিদে হারামের মধ্যে এবং সে পানি ছিল সবচেয়ে উত্তম। এ কূপটি ছিল ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর কূপ। বনূ আবদে মানাফ এ কূপটি নিয়ে কুরায়শ তথা গোটা আরব জাতির উপর গর্ব করত।

যেহেতু বনূ আবদে মানাফ একই বংশের ছিল, কাজেই তাদের যে কোন শাখার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব, অন্যান্য শাখাগুলোর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় ছিল। সে জন্যই মুসাফির ইব্‌ন আবূ আম্‌র ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আবদে শাম্‌স ইব্‌ন আবদে মানাফ কুরায়শ ও তাদের তত্ত্বাবধানে

সিকায়া ও রিফাদা (যমযম পান করান ও হাজীদের অতিথিপরায়ণতা)-এর দায়িত্ব এবং তাদের হাতে যমযম প্রকাশ লাভের কারণে গর্ব করে বলেন :

"আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মর্যাদা লাভ করেছি, আর এ মর্যাদা আমাদের কাছে এসে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

"আমরা কি হাজীদের পানি পান করাই নি ? আর মোটা-তাজা অনেক দুগ্ধবতী উষ্ট্রী যবেহ করিনি ?

"মৃত্যুর রাজত্বে তুমি আমাদের কঠোর এবং অন্যান্যদের আশ্রয়দাতা হিসাবে পাবে।

"আমরা যদি ধ্বংসও হয়ে যাই, এতে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা আমরা তো আমাদের জীবনের মালিক নই। তাছাড়া কেউ তো আর চিরজীবী নয়!

"আমাদের পূর্বসূরীদের তত্ত্বাবধানে ছিল যমযম, যে আমাদের সাথে হিংসা করবে, আমরা তাদের চোখ ফুঁড়ে দেব।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই-এর জনৈক ব্যক্তি হুযায়ফা ইব্‌ন গানিম বলেন :

"বনূ ফিহ্‌র-এর সর্দার আবদে মানাফ ও হাশিম পানি পান করাতেন এবং রুটি গুঁড়া করে খাওয়াতেন।

"তিনি মাকামে ইবরাহীমের কাছে পাথর দিয়ে যমযম নির্মাণ করেন। তার এ কূপ প্রত্যেক গর্বিত ব্যক্তির উপর গর্বের অধিকার রাখে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতাগুলোতে হুযায়ফা ইব্‌ন গানিম আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের প্রশংসা করেন। এ পংক্তি দুটো তার একটি কাসীদার অংশবিশেষ, যা আমরা যথাস্থানে ইনশা-আল্লাহ্ উল্লেখ করব।

আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক নিজ সন্তানকে কুরবানী করার মানতের বিবরণ

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন, তবে এই মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে যে, আবদুল মুত্তালিব যমযম কূপ খননের উদ্যোগ নিতে গিয়ে যখন কুরায়শ বংশের লোকদের পক্ষ থেকে বাধা পেয়েছিলেন, তখন মানত করেছিলেন যে, যদি তার দশটি সন্তান জন্মে এবং তারা তাঁর জীবদ্দশায় বয়োপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তিনি একটি সন্তানকে আল্লাহ্‌র নামে কা'বা শরীফের পাশে কুরবানী করবেন। তারপর তাঁর সন্তানের সংখ্যা যখন দশটি পূর্ণ হলো এবং তিনি নিশ্চিত হলেন যে, তারা তাঁকে রক্ষা করতে পারবে, তখন তিনি তাদের সবাইকে ডেকে একত্র করলেন এবং তাদেরকে নিজের মানতের কথা জানালেন। তারপর তাদেরকে ঐ মানত পূরণের আহবান জানালেন। সন্তানগণ সবাই তাতে আনুগত্যের সম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, আমাদের কিভাবে

কি করতে হবে ? তিনি বললেন : "তোমরা প্রত্যেকে একটা করে তীর নেবে। তারপর তাতে নিজের নাম লিখে আমার কাছে নিয়ে আসবে।" সকলে তাই করলেন এবং একটা করে তীর হাতে নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। আবদুল মুত্তালিব তাদেরকে সাথে নিয়ে হুবাল মূর্তির নিকট গেলেন। সে সময় হুবাল কা'বার মধ্যবর্তী একটি কূপের কাছে ছিল। কা'বাঘরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যাবতীয় বস্তু ঐ কূপে জমা হত।

আরবদের নিকট লটারীর তীরের গুরুত্ব

হুবালের কাছে সাতটি তীর থাকত। প্রত্যেক তীরেই এক-একটা কথা লিখিত ছিল। একটা তীরে লেখা ছিল 'রক্তপণ'। রক্তপণ কার উপর বর্তায় (অর্থাৎ হত্যাকারী কে) তা নিয়ে যখন তাদের ভেতর মতবিরোধ হত, তখন একে একে সাতটি তীর টানা হত। যদি 'রক্তপণ' লেখা তীর কারো নামে বেরুত, তাহলে যার নামে বেরুত তাকেই রক্তপণ দিতে হত। একটা তীরে 'হ্যাঁ' লেখা ছিল। যখন কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করা হত, তখন একই নিয়মে তীরগুলো টানা হত। যদি ঐ 'হ্যাঁ' লেখা তীর বেরুত, তাহলে ঈপ্সিত কাজটি করা হত। আর একটি তীরে লেখা ছিল 'না'। কোন কাজের ইচ্ছা নিয়ে তীরগুলো টানা হত। যদি 'না' লেখা তীর বেরিয়ে আসত, তাহলে আর সে কাজ তারা করত না। আর একটা তীরে লেখা ছিল 'তোমাদের অন্তর্ভুক্ত' বা 'তোমাদের মধ্য থেকে'। আর একটা তীরে লেখা ছিল 'সংযুক্ত' আর একটাতে 'তোমাদের বহির্ভূত' এবং আর একটাতে 'পানি'। কূপ খনন করতে হলে তারা এ তীরগুলো টানত এবং তার মধ্যে 'পানি' লেখা তীরটিও থাকত। ফলাফল যা বেরুত, সেই অনুসারে কাজ করা হত।[১]

সেকালে আরবরা যখন কোন বালকের খাতনা করাতে, কোন কন্যার বিয়ে দিতে কিংবা কোন মৃতকে দাফন করতে চাইত, অথবা কারো জন্মসূত্র নিয়ে সন্দেহ দেখা দিত, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হুবাল নামক দেবমূর্তির নিকট হাযির করত এবং সেই সাথে একশ দিরহাম, একটা বলির উটও নিয়ে যেত। অর্থ ও উট তীর টানা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে দিত। তারপর যার ব্যাপারে নিষ্পত্তি কাম্য, তাকে মূর্তির সামনে হাযির করে বলত : "হে আমাদের দেবতা! এ ব্যক্তি অমুকের সন্তান অমুক, তার ব্যাপারে আমরা তোমার নিকট থেকে অমুক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চাইছি। অতএব তার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানিয়ে দাও।" তারপর তীর টানার

---

১. কেউ কেউ বলেন, আরবরা যখন কোন কাজ করতে মনস্থ করত, তখন তিনটি তীর টানত। একটিতে লেখা থাকত, "আমার প্রভু আমাকে কাজটি করতে আদেশ দিয়েছেন।" অপরটিতে লেখা থাকত, "আমার প্রভু আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।" আর তৃতীয়টায় লেখা থাকত, "সিদ্ধান্ত স্থগিত"। আদেশসূচক তীর বের হলে কাজটির বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়া, নিষেধসূচক তীর বের হলে কাজটি পরিত্যাগ করা এবং স্থগিতাদেশসূচক তীর বের হলে কাজটি পুনরায় স্থগিত রাখা হত। সম্ভবত সাত তীরের মাধ্যমে ভাগ্য গণনা এবং তিন তীরের মাধ্যমে ভাগ্য গণনা এ উভয় পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করত।

কাজে নিয়োজিত লোকটিকে তারা তীর টানতে বলত। যদি 'তোমাদের অন্তর্ভুক্ত' লেখা তীর বেরুত, তাহলে তারা বুঝত যে, সংশ্লিষ্ট শিশুটি বৈধ সন্তান। আর যদি 'তোমাদের বহির্ভূত' লেখা তীর বেরুত, তাহলে ঐ সন্তান তাদের মিত্র বলে গণ্য হত। আর যদি 'সংযুক্ত' লেখা তীর বেরুত, তাহলে ঐ সন্তান তাদের মধ্যে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকত, তার বংশ মর্যাদা বা মৈত্রী ইত্যাদি অনির্ধারিতই থাকত। আর যদি তাদের কাঙ্ক্ষিত অন্য কোন কাজের প্রশ্নে 'হ্যাঁ' লেখা তীর বেরুত, তাহলে ঐ কাজ নিঃসন্দেহে সম্পন্ন করত। কিন্তু 'না' লেখা তীর বেরুলে ঐ বছরের জন্যে কাজটি স্থগিত রাখত। পরবর্তী বছর ঐ কাজটি সম্পর্কে পুনরায় একই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করত এবং সমাধান চাইত। এভাবে তীরের ফায়সালাই ছিল তাদের কাছে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা।[১]

আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর সন্তানগণ তীর রক্ষকের সামনে

আবদুল মুত্তালিব তীর রক্ষককে বললেন, "আমার এই সন্তানদের ব্যাপারে তীর টেনে দেখুন তো"। তিনি তাকে নিজের মানতের কথাও জানালেন। তারপর প্রত্যেক পুত্র নিজের নাম লেখা তীর তার কাছে সমর্পণ করলেন। আবদুল্লাহ্ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের সর্বকনিষ্ঠ ছেলে।[২] আবদুল্লাহ্, যুবায়র ও আবূ তালিব- এই তিনজন ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত আমর ইব্ন আইয ইব্ন আবদ ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযূম ইব্ন ইয়াকযা ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহরের গর্ভজাত ছেলে।

ইব্নে হিশাম বলেন : আইয ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযূম।[৩]

আবদুল্লাহ্র নামে তীর বের হওয়া এবং তাঁর পিতা কর্তৃক তাঁকে যবেহ করতে ইচ্ছা করা ও কুরায়শদের বাধাদান

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : বহুল প্রচলিত ধারণা যে, আবদুল্লাহ্ আবদুল মুত্তালিবের সকলের চেয়ে বেশি স্নেহভাজন সন্তান ছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লক্ষ্য

---

১. আল্লামা আলূসী (র) নিজ গ্রন্থ 'বুলূগুল আরাব ফী আহওয়ালিল আরাব' নামক ইতিহাস গ্রন্থে তীরের দ্বারা ভাগ্য গণনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উৎসাহী পাঠককে ঐ গ্রন্থ পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি।

২. স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক সন্তানকে কুরবানী দেয়ার প্রতিজ্ঞা করার সময় আবদুল্লাহ্ যে তাঁর সবচেয়ে ছোট ছেলে ছিলেন, সে কথাই বুঝানো হয়েছে। অথবা আবদুল্লাহ্ নিজের সহোদর ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন তাই হয়ত বর্ণনার সারকথা। কেননা হযরত হামযা (রা) যে আবদুল্লাহ্র ছোট এবং আব্বাস (রা) হামযা (রা)-এর ছোট ছিলেন তা সুবিদিত ব্যাপার। অথচ আব্বাস (রা) নিজেই বলেছেন আমার বেশ মনে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের সময় আমার বয়স প্রায় তিন বছর ছিল। তখন তাঁকে আমার কাছে আনা হলে তাঁর দিকে তাকালাম। আর মহিলারা রসিকতা করে আমাকে বলতে লাগল, এই যে তোমার ভাই, একে চুমু খাও।" আমি চুমু খেলাম। এ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবদুল্লাহ্ আবদুল মুত্তালিবের সবচেয়ে ছোট ছেলে নন। (রওযুল উনুফ দ্রষ্টব্য)

৩. ইব্ন হিশাম (র)-এর মতই বিশুদ্ধতম, কেননা হয়ত মানত পূরণের সময় আবদুল্লাহই কনিষ্ঠ ছিলেন। (রওযুল উনুফ দ্রষ্টব্য)

করছিলেন যে, তীর আবদুল্লাহকে পাশ কাটিয়ে যায় কিনা। পাশ কাটিয়ে গেলেই তো আবদুল্লাহ্ বেঁচে যাবেন, যিনি হবেন আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর পিতা। আর তা না হলে আবদুল্লাহকে যবেহ করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।

তীর টানা লোকটি যখন তীর টানতে উদ্যত হল, তখন আবুল মুত্তালিব হুবাল দেবতার কাছে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্কে ডাকতে লাগলেন। তারপর তীর টানা হলে দেখা গেল, তীর আবদুল্লাহ্র নামেই বেরিয়েছে। ফলে আবদুল মুত্তালিব তৎক্ষণাৎ এক হাতে আবদুল্লাহ্কে ও অন্য হাতে বড় একটা ছোরা নিয়ে তাঁকে যবেহ করার উদ্দেশ্যে ইসাফ ও নায়েলা নামক দেব-দেবীর মূর্তির পাশে নিয়ে গেলেন। নিকটেই আসর জমিয়ে বসা কুরায়শ নেতারা তা দেখে উঠে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আবদুল মুত্তালিব, আপনি কী করতে চাইছেন ?" তিনি বললেন, একে যবেহ করব। তখন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ও তাঁর অন্যান্য সন্তানগণ একযোগে বলে উঠলেন : মহান আল্লাহ্র শপথ ! উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কিছুতেই যবেহ্ করবেন না। আর যদি আপনি তা করেন, তবে যুগ যুগ ধরে যবেহ চলতে থাকবে। লোকেরা নিজ নিজ সন্তানকে এনে বলি দিতে থাকবে। এভাবে একে একে মানব বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ্র মামাদের গোত্রীয় জনৈক মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযূম ইব্ন ইয়াকাযাহ্ বললেন : একেবারে নিরুপায় না হলে এমন কাজ করো না। যদি ওকে অব্যাহতি দিতে মুক্তিপণের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা মুক্তিপণ দিয়ে দেব। পক্ষান্তরে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ও আবদুল মুত্তালিবের ছেলেগণ বললেন, ওকে যবেহ করবেন না ; বরং ওকে নিয়ে হিজাযে চলে যান। সেখানে এক মহিলা জ্যোতিষী রয়েছে। তার অধীনে জিন আছে। তাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন, কাজটা ঠিক হবে কিনা। এরপর আমরা বাধা দেব না। আপনি স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছে তাই করবেন। মহিলা যদি যবেহ্ করতে বলে, যবেহ করবেন। আর যদি অন্য কোন উপায় বাতলে দেয়, তবে তা মেনে নেবেন।

হিজাযের মহিলা জ্যোতিষী এবং আবদুল মুত্তালিবের প্রতি তার পরামর্শ

আবদুল মুত্তালিব কুরায়শ নেতাদের এই উপদেশই মেনে নিলেন এবং সহযোগীদের নিয়ে হিজায অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। মদীনা শরীফের কাছে খায়বরে গিয়ে তারা সেই মহিলার সাক্ষাত পেলেন। আবদুল মুত্তালিব মহিলাকে তাঁর ও তাঁর ছেলের সকল বৃত্তান্ত ও তার সম্পর্কে নিজের মানত খুলে বললেন। মহিলা বলল[১] : তোমরা আজ চলে যাও। আমার অনুগত জিনটা আসুক। তার কাছ থেকে আমি জেনে নিই। সবাই মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন। বিদায় নিয়ে বের হওয়ামাত্রই আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলেন। পরদিন সকালে আবার সবাই মহিলার কাছে উপস্থিত হল। মহিলা বলল : আমি প্রয়োজনীয়

---

১. আল-হাওয়ামিয ওয়াল মুহিম্মাত গ্রন্থে লেখক আবদুল গনী বলেন যে, এই মহিলার নাম ছিল কুতবা। তবে ইব্ন ইসহাক বলেন : তার নাম সাজাহ্।

তথ্য অবগত হয়েছি। তোমাদের সমাজে মুক্তিপণ কি হারে ধার্য আছে ? তারা জবাব দিলেন, দশটা উট। বাস্তবিকপক্ষে মুক্তি পণের হার এ রকমই ছিল। মহিলা বলল : যাও, তোমরা স্বদেশে ফিরে যাও। তারপর তোমাদের সংশ্লিষ্ট লোকটিকে মূর্তির নিকট হাযির কর ও দশটা উট বলি দাও। তারপর উট ও তোমাদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তীর টান। যদি তোমাদের সংশ্লিষ্ট লোকটির নামে তীর বেরোয়, তাহলে আরো উট দাও, যতক্ষণ না তোমাদের প্রতিপালক খুশি হন। আর যদি উটের নামে বেরোয়, তা হলে সে উটগুলো তার পরিবর্তে যবেহ্ কর। তবে বুঝতে হবে তোমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমাদের সাথী অব্যাহতি পেয়েছে।[১]

যবেহ থেকে আবদুল্লাহ্‌র মুক্তি

এরপর সবাই মক্কা চলে গেলেন। তারপর যখন তারা মহিলা জ্যোতিষীর কথা অনুযায়ী মূর্তির নিকট গিয়ে কর্তব্য সমাধায় প্রস্তুত হলেন, তখন আবদুল মুত্তালিব দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতে লাগলেন। তারপর আবদুল্লাহ্‌কে ও সেই সাথে দশটা উটকে হাযির করা হল। আবদুল মুত্তলিব হুবালের নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। তারপর তীর টানা হল। তীর আবদুল্লাহ্‌র নামেই বেরুল। তারা আরো দশটা উট বাড়িয়ে দিল। ফলে বলির উটের সংখ্যা দাঁড়ালো বিশ। আবদুল মুত্তালিব আবার আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। পুনরায় তীর টানা হল। এবারও আবদুল্লাহ্‌র নামে তীর বেরুল। ফলে আরো দশটা উট বাড়িয়ে ত্রিশ করা হল। আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। এবারও তীর টানা হলে আবদুল্লাহ্‌র নামে তীর বেরুল। পুনরায় আরো দশটা উট বাড়িয়ে চল্লিশ করা হল। আর আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। এবারও তীর টানা হলে আবদুল্লাহ্‌র নামে তীর বেরুল। পুনরায় আরো দশটা উট বাড়িয়ে পঞ্চাশ করা হল এবং আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। এবারও তীর টানা হল এবং তা যথারীতি আবদুল্লাহ্‌র নামে তীর বেরুল। তারপর আরো দশটা উট বাড়িয়ে উটের সংখ্যা ষাট করা হলে একই প্রক্রিয়ায় তীর টানা হল। এবারও আবদুল্লাহ্‌র নামে বেরুল। আবার দশটা উট বাড়িয়ে উটের সংখ্যা সত্তরে উন্নীত করার পর একই নিয়মে তীর টানা হলে আবারো আবদুল্লাহ্‌র নামে বেরুল। তারপর আরো দশটা উট বৃদ্ধি করে উটের সংখ্যা আশিতে উঠলে তীর টানা হলে এবারও আবদুল্লাহ্‌র নাম বেরুল। পুনরায় আরো দশটি উট বৃদ্ধি করে নব্বইতে উন্নীত করে আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। এবারও তীর টানা হলে আবদুল্লাহ্‌র নামে বেরুল। এরপর আরো দশটি উট বাড়িয়ে একশো পূর্ণ করে আবদুল মুত্তালিব

১. এখান থেকে জানা যায় যে, এ ঘটনার পূর্বে রক্তপণ দশটি উট দ্বারাই দেয়া হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্‌র জন্যই সর্বপ্রথম একশ উট দ্বারা রক্তপণ দেয়া হয়।

আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। এবার তীর টানা হলে দেখা গেল উটের নামে তীর বেরিয়েছে। এতে সমবেত কুরায়শ নেতারা ও অন্যরা সোল্লাসে বলে উঠল, "হে আবদুল মুত্তলিব, তোমার প্রভু এবার তোমার ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

অনেকের মতে আবদুল মুত্তালিব এরপর বলেন : আমি আরো তিনবার তীর না টেনে ছাড়ব না। তারপর আবদুল্লাহ্ ও উটের নামে তীর টেনে আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। দেখা গেল, তীর উটের নামে বেরিয়েছে। দ্বিতীয়বার তীর টেনেও আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন। এবারও উটের নামে বেরুল। তৃতীয়বার তীর টেনেও আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। এবারও উটের নামে বেরুল। অবশেষে ঐ একশ উট কুরবানী করা হল। তারপর কুরবানীর পশুগুলোকে এমনভাবে ফেলে রাখা হল যাতে কোন মানুষকেই ওগুলোর কাছে যেতে বাধা দেয়া না হয়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মানুষ তো দূরের কথা, কোন হিংস্র জন্তুকেও তার কাছে যেতে বাধা দেয়া হয়নি।

ইব্‌ন হিশাম আরো বলেন যে, এ কাহিনীর মাঝে মাঝে কিছু কিছু কবিতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই বলে আমি বাদ দিয়েছি।

আবদুল্লাহ্‌কে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী এক মহিলার বিবরণ এবং আবদুল্লাহ্ কর্তৃক তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহ্‌র হাত ধরে কা'বা শরীফ থেকে বেরুলেন এবং চলার পথে বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র গোত্রের এক মহিলার[১] কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। বলা বাহুল্য, বনূ আসাদ কুরায়শ বংশেরই একটি গোত্র। এই মহিলা ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফল ইব্‌ন আবদুল উয্‌যার বোন। সে কা'বার নিকটেই ছিল। আবদুল্লাহ্‌র দিকে নযর পড়তেই মহিলাটি বলল : "ওহে আবদুল্লাহ্! তুমি কোথায় যাচ্ছো ?" আবদুল্লাহ্

---

১. এই মহিলার নাম রুকাইয়া বিন্‌ত নাওফাল ওরফে উম্মে কিতাল। কথিত আছে যে, এই সময় আবদুল্লাহ্ নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন : "মৃত্যুও হারাম শরীফের তুলনায় নগণ্য জিনিস, আর হারাম শরীফের বাইরেও আমি কোন মুক্ত স্থান খুঁজে পাই না। সুতরাং ওহে নারী, তুমি যা চাও তা কিভাবে সম্ভব? সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার সম্ভ্রম ও ধর্ম রক্ষা করে থাকে।"

আরো শোনা যায় যে, আবদুল্লাহ্ স্বীয় পিতার সঙ্গে যাওয়ার সময় যে মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তার নাম ফাতিমা বিন্‌ত মুররা এবং সে আরবের সেরা সুন্দরী ও সতী রমণী ছিল। সে আবদুল্লাহ্‌র মুখমণ্ডলে নবুওয়তের জ্যোতি দেখতে পেয়ে নবীর জননী হবার আশায় ব্যাকুল হয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল, যা তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন সে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করে :

"আমি একটি অপূর্ব ভাবমূর্তি দেখেছিলাম, যা দিগন্তে জন্ম নিয়েছিল এবং ঝিকমিক করেছিল। আল্লাহ্‌র কসম, বনূ যুহ্‌রার কোন মহিলা তোমার অজান্তে তোমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছে।" কারো কারো মতে এই মহিলা ছিল বনূ আদী গোত্রের লায়লা।

বললেন : পিতার সঙ্গে যাচ্ছি। সে বলল : তোমার নামে এইমাত্র যে একশ উট কুরবানী দেয়া হয়েছে আমি তেমনি আরো একশ উট তোমাকে দেব। তুমি এই মুহূর্তেই আমাকে বিয়ে কর। তিনি বললেন : আমি আমার পিতার সঙ্গে রয়েছি, তাঁর অমতে কিছু করতে কিংবা তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আমি পারব না।

আমিনা বিন্‌ত ওয়াহবের সাথে আবদুল্লাহ্‌র বিয়ে

আবদুল মুত্তালিব তাকে নিয়ে ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন যুহরা ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর-এর কাছে গেলেন। ইনি বংশ মর্যাদায় বনূ যুহরা গোত্রের প্রধান ছিলেন। এই ওয়াহ্‌বের কন্যা আমিনার সাথে আবদুল্লাহ্‌র বিয়ে সম্পন্ন হল। আমিনাও সমগ্র কুরায়শ বংশের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন।

আমিনা বিন্‌ত ওয়াহ্‌বের মাতৃকূলের পরিচয়

আমিনার মাতার নাম বাররা বিন্‌ত আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর। আর বাররার মাতার নাম উম্মে হাবীব বিন্‌ত আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর। উম্মে হাবীরের মাতার নাম বাররা বিন্‌ত আওফ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উয়াইজ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর।

বিয়ে সম্পন্ন হবার পর আমিনার সাথে উপরোক্ত রুকাইয়া বিন্‌তে নাওফলের কথোপকথন

কথিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ আমিনার নিকট নিজের স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের পরই তার সাথে মিলিত হন এবং প্রথম মিলনেই রাসূল (সা) আমিনার গর্ভে আসেন। তারপর আবদুল্লাহ্ বাইরে যান এবং রুকাইয়া বিন্‌ত নাওফলের সাথে সাক্ষাত করে দেখেন, তার মধ্যে আর আগের মনোভাব নেই। আবদুল্লাহ্ বলেন : "ব্যাপার কি, এখন যে তুমি আমাকে গতকালকের মত প্রস্তাব দিচ্ছ না ?" রুকাইয়া বলল : "এখন আর তোমাকে দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই। কাল তোমার ভেতরে যে জ্যোতি ছিল, আজ তা নেই।" রুকাইয়া স্বীয় ভাই ওয়ারাকার নিকট শুনেছিল যে, এই জাতির মধ্যে একজন নবীর আগমন আসন্ন। ওয়ারাকা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐশী গ্রন্থে পারদর্শী ছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসারের কাছ থেকে আমি লোকমুখে শুনেছি যে, আমিনা বিন্‌তে ওয়াহবের পাশাপাশি আর একজন স্ত্রীও আবদুল্লাহ্‌র ছিল এবং তিনি সেই স্ত্রীর কাছেই প্রথম মিলিত হতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি কাদামাটি সংক্রান্ত কাজ করায়

তাঁর গায়ে কিছু কাদামাটি লেগেছিল। তাই ঐ স্ত্রী তাঁর ডাকে ত্বরিত সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। এতে আবদুল্লাহ্ উযূ ও গোসল করে পরিচ্ছন্ন হয়ে আসেন এবং এবার আমিনার কাছে যান। এ সময় পূর্বোক্ত স্ত্রী তাঁকে ডাকলেও তিনি তার ডাক উপেক্ষা করেন এবং আমিনার সাথে মিলিত হন। সেই মিলনের ফলে মুহাম্মদ (সা) গর্ভে আসেন। তারপর পূর্বোক্ত স্ত্রীর কাছে গেলে সে মিলিত হতে অসম্মতি জানায় এবং বলে : ইতিপূর্বে যখন তুমি আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলে, তখন তোমার দুই চোখের মাঝখানে একটা উজ্জ্বল জ্যোতি ঝিকমিক করছিল। কিন্তু আমিনার সাথে মিলিত হবার পর তোমার কপালে সেই জ্যোতি আর নেই।

ইব্ন ইসহাক-এর মতে এই মহিলা আবদুল্লাহ্র কপালে ঘোড়ার কপালের সাদা চিহ্নের মত একটা সাদা চিহ্ন দেখেছিল, যা আমিনার সাথে মিলিত হবার পর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত আমিনার গর্ভেই পিতামাতা উভয় দিকের বংশীয় আভিজাত্য ও গৌরব নিয়ে রাসূল (সা) জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

রাসূল (সা)-কে গর্ভে ধারণের পর আমিনার স্বপ্ন দর্শন

রাসূল (সা)-এর আম্মাজান আমিনা বিন্ত ওয়াহ্ব বলতেন : রাসূল (সা)-কে গর্ভে ধারণ করার পর আমি নানা রকমের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করি। একবার স্বপ্নে আমাকে কে যেন বলল : মানবজাতির মহানায়ককে তুমি গর্ভে ধারণ করেছ। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হবেন, তখন তুমি বলবে : আমি আমার এই সন্তানকে সকল হিংসুকের অনিষ্ট থেকে এক আল্লাহ্র আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। তারপর তার নাম রেখো মুহাম্মদ।[১] তিনি গর্ভে থাকাকালে আমিনা আরো স্বপ্ন দেখেন যে, তার দেহের ভেতর থেকে এমন একটা আলোকরশ্মি বেরুল, যা দিয়ে তিনি সুদূর সিরীয় ভূখণ্ডের বুসরার প্রাসাদসমূহ পর্যন্ত দেখতে পেলেন।

আবদুল্লাহ্ তিরোধান

তিনি মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইন্তিকাল করেন।[২]

---

১. সমগ্র আরব জাতির ইতিহাসে ইতিপূর্বে মাত্র তিনজনের এই নাম রাখা হয়েছে। যথা : ১. কবি ফারাযদাকের দাদার দাদা মুহাম্মদ ইব্ন সুফইয়ান, ২. মুহাম্মদ ইব্ন উহায়হা ইব্ন জিলাহ, ৩. মুহাম্মদ ইব্ন হিমরান ইব্ন রবীআহ। এ তিনজনের প্রত্যেকের পিতা জানতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহ্র এক রাসূলের আবির্ভাবের সময় প্রায় সমাগত এবং তিনি হিজাযে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। এ কথা শুনে তাদের প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা জন্মে যে, তিনি যেন এই রাসূলের পিতা হবার গৌরব লাভ করেন। কথিত আছে যে, আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখেন এমন এক বাদশাহ্র দরবারে গিয়ে তারা এ কথা শুনতে পান। বাদশাহ্ তাদেরকে এও জানান যে, উক্ত নবীর নাম হবে মুহাম্মদ। ঐ সময় তাদের প্রত্যেকের স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। তাই তারা তাদের পুত্র সন্তান হলে তার নাম মুহাম্মদ রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং তদনুসারে নাম রাখেন। (ইব্ন ফুরক কৃত রওযুল উনুফ)

২. অধিকাংশ আলিমের মতে রাসূল (সা) মাত্র দুই মাস বা ততোধিক বয়সে দোলনায় থাকাকালেই আবদুল্লাহ্র মৃত্যু হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, রাসূল (সা)-এর যখন আটাশ মাস, তখন আবদুল্লাহ্ বনূ নাজ্জার গোত্রভুক্ত স্বীয় মামা বাড়িতে মারা যান। কথিত আছে যে, আবদুল্লাহ্কে তাঁর মামা বাড়ির সবচেয়ে ক্ষুদ্র কুটীর, নাবেগার কুটীরে সমাহিত করা হয়েছিল। (তাবারী, রওযুল উনুফ দৃষ্টব্য)।

রাসূল (সা)-এর জন্ম ও দুগ্ধপান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 'আমুল ফীল' অর্থাৎ হাতি বাহিনী নিয়ে আবরাহার কাবা অভিযানের ঘটনা যে বছর ঘটে, সেই বছরের রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখের রাত্রি অতিবাহিত হবার শুভ মুহূর্তে সোমবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটে।[১]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কায়স্ ইব্‌ন মাখরামা বলতেন যে, "আমি ও রাসূল (সা) আবরাহার হামলার বছর জন্মগ্রহণ করি। তাই আমরা সমবয়সী।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মাখরামা স্বীয় পিতা আবদুল্লাহ্ এবং পিতামহ কায়স ইব্‌ন মাখরামা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি (কায়স ইব্‌ন মাখরামা) এবং রাসূল (সা) আবরাহার আক্রমণের বছর জন্মগ্রহণ করেছি। কাজেই আমরা উভয়ে সমবয়সী।

রাসূল (সা)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন যে, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কস্‌ম! আমি তখন সাত-আট বছরের বালক হলেও বেশ শক্তিশালী ও লম্বা হয়ে উঠেছি। যা শুনতাম তা বুঝার ক্ষমতা আমার হয়েছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম জনৈক ইয়াহূদী ইয়াসরিবের একটা দুর্গের ওপর আরোহণ করে উচ্চস্বরে 'ওহে ইয়াহূদিগণ' বলে ডাক দেয়। লোকেরা তার কাছে সমবেত হয়ে বলল, হায়, তোমার কি হল ? সে বলল, "আজ রাতে আহমদের জন্মের নক্ষত্রটা উদিত হয়েছে।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর পৌত্র সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলাম : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন হাস্‌সানের বয়স কত ছিল ? তিনি জবাব দিলেন : ষাট বছর। আর রাসূল (সা)-এর বয়স ছিল তখন তেপ্পান্ন বছর। সুতরাং উপরোক্ত ইয়াহূদীর ডাক শোনার সময় হাস্‌সানের বয়স ছিল সাত বছর।

---

১. রাসূল (সা)-এর জন্ম সম্পর্কে সাধারণত প্রসিদ্ধ উক্ত এই যে, তিনি রবিউল আউয়াল মাসে আবির্ভূত। তবে যুবায়র বলেছেন, তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে আমিনা গর্ভধারণ করেন আইয়ামে তাশরীকে অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের মাঝামাঝি সময়ে। এ উক্তি সঠিক হলে রাসূল (সা)-এর রমযানে জন্মগ্রহণের অভিমত সঠিক। সংখ্যাগুরু ঐতিহাসিকের বক্তব্য এই যে, হাতি বাহিনী মক্কা শরীফে এসেছিল মুহাররম মাসে এবং এর পঞ্চাশ দিন পর তিনি আবির্ভূত হন। এ মতটিই অধিক প্রচলিত এবং সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, সৌর হিসাবে তাঁর জন্ম তারিখ ২০শে সেপ্টেম্বর। তিনি জন্মগ্রহণ করেন মক্কা শরীফের পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত বাড়িতে। কারো কারো মতে সাফা পর্বতের নিকট অবস্থিত বাড়িতে। পরে হারূনুর রশীদের স্ত্রী যুবায়দা এটিকে মসজিদে পরিণত করেন। (রওযুল উনুফ, ইব্‌ন সা'দকৃত তাবাকাতুল কুবরা, তাবারী)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাদাকে তাঁর আম্মা কর্তৃক তাঁর জন্মের সুসংবাদ দান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন তাঁর আম্মাজান তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবকে খবর পাঠালেন যে, আপনার এক পৌত্র হয়েছে। আসুন দেখে যান। আবদুল মুত্তালিব এলেন ও তাঁকে দেখলেন। এই সময় আমিনা তাঁর গর্ভকালীন সময়ে দেখা স্বপ্নের কথা, নবজাতক সম্পর্কে তাকে যা যা বলা হয়েছে এবং তার যে নাম রাখতে বলা হয়েছে, তা সব জানালেন।

তাঁর দাদার আনন্দ প্রকাশ এবং দুধমা তালাশ

তারপর কথিত আছে যে, আবদুল মুত্তালিব তাঁকে কোলে নিয়ে কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি পৌত্রের জন্মের কারণে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন।[১]

তারপর তিনি কা'বা শরীফ থেকে বের হন এবং তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে অর্পণ করেন। তারপর দুধমায়ের সন্ধানে বের হন।[২]

ইব্‌ন হিশাম বলেন : পবিত্র কুরআনে হযরত মূসার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গেও দুধমায়ের উল্লেখ আছে। আল্লাহ্ বলেন : "আমি মূসার জন্য সকল দুধমাকে হারাম করে দিয়েছিলাম।"

হালিমা ও তার পিতার বংশ পরিচয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সা'দ ইব্‌ন বাকরের জনৈকা মহিলা হালিমা বিন্‌ত আবূ যুয়ায়ব রাসূল (সা)-কে দুধপান করানোর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। হালিমার পিতা আবূ যুয়ায়বের বংশ

---

১. ইব্‌ন হিশাম ব্যতীত অন্যান্যের বর্ণনায় জানা যায় যে, আবদুল মুত্তালিব এই সময় শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্‌র হিফাযতে ন্যস্ত করে বলেন : সেই আল্লাহ্‌র জন্যে সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে এই পবিত্র শিশু দান করেছেন। এ শিশু দোলনায় অবস্থানকারী সকল শিশুর সরদার। তাকে এই পবিত্র ঘরের আশ্রয়ে ন্যস্ত করছি। সকল হিংসুকের ও শত্রুর আক্রোশ থেকে তার নিরাপত্তা কামনা করছি। (রওযুল উনুফ দ্র.)

২. তৎকালীন আরবের অভিজাত পরিবারের দুধমায়ের কাছে শিশু সন্তানকে লালন-পালনের দায়িত্ব অর্পণের যে প্রথা চালু ছিল, তার পেছনে ঐতিহাসিকগণ একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, এতে স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের জন্য অধিকতর নিবেদিত হতে পারত। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরের একটি উক্তি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তিনি স্বীয় দুধবোন উম্মুল মুমিনীর হযরত উম্মে সালামার কাছে থেকে তাঁর কন্যা যয়নবকে এই বলে নিয়ে যান যে, এই পোড়া কপালী মেয়েটার জন্য তুমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে অনেক কষ্ট দিয়েছ। কাজেই ওকে বিদায় কর (এবং কোন দুধমায়ের কাছে সমর্পণ কর)। দ্বিতীয়ত, এতে শিশু শহরের বাইরের বেদুঈনদের সাথে থেকে বিশুদ্ধ ভাষা শিখতে পারবে এবং সুঠাম দেহ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার সুযোগ পাবে। বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা) সবল দেহ অর্জনের জন্য শহরের বাইরে অবস্থানের উপদেশ দিতেন। আর রাসূল (সা)-কে যখন হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত শুদ্ধভাষী বলে প্রশংসা করেন, তখন তিনি বলেন : একে তো আমি কুরায়শ বংশের সন্তান, তদুপরি বনূ সা'দ গোত্রে দুধ খেয়ে লালিত-পালিত হয়েছি। কাজেই আমার শুদ্ধভাষী হতে বাধা কোথায় ? ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান স্বীয় পুত্র সুলায়মানের শুদ্ধভাষী হওয়ার জন্য গর্ববোধ ও ওয়ালীদের অশুদ্ধভাষী হওয়ার জন্য আফসোস করতেন এবং বলতেন, ওয়ালীদকে বেশি স্নেহ করে মায়ের কাছে রেখে তার ক্ষতি করেছি। অথচ তার অন্যান্য ভাই সুলায়মান প্রমুখ গ্রামে বাস করে শুদ্ধ আরবী ও উত্তম চালচলন রপ্ত করেছিল। (রওযুল উনুফ ও শরহে মাওয়াহিব)

পরিচয় এরূপ : আবূ যুয়ায়ব আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন শিজনা ইব্ন জাবির ইব্ন রিযাম ইব্ন নাসিরা ইব্ন ফুসাইয়া ইব্ন নাসর ইব্ন সা'দ ইব্ন বাকর ইব্ন হাওয়াযিন ইব্ন মানসূর ইব্ন ইকরামা ইব্ন খাসাফাহ ইব্ন ক্বায়স ইব্ন আয়লান।

রাসূল (সা)-এর দুধ-পিতার বংশ পরিচয়

রাসূল (সা)-এর দুধ-পিতার (অর্থাৎ হালিমার স্বামীর) নাম ও বংশ পরিচয় হল : হারিস[১] ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন রিফাআ ইব্ন মালান ইব্ন নাসিরা ইব্ন ফুসাইয়া ইব্ন নাসর ইব্ন সা'দ ইব্ন বাকর ইব্ন হাওয়াযিন। ইব্ন হিশাম বলেন, মালান নয়, হিলাল ইব্ন নাসিরা।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ ভাইবোন

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ ভাইবোনদের নাম নিম্নরূপ : আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিস, উনায়সা বিনতুল হারিস, হুযাফাহ বিনতুল হারিস ডাকনাম শায়মা। এই ডাকনামই তার আসল নামের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে এবং স্বীয় গোত্রে তিনি এই নামেই পরিচিত। এরা সবাই রাসূল (সা)-এর দুধমাতা হালিমার আপন পুত্র-কন্যা। শায়মা শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে লালন-পালনে তার মায়ের সহযোগিতা করতেন।

রাসূল (সা)-কে গ্রহণের পর তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত শুভ লক্ষণসমূহ সম্পর্কে হালিমার বিবরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্ন হাতিব আল-জুমাহীর মুক্ত গোলাম আবূ জাহমের ছেলে জাহম আবূ তালিবের পৌত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব-এর কাছ থেকে জেনে আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধাত্রীমাতা হালিমা বিন্ত আবূ যুয়ায়ব সা'দিয়া বলতেন : তিনি তার স্বামী ও দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে সাথে নিয়ে বনূ সা'দ গোত্রের একদল মহিলার সাথে দুধ-শিশুর সন্ধানে বের হলেন। ঐ মহিলারাও নাকি একই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। বছরটি ছিল ঘোর অজন্মার। আমরা একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম। হালিমা বলেন : আমি একটা সাদা গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সাথে একটি বয়স্ক উষ্ট্রীও ছিল। সেটি একফোঁটাও দুধ দিচ্ছিল না। আমাদের যে শিশু সন্তানটি সাথে ছিল, সে ক্ষুধার জ্বালায় এত কাঁদছিল যে, তার দরুন আমরা সবাই বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছিলাম। তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার

---

১. এই ভদ্রলোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে বনূ সা'দ গোত্রের বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে ইউনুস ইব্ন বুকায়র বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধপিতা হারিস একবার মক্কায় এসেছিলেন। তখন কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে। কুরায়শ নেতারা তাকে বলল : ওহে হারূ, তোমার এই ছেলে কি বলে জান ? তিনি বললেন, কি বলে ? তারা বলল : সে বলে, আল্লাহ্ নাকি মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আল্লাহ্র নাকি দুটো জায়গা রয়েছে, তার একটিতে যারা তাঁর কথামত চলে তাদেরকে সম্মান ও আদর-আপ্যায়ন করা হয় এবং অপরটিতে অবাধ্য লোকদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়। সে এই নতুন বুলি আউড়িয়ে আমাদের মধ্যে ভাংগন ধরিয়েছে। হারিস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ব্যাপারটা সত্য নাকি জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সা) বললেন, সত্যিই আমি এ কথা বলি। এরপর তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর হারিস নাকি বলতেন, মুহাম্মদ আমার হাত ধরে আমাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে বলে ওয়াদা করেছে।

মত দুধ আমার স্তনেও ছিল না, উষ্ট্রীর পালানেও ছিল না। তবে আমরা বৃষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আশায় প্রহর গুণছিলাম। এ অবস্থায় আমি নিজের গাধাটার পিঠে চড়ে রওয়ানা হলাম। পথ ছিল দীর্ঘ। এক নাগাড়ে চলতে চলতে আমাদের গোটা কাফেলা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে আমরা মক্কায় পৌঁছে দুধ-শিশু খুঁজতে লেগে গেলাম।[১] আমাদের মধ্যকার প্রত্যেক মহিলাকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হল। কিন্তু তিনি ইয়াতীম—এ কথা শুনে কেউ তাঁকে নিতে রাযী হল না। কারণ প্রত্যেক ধাত্রীই শিশুর পিতার কাছ থেকে উত্তম পারিতোষিক পাওয়ার আশা করত। আমরা সবাই বলাবলি করছিলাম : পিতৃহীন শিশু! ওর মা আর দাদা কিইবা পারিতোষিক দিতে পারবে ? এ কারণে আমরা সবাই তাঁকে নেয়া অপসন্দ করছিলাম। ইতোমধ্যে আমার সাথে আগত সকল মহিলাই একটা না একটা দুধ-শিশু পেয়ে গেল কিন্তু আমি একটিও পেলাম না। খালি হাতেই ফিরে যাব বলে স্থির করে ফেলেছিলাম। সহসা মত পাল্টে আমার স্বামীকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, এতগুলো সহযাত্রীর সাথে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে যেতে আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি ঐ ইয়াতীম শিশুটার কাছে যাবই এবং ওকেই নেব। আমার স্বামী বললেন : কোন আপত্তি নেই। নিতে পার। বলা যায় কি, হয়তো আল্লাহ্ তাঁর ভেতরেই আমাদের জন্যে কল্যাণ রেখেছেন। হালিমা বলেন : "এরপর আমি সেই ইয়াতীম শিশুর কাছে গেলাম এবং শুধু আর কোন শিশু না পাওয়ার কারণেই তাঁকে নিয়ে গেলাম।"

হালিমার ভাগ্য খুলে গেল

হালিমা বলেন : ইয়াতীম শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে আমি কাফেলায় ফিরে গেলাম। তাঁকে যখন কোলে নিলাম, তখন আমার স্তন দুটো দুধে ভরে উঠল এবং তা থেকে শিশু মুহাম্মদ (সা) পেটভরে দুধ খেলেন। তার দুধ-ভাইটিও পেট ভরে খেল। তারপর দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল। অথচ আমাদের এই সন্তানটির জ্বালায় ইতিপূর্বে আমরা ঘুমাতে পারিনি। আমার স্বামী আমাদের সেই উষ্ট্রীটির কাছে যেতেই দেখতে পেলেন, সেটির পালানও দুধে ভর্তি। তারপর তিনি প্রচুর পরিমাণে দুধ দোহন করলেন এবং আমরা দু'জনে পেটভরে দুধ খেলাম। এরপর বেশ ভালোভাবেই আমাদের রাতটা কেটে গেল।[২]

---

১. হালিমার আগে রাসূল (সা)-কে আবূ লাহাবের দাসী সুয়ায়বা দুধ খাইয়েছিল। সে রাসূল (সা) ছাড়া তাঁর চাচা হামযাকে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশকেও দুধ খাইয়েছে। সুয়ায়বার দুধ খাওয়ার কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানতেন এবং মদীনায় থাকাকালে তার সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং উপঢৌকনাদি পাঠাতেন। মক্কা বিজয়ের পর খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, সুয়ায়বা, তার ছেলে মাসরূহ কিংবা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন বেঁচে নেই।

২. দুধ খাওয়ানো ধাত্রীরা এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক চাওয়া পসন্দ করত না। শুধু পারিতোষিক প্রত্যাশা করত। হালিমা বনূ সা'দ গোত্রের সবচেয়ে সম্মানিতা মহিলা ছিলেন। সম্ভবত এজন্যই আল্লাহ্ স্বীয় নবীর ধাত্রী হিসাবে তাঁকে মনোনীত করেছিলেন। ধাত্রীর স্বভাব-চরিত্র দুধ খাওয়া শিশুকে প্রভাবিত করে। কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো উভয় স্তন থেকে পান করতেন না। শুধু একটি থেকে পান করতেন। অপরটি থেকে পান করতে দিলেও করতেন না। তাঁর দুধ-ভাই-এর জন্য হয়তো ওটা রাখতেন। তিনি ছিলেন আজন্ম ন্যায়বিচারক ও সমমর্মী।

সকালবেলা আমার স্বামী বললেন : হালিমা, জেনে রেখ, তুমি এক মহাকল্যাণময় শিশু এনেছ। আমি বললাম : আমারও তাই মনে হয়।

এরপর আমরা রওয়ানা দিলাম। আমি গাধার পিঠে সওয়ার হলাম। আমাদের গাধা সমগ্র কাফেলাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল। কাফেলার কারো গাধাই তার সাথে পেরে উঠল না। আমার সহযাত্রী মহিলারা বলতে লাগল : হে যুয়ায়বের কন্যা, একটু দাঁড়াও। আমাদের জন্য একটু থাম। যে গাধার পিঠে চড়ে তুমি এসেছিলে, এটা কি সেই গাধা নয় ? আমি বললাম : হ্যাঁ, সেই গাধাই তো! তারা বলল : আল্লাহ্‌র কসম, এখন এর ভাবগতিই আলাদা।

শেষ পর্যন্ত আমরা বনূ সা'দ গোত্রের বসতিতে আপন আপন গৃহে এসে পৌঁছলাম। আমাদের ঐ এলাকাটার মত খরাপীড়িত জমি তখন আর কোথাও ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে বাড়ি পৌঁছার পর প্রতিদিন আমাদের ছাগল-ভেড়া-উট ইত্যাদি খেয়ে পেট পূর্ণ করে ও পালানভর্তি দুধ নিয়ে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতে লাগল। অথচ অন্যরা তাদের ছাগল-ভেড়া থেকে একফোঁটাও দুধ দোহাতে পারত না। এমনকি আমাদের গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদেরকে বলতে লাগল : বোকার দল, আবূ যুয়ায়বের কন্যার রাখাল যে মাঠে পশু চরায়, সেই মাঠে পশুদের চরাতে নিয়ে যেতে পারিস না ? তারপর রাখালরা আমার মেষ চরানোর মাঠে নিয়ে তাদের মেষ চরাতে লাগল। কিন্তু তবুও তাদের মেষপাল ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে আসতে লাগল। অথচ আমার মেষগুলো ফিরে আসতো ভরা পেট ও দুধে টইটুম্বুর পালান নিয়ে। এভাবে ক্রমেই আমার সংসার প্রাচুর্য ও সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠতে লাগল। এ অবস্থার ভেতর দিয়েই দু'বছর কেটে গেল এবং আমি মুহাম্মদ (সা)-এর দুধ ছাড়িয়ে দিলাম। অন্যান্য সমবয়সী শিশুদের চেয়ে দ্রুতগতিতে তিনি বেড়ে উঠতে লাগলেন। দু'বছর হতেই তিনি বেশ চটপটে ও নাদুস-নুদুস হয়ে উঠলেন।

এই পর্যায়ে আমি তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম, যদিও আমরা তাঁকে আরো কিছুকাল রাখতে আগ্রহী ছিলাম। কারণ তাঁর আসার পর থেকে আমাদের কপাল খুলে গিয়েছিল এবং বিপুল সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। তাঁর মাকে আমি বললাম : আপনি যদি এই ছেলেকে আরো একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আমার কাছে থাকতে দিতেন, তাহলে ভালো হতো। আমার আশংকা হয় যে, সে মক্কার রোগ-ব্যাধি ও মহামারীতে আক্রান্ত হতে পারে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁকে আমাদের সাথে ফেরত পাঠালেন।

রাসূলের বক্ষ বিদারণকারী দুই ফেরেশতার বিবরণ

আমরা তাঁকে নিয়ে বাড়ি ফেরার একমাস পরের ঘটনা। একদিন তিনি তাঁর দুধ-ভাই-এর সাথে আমাদের বাড়ির পেছনের মাঠে মেষশাবক চরাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর বড় ভাই হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ছুটে এলো এবং আমাকে ও তার পিতাকে বলল : আমাদের ঐ কুরায়শী ভাইটাকে সাদা কাপড় পরা দুটো লোক এসে ধরে শুইয়ে দিয়ে পেট চিরে ফেলেছে এবং পেটের সবকিছু বের করে নাড়াচাড়া করছে।

এ কথা শুনে আমি ও আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, মুহাম্মদ (সা) বিবর্ণ মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা উভয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম এবং বললাম : বাবা, তোমার কি হয়েছে ? তিনি বললেন : আমার কাছে সাদা কাপড় পরা দুই ব্যক্তি এসেছিলেন। তারা আমাকে শুইয়ে দিয়ে আমার পেট চিরেছেন। তারপর কি যেন একটা জিনিস তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। আমি জানি না জিনিসটা কি ! এরপর আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে সাথে নিয়ে বাড়িতে ফিরলাম।

হালীমা রাসূল (সা)-কে নিয়ে তাঁর জননীর কাছে গেলেন

হালিমা (রা) বলেন, আমার স্বামী বললেন : আমার মনে হয়, এই ছেলের ওপর কোন কিছুর আছর হয়েছে। সুতরাং কোন ক্ষতি হওয়ার আগেই তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছে পৌঁছে দাও।

যথার্থই আমরা তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। তাঁর মা বললেন : 'ওহে বোন, তুমি তো ওকে নিজের কাছে রাখতে খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলে। হঠাৎ কি হয়েছে যে, ওকে নিয়ে এলে : আমি বললাম : "আল্লাহ্ আমার ছেলেকে বড় করেছেন এবং আমার যা দায়িত্ব ছিল, তা পালন করেছি। আমি তাঁর ব্যাপারে দুর্ঘটনার আশংকা করছি। তাই আপনার ছেলেকে ভালোয় ভালোয় আপনার হাতে তুলে দিলাম।" আমিনা বললেন : তুমি যা বলছ তা প্রকৃত ঘটনা নয়। আসল ব্যাপারটা কি, আমাকে সত্য করে বল। এভাবে পুরো ঘটনা খুলে না বলা পর্যন্ত তিনি আমাকে ছাড়লেন না। ঘটনা শুনে আমিনা বললেন : তুমি কি মনে কর ওকে ভূতে ধরেছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : কখনো তা হতে পারে না। আল্লাহ্‌র কসম, শয়তান ওর ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারে না। আমার ছেলে অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী। আমি কি তোমাকে তাঁর শানের কথা বলব : আমি বললাম : হ্যাঁ, বলুন। তিনি বললেন : সে গর্ভে থাকা অবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমার দেহের ভেতর থেকে একটা জ্যোতি বেরিয়ে এলো এবং তার জ্যোতিতে সিরীয় ভূখণ্ডের বুসরার প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে গেল। এরপর সে গর্ভে বড় হতে লাগল। আল্লাহ্‌র বসম, এত হালকা ও সহজ গর্ভধারণ আমি আর কখনো দেখিনি। সে যখন ভূমিষ্ঠ হল, তখন মাটিতে দুহাত রাখা ও আকাশের দিকে মাথা তোলা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হল। তুমি ওকে রেখে নির্দ্বিধায় চলে যেতে পার।

যখন তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করা হয়, তখন রাসূল (সা) কর্তৃক নিজের পরিচয় প্রদান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তির নিকট থেকে (আমার ধারণা, একমাত্র খালিদ ইব্‌ন মা'দান আল-কালাঈর নিকট থেকেই) বর্ণনা করেছেন যে, কতিপয় সাহাবী একবার রাসূল (সা)-কে বলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনার নিজের সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু জানান। তিনি বললেন : তাহলে শোন। আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দু'আ ও আমার ভাই ঈসার সু-সংবাদের ফল। আমি গর্ভে আসার পর আমার মা

স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর শরীরের ভেতর থেকে একটা জ্যোতি বেরুল যা দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে গেল।[১] আর বনূ সা'দ ইব্‌ন বাকর-এর গোত্রের ধাত্রীর কোলে আমি লালিত-পালিত হচ্ছিলাম। এই সময় আমার এক দুধভাই-এর সাথে আমাদের (ধাত্রীমাতা হালীমার) বাড়ির পেছনে মেষ চরাতে যাই। তখন সাদা কাপড় পরা দু'জন লোক আমার কাছে এলেন। তাঁদের কাছে একটি সোনার প্লেটভর্তি বরফ ছিল। তারা আমাকে ধরে আমার পেট চিরে ফেললেন। তারপর আমার হৃৎপিণ্ড বের করে তাও চিরলেন এবং তা থেকে একফোঁটা কালো জমাট রক্ত বের করে তা ফেলে দিলেন। তারপর ঐ বরফ দিয়ে আমার পেট ও হৃৎপিণ্ডকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেন। তারপর তাদের একজন অপরজনকে বললেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে তার উম্মতের দশজনের সাথে ওজন কর। তিনি আমাকে ওজন করলেন এবং আমি দশজনের চাইতেও ভারী প্রমাণিত হলাম। তারপর বললেন, তাকে তার উম্মতের একশ' জনের সাথে ওজন কর। তিনি আমাকে একশ' জনের সাথে ওজন করলেন। আমি ওযনে একশ' জনের চেয়েও ভারী হলাম। এরপর তিনি বললেন, তাঁকে তাঁর উম্মতের এক হাজার জনের সাথে ওজন কর। আমাকে এক হাজার জনের সাথে ওজন করলে এবারও আমি এক হাজার জনের চেয়ে ভারী হলাম। তারপর তিনি বললেন, রেখে দাও, আল্লাহ্‌র কসম, তাঁকে যদি তাঁর সকল উম্মতের সাথে ওজন করা হয়, তাহলেও তিনি তাদের সবার চাইতে ভারী (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) হবেন।

রাসূল (সা) এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ বকরী চরিয়েছেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূল (সা) বলতেন, প্রত্যেক নবীই বকরী চরিয়েছেন। বলা হল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনিও ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমিও।[২] কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ এবং বনূ সা'দ গোত্রে লালিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) গর্ববোধ করতেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবিগণকে বলতেন, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ আরবীভাষী। কেননা একে তো আমি কুরায়শ বংশোদ্ভূত, তদুপরি আমি বনূ সা'দ গোত্রের ধাত্রীর কোলে লালিত হয়েছি।

---

১. সিরিয়া বিজিত হওয়া এবং সমগ্র উমাইয়া শাসনকালে সিরিয়ার রাজধানী দামেশক ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী থাকার পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল এই স্বপ্নে। অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা)-এর জন্মের কয়েকদিন আগে সাঈদ ইব্‌নুল আস স্বপ্নে দেখেন যে, যমযম কূপ থেকে একটি আলোকরশ্মি বেরিয়ে এলো এবং সেই আলোকে মদীনার খেজুর বাগানের কাঁটা খেজুর পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হল। এ ঘটনা যখন তিনি তার ভাই আমর ইবনুল আসকে জানালেন, তখন তিনি বললেন : যমযম তো আবদুল মুত্তালিবের পুণর্খনন করা কূপ। সুতরাং এই জ্যোতি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর থেকেই আবির্ভূত হবে। এ ঘটনার কারণেই সাঈদ ইবনুল আস ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হতে পেরেছিলেন।

২. ইবন ইসহাক বকরী চরানো দ্বারা বনূ সা'দে থাকা অবস্থায় দুধভাইয়ের সাথে চরানোর কথা বুঝিয়েছেন। বুখারীতে মক্কায় কুরায়শের বকরী কয়েক কীরাতের বিনিময়ে চরিয়েছেন বলেও উল্লেখ আছে।

হালিমা রাসূল (সা)-কে মক্কা শরীফ নিয়ে আসার সময় হারিয়ে ফেলেন এবং ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফল তাঁকে উদ্ধার করেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এই মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে যে, হালিমা যখন রাসূল (সা)-কে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে মক্কায় এলেন, তখন শহরে ভিড়ের মধ্যে মুহাম্মদ (সা)-কে হারিয়ে ফেলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন তাঁকে পেলেন না, তখন আবদুল মুত্তালিবের কাছে গেলেন এবং বললেন : আমি আজ মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে মক্কায় এসেছি। কিন্তু মক্কার উঁচু এলাকায় তাকে হারিয়ে ফেলেছি। আমি জানি না এখন সে কোথায় আছে। তৎক্ষণাৎ আবদুল মুত্তালিব কা'বা শরীফের কাছে এসে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন যেন তাঁকে ফিরিয়ে দেন। কথিত আছে যে, ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফল ইব্‌ন আসাদ এবং কুরায়শের অপর এক ব্যক্তি তাঁকে উদ্ধার করেন এবং তাঁকে আবদুল মুত্তালিবের কাছে নিয়ে আসেন। আবদুল মুত্তালিবও তাঁকে পেয়ে ঘাড়ে তুলে কা'বার চারপাশে কয়েক চক্কর তওয়াফ করলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর নিরাপত্তা চেয়ে দু'আ করলেন। এরপর তাঁকে তাঁর মা আমিনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে কোন কোন আলিম বর্ণনা করেছেন যে, হালিমা কর্তৃক মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর মায়ের কাছে ফেরত দিতে আসার আরো একটি কারণ এই যে, দুধ ছাড়ানোর পর যখন হালিমা আমিনার কাছে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে পুনরায় নিজের কাছে নিয়ে এলেন, তখন আবিসিনীয় খ্রিস্টানদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করার পর হালীমাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারপর তারা মুহাম্মদ (সা)-কে একটি অসাধারণ শিশু বলে অভিহিত করে এবং তাঁকে নিজেদের দেশে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। সেই থেকে হালিমা তাঁকে ঐ লোকদের চোখের আড়াল করে রাখেন।[১]

মা আমিনার ইন্তিকাল ও দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় মাতা এবং দাদা আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম-এর সাথে শান্তিতে বাস করতে থাকেন। আল্লাহ্ তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিরাপদে রাখেন এবং তিনি ভালোভাবে বড় হতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ছয় বছর বয়সে তাঁর মাতা আমিনা বিন্‌ত ওয়াহব ইন্তিকাল করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বাকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মাতা আমিনা

---

১. হালিমা মুহাম্মদ (সা)-কে পাঁচ বছর এক মাস বয়সে তাঁর মাতা আমিনার কাছে ফিরিয়ে দেন। এরপর হযরত খাদীজার সাথে বিয়ে হবার পর একবার এবং হুনায়ন যুদ্ধের পর একবার—এই দুইবার ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হালীমার আর দেখা হয়নি। বিবি খাদীজার সাথে বিয়ের পর হালিমা তাঁর সাথে দেখা করে অভাবের কথা জানান। তখন খাদীজা তাঁকে বিশটি ভেড়া ও ছাগল দান করেন।

তাঁকে তাঁর মামাবাড়ি মদীনার বনূ আদি গোত্রের কাছে দেখাতে নিয়ে যান। তারপর মক্কায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে বিবি আমিনা ইন্তিকাল করেন।[১]

বনূ আদি ইব্‌ন নাজ্জারকে রাসূল (সা)-এর মাতুল গোত্র বলার কারণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম-এর মা সালমা বিনতে আমরও ছিলেন বনূ আদী ইবন নাজ্জার গোত্রের মেয়ে। এ কারণেই ইব্‌ন ইসহাক (রা) বনূ নাজ্জারকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাতুল গোত্র বলে অভিহিত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শৈশবকালেই তাঁর প্রতি আবদুল মুত্তালিবের সম্মান প্রদর্শন

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : বিবি আমিনার ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের সাথেই অবস্থান করতে থাকেন। কা'বা শরীফের পাশেই আবদুল মুত্তালিবের জন্য বিছানা পেতে রাখা হত এবং তাঁর পুত্ররা সকলে তাঁর সেই বিছানার চারপাশে বসত। তিনি যতক্ষণ বের না হতেন, ততক্ষণ তারা স্থির হয়ে বসে থাকত এবং তাঁর মর্যাদার খাতিরে কেউ তাঁর বিছানার ওপর বসত না। এই সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে আসতেন। তখন তিনি সুদর্শন কিশোর। তিনি সে বিছানার ওপর বসে পড়তেন। তাঁর চাচাগণ তাঁকে ধরে সরিয়ে দিতে গেলেই আবদুল মুত্তালিব তাদেরকে বলতেন : আমার সন্তানকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ্‌র কসম, সে নিশ্চয়ই সম্মানিত। তারপর তাঁকে নিজের বিছানায় নিজেই বসাতেন, পিঠে হাত বুলাতেন এবং তিনি যা কিছুই করতেন তাতেই তিনি আনন্দিত হতেন।

আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল এবং তার শোকে রচিত কবিতা

রাসূলুল্লাহ (সা) আট বছর বয়সে উপনীত হলে অর্থাৎ আবরাহার হস্তীবাহিনী নিয়ে কা'বা শরীফ আক্রমণ করার আট বছর পর আবদুল মুত্তালিব মারা যান। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন আব্বাস তার পরিবারের কারো সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স ছিল আট বছর।

---

১. কুরতুবীর 'তাযকিরা' নামক গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে সাথে নিয়ে যখন বিদায় হজ্জে গমন করেন, তখন তাঁর মায়ের কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় কাঁদতে থাকেন। তাঁর কান্নায় আমিও যোগ দিই। তারপর তিনি উটের পিঠে থেকে নেমে বললেন : হে হুমায়রা (আয়েশা) ! একটু থামো। আমি উটের পিঠে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীর্ঘ সময় আমার কাছ থেকে দূরে চিন্তিতভাবে কাটালেন। তারপর হাসিমুখে আমার কাছে ফিরে এলেন। আমি এই হাসির কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন : আমি আমার মা বিবি আমিনার কবরের কাছে যেয়ে আল্লাহ পাকের নিকট মুনাজাত করলাম, তাঁকে জীবিত করুন। তারপর আল্লাহ পাক তাঁকে জীবিত করলেন, জীবিত হয়ে তিনি আমার ওপর ঈমান আনলেন, তারপর আল্লাহ তাঁকে পুনরায় অদৃশ্য করে দিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাঈদ ইবনু মুসায়্যাব (র)-এর পুত্র মুহাম্মদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু আসন্ন হল এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তখন তার সব কন্যাকে একত্র করলেন। তার সর্বমোট ছয়জন কন্যা ছিল। তাদের নাম হলো : সফিয়্যা, বাররা, আতিকা, উম্মে হাকীম আল-বায়যা, উমায়মা ও আরওয়া। তিনি তাদেরকে বললেন : আমার মৃত্যুর পর তোমরা কে কি বলে বিলাপ করবে বল, আমি মরার আগে সেটা একটু শুনে,যেতে চাই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি কবিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এমন কোন কবি দেখিনি, যিনি এসব শোকগাথা সম্পর্কে জানেন। তবে মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব থেকে কিছু কবিতা বর্ণিত হয়েছে, যা আমরা এখানে উধৃত করছি।

সফিয়্যা কর্তৃক তার পিতা আবদুল মুত্তালিবের শোকগাথা

সফিয়্যা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব তার পিতার প্রতি শোক প্রকাশ করে বলেন :

"কবরের পাশের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এক মহান ব্যক্তির মৃত্যুর শোকে ক্রন্দনরত এক মহিলার কান্নার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে বিলাপ শুনে আমার চোখের পানি মুক্তোর মত গণ্ডদেশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। সে বিলাপ ছিল সম্মানিত এক মহৎ ব্যক্তির প্রতি, যিনি কখনো নিজেকে অন্য বংশের অন্তর্ভুক্ত বলে মিথ্যা দাবি করতেন না। যিনি আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন, শায়বার প্রতি যিনি ছিলেন মহাদানশীল এবং অনেক গুণের অধিকারী। তোমার উত্তম পিতা, যিনি ছিলেন সকল বদান্যতার উত্তরাধিকারী। আমি বিলাপ করছি সেই ব্যক্তিত্বের ওপর, যিনি কোন বিষয়ে তার সঙ্গীদের পেছনে থাকতেন না এবং যুদ্ধের ময়দানে খুব বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করতেন। যিনি ছিল উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং উচ্চ বংশীয়। বিলাপ তাঁর প্রতি, যিনি ছিলেন দানবীর, দারাযদস্ত, সৌন্দর্য ও বীরত্বের অধিকারী এবং প্রশংসার পাত্র তাঁর নিজে গোত্রীয়দের কাছে এবং সর্বজনমান্য। তাঁর প্রতি, যিনি ছিলেন উঁচু বংশের সুদর্শন চেহারার অধিকারী ও গুণে গুণান্বিত এবং দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের প্রতি দানশীল। তাঁর প্রতি, যিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত, সম্মানিত বাহাদুর গোত্রসমূহের পৃষ্ঠপোষক, যদি কোন ব্যক্তি তার পুরানো ইযযত ও সম্মানের কারণে চিরস্থায়ী হত, তবে সেই ব্যক্তি বংশ মর্যাদা ও গুণাবলীর কারণে চিরস্থায়ী হতেন। কিন্তু চিরস্থায়ী হওয়ার কোন উপায় নেই।"

বাররা রচিত শোকগাথা

আর বাররা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব স্বীয় পিতার শোকগাথায় বলেন :

"ওহে আমার চোখদ্বয়! তোমরা সেই গুণবান ব্যক্তির জন্য মুক্তার ন্যায় অশ্রু ঝরাও। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, মানুষের প্রয়োজন পূরণকারী, সুদর্শন চেহারার অধিকারী। মহাসম্মানিত শায়বা প্রশংসার পাত্র, বহুগুণের অধিকারী এবং সম্মান ও গৌরবমণ্ডিত। বিপদে ধৈর্যশীল ও

শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, অনেক গুণসম্পন্ন দানবীর। তাঁর স্বজাতির ওপর তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মর্যাদায়—তিনি জ্যোতির্ময়- চন্দ্রের ন্যায় চমকাতেন।

"যুগের আবর্তন এবং তাকদীরের নির্মম পরিহাস নিয়ে তাঁর কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিষ্ঠুর আঘাত হানল।"

আতিকা রচিত শোকগাথা তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিব-এর উদ্দেশ্যে

আতিকা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব তার পিতার শোকে কাঁদতে কাঁদতে বলেন :

"হে আমার চক্ষুদ্বয় ! লোকেরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তোমরা যত পার অশ্রু বর্ষণ কর এবং এ ব্যাপারে কার্পণ্য করো না।

হে আমার চক্ষুদ্বয়! তোমরা প্রচুর অশ্রু বর্ষণ কর এবং বিলাপ সহকারে কাঁদতে থাক, হে আমার চক্ষুদ্বয়! তোমরা কান্নায় ডুবে যাও সেই অসাধারণ পুরুষের ওপর, যিনি কোন দিক থেকেই দুর্বল ছিলেন না। যিনি সকল বিপদ-আপদে সাহায্যকারী এবং সমাধানে তৎপর এবং অঙ্গীকার পূরণকারী, তোমরা কাঁদতে থাক শায়বাতুল হাম্‌দের ওপর, যিনি দানবীর, সত্যবাদী, দৃঢ় মনোবলের অধিকারী এবং যুদ্ধের সময় খোলা তরবারি এবং শত্রু বিনাশকারী, নম্রস্বভাব; উদারহস্ত, ওয়াদা পূরণকারী, বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং পুণ্যবান। তাঁর গৃহ মর্যাদার কেন্দ্র, তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব।"

উম্মে হাকীমের শোকগাথা

উম্মে হাকীম বায়যা বলেন : "ওহে আমার চোখ, অশ্রু বর্ষণ কর এবং বিলাপ কর, আর সকল সম্মানিত ও দানবীর লোককে কাঁদিয়ে তোল। হে আমার চোখ! তুমি প্রচুর অশ্রুবর্ষণে আমাকে সহযোগিতা কর। তোমার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার পিতার জন্য কাঁদো, যিনি কল্যাণের আধার ছিলেন এবং সুপেয় পানির পুষ্করিণী (স্বরূপ) ছিলেন। যিনি ছিলেন উদার ও মুক্তহস্ত, মর্যাদাশালী, মহৎ গুণসম্পন্ন ও প্রশংসনীয়ভাবে দানশীল শুভ্রকেশী বৃদ্ধ। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মহানুভব, পরম সুঠামদেহী সুপুরুষ, প্রজ্ঞাময় এবং দুর্ভিক্ষের সময় জনসেবাব্রতী। যখন তুমুল লড়াই বাধত, তখন ছিলেন তিনি এমন বীর শার্দুল যে, সকলেই তাঁকে দেখে বিমোহিত হয়ে যেত। তিনি বনূ কিনানার বংশধরের মধ্যে অতীব বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও আশ্বস্তকারী ব্যক্তি, যখন তারা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত দুর্যোগ ও দুর্ভোগে আক্রান্ত হত। আর যখন যুদ্ধ বাধত কিংবা কঠিন সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি ছিলেন তাদের আশ্রয় ও সহায়। কাজেই তাঁর জন্য কাঁদো, মনে দুঃখ পুষে রেখ না, ক্রন্দসীরা যতদিন বেঁচে থাক তাঁর জন্য কাঁদতে থাক।"

উমায়মার শোকগাথা

উমায়মা বললেন : "অতুলনীয় গুণের অধিকারী গোত্রপতি মারা গেলেন, যিনি ছিলেন হাজীদের তত্ত্বাবধায়ক, যিনি প্রতিটি প্রবাসী অতিথির মেহমানদারী করতেন... ...। প্রবাসী

অতিথিকে সাদরে বাড়িতে অভ্যর্থনা জানাতেন (তিনি ছাড়া) আর কে ? যখন গোটা মানব সমাজ কেবল কার্পণ্য দেখাত, হে শুভ্রকেশী প্রশংসনীয় বৃদ্ধ ! তুমি শিশুকাল থেকেই এত সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছ, যা যে কোন যুবকের জন্য সর্বোত্তম কৃতিত্ব। সে কৃতিত্ব (বয়সের সাথে সাথে) কেবল বেড়েই চলেছে। মহাদানশীল আবুল হারিস (আবদুল মুত্তালিবের ডাক নাম) নিজ স্থান শূন্য করে চলে গেছে। (মৃত্যুর পর) কেউ দূরে যায় না; বরং প্রত্যেক জীবন্ত লোকই দূরে যায়। আমি যতদিন বেঁচে থাকব কাঁদব এবং ব্যথিত হব। এর জন্য তিনি বাস্তবিকই উপযুক্ত। কেননা তার জন্য আমার প্রচণ্ড আবেগ বহাল থাকবে। মানুষের অভিভাবক চলে গেছেন দানের বৃষ্টি বর্ষণ করে, তাই তিনি কবরে থাকলেও আমি তার জন্য কাঁদব। গোটা গোত্রের জন্য তিনি ছিলেন ভূষণ স্বরূপ। যেখানেই প্রশংসা হত সেখানে তিনি প্রশংসিত হতেন।"

আরওয়ার শোকগাথা

"সেই অমায়িক স্বভাবের মানুষটি জন্য, যিনি মক্কার নিম্ন সমতল ভূমিতে বসবাসকারী কুরায়শীদের অন্যতম মহৎ ও মর্যাদাশালী ব্যক্তি। সেই মহানুভব দানশীল তুলনাহীন কল্যাণময় বৃদ্ধ পিতার জন্য, যিনি অসাধারণ উদারচিত্ত, সুভাষী, সুনামখ্যাত, উজ্জ্বল ও সরলমনা ছিলেন। যিনি অত্যন্ত সুঠামদেহী, সুদর্শন, গৌরবময় ব্যক্তি ছিলেন। সেই সুদর্শন সহৃদয় পুরুষটি কখনো কারো ক্ষতি করেনি। তিনি ঐতিহ্যময় গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী এবং এতে কোন গোপনীয় কিছু নেই। তিনি মালিক ও ফিহরের বংশধরের রক্তপণ পরিশোধকারী এবং ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসাকারী। দুর্যোগ ও রক্তপাতের সময় তিনি ছিলেন দানশীল ও মহানুভব যুবক। বড় বড় বীর পুরুষেরা যখন মৃত্যুর ভয়ে কাঁপত, তখন তিনি সাহসের সাথে এগিয়ে যেতেন।"

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, এরপর আবদুল মুত্তালিবের বাকশক্তি রহিত হয়ে যায় এবং তিনি কন্যাদের মর্সিয়া শুনে মাথা নেড়ে ইশারা করে বলেন, ঠিক আছে, এভাবেই বিলাপ ও শোক প্রকাশ করো।

মুসায়্যেব ইবন হাযনের বংশ পরিচয়

ইবন হিশাম বলেন মুসায়্যেব ইবন হাযন ইবন আবি ওহাব ইবন আমর ইবন আয়িয ইবন ইমরান ইবন মাখযূম।

এ ছাড়া বনূ আদী গোত্রের আর এক কবি হুযায়ফা গানিম আবদুল মুত্তালিবের শোকে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। এই ব্যক্তি বনূ হাশিম গোত্রের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত ছিলেন।

"হে আমার নয়ন যুগল, অশ্রু উজাড় করে বুক ভাসিয়ে দাও, তোমরা বৃষ্টির ফোঁটার মত অশ্রু বর্ষণ করতে কুণ্ঠিত হয়ো না। অবারিত ধারায় অশ্রু বর্ষণ কর প্রতি সুর্যোদয়কালে, সেই মহান ব্যক্তির জন্য কাঁদো, যাকে কোন বিপদেই বিপথগামী করতে পারে নি। কুরায়শ বংশের

সেই লজ্জাশীল শালীন সাহসী, প্রবল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন শক্তিমান, সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিটির জন্য জীবনভর বিলাপ কর, যিনি কখনো হীনতা ও নীচাশয়তার প্রশ্রয় দেননি, অর্থহীন বাজে কথা বলেননি। যিনি গৌরবান্বিত গোত্রপতি, উদারচিত্ত অতিশয় বিজ্ঞ, লুআই-এর বংশধরের মধ্যে যিনি বিপদে-আপদে, অভাবে-দুর্ভিক্ষে বসন্তের মত প্রফুল্ল। মা'আদ ও নাঈল-এর বংশধরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিথিপরায়ণ, জনসেবক, মহৎ স্বভাব ও সম্ভ্রান্ত। তাদের সকলের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ পুর্বপুরুষ ও শ্রেষ্ঠ উত্তর পুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ গুণবান ও সুনামখ্যাত। মর্যাদা, সহিষ্ণুতা, বিচক্ষণতা এবং দুর্যোগে ও দুর্ভিক্ষে দানশীলতায় তিনি তাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। সেই শুভ্রকেশী প্রশংসনীয় বৃদ্ধের জন্য কাঁদো, যার মুখমণ্ডল অন্ধকার রাতকে আলোকিত করত পূর্ণিমার চাঁদের মত। তিনি ছিলেন হাজীদের পানি সরবরাহকারী ও সেবক। হাশিম, আবদে মানাফ ও ফিহরের সন্তানদের নেতা, তিনি যমযম পুনঃখনন করেন মাকামে ইবরাহীমের কাছে, ফলে তার পানি পান করানোর কৃতিত্ব আর সকলের কৃতিত্বকে ম্লান করে দিল। যে কোন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির তাঁর জন্য বিলাপ করা উচিত। কুসাইয়ের বংশধরের প্রত্যেক ধনী ও গরীবের উচিত তাঁর জন্য কাঁদা। তার সন্তানরা যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই নেতৃস্থানীয়। তাদের জন্য ঈগল পাখি ডিম ফুটায় (অর্থাৎ সমাজে সচ্ছলতা আসে)। কুসাই-এর বংশধর যদিও সমগ্র কিনানা গোত্রের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে, তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ঘরের সংরক্ষণ করেছে। মৃত্যু ও তার আনাগোনার দরুন যদি তিনি অন্তর্হিত হয়ে থাকেন, তবে (তাতে কোন ক্ষতি নেই, কারণ) তিনি পরম পবিত্র আত্মা ও সফল কার্যকলাপ সহকারে জীবন যাপন করে গেছেন।

"নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে বাদামী রং-এর বর্শার ন্যায় বীর পুরুষগণ। আবূ উতবা উচ্চ মর্যাদাশালী ব্যক্তি যিনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। তার কীর্তি অতি উজ্জ্বল ও গৌরবময়। আর হামযা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় আপন পারিষদ নিয়ে গর্বিত, সকল কলুষ কালিমা ও কলংক থেকে মুক্ত। আবদে মানাফ অত্যন্ত মহান, আত্মমর্যাদাশীল, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কৃপাশীল ও সহানুভূতিশীল। তাদের মধ্যে যারা প্রৌঢ় তারা শ্রেষ্ঠ প্রৌঢ়। আর তাদের বংশধর রাজপুত্রদের ন্যায়, কখনো ধ্বংস হয় না বা ম্লান হয় না। যখনই তাদের সাথে তোমার সাক্ষাত হবে, দেখবে তারা তোমার প্রতি প্রফুল্ল মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। মক্কার সমগ্র সমতল ভূমিকে তারা মহত্ত্ব ও সম্মান দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছে, যখন সৎকর্মের প্রতিযোগিতা ছিল অতীতের ঐতিহ্য। তাদের ভেতরে রয়েছে নির্মাতা। আর আবদে মানাফ তাদের সেই পিতামহ, যিনি সকল দুঃখ-দুর্দশা মোচনকারী। আওফের সাথে নিজ কন্যাকে বিয়ে দেন যাতে আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারেন আর বনূ ফিহর আমাদেরকে নিরাপত্তা দেন। ফলে আমরা আরবের নিম্ন ও উঁচু সকল এলাকায় শান্তির পরিবেশে চলাফেরা করতে সক্ষম হয়েছি, এমনকি সমুদ্রেও কাফেলা নিরাপদে চলেছে। তারা যখন লোকালয়ে অবস্থান করেছে, তখন তাদের ভয়ে সাধারণ মানুষ গ্রাম অঞ্চলে চলে গেছে। ফলে, সেখানে বনূ হাশিমের নেতারা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারা সেখানে (আরবে) লোকালয় ও জনবসতি

গড়ে তুলেছে এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে পানি এনেছে কূপ খনন করে। যাতে হাজীরা এবং অন্যরা তা থেকে পানি পান করতে পারে। যখন তারা কুরবানীর পরের দিন ভোরে তার সন্ধান করে। তিন দিন হাজীদের কাফেলা মক্কার আশপাশের পাহাড়ের মধ্যে খীমায় অবস্থান করে। অতি প্রাচীনকালেই আমাদের পানির প্রাচুর্য ছিল। তবে খুম্ম ও হাফর ছাড়া আর কুয়া থেকে পানি পান করতে পেতাম না। তারা অপরাধ ক্ষমা করে থাকে, অথচ তার চেয়ে ক্ষুদ্র অপরাধেরও প্রতিশোধ নেয়া হয়। আর অনেক আজেবাজে ও অশালীন কথাবার্তা তারা মাফ করে দেয়। তারা জাবালে হাবশীর নিকটে শপথ গ্রহণকারী সকল মিত্রকে একত্র করেছে। আর বনূ বকরের পাষণ্ডদেরকে শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করেছে। তাদেরকে দিক-বিদিকে তাড়িয়ে দিয়েছে অথবা ধ্বংস করে দিয়েছে। কাজেই তাদের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাক। আর ইব্‌ন লুবনা যে উপকার করেছে তা ভুলে যেয়ো না। কেননা সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মত উপকারই করেছে। আর তুমি কুসাই বংশের লুবনার পুত্র। ... ... তুমি উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হয়েছ এবং সেগুলোকে সঞ্চয় করে মর্যাদার কেন্দ্রে পৌঁছেছ এবং তুমি হলে দৃঢ় প্রত্যয়ী। তুমি মহত্ত্ব ও বদান্যতার দিক থেকে সকল গোত্রকে অতিক্রম করেছ এবং শিশুকাল থেকেই সকল নেতা থেকে তুমি শীর্ষস্থানে রয়েছ। তোমার মাতা খুযাআ গোত্রের এক অমূল্য রত্ন, যদি কখনো ঐতিহাসিকরা বংশ পরিচয় পর্যালোচনা করে। সকল ঐতিহ্যবাহী সমাজ নায়করা সবার সাথে সম্পৃক্ত। অতএব সবাইকে সম্মান প্রদর্শন কর। তাদের ভেতরে রয়েছে শামিরের পিতা মালিক ও আমর ইব্‌ন মালিক। আরো রয়েছে যুজাদান ও আবুল জাব্‌র আসআদ, যিনি কুড়িটি হজ্জে লোকের নেতৃত্ব দিয়েছেন, এ কারণে তিনি ঐ অঞ্চলে বিজয় লাভ করেছেন।"

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন : أُمُّكِ سِرٌّ مِنْ خُزَاعَةَ অর্থাৎ আবূ লাহাব, তার মা লুবনা বিন্‌ত হাজার খুযাই।

মাতরূদ আল-খুযাইর শোকগাথা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মাতরূদ ইব্‌ন কা'ব আল-খুযাই আবদুল মুত্তালিবের গুণ গেয়ে যে শোকগাথা রচনা করেন তা নিম্নরূপ :

"হে ভিন্ন পথের যাত্রী! আবদে মানাফের বংশের খোঁজ নিয়েছ কি ? তোমার মা তোমাকে নির্বোধ করে রেখেছে। অথচ তুমি যদি তাদের ঘরে অবতরণ করতে তবে অপরাধ ও অসম্মান থেকে মুক্তি লাভ করতে পারতে। তাদের ধনবানরা দরিদ্রদেরকে নিজেদের সাথে মিলিত করে নেন বলে তাদের দরিদ্ররাও সচ্ছল হয়ে যায়। নক্ষত্রগুলো যখন পরিবর্তিত হয়ে যেত, তখন ধনবানরা, শুভেচ্ছা সফরে যারা ইচ্ছুক তারা এবং সূর্য সমুদ্রে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত যখন বাতাস চলাচল করে, তখনও যারা মানুষকে খাওয়ায় তারা সকলেই (একাকার হয়ে যেত তোমার মুক্তির চেষ্টায়)। হে কর্মবীর পুরুষ, তুমি মারা গেলেও তোমার মত ব্যক্তিকে কোন মহৎ ব্যক্তিই

অতিক্রম করতে পারত না। শুধুমাত্র তোমার পিতা ছাড়া, যিনি বহু গুণে গুণান্বিত, দানশীল ও অতিথিপরায়ণ, যার নাম মুত্তালিব।"

যমযমের পানি পান করানোর জন্য আব্বাসের অভিভাবকত্ব লাভ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকালের পর যমযম কূপের তদারকীর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তাঁর পুত্র আব্বাসের ওপর। আব্বাস ছিলেন সে সময় তার ভাইদের মধ্যে বয়সে তরুণ। তিনি ইসলামের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত এই দায়িত্বে বহাল থাকেন। রাসূল (রা) তাকে ঐ দায়িত্বে বহাল রাখেন। এখনো আব্বাসের বংশধররাই এই কূপের তদারকীতে নিয়োজিত আছেন।

চাচা আবূ তালিবের অভিভাবকত্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকালের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চাচা আবূ তালিবের কাছে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। কথিত আছে যে, আবদুল মুত্তালিব এ ব্যাপারে আবূ তালিবকে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন। কারণ রাসূল (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ এবং আবূ তালিব সহোদর ভ্রাতা ছিলেন এবং তাদের উভয়ের মা ছিলেন ফাতিমা বিন্‌ত আমর ইব্‌ন আইয ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন মাখযূম। ইব্‌ন হিশামের মতে আইয ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন মাখযূম।

লাহাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক রাসূল (সা)-এর নবুওয়ত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, লাহাব গোত্রের এক ব্যক্তি মানুষের ভাগ্য গণনা করত। সে যখনই মক্কায় আসত, কুরায়শ বংশের লোকেরা তাদের শিশুদের নিয়ে তার কাছে হাযির হত এবং সে তাদের মুখমণ্ডলের ওপর দৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করত। আবূ তালিবও রাসূল (সা)-কে সাথে নিয়ে তার কাছে এলেন। সে সময় সেখানে আরো অনেক শিশু-কিশোর ছিল। গণকটি রাসূল (সা)-কে প্রথমে একনযর দেখেই কি এক চিন্তায় মগ্ন হল। তারপর সে বলল : বালককে আমার কাছে নিয়ে এস। আবূ তালিবের রাসূল (সা)-এর প্রতি তার এই অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখে তাকে লুকিয়ে ফেললেন। লোকটি কেবলই বলতে লাগল : "তোমাদের কি হলো! বালকটিকে আমার কাছে আন। আল্লাহ্‌র কসম, সে একটি অসাধারণ সম্ভাবনাময় ছেলে।" এরপর আবূ তালিব সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

বহীরার ঘটনা

[আবূ তালিব কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নিয়ে সিরিয়া যাত্রা] : ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এরপর আবূ তালিব এক কাফেলার সাথে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় যাত্রার উদ্যোগ নিলেন। সফরের

সকল প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন হল, তখন বালক মুহাম্মদ (সা) আবূ তালিবকে জড়িয়ে ধরলেন। তা দেখে আবূ তালিবের মন নরম হয়ে পড়ল। তিনি বললেন, ওকে আমার সাথে করে নিতেই হবে। ওকে কিছুতেই রেখে যেতে পারব না। আর সেও আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। তারপর রাসূল (সা) আবূ তালিবের সফরসঙ্গী হলেন।

কাফেলা সিরিয়ার অন্তর্গত বুসরা এলাকায় যাত্রা বিরতি করল। সেখানে ছিলেন বহীরা নামক এক খ্রিস্টান যাজক। ওখানকার এক গির্জায় তিনি থাকতেন। ঈসায়ী ধর্ম সম্পর্কে তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ঐ গির্জায় সর্বদাই একজন পাদ্রী নিযুক্ত থাকত, যার ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানের ওপর ঐ এলাকার মানুষ নির্ভরশীল ছিল। দীর্ঘকালব্যাপী ঐ গির্জায় একখানা আসমানী কিতাব রক্ষিত থাকত। পুরুষানুক্রমে ঐ আসমানী কিতাব থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকার চলে আসছিল। বহীরার কাছ দিয়ে ইতিপূর্বে বহু বাণিজ্য কাফেলা আসা-যাওয়া করত। তিনি কারো সামনে বেরুতেনও না, কারো সাথে কথাবার্তাও বলতেন না। কিন্তু এই বছর যখন কুরায়শ কাফেলা আবূ তালিব ও বালক মুহাম্মদ (সা)-কে সাথে নিয়ে ঐ স্থানে বহীরার গির্জার পার্শ্বে যাত্রাবিরতি করল, তখন বহীরা তাদের জন্য প্রচুর খাদ্যের আয়োজন করলেন। ঐতিহাসিকদের অভিমত এই যে, ঐ কাফেলার অবস্থান গ্রহণের পর নিজ গির্জার ভেতরে বসেই পাদ্রী বহীরা এমন কিছু অসাধারণ আলামত প্রত্যক্ষ করেন, যার জন্য তিনি গোটা কাফেলার সম্মানে ভোজের আয়োজন করতে উদ্বুদ্ধ হন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, কাফেলার ভেতরে রাসূলুল্লাহ (সা) উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় যখন তা এগিয়ে আসছিল, তখন গির্জার ভেতর থেকেই পাদ্রী বহীরা দেখতে পান যে, সমগ্র কাফেলার মধ্য থেকে কেবল বালক মুহাম্মদ (সা)-এর মাথার ওপর একখানি মেঘ ছায়া দিয়ে আসছে। কাফেলাটি গির্জার নিকটবর্তী গাছের ছায়ার নীচে এসে থামল। তখনো পাদ্রী দেখলেন যে, মেঘটি এখনো গাছের ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে এবং গাছের ডালপালা রাসূল (সা)-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে বহীরা গির্জা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং লোক পাঠিয়ে কাফেলার লোকদেরকে বললেন, "হে কুরায়শ বণিকগণ ! আমি আপনাদের জন্য খাওয়ার আয়োজন করেছি। আপনাদের ছোট-বড়, আযাদ ও গোলাম নির্বিশেষে সকলকে এসে খাদ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।" কাফেলার মধ্য থেকে একজন বলল, আজ আপনি এক অভিনব কাজ করলেন। আগে আমরা এই পথে বহুবার যাতায়াত করেছি কিন্তু কখনো আপনি এরূপ আতিথেয়তা দেখাননি। আজ আপনার এরূপ করার হেতু কি ? বহীরা বললেন : "আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি যা বলেছেন, সে রকমই হয়ে আসছে কিন্তু আজ যেহেতু আপনারা যাত্রাবিরতি ঘটিয়ে আমার মেহমানে পরিণত হয়েছেন, তাই আমি আপনাদের আপ্যায়ন করতে আগ্রহী। আপনাদের জন্য আমি খাদ্য তৈরি করছি। আপনারা সকলে তা খেয়ে যাবেন এই আমার অনুরোধ।"

এরপর সকলেই খাবার জায়গায় সমবেত হলো। কিন্তু অল্পবয়স্ক বিধায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কাফেলার বহরের সাথে গাছের ছায়ার নিচে বসে রইলেন।

এদিকে খাওয়ার জন্য যে কুরায়শী বণিকরা সমবেত হয়েছেন, পাদ্রী বহীরা তাদের সবাইকে ভালোভাবে পরখ করতে লাগলেন। কিন্তু তাদের কারো মধ্যে সেই হাবভাব ও চালচলন দেখতে পেলেন না, যা একটু আগে বালক মুহাম্মদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন। এজন্য তিনি বললেন, হে কুরায়শী অতিথিবৃন্দ! আপনাদের কেউ যেন আমার খাবার গ্রহণ থেকে বাদ না পড়ে। তারা বলল : "হে বহীরা, যারা এখানে আসার মত, তারা সবাই এসে গেছেন। শুধু একটি বালক কাফেলার বহরে রয়ে গেছে। সে কাফেলার মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক। বহীরা দৃঢ়ভাবে বললেন : "না, তাকে বাদ রাখবেন না। তাকেও ডাকুন। সেও আপনাদের সাথে আহার করুক।" এই সময় জনৈক কুরায়শী বলে উঠল : "লাত ও উয্যার কসম, আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র আমাদের সাথে থাকবে অথচ আমাদের সাথে ভোজনে অংশ নেবে না, এটা হতেই পারে না। আমাদের জন্য এটা খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার।" এ কথা বলেই সে উঠে গিয়ে রাসূল (সা)-কে কোলে করে নিয়ে এলো এবং সবার সাথে খাবারের মজলিসে বসিয়ে দিল। এই সময় বহীরা তাঁর আপদমস্তক গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ও লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করলেন। কারণ ঐ অঙ্গ ও লক্ষণগুলো সম্পর্কে তিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পেয়েছিলেন। সমাগত অতিথিদের সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে এবং তারা একে একে সবাই বেরিয়ে গেলে বহীরা রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললেন : "হে বালক! আমি তোমাকে লাত ও উয্যার কসম দিয়ে অনুরোধ করছি, তুমি আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দেবে।" বহীরার লাত ও উয্যার কসম দেয়ার কারণ এই যে, তিনি কুরায়শী বণিকদের কথাবার্তায় ঐ দুই দেবতার শপথ করতে শুনেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বহীরাকে বললেন : "আমাকে লাত-উয্যার কসম দিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি ঐ দুই দেবতাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি।" বহীরা বললেন, "ঠিক আছে, আমি তাহলে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, যা জিজ্ঞেস করব, তার জবাব দেবে।" রাসূল (সা) বললেন : "বেশ, কি কি জানতে চান বলুন।" তারপর বহীরা তাঁকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তার ঘুমের কথা, দেহের গঠন প্রকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার কথা জানতে চাইলেন। রাসূল (সা) তার প্রশ্নগুলোর যে জবাব দিলেন, তা বহীরার আগে থেকে জানা তথ্যাবলীর সাথে হুবহু মিলে গেল। তারপর তিনি তাঁর পিঠ দেখলেন। পিঠে দুই কাঁধের মাঝখানে নবুয়তের মোহর অংকিত দেখতে পেলেন। মোহরটি অবিকল সেই জায়গায় দেখতে পেলেন, যেখানে বহীরার পড়া আসমানী কিতাবের বর্ণনা অনুসারে থাকার কথা ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নবুয়তের মোহরটি দেখতে ঠিক শিংগা লাগানোর যন্ত্রের অংকিত চিহ্নের মত বৃত্তাকার ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ সব করার পর বহীরা আবূ তালিবকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বালকটি আপনার কে ? তিনি বললেন, "আমার ছেলে।" বহীরা বললেন, "সে আপনার ছেলে নয়। এই ছেলের পিতা জীবিত থাকার কথা নয়।"

আবূ তালিব বললেন : "সে আমার ভাই-এর ছেলে।" বহীরা বললেন, "ওর পিতার কি হয়েছিল ?" আবূ তালিব বললেন : "এই ছেলে মায়ের পেটে থাকতেই তার পিতা মারা গেছেন।" বহীরা বললেন : "এই রকমই হওয়ার কথা। আপনি আপনার এই ভাতিজাকে নিয়ে দেশে ফিরে যান। খবরদার, ইয়াহূদীদের থেকে ওকে সাবধানে রাখবেন। আল্লাহ্‌র কসম, তারা যদি এই বালককে দেখতে পায় এবং আমি তার যে নিদর্শনাবলী দেখে চিনেছি, তা যদি চিনতে পারে, তাহলে তারা ওর ক্ষতি সাধনের চেষ্টা না করে ছাড়বে না। কেননা আপনার এই ভাতিজা ভবিষ্যতে এক মহামর্যাদাবান হিসাবে আবির্ভূত হবেন।" তারপর আবূ তালিব তাঁকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

আবূ তালিব-এর প্রত্যাবর্তন : যুরায়র ও তার দু'সাথীর ষড়যন্ত্র

আবূ তালিব তাঁকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন এবং সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরের সমাপ্তি টেনে মক্কায় উপনীত হলেন। তবে জনশ্রুতি রয়েছে যে, সিরিয়া সফরে থাকাকলে বহীরার মত আহলে কিতাবের আরো তিন ব্যক্তি যুরায়র, তাম্মাম ও দারীস রাসূল (সা)-এর নবুয়তের নিদর্শনাবলী অবগত হয় এবং তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটে। কিন্তু বহীরা তাদেরকে নিবৃত্ত করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র কথা এবং আসমানী কিতাবের শেষনবী সম্পর্কে যে বিবরণ ও নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে, তা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে এ কথাও জানান যে, তারা যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েও তাঁর ক্ষতি করতে চায়, তবু তা তারা করতে সমর্থ হবে না। এই তিন ব্যক্তি যতক্ষণ বহীরার কথা মেনে না নিয়েছে, ততক্ষণ বহীরা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেননি। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করে চলে যায়।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যৌবনে পদার্পণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর রিসালাত ও সম্মান রক্ষার্থে হিফাযত করতে থাকেন। তাই তাঁকে জাহিলিয়াতের সকল দোষ-ত্রুটি, কলঙ্ক-কালিমা ও নোংরামি থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পবিত্র রেখেছিলেন। ফলে তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন তিনি হলেন আরবের সবচেয়ে সচ্চরিত্র, সবচেয়ে উদারমনা, সবচেয়ে দয়ালু, সম্ভ্রান্ত, সবচেয়ে ধৈর্যশীল, সবচেয়ে সৎ প্রতিবেশী, সবচেয়ে সত্যবাদী, সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও আমানতদার এবং খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরের (সংযমী) মানুষ। তাঁর ভেতরে সদ্‌গুণাবলীর এত ব্যাপক ও বিপুল সমাবেশ ঘটার কারণে তাঁকে তাঁর সমাজ 'আল-আমীন' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

শিশুকালে আল্লাহ্ কিভাবে তাঁকে রক্ষা করেছেন সে সম্পর্কে স্বয়ং তাঁর বক্তব্য

জাহিলিয়াতের দোষত্রুটি থেকে শিশুকাল থেকেই আল্লাহ্ কিভাবে রাসূল (সা)-কে রক্ষা করেছেন, রাসূল (সা) নিজেই তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন : শৈশবে কুরায়শী শিশুদের সাথে আমি নানা রকমের খেলায় অংশগ্রহণ করতাম। তন্মধ্যে বড় বড় পাথর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানোরও একটা খেলা ছিল। এই খেলা খেলতে গিয়ে প্রায় সব শিশু চাদর খুলে

উলঙ্গ হয়ে যেত। চাদর কাঁধে গিয়ে তার ওপর পাথর বহন করত। আমি সময় সময় এভাবে উলঙ্গ হওয়ার উপক্রম করতাম। কিন্তু ইতস্তত করতাম। এই সময় এক অদৃশ্য লোক আমাকে ঘুষি লাগিয়ে দিতেন এবং ঘুষিতে বেশ ব্যথাও পেতাম। তিনি ঘুষি দিতেন আর বলতেন, চাদর বেঁধে নাও। তারপর চাদর শক্ত করে বেঁধে রাখতাম এবং অন্য সকল শিশুর মধ্যে আমি একাই চাদর পরা অবস্থায় খালি ঘাড়ে পাথর বহন করতাম।

ফিজার যুদ্ধ

ফিজারের যুদ্ধ এর কারণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূল (সা)-এর বয়স যখন চৌদ্দ বা মতান্তরে পনের বছর, তখন ফিজারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ বাঁধে যে দুই পক্ষের মধ্যে, তার একদিকে ছিল কুরায়শ এবং কিনানা এবং অপরদিকে কায়স আয়লান গোত্র।

ফিজার যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, উরওয়াতুর রাহহাল ইবন উতবা ইবন জাফর ইবন কিলাব ইবন রাবী'আ ইবন আমির ইবন মাস'আ ইবন মু'আবিয়া ইবন হাওয়াযিন জনৈক গোত্র নেতা নু'মান ইব্‌ন মুনযিরের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে আশ্রয় দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বনূ কিনানা গোত্রের বনূ যামরা শাখার জনৈক বার্‌রায ইব্‌ন কায়স তাকে বলল : "তোমার এত স্পর্ধা যে বনূ কিনানার ওপর টেক্কা দিয়ে তুমি তাকে আশ্রয় দিতে গেলে ?" (অর্থাৎ কাউকে আশ্রয় দিতে হলে বনূ কিনানাই দেবে, অন্য কারো সে অধিকার নেই)। উরওয়া বললেন, অবশ্যই। কিনানা কেন, গোটা দেশবাসীর ওপর টেক্কা দিয়ে আমি আশ্রয় দিয়েছি। এরপর উরওয়া ও বার্‌রাযের মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। অবশেষে তায়মা নামক এলাকায় উরওয়া একটু অসাবধান হওয়ামাত্রই বার্‌রায তার ওপর হামলা করে তাকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে নিষিদ্ধ মাসে। এজন্যই তাকে ফিজার যুদ্ধ বলে।

ফিজার যুদ্ধ সম্পর্কে বার্‌রায বলে

"আমার আগে অনেক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যা মানুষকে উদ্বিগ্ন করত। আমি তাতে দৃঢ়ভাবে বনূ বাকরের পক্ষ নিয়েছিলাম। তাদেরকে সাথে নিয়ে বনূ কিলাবের ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছি। আর তাদের মিত্রদেরকে চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনার শিকার করেছিলাম। যূ-তিল্লালে তার ওপর যেই হাত তুলেছি, অমনি নিহত পশু শাবকের মত কাঁপতে কাঁপতে ঢলে পড়ল।"

লাবীদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন কিলাব বলে

"বনূ কিলাবের সাথে, তাদের মিত্র বনূ আমির ও বনূ খুতুবের সাথে এবং বনূ নুমায়র ও

নিহত বনূ হিলালের মাতুলদের সাথে দেখা হলে বলে দিও যে, হামলাকারী রাহ্হাল তাইমান যূ-তিল্লালের কাছে এসে স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গেছে।"

উপরোক্ত পংক্তিগুলো ইব্ন হিশাম কর্তৃক উধৃত কবিতায় অংশবিশেষ।

কুরায়শ ও হাওয়াযিন-এর মধ্যে যুদ্ধ

ইব্ন হিশাম বলেন : কুরায়শদের কাছে একজন দূত এলো। সে বলল : বার্রায উরওয়াকে হত্যা করেছে। এ সময় কুরায়শীরা ছিল উকাযের মেলায় এবং মাসটা ছিল নিষিদ্ধ মাস। এ সংবাদ পেয়ে কুরায়শীরা রওয়ানা হল। হাওয়াযিন গোত্র এ সম্পর্কে অবহিত ছিল না। খবর পেয়ে তারা কুরায়শদের অনুসরণ করল এবং হত্যাকারীদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। হত্যাকারীরা হারাম শরীফে প্রবেশের আগেই তাদেরকে ধরে ফেলে এবং উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে যায়। রাত হয়ে গেলে হত্যাকারীরা হারাম শরীফে ঢুকে পড়ে এবং হাওয়াযিনের লোকেরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। এরপর বেশ কয়েক দিন যুদ্ধ হয়। আরবরা দুই পক্ষে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ পক্ষকে সমর্থন দিতে থাকে। কুরায়শ ও কিনানার পক্ষে তাদের সেনাপতি এবং কায়স পক্ষে তাদের সেনাপতি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়।

ফিজার যুদ্ধে বালক মুহাম্মদ (সা)-এর উপস্থিতি এবং তখন তাঁর বয়স

রাসূল (সা) বাল্যকালে কয়েকদিন এই যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁর চাচাগণ তাঁকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন, আমি আমার চাচাগণের দিকে শত্রুদের ছুঁড়ে মারা তীর ও বর্শাগুলো কুড়িয়ে তাদের কাছে দিতাম দিতাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ফিজার যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল বিশ বছর।

ফিজার নামকরণের হেতু

ফিজার যুদ্ধে কিনানা ও কুরায়শ যৌথ বাহিনীর সেনাপতি ছিল হারব ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আবদ শাম্স। এই যুদ্ধে দিনের প্রথমাংশে কায়স কিনানাকে এবং মধ্যভাগে কিনানা কায়সকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ শুধু নিষিদ্ধ মাস নয়, যাবতীয় নিষিদ্ধ জিনিস অমান্য করে। এজন্য এর নাম হয় ফিজার যুদ্ধ। ফিজার অর্থ উভয় পক্ষের সীমা লংঘন।

ইব্ন হিশাম বলেন : ফিজার যুদ্ধের বিবরণ আরো দীর্ঘ। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী বর্ণনা করার আকাঙ্ক্ষায় এখানেই এর ইতি টানলাম।

খাদীজা (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিয়ের বিবরণ

[এই বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স] ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স যখন পঁচিশ বছর হল, তখন খাদীজা বিন্ত খুয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা

ইব্ন কুসাই ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই ইব্ন গালিব-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে সম্পন্ন হয়। আবূ আমর মাদানী থেকে একাধিক আলিম আমার কাছে এ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

খাদীজার পক্ষে বাণিজ্য করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সিরিয়া যাত্রা ও বহীরার ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : খাদীজা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন। তিনি বেতনভুক কর্মচারী রেখে ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। বস্তুতপক্ষে গোটা কুরায়শ বংশই ছিল ব্যবসাজীবী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মহত্ত্বের সুখ্যাতি অন্যদের ন্যায় খাদীজারও গোচরীভূত হয়। তাই তিনি তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁর পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়ায় যাওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি তাঁকে এও জানান যে, এ কাজের জন্য তিনি অন্যদেরকে যা দিয়ে থাকেন তার চেয়ে উত্তম সম্মানী তাঁকে দেবেন। হযরত খাদীজা তাঁর গোলাম মাইসারাকেও রাসূল (সা)-এর সাহায্যের জন্য তাঁর সঙ্গে দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং খাদীজার পণ্য সামগ্রী নিয়ে ভৃত্য মাইসারাসহ সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন।

সিরিয়ায় পৌঁছে তিনি জনৈক ধর্মযাজকের গির্জার নিকটবর্তী এক গাছের ছায়ার নিচে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। এক সময় সেই ধর্মযাজক মাইসারাকে নিভৃতে জিজ্ঞেস করলেন : এই গাছের নিচে বিশ্রামরত ভদ্রলোকটি কে ? সে বলল : "তিনি কা'বা শরীফের কাছেই বসবাসকারী জনৈক কুরায়শী।" ধর্মযাজক বললেন : "এই গাছের নিচে নবী ছাড়া আর কেউ কখনো বিশ্রাম নেয়নি।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিয়ে করতে খাদীজার আগ্রহ

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আনীত পণ্য সামগ্রী বিক্রি করে দিলেন এবং যা যা কিনতে চেয়েছিলেন তাও কিনলেন। তারপর মাইসারাকে সাথে নিয়ে তিনি মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথে যেখানেই দুপুর হয় এবং প্রচণ্ড রোদ ওঠে, মাইসারা দেখতে পায় যে, দু'জন ফেরেশতা মুহাম্মদ (সা)-কে ছায়া দিয়ে রৌদ্র থেকে রক্ষা করে চলেছেন, আর তিনি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে গন্তব্য পথে এগিয়ে চলছেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি খাদীজাকে তাঁর ক্রয় করা মালপত্র বুঝিয়ে দিলেন। খাদীজা ঐ মাল বিক্রয় করে দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করলেন। ওদিকে মাইসারাকে যাজক যা যা বলেছিল এবং পথিমধ্যে নবীকে দুই ফেরেশতা কর্তৃক ছায়াদানের যে দৃশ্য মাইসারা স্বচক্ষে দেখেছিল, তা সে খাদীজার নিকট হুবহু বিবৃত করল।

---

১. অর্থাৎ এ মুহূর্তে সেখানে একজন নবীই বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর পূর্বে ৫৭০ বছরের মধ্যে কোন নবী ছিল না। একটা গাছের বয়স সাধারণত এত দীর্ঘ হয় না, তাই 'কখনো নবী ছাড়া কোন লোক এর পূর্বে এ গাছের নিচে অবস্থান করেননি' বলাটা যথার্থ।

খাদীজা ছিলেন দৃঢ়চেতা অনমনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, প্রখর বুদ্ধিমতী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্না মহিলা। নবীর মহত্ত্ব ও সততার সাথে পরিচিত হওয়া তাঁর জন্য একটা অতিরিক্ত সৌভাগ্য হয়ে দেখা দিল। বলা বাহুল্য, এটা ছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অনুগ্রহের ফল। মাইসারার উক্ত অলৌকিক ঘটনার বিবরণ শুনে খাদীজা এত অভিভূত হলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিম্নরূপ বার্তা পাঠালেন : "হে চাচাতো ভাই! আপনার গোত্রের মধ্যে আপনার যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান, যে আত্মীয়তার বন্ধন এবং সর্বোপরি আপনার বিশ্বস্ততা, চরিত্র-মাধুর্যও সত্যবাদিতার যে সুনাম রয়েছে, তাতে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত।" এই বলে খাদীজা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কুরায়শদের মধ্যে তখন খাদীজা ছিলেন ধনে-মানে, মর্যাদায় ও বংশীয় আভিজাত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা। তাঁর গোত্রে এমন কোন পুরুষ ছিল না যে তাঁকে সাধ্যে কুলালে বিয়ে করার অভিলাষ পোষণ করত না। খাদীজার পিতার নাম খুওয়ায়লিদ এবং মাতার নাম ফাতিমা। (পিতামাতা উভয়েই পূর্বে পুরুষ লুআইতে গিয়ে একই প্রজন্মে মিলিতে হয়েছে)।

খাদীজার বংশ পরিচিতি

পিতার দিকে থেকে খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উষ্‌যা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর। আর মাতার দিকে থেকে খাদীজা বিন্‌ত ফাতিমা বিন্‌ত যাইদা ইবনুল আসাম্ম ইব্‌ন রওয়াহা ইব্‌ন হাজার ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন মাঈয ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর। ফাতিমার মাতা হালা বিন্‌ত আবদে মানাফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুন্‌ফিয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাঈদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর। হালার মাতা-ক্বিলাবা বিন্‌ত সুয়ায়দ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর।

খাদীজার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিয়ে

রাসূল (সা) খাদীজার এই প্রস্তাব স্বীয় চাচাদেরকে জানালেন। চাচা হামযা রাসূল (সা)-কে সাথে নিয়ে তৎক্ষণাৎ খাদীজার পিতা খুওয়ায়লিদের[১] কাছে চলে গেলেন। তার সাথে দেখা করে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দিলেন এবং অবিলম্বে বিয়ে সম্পন্ন হল।

ইব্‌ন হিশাম জানান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খাদীজাকে বিশটি তরুণ উট মোহরানা হিসাবে দিয়েছিলেন। খাদীজাই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথমা স্ত্রী এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর কোন বিয়ে করেননি।

---

১. অন্য মতে আবূ তালিব স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে যান ও বিবাহে খুতবা পাঠ করেন। ইবন আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমর ইবন আসাদ খাদীজা (রা)-এর বিবাহ দেন। খুয়ায়লিদ ফিজার যুদ্ধের পূর্বেই মারা যান।

খাদীজার (রা)-এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্তান

ইব্ন ইসহাক বলেন : খাদীজার গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাসিম,[১] তাহির, তায়্যিব, যয়নব, রুকায়্যা, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা এই কয়জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। একমাত্র ইবরাহীম ছাড়া তাঁর আর সকল সন্তানই খাদীজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। কাসিমের নামানুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা) নামেও খ্যাত হন। কাসিম, তায়্যিব ও তাহির জাহিলিয়াতের যুগেই মারা যান। কিন্তু মেয়েরা সবাই ইসলামের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন এবং সবাই ইসলাম গ্রহণ করে পিতার সঙ্গে হিজরত করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন কাসিম। তারপর ক্রমান্বয়ে তায়্যিব, তাহির, তারপর কন্যা রুকাইয়্যা, যয়নব, উম্মে কুলসুম ও সর্বশেষে ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অপর সন্তান ছিলেন ইবরাহীম। ইনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাসী মারিয়্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মিসরের খ্রিস্টান শাসক মুকাওকিস মারিয়্যাকে দাসীরূপে উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করেন।

ওয়ারাকার সঙ্গে হযরত খাদীজা (রা)-এর আলোচনা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবূয়তের সত্যতা সম্পর্কে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফলের ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্ন ইসহাক বলেন : খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ (রা)-এর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ছিলেন পূর্বতন আসমানী কিতাবসমূহের ব্যাপারে পারদর্শী একজন খ্রিস্টান বিদ্বান ব্যক্তি। এছাড়া পার্থিব জ্ঞানেও তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) মাইসারার নিকট থেকে সিরীয় ধর্মযাজকের যে মন্তব্য শুনেছিলেন এবং মাইসারা নিজ চোখে দু'জন ফেরেশতা কর্তৃক নবী (সা)-কে ছায়াদানের যে দৃশ্য অবলোকন করেছিল, তা ওয়ারাকাকে সবিস্তার জানালেন। ওয়ারাকা বললেন, "খাদীজা! এসব ঘটনা যদি সত্যই ঘটে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে, মুহাম্মদ (সা) এ উম্মতের নবী। আমি জানতাম, তিনিই হবেন এ উম্মতের প্রতীক্ষিত নবী। এটা সে নবীরই যুগ।" এ কথা বলে ওয়ারাকা প্রতীক্ষিত নবীর আগমন এত বিলম্বিত হওয়ায় আক্ষেপ করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, "আর কত দেরী।" তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে নিম্নের স্বরচিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন :

"আমি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সাথে এমন একটি জিনিসকে স্মরণ করে চলছি, যা দীর্ঘদিন যাবত অনেককে কাঁদিয়ে আসছে। সে জিনিসটির অনেক বিবরণের পর নতুন করে খাদীজার

---

১. ভিন্নমতে তাহির ও তায়্যিব কাসিমেরই উপনাম। দুধপানের সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে খাদীজাকে কান্নারত দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) সুসংবাদ দেন। জান্নাতে কাসিমের দুধপানের সময় পর্যন্ত এক ধাত্রী নিয়োজিত রয়েছেন। (মুসনাদে ফিরয়াবী)

কাছ থেকেও বিবরণ পাওয়া গেল। বস্তুত হে খাদীজা, আমার প্রতীক্ষা অনেক দীর্ঘ হয়েছে। আমার প্রত্যাশা, মক্কার উচ্চভূমি ও নিম্নভূমির মাঝখান থেকে যেন তোমার কথার বাস্তবরূপ প্রতিভাত হতে দেখতে পাই, যে কথা তুমি ঈসায়ী ধর্মযাজকের বরাত দিয়ে জানালে। বস্তুত ধর্মযাজকের কথা হেরফের হোক, তা আমি পসন্দ করি না। সে প্রতীক্ষিত ব্যাপারটি এই যে, মুহাম্মদ অচিরেই আমাদের নেতা ও সরদার হবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরকে পরাজিত করবেন। দেশের সর্বত্র তিনি এমন আলো ছড়াবেন, যা দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে তিনি উদ্ভাসিত করে দেবেন। যারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তারা পর্যুদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যারা তাঁর সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতি অন্বেষণ করবে, তারা হবে স্থিতিশীল ও বিজয়ী। আফসোস ! যখন এসব ঘটনা ঘটবে, তখন যদি আমি উপস্থিত থাকতাম, তাহলে তোমাদের সবার আগে আমিই তাঁর দলভুক্ত হতাম। আমি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হতাম, যাকে কুরায়শ খুবই অপসন্দ করত। যদিও তারা নিজেদের মক্কা নগরীতে তাঁর বিরুদ্ধে চিৎকার করে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলত। যে জিনিসকে তারা সবাই অপসন্দ করত, আমার প্রত্যাশা এই যে, তা আরশের অধিপতির নিকট পৌঁছে যাবে—যদিও তারা অধঃপতিত হবে। সুউচ্চ প্রাসাদের ওপর আরোহণ-কারীকে যারা গ্রহণ করে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া এই অধঃপতনের আর কোন কারণ নেই। কুরায়শরা যদি বেঁচে থাকে আর আমি যদি মারা যাই, তাহলে প্রত্যেক যুবক প্রত্যক্ষ করবে যে, শাশ্বত ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের সাংঘাতিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে।"

কা'বা শরীফ সংস্কার ও পাথর স্থাপনের প্রশ্নে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের বিবাদ মীমাংসায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফায়সালা

(কুরায়শ কর্তৃক কা'বা সংস্কারের কারণ) ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন কুরায়শ বংশের লোকেরা কা'বা সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল পবিত্র কা'বার ছাদ তৈরি করা। কেননা ছাদ নির্মাণ না করলে দেয়াল ধসে যাওয়ার আশংকা ছিল। আর তাও শুধু পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে মানবদেহ থেকে সামান্য উঁচু করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কোন গাঁথুনি ছিল না। তারা কা'বার দেয়াল আরো উঁচু করা ও ছাদ নির্মাণ করার উদ্যোগ নিল। এর প্রধান কারণ ছিল এই যে, একদল চোর কা'বা শরীফের অভ্যন্তরের কূপে রক্ষিত মূল্যবান রত্নরাজি চুরি করেছিল। যার কাছে এই চোরাই মাল পাওয়া যায়, সে ছিল খুযাআ গোত্রের বনূ মুলায়হ ইব্ন আমর পরিবারের জনৈক মুক্ত গোলাম। তার নাম দুওয়ায়ক। ইব্ন হিশাম বলেন, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ দুওয়ায়কের হাত কেটে দিল। তবে তাদের ধারণা ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে দুওয়ায়ক আসল চোর নয়—যারা চুরি করেছে তারাই দুওয়ায়কের কাছে এ মাল রেখেছিল।

ঘটনাক্রমে ঐ সময় জনৈক রোমান ব্যবসায়ীর একখানা জাহাজ সমুদ্রের প্রবাহের সাথে ভেসে জেদ্দার উপকূলে এসে আছড়ে পড়ে এবং ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কুরায়শ বংশের লোকেরা এই ভাঙ্গা জাহাজের তক্তাগুলো কিনে নিয়ে যায় এবং পবিত্র কা'বার ছাদ তৈরির কাজে ব্যবহার করার জন্য তা কেটে ঠিকঠাক করে। একই সময় মক্কায় জনৈক মিসরীয় রাজমিস্ত্রীর আবির্ভাব ঘটে। কুরায়শ নেতারা মনে মনে স্থির করে ফেলে যে, পবিত্র কা'বার সংস্কারে তাকে দিয়ে কিছু কাজ নেয়া হোক। তৎকালে কা'বার ভেতরের কূপ থেকে প্রতিদিন একটা সাপ উঠে আসত, এবং কা'বার দেয়ালের ওপর রোদ পোহাত। যে কূপ থেকে সাপটা উঠে আসত তার মধ্যে কা'বার জন্য মানতকৃত জিনিসপত্র নিক্ষেপ করা হত। সাপের কারণে কুরায়শরা আতংকিত ছিল। কেননা সেটি এমন ভয়ংকর ছিল যে, কেউ তার ধারেও যেতে সাহস পেত না। কেউ তার কাছে গেলেই সে ফণা তুলে ফোঁস করে উঠত। এভাবে একদিন সাপটি যখন কা'বার দেয়ালের উপর রোদ পোহাচ্ছিল, তখন আল্লাহ্ সেখানে একটা পাখি পাঠালেন। পাখি সাপটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তখন কুরায়শরা আশ্বস্ত হয়ে বলল : মনে হচ্ছে আল্লাহ্ আমাদের ইচ্ছায় সম্মতি দিয়েছেন। আজ আমাদের হাতে একজন সুযোগ্য মিস্ত্রী রয়েছে এবং আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় কাঠও আছে। আর সাপের হাত থেকেও আল্লাহ্ রেহাই দিয়েছেন।

আবূ ওয়াহবের ঘটনা

এরপর তারা কা'বার দেয়াল ভেঙ্গে তা নতুন করে নির্মাণের আয়োজন করল। এই সময় বনূ মাখযূমের বিশিষ্ট ব্যক্তি আবূ ওয়াহ্ব ইব্ন আমর ইব্ন আইয ইব্ন আবদ ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযূম এবং ইব্ন হিশাম-এর মতে আইয ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযূম উঠে কা'বার একটা পাথর বিচ্ছিন্ন করে হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু পাথরটি তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে আপনা-আপনি পুনঃস্থাপিত হল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে তিনি বললেন : "হে কুরায়শের লোকেরা! তোমরা এই কা'বা শরীফ নির্মাণে শুধু তোমাদের বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ নিয়োজিত কর। এতে ব্যভিচার, সুদ কিংবা উৎপীড়ন দ্বারা অর্জিত সম্পদ ব্যয় করো না।" সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন যে, এ উক্তিটি ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম বলেছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নাজীহ আল-মাক্কী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খালাফ ইব্ন ইব্ন ওয়াহ্ব হুযাফা ইব্ন জুমাহ ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব লুআই-এর বরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি জাদা ইব্ন হুবায়রা ইব্ন আবূ ওয়াহ্ব ইব্ন আমরের ছেলেকে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ ছেলেটি কে? তাকে বলা হল যে, সে জা'দ ইব্ন হুবায়রার ছেলে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান বলেন, ঠিক এই সময়ে আবূ ওয়াহ্ব যিনি কুরায়শ কর্তৃক কা'বাকে ধসিয়ে দেয়ার সংকল্প নেয়ার পর কা'বার একটি পাথর হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুনরায় অগ্রসর হলেন। কিন্তু পাথরটি তার হাত থেকে

লাফ দিয়ে তার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পড়ল। তখন আবূ ওয়াহ্ব বললেন, হে কুরায়শ বংশের লোকেরা! কা'বা সংস্কারে তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে পবিত্র অর্থ ছাড়া আর কিছু ব্যয় করো না। ব্যভিচার, সুদ বা যুলুম থেকে অর্জিত অর্থ এতে নিয়োগ করো না।

আবূ ওয়াহ্বের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্ক

ইব্ন ইসহাক বলেন : উল্লিখিত আবূ ওয়াহ্ব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতার মামা ছিলেন। তিনি ছিলেন। একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি। তার সম্পর্কে আরবের জনৈক কবি বলেন :

"আবূ ওয়াহ্বের সম্মানার্থে যদি আমার উটনী পাঠিয়ে দেই, তাহলে তার মজলিস থেকে তার (উটনীর) হাওদা বিফল ও খালি যাবে না। তার বংশ লতিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তা 'লুআই' ইব্ন গালিবের উভয় শাখার সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ধারা। আবূ ওয়াহ্ব অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দরবার ডাকেন, তার পিতামহ ও মাতামহ শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষদের মধ্যমণি। আবূ ওয়াহ্বের উনুনে সব সময় রান্নার কাজ চলত এবং তার পাত্রগুলো সব সময় রুটিতে পরিপূর্ণ থাকত। পাত্রগুলোর ওপর চর্বির পরত লেগে থাকত।

কা'বা সংস্কারের কাজ কুরায়শ কর্তৃক নিজেদের মধ্যে বন্টন

তারপর কুরায়শ কা'বাগৃহ সংস্কারের কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। দরজার দিকের অংশ সংস্কারের ভার পড়ল বনূ আবদ মানাফ ও বনূ যুহরা নামক কুরায়শ গোত্রদ্বয়ের ওপর। রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী অংশ বনূ মাখযূম গোত্রের ওপর এবং তাদের সাথে আরো কয়েকটি কুরায়শী গোত্র যুক্ত হল। কা'বার ছাদ পড়ল বনূ জুমাহ ও বনূ সাহমের ভাগে। এ দু'টি গোত্র হল আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই-এর বংশধর। হিজরের অংশ সংস্কারের দায়িত্ব অর্পিত হল বনূ আবদুদ্দার ইব্ন কুসাই, বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই ও বনূ আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই-এর ওপর। এ অংশটিকেই হাতীম বলা হয়।[১]

ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, কা'বা ঘর ভাঙা ও ভাঙা অংশের নিচে প্রাপ্ত বস্তুসমূহ

কা'বাঘর ভাঙতে গিয়ে লোকদের মধ্যে আতংকের সঞ্চার হল। এই অবস্থা দেখে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা ঘোষণা করল : "কা'বাঘর ভাঙার কাজের উদ্বোধন আমিই করছি।" এই বলেই সে কোদাল হাতে নিয়ে কা'বাঘরের ওপর গিয়ে দাঁড়াল এবং বলতে লাগল। "হে আল্লাহ্ ! আমরা যেন ভয়-ভীতির শিকার না হই। হে আল্লাহ্! আমরা শুধু কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এ কাজ করছি।" ইব্ন হিশাম বলেন : কারো কারো মতে, সে বলেছিল : "হে আল্লাহ্ ! আমরা যেন বিপথগামী

---

১. হাতীমের শব্দার্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত। এরূপ নামকরণের কারণ এই যে, এই স্থানটিতে লোকেরা এত বেশি ভিড় জমাত যে, একে অপরের দ্বারা মারা যাওয়ার উপক্রম হত। কারো কারো মতে এর কারণ এই যে, জাহিলী যুগে এই স্থানে এসে লোকেরা পরিধেয় বস্ত্র খুলে নগ্ন হয়ে যেত। (শারহুস সীরাহ—আবূ যর)

না হই।" তারপর সে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের কোণ থেকে খানিকটা ভেঙে ফেলল। সেই রাতটি লোকেরা অপেক্ষা করল এবং মনে মনে বলল, দেখা যাক, এর ফলে যদি ওয়ালীদের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে আর না ভেঙে আগে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় পুনর্বহাল করে নেব। আর যদি কোন বিপদাপদ না ঘটে, তাহলে মনে করব যে, আল্লাহ্ আমাদের কাজে সন্তুষ্ট। তারপর আরো ভাঙব। পরদিন সকালে ওয়ালীদ আবার তার কাজে ফিরে এল। সে এবং তার সাথে জনতাও কা'বাঘর ভাঙতে লাগল। এভাবে ইবরাহীম আলায়হিস সাল্লামের ভিত্ পর্যন্ত গিয়ে থামল। তারপর তারা সবাই উটের পিঠের উঁচু হাড় সদৃশ একটি দুর্লভ সবুজ পাথর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল, যার একটি আর একটি সাথে যুক্ত ছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এই ঘটনার বর্ণনাকারীদের একজন আমাকে বলেছেন যে, ভাঙার কাজে নিয়োজিত জনৈক কুরায়শী ভিত ভাঙবার জন্য দুটো পাথরের মাঝখান দিয়ে যেই শাবল ঢুকিয়েছে, যাতে তার একটা উঠে আসে, অমনি একটি পাথর নড়ে ওঠার সাথে সাথে গোটা মক্কা নগরী কেঁপে উঠল। এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে সকলে ভিত ভাঙার কাজ বন্ধ করল।

রুকনে ইয়ামানীতে যে লিপি পাওয়া গেল

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভাঙার কাজ করতে গিয়ে কুরায়শী জনতা রুকনে ইয়ামানীতে সুরিয়ানী ভাষায় লেখা একখানা প্রাচীন লিপি পায়। লিপিটি কি, তা তারা বুঝতে পারল না। জনৈক ইয়াহূদী তাদেরকে পড়ে শোনাল। তাতে লেখা ছিল : আমি আল্লাহ্ বাক্কার (মক্কার) অধিপতি। যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছি, যেদিন সূর্য ও চন্দ্রকে রূপদান করেছি, সেদিন বাক্কাকে সৃষ্টি করেছি এবং তার চারপাশে সাতজন অনুগত ফেরেশতা দিয়ে ঘিরে রেখেছি। তার দু'পাশের দুই আখশাব (পাহাড়) যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন বাক্কাও টিকে থাকবে। পানি ও দুধের ভেতরে তার অধিবাসীদের কল্যাণ নিহিত।[১]

ইব্ন হিশাম বলেন : 'আখশাব' অর্থ হল পাহাড়। আখশাবান এর দ্বিবচন। অর্থাৎ মক্কার দুটো পাহাড়।

---

১. মা'মার ইব্ন রাশিদ যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কা'বা পুনঃনির্মাণের সময় কুরায়শীরা তার ভেতর তিনটি পিঠবিশিষ্ট একটি পাথর পায়। তার একপিঠে লেখা ছিল : "আমি বাক্কার অধিপতি আল্লাহ্। যেদিন সূর্য ও চন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা করি, সেইদিন বাক্কা তৈরিরও পরিকল্পনা করি।" ... ... বাদ বাকী অংশ ইব্ন ইসহাক উধৃত বাণীর সমার্থক। দ্বিতীয় পিঠে লেখা ছিল : "আমি বাক্কার অধিপতি আল্লাহ্। আমিই রাহেম (জরায়ু) সৃষ্টি করেছি এবং এর সাথে মিলিয়ে নিজের একটি নাম রেখেছি (অর্থাৎ রহীম)। যে ব্যক্তি জরায়ুর সম্পর্ক (অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধন) ছিন্ন করবে, তার সাথে আমিও সম্পর্ক ছিন্ন করব আর যে জরায়ুর সম্পর্ক রক্ষা করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব। তৃতীয় পিঠে লেখা ছিল : "আমি বাক্কার অধিপতি আল্লাহ্। কল্যাণ ও অকল্যাণের স্রষ্টা আমি। যার দ্বারা মানুষের উপকার হয়, তার জন্য সুসংবাদ। আর যার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়, তার জন্য দুঃসংবাদ।" (জামে যুহরী-সীরাতে ইব্ন হিশামের টীকা দ্র.)।

মাকামে ইবরাহীমে প্রাপ্ত লিপি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে এ কথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরায়শীগণ মাকামে ইবরাহীমে একখানা লিপি পেয়েছিল। তাতে লেখা ছিল : "মক্কা আল্লাহ্‌র সুরক্ষিত পবিত্র ঘর। তিনটি উপায়ে তার অধিবাসীদের জীবিকা আসবে। তার অধিবাসীরা যেন প্রথমে এর পবিত্রতা ক্ষুন্ন না করে।"

উপদেশ খোদিত শীলালিপি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লায়স ইব্‌ন সুলায়ম দাবি করেছেন যে, কুরায়শীরা কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে নবুওতের চল্লিশ বছর আগে একটি শীলালিপি পেয়েছিল এবং তার বক্তব্য সঠিক হয়ে থাকলে তাতে খোদাই করা ছিল : "যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে, সে সৌভাগ্যের ফসল ঘরে তুলবে। যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে, সে ঘরে তুলবে অনুশোচনার ফসল। তোমরা খারাপ কাজ করবে আর ভালো প্রতিদান পাবে, তা হতে পারে না যেমন বাবলা গাছে আঙ্গুর ফলে না।"

পাথর স্থাপন নিয়ে কুরায়শদের মধ্যে বিরোধ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'বাঘর নির্মাণের জন্য কুরায়শের শাখা গোত্রগুলো পাথর সংগ্রহ করল। প্রতিটি গোত্র পৃথক পৃথকভাবে পাথর সংগ্রহ করে তা নির্মাণ করতে লাগল। হাজরে আসওয়াদের স্থান পর্যন্ত দেয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হলে হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে স্থাপন নিয়ে বিবাদ বেধে গেল। হাজরে আসওয়াদকে তুলে নিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করার দুর্লভ সম্মান ও গৌরব লাভের বাসনা প্রত্যেকের মধ্যেই প্রবল হয়ে উঠল। এ নিয়ে গোত্রগুলো সংঘবদ্ধ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তার পরস্পরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। প্রত্যেক গোত্রেরই পণ, যে করেই হোক, হাজরে আসওয়াদকে তারাই যথাস্থানে স্থাপন করবে, অন্য কাউকে সে সুযোগ দেবে না।

রক্ত পিপাসু

তারপর বনূ আবদুদ্দার রক্তভর্তি একটা পেয়ালা নিয়ে এল। তারা ও বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করল। তারা সেই রক্তভরা পাত্রে হাত চুবিয়ে এ ব্যাপারে শপথ নিল। সেই থেকে তারা 'রক্ত পিপাসু' নামে খ্যাতি লাভ করে। এই অবস্থায় কুরায়শ চার-পাঁচ দিন কাটিয়ে দিল। অবশেষে কা'বার পার্শ্বে সমবেত হয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে বিবাদ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নিল।

আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগীরা কর্তৃক মীমাংসার পন্থা উদ্ভাবন

বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় সমগ্র কুরায়শ বংশের প্রবীণতম ব্যক্তি আবূ উমায়্যা ইবনুল মুগীরা নিম্নরূপ আহবান জানালেন : "হে কুরায়শ সম্প্রদায় ! এই পবিত্র মসজিদ দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করবে,[১] তাকেই তোমরা এই বিবাদ নিষ্পত্তির দায়িত্ব দাও।" এ প্রস্তাবে সবাই

---

১. মাসজিদুল হারামের যে দরজার কথা বলা হয়েছিল, তা ছিল বাবু বনী শায়বা। জাহিলী যুগে একে বাবু বনী আবদে শামস বলা হত। এখন বলা হয় বাবুস-সালাম। মতান্তরে যে ব্যক্তি প্রথমে বাবুস সাফায় প্রবেশ করবে।

সম্মত হল। তারপর দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ (সা) সর্ব প্রথম প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে সবাই বলল, এতো আমাদের আল-আমীন (চির বিশ্বস্ত) মুহাম্মদ (সা) ; তাঁর ফায়সালা আমরা মাথা পেতে নেব।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন জনতার কাছে পৌঁছলেন, তখন সকলে তাঁকে ব্যাপারটা জানাল। তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে একখানা চাদর নিয়ে এস। চাদর আনা হলে তিনি নিজে পাথরখানাকে চাদরের মাঝখানে রাখলেন। তারপর বললেন, প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধিরা এই চাদরের পাশ ধরে একসাথে পাথরটি উঁচু করে নিয়ে চল।[২] সবাই তাই করল। যখন তারা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছল, তখন তিনি নিজে পাথরটি ধরে যথাস্থানে স্থাপন করলেন এবং তার ওপর গাঁথুনি দিলেন।[৩] উল্লেখ্য যে, কুরায়শরা ওহী নাযিলের আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'আল-আমীন' বলে ডাকত।

কা'বা ঘরের সাপ সম্পর্কে যুবায়রের কবিতা

সংস্কার কাজটি সম্পন্ন হলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইতিপূর্বে কা'বার দেয়ালে যে সাপটি দেখে কুরায়শরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তা নিয়ে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন :

"যে সাপটি কুরায়শদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল, একটি ঈগল কিরূপ নির্ভুলভাবে ছোঁ মেরে তাকে ধরে নিয়ে গেল, তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। সাপটি কখনো কুণ্ডলী পাকিয়ে, কখনো ফণা তুলে ছোবল মারার ভঙ্গীতে থাকত। যখনই আমরা কা'বা

---

১. কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই সময় জনৈক নাজদী প্রবীণ ব্যক্তির রূপ ধারণ করে ইবলিস কুরায়শদের মধ্যে অবস্থান করছিল। সে প্রতিবাদ করে বলল যে, "তোমাদের মধ্যে এত বিজ্ঞ প্রবীণেরা থাকতে এত বড় গৌরবের কাজটি একজন পিতৃহীন তরুণের ওপর সোপর্দ করতে তোমরা কিভাবে সম্মত হলে ?" কিন্তু তার এ প্রতিবাদ কুরায়শীদের উল্লাসের মধ্যে তলিয়ে যায়। নচেৎ এর ফলে পুনরায় গোলযোগ বেধে যেতে পারত। পরবর্তীকালে ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর আমলে যখন কা'বার সংস্কার হয়, তখন পুনঃস্থাপন করেন তাঁর পুত্র হামযা।

২. চাদরের যে কোণটি আবদে মানাফের বংশধরের জন্য নির্দিষ্ট হল, তা ধরল উতবা ইব্‌ন রবীআ, দ্বিতীয় কোণটি ধরল যামআ। তৃতীয়টি আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা, চতুর্থটি কায়স ইব্‌ন আদী। হিজরতের আগে কা'বার সংস্কার হয়। তখন কুরায়শরা যুদ্ধের পথ ছেড়ে শান্তির পথ ধরেছিল রাসূল (সা)-এর ফয়সালার ভিত্তিতে। হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহব মাখযূমী এ ঘটনা সম্পর্কে এক কবিতায় বলেন : "সকল গোত্র একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত বিবাদে লিপ্ত হল। প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্বেষে রূপান্তরিত হল এবং ভয়ংকর যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। যখন আমরা দেখলাম, ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং তরবারি ছাড়া এর আর কোন সমাধান নেই, তখন আমরা একমত হয়ে বললাম, মক্কার সমতল ভূমি থেকে যে ব্যক্তি প্রথম আসবে, সেই হবে মীমাংসাকারী। আকস্মিকভাবে আল-আমীন মুহাম্মদ (সা) প্রথম ব্যক্তি হয়ে আমাদের কাছে আসলেন, আর আমরা বললাম, পরম বিশ্বস্ত মুহাম্মদের ব্যাপারে আমরা সম্মত।"

৩. উল্লেখ্য যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের আমলে কা'বা সংস্কার হলে পাথরটিকে বর্তমান জায়গায় রাখেন উরওয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র। (রওযুল উনুফ দ্র.)

সংস্কারে উদ্যোগ নিয়েছি, তখন-ই সে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্বভাবসুলভ ভীতিপ্রদ ভঙ্গীতে ভয় দেখিয়েছে। আমরা যখন এই আপদের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম, তখন এ ঈগলটি এসে আমাদের রক্ষা করল এবং সংস্কারের কাজে আমাদের আর কোন বাধা থাকল না। পরদিন আমরা সকলে নগ্ন হয়ে[১] সংস্কার কজে লেগে গেলাম। মহান আল্লাহ্ এ কাজটি করার সুযোগ দিয়ে বনূ লুআই তথা আমাদের গৌরবান্বিত করলেন। তবে তাদের পরে বনূ আদী, বনূ মুররাও একাজে উদ্যোগী হয়েছে। বনূ কিলাব ছিল একাজে তাদের চেয়েও অগ্রণী। আল্লাহ্ আমাদের সসম্মানে কা'বার নিকট বসবাসের অধিকারও দিয়েছেন। আশা করা যায়, এ কাজের প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে পাওয়া যাবে।"

কা'বার উচ্চতা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে কা'বা শরীফের উচ্চতা ছিল ১৮ হাত। প্রথমে কুবাতা[২] এবং পরে বুরূদ[৩] জাতীয় সাধারণ কাপড় দিয়ে কা'বার গেলাফ চড়ানো হত। সর্বপ্রথম রেশমী গেলাফ চড়ান হাজ্জাজ ইব্ন ইউসূফ।

হুমসের বর্ণনা (কুরায়শদের মাঝে হুমস প্রথা)

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা 'হুমস' নামক একটি মতবাদ উদ্ভাবন করেছিল। এটি তারা আবরাহার কা'বা অভিযানের আগে করেছিল না পরে, তা আমার জানা নেই। এ মতবাদটি তারা ব্যাপকভাবে প্রচারও করে। এ মতবাদের সারকথা হল, তারা দাবি করত যে, "আমরা ইবরাহীমের বংশধর হিসাবে যাবতীয় মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। আমরা কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক, মক্কার অধিবাসী ও নেতা। সুতরাং আমাদের মর্যাদা ও অধিকার আরবের অন্য সকলের চেয়ে বেশি। আমাদের মত ব্যাপক খ্যাতি ও পরিচিতি আর কারো নেই। হারাম শরীফের ন্যায় মর্যাদা, হারাম শরীফ বহির্ভূত এলাকার নেই। তা যদি থাকে, তাহলে আরব জাতির ওপর কুরায়শের কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না।" তারা আরো বলত, আরবরা হারাম শরীফ ও তার বাইরের এলাকার মর্যাদা সমান করে ফেলেছে। সেজন্য আরাফাত ময়দানে অবস্থান এবং সেখান থেকে কা'বার দিকে যাত্রা করা তারা পরিত্যাগ করেছে। অথচ তারা জানে যে, এ কাজটা হজ্জ ও ইবরাহীম (আ) আনীত দীনের অন্তর্ভুক্ত। কুরায়শরা মনে করত, আরাফাত ময়দানে অবস্থান ও সেখান থেকে কা'বা অভিমুখে আসা অন্যান্য আরবদের দায়িত্ব, তাদের নয়। তারা মনে করত যে, "আমরা হারাম শরীফের অধিবাসী। কাজেই আমাদের এখান থেকে বের হওয়া এবং হারাম শরীফের বহির্ভূত কোন স্থানকে হারাম শরীফের মত সম্মান দেয়া

---

১. সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরায়শরা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে কা'বা সংস্কারের জন্য পাথর সংগ্রহ করেছিল এবং এটিকে তারা একটি পূণ্যের কাজ মনে করত।

২. কুবাতা হল, মিসরে তৈরি এক ধরনের সাদা কাপড়।

৩. বুরূদ হল, ইয়ামানে তৈরি এক প্রকার কাপড়।

আমাদের কর্তব্য নয়।" এরপর এ বৈষম্যমূলক ধ্যান-ধারণা তারা হারামবাসীর বংশধর এবং অ-হারামবাসীর বংশধরের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে, নিছক জন্মের সূত্র ধরে। হারামবাসীর বংশধরের জন্য যেমন কিছু কাজ বৈধ ও কিছু কাজ অবৈধ সাব্যস্ত হতে থাকে, তেমনি হারাম শরীফ বহির্ভূতদের বংশধরদের জন্যও কিছু কাজ বৈধ ও কিছু কাজ অবৈধ বলে চিহ্নিত হতে থাকে।

কুরায়শদের এ মতবাদে অন্যান্য গোত্রের সম্মতি

পরবর্তীকালে বনূ কিনানাও কুরায়শদের এ মতবাদ মেনে নেয়।

উল্লিখিত বনূ আমির ইব্‌ন সা'সা'আ-এর সাথে বনূ হানযালা ইব্‌ন মালিক গোত্রের এক সংঘর্ষ ঘটে জাবালা নামক স্থানে এবং তাতে বনূ আমির বনূ হানযালার ওপর জয়লাভ করে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা নাহ্‌বী আমাকে জানিয়েছেন যে, বনূ আমির ইব্‌ন সা'সা'আ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন বকর ইব্‌ন হাওয়াযিন পরবর্তীকালে এ মতবাদ মেনে নেয়। আবূ উবায়দা আমাকে আমর ইব্‌ন মা'দীকারিবের একটি কবিতা শোনান :

"ওহে আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস সুলামী ! আমাদের ঘোড়াগুলো যদি মোটাতাজা হত, তাহলে তাসলীসে তুমি বনূ আমির ইব্‌ন সা'সা'আর সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হতে না। এ উদ্দেশ্যে যে, উক্ত আব্বাস তাসলীস নামক স্থানে বনূ যুবায়দের ওপর হামলা চালিয়েছিল।"

আর আবূ উবায়দা আমাকে লাকীত ইব্‌ন যারারা দারিমীর জাবালা যুদ্ধ সম্পর্কে কবিতা (যা ইসলামের আবির্ভাবের চল্লিশ বছর আগে অনুষ্ঠিত হয় এবং এ যুদ্ধ ছিল রাসূলের জন্মের বছর) শোনান : "সাবধান, বনূ আব্‌স হচ্ছে হুমস মতবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদাবান গোষ্ঠী। কারণ জাবালার যুদ্ধে বনূ আব্‌স বনূ আমির ইব্‌ন সা'সা'আর মিত্র ছিল।"

আর সেদিন লাকীত ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন উদুস (মতান্তরে আদাস) নিহত এবং হাযিব ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন উদুস, আমর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উদুস ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন দারিম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হানযালা বন্দী হয়। এ সম্পর্কে কবি ফারাযদাকের কবিতা নিম্নরূপ :

"তুমি বোধ হয় লাকীত, হাজিব ও আমর ইব্‌ন আমরকে দেখনি। যখন তারা দারিমকে ডেকেছিল।" এটা ফারাযদাকের দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

যূনাজাবের যুদ্ধ

তারপর মাত্তায়ানের নিকটস্থ উপত্যকা যূনাজাবে যে যুদ্ধ হয়, তাতে বনূ 'আমিরের ওপর হানযালা গোত্র জয়ী হয়। সেদিন ইব্‌ন কাবশা নামে খ্যাত হাস্‌সান ইব্‌ন মুআবিয়া কিন্দী নিহত হন এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন সাইক কিলাবী বন্দী হন। এ যুদ্ধে তুফায়ল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন কিলাব ও আবূ আমির ইব্‌ন তুফায়ল পরাজিত হয়। এ যুদ্ধ সম্পর্কে ফারাযদাকের কবিতা হল :

"তুফায়ল ইব্‌ন মালিক যখন কুরযুল নামক ঘোড়ায় চড়ে পলায়নপর এক পরাজিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করল, তখন আমরা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদের গর্দান মেরে দিলাম। ফলে পেঁচার (নিহতের) সংখ্যা কেবল বাড়িয়েই দিলাম।"

আর জারীরের কবিতার অংশ নিম্নরূপ :

"আমরা ইব্‌ন কাবশার মুকুটকে রক্তে রঞ্জিত করে দিলাম এবং সে ঘোড়ার আস্তাবলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।" আর জাবালা ও যূ-নাজাবের যুদ্ধের বৃত্তান্ত অনেক দীর্ঘ। ফিজার যুদ্ধের মত এ কাহিনীরও আমি এখানেই ইতি টানলাম, যাতে মূল সীরাত আলোচনায় ছেদ না পড়ে।

আরবদের বাড়াবাড়ি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা এরপর তাদের বৈষম্যপূর্ণ মতবাদে আরো গোঁড়ামি ও উগ্রতা সংযোজন করে। তারা ইহ্‌রামরত অবস্থায় খাবারের পানির ব্যবহার করা, যে কোন ধরনের মাখন থেকে ঘি তৈরি করা, পশমের তৈরি তাঁবুতে প্রবেশ করা, এমন ঘরে প্রবেশ করা যা চামড়ার তৈরি, হারাম শরীফে বহিরাগত হাজীদের হারাম শরীফের বাইরে থেকে আনা খাদ্য খাওয়া এবং বাইরে থেকে আনা কাপড় পরে তওয়াফ করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বরং তাদের হারাম শরীফের ভেতরে তৈরি খাবার খেতে হবে এবং ভেতর থেকে সংগৃহীত কাপড় পরতে হবে। কাপড় না পাওয়া গেলে নগ্ন হয়ে তওয়াফ করতে হবে। আর যদি কেউ আত্মমর্যাদাবশত যে কাপড় বাইর থেকে নিয়ে এসেছে, তা পরিধান করে তওয়াফ করে, তাহলে তওয়াফের পর তা পরিত্যাগ করতে হবে। ঐ কাপড় সে নিজে বা অন্য কেউ আর কখনো ব্যবহার করতে পারবে না।

আরবদের সমাজে লাকা প্রথার স্থান

আরবরা এ কাপড়কে লাকা বলত। কুরায়শরা আরবদের এ প্রথা মানতে বাধ্য করে। তারা আরাফাতে অবস্থান করত এবং সেখান থেকে তওয়াফ করার জন্য মক্কায় আসত। পুরুষেরা উলঙ্গ হয়ে আল্লাহর ঘর তওয়াফ করত। আর মহিলারা শরীরের সমস্ত কাপড় খুলে ফেলে কেবল একটা ঢিলে জামা পরে তওয়াফ করত।

এ অবস্থায় তওয়াফরত জনৈক আরব মহিলা কবি বলেন : "আজ শরীরের অংশবিশেষ অথবা পুরোটাই প্রকাশিত হবে। যেটুকু প্রকাশিত হবে, তা কারো জন্য হালাল হতে দেব না।"

তওয়াফকারীদের মধ্যে যারা হারাম শরীফের বাইর থেকে কোন কাপড় নিয়ে আসত, তারা তা পরিত্যাগ করত এবং তা সে নিজেও ব্যবহার করত না, অন্যরাও না। জনৈক আরব যখন তার অতি প্রিয় পোশাক এভাবে পরিত্যাগ করল এবং তার কাছে যেতে পারল না, তখন সে দুঃখ করে বলল : "এর পাশ দিয়ে বারবার যাতায়াত করায় আমার দুঃখ বেড়ে গেছে, যেন তা কেউ ব্যবহার করতে পারছে না। তওয়াফকারীদের সামনে নিক্ষিপ্ত কাপড় হিসাবে পড়ে রয়েছে।" অথচ তওয়াফ সম্পর্কে ইসলামের বিধান এ হুমস নামক বৈষম্যমূলক প্রথা রহিত করে।

এ সমস্ত কুসংস্কার চলতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে নবুওয়ত দান করেন, দীনকে তাঁর জন্য সুদৃঢ় করেন এবং হজ্জের বিধি-বিধান প্রবর্তন করেন। তখন আল্লাহ্

এ আয়াত নাযিল করেন : "এরপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইবে, বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (২ : ১৯৯)

উক্ত আয়াতে 'তোমাদের' দ্বারা কুরায়শদের এবং 'লোকদের' দ্বারা অন্যান্য আরবদের বুঝান হয়েছে। এরপর তিনি (সা) হজ্জের বছর সকলকে সঙ্গে নিয়ে আরাফাতে যান, সেখানে অবস্থান করেন এবং তওয়াফের জন্য সেখান থেকে মক্কায় যান।

বায়তুল্লাহর কাছে লোকদের খানাপিনা ও পোশাক পরা নিষিদ্ধ করা, নগ্ন হয়ে তওয়াফ করতে বাধ্য করা এবং হারাম শরীফের বাইরে থেকে আনা খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ করার কুরায়শী মনগড়া বিধি-নিষেধ আল্লাহ্ এ বলে রহিত করেন :

"হে বনী আদম ! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। আহার করবে ও পান করবে। কিন্তু অপব্যয় করবে না। আল্লাহ অপব্যয়কারীকে পসন্দ করেন না। (হে নবী, আপনি) বলুন : আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে ? বলুন, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে। এরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করি।" (৭ : ৩১-৩২)

এরূপে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল পাঠিয়ে ইসলামের মাধ্যমে কুরায়শরা লোকদের মাঝে 'হুমস' নামক যে কুপ্রথা চালু করেছিল, তা চিরতরে রহিত করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বাকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (র)—উসমান ইবন আবু সুলায়মান ইবন জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওহী নাযিল হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজের উটে আরোহণ করে সাধারণ মানুষের সাথে আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে দেখেছি। এরপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তিনি (সা) সকলকে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন।[১]

আরব-গণক, ইয়াহূদী পুরোহিত ও খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহূদী পুরোহিত, খ্রিস্টান ধর্মযাজক ও আরব গণকগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাবের আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাদের স্ব-স্ব আসমানী কিতাবে বর্ণিত শেষনবী ও তাঁর আবির্ভাবের সময়ের লক্ষণ ও সংকেতসমূহের ওপর নির্ভর করে এবং তাদের নবীগণ তাঁর সম্পর্কে যে সব পূর্বাভাস দিয়ে গেছেন, তার আলোকে। ফেরেশতাদের কথাবার্তা আড়িপেতে শ্রবণকারী জিনদের কাছ থেকে পাওয়া খবর ছিল আরব গণকদের

---

১. যুবায়র ইব্‌ন মুতইম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লোকদের সঙ্গে আরাফার ময়দানে অবস্থানরত দেখে বলেন : ইনি তো হারামের অধিবাসী, তিনি কেন হারামবাসীদের সঙ্গে হারামের ভেতর অবস্থান করলেন না ? (দ্র. রওযুল উনুফ)

ভবিষ্যদ্বাণীর উৎস। উল্কার বাণ নিক্ষেপ করে শয়তান জিনদের বিতাড়িত করা হত। আড়িপাতা থেকে নিবৃত্ত করার খোদায়ী পদক্ষেপ তখনো শুরু হয়নি। এ শয়তানরা আকাশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গণক নারী-পুরুষদের কাছে আসত এবং মাঝে মাঝে শেষনবীর আগমন সম্পর্কে কিছু কিছু পূর্বাভাস দিত। সাধারণ আরবরা এসব পূর্বাভাসে তেমন কর্ণপাত করত না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাব যখন সত্যি সত্যিই ঘটল এবং আভাস দেয়া লক্ষণগুলো বাস্তবে সংঘটিত হল, তখন সকলেই ঐসব পূর্বাভাস যে ভিত্তিহীন নয়, তা বুঝতে পারল।

উল্কা বা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড দিয়ে জিনদের বিতাড়ন শুরু এবং তা নবুওয়ত আসন্ন হওয়ার আলামতরূপে বিবেচিত

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়ত লাভের সময় যখন আসন্ন হল, তখন শয়তানদের আড়িপাতা বন্ধ করা হল এবং যেসব ঘাঁটিতে বসে তারা আড়িপাতত, সেসব ঘাঁটিতে তাদের আনাগোনা উল্কাবাণ নিক্ষেপ করে রোধ করা হল। জিনরা তখন বুঝতে পারল যে, সৃষ্টি জগতে আল্লাহর কোন বিশেষ প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা বলবৎ করার জন্যই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।[১]

নবুওয়ত প্রদানের পর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মদ (সা)-কে পবিত্র কুরআনের সূরা জিন নাযিল করে জানিয়ে দেন, কিভাবে তিনি জিনদের আড়িপাতা বন্ধ করেন এবং কুরআন শুনে তাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি বলেন :

"আপনি বলুন, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে। ফলে, আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের রবের কোন শরীক স্থির করব না এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের রবের মর্যাদা, তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং না কোন সন্তান। আর আমাদের মাঝে যারা নির্বোধ, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে অতি অবাস্তব উক্তি করত। অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা আরোপ করবে না। আর কতিপয় মানুষ কতক জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করত। ফলে তারা জিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত। আর জিনেরা বলেছিল, তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। আর আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ; আর আগে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে, সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়। আমরা জানি না, জগদ্বাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের রব তাদের মঙ্গল চান।"

---

১. নক্ষত্র দ্বারা শয়তানদের আঘাত করার ঘটনা যখন বৃদ্ধি পেল, তখন কুরায়শরা ভাবল, কিয়ামত বুঝি নিকটবর্তী। উতবা ইব্ন রবীআ একথা শুনে বলল : ক্যাপেলা নক্ষত্রটির দিকে তাকাও। ওটি যদি ছুঁড়ে মারা হয়, তাহলে বুঝতে হবে, কিয়ামত ঘনিয়ে আসছে, অন্যথায় নয়। যুবায়র ইবন আবূ বকর এ বর্ণনার অন্যতম রাবী।

জিনরা কুরআন শ্রবণের পর বুঝল যে, তাদের আকাশ পরিভ্রমণ এজন্যই বন্ধ হয়েছে, যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহীর বাণী আকাশের কোন উড়ো খবরের সাথে মিশ্রিত হয়ে জগদ্বাসীর কাছে সন্দেহজনক হয়ে না যায় এবং সম্পূর্ণ অকাট্য ও নির্ভেজাল ওহী তাদের কাছে পৌঁছে। এটা বুঝতে পারার পর তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনল এবং সত্য বলে বিশ্বাস করল। সূরা আহকাফে বলা হয়েছে যে, (ঈমান আনার পর) "তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল-তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায় ! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।"[১]

আর জিনদের কথা : আর কতিপয় মানুষ কতক জিনের আশ্রয় নিত; ফলে তারা জিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত। কুরায়শ ও অন্যান্য আরবের কেউ কোন নির্জন মাঠে একাকী রাত যাপনের সময় বলত : আমি এ রাতে এখানে অবস্থানের জন্য এ স্থানের কর্তৃত্বশীল জিনের নিকট এ মাঠের যাবতীয় সম্ভাব্য অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উপরোক্ত আয়াতে যে 'রাহাক' শব্দটি আছে, এর অর্থ হচ্ছে : অহংকার, একগুঁয়েমি, মূর্খতা এবং কোন জিনিসের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া এবং তা পাওয়ার কাছাকাছি হলে গ্রহণ ও বর্জনে দোদুল্যমান হওয়া।

জিনদের ওপর নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হতে দেখে বনূ সাকীফের আতঙ্ক এবং এ বিষয়ে তাদের আমর ইব্‌ন উমায়্যাকে জিজ্ঞেস করা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াকূব ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আখনাস আমাকে জানিয়েছেন যে, নক্ষত্র ছুঁড়ে মারা তথা উল্কাপাত দেখে বনূ সাফীকের একটি শাখা সর্বপ্রথম আতঙ্কগ্রস্ত হয়। তারা এ ঘটনা দেখে বনূ ইলাজ গোত্রের জনৈক আমর ইব্‌ন উমায়্যার কাছে যায়। এ ব্যক্তি আরবের সবচেয়ে কর্কশভাষী ও অপ্রিয়ভাষী জ্যোতিষী হিসাবে খ্যাত ছিল। তারা তাকে বলল, হে আমর ! নক্ষত্র ছুঁড়ে মারার যে ঘটনা আকাশে ঘটে চলেছে, তা কি আপনি দেখেন নি ? সে বললো, হ্যাঁ, দেখেছি। তবে লক্ষ্য কর, যে নক্ষত্রগুলো দিগদর্শন হিসাবে পরিচিতি, জলস্থলে যা দেখে দিক নির্ণয় করা হয় এবং শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে মানুষের কৃষি ও অন্যান্য পেশার ব্যাপারে বিভিন্ন সহায়ক তথ্য জানা যায়, তেমন কোন নক্ষত্র যদি ছুঁড়ে মারা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এটা এ পৃথিবী ও এ সৃষ্টি ধ্বংসের লক্ষণ। অন্যথায় এটা এ বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্‌র কোন নতুন ব্যবস্থার ইংগিতবহ। আসলে কোন্ ধরনের নক্ষত্র এগুলো ?[২]

---

১. আল-কুরআন, ৪৬ : ২৯-৩০।

২. বনূ সাকীফের আর একটি শাখা বনূ লিহব, খাতার নামক জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে এ উল্কাপাত বা নক্ষত্র নিক্ষেপের ভয়ে ভীত হয়ে এর রহস্য জানতে চাইলে সে স্পষ্টতই একে নবুওয়তের লক্ষণ বলে অভিহিত করে। (দ্র. রওযুল উনুফ)

নক্ষত্র নিক্ষেপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাখ্যা

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহরী (র) আলী ইবনে হুসায়ন ইবনে আলী আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে কতিপয় আনসার থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলাল্লাহ্ (সা) আনসারদের জিজ্ঞেস করেন, এসব নিক্ষিপ্ত নক্ষত্র সম্পর্কে তোমরা কি বলতে? তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ! আমরা তা নিক্ষিপ্ত হতে দেখলে বলতাম : কোন রাজা মারা গেছে, নতুন কেউ রাজা হয়েছেন, নতুন কোন সন্তান জন্ম নিয়েছে, অথবা কোন সন্তান মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আসল ব্যাপার তা নয়। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ যখন তাঁর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেন, তখন আরশের বাহক ফেরেশতারা তা শ্রবণ করে এবং আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ ও গুণগান করে, তারপর তার নিচের আকাশের ফেরেশতারাও তাসবীহ পাঠ করে, তারপর তাদের অনুকরণে তার নিচের ফেরেশতারাও তাসবীহ পাঠ করে, এভাবে তাসবীহ পাঠের প্রক্রিয়া চলতে চলতে সর্বনিম্ন আকাশে এসে পৌঁছে। এখানকার ফেরেশতারাও তাসবীহ পাঠ করে। এরপর তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমরা কি জন্য তাসবীহ পাঠ করলে? তারা বলে : ঊর্ধ্বতন আকাশের ফেরেশতারা তাসবীহ পাঠ করছেন, তাই আমরাও তাদের মত তাসবীহ পাঠ করছি। তারা বলেন : তোমাদের ঊর্ধ্বতন ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করনি যে, তারা কি কারণে তাসবীহ পাঠ করল ? তারা ঊর্ধ্বতন ফেরেশতাদের অনুরূপ প্রশ্ন করেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে এ প্রশ্ন আরশের বাহকদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে। তখন তাদের বলা হয় : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অমুক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপর এ খবর এক আকাশ থেকে আর এক আকাশে নামতে নামতে সর্বনিম্ন আকাশে নেমে আসে। এখানে ফেরেশতারা এ বিষয়ে আলোচনা করেন। শয়তান তা আড়িপেতে শোনে, তবে অনেকাংশে অস্পষ্ট ও বিকৃতভাবে শোনে। তারপর তারা তা পৃথিবীর জ্যোতিষীদের কাছে পৌঁছায়। এর ভেতরে কিছু ভুল ও কিছু নির্ভুল থাকে। জ্যোতিষীরা আবার তা মানুষকে শোনায়। এতে কিছু কথা যথার্থ এবং কিছু কথা বিকৃত থাকে। এরপর আল্লাহ্ এ সব নক্ষত্র নিক্ষেপ করে শয়তানদের প্রতিহত করেন। তাই জ্যোতিষীদের তথ্য সরবারাহ এখন বন্ধ। এখন আর কোন জ্যোতিষবিদ্যার অস্তিত্ব নেই।[১]

---

১. এখন যে জিনিসটি বন্ধ হয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, তা হলো : জাহিলিয়াত যুগে শয়তানরা যে তথ্য জানতে পারত, তা আর জানতে পারবে না। সে সময় তারা আকাশ থেকে আড়িপেতে এ সবের কিছু কিছু যোগাড় করত। এ যুগের কিছু কিছু লোক জিনের কাছ থেকে কিছু কিছু তথ্য পেয়ে থাকে। এগুলো পৃথিবীতেই জিনেরা দেখে সংগ্রহ করে, যা মানুষেরা দেখতে পায় না। যেমন কে কার জিনিস চুরি করেছে ইত্যাদি। তারা যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করে, তা হয় সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক, নচেৎ মেঘের ভেতরে ফেরেশতারা যেসব কথাবার্তা বলেন, তা থেকে জিনদের সংগৃহীত। এর দু'একটা সঠিক হতে পারে এবং অধিকাংশই মিথ্যা ও ভূয়া। (দ্র. রওযুল উনুফ)

সাহম গোত্রের জ্যোতিষী গায়তালা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কিছু বিদ্বান ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, জাহিলী যুগে বনূ সাহমের গায়তালা নাম্মী এক মহিলা জ্যোতিষী ছিল। তার কাছে জিন আসত। একদিন রাতে সে এসে যমীনের ওপর ধপাস করে পড়ে গেল এবং বলল, আমি এক বিশেষ দিন সম্পর্কে জানি, যা হবে আহত ও নিহত করার দিন। কুরায়শদের লোকেরা একথা শুনে বলল, সে কি বুঝাতে চায় ? পরদিন রাতে সে আবার এসে ধপাস করে যমীনের ওপর পড়ে গেল এবং বলল, গিরিপথ, কা'বের বংশধর গিরিপথে মরবে। (কা'বের বংশধর অর্থাৎ কুরায়শ) কথাটা যখন কুরায়শদের কানে গেল, তখন তারা এর মর্ম উদ্ধার করতে পারল না। পরে যখন বদর ও উহুদের যুদ্ধ গিরিপথে সংঘটিত হল এবং নেতৃস্থানীয় কুরায়শরা নিহত হল, তখন তারা কথাটার মর্ম বুঝল।

গায়তালার বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : গায়তালা বনূ মুররা ইব্‌ন আবদে মানাত ইব্‌ন কিনানার মুদলিজ শাখার এক মহিলা। আবূ তালিব স্বীয় কবিতায় যে গায়তালীদের কথা বলেছেন, এ মহিলা তাদেরই মাতা! আবূ তালিব বলেছেন : যারা গায়তালীদের কথায় বদলে যায়, তাদের আশা কখনো পূর্ণ হয় না। বনূ সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স গায়তালী গোত্র নামে খ্যাত।

জান্‌ব গোত্রের জ্যোতিষী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আলী ইব্‌ন নাফে' জুরাশী আমাকে বলেছেন যে, ইয়ামানের জান্‌ব গোত্রে জাহিলী যুগে একজন জ্যোতিষী ছিল। তারা যখন রাসূলুল্লাহ (রা)-এর ব্যাপারটা শুনতে পেল, তখন জানব গোত্রের লোকেরা তার কাছে জানতে চাইল যে, এ লোক [মুহাম্মদ (সা)]-এর ভবিষ্যত কি ? এ বলে তারা সেই পাহাড়ের নীচে জমা হলো, যেখানে সে থাকত। যখন সূর্য উঠল, তখন সে তাদের কাছে আসল এবং ধনুকের ওপর ভর করে দাঁড়াল। এরপর অনেকক্ষণ আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে নাচানাচি করল। অবশেষে লোকদের লক্ষ্য করে বলল : হে লোক সকল ! আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা)-কে সম্মানিত ও মনোনীত করেছেন। তিনি তাঁর অন্তরকে পবিত্র করে নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। হে জনগণ ! সে তোমাদের মাঝে অল্পদিন অবস্থান করবে। এতটুকু বলেই পাহাড়ে চলে গেল।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব ও সুওয়াদ ইব্‌ন কারিবের কথোপকথন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একবার হযরত উমর (রা) মসজিদে নববীতে বসে ছিলেন। এমন সময় (সুওয়াদ ইব্‌ন কারিব নামক) এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং তাঁর কাছে উপস্থিত হল। হযরত উমর (রা) তাকে দেখে বললেন, এ লোকটি তো এখনো শিরক ত্যাগ করেনি এবং সে জাহিলী যুগের জ্যোতিষী ছিল। লোকটি তৎক্ষণাৎ হযরত উমরকে সালাম করে বসল।

হযরত উমর (রা) তাকে বললেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছে ? সে বলল : হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি তাকে বললেন : তুমি কি জাহিলী যুগের জ্যোতিষী ছিলে? সে বলল : সুবহানাল্লাহ! হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমার ব্যাপারে অনুমান করেছেন। আপনি আমার সাথে এমন বিষয় আলোচনার অবতারণা করেছেন, যা আপনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর, আপনার প্রজার মাঝে কারো সাথে আপনি আলোচনা করেননি। হযরত উমর বললেন : হে আল্লাহ্, আমাকে মাফ কর। বস্তুত আমরা জাহিলী যুগে এর চেয়েও খারাপ কাজে লিপ্ত ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম। অবশেষে আল্লাহ্ আমাদের তাঁর রাসূল ও ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন। সে বলল, সত্যিই আল্লাহ্র কসম ! হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি জাহিলী যুগে একজন জ্যোতিষী ছিলাম। হযরত উমর (রা) বললেন : তাহলে আমাকে বল, তোমার জিন সংগীটি তোমাকে কি কি খবর দিত ? সে বলল : ইসলামের আবির্ভাবের একমাস বা তার কিছু আগে আমার কাছে সে এসেছিল। বলল : জিনদের অধপতন, ধর্মে হতাশা এবং স্বপ্নভঙ্গ লক্ষ্য করছ না ?

ইব্ন হিশামের মতে, এ কথাটা কবিতা নয়, তবে ছন্দোবদ্ধ ছিল।

আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব বলেন : তারপর হযরত উমর (রা) জনগণকে সম্বোধন করে বললেন : আল্লাহ্র কসম ! ইসলাম গ্রহণের একমাস আগে একবার আমি কতিপয় কুরায়শীর সাথে একটি মূর্তির সামনে উপস্থিত ছিলাম। তার আগেই জনৈক আরব এ মূর্তির সামনে একটি বাছুর বলি দিয়েছিল। আমরা সবাই ঐ বলির গোশতের অংশ লাভের অপেক্ষায় ছিলাম। এ সময় মৃত বাছুরটির পেট থেকে এমন আওয়াজ শুনলাম, যা থেকে বিকট আওয়াজ এর আগে আমি আর কখনো শুনিনি। আওয়াজ ছিল : হে যবেহ্কৃত বাছুর। একটি সাফল্যজনক ব্যাপার আসন্ন। এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলছে : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমি এ আওয়াজ খুবই স্পষ্টভাবে শুনেছিলাম।

ইব্ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় আছে, আওয়াজটা এরূপ ছিল যে, একজন লোক চিৎকার করে বিশুদ্ধ ভাষায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছে। জনৈক কবি এ সম্পর্কে আমাকে বলেছেন : "জিনদের হতাশা ও হিদায়াতের আশায় মক্কায় নেমে আসতে দেখে আমি অবাক হয়েছি।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আরব জ্যোতিষীদের বিবরণ এটুকুই আমি পেয়েছি।

রাসূল (সা) সম্পর্কে ইয়াহূদীদের হুশিয়ারী

তাঁর নবুওয়তপ্রাপ্তি তারা অস্বীকার করে

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইবন উমর ইব্ন কাতাদা তাদের গোত্রের কিছু লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে জানিয়েছেন যে, তারা বলত : আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও হিদায়াতের পাশাপাশি

যে জিনিসটি আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা যোগায়, তা হলো ইয়াহূদীদের কাছ থেকে শোনা পূর্বাভাস। আমরা মুশরিক ও পৌত্তলিক ছিলাম, আর তারা ছিল কিতাবধারী। তারা জানত, আমরা তা জানতাম না। তাদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব-কলহ লেগেই থাকত। যখন আমরা তাদের সাথে এমন আচরণ করতাম, যা তারা পসন্দ করত না, তখন তারা আমাদের বলতো, অপেক্ষা কর, মজা দেখাব। একজন নবীর যুগ ঘনিয়ে এসেছে। তিনি অচিরেই আসবেন। তখন আমরা তাঁর সংগী হয়ে আদ ও ইরামের মত তোমাদের হত্যা করব। এ ধরনের ধমক তাদের কাছ থেকে আমরা প্রায়ই শুনতাম।

তারপর যখন আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা)-কে পাঠালেন এবং তিনি আমাদের আল্লাহ্র দিকে ডাকলেন, তখন আমরা ইয়াহূদীদের হুমকির কথা মনে রেখে, তাদেরও আগে রাসূলের ওপর ঈমান আনলাম। অথচ তারা তাঁকে অস্বীকার করল। আমাদের ও তাদের সম্পর্কে সূরা বাকারার এ আয়াত নাযিল হয় :

"যখন তাদের নিকট যা আছে, আল্লাহ্র নিকট থেকে তার সমর্থক কিতাব আসল, যদিও আগে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও তারা যা জানত তা যখন তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত।" (২ : ৮৯)

يستفتحون ইবন হিশাম বলেন : অর্থ সাহায্য করা, ফায়সালা চাওয়া। আল্লাহ্র কিতাবে আছে ربنا افتح "হে আমাদের রব আমাদের কাওমের মধ্যে ফায়সালা করে দাও।"

জনৈক ইয়াহূদী সম্পর্কে সালামার বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : সালামা নামক এক বদরী সাহাবী বলেন যে, আবদে আশহাল গোত্রের এক ইয়াহূদী আমাদের প্রতিবেশী ছিল। একদিন সে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বনূ আবদে আশহালের সামনে দাঁড়াল। সে সময় আমি ঐ বসতির সবচেয়ে অল্পবয়স্ক ছেলে ছিলাম। একটা চাদর গায়ে দিয়ে আমি ঘরের বারান্দায় শুয়েছিলাম। ইয়াহূদী লোকটি ওখানে দাঁড়িয়ে কিয়ামত, আখিরাত, হিসাব-নিকাশ, দাঁড়িপাল্লা, বেহেশ্ত-দোযখ ইত্যাদি সম্পর্কে ভাষণ দিল।

এসব কথা সে একটি মুশরিক ও পৌত্তলিক গোত্রের লোকদের সম্বোধন করে বলল, যারা মৃত্যুর পরে পুনরুজীবনে বিশ্বাস করত না। তারা তাকে ধমক দিয়ে বলল, তোমার জন্য আফসোস ! তুমি কি সব আবোল-তাবোল বকছ ? এসব কি সত্যিই হবে বলে তুমি মনে কর? মৃত্যুর পরে কি মানুষ পুনরুজ্জীবিত হয়ে একটা নতুন জগতে একত্রিত হবে, যেখানে বেহেশ্ত ও দোযখ থাকবে এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজের বিনিময় দেয়া হবে ? সে বলল, হ্যাঁ, এরূপই হবে। যারা এটা মানে না, তাদের জন্য সেখানে একটা বিশাল চুলো থাকবে, সেখানে তারা দগ্ধ হবে, তখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে। লোকেরা বলল, বল কি ?

তাহলে তার কিছু লক্ষণ বল। সে বলল, এই অঞ্চল থেকে অচিরেই একজন নবী আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। সে হাতের ইশারা দিয়ে মক্কা কিংবা ইয়ামানকে দেখাল। লোকেরা বলল, কতদিনের মধ্যে তিনি আসতে পারেন বলে তোমার ধারণা ? সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই বালকটি যদি পূর্ণ আয়ু পায়, তাহলে সে তাঁকে দেখতে পাবে। সালামা বলেন : এর কিছুদিন পর আল্লাহ্ রাসূল (সা)-কে পাঠালেন। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম কিন্তু ঐ ইয়াহূদীটি হিংসা ও বিদ্বেষবশত ঈমান আনল না। আমরা বললাম, কি হে তুমি না এইসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলে ? সে বলল : হ্যাঁ, করেছিলাম। তবে তিনি ইনি নন।

সা'লাবা আসীদ ও আসাদ-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন হায়্যাবান নামক জনৈক ইয়াহূদীর কারণে বনূ কুরায়যা গোত্রের মিত্র বনূ হাদলের সা'লাবা আসীদ ইবন সায়ীয়া ও আসাদ ইবনে উবায়দ (র) ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসীম ইবন ওমর ইবন কাতাদা বনূ কুরায়যার এক বৃদ্ধ থেকে বলেন : "তুমি কি জান সালাবা ও আসীদ ইবনে সায়ীয়া ও আসাদ ইবন উবায়দ নামক বনূ কুরায়যার শাখা গোত্র বনূ হাদনের কিছু লোক কেন ইসলাম গ্রহণ করেছিল? তারাও বনূ কুরায়যার সাথে জাহিলিয়াতে ছিল। তারপর তাদের নেতারা ইসলাম গ্রহণ করে ?" ঐ বৃদ্ধ বলল : "আমি বললাম, না।" লোকটি বলল : সিরিয়ার অধিবাসী ইবনে হায়্যাবান ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু বছর আগে বনূ হাদলের কাছে আসে। সে তাদের সাথে বসবাস করতে থাকে। আল্লাহ্র শপথ ! তার মত নিয়মিত উত্তমরূপে নামায পড়তে আর কাউকে দেখিনি। দেশে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বনূ হাদল তাকে দিয়ে ইসতিস্কার নামাযও পড়াত এবং তার কাছে ইসতিসকার নামাযের অনুরোধ করলে সে বলত, আল্লাহ্র কসম! তোমরা সাদকা না দেয়া পর্যন্ত আমি পড়াব না। আমরা বলতাম কত? এক সা' (৩৩০০ গ্রাম) খেজুর বা দুই 'মুদ' যব (৫২০ দিরহাম পরিমাণ) আমরা দিয়ে দেয়ার পর সে যখনই ইসতিস্কার নামায পড়ে বৃষ্টির দু'আ করত, তখনই বৃষ্টি হত। এ রকম ঘটনা একবার-দু'বার বা তিনবার নয়, বহুবার ঘটেছে। এরপর যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন সে মদীনার ইয়াহূদীদের ডেকে বলল, কি কারণে আমি সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের দেশ থেকে এ ক্ষুধার দেশে এসেছি তা জান ? তারা বলল, তুমিই ভালো জান। সে বলল : একজন নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছি। তাঁর সময় আসন্ন। এ শহরে তিনি হিজরত করবেন। আমি আশা করেছিলাম, আমার জীবদ্দশায়ই তিনি আসবেন এবং আমি তাঁর অনুসারী হব। যদি আমি বেঁচে থাকতে তিনি না আসেন, তবে তিনি আসার পর তোমরা তাঁর ওপর ঈমান আনতে বিলম্ব করো না। কেননা, তাঁর হাতে তাঁর বিরোধীদের অনেকের রক্তপাত হবে, শিশু ও নারীরা বন্দী হবে। দেখ, তোমাদের আগে যেন অন্যরা তাঁর ওপর ঈমান না আনতে পারে।

পরে যখন রাসূল (রা) বনূ কুরায়যার বসতি ঘেরাও বরলেন, তখন ঐ যুবকেরা বলল হে বনূ কুরায়রা, ইব্ন হায়্যাবান তোমাদেরকে যে নবীর পূর্বাভাস দিয়েছিল, এই তো সেই নবী। তারা বলল : না, ইনি তিনি নন। যুবকরা বলল, আল্লাহ্র কসম, ইনিই সেই নবী। এই বলে তারা বেরিয়ে এলো এবং ইসলাম গ্রহণ করে তাদের জান-মাল ও পরিবার-পরিজনদের হিফাযত করল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াহূদীদের সম্পর্কে এতটুকুই তথ্য আমার জানা আছে।

সালমান ফারসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

সালমান আগে অগ্নিউপাসক ছিলেন। একটি গীর্জায় গিয়ে খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে অবহিত হন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন উমর (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান ফারসী (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন : আমি একজন পারসিক ছিলাম। পারস্যের ইসফাহান প্রদেশের 'জাঈ' নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলাম। আমার পিতা ছিলেন জাঈ গ্রামের দিহ্কান বা মোড়ল। তিনি আমাকে এত বেশি স্নেহ করতেন যে, আমাকে বাড়ি থেকে কোথাও যেতে দিতেন না। দাসদাসীর মত তিনি আমাকে বাড়িতে আটকিয়ে রাখতেন। এ সময়ে আমি অগ্নি-উপাসনায় খুবই দক্ষতা অর্জন করি। এক মুহূর্তও যাতে আগুন নিভতে না পারে এমনভাবে কুণ্ডলী জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্বে ছিলাম আমি। আমার পিতার একটি বিরাট ভূসম্পত্তি ছিল। একটা ভবন তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি ঐ ভূসম্পত্তিটি দেখাশোনা করতে পারতেন না। অগত্যা ঐ সম্পত্তির দেখাশোনা এবং সেই সাথে তার ঈপ্সিত আরো কাজের দায়িত্ব তিনি আমার ওপর ন্যস্ত করলেন এবং সেখানে যেতে বললেন। তবে সেই সাথে বলে দিলেন যে, তুমি আমার দৃষ্টির আড়ালে যাবে না। মাঝে মাঝে দেখা করবে। তা না হলে ঐ ভূ-সম্পত্তির চেয়েও তোমাকে নিয়ে আমি বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ব।

পিতার নির্দেশ অনুসারে আমি সেই ভূসম্পত্তিটি দেখতে চলে গেলাম। পথে একটি খ্রিস্টীয় গীর্জায় লোকজনকে উপাসনারত অবস্থায় শব্দ করতে দেখলাম। পিতার অন্ধ স্নেহের শিকার হয়ে বাড়িতে বন্দী হয়ে থাকার কারণে সমাজের কোন খবরই আমি রাখতাম না। তাদের হৈচৈ শুনে সেখানে তারা কি করছিল, তা দেখার জন্য আমি গীর্জার ভেতরে ঢুকে গেলাম। তাদের উপাসনা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম এবং আমি তাদের এ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। মনে মনে বললাম, আমাদের ধর্মের চেয়ে এটা অবশ্যই ভালো। আল্লাহ্র কসম! সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি সেখানে অবস্থান করলাম। পিতার ভূসম্পত্তি দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। এরপর আমি গীর্জার লোকদের জিজ্ঞেস করলাম : এ ধর্মের উৎস কোথায়? তারা বলল, সিরিয়ায়।

এরপর আমি আমার পিতার কাছে ফিরে এলাম। পিতা ইতিপূর্বেই আমার সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি সকল কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে আমার চিন্তায় অধীর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কাছে যখন এলাম, তখন তিনি বললেন, তুমি কোথায় ছিলে, বাবা ? তোমার কাছ থেকে আমি যে অংগীকার নিয়েছিলাম, তা কি তুমি ভুলে গেছ ? আমি বললাম, বাবা, যাওয়ার পথে একটি গীর্জায় কিছু লোককে উপাসনা করতে দেখলাম। পরে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দেখে আমার বড়ই ভালো লাগল। তাই সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের সাথে থেকে গেলাম। তিনি বললেন, ঐ ধর্ম ভালো নয় বাবা। তোমার ও তোমার পিতৃপুরুষদের ধর্ম তার চেয়ে ভালো। আমি বললাম, কখনো নয়। ঐ ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে ভালো। এতে তিনি আমাকে নিয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। আমার পায়ে একটি শিকল পরিয়ে তিনি আমাকে তার ঘরে আটক করে রাখলেন।

খ্রিস্টান দলের সাথে সালমানের পলায়ন

এ সময় আমি গোপনে গীর্জার খ্রিস্টানদের নিকট খবর পাঠালাম যে, আপনাদের কাছে সিরিয়া থেকে কোন কাফেলা এলে আমাকে জানাবেন। কিছুদিন পর তাদের কাছে সিরিয়া থেকে খ্রিস্টানদের একটা বাণিজ্যিক কাফেলা এল। তারা যথাসময়ে আমাকে খবরটি জানাল। আমি বলে পাঠালাম, এই কাফেলার কাজ যখন শেষ হবে এবং তারা দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেবে, তখন আমাকে জানাবেন। তারপর কাফেলা স্বদেশে ফেরার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলে তারা আমাকে এ খবর জানাল। আমি পায়ের বেড়ী ফেলে দিয়ে তাদের সাথে সিরিয়া চলে গেলাম। সিরিয়ায় গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী কে ? তারা আমাকে বলল, গীর্জার প্রধান যাজকই সবচেয়ে জ্ঞানী।

একজন খারাপ পাদ্রীর সাথে সালমান

সালমান বলেন, আমি তার কাছে হাযির হলাম। তাকে বললাম, আমি এ ধর্মের প্রতি আগ্রহী। আমি আপনার সহচর হতে চাই। আমার ইচ্ছা আপনার এ গীর্জায় আপনার সেবা করি এবং আপনার কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করি এবং আপনার সাথে উপাসনা করি। তিনি বললেন, গীর্জার ভেতরে চল। আমি তার সাথে গীর্জায় প্রবেশ করলাম। পরে বুঝতে পারলাম, লোকটি ভীষণ অসৎ। সে জনগণের কাছ থেকে সাদকা আদায় করে এবং তা গরীবদের না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করে। এভাবে সে বিপুল সম্পদ সঞ্চয় করে। আমি তাকে খুবই ঘৃণা করতে লাগলাম।

সে মারা গেলে, তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে খ্রিস্টানরা সমবেত হল। আমি তাদের বললাম, লোকটি অসৎ। তোমাদের সাদকা দিতে উপদেশ দিত ও উদ্বুদ্ধ করত; কিন্তু তোমাদের দেয়া সাদকাগুলো সে আত্মসাৎ করত এবং গরীবদের এ থেকে কিছুই দিত না। তারা আমাকে বললো, তুমি যা বলছ, তার প্রমাণ কি ? আমি বললাম, সে যে সম্পদ জমা করেছে, তা আমি তোমাদের দেখাতে পারি। তারা বলল, দেখাও তো। আমি তাদের যাজকের থাকার জায়গাটা

দেখালাম। তখন তারা সেখান থেকে সোনা-রূপা ভর্তি সাতটা কলসী বের করলো। তা দেখে তারা বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! এ নরাধমকে আমরা কবর দেব না।

তারপর তার লাশকে তারা শূলে চড়াল, তাতে পাথর নিক্ষেপ করল। তারপর তারা নতুন এক যাজক নিয়োগ করল।

একজন সৎ যাজকের সাথে সালমান

সালমান বলেন, এই নতুন যাজকটি ছিলেন সর্বদিক দিয়ে অতুলনীয়। পৃথিবীর সম্পদের প্রতি তিনি ছিলেন একেবারেই আসক্তিহীন। তার সমস্ত আসক্তি ছিল আখিরাতের প্রতি। দিনরাত তিনি উপাসনায় মশগুল থাকতেন এবং মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। এই যাজককে আমি এত ভালোবাসতাম যে, ইতিপূর্বে আমি আর কাউকে কখনো এত ভালবাসিনি। তার সাথে দীর্ঘদিন কাটালাম।

তারপর তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, হুযূর! আমি তো আপনার সংগে দীর্ঘদিন কাটালাম এবং আপনাকে সবচাইতে বেশি ভালবাসতাম। এখন তো আপনার শেষ অবস্থা। এখন আপনি আমাকে কার কাছে যেতে বলেন এবং কি করার নির্দেশ দেন ? তিনি বললেন : বাবা, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যতটা খাঁটি ধর্মের অনুসারী ছিলাম, এখন তেমনটি আর কাউকে দেখি না। ভাল লোকেরা বিদায় নিয়ে গেছে। এখন যারা আছে, তারা ধর্মকে অনেকাংশে বিকৃত করে ফেলেছে এবং অনেকখানি বর্জন করেছে। তবে মূসেলে (মাওসিলে) এক ব্যক্তি আছে। সে আমার মত খাঁটি ধর্মের অনুসারী। তুমি তার কাছে চলে যাও।

মূসেল শহরে সালমান ও তার সাথী

তাঁর মৃত্যুর পর আমি মূসেলের যাজকের কাছে গেলাম। তাকে বললাম : অমুক যাজক মৃত্যুর সময় আমাকে আপনার কাছে আসার জন্য ওসীয়ত করে গেছেন এবং আমাকে একথাও বলে গেছেন যে, আপনিও তার মত সত্য ধর্মের অনুসারী। তখন তিনি আমাকে তার কাছে থাকবার অনুমতি দিলেন।

আমি তার কাছে থেকে গেলাম। দেখলাম, সত্যিই তিনি খুবই সৎলোক। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে আমি তাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম, হুযূর, অমুক ধর্মযাজক তো আমাকে আপনার কাছে আসার জন্য ওসীয়ত করেছিলেন। এখন তো আপনার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। আপনি আপনি আমাকে কার কাছে যেতে ওসীয়ত এবং কি করার নির্দেশ দেন ? তখন তিনি বললেন : বাবা, আমি যেমন সত্য ধর্মের অনুসারী ছিলাম এরূপ আর কেউ নেই। তবে নসীবায়নে অমুক লোক আছে, তুমি তার কাছে যাও।

নসীবায়নে সালমান ও তার সাথী

যখন তিনি মারা গেলেন, তখন আমি নসীবায়নে সেই ধর্মযাজকের নিকট চলে গেলাম এবং তাকে আমার সমস্ত ব্যাপার খুলে বললাম। তিনি আমাকে থাকতে দিলেন। এ ব্যক্তিকেও আমি আগের দু'জনের মত সৎ ও নিষ্ঠাবান পেয়েছিলাম। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনিও মারা গেলেন। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে, আমি তাকে বললাম, হুযূর, অমুক ধর্মযাজক তো আমাকে আপনার কাছে আসতে বলেন, এখন আপনি আমাকে কার কাছে যেতে বলেন এবং কি নির্দেশ দেন ? তিনি বললেন : আমার জানামতে এমন কেউ নেই, যে আমার মত সত্য ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, যার কাছে আমি তোমাকে যেতে বলতে পারি। তবে রোম দেশে আম্মুরিয়া নামক স্থানে এক ব্যক্তি আছেন, যিনি আমার মত। যদি তুমি চাও, তবে তার কাছে যেতে পার।

সালমান ও তার সাথী আম্মুরিয়ায়

তিনি যখন মারা গেলেন, তখন আমি আম্মুরিয়ার সাথীর নিকট গেলাম এবং তাকে আমার সব খবর জানালাম। তিনি আমাকে তাঁর কাছে থাকতে বললেন। আমি তাকে একজন সৎব্যক্তি হিসাবে পেলাম। এখানে আমি শুধু ধর্মীয় অনুশীলনেই ক্ষান্ত থাকিনি, অর্থোপার্জনের সুযোগও পেয়েছিলাম। আমার বহু গরু-ছাগল হয়েছিল।

এরপর তারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল। এ সময় আমি তাকে আমার অতীতের অভিজ্ঞতাসমূহ জানালাম। আমি তাকে বললাম, হুযূর! আপনার মৃত্যুর সময় তো ঘনিয়ে এসেছে। আপনার মৃত্যুর পর আমি কোন্ ব্যক্তিকে ধর্মযাজক হিসাবে গ্রহণ করব ? এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন ? তখন তিনি বললেন, বাবা, আল্লাহ্‌র কসম! এখন আর আমাদের এই ধর্ম সঠিকভাবে অনুসরণ করে এমন কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। তবে একজন নতুন নবীর আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মসহ প্রেরিত হবেন। তিনি আরবভূমিতে আবির্ভূত হবেন। দুই মরুর মাঝে খেজুর বাগানে পরিপূর্ণ এক জায়গায় তিনি হিজরত করবেন। তাঁর আলামতগুলো সুস্পষ্ট হবে। তিনি হাদিয়া নেবেন কিন্তু সাদকা গ্রহণ করবেন না। তার দুই কাঁধের মাঝখানে নবুওয়তের সীল থাকবে। তুমি যদি সেই দেশে যেতে পার, তবে সেখানে যাবে।

সালমান ও তার অপহরণকারীরা ওয়াদিল কুরায় ও সেখান থেকে মদীনায়

এরপর এ ব্যক্তি মারা গেলে আমি কিছুকাল আম্মুরিয়াতে অবস্থান করলাম। তখন বনূ কাল্‌বের একদল বণিক আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের আমি বললাম, তোমরা আমাকে আরব দেশে নিয়ে যাও এবং এর বিনিময়ে আমি তোমাদের এসব গবাদি পশু দিয়ে দেব। তারা এ প্রস্তাবে রাযী হল। আমি তাদের আমার গবাদি পশু দিলাম এবং তারা আমাকে তাদের সাথে নিয়ে চলল। কিন্তু ওয়াদিল কুরাতে পৌঁছার পর তারা আমার ওপর যুলুম করল এবং আমাকে

জনৈক ইয়াহূদীর নিকট দাস হিসাবে বিক্রি করে ফেলল। আমি তার কাছে থাকতে লাগলাম। সেখানে খেজুর গাছ দেখে ভাবলাম, আম্মুরিয়ার পাদ্রীর কাছে যে জায়গার কথা শুনেছিলাম, এটা হয়তো সেই জায়গা। কিন্তু আমার কাছে এটা স্পষ্ট ছিল না।

এ সময় মদীনার বনূ কুরায়যা গোত্র থেকে ঐ ইয়াহূদীর এক চাচাতো ভাই এল। সে আমাকে কিনে নিয়ে মদীনায় গেল। আল্লাহ্‌র কসম! মদীনাকে দেখেই আমি চিনতে পারলাম যে, এটাই আমার আম্মুরিয়ার উস্তাদের বর্ণিত জায়গা। আমি সেখানে থাকতে লাগলাম, আর এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবূওয়াতপ্রাপ্ত হন এবং যতদিন মক্কায় থাকার পরিবেশ ছিল, ততদিন মক্কায় থাকেন। গোলাম থাকার কারণে তাঁর সম্পর্কে আমার পক্ষে আর কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। তারপর তিনি মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন।

একদিন আমি একটি খেজুরভর্তি গাছের মাথায় উঠে আমার মনিবের জন্য কিছু কাজ করছিলাম। মনিব তখন আমার ঠিক নিচে বসা ছিলেন। সহসা তার এক চাচাতো ভাই এসে তাকে বলল : আল্লাহ্ কায়লার বংশধরকে ধ্বংস করুন (আওস ও খাযরাজ এই দুই গোত্রের মাতার নাম কায়লা)। ওরা এখন মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির চার পাশে কুবা নামক স্থানে ভিড় জমিয়েছে। লোকটি আজই এসেছে। তারা ধারণা করে যে, সে নাকি নবী।

কায়লার বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সে হল কায়লা বিন্‌ত কাহিল ইব্‌ন উযরা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন সাওদ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযাআ। (এ মহিলা) আওস ও খাযরাজের মা।

নু'মান ইব্‌ন বাশীর আনসারী আওস ও খাযরাজের প্রশংসা করে বলেন : "কায়লার সন্তানেরা এমন সব সরদার যে, তাদের সাথে মিশে কেউ বিব্রত হয় না। তারা এমন উদারচেতা বীর, যারা তাদের পিতৃপুরুষদের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে।"

উপরোক্ত পংক্তি দুটি নু'মান ইব্‌ন বশীরের এক দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্‌ন উমর (র) ইবন কাতাদাল আনসারী ... ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান (রা) বলেছেন : যখন আমি খেজুর গাছের মাথা থেকে একথা শুনলাম, তখন আমার ভেতরে এমন আনন্দ ও উত্তেজনা দেখা দিল যে, আমি বেসামাল হয়ে আমার মনিবের ঘাড়ের ওপর পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে এলাম। আমি ঐ লোকটিকে বললাম : আপনি কি বলছিলেন ? এ কথা শুনে আমার মনিব রেগে গিয়ে আমাকে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মারল এবং বলল : তোর তা দিয়ে কি কাজ? নিজের কাজে মনোনিবেশ কর। আমি বললাম : আমার কোন দরকার নেই। কেবল কৌতুহলবশত জিজ্ঞেস করেছিলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সালমান (রা)-এর উপস্থিতি

সালমান বলেন, এ সময় আমার কাছে কিছু খাবার জিনিস জমা ছিল। সন্ধ্যাবেলায় আমি সেই খাদ্য সামগ্রী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন কুবায় অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি জানতে পেয়েছি যে, আপনি একজন সৎ লোক। আপনার সাহাবীদের অনেকেই দরিদ্র ও অভাবী। আমার কাছে কিছু সাদকার জিনিস জমা আছে। ভাবলাম, অন্যের তুলনায় আপনি এর বেশি হকদার। এ বলে, আমি তা তাঁর সামনে এগিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের তা খেতে বললেন: কিন্তু নিজে তা খেলেন না। তখন আমি মনে মনে বললাম : একটি আলামত পেয়ে গেলাম। তারপর আমি তাঁর কাছ থেকে চলে এলাম।

এবার কিছু খাবার জিনিস সংগ্রহ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবা থেকে মদীনায় চলে এসেছেন। আমি তাঁর কাছে খাবার জিনিসগুলো নিয়ে হাযির হলাম এবং তাঁকে বললাম, ইতিপূর্বে আমি দেখেছি আপনি সাদকার জিনিস খান না। তাই এবার যা এনেছি, তা সাদকা নয়, বরং হাদিয়া। এটা আপনার প্রতি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ এনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা থেকে কিছু খেলেন এবং তাঁর সাহাবীদের খেতে বললেন। তারাও তাঁর সংগে খেলেন। তখন আমি মনে মনে বললাম, আম্মুরিয়ার যাজক এ যুগের নবীর যে আলামতগুলো বলেছিলেন, এ হলো তার দ্বিতীয়টি।

এরপর তিনি যখন বাকীউল গারকাদ নামক কবরস্থানে তাঁর জনৈক সাহাবীর দাফন সম্পন্ন করে ফিরে আসছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন আমার গায়ে ছিল দুটো ঢিলেঢালা পোশাক। তিনি তাঁর সাহাবীদের মাঝে বসে ছিলেন। এ সময় আমি তাঁকে সালাম দিলাম। এরপর আমি ঘুরে গিয়ে তাঁর পিঠের দিকে তাকাতে লাগলাম। ভাবলাম, আমার উস্তাদ যে নবুওয়তের মোহরের কথা বলেছেন, তা দেখা যায় কিনা ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি সম্ভবত কোথাও থেকে তাঁর কোন বিষয় জেনে এসেছি এবং তা সত্য কিনা তার অনুসন্ধান চালাচ্ছি। তাই তিনি তাঁর গায়ের চাদর তাঁর পিঠের ওপর থেকে ফেলে দিলেন। তখন আমি মোহরটি দেখে চিনতে পরলাম। আমি মোহরটিতে চুমু খাওয়ার জন্য তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়লাম এবং কাঁদতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন, সামনে এসো। আমি সামনে এসে বসে পড়লাম। তারপর আমার অতীতের সমস্ত ঘটনা তাঁকে খুলে বললাম।

হে ইব্ন আব্বাস! যেমন আমি এখন তোমার কাছে বর্ণনা করছি, তেমনিভাবে আমি তাঁর কাছে আমার সব ঘটনা বলি। শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বললেন। এরপর দাসত্বের কারণে সালমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক সালমানকে দাসত্ব থেকে মুক্তি অর্জনের উপদেশ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এক সময় রাসূল (সা) আমাকে বললেন, সালমান ! তুমি মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তিলাভের উদ্যোগ নাও। তাঁর পরামর্শ অনুসারে আমি আমার মনিবকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তিলাভের ইচ্ছা জানালাম। বিনিময়ে ৩০০টি খেজুরের চারা লাগিয়ে দিতে এবং তাকে ৪০ উকিয়া (৪০ আউন্স) সোনা দিতে স্বীকার করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর। সাহাবীরা তাঁদের সাধ্যমত খেজুর চারা দিয়ে আমাকে সাহায্য করলেন এবং এভাবে ৩০০টি চারাগাছ সংগৃহীত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন, সালমান ! এগুলো নিয়ে যাও এবং যমীন তৈরি কর। তারপর আমার কাছে এসো। আমি নিজ হাতে চারাগুলো লাগিয়ে দিয়ে আসব। সালমান (রা) বলেন : আমি ভূমি তৈরি করলাম এবং এ কাজে আমার সাথীরা আমাকে সাহায্য করলেন। যখন আমি এ কাজ শেষ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গিয়ে এ খবর জানালাম। তিনি [রাসূল (সা)] আমার সংগে বাগানে আসলেন। তখন আমরা তাঁর হাতের কাছে খেজুর চারা এগিয়ে দিতে লাগলাম আর তিনি স্বহস্তে তা যমীনে রোপণ করতে লাগলেন। এভাবে আমরা একাজ শেষ করলাম। আল্লাহ্র শপথ! যাঁর হাতে সালমানের জীবন! ঐ তিনশ চারা থেকে একটি চারাও মারা যায়নি।[১]

এভাবে খেজুরের চারা তো লাগানো হল। কিন্তু চল্লিশ উকিয়া (আউন্স) সোনা আমার যিম্মায় বাকী রইল। একদিন কোন একটি খনি থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মুরগীর ডিমের মত এক টুকরা সোনা পেশ করা হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন : সেই মুক্তিকামী পারসিক গোলাম তার মুক্তিপণের ব্যাপারে কি করেছে ? সালমান (রা) বলেন, এরপর আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ডাকা হল। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন : হে সালমান, এটা নিয়ে যাও এবং তোমার বাকী ঋণ পরিশোধ করে দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। আমার ঋণের কতটুকু এ থেকে দেয়া যাবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : নিয়ে যাও। এ দ্বারা আল্লাহ্ তোমার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। আমি ডিম্বাকৃতির সোনার টুকরাটি নিয়ে গেলাম।

আমি সেটি নিয়ে ওযন করলাম। আল্লাহ্র শপথ ! যাঁর হাতে সালমানের জীবন, দেখলাম সেটির ওযন পুরোপুরি ৪০ আউন্স। আমি নিজের মুক্তিপণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে স্বাধীন হয়ে গেলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে খন্দকের লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করি। এরপর সকল যুদ্ধে আমি তাঁর সংগী হয়ে অংশগ্রহণ করি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব আমাকে আবদুল কায়স গোত্রের এক ব্যক্তির কাছ থেকে জানান যে, সালমান বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এতটুকু

---

১. মতান্তরে সালমান (রা) নিজ হাতে একটি চারা লাগান। অবশিষ্ট ২৯৯টি চারা লাগান রাসূলুল্লাহ্ (সা)। সালমান (রা) তাঁর হাতে যে চারাটি লাগান, কেবল সেটি মারা যায় এবং বাকী চারাগুলো বেঁচে যায়। (দ্র. রওযুল উনুফ)।

সোনা দিয়ে আমার মুক্তিপণ কিভাবে শোধ হবে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা নিজের মুখে পুরে দিয়ে বের করে আমাকে দিলেন, তখন তা পুরো ৪০ আউন্স হয়ে গেল। আমি তা দিয়ে আমার সব মুক্তিপণ পরিশোধ করলাম।

ইবন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন উমর (র) আমাকে বলেছেন যে, আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি যে, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) সালমান (রা) থেকে বলেছেন : সালমান ফারসী যখন রাসূল (সা)-কে নিজের বৃত্তান্ত অবহিত করেন, তখন তিনি এ কথাও জানান যে, আম্মুরিয়ার জনৈক খ্রিস্টান ধর্মযাজক তাকে সিরিয়ার একটা স্থানে যেতে বলেছিলেন। সেখানে দুই জংগলের মাঝখানে একজন লোক রয়েছেন, যিনি প্রতি বছর এক জংগল থেকে আরেক জংগলে যান। তখন রুগ্ন লোকেরা তার সাথে দেখা করে। তিনি যার জন্যই দু'আ করেন, সে আরোগ্য লাভ করে। আম্মুরিয়ার যাজক তাকে বলেন, তুমি সেই লোকের কাছে চলে যাও এবং তুমি যে ধর্মের অনুসন্ধান করছ, সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস কর। তিনি তোমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করবেন।

সালমান (রা) বলেন : আমি তখন সেই জায়গায় গেলাম। দেখলাম, লোকেরা তাদের রোগীদের নিয়ে সেখানে সমবেত হয়েছে। অবশেষে সেই ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন। তখন লোকেরা তাদের রোগীদের নিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলল। তিনি যার জন্য দু'আ করলেন। সেই ভাল হল। লোকদের ভিড়ের কারণে আমি তাঁর কাছে পৌছতে পারলাম না। এরপর তিনি পরবর্তী প্রবেশের সময় আমি তাঁর কাছে পৌছলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : ইনি কে ? আমি বললাম : আল্লাহ্ আপনার ওপর রহম করুন, আপনি আমাকে ইব্রাহীমের পবিত্র ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন : তুমি আমাকে এমন একটা বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছ, যে সম্পর্কে এ যুগের আর কেউ জিজ্ঞেস করে না। হারাম শরীফের অধিবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি অচিরেই সেই পবিত্র দীন নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তাঁর কাছে যেও। তিনি তোমাকে সেই দীনে দীক্ষিত করবেন। এ কথা বলার পর তিনি গভীর জংগলে প্রবেশ করলেন।

এ বিবরণ শোনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালমান (রা)-কে বললেন : হে সালমান, তোমার বিবরণ যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি আল্লাহ্র নবী ঈসা ইব্ন মারইয়ামের সাক্ষাত পেয়েছ।

সত্য-দীনের অনুসন্ধানকারী চার ব্যক্তি

ইব্ন ইসহাক বলেন : একদিন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাদের এক জাতীয় উৎসব উপলক্ষে একটি প্রধান মূর্তির নিকট সমবেত হল। এটি ছিল তাদের বার্ষিক উৎসবের দিন। তারপর তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় চারজন নেতা গোপন বৈঠকে বসলেন। এরা হলেন, ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুর্‌রা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ- ইনি খাদীজার আপন চাচাতো ভাই, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ ইব্ন রিআব ইব্ন ইয়া'মার ইব্ন সাব্‌রা ইব্ন মুর্‌রা ইব্ন গানম ইব্ন দূদান ইব্ন আসাদ ইব্ন খুযায়মা। তিনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা উমায়মার ছেলে।

উসমান ইব্‌ন হুয়ায়রিস ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই-(খাদীজার এক চাচার ছেলে) এবং যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুরত ইব্‌ন রিবাহ ইব্‌ন রিযাহ ইবন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ-ইনি ছিলেন উমর (রা)-এর আপন চাচাতো ভাই।

প্রথমে তারা পরস্পরে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, এ বৈঠকের কোন কথাবার্তা বাইরে প্রকাশ করা চলবে না। তারপর তারা পরস্পরে যে বিষয়ে আলোচনা করেন, তা হল : দেশের মানুষ যে ধর্ম পালন করছে, তার কোন ভিত্তি নেই। তারা ইবরাহীমের পবিত্র ধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছে। এ সব প্রতিমা যাদের আমরা পূজা করি, নিছক জড় পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। এরা দেখে না, শোনে না, কারো ভালোমন্দ কিছুই করতে পারে না। তোমরা জনগণের প্রতিনিধি। তোমরা তোমাদের জাতির জন্য নতুন কিছু ভাবো। তোমরা যে পথে চলছ, তার কোন ভিত্তি নেই। এরপর তাঁরা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং ইবরাহীমের পবিত্র ধর্ম অনুসন্ধান করতে থাকেন।

ওয়ারাকা ও ইব্‌ন জাহশের সিদ্ধান্ত

এ অনুসন্ধানের ফলে অবস্থা এরূপ হয় যে, হযরত ঈসা (আ)-এর দীনের প্রতি ওয়ারাকার যে বিশ্বাস জন্মেছিল, তা আরো মযবূত হয়। তিনি খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ধর্মীয় পুস্তকাদি সংগ্রহ করে পড়াশুনা করতে থাকেন। আর উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ যে সংশয়ের মধ্যে ছিলেন, ইসলাম কবূল করার আগ পর্যন্ত তিনি তার ওপরই স্থির থাকেন। এরপর তিনি মুসলিম মুহাজিরদের সংগে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তার সাথে তার স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফ্‌য়ানও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার সংগে হিজরত করেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ আবিসিনিয়ায় গিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম ত্যাগ করেন। পরে খ্রিস্টান থাকা অবস্থায়ই সেখানে মারা যান।

আবিসিনিয়ার মুসলমানদের প্রতি ইব্‌ন জাহ্‌শের দাওয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ আবিসিনিয়ায় গিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যাওয়ার পর সেখানে অবস্থানরত অন্যান্য মুহাজির সাহাবীদেরকেও ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার দাওয়াত দিতেন। তিনি বলতেন, আমার চোখ খুলেছে। তোমাদের চোখ এখনো খুলেনি। অর্থাৎ আমি তো সত্যের সন্ধান লাভ করেছি। আর তোমরা এখনো সত্যের সন্ধানে আছ।

ইব্‌ন জাহশের স্ত্রীর সংগে রাসূলুল্লাহ্‌র বিয়ে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌নে জাহশের ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনত আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারবকে বিয়ে করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইব্‌ন উমায়্যা যামরী (রা) নামক সাহাবীকে এ ব্যাপারে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করেন। আমরের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বার্তা পেয়ে নাজাশী স্বয়ং উম্মে হাবীবার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দেন। এরপর তিনি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বিয়ে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে চারশ দীনার মোহরানা আদায় করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী বলেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান যে পরবর্তীকালে মহিলাদের মোহরানা চারশ দীনার ধার্য করেন, তার দলীল হল এটা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে যিনি উম্মে হাবীবাকে এই মোহরানা অর্পণ করেন, তিনি হলেন খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস।

ইব্‌ন হুয়ায়রিসের রোম সম্রাটের নিকট গমন এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তৃতীয় ব্যক্তি উসমান ইব্‌ন হুয়ায়রিস রোম সম্রাট সীজারের কাছে গিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং সেখানে প্রভাবশালী সভাসদে পরিণত হন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সীজারের নিকট উসমানের অবস্থানকে কেন্দ্র করে বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।[১] কিন্তু মূল আলোচ্য বিষয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হয় বলে তা পরিহার করলাম।

যায়দ ইব্‌ন আমরের ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : চতুর্থ ব্যক্তি যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল ইয়াহূদী বা খ্রিস্টধর্মের কোনটাই গ্রহণ করেননি। তিনি স্ব-জাতির অনুসৃত পৌত্তলিকতাও বর্জন করেন। তিনি মৃত প্রাণী, রক্ত এবং দেব-দেবীর নামে যবেহ করা প্রাণীর গোশ্‌ত ভক্ষণ করতেন না।[২] তিনি

---

১. কথিত আছে যে, সীজার উসমানকে মক্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করে রাজকীয় মুকুট পরিয়ে পাঠান। মক্কায় এলে জনগণ তাকে তীব্র ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। বিশিষ্ট কুরায়শ নেতা আসওয়াদ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা (হযরত খাদীজার চাচা) জোরদার আওয়াজ তোলেন যে, মক্কা চির স্বাধীন ও চিরঞ্জীব। সে কখনো কোন সাম্রাজ্যের অধীনতা মানবে না। এভাবে উসমানের অভিলাষ ব্যর্থ হয়ে যায়। রোম সম্রাট উসমানকে বিত্‌রিক (১০,০০০ সৈন্যের সেনাপতি) উপাধি দেন, যদিও সে একজন অনুসারীও পায়নি। পরে সে সিরিয়ায় পালিয়ে গেলে সেখানকার গাসসানী রাজা তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। এ রাজার নাম ছিল আমর ইব্‌ন জাফনা। (দ্র. রওযুল উনুফ)

২. কথিত আছে যে, বালদাহ্ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) যায়দ ইব্‌ন আমরের সাথে নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সৌজন্যমূলক সাক্ষাত করতে যান। সেখানে রাসূল (সা)-কে কিছু খাবার পরিবেশন করা হল বা তিনি তা পরিবেশন করেন কিন্তু যায়দ নিজে তা খেতে অস্বীকার করেন। যায়দ বলেন, দেব-দেবীর নামে লটারীর মাধ্যমে যেসব পশু যবেহ করা হয় তা আমি খাই না। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, জাহিলী রীতি-প্রথাকে বর্জন করতে আল্লাহ্ যায়দকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করলেন ? অথচ জাহিলী যুগে এরূপ মনোভাব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাঝেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগার কথা ছিল ! কেননা আল্লাহ তাঁকে এরূপ বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই সৃষ্টি করেছিলেন। এর জবাব এই যে, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) খেয়েছিলেন, এমন কথা বলা হয়নি। আর তিনি যদি খেয়েও থাকেন, তবে তাতে দোষ হয়নি। কেননা তখনো শরীআতের বিধি নাযিল করে এগুলোকে হারাম করা হয়নি। আর যায়দ নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার আলোকেই এটাকে বর্জন করে চলতেন।

আবরদের কন্যাশিশু হত্যা করতে নিষেধ করতেন।[১] তিনি আরো বলতেন : আমি ইবরাহীমের রবের ইবাদত করি এবং আরবদের পৌত্তলিকতাকে নিন্দা ও বর্জন করি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্‌ন উরওয়া আমাকে বলেছেন যে, তার পিতা (উরওয়া) তার মাতা আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়লকে কা'বা শরীফের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। সে সময় তিনি ছিলেন থুড়থুড়ে বুড়ো। তিনি সমবেত কুরায়শদের বলছিলেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! যায়দের প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর শপথ করে বলছি, সমগ্র কুরায়শ বংশে আমি ছাড়া আর কেউ ইবরাহীমের ধর্মের ওপর বহাল নেই। হে আল্লাহ ! কোন পদ্ধতিতে তোমার ইবাদত করা তোমার কাছে অধিক প্রিয়, তা জানালে আমি সেই পদ্ধতিতে তোমার ইবাদত করতাম। কিন্তু আমি তা জানি না। এ বলে তিনি নিজের হাতের তালুর ওপর সিজদা করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যায়দের ইন্তিকালের অনেক পরে তার ছেলে সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল এবং তার চাচাতো ভাই উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : আমরা কি যায়দের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ। তাঁকে স্বতন্ত্র একটি উম্মাহ্ হিসাবে কিয়ামতের ময়দানে উঠানো হবে।

পৌত্তলিকতা বর্জনের বিষয়ে যায়দের স্বরচিত কবিতা

যায়দের স্ব-জাতির অনুসৃত ধর্ম পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করায় কাওমের পক্ষ থেকে তার ওপর যে নির্যাতন করা হয়, সে সম্পর্কে তিনি বলেন : একজন প্রভুর আনুগত্য করব, না হাজার হাজার প্রভুর ? যখন জীবন ধারণের প্রক্রিয়া বহুভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। আমি লাত ও উয্‌যা সবাইকেই ছেড়ে দিয়েছি। প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক এরূপই করে থাকে।[২] আমি

---

১. হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জাহিলী যুগে আরো এক ব্যক্তি এরূপ করতেন। তিনি হলেন কবি ফারাযদাকের দাদা সা'সা'আ ইব্‌ন মু'আবিয়া। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি শিশুকন্যা হত্যার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতাম, এর কি প্রতিদান পাব ? রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহ্ যখন তোমাকে ইসলামের নিয়ামত দিয়ে কৃতার্থ করেছেন, তখন তুমি অবশ্যই প্রতিদান পাবে। কথিত আছে যে, আরবরা কন্যাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণাবশতই তাদেরকে হত্যা করত। বিশেষত তাদের ভেতরে কোন খুঁত থাকলে সেটিকে অশুভ লক্ষণ মনে করে কন্যাশিশুকে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করত।

২. লাতের বিবরণ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। উযযার মূর্তিটি এক খেজুর বাগানে রক্ষিত ছিল। আমর ইবন লুআই বলেছিল যে, বিশ্ব প্রভু শীতকালে লাতের কাছে এবং গরমকালে উয্‌যার কাছে থাকেন। সেই থেকে আরবরা উয্‌যাকে বিশেষ মর্যাদা দিত। তারা তার জন্য একটা ঘর বানায়। সেখানে ঠিক কাবার অনুকরণে পশু বলি দেয়া হত। রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের পর এই মূর্তি ভাঙার জন্য খালিদকে পাঠালেন। তখন স্থানীয় প্রবীণরা তাকে বলল, হে খালিদ ! ওটা ভেঙো না। সাবধান হয়ে যাও। কারণ ওটা ভাঙলে আবার আপনা-আপনি সাবেক অবস্থায় বহাল হয়ে যায়। কিন্তু খালিদ তবু তা ভেংগে গুড়িয়ে দিলেন, অবশ্য মূর্তিটার গোড়ার অংশ ও ভিত বহাল রাখলেন। মন্দিরের রক্ষক বলল : আল্লাহ্‌র কসম, উয্‌যা আবার পূনর্বহাল হবে এবং যে তাকে ভেংগেছে, তার ওপর প্রতিশোধ নেবে। এরপর খালিদ রাসূল (সা)-এর নিকট ফিরে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানান। রাসূল (সা) বললেন : খালিদ ! তুমি ভাঙার পর কি কোন

উয্যারও পূজা করি না। তার দুই মেয়েরও পূজা করি না। বনূ আমরের দুই মূর্তির কাছেও আমি যাই না। হুবালকেও আমি মানি না। অথচ সে আবহমানকাল থেকে আমাদের প্রভু সেজে বসেছিল। আমি তখন নানা রকম স্বপ্ন দেখতাম। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম এসব কি হচ্ছে। বস্তুত রাতের বেলা অনেক আজব ঘটনা ঘটত। কিন্তু দিনের বেলা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সঠিক জিনিস চিনতে পারে। আমি ভাবতাম যে, আল্লাহ্ তো সীমা অতিক্রমকারী বহুলোককে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

আবার সৎলোকদের সুবাদে অনেককে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাদের থেকে ছোট ছোট শিশু বড় হচ্ছে। কোন কোন মানুষ অধঃপতনের শিকার হয়ে তো স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে, যেমন পাতাঝরা ডালে আবার পাতা জন্মে। তবে আমি আমার প্রভু পরম দয়াবানের ইবাদত করি, যেন সেই ক্ষমাশীল প্রভু আমাকে ক্ষমা করেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে চল। যতক্ষণ তাঁকে ভয় করে চলবে, ধ্বংস হবে না। দেখবে সৎলোকেরা জান্নাতে থাকবে। আর অবিশ্বাসীরা থাকবে জ্বলন্ত আগুনে। তদুপরি দুনিয়ায় তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা, আর মৃত্যুর পর কষ্টদায়ক পরিণাম।

যায়দ ইব্ন আমরের আরো একটি কবিতা নিম্নে দেয়া হলো। তবে ইব্ন হিশামের মতে এর প্রথম দুটি চরণ, পঞ্চমটি ও শেষ চরণটি ছাড়া পুরো কবিতাই উমায়্যা ইব্ন আবূ সালতের:

"আমি শুধু আল্লাহ্র জন্যই আমার সকল প্রশংসা নিবেদন করছি, আরো নিবেদন করছি বলিষ্ঠ ও তেজোদীপ্ত বাক্য, যা চিরস্থায়ী হবে না। সেই মহান বাদশাহর জন্য, যাঁর ওপরে আর কোন ইলাহ নেই এবং তাঁর সমকক্ষ কোন রবও নেই। ওহে মানুষ, তুমি নিজের খারাপ পরিণতি থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও। মনে রেখ, আল্লাহ্র কাছ থেকে তুমি কিছুই গোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্র সংগে আর কাউকে শরীক করো না, সত্য ও ন্যায়ের পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হে আমার মাবূদ ! আমি তোমার অফুরন্ত করুণা চাই, দেশবাসী জিন-ভূতের কাছে তাদের মনোবাঞ্ছা কামনা করে। কিন্তু আমার প্রভুও তুমি আর আশা-ভরসার স্থলও তুমিই। হে আল্লাহ্ ! প্রভু হিসাবে তোমাকে পেয়েই আমি সন্তুষ্ট। তোমাকে ছাড়া কারো আনুগত্য করার কথা আমি কখনো বিবেচনায়ও আনব না। তুমিই তো পরম কৃপা ও অনুগ্রহের বশে মূসার কাছে দূত পাঠিয়ে বলেছিলে, 'হারূনকে সাথে নিয়ে খোদাদ্রোহী ফির'আওনের কাছে যাও এবং তাকে আল্লাহ্র দিকে ডাক। তাকে তোমরা গিয়ে জিজ্ঞেস কর : হে ফিরআওন ! তুমি কি পেরেক ছাড়া এ যমীনকে স্থির রেখেছ ? তাকে জিজ্ঞেস কর, এ আকাশকে কোন খুঁটি ছাড়া তুমিই কি সমুন্নত করেছ ? তাহলে তো তুমি এক সুনিপূণ কারিগর ! তাকে আরো জিজ্ঞেস করো, অন্ধকারময় রাতে আলোদানকারী ও দিক-নির্দেশক প্রদীপ (চাঁদ)-কে আকাশের মাঝে

প্রতিক্রিয়া দেখেছ ? খালিদ বলেন, না। তখন তিনি খালিদকে বললেন : যাও, ওর বাকীটুকুও ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এস। খালিদ ফিরে গিয়ে যখন তার ভিত্তি বের করলেন, তখন সেখানে এক এলোচুল বিশিষ্ট কালো মহিলাকে পেলেন। তিনি তাকে হত্যা করলেন এবং রক্ষক এই বলতে বলতে পালিয়ে গেল যে, এখন থেকে আর উয্যার পূজা হবে না। (নিশাপুরী, আর-রাযী, রযীন)।

তুমি স্থাপন করেছ ? তাকে আবার জিজ্ঞেস কর, প্রতিদিন সকালে সূর্যকে পাঠিয়ে পৃথিবীর সবকিছুকে উদ্ভাসিত করেন কে ? তাকে পুনঃ জিজ্ঞেস কর, মাটি থেকে কে চারা উদ্‌গত করে তা থেকে তরতাজা শাক-সব্জি উৎপন্ন করেন ? আর সেই সবজির মাথার ওপরে বীজদানা কে বের করেন ? বুদ্ধিমান লোকের জন্য এসব জিনিসে স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। হে আল্লাহ্ ! তুমিই তো তোমার অপার করুণাবলে ইউনুস (আ)-কে উদ্ধার করেছিলে, অথচ তিনি মাছের পেটে অনেক রাত কাটিয়েছিলেন। আমি তোমার নামে যতই তাসবীহ পাঠ করি, তুমি ক্ষমা না করলে আমার গুনাহ মাফের কোন আশা নেই। সুতরাং হে বিশ্বপ্রভু ! আমার ওপর, আমার সম্পদ ও সন্তানদের ওপর দয়া ও কল্যাণ বর্ষণ কর।"

যায়দ ইব্‌ন আমর স্বীয় স্ত্রী সফিয়্যা বিন্‌ত হাযরামীকে ভর্ৎসনা করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

হাযরামীর বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাযরামীর নাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাদ। ইনি সাদিফ গোত্রের সদস্য। সাদিফের পুরো নাম আমর ইব্‌ন মালিক। আর ইনি সাকুন ইব্‌ন আশরাস ইব্‌ন কিন্দীর সদস্য। কারো মতে : কিন্দী নয়, বরং কিন্দা ইব্‌ন সাওর ইব্‌ন মুরাত্‌তি' ইব্‌ন উফায়র ইব্‌ন আদী ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন উদাদা উব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মিহ্‌সা' ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আরীব ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা। আবার কারো মতে : মুরতি' ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা।

স্ত্রীর ভর্ৎসনায় যায়দের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্‌ন আমর মক্কা থেকে বেরিয়ে ইবরাহীমের একত্ববাদী ধর্মের সন্ধানে বিশ্বভ্রমণ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

কিন্তু সফিয়্যা বিন্‌ত হাযরামী যখনই তাকে বাড়ির বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে দেখত তখনই তা খাত্তাব ইব্‌ন নুফায়লকে জানিয়ে দিত। আর খাত্তাব ছিল তার চাচা ও বৈপিত্রেয় ভাই। সে স্বজাতির ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্য সব সময় যায়দকে তিরস্কার করত। (হযরত উমরের পিতা) খাত্তাব ছিল যায়দ ইব্‌ন আমরের চাচা। যায়দ স্বজাতির ধর্ম ত্যাগ করায় খাত্তাব তাকে ভর্ৎসনা করত। অধিকন্তু যায়দের স্ত্রী সফিয়্যাকে সে তার প্রহরায় নিয়োজিত করেছিল এবং বলেছিল, যায়দ যখনই কোন কিছু করতে চাবে, তখন তা আমাকে আগে জানাবে। যায়দের সংকল্প স্ত্রী সফিয়্যার পক্ষ থেকে ক্রমাগত বাধাগ্রস্ত হওয়ায় যায়দ তাকে ভর্ৎসনা করে যে কবিতা রচনা করেন তা হল :

"আমাকে এ অবমাননাকর জীবনে আবদ্ধ রেখ না। আমার পথের বাধা দূর করে দাও। যখনই আমি অবমাননার আশংকা করি, তখনই আমি দুঃসাহসী হয়ে সকল বাধা গুঁড়িয়ে দেই। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে আমি রাজার দরবারে পৌছতে সচেষ্ট। আমি প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে মুক্ত

প্রান্তরে যেতে বদ্ধপরিকর। কোন সহযোগিতা ছাড়া আমি সকল উপায়-উপকরণ জয় করে থাকি। অবমাননা সহ্য করে শুধু সেই কাফেলা, যে নিজের চামড়াকে কষ্ট দিতে প্রস্তুত হয় এবং বলে, আমি শক্ত পেশীকে অবনমিত করব না। আমার বৈপিত্রেয় ভাই এবং চাচার কথাবার্তা আমার সহ্য হয় না। যখন সে আমাকে রূঢ় কথা বলে, তখন তার জবাবও দিতে পারি না। তবে আমি যদি চাই, তবে আমি এমন কথা বলতে পারি, যা আর কারো জানা নেই।"

যায়দ কা'বার অভিমুখী হয়ে যে কবিতা বলেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়লের কোন কোন আত্মীয়-স্বজনের বরাতে আমাকে জানান হয়েছে যে, যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল যখন মসজিদের ভেতরে থেকে কা'বার দিকে মুখ করতেন, তখন তিনি বলতেন : লাব্বায়কা হাক্কান, হাক্কান, তা'আববুদান ও রিক্কান (তোমার দরবারে আমি উপস্থিত, নিশ্চিতভাবে উপস্থিত, একনিষ্ঠভাবে উপস্থিত, দাসত্ব ও আনুগত্য সহকারে)। তিনি আরো বলতেন :

ইবরাহীম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যাঁর আশ্রয় চাইতেন, আমি তাঁর আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আনত, তোমার চির বশীভূত, তুমি যতই আমাকে কষ্ট দাও, আমি তা বরদাশত করতে প্রস্তুত। আমি সত্য ও ন্যায় চাই, অংহকার চাই না। যে ব্যক্তি দুপুরের সময় চলে, সে দুপুরে নিদ্রিত ব্যক্তির মত নয়।

ইব্ন ইসহাক যায়দ ইব্ন আমর ইবন নুফায়লের নিম্নোক্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন :

"আমি সেই সত্তার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছি, যাঁর সামনে ভারী ও সুদৃঢ় পৃথিবী অবনত হয়েছে। আল্লাহ্ পৃথিবীকে পানির ওপর বিস্তৃত করলেন। যখন তা স্থির হল, তখন তার ওপর পাহাড় স্থাপন করলেন। সুপেয় পানি বর্ষণকারী মেঘ যাঁর অনুগত হয়েছে, আমি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। যখন মেঘকে কোন ভূখণ্ডের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হয়, তখন সে সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করে।"

খাত্তাব কর্তৃক যায়দ ইব্ন নুফায়লের ওপর নির্যাতন ও অবরোধ এবং যায়দের সিরিয়ায় পলায়ন ও মৃত্যু

খাত্তাব যায়দকে প্রায়ই নির্যাতন করত। শেষ পর্যন্ত মক্কাবাসীর ধর্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ে সে যায়দকে মক্কার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে নির্বাসিত করে। মক্কার ঠিক বিপরীত দিকে হেরা পর্বতের ওপর তিনি থাকতে লাগলেন। কুরায়শ বংশের দুষ্ট প্রকৃতির একদল তরুণকে খাত্তাব যায়দের পাহারার কাজে নিয়োজিত করল এবং কিছুতেই যাতে যায়দ মক্কায় ঢুকতে না পারে, সেজন্য সর্বক্ষণ তাদের পাহারা দিতে বলল। মাঝে মাঝে যায়দ গোপনে মক্কায় ঢুকতেন। আর যুবকরা তা টের পেলেই খাত্তাবকে জানাত এবং তাকে নির্যাতন করে আবার বের করে দিত, যাতে মক্কাবাসীর ধর্ম নষ্ট না হয় এবং যায়দের কোন অনুসারী সৃষ্টি না হয়। এ জন্য যায়দ সব সময় আল্লাহ্র কাছে এ বলে ফরিয়াদ করতেন : "হে আল্লাহ্ ! আমি তো হারাম শরীফেরই

অধিবাসী, বহিরাগত নই, আমার ঘর 'মাহিল্লা'র মাঝে সাফার নিকটে অবস্থিত, যা বিভ্রান্তকারী ঘর নয়।"

অবশেষে যায়দ হযরত ইবরাহীমের ধর্ম অনুসন্ধানের জন্য সফরে বেরিয়ে পড়েন এবং ধর্মীয় পণ্ডিত ও দরবেশদের খুঁজতে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক ও সমগ্র আরব উপদ্বীপ সফর করেন। তারপর চলে যান সিরিয়ায়। সেখানে এক পার্বত্য উপত্যকায় এক দরবেশের সাক্ষাত পান। এ স্থানটি সিরিয়ার বালকা অঞ্চলে অবস্থিত। জনশ্রুতি ছিল যে, ঐ দরবেশ খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে বড় বিদ্বান ছিলেন। যায়দ তাকে হযরত ইবরাহীমের আসল ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। দরবেশ বললেন, তুমি যে দীনের অনুসন্ধান করছ, তা তোমাকে শিক্ষা দিতে পারে এমন কোন লোক তুমি এখন আর পাবে না। তবে তুমি যে দেশ থেকে এসেছ, সেখান থেকেই একজন নবীর আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি নবী ইবরাহীম (আ)-এর আসল ধর্মসহ প্রেরিত হবেন। তুমি তোমার দেশে চলে যাও। কেননা অচিরেই তিনি আবির্ভূত হবেন এবং এটাই তাঁর যুগ। ইতিপূর্বে তিনি ইয়াহূদী ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন, কিন্তু এর কোনটাই তার পসন্দ ছিল না। এরপর তিনি ঐ দরবেশের কথা শুনে সিরিয়া থেকে বেরিয়ে দ্রুত মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু যখন তিনি বনূ লাখামের বস্তিতে পৌঁছান, তখন তারা তাঁর উপর হামলা করে তাঁকে মেরে ফেলে। এ খবর শুনে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল ইব্ন আসাদ যায়দের জন্য অনেক কাঁদেন এবং নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেন:

"তুমি সঠিক পথ পেয়েছ, অনুগৃহীত হয়েছ, হে ইব্ন আমর, তুমি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে দূরে রেখেছ, আর ধর্মদ্রোহিতামূলক মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছ। যে ধর্মের সন্ধানে তুমি যত্নবান ছিলে, তা তুমি অর্জন করেছ, তুমি কখনো আল্লাহ্র একত্বের কথা ভোলনি। পরম সম্মানিত বাসস্থানে তুমি স্থান লাভ করেছ, যেখানে তুমি সম্মানের সাথে তোমার কৃতকর্মের ফল লাভ করবে। তুমি কখনো স্বেচ্ছাচারী ও যালিম ছিলে না, যার অবধারিত ঠিকানা হলো দোযখ। মানুষ অবশ্যই আল্লাহ্র রহমত লাভ করে, চাই সে যতই দুর্গম স্থানেই থাকুক।"

ইনজীলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবরণ

ইয়ূহান্না কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুসংবাদ প্রদান

ইব্ন ইসহাক বলেন : হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ)-এর যে বর্ণনা ও প্রতিশ্রুতি তাঁর সহচর ইয়ূহান্না কর্তৃক সংকলিত ইনজীলে বর্ণিত হয়েছে এবং যা স্বয়ং হযরত ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) ইনজীলের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রাপ্ত ওয়াহীর আলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন, আমার জানামতে তা নিম্নরূপ :

হযরত ঈসা (আ) বলেন : "যে ব্যক্তি আমার সংগে শত্রুতা করল, সে তার পরোয়ারদিগারের সংগে শত্রুতা করল। যেসব কাজ আর কেউ কখনো করেনি, তা যদি আমি তাদের (অবিশ্বাসীদের)

সামনে করে না দেখাতাম, তাহলে (সেসব কাজ না করায়) তাদের কোন দোষ হত না। কিন্তু এখন তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা ভেবেছে যে, এভাবে তারা আমার ওপর ও আল্লাহ্‌র ওপর বিজয়ী হতে পারবে। এসব এজন্য ঘটেছে, যাতে আল্লাহ্‌র কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। তারা আমার সংগে অযথা শত্রুতা করেছে। তবে যদি মুনহামান্না [মুহাম্মদ (সা)-এর সুরিয়ানী নাম] আসতেন, যাঁকে আল্লাহ্ পবিত্র আত্মাসহ তোমাদের কাছে পাঠাবেন, তিনিই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন এবং তোমরাও অবশ্যই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। কারণ তোমরা দীর্ঘদিন ধরে আমার সংগে আছ। আমি তোমাদের এসব কথা এজন্য বললাম, যাতে তোমরা অভিযোগ করতে না পার।

ইনজীল গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণাবলী

ইউহান্নাস নামক হযরত ঈসা (আ)-এর জনৈক শিষ্য ইনজীল থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়ত প্রমাণ করেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে ঈসা (আ) প্রদত্ত যে বিবরণ ও ভবিষ্যদ্বাণী ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর সহচর ইউহান্নাস কর্তৃক সংকলিত ইনজীলে বর্ণিত হয়েছে এবং যা ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ) আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রাপ্ত ইনজীলে ইনজীলধারীদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন, আমার জানামতে তা নিম্নরূপ :

"যে আমার সংগে শত্রুতা করল, সে যেন রবের সংগে শত্রুতা করল। যে সব কাজ আমার পূর্বে আর কেউ করেনি, আমি যদি সেসব কাজ তাদের সামনে করে না দেখাতাম, তাহলে অদের কোন দোষ হতো না। কিন্তু এখন তারা সত্যের প্রতি হঠকারিতা করা শুরু করেছে। তারা ভেবেছে যে, এভাবে তারা আমাকে ও আল্লাহ্‌কে পরাজিত করতে পারবে। অথচ ঐশী গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া অবধারিত। তারা আমার সংগে অন্যায়ভাবে শত্রুতা করেছে।[১] তবে মুনহামান্না- যাকে মহাপ্রভু আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকে পাঠাবেন, যিনি মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আগত পবিত্র আত্মা- তবে তিনি অবশ্যই আমার পক্ষে সাক্ষী হবেন, আর তোমরাও সাক্ষী হবে। কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার সংগে আছ। তোমরা যাতে পরে অভিযোগ করতে না পার, সেজন্য আমি এ সব কথা বললাম।"

উল্লেখ্য যে, সুরিয়ানী ভাষায় মুনহামান্না অর্থ প্রশংসিত বা মুহাম্মদ। আর রোমান ভাষায় এর প্রতিশব্দ পারাকালিস্তিস (সা)।

(যোহনের) ইঞ্জীলের বর্ণিত বাক্যাবলীতে হযরত ঈসা (আ) বারবার সেই পয়গম্বরের আগমনের সুসংবাদ দিয়াছেন। তাহাকে তিনি 'ফারকালিত' (Paraclete) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই শব্দটি ইবরানী অথবা সুরয়ানী। এই শব্দটির হুবহু আরবী অনুবাদ মুহাম্মদ

১. মূল শব্দটি মাজ্জানান অর্থ অন্যায়ভাবে, বিনাকারণে বিনালাভে বা বিনামূল্যে বিজ্ঞজনদের কথিত একটি প্রবাদ বচনে বলা হয়েছে : "হে আদম সন্তান, বিনামূল্যে অন্যকে শিক্ষা দাও, যেমন তুমি বিনামূল্যে শিক্ষা লাভ করেছ।" অথবা অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নাও, তারা তোমাকে বিনামূল্যে এমন জ্ঞান দান করবেন, যা তারা বহু মূল্যে অর্থাৎ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অর্জন করেছেন।

এবং আহমদ অর্থাৎ প্রশংসিত, পরম প্রশংসাকিরী অথবা পরম পরম প্রশংসিত। গ্রীক ভাষায় এ শব্দটির অনুবাদ পাইরিকিলইউটাস। ইহার অর্থও অত্যন্ত প্রশংসকারী বা প্রশংসিত (আহমদ)।

পরে খ্রিস্টানগণ শব্দটি পরিবর্তণ করিয়া 'শান্তিদাতা' অর্থে ব্যবহার করে।

—হযরত মুহাম্মদ (সা) : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন : মাওলানা মো: তোফাজ্জল হোছাইন, পৃ. ৯৩-৯৪ (সংক্ষেপিত)।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য (পূর্ববর্তী) নবীগণের নিকট থেকে আল্লাহ্র অংগীকার গ্রহণ

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম জানান, যিয়াদ ইবন হিশাম জানান যে, যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুত্তালিবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর হল, তখন আল্লাহ তাঁকে সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা হিসাবে পাঠালেন। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের নিকট থেকে আল্লাহ অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁরা তার ওপর ঈমান আনবেন, তাকে সত্য বলে জানবেন এবং তাঁর বিরোধীদের মুকাবিলায় তাঁকে সাহায্য করবেন। আর ঐ নবী-রাসূলের প্রতি যারা ঈমান আনবে ও তাঁদের সমর্থন করবে, তাদেরও তাঁরা অনুরূপ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেবেন। এ অংগীকার অনুসারে প্রত্যেক নবী নিজ নিজ অনুসারীদের মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার ও তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে যান।[১] এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ রাসূল (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন :

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবে, তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে ? এবং এ সম্পর্কে আমার অংগীকার কি তোমরা

১. চল্লিশ বছর বয়সেই যে তিনি নবুওয়ত লাভ করেছিলেন, সে কথা ইব্ন ইসহাক–ইব্ন আব্বাস, যুবায়র ইব্ন মুতইম, কুবাস ইব্ন আশয়াম, 'আতা, সাঈদ ইবন মুসায়্যাব ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জ্ঞানী ও সীরাত লেখকদের কাছে এটাই বিশুদ্ধ মত। তবে কোন কোন বর্ণনায় চাল্লিশ বছর দু' মাসও তাঁর নবুওয়তপ্রাপ্তির বয়স বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুবাস ইবন আশয়ামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি বড়, না রাসূলুল্লাহ্ (সা) বড়? তখন তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমার চেয়ে (মর্যাদায়) বড়, তবে আমি তাঁর চেয়ে বয়সে বড়। আবরাহার হস্তীবাহিনীর আক্রমণের বছর ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের বছর। আমার মা আমাকে নিয়ে পথ চলার সময় হাতির গোবরের কাছে থেমেছিলেন। কারো কারো মতে হস্তীবাহিনীর আক্রমণের এক বছর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্ম হয়। বাক্কায়ী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিলালকে বলেছেন, সোমবারের রোযা খুবই পুণ্যময়। কেননা এদিন আমি জন্মেছি, নবুওয়ত লাভ করেছি এবং এ দিনই আমার মৃত্যু হবে। (রওযুল উনুফ, প্রথম খণ্ড, ২৬৫ পৃ.)।

গ্রহণ করলে ? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে আমিও তোমাদের সংগে সাক্ষী রইলাম।" (২ : ৮১)

বস্তুত সকল নবীর কাছ থেকেই এ সাক্ষ্য ও অংগীকার নেয়া হয় এবং তাওরাত ও ইনজীল–এ উভয় গ্রন্থের অনুসারীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মেনে নেয়ার এবং তাঁর শত্রুদের মুকাবিলায় তাঁকে সাহায্য করার নির্দেশ দেয়া হয়।

সত্য স্বপ্ন দ্বারা নবুওয়তের সূচনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহ্রী উরওয়া ইব্ন যুবায়র থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ যখন রাসূল (সা)-কে সম্মানিত করতে ও তাঁর দ্বারা মানব জাতিকে অনুগৃহীত করতে চাইলেন, তখন রাসূল (সা) নবুওয়তের সূচনা হিসাবে নির্ভুল স্বপ্ন দেখতে থাকেন। এ সময় তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা ভোরের সূর্যোদয়ের মতই বাস্তব হয়ে দেখা দিত। এ সময় আল্লাহ্ তাকে নির্জনে অবস্থানের প্রতি আগ্রহী করে দেন। একাকী ও নিভৃতে অবস্থান তাঁর কাছে খুবই প্রিয় হয়ে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি গাছ ও পাথরের সালাম

ইব্ন ইসহাক বলেন : প্রখর স্মৃতিধর আবদুল মালিক ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ সুফয়ান ইব্ন আলা ইব্ন জারিয়া সাকাফী কিছু সংখ্যক বিজ্ঞজনের বরাত দিয়ে আমাকে জানিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা)-কে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাঁকে নবুওয়ত দানের মাধ্যমে তার সূচনা করলেন, তখন তিনি নিজের কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে বেরুলেই লোকালয় থেকে অনেক দূরে, মক্কার উপকণ্ঠের জনবিরল পার্বত্য উপত্যকার ও বিস্তীর্ণ সমভূমির দিকে চলে যেতেন। এ সময় তিনি যে গাছ ও পাথরের পাশ দিয়েই যেতেন, সেটাই তাঁকে বলতো, "আসসালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!" কোথা থেকে এ আওয়াজ আসে, দেখার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশেপাশে, ডানে-বামে, সামনে-পেছনে তাকাতেন কিন্তু গাছ ও পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না। এভাবে যতক্ষণ আল্লাহ্র ইচ্ছা হত তিনি দাঁড়িয়ে থেকে দেখতেন ও শুনতেন। এরপর একদিন রমযান মাসে, যখন তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন আল্লাহ্র তরফ থেকে পরম সম্মান ও মর্যাদার বাণী বহন করে জিবরাঈল আলায়হিস সালাম তাঁর কাছে এলেন।[১]

---

১. তিরমিযী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "মক্কায় একটি পাথরকে আমি চিনি। আমার ওপর ওহী নাযিল হওয়ার আগে সে আমাকে সালাম দিত। কোন কোন হাদীস গ্রন্থে এ কথাও আছে যে, সালাম দানকারী এ পাথরটি ছিল হাজরে আসওয়াদ। এ সালাম দ্বারা স্পষ্টতই প্রচলিত সালামকে বুঝানো হয়েছে। তবে এমনও হতে পারে যে, একটা খেজুরগাছকে যেমন আল্লাহ্ কাঁদবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তেমনি গাছ এবং পাথরকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তবে এরূপ কথা বলার জন্য জীবন, জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি, ধ্বনি ও বর্ণ থাকা জরুরী নয়। কেননা ওটা অন্যান্য শব্দের মতই নিছক শব্দমাত্র, যা অধিকাংশের মতে একটা অস্থায়ী অবস্থামাত্র, কোন স্থায়ী গুণ নয়। তবে নায্যামের মতে, শব্দ

জিবরীলের অবতরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুবায়র পরিবারের মুক্ত গোলাম ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন কায়সান আমাকে বলেছেন : আমি উবায়দ ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন কাতাদা লায়সীকে লক্ষ্য করে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে বলতে শুনেছি, হে উবায়দ ! যখন জিবরীল[১] সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসেন, তখন তাঁর ওপর নবূওয়াতের দায়িত্ব অর্পণের কাজটি কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল, তা আমাদের বলুন! তখন আমার উপস্থিতিতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র ও তাঁর সংগীদের উবায়দ বলেন :

প্রতি বছরই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মাস হেরা গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। এরূপ নির্জন বাস কুরায়শের লোকেরাও জাহিলিয়াত যুগে করত এবং আরবীতে একে 'তাহান্নুস' বলা হতো। তাহান্নুসের আরবী প্রতিশব্দ তাবাররুর।[২] যার অর্থ ধর্মীয় তপস্যা বা ধ্যান।

একটা বস্তু। আর আশআরীর মতে, শব্দ মৌলিক পদার্থসমূহের পারস্পরিক ঘর্ষণ। আবূ বাকর ইব্‌ন তায়্যিবের মতে শব্দ ঘর্ষণের চেয়ে অতিরিক্ত একটা জিনিস।

উল্লিখিত উভয় মত সমর্থন বা রদ করার যুক্তি উপস্থাপনের স্থান এটা নয়। তথাপি কথা বলাকে যদি গাছ ও পাথরের গুণ বা বৈশিষ্ট্য ধরে নেয়া হয় এবং তাদের শব্দটি যদি ঐ গুণের অভিব্যক্তি বলে মনে করা হয়, তা হলে এ কথা বলার জন্য জীবন ও জ্ঞান থাকা অপরিহার্য বিবেচিত হবে। গাছ ও পাথরের কথা বলাটা আসলে জীবন ও জ্ঞান সহকারে সংঘটিত হয়েছিল, না জীবনবিহীন জড় পদার্থের শব্দমাত্র ছিল, তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। যদি জীবন ও জ্ঞান সহকারে সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে বলতে হবে–গাছ ও পাথর নবী (সা)-এর ওপর ঈমান এনেছিল। তবে প্রকৃত ব্যাপার যেটাই হয়ে থাকুক, এটা যে নবুওয়তের একটি আলামত ও অলৌকিক ঘটনা ছিল, তা সন্দেহাতীত। অবশ্য খেজুরগাছের কান্না বা রোদনকে রোদনই বলা হয়েছে (শব্দ নয়) এবং তার জন্য জীবন থাকা জরুরী। গাছ-পাথরের সালামদানের অর্থ এও হতে পারে যে, ঐসব জায়গায় অবস্থানকারী ফেরেশতারা সালাম দিয়েছিলেন। তবে সম্ভবত গাছ-পাথরই সালাম দিয়েছিল, ফেরেশতারা নয়। সর্বাবস্থায়ই এটা নবুওয়তের নিদর্শন ছিল। তবে আকীদাশাস্ত্রবিদদের একাংশের পরিভাষায় এটা মু'জিযা নয়। কিন্তু সৃষ্টিজগতকে চ্যালেঞ্জ করার মত ঘটনা অবশ্যই মু'জিযা। কেননা এর মুকাবিলা করা অসম্ভব। (রওযুল উনুফ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৬-২৬৭)

১. উল্লেখ্য যে, জিবরীল সুরিয়ানী শব্দ। এর অর্থ আবদুর রহ্‌মান বা আবদুল আযীয। এটি হযরত ইব্‌ন আব্বাসের বর্ণনা। এটা তাঁর নিজস্ব অভিমতও হতে পারে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত মতও হতে পারে। তবে তাঁর নিজস্ব অভিমত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কেউ কেউ বলেন, নামের প্রথমাংশের অর্থ আল্লাহ্ এবং দ্বিতীয়াংশের অর্থ বান্দা। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত বলে থাকেন। তবে জিবরীল নামটি অনারবীয় শব্দ হলেও আরবীতেও তা উক্ত ফেরেশতার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আরবীতে নামের প্রথমাংশের অর্থ বাধ্য করা। যেহেতু জিবরীল ওহী প্রেরণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং ওহীতে ইসলামের বাধ্যতামূলক নির্দেশ থাকত, তাই এ নাম তাঁর ক্ষেত্রে সার্থক ও মানানসই হয়েছে।

২. তাবাররুর শব্দটির মূল ধাতু বীর, যার অর্থ নেককাজ। এটি যখন তাবাররুরে রূপান্তরিত হয়, তখন এর অর্থ হয় নেককাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা। পক্ষান্তরে তাহান্নুসে মূল ধাতু হিন্‌স যার অর্থ ভারী বোঝা। এটি তাহান্নুসে রূপান্তরিত হলে এর অর্থ হয় ভারী বোঝা ছুঁড়ে ফেলা বা গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ। আবার তাহান্নুফ শব্দটির মূল ধাতু হানীফিয়াহ, যার অর্থ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আনীত একত্ববাদ। এ শব্দটি যখন তাহান্নুফে রূপান্তরিত হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, ইবরাহীম (আ)-এর আনীত একত্ববাদের গভীরে প্রবেশ করা। ইব্‌ন হিশামের বক্তব্যও অনুরূপ। (রাওযুল উনুফ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৭)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ তালিব এ সম্পর্কে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন, যার অর্থ হলো : "সওর পাহাড়ের শপথ, আর ঐ সত্তার শপথ, যিনি তদস্থলে সাবীরকে স্থাপন করেছেন। আর যে পাহাড়ে আরোহণ ও অবতরণ করে, তাঁর শপথ।"

তাহান্নুস ও তাহান্নুফ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আরবরা তাহান্নুস ও তাহান্নুফকে একই অর্থে ব্যবহার করে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমের হানীফিয়া বা একত্ববাদ। এ ক্ষেত্রে তারা ث (সা) বর্ণকে ف (ফা) বর্ণে পরিবর্তন করে। এ ধরনের রূপান্তর বহুল প্রচলিত, যেমন জাদাফ ও (জাদাস) শব্দদ্বয়ে হয়েছে। উভয়ের অর্থ কবর। রুবা ইব্‌ন আজ্জাজের কবিতায় আছে : "যদি আমার পাথরগুলো আজদাফ[১] অর্থাৎ কবরের সাথে মিশে যেত।" রুবার এই কবিতা তার কাব্যের এবং আবূ তালিবের কবিতাটি তার কবিতাগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা আমাকে বলেছেন যে, আরবরা সুম্মা (ثم) এর স্থলে (فم) ফুম্মা বলে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন কায়সান আমাকে জানিয়েছেন যে, তাকে উবায়দ বলেছেন : প্রতি বছর সেই মাসটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্জনে অবস্থান করতেন।[২] তখন তাঁর কাছে যে সব গরীব লোক আসত, তিনি তাদের খাওয়াতেন। মাসটি অতিক্রান্ত হলে তিনি নির্জনবাস পরিত্যাগ করে বাড়িতে ফেরার আগে প্রথমে সাতবার বা আল্লাহ্ যতবার চাইতেন, ততবার কা'বা শরীফ তওয়াফ করতেন। তারপর নিজের বাড়িতে ফিরে যেতেন।

অবশেষে সেই মাসটি এল, যখন আল্লাহ্ তাঁকে নবূওয়াতে দ্বারা সম্মানিত করলেন। সে মাসটি ছিল রমযান মাস। আপন পরিবার–পরিজনের সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় আগে যেমন তিনি হেরার নির্জনবাসের জন্য বেরিয়ে যেতেন, এবারও তেমনি গেলেন। তারপর সেই নির্দিষ্ট রাতটি এল, যে রাতে আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর রাসূল হিসাবে মনোনীত করে সম্মানিত করলেন এবং এভাবে তিনি গোটা মানব জাতিকে অনুগৃহীত করলেন। এ রাতে আল্লাহর আদেশক্রমে জিবরীল (আ) তাঁর কাছে এলেন।

---

১. জাদাফ ও জাদাস-এর ভেতর কোন্‌টি মৌলিক শব্দ তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে জাদাফই আসল, জাদাস এর পরিবর্তিত রূপ। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

২. এই নির্জনবাস ই'তিকাফের মতই ছিল। কেবল পার্থক্য এই যে, ই'তিকাফ মসজিদের ভেতরে করতে হয়। কিন্তু এই নির্জনবাস বা 'জিওয়ার' মসজিদ ছাড়াও করা যায়। এটা ইব্‌ন আবদুল বারর-এর অভিমত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হেরায় অবস্থানকে এ জন্যই ই'তিকাফ বলা হয়নি যে, হেরা কোন মসজিদ নয়, ওটা হারাম শরীফের একটি পর্বত গুহা।

জিবরীল (আ)-এর আগমন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যখন জিবরীল (আ) আমার কাছে এলেন, তখন আমি ঘুমন্ত ছিলাম[১] তিনি একখণ্ড রেশমী বস্ত্র নিয়ে এলেন,[২] যাতে কিছু লিখিত বাণী উৎকীর্ণ ছিল। তারপর

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : জিবরীল (আ) যখন আমার কাছে এলেন, তখন আমি ঘুমন্ত ছিলাম। এ হাদীসের শেষে তিনি বলেন : আমি ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। মনে হল, আমি নিজের হৃদয়পটে একটা বাণী লিখে নিয়েছি।" হযরত আয়েশা (রা) বা অন্য কারো বর্ণিত হাদীসে ঘুমের উল্লেখ নেই। এমনকি হযরত আয়েশা (রা) থেকে উরওয়া বর্ণিত হাদীস থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, সূরা ইকরা নিয়ে যখন জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাগ্রত ছিলেন। কেননা হযরত আয়েশা (রা) হাদীসটির শুরুতে বলেছেন : সত্য স্বপ্ন দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়তের সূচনা হয়। এ সময় তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা উষার আলোর মতই বাস্তব হয়ে দেখা দিত। এরপর আল্লাহ্ তাঁকে নিভৃতবাসের প্রতি আকৃষ্ট করলেন। ... অবশেষে তাঁর কাছে যখন সত্য বাণী এল, তখন তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। তাঁর কাছে জিবরীল (আ) এলেন। হযরত আয়েশা (রা)-এ হাদীসে এ কথাই বলেছেন যে, এ স্বপ্ন দেখা ঘটত জিবরীল (আ)-এর কুরআন নিয়ে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হওয়ার আগে। তবে উভয় হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় বিধান করা যেতে পারে যে, জিবরীল (আ) নবী (সা)-এর কাছে জাগ্রত অবস্থায় আগমনের পূর্বে স্বপ্নে দেখা দিতেন যাতে তার সাক্ষাতটা তাঁর কাছে সহজতর হয় এবং তাঁর সাথে কোমলতর ব্যবহার করা যায়। কেননা নবুওয়তের দায়িত্বটা বড়ই কঠিন এবং ভারী। আর মানুষ স্বভাবতই দুর্বল। পরবর্তীতে ইসরা ও মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীস প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ মনীষীদের বক্তব্য তুলে ধরা হবে, যাতে এ মতের সমর্থন পাওয়া যাবে।

বিশুদ্ধ বর্ণনায় আমির শা'বী থেকে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তত্ত্বাবধানের জন্য হযরত ইসরাফীল (আ)-কে নিযুক্ত করা হয়। ইসরাফীল (আ) তিন বছর যাবত তাঁকে দর্শন দিতেন এবং ওহীর কিছু কিছু কথা ও কিছু কিছু বিষয় তাঁর কাছে নিয়ে আসতেন। এরপর জিবরীল (আ)-কে তাঁর তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়। জিবরীল (আ) তাঁর কাছে কুরআন ও ওহী নিয়ে আসতেন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একাধিক প্রক্রিয়ায় ওহী নাযিল হত। একটি হল নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে, যা ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা থেকে জানা গেল। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তাঁর হৃদয়ে কোন কথা উৎকীর্ণ করে বা ঢুকিয়ে দিয়ে। যেমন এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : জিবরীল (আ) আমার হৃদয়ে এ কথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে, কোন প্রাণীর জীবিকা ও আয়ু ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার মৃত্যু হয় না। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জীবিকার সন্ধানে উত্তম প্রচেষ্টা চালাও। তৃতীয়টি এই যে, ঘন্টা বাজার মত শব্দ সহকারে কখনো কখনো তাঁর কাছে ওহী আসত। এটা ছিল তাঁর পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর ওহী। কেউ কেউ বলেন, এ ধরনের ওহীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একাগ্রতা বেশি হত। ফলে তিনি যা শুনতেন তা অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে মনে রাখতেন পারতেন এবং ওহী অধিকতর নিখুঁতভাবে হৃদয়ে ধারণ করতেন। চতুর্থটি এই যে, ফেরেশতা কখনো কখনো তাঁর কাছে মানুষের বেশে আসতেন। সাধারণত দিহ্য়া ইব্ন খালীফার রূপ ধারণ করে আসতেন। পঞ্চমটি হলো, জিবরীল (আ) কখনো কখনো তাঁর আসল রূপ নিয়ে দেখা দিতেন। আল্লাহ্ তাঁকে মণিমুক্তাখচিত ছয়শত ডানা সহকারে সৃষ্টি করেছেন। ষষ্ঠ প্রক্রিয়া এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং পর্দার আড়াল থেকে তাঁর সাথে কথা বলতেন। এ কথোপকথন জাগ্রত অবস্থায়ও হতো, যেমন মি'রাজের রাত্রে হয়েছিল; আবার তা নিদ্রিত অবস্থায়ও হতো, যেমন হযরত মুআয (আ) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন, আমার রব সর্বোত্তম রূপ নিয়ে আমাকে দর্শন দিয়েছেন। (তিরমিযী)

২. এরূপ রেশমী বস্ত্রে ওহী প্রেরণ দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, মহাগ্রন্থ কুরআন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতের জন্য সমস্ত অনারব জগতকে জয় করার দুয়ার খুলে দিয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যবহৃত রেশম বস্ত্রকে নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে এ গ্রন্থ দ্বারা এ উম্মত আখিরাত ও বেহেশতের পোশাক লাভ করতে পারবে এবং সেই পোশাক হলো রেশমী পোশাক।

তিনি বললেন : পড়ুন। আমি বললাম : আমি পড়তে পারি না। তারপর তিনি আমাকে প্রবলভাবে জাপটে ধরলেন।[১] আমার মনে হল যেন আমার মৃত্যু হচ্ছে। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন। এরপর বললেন : পড়ুন। আমি বললাম : আমি পড়তে পারি না। এতে তিনি আমাকে এমন জোরে জাপটে ধরলেন যে, মনে হল, আমি মরে যাচ্ছি। আবার আমাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন : পড়ুন। আমি বললাম : কি পড়ব ? এবারও তিনি আমার সংগে এমন জোরে আলিংগন করলেন যে, আমি মরে যাব বলে আশংকা করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : পড়ুন। আমি বললাম : কি পড়ব ? এ কথা আমি এজন্য বলছিলাম যেন জিবরীল আবার আমাকে চেপে না ধরেন। এবার বললেন : "পড়ুন, আপনার রবের নামে, যিনি (আপনাকে) সৃষ্টি করেছেন। যিনি জমাট রক্ত থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, আর আপনার রব সর্বাপেক্ষা সম্মনিত, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে তার অজানা জিনিস শিখিয়েছেন।" আমি এগুলো পড়লাম। এরপর জিবরীল (আ) ক্ষান্ত হলেন এবং আমার কাছ থেকে চলে গেলেন। এরপর আমি আমার ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমার হৃদয়পটে ঐ কথাগুলো অংকিত হয়ে গেছে। এরপর আমি বের হলাম। পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছলে আকাশের দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম : "হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আর আমি জিবরীল।" আমি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, জিবরীল (আ) আকাশের এক প্রান্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।[২] তিনি বলছেন : "হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আর আমি জিবরীল।" আমি অপলক নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আকাশের অন্যান্য প্রান্তেও তাকিয়ে দেখি, তিনি সর্বত্র একইভাবে বিরাজমান। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আগে-পিছে কোনদিকেই নড়তে পারছিলাম না। এ সময় খাদীজা আমর সন্ধানে লোক পাঠান। তারা উঁচু এলাকায় গিয়ে (আমাকে না পেয়ে) খাদীজার কাছে ফিরে যায়। অথচ আমি সেখানেই ছিলাম। এরপর জিবরীল (আ) আমার দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হলেন।

---

১. অর্থাৎ আমি নিরক্ষর। তাই কোন লেখা জিনিস পড়তে পারি না। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। এরপর তাঁকে বলা হল, "তোমার রবের নামে পড়, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" অর্থাৎ তুমি নিজের ক্ষমতা, নিজের জ্ঞান ও গুণের বলে পড়তে পারবে না ঠিকই, তবে তোমার রবের নাম নিয়ে ও তাঁর সাহায্য চেয়ে পড়। তিনি যেমন তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তোমাকে পড়াও শেখাবেন। কোন কোন বর্ণনার ভাষা থেকে মনে হয়, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি কি পড়ব ? তবে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনার ভাষা থেকে মনে হয়, তিনি বলেছেন, আমি পড়তে পারি না।

২. হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূল (সা) তাঁকে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে খাটে বা সিংহাসনে বসা দেখলেন। বুখারীর শেষাংশে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, যখন ওহী বন্ধ হয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নিচে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে চাইতেন। এ সময় জিবরীল তাঁকে দেখা দিয়ে বলতেন : "হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমি জিবরীল।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজাকে জিবরীলের আগমনের বিষয় অবহিত করলেন

এরপর আমি নিজের পরিবারের কাছে ফিলে গেলাম। খাদীজার কাছে গিয়ে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলাম। তিনি বললেন : হে আবুল কাসিম ! আপনি কোথায় ছিলেন ? আমি আপনাকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছিলাম। তারা মক্কা পর্যন্ত গিয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে। আমি তাকে যা দেখেছিলাম খুলে বললাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন : "হে আমার চাচাতো ভাই! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং স্থির থাকুন। আল্লাহ্র শপথ! যাঁর হাতে খাদীজার জীবন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি এ উম্মতের নবী হবেন।"

খাদীজা ওয়ারাকা ইব্ন নাওফলকে জানালেন

এরপর খাদীজা কাপড়-চোপড়ে আবৃত হয়ে তৈরি হলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই-এর কাছে উপস্থিত হলেন। ইতিপূর্বেই ওয়ারাকা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন আসমানী কিতাব পড়াশুনা করেছিলেন। বিশেষত তাওরাত ও ইনজীলে অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যে ঘটনা দেখেছেন ও শুনেছেন, খাদীজা তা আদ্যোপান্ত ওয়ারাকাকে জানালেন। ওয়ারাকা ঘটনাটা শুনেই বলে উঠলেন : কুদ্দুস। ! কুদ্দুস !! (মহাপবিত্র ! মহাপবিত্র !!) ওয়ারাকার জীবন যাঁর হাতে ন্যস্ত তাঁর শপথ ! হে খাদীজা ! তুমি যা আমাকে বললে, তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে মুহাম্মদের কাছে সেই মহাদূতই[১] "এসেছিলেন, যিনি মূসার কাছেও আসতেন[২] আর মুহাম্মদ যে এ উম্মতের নবী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই, তাকে স্থির ও নিশ্চিত থাকতে বল।"

খাদীজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে এলেন এবং তাঁকে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল যা বলেছিলেন, তা জানালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা গুহায় নির্জনবাস সমাপ্ত করে মক্কায় ফিরে আগের মত কা'বার তওয়াফ শুরু করলেন। এ তওয়াফ চলাকালে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফল তাঁর সাথে দেখা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন : হে আমার ভাতিজা ! তুমি কী দেখেছ ও শুনেছ আমাকে বল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমস্ত ঘটনা তাকে খুলে বললেন। সব শুনে

---

১. মূল আরবী শব্দ নামূস অর্থাৎ বাদশাহর গোপন বার্তাবাহক বা বাণীবাহক। অন্য মতে, নামূস মূলত রাজকীয় গোপন বার্তাবাহক। কারো কারো মতে, নামূস ও জাসূস প্রায় সমার্থক শব্দ। পার্থক্য শুধু এই যে, নামূস ভালো খবর বহন ও সংগ্রহ করে, আর জাসূস (গোয়েন্দা) খারাপ খবর সংগ্রহ ও সরবরাহ করে।

২. হযরত ঈসাকে বাদ দিয়ে কেবল হযরত মূসার নামোল্লেখের কারণ এই যে, ওয়ারাকা তৎকালীন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা সম্পর্কে এ কথা বলত না যে, তিনি একজন নবী এবং তাঁর কাছে জিবরীল আসতেন। বরং তারা তাঁর সম্পর্কে বলত যে, আল্লাহ্র সত্তার তিন অংশের একাংশ ঈসার দেহে ঢুকে গিয়ে তাঁর সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ঈসার দেহে আল্লাহ্র সত্তার একাংশের প্রবেশ ও বিলীন হওয়া কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল, তা নিয়ে অবশ্য তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঈসা (আ) তাদের মতে আল্লাহ্র তাত্ত্বিক বা জ্ঞানগত অংশ। এ জন্য তারা বিশ্বাস করত যে, ঈসা তাদেরকে অদৃশ্য তথ্য ও আগামী দিনের ঘটনা জানাতে পারেন।

ওয়ারাকা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! যাঁর হাতে আমার জীবন। তুমি অবশ্যই এ উম্মতের নবী। মূসার কাছে যে নামূস আসতেন, তিনিই তোমার কাছে এসেছিলেন। তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, তোমার জাতি তোমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতে চাইবে। তোমার ওপর নির্যাতন চালাবে, তোমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করবে এবং তোমার সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আহা ! আমি যদি সে সময় বেঁচে থাকি, তাহলে আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠায় এমন সাহায্য করব যা তিনি জানেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মাথা এগিয়ে এনে তাঁর কপালে চুমু খেলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ঘরে ফিরে এলেন।

ওহী সম্পর্কে খাদীজার নিশ্চয়তা দান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুবায়র পরিবারের ভৃত্য ও আযাদকৃত গোলাম ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ হাকীম আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি শুনেছেন, খাদীজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিলেন, হে আমার চাচাতো ভাই! আপনার যে সহচরটি আপনার কাছে মাঝে মাঝে আসে, সে যখন আসবে, তখন কি আপনি আমাকে তার আগমনের খবর জানাতে পারবেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, পারব। খাদীজা বললেন, তাহলে যখন আসবেন তখন আমাকে জানাবেন। এরপর যথারীতি জিবরীল (আ) তাঁর কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজাকে বললেন, হে খাদীজা ! এই তো জিবরীল আমার কাছে এসেছেন। তখন খাদীজা বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই, আপনি উঠে আমার বাম উরুর ওপর বসুন তো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠলেন এবং তার বাম উরুর ওপর বসলেন। তখন খাদীজা বললেন, এখন কি আপনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। খাদীজা বললেন, এখন একটু সরে আমার ডান উরুর ওপর বসুন তো ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটু সরে খাদীজার ডান উরুর ওপর বসলেন। তারপর খাদীজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এখনো কি তাকে দেখতে পাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। খাদীজা বললেন, আবার একটু ঘুরে আমার কোলে বসুন তো ! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কোলের ওপর বসলেন। এবারও খাদীজা জিজ্ঞেস করলেন, এখনো কি তাকে দেখতে পাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন : তখন খাদীজা একটু ঘুরে বসলেন এবং নিজের কাঁধের ওপর থেকে অবগুণ্ঠন খুলে রাখলেন। অথচ তখনও তাঁর কোলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসা ছিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এখনো কি তাকে দেখতে পাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না। খাদীজা বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই, আপনি অবিচল ও উৎফুল্ল থাকুন। আল্লাহ্‌র শপথ ! এ আগন্তুক নিশ্চয়ই ফেরেশতা, শয়তান নয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি বিষয়টি আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম। আবদুল্লাহ্ বললেন : আমি আমার মাতা ফাতিমা বিনতে হুসায়ন (যার বোন আমিনা বা সুকায়না) ইব্‌ন আলীর কাছেও এ ব্যাপারটি খাদীজার বরাতে শুনেছি। পার্থক্য শুধু এই যে, তাঁর বর্ণনায় ছিল যে, খাদীজা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে

তাঁর ও তার বহিরাবরণের মাঝখানে ঢুকিয়ে নিলেন, তখনই জিবরীল প্রস্থান করেন। এ সময় খাদীজা বলেন, নিশ্চয়ই এ আগন্তুক ফেরেশতা, শয়তান নয়।

কুরআন নাযিল হওয়ার সূচনা

কুরআন নাযিল হওয়ার সময়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয় পবিত্র রমযান মাসে। মহান আল্লাহ্ বলেন : "রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সংপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাযিল হয়েছে।" (২ : ১৮৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন : "নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন মহিমান্বিত রাতে নাযিল করেছি। আর মহিমান্বিত রাত সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ? মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সে রাত ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।" (৯৭ : ১-৫)

আল্লাহ আরো বলেন : "হা-মীম, শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি তো এটি নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে। আমি তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয় আমার আদেশক্রমে। আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি।" (৪৪ : ১-৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন : "যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্‌তে এবং আমি মীমাংসার দিন আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছিলাম তাতে, যখন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল।" (৮ : ৪১)

এখানে দু'দলের সম্মুখীন হওয়ার দ্বারা বদর প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুশরিকদের মুখোমুখি হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবন হাসান[১] সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : আমি আমার মাতা ফাতিমা বিনতে হুসায়নকে হযরত খাদীজা (রা) থেকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমার ভিতর ঢুকিয়ে নিই, ফলে তখনই জিবরীল চলে যান। আমি বললাম : ফেরেশতা, শয়তান নয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুশরিকরা বদর প্রান্তরে ১৭ই রমযান, শুক্রবার সকালে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়েছিল।

---

১. ইনি আবদুল্লাহ ইবন হুসায়ন ইবন হাসান ইবন হাসান ইবন আলী (রা) ইবন আবু তালিব। তাঁর মা ফাতিমা বিনত হুসায়ন, যিনি সুকায়না-এর বোন। সুকায়নার আসল নাম আমিনা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ক্রমাগত ওহী আসতে থাকে। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, তাঁর কাছে আগত ওহীকে তিনি সত্য বলে মানতেন ও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতেন এবং আল্লাহ্ তাঁর উপর যে, গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তা তিনি যথাযথভাবে পালন করেন। এতে কে খুশি, কে নাখোশ, তার পরোয়া তিনি করতেন না। নবুওয়ত একটি গুরুতর ও কষ্টকর দায়িত্ব। একমাত্র অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও অনমনীয় মনোবলসম্পন্ন নবী-রাসূলগণই আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহায়তার বলে বলীয়ান হয়ে এ গুরুভার বহন করে থাকেন এবং বহন করতে সমর্থ হন। কেননা তাঁরা একাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে প্রবল বাধা-বিপত্তি ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় জাতির পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধিতা ও নির্যাতন-নিপীড়ন সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র আদেশ পালন অব্যাহত রাখেন।

খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ-এর ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষাবলম্বন

খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনলেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যে ওহী আসত তা সত্য বলে মেনে নিলেন এবং তাঁর কাজে সহায়তা করতে লাগলেন। তিনিই প্রথম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূল (সা)-এর কাছে যে ওহী আসে, তাকে সত্য বলে স্বীকার করেন। তাঁর ঈমান আনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর নবীর কাজকে কিছুটা সহজ করে দেন। কেননা যখনই কেউ তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত বা তাঁকে মিথ্যুক বলত, তখন তিনি বিরক্ত ও মর্মাহত হতেন। কিন্তু যেই তিনি খাদীজার কাছে ফিরতেন, অমনি আল্লাহ্ তাঁর মনের সেই ক্ষোভ দূর করে দিতেন। কেননা খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিতেন, তাঁর বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করতেন এবং মানুষের দুর্ব্যবহারকে হালকা ও গা সওয়া করে দিতেন। আল্লাহ্ খাদীজার ওপর রহম করুন।

খাদীজার জন্য স্বর্ণরৌপ্য খচিত গৃহের সুসংবাদ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তার পিতা উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "আমি খাদীজার জন্য এমন একটি গৃহের সুসংবাদ দিতে আদিষ্ট হয়েছি, যা 'কাসাব' বা ফাঁপা মুক্তা দিয়ে তৈরি এবং যা সর্বপ্রকারের হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার ও অপ্রীতিকর বস্তু থেকে মুক্ত।"[১]

ইব্‌ন হিশাম এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : 'কাসাব' অর্থ ফাঁপা মুক্তার গৃহ।

---

১. হাদীসটির সনদ বা বর্ণনা-সূত্র সাহাবী পর্যন্ত সীমিত। তবে মুসলিম শরীফে এর ধারাবাহিকতা হিশাম থেকে তার পিতা উরওয়া এবং উরওয়া থেকে হযরত আয়েশার মাধ্যমে রাসূল (সা) পর্যন্ত বিস্তৃত। (রওযুল উনুফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭ দ্র.)

জিবরীল কর্তৃক খাদীজার কাছে আল্লাহ্‌র সালাম পেশ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমি শুনেছি যে, জিবরীল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলেছিলেন, আপনি খাদীজাকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : হে খাদীজা ! এই যে জিবরীল, তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম জানাচ্ছেন। খাদীজা বললেন, আল্লাহ্ স্বয়ং সালাম (শান্তি) তিনি শান্তির উৎস এবং জিবরীলের ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

ওহী স্থগিত[১] হওয়া ও সূরা দুহা নাযিল হওয়া

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর কিছুদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ওহী নাযিল হওয়া স্থগিত ছিল। এতে তিনি বিব্রতবোধ করেন এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। অবশেষে জিবরীল (আ) সূরা দুহা নিয়ে এলেন। এতে আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ইতিপূর্বে বর্ষিত অনুগ্রহ ও সম্মানের উল্লেখ করে শপথপূর্বক বলেন : "শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাতের, যখন তা হয় নিঝুম, তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। অর্থাৎ তোমার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে তোমাকে বর্জন করেননি এবং তোমাকে ভালোবাসার পর আর তোমাকে অপসন্দ করেননি। তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।" অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাকে যে মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করেছি, তার চাইতে উত্তম দান তোমার জন্য রয়েছে, যখন তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। অচিরেই তোমার রব তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হবে। অর্থাৎ দুনিয়ায় শান্তি ও মঙ্গল এবং আখিরাতে উত্তম কর্মফল। তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি; আর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি ? তিনি তোমাকে পেয়েছেন দিশেহারা; তারপর তিনি পথের দিশা দিলেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব অবস্থায়, এরপর অভাবমুক্ত করলেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁকে প্রথম থেকেই কিরূপ সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তাঁর ইয়াতীম অসহায় ও দিশাহারা অবস্থায় তাঁর ওপর কিরূপ করুণা বর্ষণ করেছেন এবং কিভাবে স্বীয় মেহেরবানীতে এ সব দুরবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছেন, তা জানাচ্ছেন।

সূরা দুহার শব্দের বিশ্লেষণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : سجى অর্থ নিস্তব্ধ নিঝুম ও নীরব হয়ে যাওয়া। কবি উমায়্যা ইব্‌ন আবূ সালত সাকাফীর কবিতায় এ শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় : "আমার সাথীরা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর যখন ক্লান্তিকর হয়ে রজনী এল এবং তা ঘোর অন্ধকার ও রহস্যে আচ্ছন্ন হয়ে নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে গেল।" এ লাইনটি তার রচিত একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

চোখের পাতা বা ঝর্ণার পানি স্থির হলে তা বুঝাতেও 'সাজা' শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। কবি জারীর বলেন : "সেই নারীগণ চলে যাওয়ার সময় তোমাকে তাদের পলকহীন চোখ দিয়ে যেন মারণাঘাত হেনেছে।" এটিও জারীরের রচিত একটি দীর্ঘ কবিতায় অংশ।

---

১. ওহীর আগমন আড়াই বছর স্থগিত ছিল।

আ-ইল অর্থ দরিদ্র নিঃস্ব। আবূ খারাশ হুযালীর কবিতা লক্ষ্য করুন :

"শীতের আগমনে দরিদ্র হীনবল লোকেরা ছিন্ন পুরানো কাপড় পরে তারই বাড়ির দিকে ধাবিত হয় এবং বাড়ির সন্ধান পাওয়ার জন্য কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে" (যাতে লোকালয়ের কুকুরগুলো সাড়া দিয়ে জনপদের সন্ধান দেয়)। 'আইল-এর বহুবচন 'আলাহ্ ও ঈল।

এ কবিতা আবূ খারাশের কাসীদার অংশবিশেষ। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

আ-ইল অর্থ পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণকারীও। আবার এর অর্থ ভীরুও; আল্লাহ্ বলেন : ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلاَّ تَعُوْلُوْا ।[১] আবূ তালিবের নিম্নোক্ত কবিতায় আ-ইল এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

"যে ন্যায়ের তুলাদণ্ডে এক তিলও কমবেশি হয় না, (সেইরূপ তুলাদণ্ডে তিনি ন্যায়বিচার করে থাকেন। অধিকন্তু) তার জন্য এমন এক সাক্ষীও রয়েছে, যে ভীরু নয়।"

এ কাবিতাটিও তার একটি কবিতা সংকলন থেকে গৃহীত, যার বিবরণ পরবর্তীতে যথাস্থানে দেওয়া হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

আ-ইল দ্বারা এমন ভারী বস্তুকেও বুঝায়, যা বহন করা অসম্ভব। বলা হয়ে থাকে (قدعالنى هذا الامر) অর্থাৎ এ আদেশটি আমার কাছে এত ভারী লাগছে যে, তা আমি পালন করতে অক্ষম। কবি ফারাযদাক বলেন :

"বিভিন্ন দুর্যোগ দুর্বিপাকে যখন জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে, তখন কুরায়শ গোত্রের খ্যাতনামা নেতাদের দেখতে পাবে।" ... এটি ফারাযদাকের একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ।

সূরা দুহার শেষ তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : "সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দিও না। আর তোমার রবের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও।" অর্থাৎ তুমি অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী ও অহংকারী হয়ো না এবং আল্লাহ্‌র দুর্বল বান্দাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও কর্কশভাষী হয়ো না। আর আল্লাহ্ নবুওয়তের আকারে তোমাকে যে নিয়ামত ও সম্মান দান করেছেন, তার কথা মানুষকে জানাও এবং তার প্রতি মানুষকে ডাক। এ শেষোক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের আপনজনদের মাঝে যাদের নিরাপদ মনে করেছেন, তাদের কাছে গোপনে নিজের নবুওয়তের কথা প্রকাশ করতে লাগলেন।

ফরয সালাতের সূচনা ও তার সময় নির্ধারণ

এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর সালাত ফরয করা হয়। ফলে তিনি সালাত আদায় করা শুরু করেন। প্রথমে দু'রাকাআত ফরয হয়, পরে তা বাড়ানো হয়। ইব্‌ন ইসহাক বলেন,

---

১. আল-কুরআন, ৪ : ৩।

আমার কাছে সালিহ ইব্‌ন কায়সান উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর প্রথম পর্যায়ে প্রতি সালাত দু'-দু রাকআত করে ফরয করা হয়। এরপর মুকীম অবস্থায় তা বাড়িয়ে চার রাকআত করেন এবং মুসাফির অবস্থায় আগের দু'রাকআতই বহাল রাখেন।[১] জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাত ও উযূ শিক্ষা দেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কতিপয় বিজ্ঞজন আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর সালাত ফরয হওয়ার বিধান নাযিল হওয়ার পর তাঁর কাছে জিবরীল (আ) এলেন। এ সময় তিনি ছিলেন মক্কার উঁচু এলাকায়। জিবরীল (আ) তাঁর পেছনদিকে সমতল এলাকার এক প্রান্তে নিজের পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করলেন। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে একটা ঝর্ণা বের হল। তখন জিবরীল (আ) উযূ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা দেখতে লাগলেন। জিবরীল (আ)-এর উযূ করার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাতে জানতে পারেন যে, সালাতের জন্য কিতাবে উযূ করতে হবে।

এরপর রাসূল (সা) জিবরীলকে যেভাবে উযূ কতে দেখেছেন, সেভাবে উযূ করলেন। তারপর জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সংগে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর জিবরীল চলে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজাকে উযূ ও সালাত শিক্ষা দেন

এরপর রাসূল (সা) খাদীজার কাছে এলেন এবং তিনি জিবরীল (আ) যেভাবে তাঁকে সালাতের জন্য উযূ করার নিয়ম শিখিয়েছেন, সেভাবে উযূ করে খাদীজাকে দেখালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেখাদেখি খাদীজাও উযূ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজাকে সংগে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। যেমন জিবরীল (আ) তাঁকে সংগে নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন।[২]

---

১. মুযানী বর্ণনা করেন যে, মি'রাজের আগে সালাত ছিল সূর্যোদয়ের আগে একবার এবং সূর্যাস্তের পরে আর একবার। ইব্‌ন সালাম বলেন, হিজরতের এক বছর আগেই পাঁচ ওয়াক্‌ত সালাত ফরয হয়। এ বর্ণনার আলোকে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, মুসাফির অবস্থায় সালাতের চাইতে মুকীম অবস্থায় থাকাকালে ওয়াক্‌ত ও রাকআত দু'টোরই সংখ্যা বাড়ানো হয়। আর দুই রাকআত করে ফরয করা হয়েছিল এর দ্বারা মি'রাজপূর্বকালের কথা বুঝানো হয়েছে।

২. সীরাত গ্রন্থে এ হাদীসটির সনদ যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা রাসূল (সা) পর্যন্ত পৌঁছেনি। এ ধরনের হাদীস শরীআতের বিধি প্রণয়নের যোগ্য বিবেচিত হয় না। তবে সনদে যায়দ ইব্‌ন হারিসা থাকায় এটি তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে পেয়েছেন বলে মনে করা হয়। তথাপি দুর্বল বিবেচিত বর্ণনাকারী ইবন লিহয়া'র ওপর নির্ভরশীল বিধায় বুখারী ও মুসলিমে এ হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে ইমাম মালিক ইব্‌ন লিহয়া সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করতেন। (পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দেখুন, রওযুল উনুফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩-২৮৪)

জিবরীল (আ) রাসূল (সা)-কে সালাতের সময় নির্ধারণ করে দেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে বনূ তামীম গোত্রের আযাদকৃত দাস উতবা ইব্‌ন মুসলিম বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী নাফি' ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন মুতইমের বরাত দিয়ে এবং নাফি' ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন আব্বাসের বরাত দিয়ে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর সালাত ফরয হওয়ার পর তাঁর কাছে জিবরীল (আ) এলেন এবং সূর্য ঢলে পড়ার পর তাঁকে সাথে নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছায়া যখন তাঁর সমান লম্বা হল, তখন তাঁকে সংগে নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তাঁকে সংগে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর সন্ধ্যাকালের রক্তিমাভা অন্তর্হিত হওয়ার পর তাঁকে সংগে নিয়ে ইশার সালাত পড়লেন এবং সুবহি সাদিকের পর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

পরের দিন জিবরীল (আ) আবার এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সংগে নিয়ে যোহ্‌রের সালাত এমন সময় আদায় করলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছায়া তাঁর সমান লম্বা হলো। এরপর নবী (সা)-এর ছায়া যখন তাঁর দ্বিগুণ হলো, তখন জিবরীল (আ) তাঁকে সংগে নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। এরপর সূর্যাস্তের পর গত দিনের সময়ে তাঁকে সংগে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর জিবরীল (আ) তাঁকে সংগে নিয়ে ইশার সালাত আদায় করলেন। এরপর ঊষা হওয়ার পরে এবং সূর্যোদয়ের আগে তাঁকে সংগে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর জিবরীল (আ) বললেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি আজ যে সময়ে সালাত আদায় করলেন এবং গতকাল যে সময়ে সালাত আদায় করেছিলেন, এ দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করা চাই।[১]

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষ হিসাবে বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর সমগ্র মানব জাতির মধ্যে যে পুরুষটি সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর ঈমান আনেন, তাঁর সংগে সালাত আদায় করেন এবং তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত যাবতীয় প্রত্যাদেশকে সত্য বলে গ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম। সে সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল দশ বছর। আল্লাহ তাঁকে স্বীয় সন্তোষ ও শান্তি দ্বারা অভিষিক্ত করুন।

---

১. এ হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন হয়নি। কেননা সকল সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ প্রণেতা এ ব্যাপারে একমত যে, এ ঘটনা মি'রাজের রাতের পরের দিন সংঘটিত হয়েছিল এবং তা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়তের সূচনার পাঁচ বছর পরের ঘটনা। কারো কারো মতে মি'রাজ হিজরতের দেড় বছর আগের ঘটনা। মতান্তরে এক বছর আগের ব্যাপার। এ জন্য ইব্‌ন ইসহাক এটিকে ওহী নাযিল হওয়ার সূচনা–পর্ব ও সালাতের প্রাথমিক অবস্থার বিবরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (রওযুল উনুফ, প্রথম খণ্ড, ২৮৪ পৃ. দ্র.)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারে আলীর লালিত-পালিত হওয়ার বিরল সৌভাগ্য লাভ

আল্লাহ্ তা'আলা আলী ইব্ন আবূ তালিবকে যে সকল বিরল সৌভাগ্যে ভূষিত করেছিলেন, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে, তাঁর রাসূল (সা)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হওয়া ছিল তার অন্যতম।

এ লালন-পালনের কারণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুজাহিদ ইব্ন জাবর ইব্ন আবূ হাজ্জাজের বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নুজায়হ আমাকে বলেছেন যে, আলী ইব্ন আবী তালিবের ওপর আল্লাহ্র একটা অনুগ্রহ, তাঁর জন্য সৃষ্টি করা আল্লাহ্র একটা সুযোগ এবং তাঁর জন্য আল্লাহ্র ঈপ্সিত একটি সুবিধা ও আনুকূল্য ছিল এই যে, কুরায়শ গোত্র একবার নিদারুণ আর্থিক সংকটে পড়ে। আবূ তালিব ছিলেন অধিক সন্তানের ভারে জর্জরিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় চাচা আব্বাসকে, যিনি বনূ হাশিম গোত্রে সবচেয়ে সচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন, বললেন : হে আব্বাস! আপনার ভাই আবূ তালিব অধিক সন্তানভারে ক্লিষ্ট। বর্তমানে লোকেরা কিরূপ আর্থিক সংকটে আছে, তাতো দেখতেই পাচ্ছেন। চলুন, আমরা দু'জন তার কাছে যাই এবং তার বোঝা কিছুটা লাঘব করি। তার সন্তানদের একজনকে আমি গ্রহণ করব, আর একজনকে আপনি গ্রহণ করবেন। এ দু'জনের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের ভার আমরা গ্রহণ করব। আব্বাস বললেন : ঠিক আছে, চল। এরপর তাঁর উভয়ে আবূ তালিবের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন : যতদিন বর্তমান দুর্ভিক্ষাবস্থা অব্যাহত থাকে, ততদিন আমরা আপনার সাংসারিক বোঝা খানিকটা লাঘব করতে ইচ্ছুক। আবূ তালিব তাঁদের বললেন, আকীলকে আমার কাছে রেখে, আর যাকে যাকে নিতে চাও, নিয়ে যাও। ইব্ন হিশামের মতে, তিনি আকীল ও তালিব এ দুই ছেলেকে রেখে যেতে বলেছিলেন।[১]

এরপর রাসূল (সা) আলীকে নিয়ে যান এবং তাকে নিজ পরিবারের সাথে যুক্ত করেন। আর আব্বাস নিয়ে যান জা'ফরকে এবং তাকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুওয়ত লাভ করা পর্যন্ত আলী তাঁর সাথে থাকেন। তাঁর নবুওয়ত লাভের পর আলী তাঁকে অনুসরণ করেন, তাঁর ওপর ঈমান আনেন ও তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। আর জা'ফর আব্বাসের সাথে অবস্থান করতে থাকেন। অবশেষে একদিন ইসলাম গ্রহণ করে তার কাছ থেকে বিদায় নেন।

---

১. আলী জা'ফরের চাইতে দশ বছরের, জা'ফর 'আকীলের চাইতে দশ বছরের এবং 'আকীল তালিবের চাইতে দশ বছরের ছোট ছিলেন। তালিব ছাড়া সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুহায়লী বলেন যে, তালিবকে জিনরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি অজানা রয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ ও আলী মক্কার গিরিবর্তে সালাত আদায় করতে যেতেন আর আবূ তালিব তাঁদের খুঁজতে যেতেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, সালাতের সময় সমাগত হলেই রাসূল (সা) মক্কার পার্বত্য উপত্যকায় চলে যেতেন। তাঁর সাথী আলীও এত গোপনে যেতেন যে, তাঁর পিতা আবূ তালিব, অন্য চাচারা এবং সমগ্র কুরায়শ গোত্রের অন্য কেউ তা জানতে পারত না। দু'জনে সেখানে সালাত আদায় করতেন এবং অপরাহ্নে ফিরে আসতেন। এভাবে যতদিন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে রইলেন। একদিন সালাতে রত অবস্থায় আবূ তালিব তাঁদের উভয়কে দেখে ফেলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভাতিজা! এ কোন্ ধর্ম যা তুমি পালন করছ ? তিনি বললেন, চাচা! এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ধর্ম, তাঁর ফেরেশতাদের ধর্ম, তাঁর নবী-রাসূলদের ধর্ম এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম (রাসূল (সা)-এর ভাষা এ থেকে কিছুটা ভিন্নও হয়ে থাকতে পারে)। আল্লাহ্ আমাকে তাঁর বান্দাদের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আমি যত লোককে উপদেশ দেই, যত লোককে সত্যের দিকে দাওয়াত দেই, যত লোক আমার দাওয়াত গ্রহণ করুক এবং আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করুক, আমার চাচা হিসাবে তাদের সকলের চাইতে আপনার ওপর আমার অধিকার ও দাবি বেশি। আবূ তালিব বললেন : "ভাতিজা, আমি তো আমার চিরাচরিত পূর্বপুরুষদের ধর্ম ও রীতিনীতি ত্যাগ করতে পারব না। তবে আল্লাহ্‌র কসম! আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোমার সাথে কেউ অপ্রীতিকর আচরণ করতে পারবে না।"

কেউ কেউ বলেন, তিনি আলী (রা)-কে বললেন, ওহে আমার পুত্র, তুমি এ কোন্ ধর্ম অনুসরণ করছ ? তিনি বললেন : হে আমার পিতা, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, যা কিছু প্রত্যাদেশ তাঁর কাছে এসেছে, তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি এবং তাঁর সংগে আল্লাহ্‌র জন্য সালাত আদায় করেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। শোনা যায় যে, একথা শুনে আবূ তালিব তাঁকে বললেন, মুহাম্মদ (সা) তোমাকে ভালো পথেই আহবান করেছে। কাজেই তুমি এ পথে দৃঢ় থাক।

যায়দ ইব্‌ন হারিসার ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর যায়দ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন শুরাহবীল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবদুল উযযা ইব্‌ন ইমরুল কায়স কাল্‌বী ইসলাম গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত দাস এবং আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের পর প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ও সালাত আদায়কারী পুরুষ।

যায়দের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যায়দের বংশধারা হচ্ছে যায়দ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন শুরাহবীল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন ইমরুল কায়স ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আবদে উদ্দ ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন উযরা ইব্‌ন যায়দ

আল্‌লাত ইব্‌ন রুফায়দা ইব্‌ন সাওর ইব্‌ন কালব ইব্‌ন ওয়াবরা। খাদীজার ভ্রাতৃষ্পুত্র হাকীম ইব্‌ন হিযাম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ সিরিয়া থেকে কিছু সংখ্যক ক্রীতদাস নিয়ে এসেছিলেন, তাদের ভেতরে ছিলেন যায়দ ইব্‌ন হারিসা নামক ভৃত্য।

হাকীমের ফুফু খাদীজা এ সময় রাসূলুল্লাহ্-এর সহধর্মিণী। তিনি হাকীমের কাছে বেড়াতে গেলেন। হাকীম বলল : "হে ফুফু! আপনি পসন্দ করুন, এ সব ক্রীতদাসের যেটি আপনি চাইবেন, সেটি আপনার।" খাদীজা যায়দকে পসন্দ করলেন এবং নিয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজার কাছে যায়দকে দেখে তাকে উপঢৌকন হিসাবে চাইলেন। খাদীজা তৎক্ষণাৎ উপঢৌকন হিসাবে যায়দকে দিয়ে দিলেন। রাসূল (সা) অবিলম্বে যায়দকে মুক্ত করে নিজের পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। এ সবই ছিল রাসূল (সা)-এর ওপর ওহী নাযিল হওয়ার আগেকার ঘটনা।[১]

যায়দকে হারিয়ে যায়দের পিতা যে কবিতা বলেন

আসলে যায়দ ছিলেন একটি হারানো ছেলে। সন্তান হারানোর শোকে যায়দের পিতা ব্যাকূল হয়ে আহাজারী করেন ও নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন :

"আমি যায়দের জন্য কাঁদছি। অথচ, আমি জানি না তার কি দশা হল। সে কি জীবিত, তার আশায় কি পথ চেয়ে থাকা যায় ? নাকি মৃত্যু তাকে আড়াল করে দিল ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি না, তথাপি জানতে চাই, তুমি আমার চোখের আড়াল হবার পর প্রান্তর অথবা পাহাড় কি তোমাকে গুম করে ফেলল ? হায়, যদি জানতাম, তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে! তোমার ফিরে আসা আমার জন্য সুনিশ্চিতভাবে পুরো দুনিয়াটা পাওয়ার মত খুশির ব্যাপার হবে। সূর্য উদয়ের সময়ে একবার, আর অস্ত যাওয়ার সময় আর একবার, আমাকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাতাসের প্রবাহও আমার মনে তার স্মৃতির শিহরণ জাগায়। তার জন্য আমার দুশ্চিন্তা কেবল দীর্ঘায়িতই হচ্ছে।

"উটের পিঠে চড়ে তার সন্ধানে দুনিয়াময় ঘুরতে থাকব। উট ক্লান্ত হলেও আমি ক্লান্ত হব না। আমি তাকে আমরণ খুঁজে বেড়াব, মানুষ যতই আশার পেছনে ঘুরুক, আসলে সে তো ধ্বংসশীল।"

অবশেষে হারিসা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপনীত হলেন। আর এ সময় তার পুত্র যায়দ রাসূল (সা)-এর কাছে ছিলেন। রাসূল (সা) যায়দকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে আমার কাছেও থাকতে পার, আবার ইচ্ছা করলে তোমার বাবার সাথেও যেতে পার। তিনি বললেন : "না আমি বরং আপনার কাছেই থাকব।" সেই থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছেই অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি যখন নবুওয়ত লাভ করলেন, তখন তিনি তাঁকে সমর্থন করলেন,

---

১. যায়দের মাতা হলেন সু'দা বিন্‌ত সা'লাবা। তিনি বনূ তাঈ গোত্রের বনূ মা'আন শাখার সন্তান। যায়দকে নিজের বাপের বাড়ি দেখাতে সাথে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। পথিমধ্যে বনূ কানীন ইব্‌ন জাসর-এর এক কাফেলা তাকে অপহরণ করে আরবের হুবাশা নামক বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। এ সময় যায়দের বয়স ছিল আট বছর। ইব্‌ন ইসহাক তার সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা এর পরবর্তী ঘটনা।

ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। এরপর যখন আল্লাহ্ এ আদেশ নাযিল করলেন যে, পালিত পুত্রদের তাদের পিতার পরিচয়েই সম্বোধন কর, তখন যায়দ বললেন : আমি হারিসার পুত্র যায়দ।[১]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

তাঁর বংশ পরিচয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্ন হারিসার পর যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি হলেন আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফা। তাঁর আসল নাম 'আতীক' আর আবূ কুহাফার আসল নাম উসমান ইব্ন আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তায়ম ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহর।

তাঁর নাম ও উপাধি

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ বকরের নাম আবদুল্লাহ্! আর আতীক তাঁর উপাধি। কারণ তিনি সুদর্শন, স্বাধীনচেতা ও অভিজাত ছিলেন (আতীক অর্থ সুদর্শন ও অভিজাত)।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর ইসলাম গ্রহণ করে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন এবং মানুষকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন।

আবূ বকর কর্তৃক কুরায়শ গোত্রকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা ও আহ্বান করা

আবূ বকর ছিলেন আপন গোত্রের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয়, আকর্ষণীয় ও অমায়িক ব্যক্তি।[২] কুরায়শ গোত্রের বংশ পরিচয়, ঐতিহ্য ও তার ভালো-মন্দ সংক্রান্ত জ্ঞানে তাঁর কোন জুড়ি ছিল

---

১. সুহায়লী যায়দের পিতার উপরোক্ত কবিতার শেষে আর একটি লাইন যোগ করেছেন তা হচ্ছে : "আমি তার (যায়দের) ব্যাপারে কায়স ও আমরকে, তারপর ইয়াযীদ ও গোটা বংশধরকে ওসীয়ত করে যাবো" আর যায়দ যখন তার পিতার বক্তব্য জানতে পারলেন, তখন তিনি পিতার গোটা কাফেলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অবৃত্তি করলেন :

"আমি এত দূরে বসেও আপন পরিবার-পরিজনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছি। (তবে) আমি এ ভেবে আশ্বস্ত যে, কা'বা শরীফের নিকট অবস্থান করছি। অতএব যে প্রচণ্ড সন্তান বাৎসল্য তোমাদের এখানে টেনে এনেছে, তাকে সংযত কর এবং উটের পিঠে চড়ে দুনিয়া চষে বেড়িও না। কেননা আমি আল্লাহ্র মেহেরবানীতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিবারের মধ্যে আছি, যারা মা'আদের মহান বংশধর, পুরুষ পুরুষানুক্রমে।"

২. তাঁর আতীক নামকরণের আরো একটা কারণ হলো : তাঁর চেহারার সৌন্দর্য। 'আতীকের আরেক অর্থ হচ্ছে সুন্দর বা সুদর্শন। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে আবদুল কা'বা নামেও অভিহিত করা হত। তাঁর মাতার নাম উম্মুল খায়র বিনতে সাখর ইব্ন আমর। তিনি ছিলেন আবূ বকরের পিতা আবূ কুহাফার চাচাতো বোন। তাঁর পিতার মায়ের নাম কায়লা বিন্ত আযা ইব্ন রিয়াহ ইব্ন আবদুল্লাহ্। তার স্ত্রীর নাম কাতলা বিন্ত আবদুল উয্যা।

না। তিনি ছিলেন একজন বিনম্র স্বভাবসম্পন্ন ও সদাচারী ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক দক্ষতা, জ্ঞান ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সবাই তাঁর কাছে আসত ও তাঁর ঘনিষ্ঠতা কামনা করত। তাই নিজ গোত্রের মধ্যে যারা তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করত, তাদের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত লোকদের তিনি ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে লাগলেন।

আবূ বকর (রা)-এর আহ্বানে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁদের বিবরণ

উসমান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক (রা) বলেন : আমার জানামতে আবূ বকরের আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করেন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আবদ শাম্‌স ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন গালিব।

যুবায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন যুবায়র ইবনুল আওয়াম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আবদু আওফ ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস মালিক ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন যুহরা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। আবূ ওয়াক্কাসের আসল নাম মালিক।

তাল্‌হা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আর তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

এঁরা সবাই যখন আবূ বকর (রা)-এর এর দাওয়াত গ্রহণ করে ইসলামে দীক্ষিত হলেন এবং সালাত আদায় করলেন, তখন তিনি এঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। আমার জানামতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, তার মধ্যে দাওয়াতকে গ্রহণ না করা, বিলম্ব করা, ইতস্তত করা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মনোভাব লক্ষ্য করেছি। কিন্তু একমাত্র আবূ কুহাফার পুত্র আবূ বকরের মধ্যে তা

ছিল না। যখনই তাঁকে দাওয়াত দিয়েছি, তিনি কালবিলম্ব না করে এবং আদৌ কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে তাৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করেছেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ যে আবূ বকর (রা)-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সে কথা ইব্‌ন ইসহাকের নয়, অন্য কারো বর্ণনা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ আট ব্যক্তি ছিলেন ইসলাম গ্রহণে সবার অগ্রণী। তাঁরা সালাত আদায় করতেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু তাঁর রাসূলের ওপর নাযিল হত, তা সত্য বলে মেনে নিতেন।

আবূ উবায়দা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাহ। তাঁর প্রকৃত নাম আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাররাহ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন যাববা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌র।

আবূ সালামা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

তারপর ইসলাম গ্রহণ করেন আবূ সালামা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

আরকাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন আরকাম ইব্‌ন আবুল আরকাম আবদে মানাফ ইব্‌ন আসাদ আবূ জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। আবুল আরকামের আসল নাম আবদে মানাফ এবং আসাদের ডাকনাম আবূ জুনদুব ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন মাখযূম ইবন ইয়াকাযা ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন মু'আয।

উসমান ইব্‌ন মাযঊন (রা) ও তাঁর দু'ভাই-এর ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন উসমান ইব্‌ন মাযঊন ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। সেই সাথে তার দু'ভাই কুদামা ইব্‌ন মাযঊন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাযঊনও ইসলামে দীক্ষিত হন।

উবায়দা ইব্‌ন হারিসের ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আবদে মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) ও তাঁর স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইবন্ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুরত ইব্‌ন রিয়াহ ইব্‌ন রিযাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন

লুআঈ। আর তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব ইব্‌ন নুফায়ল ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুরত ইব্‌ন রিয়াহ ইব্‌ন রিযাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

উল্লেখ্য যে, ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব হলেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের বোন।

আবূ বকর (রা)-এর দু'মেয়ে আয়েশা ও আসমা এবং আরাতের পুত্র খাব্বাবের ইসলাম গ্রহণ

এরপর ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন আসমা বিন্‌ত আবূ বকর, আয়েশা বিন্‌ত আবূ বাকর এবং বনূ যুহরা গোত্রের মিত্র খাব্বাব ইবনুল আরাত।

ইব্‌ন হিশামের মতে খাব্বাব ইবনুল আরাত বনূ তামীম গোত্রের এবং মতান্তের খুযা'আ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

উমায়র, ইব্‌ন মাসউদ এবং ইবনুল কারী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইসহাক বলেন : সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসের ভাই উমায়র ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ, ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন শামাখ ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন সাহিলা ইব্‌ন কাহিল ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হুযায়ল এবং মাসউদ ইবনুল কারীও ইসলামে দীক্ষিত হন। মাসউদ ইবনুল কারী হচ্ছেন মাসউদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবদুল 'উয্‌যা ইব্‌ন হামালা ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন মুহাল্লাম ইব্‌ন আইযা ইব্‌ন সুবায়' ইব্‌ন হাওন ইব্‌ন খুযায়মা, ইনি কারাহ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারাহ একটি গোত্রের উপাধি। তাদের ব্যাপারে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, قد انصف القاره من راماها অর্থাৎ কারাহ্ গোত্রের সঙ্গে যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করবে, সে-ই তাদের প্রতি সুবিচার করবে। এ গোত্রে তীর নিক্ষেপে সুদক্ষ ছিল বলেই এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল।

সালীত, তাঁর ভাই, আয়্যাশ ও তাঁর স্ত্রী, খুনায়স এবং আমির-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরো ইসলাম গ্রহণ করেন সালীত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদ শাম্‌স ইব্‌ন আবদ ওয়াদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর, তাঁর ভাই হাতিব ইব্‌ন আমর এবং আয়্যাশ ইব্‌ন রবীআ ইবনুল মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ, তাঁর স্ত্রী আস্‌মা বিন্‌ত সুলামা ইব্‌ন মাখরাবা তায়মিয়া এবং খুনায়স ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ এবং আমির ইব্‌ন রবীআ। তিনি খাত্তাব ইব্‌ন নুফায়ল ইব্‌ন আবদুল উয্‌যার বংশধরের মিত্র আন্‌য ইব্‌ন ওয়ায়লের বংশধর।

ইব্‌ন হিশামের মতে আন্‌য ইব্‌ন ওয়ায়ল বাকর ইব্‌ন ওয়ায়লের বংশধর এবং রবীআ ইব্‌ন নিযারের অন্তর্ভুক্ত।

জাহশের দু'পুত্র, জা'ফর ও তাঁর স্ত্রী, হাতিব ও তাঁর ভাইগণ, তাঁদের স্ত্রীগণ, সাইব, মুত্তালিব ও তাঁর স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর ক্রমান্বয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহশ ইব্‌ন রিয়াব ইব্‌ন ইয়া'মার ইব্‌ন সাবরা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা এবং তাঁর ভাই আবূ আহমদ ইব্‌ন জাহশ। এরা উভয়ে বনূ উমায়্যা ইব্‌ন আবদ শামস গোত্রের মিত্র ছিলেন। আরো ইসলাম গ্রহণ করেন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব, স্ত্রী আসমা বিনত উমায়স ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কুহাফা। ইনি খাসআম গোত্রের মেয়ে। আরো ইসলাম গ্রহণ করেন হাতিব ইবনুল হারিস, ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ্‌ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ তার স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত মুজাল্লাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কায়শ ইব্‌ন আবদ ওয়াদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিসল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র, তাঁর ভাই হাত্তাব ইবনুল হারিস ও তাঁর স্ত্রী ফুকায়হা বিন্‌ত ইয়াসার। এ ছাড়াও ইসলাম গ্রহণ করেন মা'মার ইবনুল হারিস ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। সায়ব ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন মাযউন ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব এবং মুত্তালিব ইব্‌ন আযহার ইব্‌ন সাবদ আওফ ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহরা ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ ও তার স্ত্রী রামলা বিন্‌ত আবূ আওফ ইব্‌ন সুবায়রা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

নাঈমের ইসলাম গ্রহণ

নাঈম ওরফে নাহ্‌হাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আসাদও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইনি কা'ব ইব্‌ন লুআঈ-এর বংশধর।

নাঈমের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তিনি হলেন নাঈম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উসায়দ ইব্‌ন আবদ্‌ আওফ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উয়ায়দা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইবন লুআঈ। তিনি 'নাহ্‌হাম' (শব্দকারী) নামে পরিচিত হন এ জন্য যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছিলেন, আমি জান্নাতে নাঈমের 'নাহম' (শব্দ) শুনেছি।

ইবন হিশাম বলেন : 'নাহম' অর্থ শব্দ বা সাড়া।

আমির ইব্‌ন ফুহায়রার ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মুক্ত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রাও ইসলাম গ্রহণ করেন।

আমিরের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমির ইব্‌ন ফুহায়রা আসাদ গোত্রের একজন নিগ্রো দাস ছিলেন। আবূ বকর (রা) তাকে কিনে নিয়েছিলেন।

খালিদ ইব্‌ন সাঈদের ইসলাম গ্রহণ, তাঁর বংশ পরিচয় ও তাঁর স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরো ইসলাম গ্রহণ করেন খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আবদ শামস ইব্‌ন আবদে মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ, তার স্ত্রী উমায়নাহ বিনত খালাফ ইব্‌ন আসআদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বিয়ায়া ইব্‌ন সুবায় ইব্‌ন জু'সামাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুলায়হ ইব্‌ন আমর। তিনি খুযাআ গোত্রীয়।

ইব্‌ন হিশামের মতে, তার নাম হুমায়না বিন্‌ত খালাফ।

হাতিব ও আবূ হুযায়ফার ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরো ইসলাম গ্রহণ করেন হাতিব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদ শামস ইব্‌ন আবদ ওয়াদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র এবং আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন আবদ শামস ইব্‌ন আবদে মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

ইব্‌ন হিশাম এর মতে আবূ হুযায়ফার আসল নাম মাহ্‌শাম ইবন উতবা ইবন রবী'আ ইবন আবদ শামস।

ওয়াকিদের ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর কিছু ঘটনা

ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদে মানাফ ইব্‌ন আরীন ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ইয়ারবূ' ইব্‌ন হানাযালা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব-এর মিত্র ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বাহিলা নাম্নী এক মহিলা তাকে নিয়ে আসেন। তারপর খাত্তাব ইব্‌ন নুফায়লের কাছে তাকে বিক্রি করা হয়। খাত্তাব তাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। এরপর আল্লাহ্ যখন নাযিল করলেন اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ "তোমরা পালিত সন্তানদেরকে তাদের পিতার নামে ডাক" তখন তিনি নিজেকে (ওয়াকিদ ইব্‌ন খাত্তাবের পরিবর্তে) ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ বলে অভিহিত করেন। এ ঘটনা আবূ আমর মাদানী থেকে বর্ণিত।

বনূ বুকায়রের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, এ ছাড়া বুকায়র ইব্‌ন আবদ ইয়ালীল ইব্‌ন নাশির ইব্‌ন গিয়ারা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন আবদ মানাত ইব্‌ন কিনানার সন্তান খালিদ, আমির, আকিল ও ইয়াস ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা বারজনই ছিলেন বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব-এর মিত্র।

আম্মার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইনি বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযার মিত্র ছিলেন। ইব্‌ন হিশাম (রা)-এর মতে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির আনাসী মাযহিজ গোত্রভুক্ত।

সুহায়বের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা গোত্রের মিত্র নামর ইব্‌ন কাসিতের বংশধর সুহায়ব ইব্‌ন সিনানও ইসলাম গ্রহণ করেন।

সুহায়বের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন : নামর ইব্‌ন কাসিত ইব্‌ন হিনব ইব্‌ন আফসা ইব্‌ন জাদীলা ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন নিযার। আবার কারো মতে, আফসা ইব্‌ন দু'মা ইব্‌ন জাদীলা ইব্‌ন আসাদ। কেউ কেউ বলেন, সুহায়ব ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুদআন ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়মের মুক্ত দাস।

কেউ কেউ বলেন, তিনি একজন রোমক বংশোদ্ভূত। যারা তাকে নাম্‌র ইব্‌ন কাসিতের বংশধর বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, তিনি রোম ভূখণ্ডের বন্দী ছিলেন। পরে তাকে সেখানে থেকে কিনে আনা হয়। একটি হাদীসে রাসূল (সা) বলেন, সুহায়ব রোমকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

রাসূল (সা) কর্তৃক স্বজাতির কাছে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও তাদের প্রতিক্রিয়া

আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় রাসূলকে আপন জাতির কাছে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার আদেশ দান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে লোকেরা পৃথক পৃথকভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। ফলে মক্কায় ইসলামের আলোচনা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করল এবং তা নিয়ে যত্রতত্র কথাবার্তা চলতে লাগল। এরপর আল্লাহ্ স্বীয় রাসূল (সা)-কে তাঁর কাছে প্রেরিত বার্তা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা ও তার দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমার জানামতে, নবূওয়াতপ্রাপ্তি থেকে শুরু করে প্রকাশ্য দাওয়াতের নির্দেশ দানের মাঝখানে রাসূল (সা) যে সময়টুকু গোপনে প্রচার করতে থাকেন, তা ছিল তিন বছর। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

"তুমি যে বিষয়ে আর্দিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর।" (১৫ : ৯৪)

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন : "তোমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করে দাও এবং যারা তোমার অনুসরণ করে সে মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হও।" (২৬ : ২১৪-২১৫)

"এবং বল, আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।" (৪৫ : ৮৯)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উপরের প্রথম আয়াতে বর্ণিত اصدع অর্থ হচ্ছে সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করে দেখিয়ে দাও। কবি আবূ যুয়ায়ব আল-হুযালী যার প্রকৃত নাম খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন খালিদ, বন্য গাধা ও গাধীর প্রশংসা করে বলেন :

"এই গাধী যেন জুয়ার তীর মোড়ানোর চামড়া এবং গাধা যেন তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করে।" অর্থাৎ তীর কোন্ দিক নির্দেশ করে তা নির্ণয় করে। এটা কবির একটি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। কবি রুবা ইবনুল আজ্জাজ বলেন :

"আপনি ধৈর্যশীল এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী সেনাপতি। আপনি সত্যকে প্রকাশ করেন এবং যুলুম প্রতিহত করেন।" এ কবিতাও তার এক কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করতে পাহাড়ী উপত্যকায় গমন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ যখন সালাত আদায় করতে চাইতেন, পাহাড়ী উপত্যকায় চলে যেতেন ও নিজের কাওমের লোকদের অগোচরে সালাত আদায় করতেন। একবার সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে মক্কার পাহাড়ী উপত্যকায় সালাত আদায় করার সময় একদল মুশরিক তাদেরকে দেখে ফেলে। তারা এতে ভীষণ ক্ষেপে যায় ও একে দূষণীয় মনে করে। শেষ পর্যন্ত তারা সাহাবীগণের ওপর হামলা করে বসে। তখন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস একজন মুশরিককে উটের রানের হাড় দিয়ে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর এটিই ছিল প্রথম রক্তপাতের ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজ কাওম কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা ও আবূ তালিব কর্তৃক তাঁর পক্ষ সমর্থন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন কাওম-এর নিকট প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করে দেখিয়ে দিলেন, তখন আমার জানামতে, তিনি মুশরিকদের দেবদেবীর কথা উল্লেখ ও তাদের নিন্দা না করা পর্যন্ত তারা তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়নি এবং তার প্রতি বিরূপও হয়নি। তিনি যখন এই কাজটি করলেন, তখন তারা একে গুরুতর অন্যায় মনে করল, বিক্ষুব্ধ হল এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হল। তবে আল্লাহ্ যাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন, তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা ছিল সংখ্যায় কম এবং আত্মগোপনকারী। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর চাচা আবূ তালিব গভীর স্নেহে রক্ষা করে চললেন এবং তাঁর গায়ে কোন আঘাত লাগতে দেননি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র দীনের প্রচার ও একে বিজয়ী করার কাজ অব্যাহত রাখলেন এবং কোন বাধাবিঘ্নই তিনি গ্রাহ্য করলেন না। কুরায়শ গোত্র যখন দেখল যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেসব আচরণে ক্ষুব্ধ হচ্ছে, যেমন তাদের

বিরুদ্ধাচরণ ও তাদের দেবদেবীর নিন্দা- সে জন্য মোটেই উদ্বিগ্ন নন এবং চাচা আবূ তালিব তাঁকে নিজ স্নেহে রক্ষা করে চলেছেন, তাঁকে তাদের হাতে সোপর্দ করছেন না, তখন কুরায়শ গোত্রের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের একটি দল আবূ তালিব-এর কাছে গেল। এই দলটির মধ্যে ছিল রবীআ ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র-এর দু'পুত্র উত্‌বা ও শায়বা। হারব ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর এবং আবূ সুফিয়ান ইবন হারব ইবন উমায়্যা ইবন আবদ শামস ইবন আবদ মনাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন লুআঈ ইবন গালিব ইবন ফিহর। ইব্‌ন হিশামের মতে তার আসল নাম সাখর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এই দলে আবুল বাখতারীও ছিল, যার নাম ও বংশ পরিচয় হলো, আস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আল-হারিস ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। ইব্‌ন হিশাম (রা)-এর মতে ও আবুল বাখতারীর নাম আস ইব্‌ন হাশিম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এই দলে আরো ছিল আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। আরো ছিল আবূ জাহল ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আল-মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। আবূ জাহলের ডাক নাম ছিল আবুল হিকাম এবং আসল নাম আমর। আরো ছিল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমর ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। নুবায়হ ও মুনাব্বিহ যারা হাজ্জাজ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ-এর সন্তান। আর আস ইব্‌ন ওয়ায়ল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আস ইব্‌ন ওয়ায়ল-এর বংশ লতিকা হল, আস্ ইব্‌ন ওয়ায়ল ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

কুরায়শ প্রতিনিধি দল আবূ তালিবকে ভর্ৎসনা করল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এই প্রতিনিধি দলে আরো কেউ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে। তারপর তারা বলল : "হে আবূ তালিব ! আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীকে গালাগাল করেছে, আমাদের ধর্মে খুঁত বের করেছে, আমাদের বুদ্ধিমানদের নির্বোধ বলেছে এবং আমাদের পূর্বপুরষদেরকে পথভ্রষ্ট বলেছে। এখন হয় আপনি তাঁকে থামান নতুবা তাঁর ব্যাপার আমাদের হাতে ছিড়ে দিন। আপনি নিজেও তো আমাদেরই ধর্মানুসারী এবং তাঁর বিরোধী। আমরাই আপনার পক্ষ হয়ে তাঁকে প্রতিহত করব।" আবূ তালিব তাদেরকে অত্যন্ত মিষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করলেন। তারা বিদায় হয়ে চলে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের কাজ অব্যাহত রাখলেন। আল্লাহ্র দীনের প্রচার-প্রসার ও তার দিকে মানুষকে আহবান জানাতে লাগলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কাফিরদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ বেধে গেল। লোকেরা পরস্পরের দুশমনে পরিণত হয়ে গেল। এ সময় কুরায়শ গোত্রের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা বেড়ে গেল এবং তারা একে অপরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে উস্কে দিতে লাগল।

আবূ তালিবের কাছে কুরায়শ প্রতিনিধি দলের দ্বিতীয়বার আগমন

তারা আবূ তালিবের কাছে পুনরায় গেল। তারা তাঁকে বলল : "হে আবূ তালিব ! আমাদের মধ্যে আপনি একজন বয়োবৃদ্ধ, সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। আমরা আপনার ভাতিজাকে নিবৃত্ত করতে বলেছিলাম কিন্তু আপনি তাকে নিবৃত্ত করেননি। আমরা আর সহ্য করতে পারব না। সে আমাদের বাপ-দাদার সমালোচনা করে। আমাদের বুদ্ধিমানদের নির্বোধ বলে। আমাদের দেবদেবীর ত্রুটি বের করে। আপনি যদি তাঁকে নিবৃত্ত করেন, তবে ভালো কথা। নচেৎ আপনি সমেত তাঁর বিরুদ্ধে আমরা মুকাবিলায় অবতীর্ণ হব। যার ফলে উভয় দলের এক দল ধ্বংস হয়ে যাবে।"

তারপর তারা তার কাছ থেকে ফিরে এল। আবূ তালিবের কাছে তার কাওমের শত্রুতা সম্পর্কচ্ছেদও খুবই খারাপ লাগল। অথচ তাদের হাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সমর্পণ করা বা তাঁকে অপমান হতে দেয়া উভয়ের কোনটাতেই তিনি রাযী হলেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ তালিবের কথোপকথন

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াকূব ইব্ন উত্বা ইব্ন মুগীরা ইব্ন আখনাস আমাকে বলেছেন যে, কুরায়শ নেতারা যখন আবূ তালিবকে উপরোক্ত কথাগুলো বলল, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডেকে বললেন : "হে আমার ভাতিজা ! তোমার গোত্রের লোকেরা আমার কাছে এসেছিল। তারা এই এই কথা আমাকে বলেছে। অথএব তুমি তোমার নিজের ও আমার দিকটা বিবেচনা কর এবং আমার ওপর এমন কোন বোঝা চাপিও না, যা আমি বহন করতে অক্ষম।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মনে করলেন যে, তাঁর চাচা বোধহয় তাঁকে সমর্পণ ও অপমানিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং তার সাহায্য ও সহায়তা করতে তিনি অপারগ হয়ে পড়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "হে আমার চাচা ! আল্লাহ্র কসম, তারা যদি আমার ডানহাতে সূর্য ও বামহাতে চাঁদ এনে দিয়ে চাইত যে, আমি এ কাজ পরিত্যাগ করি, তথাপি আমি তা পরিত্যাগ করতাম না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ এ কাজকে সফল ও জয়যুক্ত করেন অথবা আমি এ কাজ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চোখ অশ্রুপূর্ণ হল এবং তিনি কাঁদতে কাঁদতে চলে যেতে লাগলেন। তিনি চলে যেতে থাকলে আবূ

তালিব তাঁকে ডাকলেন। বললেন, ভাতিজা এদিকে এস ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কাছে গেলেন। তারপর তিনি বললেন : "হে আমার ভাতিজা ! যাও, যা ভালো লাগে বল। আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো কোন কারণেই তোমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করব না।"

কুরায়শ কর্তৃক ওয়ালীদের পুত্র উমারাকে আবূ তালিবের কাছে দত্তক দানের প্রস্তাব

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা যখন নিশ্চিতভাবে জানল যে, আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের হাতে সোপর্দ করতে ও অপমানিত করতে অস্বীকার করছেন এবং এটাও বুঝল যে, এ ব্যাপারে আবূ তালিব গোটা কুরায়শ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং তাদের শত্রুতার ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত, তখন তারা ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার ছেলে উমারাকে নিয়ে তার কাছ গেল। তারপর আমার জানামতে, তারা তাকে বলল : "হে আবূ তালিব ! এই দেখুন, ওয়ালীদের ছেলে উমারা, সে কুরায়শ গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুদর্শন যুবক। ওকে আপনি নিয়ে নিন, ওর বুদ্ধি ও বল আপনার উপকারে আসবে। ওকে আপনি পুত্র হিসাবে নিয়ে নিন, সে আপনারই। ওর বদলে আপনার এ ভাতিজাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। সে আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষের ধর্মের বিরোধিতা করছে। সে আপনার বংশের ঐক্য বিনষ্ট করছে, তাদেরকে নির্বোধ বলছে। তাকে আমরা মেরে ফেলব। মানুষের বদলে মানুষ। আবূ তালিব বললেন : ছি ছি ! আল্লাহ্র কসম, তোমরা যে বিনিময় আমার সাথে করতে চাইছ, তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের ! তোমরা আমাকে তোমাদের ছেলেকে দিতে চাইছ যেন তাকে আমি লালন-পালন করে পুষ্ট করি তোমাদের জন্য, আর আমার ছেলেকে নিতে চাইছ হত্যা করার জন্য ? আল্লাহ্র কসম, এটা কখনো হবে না। এ কথা শুনে মুতঈম ইব্ন আদী ইব্ন নাওফাল ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাই বলল : আল্লাহ্র কসম, হে আবূ তালিব, তোমার গোত্র তোমার প্রতি সুবিচার করেছে এবং তুমি নিজেও যা অপসন্দ কর তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে চাইছে। কিন্তু আমি দেখছি, তুমি তাদের কোন প্রস্তাবই মানতে চাইছ না। আবূ তালিব মুতঈমকে বললেন : "আল্লাহ্র কসম, তারা আমার প্রতি সুবিচার করেনি। তুমি আমাকে অপমানিত করতে এবং একটি শক্তিমান পক্ষকে আমার ওপর বিজয়ী করার ফন্দি এঁটেছ। ঠিক আছে, যা ভালো বুঝ, কর।" এরপর উভয় পক্ষে উত্তেজনা বাড়তে থাকে, যুদ্ধের পরিবেশ উত্তপ্ত হতে লাগল এবং শোরগোল করে একে অপরকে হুমকি দিতে লাগল।

মুতঈম ও অন্যান্যদের ব্যাপারে আবূ তালিবের কবিতা

মুতঈম ইব্ন আদি এবং বনূ আব্দ মানাফ ও অন্যান্য কুরায়শী উপগোত্রের যারা আবূ তালিবকে অপমান করতে চেয়েছিল এবং তার প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করে এবং তাদের অবাঞ্ছিত দাবির উল্লেখ করে আবূ তালিব নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন :

"হে আমর, ওয়ালীদ ও মুতঈমকে বলে দাও, তোমাদের প্রহরার বদলে আমি যদি একটি বকনা উটও পেতাম, তাহলেও ভালো হত।[১] সে বকনা উট যতই অল্পবয়সী ও দুর্বল হোক, তার মুখে প্রচুর ফেনা জমে থাকুক এবং দুই পায়ের ওপর প্রস্রাবের ফোঁটা পড়তে থাকুক, তাতে কিছু এসে যায় না। (দুর্বলতার দরুন) সে অগ্রণী উটগুলোর পিছু পিছু চলতে থাকে, অথচ সংলগ্ন থাকে না, আর যখনই মরুভূমির ওপর ওঠে, তখন তাকে ওয়াবার (বিড়াল সদৃশ ক্ষুদ্র প্রাণীবিশেষ) বলে আখ্যায়িত করা হয়। আমাদের একই পিতামাতা থেকে জন্ম নেয়া আমাদের দু'ভাইকে দেখতে পাই, যখন তাদেরকে জিজ্ঞেসা করা হয়, তখন তারা বলে যে, ব্যাপারটা অন্যের হাতে ন্যস্ত। হ্যাঁ, তাদের হাতেও ক্ষমতা আছে, কিন্তু তারা এত নীচে নেমে গেছে যেন যু-আলাক পর্বতের শীর্ষ থেকে পাথর গড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আমি আব্দ শামস ও নাওফলের কথা উল্লেখ করছি, (কুরায়শের এ দুটি ভ্রাতৃপ্রতিম শাখা আবূ তালিবের নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, এ কথা বলেই আবূ তালিব দুঃখ প্রকাশ করছেন)। আগুন যেমন পুড়ে যাওয়া অংগারকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনিভাবে তারা আমাদেরকে ছুঁড়ে ফেলেছে। তারা উভয়ে তাদের ভাইদের অপমানিত করেছে সকলের সামনে। ফলে গোত্রের কাছ থেকে তারা শূন্য হাতেই ফিরেছে। তারা এমন লোককে গৌরব ও মর্যাদার অংশীদার করেছে, যার কোন পিতৃপরিচয় নেই, কেবল তার কথা উল্লেখ করেই পরিচয় দিতে হয়। বনূ তায়ম, বনূ মাখযূম ও বনূ যুহরা এদেরই দলভুক্ত। যখনই সাহায্য তলব করা হত তখন তারা আমাদের সহযোগী হত। অতএব আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের প্রজন্মের একটি লোকও যতদিন বেঁচে থাকবে, আমাদের মধ্যে শত্রুতা বজায় থাকবে। তাদের ধৈর্য ও বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তারা প্রশস্ত কূপের মত ব্যবধান সৃষ্টি করেছে, আর এ ব্যবধান হলো খুবই মন্দ।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমরা এ কবিতার দুটো লাইন বাদ দিয়েছি, যাতে আবূ তালিব খুবই কটু ভাষা প্রয়োগ করেছেন।

কুরায়শ বংশের লোকেরা ইসলাম গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করতে লাগল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর কুরায়শ গোত্রের লোকেরা গোত্রের বিভিন্ন শাখায় যে সব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের একে অপরকে উস্কে দিতে লাগল। ফলে প্রতিটি গোত্র তাদের ভেতরকার মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও নির্যাতন চালাতে লাগল এবং তাদের ধর্ম থেকে তাদেরকে বল প্রয়োগে ফেরাতে উদ্যত হল। কিন্তু আল্লাহ্‌র তাঁর রাসূলকে তাঁর চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে রক্ষা করলেন। আবূ তালিব যখন দেখলেন, সমগ্র কুরায়শ গোত্র বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের সাথে খারাপ আচরণ করছে, তখন দু'টি শাখার লোকদেরকে ডেকে নিজের অনুসৃত নীতি অনুসরণ পূর্বক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করা ও তাঁর ওপর থেকে সকল

---

১. অর্থাৎ আবূ তালিব বলতে চাইছেন যে, আমার জন্য একটি বকনা উটও তোমাদের চাইতে উপকারী। কাজেই তোমরা যে ব্যবস্থাধীনে আমাকে নিরাপত্তা দিতে চাও, তার চাইতে একটা বকনা উট পাওয়াও আমার জন্য ঢের ভালো ছিল।

আক্রমণ প্রতিহত করার আহবান জানালেন। সকলে তাকে সমর্থন করল ও তার আহবানে সাড়া দিল। কেবল অভিশপ্ত আবূ লাহাব মানল না।

আপন গোত্রের সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে আবূ তালিব তাদের প্রশংসায় যে কবিতা রচনা করেন

আবূ তালিব যখন দেখলেন, তার গোত্রের লোকেরা তার সহযোগিতায় সক্রিয়, তখন তিনি খুবই আনন্দিত হলেন, তাদের প্রতি খুবই প্রীত হলেন, তাদের প্রশংসা করলেন এবং তাদের অতীত গৌরবের উল্লেখ করলেন। সে সাথে সমগ্র গোত্রের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কত মর্যাদাবান ব্যক্তি, তাও ব্যাখ্যা করলেন, যাতে তাদের মতামত আরো মযবূত হয় এবং সব সময় তারা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে। এ বিষয়ে তিনি তার কবিতায় বললেন :

"কুরায়শ যখন কোন অতীত গৌরবের ব্যাপারে একমত হবে, তখন (দেখা যাবে) আবদে মানাফই তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যদি আবদ মানাফের শরীফ ব্যক্তিদের গণনা করা হয়, তবে বনূ হাশিমের মধ্যেই রয়েছে শরাফত ও আভিজাত্য।

আর কুরায়শরা যদি কোন দিন গৌরববোধ করে, তবে মুহাম্মদই হবেন তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম এবং তিনিই হবেন তাদের মধ্যে মহান ও অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি। কুরায়শ আমাদের ওপর তাদের খাঁটি ও ভেজাল সকল লোককে উস্কে দিয়েছিল, কিন্তু তারা সফল হয়নি, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়েছে। আমরা প্রাচীনকাল থেকেই কোন যুলুমকে সমর্থন করিনি, তবে কেউ (অহংকারের সাথে) মুখ বাঁকা করলে তা সোজা করে দিতাম। সব সময়ই আমরা কুরায়শকে সংকটকাল ও দুর্যোগে রক্ষা করতাম আর যারা তাদের সীমানায় প্রবেশ করতে চায়, আমরা তাদেরকে দূরে হটিয়ে দিতাম।

"আমাদের কল্যাণেই শুকনো কাঠে জীবনের সঞ্চার হত, আমাদের ঘন অরণ্যেই তার মূল বিকাশ লাভ করত।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার চক্রান্ত ও কুরআনের ব্যাপারে তার ভূমিকা

একদিন কুরায়শ গোত্রের একটি দল ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার কাছে সমবেত হল। তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বর্ষীয়ান ব্যক্তি। তখন হজ্জের মওসুম সমাগত। তিনি বললেন, কুরায়শের লোকেরা, হজ্জের মওসূম সমাগত। এ সময় আরবের সব এলাকা থেকে প্রতিনিধি দল আসবে। তোমাদের সংগী মুহাম্মদের ব্যাপার তো তারা শুনেছেই। কাজেই তার ব্যাপারে তোমরা একটা সর্বসম্মত মত স্থির কর। এ ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে একজন আরেকজনকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করবে এবং একজন আরেকজনের কথার জবাব দেবে। তারা সবাই বলল, হে আবূ আব্দ শাম্স, আপনিই বলুন এবং আপনিই আমাদের জন্য একটি মত স্থির করে দিন, আমরা সে মতই কাজ করব।

ওয়ালীদ বললেন, বরং তোমরাই বল, আমি শুনব।

তারা বলল, আমরা তো বলি মুহাম্মদ একজন জ্যোতিষী।

ওয়ালীদ বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি জ্যোতিষী নন। আমরা বহু জ্যোতিষী দেখেছি। জ্যোতিষীর রহস্যময় ও গোপন কথার সাথে মুহাম্মদের কথাবার্তার কোন মিল নেই।

জনতা বলল, তা হলে আমরা বলবো তিনি পাগল।

ওয়ালীদ বললেন : না, তিনি পাগল নন। আমরা পাগলামি দেখেছি ও জানি। মুহাম্মদের মধ্যে সে ধরনের মানসিক প্ররোচনা অস্থিরতা ও কুমন্ত্রণার ভাব নেই।

জনতা বলল, তাহলে আমরা তাকে কবি বলি ।

ওয়ালীদ বললেন, না তিনি কবি নন। আমরা সকল ধরনের কবিতা পড়েছি এবং জানি। যুদ্ধের কবিতা, শান্তির কবিতা, ছোট কবিতা, বড় কবিতা সবই দেখেছি। কিন্তু মুহাম্মদ যা বলে তা কবিতা নয়।

সবাই বলল, তাহলে আমরা তাকে জাদুকর বলি।

ওয়ালীদ বললেন, না, তিনি জাদুকর নন। আমরা বহু জাদুকর ও জাদু দেখেছি। জাদুকররা যেভাবে সূতায় গিরে দিয়ে তাতে ফুঁক দেয়, মুহাম্মদ তা করে না।

সবাই বলল, তাহলে হে আবূ আব্দ শাসস, (ওয়ালীদের ডাক নাম) আপনার মত কি !

ওয়ালীদ বললেন, মুহাম্মদের কথাবার্তা বড়ই মিষ্টি, তার মূল বড়ই মযবূত এবং তার ফল খুবই সুস্বাদু।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ বলেছেন, ওয়ালীদ বলেছিলেন, মুহাম্মদের কথাবার্তা খুবই রস ও তাৎপর্যে পরিপূর্ণ। ওয়ালীদ আরো বললেন, তোমরা এ সব যাই বলবে, সেটাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। তবে জাদুকর বলাই অপেক্ষাকৃত সঠিক হবে। কেননা সে এমন বক্তব্য নিয়ে এসেছে যা পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, স্বামী -স্ত্রীতে এবং খান্দানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। আর সেই বক্তব্যের ফলে বাস্তবিকই পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে।

ওয়ালীদের পরামর্শ মুতাবিক হজ্জের মওসুম যখন সমাগত হল, তখন কুরায়শের লোকেরা লোকজনের চলার পথে বসে পড়ল। রাস্তা দিয়ে যে-ই যায়, তাকেই তারা মুহাম্মদের ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে সাবধান করে দিত। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন :

"আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে।
আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ,
এবং নিত্যসংগী পুত্রগণ,
এবং তাকে দিয়েছি সচ্ছল জীবনের প্রচুর উপকরণ—
এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক দিই।
না, তা হবে না, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।" (৭৪ : ১১-১৬)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'আনীদ' অর্থ চরম শত্রু।

কবি রুবা ইব্‌ন আজ্জাজ বলেন : "আমরা পরম শত্রুর শির বিচূর্ণ করে থাকি।"

"আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব।
সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল।

অভিশপ্ত হোক সে । কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত করল। অভিশপ্ত হোক সে ! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল ?

সে আবার চেয়ে দেখল। এরপর ভ্রূ-কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল।" (৭৪ : ১৮-২২)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'বাসারা' অর্থ মুখ বিকৃত করা। আজ্জাজ বলেন مضبر اللحيين بسرا منها সে চেহারা বিকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে এ কথা বলেছে।

"তারপর সে পিছনে ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল।

এবং ঘোষণা করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ছাড়া আর কিছু নয়, এতো মানুষেরই কথা।" (৭৪ : ২৩, ২৪, ২৫)

ওয়ালীদের সংগীদের উক্তির জবাবে কুরআন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে এ সব উক্তি করল, তাদের জবাবে আল্লাহ্ নাযিল করলেন :

"যেভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম (কুরআনকে) বিভক্তকারীদের ওপর।

যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।

তাই শপথ তোমার প্রতিপালকের ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই,

সে বিষয়ে, যা তারা আমল করে।" (১৫ : ৯০-৯৩)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শের ঐ সকল কুচক্রী লোকজন যে ব্যক্তির সাথেই দেখা হয়, তাকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে অনুরূপ বলতে থাকে। ফলে সে মওসুমে আরবরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তাদের প্রচার করা খবর নিয়ে দেশে ফিরল। তারপর তাদের মাধ্যমে আরবের সর্বত্র এ খবর ছড়িয়ে পড়ল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শত্রুদের শত্রুতায় আবূ তালিবের কবিতা

এরপর যখন আবূ তালিব আশঙ্কা করলেন যে, আরবের সাধারণ মানুষ কুরায়শী জনতার সাথে মিলিত হয়ে না জানি কোন সময় তার উপর আক্রমণ করে বসে, তখন তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। এতে তিনি মক্কার হারাম শরীফে এবং সেখানে বসবাসের দরুন তিনি যে সম্মান অর্জন করেন, সে বিষয় উল্লেখ করেন। সে কবিতায় কুরায়শ নেতৃবৃন্দের প্রতি তার ভালবাসা প্রকাশ করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি সকলকে এ কথাও দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেন যে, তিনি নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হলেও কখনো কোন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কারো হাতে সোপর্দ করবেন না। তার কবিতাটির অনুবাদ :

"যখন দেখলাম, গোত্রের লোকদের কোন মমত্ব নেই এবং তারা সকল সম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন করেছে, তারা প্রকাশ্যে আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও নির্যাতনের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে এবং কট্টর দুশমনের রীতি অনুসরণ করেছে। এমন লোকদের সাথে তারা আমাদের বিরুদ্ধে মৈত্রী স্থাপন করেছে, যারা অগোচরে আমাদের বিরুদ্ধে রাগে আংগুল কামড়ায় এবং যারা আমাদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তলোয়ার ও বর্শা হাতে নিয়ে তাদের মুকাবিলায় আমি নিজেকে ধৈর্যশীল বানিয়েছি। আর কা'বাঘরের কাছে আমার গোত্রের লোকজন ও

ভাইদের হাযির করেছি এবং সকলে মিলে কা'বাঘরের লাল নক্শী চাদর আঁকড়িয়ে ধরেছি। একই সাথে তার মহান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দু'আ করেছি, যেখানে প্রত্যেক নফল ইবাদতকারী দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করে। যেখানে যিয়ারতকারীরা তাদের উট বসায়, ইসাফ ও নায়েলার কাছে পানির স্রোত প্রবাহের স্থানে। বাহনগুলোর বাহুতে ও ঘাড়ে প্রতীক অংকিত ছয় বছর ও নয় বছর বয়সের বাহন যেখানে অনুগত হয়ে থাকে।

"শিশু-কিশোরদের সাজগোছের সরঞ্জাম, মর্মর পাথর ও অন্যান্য সৌন্দর্য উপকরণকে সেগুলোর ঘাড়ে এমনভাবে লটকানো দেখবে যেমন খেজুর গাছের সাথে খেজুরের থোকা লটকানো থাকে।

"সকল বিদ্রূপকারী থেকে মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাই, যে দুশমন আমাদের জন্য অকল্যাণ কামনা করে অথবা কোন অন্যায় কথা নিয়ে জিদ ধরে। আর সে বিদ্বেষ পোষণকারী শত্রু থেকেও নিস্তার চাই যে আমাদের ছিদ্র ও ত্রুটি অন্বেষণ করে এবং সেই ব্যক্তি থেকে, যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মকে বিকৃত করে।

"সাওর পর্বতের আশ্রয় নিচ্ছি এবং সে সত্তার আশ্রয়—যিনি সাবীর পর্বতকে নিজ স্থানে মযবূতভাবে গেড়ে দিয়েছেন এবং হেরা পর্বতে আরোহণকারী ও অবতরণকারীর (জিবরীল) আশ্রয়। কা'বাগৃহ ও তার অধিকারের আশ্রয়, যে ঘর মক্কার উপত্যকায় অবস্থিত, আর আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিচ্ছি, নিশ্চয়ই তিনি অনবহিত নন।

"আর আশ্রয় নিচ্ছি হাজারে আসওয়াদের—যখন লোকে তাকে স্পর্শ করে। যখন সকাল ও সন্ধ্যায় লোকজন তাকে ঘিরে রাখে। আর পাথরের ভেতরে ইবরাহীম (আ)-এর পা রাখার জায়গাটির আশ্রয় নিচ্ছি, যা সিক্ত, যখন তিনি নগ্নপায়ে (তার ওপর) দাঁড়ান ও তা নরম হয়ে যায়। আর সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু'টির মাঝখানে যে দ্রুত প্রদক্ষিণ করে তার আশ্রয় নিচ্ছি। এ দুই পাহাড়ের মাঝে যে ছবি ও মূর্তি রয়েছে তার আশ্রয় নিচ্ছি। আর আশ্রয় নিচ্ছি যারা বায়তুল্লাহ্-এর হজ্জ করে সাওয়ারীতে আরোহণ করে কিংবা পদব্রজে এবং আশ্রয় নিচ্ছি প্রত্যেক মানতকারীর।

"আর আরাফাত ময়দানের আশ্রয় নিচ্ছি, যখন হাজীগণ এর দিকে যাত্রা করে আর ইলাল পর্বতের সে স্থানের আশ্রয় নিচ্ছি, যেখানে পানির প্রণালীগুলো একত্র হয়। আশ্রয় নিচ্ছি সন্ধ্যায় পাহাড়ের উপর তাদের অবস্থানের স্থলটির, যেখানে হাতের সাহায্যে তারা ভারবাহী পশুর সম্মুখ ভাগ বিন্যাস করে। আর মুযদালিফার রাত ও মিনার মনযিলগুলার আশ্রয় নিচ্ছি। এগুলোর চাইতে অধিক সম্মানী কোন মহান মনযিল কি হতে পারে? আর মুযদালিফার আশ্রয় নিচ্ছি, যখন শান্ত উটগুলো তাকে এত দ্রুত পরিত্যাগ করে, যেমন মুষলধারে বৃষ্টি নামলে তারা ছুটে চলে। আর জামারাতুল কুবরার আশ্রয় নিচ্ছি, যখন লোকেরা তার দিকে ছুটে চলে, তার চূড়ায় কঙ্কর ছুঁড়ে মারে। আর কিন্দা গোত্রের লোকেরা যখন সন্ধ্যাকালে কঙ্কর নিক্ষেপের জায়গায় অবস্থান করে, তখন বাকর ইব্‌ন ওয়ায়লের হাজীরা তাদেরকে অতিক্রম করে। এরা উভয় গোত্র পরস্পরের এমন মিত্র যে, তারা নিজেদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করে, তা দৃঢ়তার

সাথে পালন করে এবং সকল মায়া-মমতার বন্ধন ও উপায় এর জন্য ব্যয় করে। আর আশ্রয় নিচ্ছি উটপাখির ন্যায় দ্রুতগামী সাওয়ারীর অভিযান দ্বারা পাহাড়ের কলাগাছ ও বড় বড় বৃক্ষ এবং গুল্ম-লতার বিনাশ সাধনের। এরপর আর কোন আশ্রয় গ্রহণকারীর কি কোন আশ্রয়স্থল আছে ? আর কোন ন্যায়নিষ্ঠ খোদাভীরু আশ্রয়দাতাও আছে কি ? আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কথা মানা হয় এবং তারা চায় যে, আমাদের জন তুর্ক এবং কাবূলের পথ রুদ্ধ হয়ে যাক।

"আল্লাহ্‌র ঘরের কসম! তোমরা মিথ্যা বলেছ; তোমাদের এ খেয়াল সম্পূর্ণ অসার যে, আমরা মক্কা ভূমি ছেড়ে চলে যাব। আল্লাহ্‌র ঘরের কসম! তোমাদের এ ধারণা মিথ্যা যে, মুহাম্মদের জন্য চূড়ান্ত লড়াই না করেই আমরা তাকে বর্জন করব। এ ধারণাও মিথ্যা যে, তার জন্য নিহত না হওয়া এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে চেতনা ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা মুহাম্মদকে কারো কাছে সমর্পণ করব।

"যতক্ষণ কোন সশস্ত্র দল তোমাদের দিকে এমনভাবে ধাবিত না হয়, যেমন ধাবিত হয় পানিবাহী ঘণ্টধ্বনি বহনকারী উটের বহর।

"যতক্ষণ তুমি বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুকে রক্তস্নাত অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে না দেখবে, ততক্ষণ আমরা মুহাম্মদকে সমর্পণ করব না।

"আল্লাহ্‌র স্থায়িত্বের কসম, আমি যা ধারণা করছি তা যদি সত্যিই ঘটে, তাহলে আমাদের তরবারিগুলো বড় বড় সর্দারদের পেটে বিদ্ধ হবে।

"শিহাব নক্ষত্রের মত উজ্জল নেতৃস্থানীয় যুবকের হাতে থাকবে তরবারিগুলো, যিনি বিশ্বস্ত এবং সত্যের সংরক্ষক বীর পুরুষ। আমাদের উপর দিয়ে মাসের পর মাস, দিনের পর দিন ও পূর্ণ বছর অতিবাহিত হবে এবং এক হজ্জের পর আরেক হজ্জ আসবে। তোমার পিতৃবিয়োগ ঘটুক, মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ত্যাগ করা কাম্য নয়, যিনি সত্যের সংরক্ষণ করে থাকেন, আর যিনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নন এবং অন্যের ওপর নির্ভরশীলও নন। এমন উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী, যার চেহারার বরকতে বৃষ্টি চাওয়া হয় এবং যে ইয়াতীমের অভিভাবক ও অধিকার রক্ষক। তার কাছে আশ্রয় নেয় বনূ হাশিমের দুস্থ লোকেরা। তারা তার কাছে দয়া ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে অবস্থান করে।

"আমার জীবনের কসম, উসায়দ ও বাকর গোত্র আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে এবং আহারকারীর জন্য আমাদেরকে টুকরো টুকরো করে হাযির করেছে। আর উসমান ও কুনফুয আমাদের দিকে কোন লক্ষ্যই করেনি ; বরং তারা আমাদের শত্রুভাবাপন্ন গোত্রগুলোর সহযোগিতা করেছে।

"তারা আনুগত্য প্রকাশ করেছে উবায় ও ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াগূস গোত্রের এবং আমাদের কথার প্রতি কোন কর্ণপাত করেনি।

"যেমন আমরা সুবায়' ও নাওফলের কাছ থেকে একই ব্যবহার পেয়েছি এবং তারা সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সৎব্যবহার করেনি।

"এখনও যদি তাদের সাক্ষাত পাওয়া যায় কিংবা আল্লাহ্ তাদের ওপর আমাদেরকে বিজয়ী করেন, তা হলে তাদের জন্য উপযুক্ত প্রতিশোধ ঠিক করে রেখেছি। আবূ আমর আমাদের

ক্রোধ ছাড়া আর কিছু চায় না, যাতে আমাদেরকে তারা উট ও ছাগলের মধ্যে বসবাস করাতে সমর্থ হয়।

"আবূ আমর প্রত্যেক সকালে ও সন্ধ্যায় আমাদের ব্যাপারে চুপিচুপি ষড়যন্ত্র করে। হে আবূ আমর, তুমি যত পার কানাঘুষা এবং ধোঁকাবাজি করতে থাক।

"সে আল্লাহ্‌র কসম করে বলে যে, আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে না, অথচ আমরা স্পষ্টত দেখছি যে, সে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করছে।

"আমাদের প্রতি শত্রুতা তার জন্য আখশাব ও মুজাদিল পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকাকেও সংকীর্ণ করে দিয়েছে।

"আবুল ওয়ালীদকে জিজ্ঞেস কর, তুমি ধোঁকাবাজদের মত বিমুখ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালিয়ে কি ক্ষতি করতে পেরেছ?

"তুমি তো এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার দয়া ও মতামত নিয়ে জীবন ধারণ করা হত, তুমি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি নও।

"হে উত্‌বা! তুমি আমাদের সম্পর্কে এমন কোন কপট শত্রুর কথা শুনবে না, যে হিংসুটে, মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ।

"আবূ সুফিয়ান আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, যেমন কোন গোত্রপতি বড় বড় ব্যবসায়ীকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

"সে নাজ্‌দ ও তার ঠাণ্ডা পানির স্থানের দিকে পালিয়ে যায় আর ভাবে যে, আমি তোমাদের সম্পর্কে অনবহিত নই।

"সে আমাদেরকে একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর মত জানায় যে, সে আমাদের প্রতি দয়ালু এবং নিষ্ঠুর ইবাদতগুলোক চাপা দিয়ে ও দমন করে রাখে।

"হে মুতঈম! আমি তো নাজদার দিন তোমাকে অপমান করিনি, আর বড় বড় বিপদের সময়ও তোমার সম্মানকে অবজ্ঞা করিনি।

"আর সে সংঘর্ষের দিনও আমি তোমার সহযোগিতা ত্যাগ করিনি। যখন তোমার কাছে তোমার চরম দুশমন উপস্থিত হয়েছে তোমার মুকাবিলা করার জন্য।

"হে মুতঈম! গোত্রের লোকেরা তোমার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে, আর আমার ওপর যখন দায়িত্ব অর্পিত হবে, তখন তুমি রেহাই পাবে না।

"আমাদের পক্ষ হতে আল্লাহ্ নাওফাল ও আবদ শামসকে খারাপ প্রতিদান দিন। বিলম্বে নয়, অনতিবিলম্বে।

"ন্যায্য বিচারের তুলাদণ্ডে, যেখানে একটি যব পরিমাণও কারো ক্ষতি করা হয় না। তার বিবেক সাক্ষ্য দেয় যে, এ প্রতিদান অন্যায়মূলক নয়। যে গোত্র আমাদের বদলে বনূ খালাফ ও বনূ গায়াতিলকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। আমরা অনেক আগে থেকেই হাশিমের আসল বংশধর এবং আমরা বনূ কুসাইয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

"আর বনূ সাহ্‌ম ও বনূ মাখযূম ইতর ও নির্বোধ শ্রেণীর লোকদের আমাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করেছে।

"হে বনূ আব্দ মানাফ! তোমরা তো তোমাদের গোত্রের শ্রেষ্ঠ মানুষ। কাজেই তোমরা তোমাদের ব্যাপারে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে শরীক করবে না।

"আমার জীবনের শপথ! তোমরা দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়েছ এবং এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছ যা যুক্তিসম্মত নয়। কিছু দিন আগে তোমরা ছিলে একটি ডেগের জ্বালানি স্বরূপ, আর এখন তোমরা হয়েছ অনেক ডেগের জ্বালানি। আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা, আমাদের সাহায্য না করা এবং জরিমানা আদায়ের ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা না করার জন্য বনূ আব্দ মানাফকে ধন্যবাদ। আমরা যদি মানুষ হয়ে থাকি, তা হলে তোমাদের এ আচরণের প্রতিশোধ নেব এবং তোমরা আমাদের থেকে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা পাবে না। বনূ লুআঈ ইব্‌ন গালিবের মাঝে যে সম্পর্ক, তা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোকেরা অস্বীকার করেছে। নুফায়লের লোকেরা এ প্রস্তরময় ভূখণ্ডে পদার্পণকারীদের মধ্যে নিকৃষ্টতম এবং বনূ মা'আদের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের মধ্যে তারাই হীনতম মানুষ। বনূ কুসাইকে এ খবর ও সুসংবাদ পৌঁছে দাও যে, অচিরেই আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং আমাদের তরফ থেকে তাদের আর কোনরূপ সাহায্য করা হবে না। যদি হঠাৎ বনূ কুসাইয়ের ওপর কোন দুর্যোগ নেমে আসে, তবে আমরা তাদের উদ্ধার করার জন্য বাধ্য থাকব না। যদি লোকেরা তাদের ঘরে ঢুকে তাদের ওপর জঘন্য হামরা চালায়, তবে আমরা সন্তানধারী মহিলাদের কাছে বসে থাকব (অর্থাৎ তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাব না)। আমার জীবনের কসম! যাকে আমরা বন্ধু ও ভাগিনা মনে করি, তাকে আমরা একটু পরেই উপকারী হিসাবে পাই না। তবে বনূ কিলাব ইব্‌ন মুর্‌রার একটি অংশ এর ব্যতিক্রম, যারা আমাদের সংগে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করার অভিযোগ থেকে পবিত্র। আমরা তাদের এমনভাবে দুর্বল করে দিয়েছি যে, তাদের দল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আর সব ধরনের বিদ্রোহী ও নির্বোধ লোকেরা আমাদের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। তাদের বস্তিতে আমাদের পানি পান করানোর একটি হাওয ছিল। আর আমরাই তো বনূ গালিবের মাঝে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী। আমরা আতরের মাঝে আংগুল ডুবিয়ে শপথকারী বনূ হাশিমের এমন কিছু যুবক, যাদের ইস্পাতদৃঢ় হাতে চকচকে তরবারি শোভা পাচ্ছে।—আমরা প্রতিশোধ নিইনি, রক্তপাত ঘটাইনি এবং সম্প্রদায়ের নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের ছাড়া আর কারো বিরোধিতা করিনি। একটি আঘাত এলেই তুমি এসব যুবককে দেখবে, তারা যেন গোশতের স্তূপের ওপর হিংস্র সিংহ। ওরা একটি ভারতীয় প্রিয় দাসীর সন্তান, তারা বনূ জুমাহ উবায়দ কায়স ইব্‌ন আকিলের বংশধর। কিন্তু আমরা এমন একদল সম্ভ্রান্ত সর্দারের বংশধর, যাদের মাধ্যমে খারাপ কাজের সময় লোকদের মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করা হয়। যুহায়র হল কাওমের উত্তম ভাগ্নে, সত্যবাদী, যাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়নি; যেন সে একটি কোষমুক্ত ধারালো তরবারি। সে শ্রেষ্ঠ সরদারদের অন্যতম; সে এমন সম্ভ্রান্ত বংশের সংগে সংশ্লিষ্ট, যা সম্মানের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। আমার জীবনের কসম! স্নেহ-বৎসল লোকদের মত আমিও আহমদ (সা) এবং তাঁর ভাইদের মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি।

"সে বিশ্ববাসীর জন্য সৌন্দর্যের উৎস হয়ে থাকুক, আর যারা তাঁর সংগে সম্পর্ক রাখবে তাদের দুঃখ-কষ্ট দূরকারী হিসাবে সে [আহমদ (সা)] বেঁচে থাকুক। যখন বিচারকরা মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করবে, তখন আহমদ (সা)-এর মত লোক মানুষের মাঝে আর কি পাবে, যার থেকে কিছু আশা করা যায়। সে ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ এবং ধীরস্থির, এমন এক মাবূদের সংগে সম্পর্ক রাখে, যিনি তার প্রতি উদাসীন নন। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমার (ইসলাম গ্রহণের) কারণে জনসমক্ষে আমার মুরুব্বীদের উপর দুর্নামের আশংকা না করতাম, তবে আমি অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতাম, সময়ের অবস্থা যা-ই হত না কেন। এটা আমার মনের কথা; ঠাট্টাচ্ছলে বলছি না।

"সকল লোক জানে যে, আমাদের এই ছেলের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়ার মত আমাদের মাঝে কেউ নেই, আর মিথ্যা অপবাদকারীদের কথার প্রতি তো ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। আমাদের মাঝে আহমদ (সা) এমন মূল (বাপ-মা) থেকে জন্ম নিয়েছে যে, কোন দাম্ভিক ব্যক্তির বাড়াবাড়ি তাকে কোনভাবে ক্ষতি করতে পারে না। তাকে রক্ষা করার জন্য আমি আমার নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছি এবং আমি তাকে সব কিছু দিয়ে সর্বতোভাবে হিফাযত করেছি। বান্দাদের প্রতিপালনকারী রব তাকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সত্য দীনকে বিজয়ী করেছেন। এরা শরীফ লোক, কাপুরুষ নয়, তাদের পিতৃ-পুরুষ, যাদের উদ্দেশ্য ছিল, তারা তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে চলা শিক্ষা দিয়েছেন।

"যদি বনূ কা'বের বনূ লুআঈ-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে থাকে, তবে এ বন্ধন ছিন্নও হতে পারে। আর কোন না কোন দিন তাদের এ ঐক্যে অবশ্যই ফাটল ধরবে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ তালিবের কবিতার এ অংশটুকু আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয়। তবে কোন কোন কাব্য বিশারদ পণ্ডিত এর অধিকাংশকে আবূ তালিবের কবিতা বলে স্বীকার করেননি।

রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক মদীনাবাসীর জন্য বৃষ্টির দু'আ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, একবার মদীনাবাসী দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসে এবং নিজেদের দূরবস্থার কথা তাঁকে জানায়। তিনি মিম্বরের উপর উঠে বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন। একটু পরেই এমন বৃষ্টি হল যে, লোকেরা বন্যায় ডুবে যাওয়ার অভিযোগ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "হে আল্লাহ্! আমাদের ওপরে নয়, আমাদের আশে পাশে।" তখন মেঘ মদীনার ওপর থেকে এর আশে পাশে চলে গেল। এ সময় রাসূল (সা) বললেন, আবূ তালিব যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। একথা শুনে কোন সাহাবী তাকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি বোধ হয় আবূ তালিবের কবিতার এই অংশটির দিকে ইংগিত করছেন :

"মুহাম্মদ (সা) এমন উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী, যার চেহারার ওসীলায় বৃষ্টির জন্য দু'আ করা হয়। আর তিনি হলেন ইয়াতীমদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের সম্ভ্রম রক্ষাকারী।"

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

আবূ তালিবের কবিতায় যে নামগুলো উল্লেখ রয়েছে, তা হলো : (ইব্ন ইসহাক বলেন) : গায়াতিল—বনূ সাহ্ম ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়সের অন্তর্ভুক্ত, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব ইব্ন উমায়্যা। মুতঈম ইব্ন আদী ইব্ন নাওফাল ইব্ন আবদ মানাফ, যুহায়র ইব্ন আবূ উমায়্যা ইব্ন মুগীরা ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম ও তার মা 'আতিকা বিনত আবদুল মুত্তালিব, (উসায়দ), বিকরা, আতার ইব্ন আসীদ ইব্ন আবূ ঈসা ইব্ন উমায়্যা ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাঈ, উসমান ইব্ন উবায়দুল্লাহ্, তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ তায়মীর ভাই কুনফুয ইব্ন উমায়র ইব্ন জুদযান ইব্ন আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তায়ম ইব্ন মুর্রা, আবূ ওয়ালীদ, উত্বা ইব্ন রবী'আ, আবূ আখনাস ইব্ন শুরায়ক সাকাফী, বনূ যুহ্রা ইব্ন কিলাবের মিত্র।

ইব্ন হিশাম বলেন : আখনাসের এরূপ নামকরণের কারণ এই যে, সে বদরের যুদ্ধের দিন নিজের সম্প্রদায় থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তার আসল নাম উবায়, সে ইলাজ ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন যুহ্রা ইব্ন কিলাব। সুবায়' ইব্ন খালিদ–হারিস ইব্ন ফিহরের ভাই, নাওফল ইব্ন খুয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাঈ–সে আদভিয়া গোত্রের সন্তান এবং কুরায়শদের নিকৃষ্টতম লোকদের অন্যতম। আবূ বাকর সিদ্দীক ও তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করলে এ শয়তানই উভয়কে একটি দড়িতে বেঁধে ফেলেছিল। সেই থেকে ঐ দুই ব্যক্তিকে 'করীনায়ন' (ঘনিষ্ঠ সহচর) বলে ডাকা হত। আবূ তালিবের পুত্র আলী (রা) তাদের বদর যুদ্ধে হত্যা করেন। আবূ আমর কুরযা ইব্ন আবদ আমর ইব্ন নাওফাল ইব্ন আবদ মানাফ, আর "আমাদের প্রতি সন্দিহান একটি গোত্র" বলে আবূ তালিব বনূ বাকর ইব্ন আবদ মানাত ইব্ন কিনানাকে বুঝিয়েছেন।

মক্কার বাইরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খ্যাতির বিস্তৃতি

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খ্যাতি সারা আরবে এবং আরবের বাইরে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ল, তখন মদীনাতেও তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে যখন সর্বত্র আলাপ-আলোচনা শুরু হল, তখন এবং তার আগে, সারা আরবে আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টি তাঁর সম্পর্কে যতখানি জানত, আর কেউ ততখানি জানত না। কারণ, তারা তাদের মিত্র ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কাছ থেকে, যারা তাদের বস্তিতে বাস করত, তাঁর কথা শুনে আসছিল। মদীনাতে যখন তাঁর সম্পর্কে চর্চা শুরু হল এবং কুরায়শের সাথে তাঁর বিরোধের কথা জানাজানি হল, তখন বনূ ওয়াকিফ গোত্রের কবি আবূ কায়স আমির ইব্ন আসলাত একটি কবিতা রচনা করেন।

আবূ আসলাতের বংশ পরিচয়

ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন ইসহাক এখানে আবূ কায়সকে বনূ ওয়াকিফের সদস্য এবং হস্তিবাহিনীর অভিযানের ঘটনায় খাত্মা গোত্রের সদস্য বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা আরবদের রীতি আছে যে, দাদার ভাই যদি অধিকতর খ্যাতিমান হয়, তবে কোন ব্যক্তিকে তার দাদার

পরিবর্তে দাদার ভাই-এর বংশধর হিসাবেও কখনো কখনো উল্লেখ করা হয়। এর উদাহরণ হিসাবে ইব্‌ন হিশাম বলেন, আবূ উবায়দা আমাকে বলেছেন যে, হাকাম ইব্‌ন আমর গিফারীর দাদা হচ্ছে নুয়ায়লা, গিফারীর ভাই। গিফার ও নুয়ায়লার পিতা হলেন মুলায়ল ইব্‌ন যামরা ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন আবদ মানাত। অনুরূপভাবে উত্‌বা ইব্‌ন গাযওয়ানকে সুলায়মী বলা হয়। অথচ তিনি মাযিন ইব্‌ন মানসূরের বংশধর। মাযিনের ভাই হচ্ছে সুলায়ম ইব্‌ন মানসূর। ইব্‌ন হিশাম বলেন, আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাত ওয়ায়লের বংশধর। আর ওয়ায়ল, ওয়াকিফ ও খাত্‌মা একে অপরের ভাই এবং আওস গোত্রভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমর্থনে ইব্‌ন আসলাতের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাত এ কাসীদা বলেন, অথচ তিনি কুরায়শদের ভালবাসতেন, তাদের জামাই ছিলেন। আর তার স্ত্রী ছিল কুরায়শ বংশীয় আরনাব বিন্‌ত আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই। তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে কুরায়শদের মাঝে অনেক বছর কাটান। তিনি যে কবিতা রচনা করেন, তাতে তিনি হারাম শরীফের মর্যাদা বর্ণনা করেন এবং হারাম শরীফে কুরায়শদের লড়াই করতে নিষেধ করেন। তিনি একে অন্যের প্রতি অন্যায়মূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। তিনি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞান-গরিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলেন এবং তাদের ওপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিভিন্ন দুর্যোগ নেমে আসা এবং তা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা, বিশেষত হস্তিবাহিনীর আক্রমণ এবং তা থেকে কিভাবে আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করেছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দেন। এ কবিতায় তিনি বলেন :

"হে আরোহী! তুমি যদি হারাম শরীফের দিকে যাও, তবে তুমি আমার পক্ষ থেকে বনূ লুআঈ ইব্‌ন গালিবকে এ বার্তা পৌঁছে দাও। এখন এক রাসূলের সংবাদ, যিনি তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখে দুঃখিত ও মর্মাহত। আমার কাছে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার সময় একটা আশ্রয়স্থল ছিল, কিন্তু সেখান থেকে আমি নিজের কোন প্রয়োজন পূরণ ও উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারিনি। আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছ। প্রত্যেক দল থেকে যুদ্ধের রব উঠছে—একদল যুদ্ধের ইন্ধন যোগাড় করছে এবং অন্য দল যুদ্ধের আগুন জ্বালাচ্ছে। তোমাদের এ খারাপ আচরণ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ, বিচ্ছুর মত গোপন শত্রুতা থেকে আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। আর বাইরে সৎচরিত্রের প্রকাশ ও ভেতরে বিদ্বেষপূর্ণ সলাপরামর্শ, যা খোদাই করা জিনিসের মত, অথচ তার বাস্তব রূপ ঠিক তার বিপরীত। এ থেকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাচ্ছি। অতএব তাদের প্রথম সুযোগেই আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দাও, আর তাদের হারাম শরীফের সীমানায় বসবাসকারী চিকন কোমরবিশিষ্ট হরিণীর শিকার করাকে বৈধ মনে করার ব্যাপারে সতর্ক করে দাও। আর তাদের বল, আল্লাহ্ তাঁর বিধান দিয়ে থাকেন, তোমরা যদি যুদ্ধ ছেড়ে দাও। তা হলে তা তোমাদের কাছ থেকে প্রশস্ত ময়দানে চলে যাবে।

"যখনই তোমরা কোন যুদ্ধ শুরু করবে, তখনই অত্যন্ত নিন্দনীয় হবে। কেননা, ঘনিষ্ঠ ও দূরবর্তী উভয় রকমের আত্মীয়ের জন্য যুদ্ধ একটি সর্বনাশা দানব।

"যুদ্ধ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ও জাতিকে ধ্বংস করে এবং জীবজন্তুর ক্ষতি সাধন করে। যুদ্ধ শুরু হলে পর তোমাদেরকে মূল্যবান ইয়ামানী পোশাকের পরিবর্তে মরচে ধরা লোহার বর্ম এবং এর নীচের কাপড় পরতে হবে। আর তোমাদের মিশ্‌ক ও কর্পূরের পরিবর্তে মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা, ধূলো মিশ্রিত বর্ম পরিধান করতে হবে। যার কড়া হবে ফড়িংয়ের চোখের মত।

"অতএব, তোমরা যুদ্ধ পরিহার কর, তা যেন তোমাদের পেয়ে না বসে। কেননা যুদ্ধ এমন একটা কূপ, যার পানি তিক্ত এবং যা বদহজমি সৃষ্টি করে।

"যুদ্ধ জাতিসমূহের কাছে (প্রথমে) চমকপ্রদ বলে মনে হয়। কিন্তু যখন শেষ হয়, তখন তারা একে এক বৃদ্ধা নারীরূপে দেখতে পায়।

"এ যুদ্ধ সমাজের দুর্বল মানুষের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। আর তোমাদের গণ্যমান্য লোকদের জন্য এটি মৃত্যুর পরোয়ানা হিসাবে আসে। তোমরা কি জান না, দাহিস এবং হাতিব যুদ্ধ কি ঘটেছিল ? এ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

"যুদ্ধ কত সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করেছে। যারা ছিলেন সম্পদশালী এবং যাদের অতিথি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেত না; আর যাদের চুলোর আগুনের ছাইয়ের স্তূপ হত বড়, যাদের নেতৃত্বের প্রশংসা করা হত, আর যারা ছিল মহৎ গুণের অধিকারী এবং যাদের (তরবারির) আঘাতের উদ্দেশ্যও হতো মহৎ।

"যার পাশ দিয়ে এত অধিক পানি প্রবাহিত হচ্ছিল, যেন দক্ষিণ ও পূর্বের বাতাসে প্রবল বৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই পানির কথা তোমাদেরকে ঐ যুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের এমন এক ব্যক্তি খবর দিচ্ছে, যে সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। বস্তুত অভিজ্ঞতাই হলো সত্যিকার জ্ঞান। এ কারণে তোমাদের যুদ্ধাস্ত্রসমূহ বিক্রি করে দিয়ে ইবাদতগাহে যাও এবং নিজেদের হিসাব-নিকাশের কথা স্মরণ কর। আল্লাহ্ সে ব্যক্তির অভিভাবক যে দীনদারী ইখতিয়ার করেছে। সুতরাং নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রভু (আল্লাহ্) ছাড়া আর কাউকে তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক বানাবে না।

"তোমরা আমাদের জন্য একত্ববাদী ধর্ম প্রচলিত কর। কেননা তোমরাই আমাদের আদর্শ। বস্তুত উচ্চ আদর্শের দ্বারা সুপথ লাভের পথ সুগম হয়। তোমরা এই মানব গোষ্ঠীর (আরব জাতি) জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। রক্ষক, তোমাদেরই অনুসরণ করা হয়, তোমরা পথের নির্দেশ দেবে, আর বিবেক-বুদ্ধি কোন দূরের জিনিস নয়।

"আর যখন লোকদের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়, তখন তাদের মাঝে তোমরা রত্ন-সদৃশ; মক্কার কংকরময় ভূমির কর্তৃত্ব তোমাদেরই এবং তোমরাই সম্মানিত। তোমরা স্বাধীন-সম্ভ্রান্ত বংশের সংরক্ষক, যাদের বংশনামা পবিত্র ও নিষ্কলুষ। তোমরা অভাবী ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দেখতে পাবে যে, তারা দল বেঁধে একের পর এক তোমাদের ঘরের দিকে আসছে।

"সবাই জানে যে, তোমাদের নেতারা সর্বাবস্থায় মিনার অধিবাসীদের মধ্যে সর্বোত্তম, জ্ঞান-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, উন্নত ধরনের রীতিনীতির অনুসারী, জনগণের মাঝে অধিক সত্যভাষী।

অতএব, তোমরা ওঠ আর তোমাদের রবের জন্য সালাত আদায় কর আর পর্বতময় মক্কার এ ঘরের স্তম্ভগুলো স্পর্শ কর। কেননা এ ঘর সম্পর্কে কিছু বাস্তব ও পরীক্ষিত ঘটনা তোমাদের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে; সেদিনের ঘটনা, যেদিন আবূ ইয়াকসূম (আব্‌রাহা) তার বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

"যেদিন তার হস্তিবাহিনী সমভূমিতে চলছিল এবং তার পদাতিক বাহিনী অবস্থান করছিল গিরিপথে! আর যখন তোমাদের কাছে মহান আরশের অধিপতির সাহায্য এল, তখন মহান বাদশাহ্‌র সৈন্যরা তাদেরকে বালু ও পাথরের ধূলা উড়ানো কংকরের বর্ষণের মাঝে ফেরত পাঠালো।

"এরপর তারা আমাদের কাছ থেকে পিঠ ফিরিয়ে দ্রুত পালাল এবং হাবশীদের মধ্যে কেউ-ই তার পরিবারের কাছে বিপর্যস্ত হওয়া ছাড়া ফিরে যেতে পারেনি।

"এখন তোমরা যদি ধ্বংস হও, তবে আমরাও ধ্বংস হব, আর ধ্বংস হবে বাঁচার উপযুক্ত (হজ্জের) পরিবেশও, আর এটা একজন সত্যভাষীর উক্তি।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতাটি আমার কাছে আবূ যায়দ আনসারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

দাহিস ও গাবরার যুদ্ধ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা নাহভী আমাকে বলেছেন যে, দাহিস ছিল একটি ঘোড়ার নাম। এ ঘোড়াটির মালিক কায়স ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন জুযায়মা ইব্‌ন রওয়াহা ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন কাতীআ ইব্‌ন আবস ইব্‌ন বাগীয ইব্‌ন রায়স ইব্‌ন গাতফান। সে দাহিসকে গাবরা নামক অপর একটি ঘোড়ার সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করায়। গাবরার মালিক ছিল হুযায়ফা ইব্‌ন বদর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন যাবীয়া ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন ফাযারা ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌ন বাগীয ইব্‌ন রায়স ইব্‌ন গাতফান। হুযায়ফা একদল লোককে গোপনে নিয়োগ করল এবং তাদের এই মর্মে আদেশ দিল যে, দৌড়াতে দৌড়াতে দাহিস যদি আগে যাওয়ার উপক্রম করে, তা হলে তারা যেন তৎক্ষণাৎ দাহিসের মুখে আঘাত করে। সত্যি সত্যিই দাহিস বিজয়ী হওয়ার উপক্রম হলে, তখন তারা তার (দাহিসের) মুখের উপর আঘাত করে। ফলে গাবরা বিজয়ী হল। দাহিসের সহিস এসে কায়সকে পুরো ঘটনা অবহিত করল। ঘটনা শুনে কায়সের ভাই মালিক ইব্‌ন যুহায়র এসে গাবরার মুখে আঘাত করল। এরপর হামল ইব্‌ন বদর (হুযায়ফার ভাই) মালিকের গালে চড় দিল। এরপর জুনায়দিব আবাসী হুযায়ফার পুত্র আওফকে হত্যা করল। অপরদিকে বনূ ফাযারার এক ব্যক্তি মালিককে খুন করল। তখন হুযায়ফা ইব্‌ন বদরের ভাই হামল ইব্‌ন বদর নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করল :

"আওফের বদলে আমরা মালিককে হত্যা করেছি এটা আমাদের প্রতিশোধ; এখন তোমরা যদি আমাদের কাছে ন্যায় ছাড়া আর কিছু চাও, তবে তোমাদের অনুশোচনা করতে হবে।"

এটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

রবী' ইব্‌ন যিয়াদ আবসী বলল :

"মালিক ইব্‌ন যুহায়রের হত্যাকাণ্ডের পরও কি মহিলারা পবিত্র অবস্থার ফল (সন্তান লাভের) আশা করতে পারে ?"

এটিও তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

এরপর আব্‌স ও ফাযারা গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। ফলে হুযায়ফা ইব্‌ন বদর ও তার ভাই হামল ইব্‌ন বদর নিহত হল। এরপর কায়স ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন জুযায়মা হুযায়ফার মৃত্যুতে অস্থির হয়ে নিম্নোক্ত শোকগাথা রচনা করে :

"অনেক অশ্বারোহীকে অশ্বারোহী বলা হয়, অথচ সে আসলে অশ্বারোহী নয়। তবে (গাতফানের আবাসভূমি) হাবায়াতে একজন সর্বস্বীকৃত অশ্বারোহী রয়েছে।

"অতএব, তোমরা হুযায়ফার জন্য কাঁদো। কারণ তোমরা তারপরে শোক প্রকাশের জন্য আর কাউকে খুঁজে পাবে না; এমনকি তাদেরও মরার পর, যারা এখন জন্ম নেয়নি।"

এ পংক্তিদ্বয় তার কবিতার অংশবিশেষ।

কায়স ইব্‌ন যুহায়র বলল :

"এতদসত্ত্বেও হামল ইব্‌ন বদর বাড়াবাড়ি করল, আর যুলুমের পরিণতি তো ভয়াবহই হয়ে থাকে।"

এটিও কায়সের কবিতার অংশবিশেষ।

কায়স ইব্‌ন যুহায়রের ভাই হারিস ইব্‌ন যুহায়র বলল :

"আমি হুযায়ফাকে হাবায়াতে মেরে ফেলে রেখেছি, তার কাছে পড়ে আছে ভাঙা তীরের টুকরোগুলো। আর এটি (একটি ঘটনামাত্র) কোন গর্বের ব্যাপার নয়।"

এ পংক্তিটি হারিস ইব্‌ন যুহায়রের কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ মর্মেও জনশ্রুতি রয়েছে যে, কায়স একাই দাহিস ও গাবরা নামক দুটো ঘোড়া এবং হুযায়ফা খাতার ও হানফা নামক দুটো ঘোড়াকে প্রতিযোগিতায় নামিয়েছিল। তবে প্রথম বিবরণটিই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। এ সম্পর্কে দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী বর্ণনায় ছেদ পড়ার আশংকায় আমি সে কাহিনীর পূর্ণ বর্ণনা থেকে বিরত রইলাম।

হাতিবের যুদ্ধ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'হাতিবের যুদ্ধ' প্রসংগে যে হাতিবের কথা বলা হয়েছে, সে হলো : হাতিব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হায়শামা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস। সে খাযরাজ গোত্রের প্রতিবেশী জনৈক ইয়াহূদীকে হত্যা করে। এরপর ইয়াযীদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আহমার ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ একদিন রাতে হারিস ইব্‌ন খাযরাজের কতিপয় লোক সাথে নিয়ে তার পিছু নেয় এবং তাকে হত্যা করে। ইয়াযীদ ইব্‌ন হারিসের অপর নাম ইব্‌ন ফুসহাম। ফুসহাম তার মায়ের

নাম। ফুসহাম কায়ন ইব্‌ন জাসর গোত্রের মেয়ে। এ হত্যাকাণ্ডের কারণে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধে খাযরাজ গোত্র অওস গোত্রের উপর বিজয়ী হয়। সেদিন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আতিয়া ইব্‌ন হাউত ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস নিহত হয়। তাকে হত্যা করে মুজায্‌যার ইব্‌ন যিয়াদ বালাভী। মুজায্‌যারের নাম আবদুল্লাহ এবং সে ছিল বনূ আওফ ইব্‌ন খাযরাজের মিত্র। উহুদ যুদ্ধের দিন মুজায্‌যার ইব্‌ন যিয়াদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করেন। তাঁর পক্ষে সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিতের ছেলে হারিসও যুদ্ধ করেন। হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দ মুজায্‌যারকে অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে তাকে আপন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ হিসাবে হত্যা করেন। যথাস্থানে এ ঘটনা বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ্।

এরপর তাদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়। দাহিসের যুদ্ধের ন্যায় এ ঘটনারও বিস্তারিত বিবরণ দিলে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী বর্ণনায় বিঘ্ন ঘটাবে। এ জন্য আমি সে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করা থেকে বিরত থাকলাম।

হাকীম ইব্‌ন উমায়্যা স্বীয় গোত্রকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শত্রুতা করতে নিষেধ করে যে কবিতা আবৃত্তি করেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ উমায়্যা গোত্রের মিত্র, আপন গোত্রে সম্মানিত ও ভক্তিভাজন এবং পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণকারী হাকীম ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আওকাস সুলামী স্বীয় গোত্রকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শত্রুতা করার নীতি থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ প্রসংগে তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন :

"এমন কোন সত্যবাদী আছে কি, যে সত্য কথা না বলে চুপ থাকতে পারে ? আর এমন কোন রাগান্বিত ব্যক্তি আছে কি, যে সহজ-সরল কথা শোনে ? এমন কোন সরদার আছে কি, যা থেকে তার আপনজনেরা উপকৃত হওয়ার আশা করে ? আর যে দূরের ও নিকটের সকল স্বজনকে একত্র করতে সক্ষম ? আমি সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, কেবল প্রাতঃকালীন বায়ুর অধিপতি (আল্লাহ্) ছাড়া। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে আত্মকলহ সৃষ্টিকারী ও এর নিষ্পত্তিকারী বিদ্যমান থাকবে, আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবো।

"আমি আমার সত্তাকে এবং কথাবার্তাকে সত্য-মাবূদের উপর সোপর্দ করছি, যদিও এ কারণে বন্ধুদের পক্ষ থেকে আমাকে ধমকের পর ধমকও দেয়া হয়।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিজের গোত্রের পক্ষ থেকে যে নির্যাতন ভোগ করেন–তার বর্ণনা কুরায়শের দুশ্চরিত্র মূর্খ লোক কর্তৃক তাঁর উপর নিপীড়ন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এবং তাঁর হাতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের ব্যাপারে কুরায়শদের নিষ্ঠুর মনোভাব আরো কঠোর রূপ ধারণ করে। তারা তাদের মধ্যকার নির্বোধ, বখাটে ও দুশ্চরিত্র লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে

দেয়। তারা তাঁকে মিথ্যুক বলে, নানাভাবে কষ্ট দেয় এবং তাঁকে কখনো কবি, কখনো জাদুকর, কখনো গণক, আবার কখনো পাগল বলে অভিহিত করে। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র বিধান প্রচার করতে থাকেন। কিছুই গোপন করলেন না। তিনি তাদের ধর্মের অসারতা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে থাকেন, যা তারা পসন্দ করত না। তিনি তাদের দেবদেবীদের বয়কট করেন এবং তাদের কুফরী আচরণের জন্য তাদেরকে বর্জন করা অব্যাহত রাখলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর মুশরিকদের নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : উরওয়া ইব্ন যুবায়রের ছেলে ইয়াহ্ইয়া স্বীয় পিতা উরওয়া ইব্ন যুবায়র থেকে এবং তিনি আমর ইব্ন আসের ছেলে আবদুল্লাহ্ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, উরওয়া বলেন, আমি আবদুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করলাম : কুরায়শের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য শত্রুতা চালিয়ে যাচ্ছিল, তুমি তাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কতবার কষ্ট দিতে দেখেছ ? তিনি বললেন : একদিন শীর্ষস্থানীয় কুরায়শ নেতারা হিজ্রের (হাতীমে) কাছে সমবেত হয়েছিল। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে কথাবার্তা বলা শুরু করল। তারা বলল :

এ লোকটির ব্যাপারে আমরা যত ধৈর্য ধারণ করলাম, অতীতে আমরা কোন ব্যাপারে এরূপ করিনি। সে বলছে, আমাদের নাকি বিবেক-বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। আমাদের পূর্বপুরুষদের ভর্ৎসনা করছে, আমাদের ধর্মের নিন্দা করছে, আমাদের সমাজকে বিভক্ত করছে, আর আমাদের দেবদেবীদের গালিগালাজ করছে। আমরা তার এসব মারাত্মক কথার ওপর ধৈর্য ধরেছি। এভাবে তারা আরো অনেক কিছু বলাবলি করল। এ সময় হঠাৎ সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবির্ভূত হলেন। তিনি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে রুকনে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। তারপর তিনি সমবেত নেতাদের অতিক্রম করে কা'বার তওয়াফ শুরু করলেন। তিনি যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তারা তাঁকে কটাক্ষ করে কিছু বলে। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারকে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তথাপি তিনি তওয়াফ করতে লাগলেন। দ্বিতীয়বার যখন তিনি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তারা আগের মতই তাঁকে কটাক্ষ করে কিছু বলে। এবারও আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারকে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তিনি তৃতীয়বারও তাদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং এবারও তারা আগের মত তার প্রতি কটাক্ষ করে কিছু বলে। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) থামেন এবং বলেন : "হে কুরায়শ দল! তোমরা শোন! সেউ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি তোমাদের ধ্বংসের সংবাদ নিয়ে এসেছি।" আবদুল্লাহ্ বলেন, তাঁর এ কথা লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করল এবং তাদের মাঝে চরম নীরবতা নেমে আসল। তাদের মধ্যকার ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করত, তারাও সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে তাঁর হৃদয় জয় করার চেষ্টা করতে লাগল।

তারা বলে : হে আবুল কাসিম! যান, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি তো কোনদিন মূর্খের মত কথা বলেন নি।" রাবী বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে চলে আসেন। পরদিন আবার ঐ মুশরিকরা হিজরে হাতীমে জমায়েত হল। আমিও সেখানে উপস্থিত হলাম। শুনতে পেলাম। তারা একে অপরকে বলছে : তোমাদের কি মনে আছে, তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে কি বলা হয়েছে এবং তাঁর থেকে তোমরা কি জবাব পেয়েছ ? এমনকি যখন সে তোমাদের সামনে তেজোদৃপ্ত ভাষায় কটু কথা বল্‌ল, তখনও তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে !

এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। তখন তারা সকলে একসংগে তাঁর উপর হামলা করল। তারা তাঁকে ঘিরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ধর্ম ও দেব-দেবীর নিন্দায় যা যা বলতেন, তার উল্লখ করে তারা বলতে লাগল, "তুমিই এসব কথা বলে থাকো, কেমন?" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্বিকারভাবে বললেন : "হ্যাঁ, আমিই এসব কথা বলে থাকি।" রাবী বলেন : এ সময় আমি তাদের একজনকে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাদরের দুই দিক দিয়ে প্যাঁচ দিয়ে তাঁর গলায় ফাঁস লাগানোর চেষ্টা করছে। এ সময় আবূ বকর (রা) ঐ লোকটির সামনে রুখে দাঁড়ালেন আর তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন : তোমরা কি এমন এক লোককে হত্যা করবে, যে বলছে আমার রব আল্লাহ ? এ কথা বলার পর তারা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সবাই চলে গেল। আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি কুরায়শদের তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যত নির্যাতন ও নিপীড়ন হতে দেখেছি, তার মধ্যে এটিই ছিল সবচাইতে মর্মান্তিক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর (রা)-এর কন্যা উম্মু কুলসুমের সন্তানদের কেউ আমাকে বলেছেন যে, উম্মু কুলসুম সেদিনকার ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে, আবূ বকর যখন ঘটনার শেষে বাড়ি ফিরলেন, তখন দেখা গেল, কাফিররা তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তারা তাঁর দাড়ি ধরে টেনেছিল এবং তিনি ছিলেন অধিক চুলের অধিকারী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, কুরায়শদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে নিগ্রহ ভোগ করেছেন, তার ভেতর সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ছিল এই যে, একদিন তিনি বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর পথে যার সাথেই তার দেখা হয়েছে, চাই সে দাস হোক বা স্বাধীন লোক হোক, তাঁকে মিথ্যুক বলেছে ও কষ্ট দিয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাড়ি ফিরে আসেন এবং অধিক মনোকষ্টের কারণে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন। এ সময় আল্লাহ্ নাযিল করেন : "হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি ! উঠ, এবং সতর্ক কর।" (সূরা : মুদ্দাসসির)।[১]

হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আসলামের একজন প্রখর স্মৃতিধর ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, আবূ জাহল একবার সাফা পাহাড়ের পাদদেশে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় সে তাঁকে গালিগালাজ ও ভর্ৎসনা করল এবং তাঁর আনীত ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত

১. আল-কুরআন, ৭৪ : ১-২।

আপত্তিকর ভাষায় নিন্দা করল ও তাঁকে হীন বলে আখ্যায়িত করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জবাবে কিছুই বললেন না। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুদআন ইব্ন আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তায়ম ইব্ন মুর্‌রার আযাদকৃত দাসী নিজের ঘরে বসে আবূ জাহ্লের এসব অশ্লীল কথা শুনছিল। এরপর আবূ জাহ্ল চলে গেল। সে কা'বার কাছে উপবিষ্ট কুরায়শের একদল সরদারের কাছে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর আবদুল মুত্তালিবের ছেলে হামযা (রা) তীর-ধনুক সজ্জিত অবস্থায় শিকার থেকে ফিরছিলেন। কুরায়শ বংশের সবচেয়ে দুরন্ত ও দুর্ধর্ষ যুবক বলে পরিচিত হামযার অভ্যাস ছিল নিয়মিত শিকারে যাওয়া। শিকার থেকে ফেরার পর কা'বার তওয়াফ না করে তিনি বাড়িতে প্রবেশ করতেন না এবং তওয়াফ শেষে কুরায়শ নেতাদের কাছ দিয়ে যাওয়ায় সময় তিনি সেখানে থামতেন, তাদের সালাম করতেন, দাঁড়িয়ে তাদের সাথে কুশল বিনিময় করতেন। হামযা (রা) এ দাসীর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সে তাঁকে বলল : "আবূ উমারা! এইমাত্র আপনার ভাতিজা মুহাম্মদ আবুল হিকাম ইব্ন হিশামের কাছ থেকে যে ব্যবহারটি পেল, তা যদি আপনি দেখতেন! সে মুহাম্মদকে এখানে বসা দেখে বিনা কারণে তাকে গালাগাল করল এবং অত্যন্ত ঘৃণ্য আচরণ করল, তারপর চলে গেল। মুহাম্মদ (সা) তাকে কিছুই বলেননি।"

যেহেতু আল্লাহ্ হামযাকে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত করতে চেয়েছিলেন, তাই এ খবর শুনে তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রভাবে ছুটে চললেন এবং কারো কাছে থামলেন না। আবূ জাহ্লের দেখা পেলেই হয়, তাকে সমুচিত শাস্তি দেবেন, এই তাঁর পণ। তিনি মাসজিদুল হারামে ঢুকেই দেখলেন, সে কয়েকজন লোকের সাথে বসে আছে। তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন। একেবারে কাছে গিয়েই ধনুকটি উঁচু করে, তা দিয়ে তাকে আঘাত করে নিদারুণভাবে আহত করলেন। তারপর বললেন : তুমি কি তাকে [মুহাম্মাদ (সা)-কে] তিরস্কার কর! আমি তো তার ধর্মের অনুসারী এবং সে যা বলে আমিও তা বলি। এখন পারলে আমাকেও তিরস্কার কর তো দেখি। এ সময় আবূ জাহ্লকে সাহায্য করার জন্য বনূ মাখযূমের কিছু লোক হামযার দিকে ছুটে এল। আবূ জাহ্ল তাদের বলল : "থাক্! আবূ উমারাকে কিছু বলো না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তার ভাতিজাকে সত্যিই খুব খারাপ গালি দিয়েছি।" অবশেষে হামযা (রা) পূর্ণভাবে ইসলাম কবূল করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিঘোষিত নীতি ও আদর্শ তিনিও অনুসরণ করতে থাকেন। হামযার ইসলাম গ্রহণের পর কুরায়শরা বুঝতে পারল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এখন শক্তিশালী ও নিরাপদ। হামযা এখন তাঁর নিরাপত্তা বিধান করবে। তাই তাঁর উপর তাদের নিগ্রহ-নির্যাতন আংশিকভাবে কমে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে উত্‌বা ইব্ন রবীআর আলোচনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযীর বরাতে ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ আমাকে বলেছেন যে, কুরায়শের অন্যতম নেতা উত্‌বা ইব্ন রবীআ একদিন তাদের এ মজলিসে বসে ছিল। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে হারামে একাকী বসেছিলেন। তখন উত্‌বা বলল : হে কুরায়শ জনমণ্ডলী! আমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই, এ ব্যাপারে তোমাদের মত কি ? আমি তার সামনে কিছু প্রস্তাব রাখব। আশা করি সে তার কিছু না কিছু

গ্রহণ করবে। সে যে সুবিধা চায়, তা আমরা তাকে দেব। ফলে সে আমাদের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকবে। হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরীদের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে দেখে উত্‌বা এ প্রস্তাব দেয়। তাতে কুরায়শ নেতারা বলল : ঠিক আছে, হে আবুল ওয়ালীদ! তুমি যাও এবং তাঁর সাথে কথা বল।

উত্‌বা গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসল এবং এভাবে আলাপ শুরু করল। সে বলল : হে আমার প্রিয় ভাতিজা! তুমি আমাদের সাথে বংশীয় বন্ধন ও আত্মীয়তার মর্যাদার দিক দিয়ে কোন্ পর্যায়ে আছ, তা তোমার জানা আছে। অথচ তুমি তোমার কাওমের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করেছ। এ দিয়ে তুমি তাদের দলকে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছ, তাদের জ্ঞানীদের বোকা সাব্যস্ত করেছ, তাদের ধর্ম ও দেবদেবীর নিন্দা করেছ এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কাফির বলে অভিহিত করেছ। এখন আমার কথা শোন ! আমি কয়েকটি প্রস্তাব তোমার কাছে তোমার বিবেচনার জন্য রাখছি। হয়ত এর থেকে কিছু তুমি গ্রহণ করবে।

রাবীবলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন : হে আবুল ওয়ালীদ! বলুন, আমি শুনছি।

উত্‌বা বলল : হে আমার প্রিয় ভাতিজা ! তুমি যে ব্যাপারটি নিয়ে এসেছ, তার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তুমি বিত্তশালী হতে চাও, তা হলে আমরা তোমার জন্য এত সম্পদের ব্যবস্থা করে দেব, যাতে তুমি আমাদের মাঝে সবচাইতে ধনী হয়ে যাও। আর যদি পদমর্যাদা চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নেব এবং তোমাকে বাদ দিয়ে কোন ব্যাপারেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব না। এর যদি তুমি রাজা হতে চাও, তা হলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে নেব। আর যদি মনে কর, যে অদৃশ্য ব্যক্তিটি তোমার কাছে আসে, যাকে তুমি দেখতে পাও, সে জিন জাতীয় কেউ এবং তুমি তাকে প্রতিহত করতে অক্ষম, তা হলে আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। আর এতে আমাদের যত অর্থই খরচ হোক না কেন, আমরা এ থেকে তোমাকে মুক্ত করবই। অনেক সময় এ ধরনের বশীকৃত জিন তার মনিবের উপর পরাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসা ছাড়া তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। এভাবে সে আরো নানা কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিবিষ্ট চিত্তে তার কথা শুনছিলেন।

উত্‌বার কথা যখন শেষ হল, তখন তিনি বললেন : হে আবূ ওয়ালীদ ! আপনার কথা কি শেষ হয়েছে ?

সে বলল : হ্যাঁ।

রাসূল (রা) বললেন : তা হলে আমার বক্তব্য শুনুন। উত্‌বা বলল : বল। রাসূলুল্লাহ বললেন : "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (হা-মীম! দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। হা-মীম! এটি ইহা দয়াময় পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ)। এ এক কিতাব। বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ আরবী ভাষায় কুরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবে না। তারা বলে : তুমি যার প্রতি আমাদের আহবান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত।" (৪১ : ১-৫)।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সামনে এ সূরা পড়তে থাকলেন। আর উত্‌বা পিঠের পেছনে হাত রেখে হেলান দিয়ে নীরবে শুনতে লাগল। সূরাটির যেখানে সিজদার আয়াত রয়েছে, সে পর্যন্ত গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থামলেন এবং সিজদা করলেন। তারপর বললেন : হে আবূ ওয়ালীদ ! যা শুনলেন তাতো শুনলেনই। এখন আপনিই বিবেচনা করুন।

উত্‌বার অভিমত

এরপর উত্‌বা সেখান থেকে উঠে তার সংগীদের কাছে ফিরে গেল। তখন তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল : আল্লাহ্‌র কসম! আবুল ওয়ালিদ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, এখন তা থেকে ভিন্ন রকম চেহারা নিয়ে এসেছে। উত্‌বা তাদের কাছে বসলে তারা বলল : হে আবুল ওয়ালীদ! সেখানকার খবর কি ? উত্‌বা বলল : সেখানকার খবর এই যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমন কথা শুনেছি, যার মত কথা ইতিপূর্বে আর কখনো শুনিনি। আল্লাহ্‌র কসম, তা কবিতাও নয়, জাদুও নয়, জ্যোতিষীর বাণীও নয়। হে কুরায়শরা ! তোমরা আমার কথা শোনো এবং এই সমস্ত বিষয় আমার হাতে ছেড়ে দাও। আর এ লোকটি যে কাজে নিয়োজিত, তা তাকে করতে দাও এবং তোমরা তার থেকে সরে থাক। কারণ আল্লাহ্‌র কসম ! তার থেকে যে কথা আমি শুনেছি, তা একদিন বিপুল খ্যাতি অর্জন করবে। আরবরা যদি তার ক্ষতি সাধন করে, তা হলে তোমরা মনে করবে যে, তারা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করে দিয়েছে। আর যদি সে আরবদের উপর জয়ী হয়, তবে তার রাজ্য ও রাজত্ব তোমাদেরই রাজ্য ও রাজত্ব হবে। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মান তোমাদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মান হবে। তেমন হলে, এর অসীলায় তোমরা সবচাইতে সুখী ও সৌভাগ্যশালী জাতিতে পরিণত হবে। এ কথা শুনে সবাই বলে উঠল : আল্লাহ্‌র কসম! হে আবূ ওয়ালীদ, সে তোমাকে নিজের কথা দিয়ে জাদু করেছে। উত্‌বা বলল : এ হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে আমার অভিমত। এখন তোমরা যা ভালো মনে কর, তাই কর।"

ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর কুরায়শ নেতাদের নিপীড়ন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মক্কায় কুরায়শ বংশের বিভিন্ন গোত্রে নারী ও পুরুষদের মধ্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করতে লাগল। কুরায়শরা মুসলমানদের থেকে যাকে পারত আটক করত এবং তাদের ওপর নির্যাতন চালাত।

কুরায়শ নেতাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আলাপ-আলোচনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কোন কোন আলিম সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও ইব্‌ন আব্বাসের মুক্ত গোলাম ইকরামা (র)-এর বরাতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এরপর কুরায়শ বংশের প্রত্যেক গোত্রের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ একদিন সন্ধ্যার পর কা'বা শরীফের কাছে সমবেত হল। এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল উত্‌বা ইব্‌ন রবীআ; শায়বা ইব্‌ন রবী'আ, আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব, নাযার ইব্‌ন হারিস, বনূ আবদুদদারের সদস্য, আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম, আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ। যামা'আ ইব্‌ন আসওয়াদ, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা, আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমায়্যা, আস ইব্‌ন ওয়ায়ল, সাহম গোত্রের হাজ্জাজের দুই ছেলে নাবীহ ও মুনাব্বিহ, উমায়্যা ইব্‌ন খালাফ ও

আরো অনেকে। তারা একে অপরকে বলতে লাগল : মুহাম্মদকে ডেকে পাঠাও, তার পর তার সাথে কথা বল ও তর্কবিতর্ক কর। তা হলে তাঁর ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার থাকবে না। এরপর তাঁর কাছে এ খবরসহ লোক পাঠানো হল : "তোমার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তোমার সাথে কথা বলার জন্য সমবেত হয়েছে, তুমি তাদের কাছে এস।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্রুত তাদের কাছে আসলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, তাদের সাথে শুরুতে তিনি যে দাওয়াতী কথাবার্তা বলেছেন, সে ব্যাপারেই তারা কোন সিদ্ধান্তে এসেছে। কেননা তিনি তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন এবং তাদের একগুঁয়ে মনোভাব তাঁর কাছে খুবই পীড়াদায়ক ছিল।

তিনি এসে তাদের কাছে বসতেই তারা বললো : "হে মুহাম্মদ ! আমরা কিছু কথা বলার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি ! আল্লাহ্র কসম ! আরবে আর কখনো তোমার মত কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছে বলে আমরা জানি না। তুমি যে ধরনের কথাবার্তা ও মতাদর্শ আপন জাতির মধ্যে প্রচলিত করেছ, অতীতে কেউ তেমন করেছে বলে আমাদের জানা নেই। তুমি পূর্বপুরুষদের ভর্ৎসনা করেছ, ধর্মের নিন্দা করেছ। দেবদেবীকে গালাগাল করেছ, বুদ্ধিমানদের নির্বোধ সাব্যস্ত করেছ এবং সমাজকে বিভক্ত করেছ। আমাদের ও তোমার মাঝের সম্পর্ক নষ্ট করার ব্যাপারে তুমি কিছু বাদ রাখনি। এভাবে তারা আরো অনেক দোষ তাঁর উপর আরোপ করল। তারপর তারা আরো বলল : এ বক্তব্য যদি তুমি এ জন্য উপস্থাপিত করে থাক যে, তুমি কিছু অর্থ-সম্পদের মালিক হতে চাও, তা হলে আমাদের সম্পদ থেকে তোমার জন্য এত অর্থ সংগ্রহ করব, যাতে তুমি আমাদের মাঝে সবাইতে অধিক সম্পদের মালিক হবে। আর যদি তুমি এ দিয়ে আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ পদমর্যাদা লাভ করতে চাও, তা হলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নেব। আর যদি রাজত্ব চাও, তবে তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে নেব। আর যদি মনে কর, যে বশীভূত জিনটি তোমার কাছে আসে, সে তোমার উপর পরাক্রান্ত হয়েছে, আর মাঝে মাঝে এরূপ হয়েও থাকে, তাহলে আমরা তোমাকে রোগমুক্ত করতে যত অর্থ লাগে খরচ করে তোমাকে তার থেকে মুক্ত করে ছাড়ব। অন্তত তোমার ব্যাপারে আমরা দায়মুক্ত হব।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : "তোমরা যা যা বলছ, তার কোনটিই আমার মধ্যে নেই। আমি তোমাদের কাছে যে দাওয়াত নিয়ে এসেছি, তার বিনিময়ে আমি তোমাদের অর্থ-সম্পদ, নেতৃত্ব, রাজত্ব কোনটাই চাই না। আমাকে তো আল্লাহ্ তোমাদের কাছে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। আমার উপর একটি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হওয়ার জন্য আমাকে আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের সদুপদেশ দিয়েছি। তোমরা যদি আমার আনীত দাওয়াত গ্রহণ কর, তবে তা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের কারণ হবে। আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, তা হলে আমি আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ততক্ষণ ধৈর্য ধারণ করব, যতক্ষণ না তিনি আমার ও তোমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করে দেন।"

এভাবে তিনি আরো কিছু কথা বললেন। তখন তারা বলল : "হে মুহাম্মদ ! আমরা যে সব প্রস্তাব দিলাম, তার একটিও যদি তুমি গ্রহণ না কর, তা হলে তোমার এ কথা নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আমাদের মত এত সংকীর্ণ ও এত অল্প পানির দেশে আর কোন জাতি বাস করে না এবং এত কঠিন জীবন যাপন করে না। কাজেই তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য দু'আ কর, যিনি তোমাকে দীনের দাওয়াতসহ পাঠিয়েছেন। তিনি যেন আমাদের দেশ থেকে এই সব পাহাড়-পর্বত সরিয়ে দেন, যা আমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। তিনি যেন আমাদের দেশকে প্রশস্ত করে দেন এবং আমাদের দেশে সিরিয়া ও ইরাকের মত নদনদী প্রবাহিত করে দেন। আর তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের আমাদের খাতিরে জীবিত করে দেন এবং যাদের আমাদের খাতিরে জীবিত করা হবে, তাদের মধ্যে যেন অবশ্যই কুসাই ইব্‌ন কিলাব থাকেন। কেননা তিনি ছিলেন সত্যবাদী বুযর্গ ব্যক্তি। আমরা তাঁর কাছ থেকেই জেনে নেব, তুমি যা বলছ, তা সত্য না মিথ্যা। তিনি যদি তোমার কথাকে সত্য বলেন এবং আমরা আর যা যা দাবি করলাম, তা যদি তুমি পূরণ কর, তবে আমরা তোমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেব। তুমি যে আল্লাহ্‌র কাছে উঁচু মর্যাদার অধিকারী এবং তিনি যে তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যেমনটি তুমি দাবি কর, এটা আমরা বুঝতে পারব।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : তোমাদের এসব অবাস্তব দাবি পূরণের জন্য আমি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের কাছে প্রেরিত হইনি; বরং আমি তো আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ঐ দীন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি, যা দিয়ে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাকে যে দীনসহ তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তার দাওয়াত আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। যদি তোমরা তা গ্রহণ কর, তবে তা হবে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের উপায়। আর যদি তোমরা প্রত্যাখ্যান কর, তবে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করব, যতক্ষণ না আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ ফায়সালা করে দেন।

তারা বলল : বেশ, তুমি যদি আমাদের জন্য এসব না কর, তা হলে তোমার নিজের জন্য কিছু কর। তোমার রবকে বল, তিনি যেন তোমার সংগে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যে তোমার কথাকে সত্য বলে ঘোষণা করবে এবং সে তোমার পক্ষ থেকে তোমার কথাকে দ্বিতীয়বার আমাদের সামনে পেশ করবে। তুমি তার কাছে চাও, যেন তিনি তোমার জন্য বড় বড় ফলের বাগান, প্রাসাদ, সোনা ও রূপার খনি দান করেন, যাতে তোমার কোন অভাব না থাকে এবং আমাদের মত তোমার বাজারে ঘোরাঘুরি করতে ও জীবিকার অন্বেষণ করতে না হয়। এ থেকে আমরা জানতে পারব যে, তোমার রবের কাছে তোমার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : "আমি তা করতে পারব না। আমি আমার রবের কাছে এসব জিনিস চাইতে পারব না। আর এজন্য আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়নি। আল্লাহ তো আমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠিয়েছেন।

এ ধরনের আরো কিছু কথা তিনি বলেন। তিনি বললেন : আমি যে দাওয়াত নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি, তা যদি তোমরা কবূল কর, তবে তা হবে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর যদি তোমরা প্রত্যাখ্যান কর, তা হলে আমি আল্লাহ্‌র

আদেশের জন্য অপেক্ষা করব, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।

তারা বললো : তা হলে আকাশ ভেংগে টুকরো টুকরো করে আমাদের মাথার উপর ফেলে দাও। এটা তো তোমার রব করতে পারেন বলে তুমি মনে কর। এটা না করলে আমরা তোমার ওপর ঈমান আনব না।"

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এটা তো আল্লাহ্র ব্যাপার। যদি তিনি তোমাদের জন্য এরূপ করতে চান, তবে জেনে রাখ, তিনি অবশ্যই এরূপ করবেন।

তখন তারা বললো : "হে মুহাম্মদ ! তোমার রব কি জানতেন না যে, আমরা তোমার সাথে বৈঠক করব এবং তোমার কাছে যেসব জিনিসের দাবি জানালাম, তা জানাব। তা হলে তো তিনি তোমাকে আগেভাগেই এসব জানিয়ে দিতে পারতেন, যাতে তুমি আমাদেরকে তা জানাতে পারতে এবং তোমার দাওয়াত না মানলে আমাদের তিনি কি শাস্তি দেবেন, তা তোমাকে জানাতে পারতেন। আমরা জানতে পেরেছি যে, তোমাকে ইয়ামামার রহমান নামক এক ব্যক্তি এসব কথা শিক্ষা দেয়। আল্লাহ্র কসম ! আমরা সেই রহমানের উপর কখনো ঈমান আনব না।হে মুহাম্মদ! আমরা তো তোমার কাছে আমাদের অপারগতার কথা ব্যক্ত করলাম। আল্লাহ্র কসম ! তুমি আমাদের সাথে যে পর্যায়ের বিরোধে জড়িয়ে পড়েছ, তাতে হয় তুমি আমাদের ধ্বংস করবে, নয় আমরা তোমাকে ধ্বংস করব। তার আগে তোমাকে আমরা ছাড়ব না।"

এ সময় তাদের একজন বলল : ফেরেশতারা আল্লাহ্র মেয়ে, আমরা তাদের ইবাদত করব। তাদের আর একজন বলল : তুমি যতক্ষণ না আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের আমাদের মুখোমুখি হাযির করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমার ওপর ঈমান আনব না। কুরায়শ নেতারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এসব কথা বলল, তখন তিনি তাদের কাছ থেকে উঠে চলে গেলেন এবং তাঁর সংগে আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ উমায়্যা ইব্ন মূগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূমও গেল। সে ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফু আতিকা বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের ছেলে। সে তাঁকে বলল : "হে মুহাম্মদ ! তোমার কাছে যে সব প্রস্তাব দিয়েছে, তা তুমি গ্রহণ করলে না। তারপর তারা তাদের জন্য তোমার কাছে কয়েকটি জিনিসের দাবি জানাল, যা দিয়ে তারা বুঝতে পারত আল্লাহ্র কাছে তোমার মর্যাদা কতখানি এবং তারা তোমাকে সত্যবাদী বলে জানত এবং তোমার অনুসরণ করত। কিন্তু তুমি তাও পূরণ করলে না। তারপর তারা তোমার নিজের জন্যও এমন কিছু জিনিসের দাবি জানাল, যা দিয়ে তাদের ওপর তোমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্র কাছে তোমার মর্যাদা প্রমাণিত হত। কিন্তু তুমি তাও মানলে না। তারপর তারা তোমার কাছে চাইল যে, তুমি তাদের যে আযাবের ভয় দেখিয়ে থাক, তার কিছু জিনিস তাদের সামনে তখনই এনে দেখিয়ে দাও। কিন্তু তুমি তাও দেখালে না।" এ ধরনের আরো কিছু কথাও সে বলল।

সে পুনরায় বলল : আল্লাহ্র কসম! তুমি পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত একটা সিঁড়ি লাগাবে এবং তাতে আরোহণ করে আকাশে উঠবে এবং আমি তা দেখব। তারপর তোমার সাথে চারজন ফেরেশতা এসে সাক্ষ্য দেবে যে, তুমি আল্লাহ্র রাসূল। এগুলো না করা পর্যন্ত আমি কখনো

তোমার ওপর ঈমান আনব না। আর আল্লাহ্‌র কসম! তুমি এগুলো করে দেখালেও, আমি মনে করি না যে, আমি তোমাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করব। তারপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে চলে গেল। আর রাসূলুল্লাহ্ অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজ পরিজনের কাছে চলে গেলেন। কেননা তিনি তাদের তরফ থেকে ঈমান গ্রহণের যে আশা নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে আশা নস্যাৎ হয়ে যায় এবং তারা তাঁর থেকে আরো দূরে সরে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আবূ জাহলের হুমকি

এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছ থেকে উঠে চলে গেলেন, তখন আবূ জাহ্‌ল বললো : হে কুরায়শরা ! মুহাম্মদ তোমাদের সকল দাবিই প্রত্যাখ্যান করেছে। সে তার বর্তমান নীতিতে অটল রয়েছে। সে আমাদের ধর্মের নিন্দা করছে। পূর্বপুরুষদের সমালোচনা করছে। আমাদের জ্ঞানীদের মূর্খ সাব্যস্ত করছে এবং আমাদের দেবদেবীদের গালিগালাজ করছে। আমি আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করছি, আগামীকাল আমি এমন একটা বড় পাথর নিয়ে তার অপেক্ষায় বসে থাকব, যা আমি উঠাতে পারি কিংবা এ ধরনের একটা কিছু, তারপর যেই সে সিজদায় যাবে, অমনি ঐ পাথর দিয়ে আমি ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব। এরপর তোমরা আমাকে রক্ষা কর কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের হাতে সোপর্দ করে দাও, তার আমি কোনই পরোয়া করি না। এরপর আব্দ মানাফের বংশধররা আমার সাথে যা খুশি তা করতে পারে। সকলে একবাক্যে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমাকে কখনও কোন মূল্যেই কারো হাতে সোপর্দ করব না। কাজেই, তুমি যা চাও, তাই কর।

পরদিন সকালে আবূ জাহ্‌ল যে ধরনের পাথরের কথা বলেছিল, সেই ধরনের একটা পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অপেক্ষায় বসে রইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যথারীতি সকালে বের হলেন। তিনি যতদিন মক্কায় ছিলেন, ততদিন তাঁর কিবলা ছিল সিরিয়ার দিকে। রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে থেকে তিনি সালাত আদায় করতেন এবং কা'বাকে রাখতেন নিজের ও সিরিয়ার মাঝখানে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়ালেন, আর কুরায়শরা অতি প্রত্যুষে তাদের আড্ডাখানায় বসে আবূ জাহ্‌ল কি করে তা দেখার জন্য অপেক্ষায় রইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই সিজদায় গেলেন, অমনি আবূ জাহ্‌ল পাথরটা তুলে নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। সে তাঁর একেবারে কাছে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে এল। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং সে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। এমনকি তার উভয় হাত অবশ হয়ে গেল। অবশেষে সে পাথরখানা হাত থেকে ফেলে দিল। কুরায়শ নেতারা তার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে বলল, হে আবুল হিকাম! তোমার কি হয়েছে? সে বলল, গতকাল তোমাদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছিলাম, সে অনুসারে কাজ করতে মুহাম্মদের কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যেই তার কাছাকাছি গিয়েছি, অমনি একটি প্রকাণ্ড আকারের উট আমার গতি রোধ করে দাঁড়াল। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার মত অত উঁচু ঘাড় এবং অত বড় দাঁতবিশিষ্ট আর কোন উট দেখিনি। সে আমাকে খেয়ে ফেলবে, এমন ভাব দেখাচ্ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে কেউ কেউ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : স্বয়ং জিবরীল (আ) ছিলেন সেই উট। আবূ জাহ্‌ল যদি আর একটু এগুতো, তা হলে তিনি তাকে অবশ্যই পাকড়াও করতেন।

নাযর ইব্‌ন হারিস কর্তৃক কুরায়শদের উপদেশ দান

আবূ জাহ্‌লের উপরোক্ত কথা শোনার পর নাযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালাদা ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্‌দার ইব্‌ন কুসাই ; ইব্‌ন হিশামের মতে, নাযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন কালাদা ইব্‌ন আবদ মানাফ উঠে দাঁড়াল ও বক্তৃতা দেয়া শুরু করল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম ! হে কুরায়শরা ! তোমাদের উপর এমন একটা দুর্যোগ নেমে এসেছে, যা থেকে রক্ষা পাওয়া তোমাদের সাধ্যের বাইরে। মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে একজন উঠতি যুবক। সে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে প্রিয়, সত্যভাষী ও আমানতদার। অবশেষে যখন তোমরা তার মধ্যে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ দেখলে এবং সে একটা অভিনব মতাদর্শ তোমাদের কাছে নিয়ে এল, তখন তোমরা বললে : সে জাদুকর। অথচ আল্লাহ্‌র কসম! সে জাদুকর নয়। আমরা তো জাদুকরের ঝাড়ফুঁক ও তাবিয-তুমার দেখেছি। তোমরা বললে : সে গণক। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, সে গণক নয়। আমরা গণকদের সূক্ষ্ম হেঁয়ালি ও ছন্দোবদ্ধ কথাবার্তা অনেক শুনেছি। তোমরা বললে : সে কবি। অথচ আল্লাহ্‌র কসম ! সে কবি নয়। আমরা সব রকমের কবিতা দেখেছি। তোমরা বললে : সে পাগল। অথচ আল্লাহ্‌র কসম ! সে পাগল নয়। আমরা অনেক পাগল দেখেছি। তাঁর মধ্যে পাগলের কোন আলামত নেই। অতএব, হে কুরায়শরা ! তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা কর। আল্লাহ্‌র কসম ! তোমাদের উপর অবশ্যই ঘোরতর দুর্যোগ নেমে এসেছে।

নাযর কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্যাতন

নাযর ইব্‌ন হারিস ছিল কুরায়শ গোত্রের কুচক্রীদের অন্যতম। অন্যদের মত সেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর নির্যাতন চালাত এবং তাঁর সংগে শত্রুতা পোষণ করত। ইতিপূর্বে সে হীরায় গিয়েছিল এবং সেখান থেকে পারস্যের রাজাদের ইতিহাস জেনে এসেছিল। রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের কাহিনী শুনে এসেছিল। যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন বৈঠকে বসে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং পূর্ববর্তী জাতিগুলো নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কি ধরনের শাস্তি ভোগ করেছিল, তার উল্লেখ করে স্বজাতিকে সতর্ক করতেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর সে তাঁর স্থানে বসে বলত : আল্লাহ্‌র কসম ! হে কুরায়শরা ! আমি মুহাম্মদের চাইতে উত্তম কথা বলতে পারি। এতএব তোমরা আমার কাছে এস। আমি তোমাদের তাঁর চাইতে ভাল কথা শোনাব। তারপর সে পারস্যের রাজাদের এবং রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের কাহিনী শোনাত। অবশেষে সে বলত, বল তো, মুহাম্মদ আমার চাইতে কোন কথাটি ভাল বলেছে ?

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমার জানামতে নাযর ইব্‌ন হারিস বলেছিল : আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন অচিরেই আমি তার মত কথা নাযিল করব।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার জানামতে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআনে আটটি আয়াত নাযিল হয়েছে।

যেমন : "যখন তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন সে বলে, এ তো সেকালের উপকথা মাত্র।" (৬৮ : ১৫)

কুরায়শ কর্তৃক ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

নাযর ইব্‌ন হারিসের বক্তৃতার পর কুরায়শ নেতারা তাকে ও তার সাথে উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মুআয়তকে মদীনার ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কাছে পাঠাল। তারা তাদের দু'জনকে বলল, তারা যেন মুহাম্মদ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করে, তাঁর গুণাবলী তাদের কাছে বর্ণনা করে এবং তাঁর বক্তব্য তাদেরকে অবহিত করে। কেননা তারা পূর্ববর্তী কিতাবের অধিকারী। তাদের কাছে নবীদের সম্পর্কে এমন জ্ঞান রয়েছে যা আমাদের কাছে নেই।

এরা উভয়ে মদীনায় গিয়ে ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞস করল। তারা তাদেরকে তাঁর গুণাবলী জানাল এবং তারা তাঁর কিছু কিছু কথাও তাদের শোনাল। আর তারা ইয়াহূদী পণ্ডিতদের বলল, আপনারা তো তাওরাতের অধিকারী। আমরা আমাদের মধ্যে আবির্ভূত এ লোকটি সম্পর্কে আপনাদের কাছ থেকে জানার জন্য এসেছি। তখন ইয়াহূদী পণ্ডিতরা তাদের বলল, আমরা তোমাদের যে তিনটি বিষয়ের কথা বলে দিচ্ছি, তোমরা তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। যদি সে এগুলো তোমাদের জানাতে পারে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবেই একজন প্রেরিত নবী। আর যদি সে জানাতে না পারে, তবে তোমরা মনে করবে যে, সে একজন ভণ্ড, জালিয়াত। এরপর তার সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে। তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করবে এমন কতিপয় যুবক সম্পর্কে, যারা প্রাচীনকালে গায়েব হয়ে গিয়েছিল, তাদের ব্যাপারটা কি? তাদের ঘটনা ছিল খুবই বিস্ময়কর! আর তোমরা তাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছিল, তার ব্যপারটা কি? আর তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করবে, রূহ কি জিনিস? যদি সে এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে, তবে সে নিঃসন্দেহে নবী; তোমরা তার অনুসরণ করবে। আর যদি সে তোমাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিতে পারে, তবে তোমরা বুঝবে, সে ভণ্ড, প্রতারক। তখন তোমরা তার ব্যাপারে যা ভাল মনে হয়, তা করবে।

এরপর নাযর ইব্‌ন হারিস ও উকবা ইব্‌ন আবূ মুআয়ত ইব্‌ন আবূ আমর ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন কুসাই উভয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করল। তারা মক্কায় পৌঁছে কুরায়শ নেতাদের কাছে গিয়ে বলল, হে কুরায়শরা! আমরা তোমাদের কাছে আমাদের ও মুহাম্মদের মধ্যকার বিরোধের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা নিয়ে এসেছি। ইয়াহূদী পণ্ডিতরা আমাদের তাদের শেখানো কয়েকটা প্রশ্ন মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন। সে যদি তোমাদের এর জবাব দিতে পারে, তা হলে সে নবী, নচেৎ সে ভণ্ড। কাজেই তোমরা তাঁর সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেবে, তা ভেবে দেখ।

কুরায়শ নেতাদের প্রশ্ন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জবাব

এরপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এল এবং বলল : হে মুহাম্মদ! প্রাচীনকালে যে একদল যুবক উধাও হয়ে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে আমাদের অবহিত কর। তাদের ঘটনাটা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। আর অপর একজন পর্যটকের কাহিনী শোনাও। যিনি সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরিভ্রমণ করেছিলেন। আর আত্মা কি? তা আমাদের জানাও? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বললেন, তোমরা আমাকে যা যা জিজ্ঞেস করেছ, তা আমি তোমাদের আগামীকাল জানাব। তবে তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' বা আল্লাহ্ যদি চান এ কথাটি বলেন নি। এ কথা শুনে কুরায়শরা তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। বর্ণনাকারীদের বর্ণনামতে জানা যায় যে, এরপর পনের দিন কেটে গেল, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তাঁর কাছে কোন ওহী আসল না এবং জিবরীল (আ)-ও তাঁর কাছ আসলেন না। এমনকি মক্কাবাসীরা দুর্নাম ছড়াতে লাগল। তারা বলল, মুহাম্মদ আমাদের কাছে আগামীকালের ওয়াদা করেছিল। অথচ সেদিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পনের দিন হয়ে গেল। আমরা তাঁর কাছে যে সব প্রশ্ন করেছিলাম, সে তার একটিরও জবাব দিল না। অপরদিকে ওহী বন্ধ থাকায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মক্কাবাসীদের কথাবার্তাও তাঁর কাছে বিব্রতকর হয়ে উঠল। অবশেষে তাঁর কাছে জিবরীল (আ) আল্লাহ্র কাছ থেকে সূরা কাহ্ফ নিয়ে এলেন। তাতে তাঁকে মক্কাবাসীদের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণে ভর্ৎসনা ছিল। এ সূরায় তারা যে যুবকদের কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল তাদের খবর, বিশ্ব পরিভ্রমণকারী ব্যক্তি ও আত্মা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব ছিল।

কুরায়শ নেতাদের প্রশ্নের জবাব

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমাকে বলা হয়েছে যে, জিবরীল (আ) এলে রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে বললেন : "হে জিবরীল (আ) ! আপনি আমার কাছে আসতে এত বিলম্ব করেছেন যে, এতে আমার প্রতি লোকদের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।" তখন তাঁকে জিবরীল (আ) বললেন : "আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না। যা আমাদের সামনে ও পেছনে আছে এবং যা এ দুয়ের মাঝে, তা তাঁরই; আর আপনার রব ভুলে যান না।" (১৯ : ৬৪)

এরপর মহান আল্লাহ্ সূরা কাহফ শুরু করেছেন নিজের প্রশংসা ও তাঁর রাসূলের নবুওয়তের বর্ণনার মাধ্যমে। কেননা তারা নবুওয়ত অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ্ বলেন : "প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর উপর এই মর্মে কিতাব নাযিল করেছেন যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। অর্থাৎ নবুওয়ত সম্পর্কে তারা যে প্রশ্ন করে, এ কিতাব তারই বাস্তব জবাব।

আর তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি' অর্থাৎ খুবই ভারসাম্যপূর্ণ বানিয়েছেন এবং যাতে কোন মতভেদও নেই। একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। এখানে কঠিন শাস্তি বলতে পার্থিব জীবনে ও আখিরাতের জীবনে যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আল্লাহ্ দিবেন তার উভয়টাকেই বুঝানো হয়েছে। 'আর তাঁর পক্ষ থেকে' অর্থ হচ্ছে তোমার রবের পক্ষ থেকে, যিনি তোমাকে একজন রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আর মু'মিনগণ, যারা সৎকাজ করে,

তাদের এ সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার, যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী। অর্থাৎ চিরস্থায়ী জান্নাতে তারা থাকবে, যেখানে তাদের মৃত্যু হবে না। যারা তোমার আনীত দীনকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং তুমি যা যা করতে তাদের নির্দেশ দিয়েছ তা করেছে, তারা সেখানে কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। আর সতর্ক করার জন্য তাদের, যারা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কুরায়শ বংশের সেই সব লোককে সতর্ক করার জন্য, যারা বলে যে, 'আমরা ফেরেশতাদের উপাসনা করি, তারা আল্লাহ্র মেয়ে।' এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। অর্থাৎ সেইসব পূর্বপুরুষদের, যাদের বর্জন করা ও যাদের ধর্মের নিন্দা করাকে তারা গুরুতর অন্যায় বলে মনে করে। "তাদের মুখ-নিঃসৃত বাক্য কি সাংঘাতিক!" অর্থাৎ তাদের এ উক্তি যে, ফেরেশতারা আল্লাহ্র মেয়ে। তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে। তারা এ বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবত তাদের পেছনে ঘুরে তুমি দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি তাদের কাছ থেকে যা আশা করছ, তা যখন সফল হবে না, তখন তাদের চিন্তায় কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে?" অর্থাৎ তুমি এরূপ করো না।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'বাখিউন নাফসাকা' অর্থ নিজেকে ধ্বংসকারী। আবূ উবায়দা আমাকে বলেছেন যে, কবি যুররুম্মা তার নিম্নোক্ত কবিতায়ও 'বাখিওন' শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করেছেন :

"ওহে সে ব্যক্তি, যে নিজেকে এমন জিনিসের মহব্বতে ধ্বংস করেছে, যা অদৃষ্ট তার হাত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।"

এর বহুবচন বাখিউন ও বাখ'আ। এটি তার কাব্যের একটি কবিতা।

আরবরাও বলে থাকে : "বাখা'তু লাহু নাফসী" অর্থাৎ আমি তার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি।

"পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে, আমি সেগুলিকে তার শোভা করেছি মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : অর্থাৎ কে আমার আদেশের অধিক অনুসারী এবং কে আমার বেশি অনুগত, তা পরীক্ষা করার জন্য।

"আর তার ওপর যা কিছু আছে, তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করব।" অর্থাৎ পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে, তার সবকিছুই ধ্বংস হবে ও বিলীন হবে, আর আমার দিকেই সব কিছুর প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে প্রতিফল দেব। কাজেই আপনি এ পৃথিবীতে যা কিছু দেখতে ও শুনতে পান, তাতে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'সাঈদ' (صعيد) অর্থ পৃথিবী বা মাটি। এর বহুবচন সুউদ।

যুররুম্মা একটি হরিণ শাবকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : "মাথায় হাড়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল মদ, তাকে যেন দুপুর বেলা যমীনের ওপর নিক্ষেপ করে।"

এ কবিতাটি কবির একটি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

সাঈদ অর্থ রাস্তাও। হাদীসে আছে : "তোমরা সু'উদাত অর্থাৎ রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকবে।"

আর 'জুরুযা' অর্থাৎ এমন ভূমি, যাতে কোন উদ্ভিদ জন্মে না। এর বহুবচন 'আজরায' বলা হয়ে থাকে, সানাতু জরুযিন ও 'সিনুনা আজরাযুন' অর্থাৎ এমন বছর, যাতে কোন বৃষ্টি হয় না। ফলে, তাতে দুর্ভিক্ষ, অকাল ও দুর্দিন দেখা যায়।

যুরবুম্মা একটি উটের বর্ণনায় বলেন : তার পেটে যা আছে তা গুটিয়ে গেছে, তার পার্শ্বদেশ পুষ্ট নয়।"

আসহাবে কাহফ বা গুহাবাসিগণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ যুবকদের ঘটনা বর্ণনা করেন, যাদের সম্পর্কে কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করেছিল। তিনি বলেন :

"তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?" অর্থাৎ আমি আমার বান্দাদের ওপর অকাট্য প্রমাণ হিসাবে যে সব নিদর্শন রেখেছি, এটি সেগুলোর মাঝে অধিক বিস্ময়কর ?

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাকীম অর্থ সেই ফলক বা তালিকা, যাতে ঐ যুবকদের অবস্থা লিপিবদ্ধ ছিল। রকীমের বহুবচন রুকূম। আজ্জাজ বলেন "লিখিত মাসহাফের অবস্থানস্থল।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ বলেন : "যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল, তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের রব! তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।' তারপর আমি তাদের গুহার ভেতরে কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দিলাম। পরে আমি তাদের জাগ্রত করলাম এটা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।"

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেন : "আমি তোমার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি।" অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে সত্য ও নির্ভুল ঘটনা ব্যক্ত করছি। "তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। আমি তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে দিলাম যখন তারা উঠে দাঁড়াল, তখন বলল : 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব-ই আমাদের রব। আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহকে আহবান করব না; যদি তা করে বসি, তবে তা হবে অতিশয় গর্হিত।' অর্থাৎ হে মক্কাবাসী! তোমরা যেমন না জেনেশুনে বিভিন্ন বস্তুকে আমার সংগে শরীক করেছ, ঐ গুহাবাসী যুবকরা তা করেনি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'শাতাত' শব্দটির অর্থ হচ্ছে বাড়াবাড়ি ও সত্যের সীমা অতিক্রম করা। আশা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবা বলেন :

"তারা নিজেরা বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকে না এবং অপরকেও নিবৃত্ত রাখে না, ঐ বর্শার যখমের ন্যায়, যাতে তৈল ও সলিতা উভয়ই চলে যায়।"

এ লাইনটি আ'শা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর আল্লাহ্ বলেন : "আমাদের এই স্বজাতি, তাঁর পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করেছে। এরা এই সমস্ত ইলাহ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করে না কেন?"

ইব্ন ইসহাক বলেন : 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' অর্থ হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারী দলীল। "যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক যালিম আর কে? তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের কাছ থেকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের কাছ থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন। তুমি দেখতে পেতে তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলে যায় এবং অস্তকালে তাদের বাম পাশ দিয়ে অতিক্রম করে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : 'তাযাওয়ারু' অর্থ হেলে যায়। এর মূল ধাতু হচ্ছে 'যওর'। যেমন কবি ইমরুল কায়স ইব্ন হুজর বলেন :

"যদি তুমি দাস অবস্থায় ফিরে এস, তবে আমি দায়ী রইলাম, এমন গতিতে (ফিরে এসো) যাতে সারস পাখিকেও হেলানো দেখতে পাও।"

এটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

আর আবূ যাহাফ কালবী একটি শহরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

"এ শহরের উটের চারণভূমি অনুর্বর, যা আমাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থেকে হেলানো (অর্থাৎ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি)। পাঁচ দিনে একবার পানি পান করার কারণে বাহনগুলো জীর্ণশীর্ণ হয়ে যায়।"

কবিতার এ চরণ দু'টিও তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ।

"অস্তকালে তাদের অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে।" এর অর্থ হলো, তাদের বামদিকে রেখে চলে যায়।

যুররুম্মা বলেন :

"কোথাও যাত্রা করার সময় বালুর গোলাকার বস্তুসমূহ অতিক্রম করে যায়, অশ্বারোহীরা ডানদিক ও বামদিক দিয়ে।"

এটাও তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ।

'ফাজওয়াহ' অর্থ প্রশস্ত চত্বর। জনৈক কবি বলেন : "তুমি তোমার জাতিকে অবমাননা ও ক্ষয়ক্ষতির পোশাক পরিয়েছ, অর্থাৎ তুমি তাদের অপমানিত করেছ, অবশেষে তাদের অবাধ অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং তারা ঘরের প্রশস্ত চত্বর ছেড়ে চলে গেছে।"

ফাজওয়াহর বহুবচন ফুজা'আ।

আল্লাহ্ বলেন : "এ সমস্তই আল্লাহ্র নিদর্শন।" অর্থাৎ যে আহলে কিতাব কুরায়শ নেতাদের তোমার নবুওয়াতের সত্যতা যাচাই করার জন্য এইসব প্রশ্ন করার পরামর্শ দিয়েছে, তাদের জন্য গুহাবাসীদের এ ঘটনা একটি অকাট্য প্রমাণ। কেননা তারা তাদের ঘটনা জানত।

এরপর আল্লাহ্ বলেন : আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য তুমি কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত, আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি ঘরের দরজায় প্রসারিত করে।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'ওয়াসীদ' অর্থ দরজা বা ফটক।

কবি আবসী উবায়দ ইব্ন ওয়াহ্ব বলেন : "পানিবিহীন জংগলে, যার দরজা আমার ওপর বন্ধ করা হয় না, আর সেখানে আমার ভালো কাজ সুপরিচিত।"

এ লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

'ওয়াসীদ' অর্থ উঠানও। এর বহুবচন ওয়াসাইদ, উসূদ, আসউদ ও আসদান।

আল্লাহ্ বলেন : "তাদের (গুহাবাসীদের) তাকিয়ে দেখলে তুমি পেছনে ফিরে পালাতে এবং তাদের ভয়ে আতংকিত হয়ে পড়তে।" ..... তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল, আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করব। (কুরায়শ নেতাদের এসব প্রশ্ন যে ইয়াহূদী পণ্ডিতেরা শিখিয়েছিল) তারা বলবে : তারা ছিল তিনজন তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। কেউ কেউ বলে : তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। অজানা বিষয়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করে তারা এসব বলে থাকে। আবার কেউ কেউ বলে : তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। তুমি বল : আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না এবং এদের কাউকেও তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো না। অর্থাৎ তাদের সামনে অহংকার প্রকাশ করবে না। আর এদের সম্পর্কে যেহেতু তাদের জানা নেই, তাই তাদের জিজ্ঞেস করো না। "আর কখনো তুমি কোন বিষয়ে বলো না যে, আমি আগামীকাল এটা করবো, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, এ কথা না বলে।" যদি ভুলে যাও, তবে তোমার প্রতিপালককে 'স্মরণ কর এবং বলো, সম্ভবত আমার রব আমাকে এর চাইতে সত্যের নিকটতর পথ-নির্দেশ করবেন। অর্থাৎ তারা তোমাকে যে প্রশ্ন করে, সে সম্পর্কে তুমি 'ইনশাআল্লাহ্' না বলে তাদের বলবে না যে, আগামীকাল এ ব্যাপারে আমি তোমাদের অবশ্যই অবহিত করবো যেমন তুমি এদের ব্যাপারে বলেছ।

তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশ বছর, আরো নয় বছর। অর্থাৎ তারা অচিরেই এরূপ কথা বলবে। "তুমি বল, তারা কতকাল ছিল তা আল্লাহ্ ভালো জানেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই, তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের আর কোন অভিভাবক নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।" অর্থাৎ তারা তোমার কাছে যা কিছু জিজ্ঞেস করেছে, তার কোন কিছুই তাঁর অজানা নয়।

যুলকারনায়ন

তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একজন বিশ্ব-পর্যটক সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

"আর তোমাকে জিজ্ঞেস করে যুলকারনায়ন সম্পর্কে। তুমি বল যে, আমি অচিরেই তাঁর বিষয়ে তোমাদের কাছে বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দিয়েছিলাম। এভাবে তিনি তাঁর পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিলেন।

যুলকারনায়নের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তাকে এমন সব জিনিস দেয়া হয়েছিল, যা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। তাকে এত অধিক উপায়-উপকরণ দেয়া হয়েছিল যে, তিনি সমগ্র পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পরিভ্রমণ করেন। তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই তার সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হত। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জনবসতির সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অনারবদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জনৈক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, যুলকারনায়ন ছিলেন মিসরের অধিবাসী। তার আসল নাম ছিল মারযুবান ইব্‌ন মারযুবা ইউনানী। তিনি ইয়াফিস ইব্‌ন নূহের বংশধর ছিলেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন, তাঁর নাম ইসকান্দার। ইসকান্দারিয়া শহরটি তার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত বলে তার নামে এ শহরের নামকরণ হয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ আমাকে খালিদ ইবন মা'দান কালাঈ সূত্রে জানিয়েছেন [আর কালাঈ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানা পেয়েছিলেন] তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুলকারনায়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন : তিনি এমন বাদশাহ ছিলেন, যিনি উপায়-উপকরণের সাহায্যে গোটা পৃথিবীর সার্বিক জরীপ করেছিলেন।

খালিদ বলেন : উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি কাউকে "হে যুলকারনায়ন" বলে ডাকছে এটা শুনে উমর (রা) বললেন, "আল্লাহ মাফ করুন! তোমরা নবীদের নামে নাম রেখে তৃপ্ত হওনি। এখন ফেরেশতাদের নামে নাম রাখা শুরু করেছ!"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুলকারনায়ন আসলে কি ছিলেন, তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। উমর (রা) যা বলেছেন, তা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন কী না? যদি তিনি এরূপ বলে থাকেন, তবে তাঁর কথাই সঠিক।

রূহ বা আত্মা সংক্রান্ত তথ্য

তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রূহ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল, তার জবাবে আল্লাহ্ বলেন : "তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, রূহ আমার রবের আদেশ ঘটিত এবং তোমাদের এ বিষয়ে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।"

'তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।' ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন আব্বাসের বরাতে আমাকে জানানো হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় গেলেন, তখন ইয়াহূদী আলিমরা তাঁকে বলল : হে মুহাম্মদ! তোমার এই উক্তি "তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" এর দ্বারা কি তুমি আমাদের বুঝিয়েছ, না তোমার সম্প্রদায়কে?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কখনও এরূপ নয়, বরং আমি সকলকেই বুঝিয়েছি। তারা বলল, তোমার কাছে যে কিতাব এসেছে, তাতে তুমি পাঠ করে থাক যে, আমাদের যে তাওরাত দেয়া হয়েছে, তাতে যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আল্লাহ্‌র জ্ঞানের

তুলনায় তা খুবই নগণ্য। তবে তোমরা যদি তা বাস্তবায়িত করতে, তবে তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তারা তাঁকে যে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, সে সম্পর্কে নাযিল করলেন : "পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরো সাতটি সমুদ্র মিলে কালি হয়, তবুও আল্লাহ্র বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" অর্থাৎ আল্লাহ্র জ্ঞানের মুকাবিলায় তাওরাতের জ্ঞান খুবই নগণ্য।

পাহাড় সরানো ও মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের স্বার্থে দাবি করেছিল যে, পাহাড়কে গতিশীল করা হোক, যমীনকে বিদীর্ণ করা হোক এবং তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের পুনরুজ্জীবিত করা হোক। তাদের এ দাবি সম্পর্কে আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন : "যদি কোন কুরআন এমন হত যা দিয়ে পাহাড়কে গতিশীল করা যেত, অথবা যমীনকে বিদীর্ণ করা যেত, অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, (তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করতো না) কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র ইখতিয়ারভুক্ত।" অর্থাৎ আমি যতক্ষণ না চাব, ততক্ষণ এগুলোর কিছুই হবে না।

নিজের জন্য নাও

তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল : তুমি নিজের জন্য কিছু বাগান, প্রাসাদ ও ধন-সম্পদ অর্জন কর। আর তোমার সংগে এমন একজন ফেরেশতা আসুন, যিনি তোমার বক্তব্যকে সত্য বলে প্রকাশ করবেন। তাদের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

আর তারা বলে : "এ কেমন রাসূল, যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে। তাঁর নিকট কোন ফেরেশতা কেন নাযিল করা হল না, যে তাঁর সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে? তাঁকে ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন, অথবা তাঁর একটি বাগান নেই কেন, যা থেকে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে? সীমালংঘনকারীরা আরো বলে : তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। দেখ, তারা তোমার কী উপমা দেয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবে না। কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এর চাইতে উৎকৃষ্টতর বস্তু অর্থাৎ বাজারে চলাফেরা করা এবং জীবিকার সন্ধান করার চাইতে উৎকৃষ্ট জিনিসের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, আর তা হল জান্নাত, যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং দিতে পারেন তোমাকে প্রাসাদসমূহ। তাদের এ উক্তির জবাবে আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর এ আয়াত নাযিল করেন :

"তোমার আগে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সকলেই তো আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে এক-কে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্য-ধারণ করবে কি? আর তোমাদের রব সব কিছুই দেখেন। অর্থাৎ তোমরা যাতে ধৈর্য ধারণ কর, সে জন্য আমি তোমাদের পরস্পরকে একটি পরীক্ষায় ফেলেছি। আর আমি যদি চাইতাম যে, সারা দুনিয়া আমার রাসূলদের সহযোগী হোক, কেউ তাদের বিরোধিতা না করুক, তবে আমি এরূপই করতাম।"

কুরআনে ইব্‌ন আবূ উমায়্যার দাবির জবাব

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমায়্যার দাবির জবাবে আল্লাহ্ নাযিল করলেন : "তারা বলে, কখনো তোমার উপর ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে একটা ঝর্ণা প্রবাহিত করবে, অথবা তোমার খেজুর বা আংগুরের বাগান হবে, যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদীনালা। অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে, অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত ঘর হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনো ঈমান আনব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল না করবে, যা আমরা পাঠ করব। বল, পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো হচ্ছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'ইয়ান্‌বূ' অর্থ হচ্ছে ঝর্ণা। এর বহুবচন 'ইয়ানাবী'।

ইব্‌ন হারমা ভিন্নমতে ইবরাহীম ইব্‌ন আলী ফিহরী বলেন : "যখন তুমি প্রত্যেক ঘরে অশ্রুবর্ষণ করলে, তখন তোমার অশ্রুপাতের কারণগুলো শেষ হবে; কিন্তু তোমার অশ্রু ঝর্ণার ন্যায় উথলে উঠবে।"

এ লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

'কিসাফুন' অর্থ আযাবের টুকরোগুলো। একবচনে কিস্‌ফাতুন, যেমন সিদরাতুন ও সিদরুন। কিসফুন একবচনরূপে ব্যবহৃত হয়। 'কাবীল' অর্থ সামনাসামনি ও চাক্ষুষ। কুরআনে আছে : "ইয়াতিহিমুল আযাবু কুবুলা" অর্থাৎ তাদের কাছে আযাব আসবে চাক্ষুষভাবে। কাবীল-এর বহুবচন কুবূল। ইব্‌ন হিশাম বলেন : আ'শা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবার নিম্নোক্ত লাইনটি আমাকে আবূ উবায়দা পড়ে শুনিয়েছেন :

"তোমাদের সাথে আপস করার ব্যাপারে আমি অগ্রণী ভূমিকা পালন করব, যাতে তোমরাও এ ধরনের আচরণে অভ্যস্ত হও" অর্থাৎ আপসের জন্য তৈরি হয়ে যাও।

এ লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

কারো কারো মতে 'কাবীল' অর্থ দল। আরবী প্রবাদে এ শব্দটি যে কোন অগ্রবর্তী জিনিসকে বুঝায়। কুমায়ত ইব্‌ন যায়দ বলেন : "তাদের ব্যাপারসমূহ এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে, কোন্‌টি সামনের এবং কোন্‌টি পেছনের, তা চিনতে পারছে না।"

এ লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

'কাবীল' শব্দের আরেক অর্থ বুনট। যেটি রুনুই পর্যন্ত বোনা হয়, তাকে 'কাবীল' এবং যেটি আংগুল পর্যন্ত বোনা হয়, তাকে 'দাবীর' বলা হয়।

চরকায় যে সূতা কাটা হয়, তা হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছলে তাকে 'কাবীল' এবং উরু পর্যন্ত পৌঁছলে তাকে 'দাবীর' বলা হয়। মানুষের দলকেও 'কাবীল' বলা হয়।

'যুখরুফ' অর্থ স্বর্ণ। 'মুযাখরাফ' অর্থ 'স্বর্ণমণ্ডিত।

আজ্জাজ বলেন : "এ ধ্বংস স্তূপের বস্তুসমূহ সন্ধ্যার সময় সোনালী কারুকার্য খচিত পবিত্র গ্রন্থের মত মনে হয়।"

এ লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

প্রত্যেক সুসজ্জিত জিনিসকেও 'মুযাখরাফ' বলা হয়।

ইয়ামামার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিক্ষা দেয়-কুরআনে এ অপবাদ খণ্ডন

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুরায়শ নেতারা বলল, আমরা জানতে পেরেছি যে, ইয়ামামার এক ব্যক্তি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। সেই ব্যক্তির নাম রহমান। আমরা তার উপর আস্থাবান হব না। এ কথার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর ও আয়াত নাযিল করলেন : "এভাবেই আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির কাছে যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, যাতে তুমি তাদের কাছে আমার ওহী পড়ে শোনাতে পার, তথাপি তারা রহমানকে অস্বীকার করে। তুমি বল : তিনিই আমার রব। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁরই ওপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।" (১৩ : ৩০)

কুরআনে আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত

আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যা বলেছিল এবং তাঁর সম্পর্কে যে চক্রান্ত করেছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ নাযিল করলেন : "তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে? তুমি কি লক্ষ্য করেছ, যদি সে সৎপথে থাকে অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়। তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন? সে যদি বিরত না হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে-মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ। অতএব সে তা পার্শ্বচরদের আহবান করুক। আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরিগণকে। সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করো না, সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।" (৯৬ : ৯-১৯)

ইব্ন হিশাম বলেন : 'লানাসফাআন' অর্থ আমি তাকে পাকড়াও করে টেনে-হেঁচড়ে আনব। কবি বলেন : "তারা এমন এক সম্প্রদায়, যখন তারা কারো আর্তনাদ শুনতে পায়, তখন তুমি তাদের দেখতে পাবে যে, তারা লাগাম লাগিয়ে বা লাগাম ছাড়াই বাহনে চড়ে দ্রুত (আর্তের সাহায্যে) ছুটে যায়।"

'নাদী' অর্থ সেই মজলিস, যেখানে লোকেরা সমবেত হয়ে তাদের বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করে। কুরআনে আছে : "তোমরা তোমাদের মজলিসে বসে খারাপ কাজ কর।" নাদীতে অংশ-গ্রহণকে 'নাদা' বলা হয়। উবায়দ ইব্ন আবরাস বলেন : "আরে যা, আমি তো বনূ আসাদের লোক। যারা দাতা, মজলিসের সদস্য এবং সমবেত হয়ে পরামর্শক্রমে কার্য সম্পাদনকারী।"

কুরআনে আছে : 'আহসানু নাদীয়ান' অর্থাৎ মজলিস হিসাবে কোন্‌টি উত্তম। বহুবচন 'আনদিয়া'। এখানে আয়াতে উল্লিখিত 'নাদী' অর্থ-নাদীর সদস্য। যেমন কুরআনে কারিয়া বা গ্রাম বলতে গ্রামবাসী বুঝানো হয়েছে। সুলামা ইব্ন জনদল বনূ সা'দ ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীম বলেন : "দিন দু'ধরনের—একদিন সাহিত্য চর্চা ও সভা-সমিতি, অন্য দিন হলো-শত্রুর উপর হামলা করার জন্য সারাদিন চলার।"

এটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

কুমায়ত ইব্‌ন যায়দ বলেন : "তারা মজলিসে বাজে ও অনর্থক কথা বলে না এবং প্রয়োজনের সময় কোন কারণে কথা বলা থেকে বিরত থাকে না।"

এ লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার একটি অংশ।

'নাদী' অর্থ একসঙ্গে উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলেও অনেকে মনে করেন।

'যাবানিয়া' অর্থ নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের লোক। এখানে এ শব্দ দ্বারা দোযখের প্রহরীদের বুঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে যাবানিয়া শব্দের অর্থ হলো সাহায্য ও সহযোগিতাকারী, একবচন 'যিব্‌নিয়া।'

ইবনুয্ যাব্'আর বলেন : "তারা অতিথিদের অধিক পরিমাণে খাদ্য পরিবেশনকারী, যুদ্ধে সুনিপুণ তীরন্দায, তারা এক অপরের সাহায্য-সহযোগিতাকারী খুবই বুদ্ধিমান।"

এ লাইনটি তার কবিতার অংশবিশেষ।

সাখর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হুযালী, যিনি সাখরুল গাই নামে পরিচিত, তিনি বলেন : "বনূ কাবীরের কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে।"

এ লাইনটি তার এক কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর সামনে তাদের ধন-সম্পদ পেশ করে, তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন :

"তুমি বল, আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই; আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহ্‌র নিকট এবং তিনি সব বিষয়ের দ্রষ্টা।" (৩৪ : ৪৭)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনতে কুরায়শদের দর্পভরে অস্বীকৃতি

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কুরায়শ গোত্রের কাছে সেই সত্য বাণী নিয়ে আসলেন, যা তারা সত্য বলে জানত, রাসূল (সা)-এর সত্যবাদিতার কথা তাদের জানা থাকার কারণে, তাঁর বক্তব্যকে যখন তারা অকাট্য সত্য বলে বুঝল এবং তাঁর কাছে অদৃশ্য তথ্যসমূহ জিজ্ঞেস করে জানার পর, তাঁর নবুওয়তের যথার্থতা সম্পর্কে যখন তারা নিশ্চিত হল, তখন নিছক হিংসা-বিদ্বেষ তাঁর অনুসরণ ও স্বীকৃতির পথে তাদের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। এরপর তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় হঠকারিতা করল এবং তাঁর নির্দেশ প্রকাশ্যভাবে লংঘন করল; আর তারা তাদের কুফরীর উপর অটল থাকল।

তাদের কেউ বলল : "তোমরা এ কুরআন শোনো না, বরং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।" (৪১ : ২৬)। অর্থাৎ তোমরা একে অসার ও বাজে জিনিস বলে সাব্যস্ত কর। বরং তোমরা একে হাসি-ঠাট্টার বস্তু হিসাবে গ্রহণ কর, তা হলে হয়ত তোমরা এর উপর বিজয়ী হতে পারবে। কেননা যদি তোমরা তাঁর সংগে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে বিতর্কে লিপ্ত হও, তাহলে সে একদিন তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে।

উপরোক্ত ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে একদিন আবূ জাহ্‌ল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তিনি যে সত্য দীন নিয়ে এসেছেন এ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপচ্ছলে বলল : "হে কুরায়শরা! মুহাম্মদের দাবি এই

যে, আল্লাহ্‌র যে বাহিনী তোমাদের দোযখে শাস্তি দেবে ও তার ভেতরে আটকে রাখবে, তারা নাকি সংখ্যায় উনিশজন। অথচ তোমরা বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী একটি সম্প্রদায়। তোমাদের একশজনও কি তাদের একজনের সাথে পেরে উঠবে না?" তারা এ উক্তির জবাবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর এ আয়াত নাযিল করেন : "আমি ফেরেশতাদের করেছি জাহান্নামের প্রহরী। কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি। যাতে কিতাবধারীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বাড়ে এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবধারিগণ সন্দেহ পোষণ না করে।" ... ... (৭৪ : ৩১)

আবূ জাহ্‌লের কথাটা যখন তাদের মুখে মুখে রটে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই নামাযে উচ্চস্বরে কুরআন পড়তেন, অমনি তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেত এবং তাঁর কুরআন পাঠ শুনতে চাইত না। তাদের কেউ যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনতে চাইত, তা হলে সে তাদের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তা শুনত। সে যদি দেখত যে, কেউ তার শোনার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে, তাহলে সে তাদের নির্যাতনের ভয়ে দ্রুত চলে যেত এবং শুনত না। আর যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিচু স্বরে কুরআন পাঠ করতেন, তবে গোপনে শ্রবণকারী মনে করত যে, অন্য লোকেরা তাঁর কুরআন পাঠের কিছুই শুনছে না এবং সে তাদের অগোচরেই শুনতে পাচ্ছে। তাহলে সে তা কান লাগিয়ে শুনতে থাকত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমর ইব্‌ন উসমানের আযাদকৃত দাস দাঊদ ইব্‌ন হুসায়ন আমাকে বলেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাসের আযাদকৃত দাস ইকরামা জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস তাঁকে বলেছেন : "তুমি সালাতে স্বর উঁচু করো না এবং অতিশয় নিচুও করো না। এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।" (১৭ : ১১০)। এ আয়াতটি ঐ সকল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারী কাফিরদের উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়। আয়াতের মর্মার্থ এই যে,

এত উচ্চস্বরে নামায পড়ো না, যাতে তারা তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, আর এত নিচু স্বরেও পড়ো না, যাতে কুরআন শুনতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি যদি সংগোপনে কিছু শুনতে চায়, তবুও সে শুনতে পায় না। কেননা লুকিয়ে লুকিয়ে শোনাতেও হয়তো কুরআনের দু'একটা কথা তার মনে বদ্ধমূল হতে পারে, ফলে সে এ দ্বারা উপকৃত হবে।

যিনি সর্বপ্রথম উচ্চস্বরে কুরআন পড়েন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র তাঁর পিতার থেকে শুনে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করেন, তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবিগণ সমবেত হয়ে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! কুরায়শরা কখনো তাদের সামনে কাউকে উঁচুস্বরে কুরআন পড়তে শোনেনি। এ কুরআন তাদের শুনিয়ে পড়তে পারে এমন কেউ আছে কি? তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ বললেন : আমি পারি। তাঁরা বললেন : তোমার উপর তারা আক্রমণ করবে, আমরা এ আশংকা করছি। আমরা চাইছি, এমন কেউ এগিয়ে আসুক, যার

এমন আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, যারা তাকে কুরায়শদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ বললেন : তোমরা আমাকে এ কাজটি করতে দাও। আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করবেন। পরদিন ইব্ন মাসউদ (রা) দুপুরের সময় কাবার চত্বরে পৌঁছলেন। তখন কুরায়শ নেতারা তাদের আড্ডাখানায় যথারীতি উপস্থিত ছিল। তিনি মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়িয়ে উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ্ সহ সূরা আর-রাহমান পড়তে পড়তে সামনে এগুতে লাগলেন। এ সময় কুরায়শ নেতারা মনোযোগ দিয়ে তা শুনল এবং তারা বলতে লাগল : উম্মে আবদের ছেলে কী বলল? তারা নিজেরাই বলল : সে নিশ্চয়ই মুহাম্মদের কাছে আসা বাণীসমূহের কিছু একটা পড়েছে। এ বলে তারা সবাই একযোগে তার দিকে ছুটল। সবাই তার মুখমণ্ডলে আঘাত করতে লাগল। আর তিনি নির্বিকারভাবে পড়ে যেতে লাগলেন। এরপর যতদূর পড়া আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল, ততদূর পড়ে তিনি স্বীয় সংগীদের কাছে চলে গেলেন। আর তাঁর চেহারায় কুরায়শদের আঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠল। তাঁর সংগীরা তাঁকে বললেন, আমরা তোমার উপর এ বিপদ নেমে আসার আশংকা করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্র দুশমনরা আজ আমার দৃষ্টিতে যত তুচ্ছ, এরূপ আর কখনো ছিল না। তোমরা যদি চাও, তবে আমি আগামীকালও তাদের সামনে আবার এরূপ করব। সবাই বললেন, না, যথেষ্ট হয়েছে। তারা যা শুনতে চায় না, তা তুমি তাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছ।

কুরায়শ নেতাদের গোপনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহরী আমাকে বলেছেন যে, তিনি শুনেছেন, একদিন রাতে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম এবং বনূ যুহরার মিত্র আখনাস ইব্ন শুরায়ক ইব্ন আমর ইব্ন ওয়াহ্ব সাকাফী-রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনতে বেরিয়ে পড়ল। এ সময় তিনি নিজের ঘরে রাতের নামায আদায় করছিলেন। এ তিনজনের প্রত্যেকে এক-একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে বসে এবং তাঁর অর্থাৎ রাসূল (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনতে লাগল। তিনজনের কেউই তার অপর সাথীর উপস্থিতির কথা জানতে পারেনি। কুরআন শুনতে শুনতে তারা সারারাত কাটিয়ে দিল। যখন ভোর হল, তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু পথিমধ্যে সকলের দেখা হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে তিরস্কার করে বলল, খবরদার! এমন কাজ আর কখনো করবে না। যদি তোমাদের নির্বোধ লোকেরা এভাবে তোমাদের দেখে ফেলে; তাহলে তাদের মনে তোমাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হবে। তারপর তারা সবাই চলে গেল। পরদিন রাতে আবার তিনজনই নিজ নিজ গোপন জায়গায় গিয়ে বসল এবং সারারাত ধরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পড়া শুনল। ভোর হলে তারা স্ব-স্ব স্থান থেকে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু পথিমধ্যে সকলের দেখা হয়ে গেল। তারপর তারা আগের দিনের মত পরস্পর কথাবার্তা বলল। তারপর চলে গেল। তৃতীয় দিনও একই ঘটনা ঘটল। এবার তারা এ মর্মে অঙ্গীকার করল যে, ভবিষ্যতে তারা আর এরূপ করবে না। এ বলে তারা যার যার পথে চলে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনে আখনাসের মনে প্রশ্ন

পরদিন সকালে আখনাস ইব্‌ন শুরায়ক তার লাঠি নিয়ে রওয়ানা হল এবং আবূ সুফিয়ানের কাছে এসে বলল, হে আবূ হানযালা! তুমি মুহাম্মদের কাছ থেকে যা শুনলে, সে সম্পর্কে তোমার মতামত আমাকে জানাও। সে বলল, হে আবূ সা'লাবা! শোনো, আল্লাহ্‌র কসম! কিছু কথা এমন শুনলাম যা আমি জানি এবং তার অর্থও বুঝি। আবার কিছু কথা এমনও শুনলাম যার অর্থ ও মর্ম আমার জানা নেই। তখন আখনাস বলল : "আল্লাহ্‌র কসম! আমার অবস্থাও তথৈবচ।"

এরপর আখনাস তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবূ জাহ্‌লের বাড়িতে গিয়ে তার সাথে দেখা করে বলল : "হে আবুল হিকাম! মুহাম্মাদের কাছ থেকে যা শুনলে, সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?" সে বলল : আমি কি শুনলাম! আমরা এবং বনূ আব্‌দ মানাফ কুরায়শ বংশের এ দু'টি শাখাগোত্র দীর্ঘকাল ধরে মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছি। আপ্যায়ন ও ভোজের আয়োজন তারাও করেছে, আমরাও করেছি। সামাজিক দায়-দায়িত্ব তারাও বহন করেছে, আমরাও করেছি। সব কিছুতে তারাও বদান্যতা দেখিয়েছে, আর আমরাও দেখিয়েছি। এভাবে যখন আমরা সমান তালে চলেছি, তখন হঠাৎ তারা দাবি করল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, যার কাছে আসমান থেকে ওহী আসে। এ পর্যায়ে আমরা কিরূপে তাদের সমকক্ষ হব? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তার ওপর কখনো ঈমান আনব না এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে স্বীকৃতি দেব না। রাবী বলেন, এ কথা শুনে আখনাস তার কাছে থেকে বিদায় নিল।

কুরআন শোনার ব্যাপারে কুরায়শদের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শদের সামনে কুরআন পাঠ করতেন এবং তাদের আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতেন, তখন তারা তাঁকে উপহাস করে বলত : তুমি যার প্রতি আমাদের আহবান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত। কাজেই তুমি যা বলছ তা আমরা বুঝতে পারছি না। আর আমাদের কানে আছে বধিরতা, তুমি যা বলছ তার কিছুই আমরা শুনতে পাচ্ছি না এবং তোমার ও আমাদের মাঝে রয়েছে একটি পর্দা, যা অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করে যাও, আর আমরাও আমাদের কাজ করে যাই। আমরা তোমার কোন কথাই বুঝি না।

তাদের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের ওপর এ আয়াত নাযিল করেন : "আর তুমি যখন কুরআন পাঠ কর, তখন তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের মাঝে একটা প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিই।" ... "তোমার প্রতিপালক এক, এ কথা যখন তুমি কুরআন থেকে আবৃত্তি কর, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তারা সরে পড়ে।" (১৭ : ৪৫-৪৬)। আমি যদি তাদের কথামত সত্যিই তাদের অন্তর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে রাখতাম, তাদের কানে ছিপি এঁটে দিতাম এবং তাদের ও তোমার মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে রাখতাম, তাহলে তারা তোমার প্রতিপালকের একত্ব কিভাবে বুঝত? অর্থাৎ আমি এ কাজ করিনি। আল্লাহ্ বলেন, যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে শোনে তা আমি ভাল জানি এবং

এও জানি, গোপনে আলোচনাকালে যালিমরা বলে, তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছো।" (১৭ : ৪৭)। অর্থাৎ আমি তোমাকে তাদের কাছে যে বাণী দিয়ে পাঠিয়েছি, তা বর্জন করা তাদের পারস্পরিক আলোচনাক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফল। দেখ, তারা তোমার কী উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবে না।" (১৭ : ৪৮)। অর্থাৎ তারা তোমার ভুল উপমা দেয়। ফলে তারা এ কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করতে পারে না এবং এ সম্পর্কে তাদের কোন মন্তব্যই সঠিক নয়। তারা বলে, "আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নুতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব?" (১৭ : ৪৯)

অর্থাৎ তুমি আমাদের একথা জানাতে এসেছ যে, আমরা মরার পর যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হব, তখন আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে; এটা হতেই পারে না। বল, তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা, অথবা এমন কিছু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; তার বলবে, কে আমাদের পুনরুত্থিত করবে ? বল, তিনি-ই, যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।" (১৭ : ৫০-৫১)

অর্থাৎ তিনি তোমাদের যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তা তোমরা জান। সুতরাং তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করা আল্লাহর নিকট তার চেয়ে কঠিন নয়।

ইবন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ নুজায়হ মুজাহিদ থেকে এবং মুজাহিদ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা "অথবা এমন কিছু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন" এ কথা দিয়ে কি বুঝিয়েছেন? তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন : তিনি এ থেকে মৃত্যু বুঝিয়েছেন।

ইসলাম গ্রহণকারী দুর্বল লোকদের ওপর মুশরিকদের নির্যাতন

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসারী হয়েছিলেন, সেই সাহাবীদের ওপর মুশরিকরা নিপীড়ন-নির্যাতন শুরু করল। আর প্রত্যেক গোত্র তার ভেতরকার মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাদের আটকে রেখে প্রহার করে এবং ক্ষুৎ-পিপাসায় জর্জরিত করে কষ্ট দিতে লাগল। আর মক্কার তপ্ত মরুভূমিতে তাদের শুইয়ে রেখে শাস্তি দিতে লাগল। এদের ভেতরে যারা ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তাদের ওপর কঠিন নির্যাতন চালিয়ে তারা তাদের ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিল। আবার তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিলেন, যাঁরা তাদের নির্যাতনের মুকাবিলায় অবিচল ছিলেন; আল্লাহ্ তাঁদেরকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

বিলাল (রা)-এর ওপর নির্যাতন এবং আবূ বাকর (রা) কর্তৃক তাঁর মুক্তি

আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম বিলাল বনূ জুমাহ গোত্রের এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তাদেরই দাসীর গর্ভজাত দাস ছিলেন। তাঁর পিতার নাম রাবাহ এবং তাঁর মাতার নাম ছিল হামামা। বিলাল (রা) ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং পবিত্র মনের অধিকারী। বনূ জুমাহ গোত্রের উমায়্যা ইব্ন ওহব ইবন হুযাফা ইবন জুমাহ দুপুরের তপ্ত রোদে তাঁকে মক্কার মরুভূমিতে টেনে নিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিত। এরপর সে একটি বড় পাথর আনার নির্দেশ

দিত, যা তার বুকের ওপর রাখা হত। তারপর তাঁকে সে বলত, মুহাম্মদকে অস্বীকার করে লাত ও উযযার পূজা কর, নতুবা তোর ওপর মৃত্যু পর্যন্ত এরূপ নির্যাতন চলতে থাকবে। কিন্তু সেই কঠিন অমানুষিক নির্যাতন ভোগরত অবস্থায়ও তিনি বলতে থাকেতেন : আহাদ, আহাদ অর্থাৎ আল্লাহ্ এক।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্ন উরওয়া তাঁর পিতা থেকে শুনে আমাকে বলেছেন যে, বিলাল এভাবে নির্যাতন ভোগ করার সময় ওয়ারাকা ইব্ন নাওফল তাঁর কাছ দিয়ে যেতেন এবং বিলাল (রা)-এর আহাদ, আহাদ শব্দ শুনে বলতেন : আল্লাহ্র কসম, হে বিলাল! তিনিই আহাদ, আহাদ। তারপর তিনি উমায়্যা ইব্ন খালাফ এবং জুমাহ গোত্রের সেই অত্যাচারী লোকদের, যারা তাঁর উপর নির্যাতন চালাত তাদের কাছে গিয়ে বলতেন :

আল্লাহ্র কসম! তোমরা যদি তাঁকে এভাবে হত্যা করে ফেল, তবে আমি তাঁর কবরকে বরকতময় স্থানে পরিণত করব। এভাবে বিলাল (রা)-এর ওপর যখন নির্যাতন চলছিল, তখন একদিন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইব্ন আবূ কুহাফা তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবূ বকরের বাড়ি ছিল জুমাহ গোত্রের পাড়ার মধ্যেই। তিনি উমায়্যা ইব্ন খালাফকে বললেন, এ অসহায় লোকটার ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় কর না ? আর কতদিন এভাবে চলবে? সে বলল : তুমিই তো তাকে নষ্ট করেছ। এখন যে অবস্থায় তাকে দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে তুমিই তাকে উদ্ধার কর। আবূ বকর (রা) বলল : আচ্ছা, আমি তা-ই করব। আমার কাছে তাঁর চাইতে একজন হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী হাবশী দাস আছে, যে তোমারই ধর্মের অনুসারী। বিলালের বদলে আমি তাকে তোমাকে দিয়ে দেব। উমায়্যা বলল : ঠিক আছে। আমি রাযী। আবূ বকর (রা) বললেন : "সে এখন তোমার।" এ বলে আবূ বকর (রা) বিলাল (রা)-এর বদলে সেই গোলাম তাকে দিয়ে দিলেন এবং বিলাল (রা)- কে নিয়ে আযাদ করে দিলেন।

আবূ বাকর (রা) যাদের আযাদ করেন

তিনি মদীনায় হিজরত করার আগে বিলাল (রা) ছাড়া আরো ছয়জন ইসলাম গ্রহণকারী গোলামকে আযাদ করেন। বিলাল (রা) ছিলেন এদের সপ্তম ব্যক্তি। তিনি আমির ইব্ন ফুহায়রা (রা)-কে আযাদ করেন, যিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরে মাউনার যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি উম্মে উবায়স ও যিন্নীরা দাসীদ্বয়কেও আযাদ করেন। যিন্নীরা আযাদ হওয়ার সময় তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ অবস্থা দেখে কুরায়শরা বলল : লাত ও উয্যার অভিশাপেই সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। তখন যিন্নীরা (রা) তাদের এ কথা শুনে বললেন : ওরা মিথ্যে বলেছে। আল্লাহ্র ঘরের কসম! লাত ও উয্যা কোন ক্ষতিও করতে পারে না, আর উপকারও করতে পারে না। আল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। আবূ বকর (রা) নাহদিয়া নাম্নী এক মহিলা ও তার কন্যাকেও আযাদ করেন। তাঁর উভয়ে আবদুদদার গোত্রের এক মহিলার দাসী ছিলেন। ঐ মহিলা তাদের (যাঁতাসহ) আটা পেষণের জন্য পাঠিয়েছিল এবং সে সময় বলছিল : আল্লাহ্র কসম! আমি ওদের কখনও আযাদ করব না। এ সময় আবূ বকর (রা) সে দাসীদ্বয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ মহিলার কথা শুনে তিনি বললেন, হে অমুকের

মা! তুমি তোমার কসম ভেঙে ফেল এবং এর কাফ্ফারা আদায় কর। তখন সে মহিলা বলল : আমি শপথমুক্ত! তুমি-ই তো ওদের নষ্ট করেছ। কাজেই তুমি ওদের আযাদ করে নাও। আবূ বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন : বেশ, তুমি ওদের কত দামে বিক্রি করবে? সে মহিলা দামের একটা পরিমাণ বলল। তখন আবূ বাকর (রা) বললেন : ঠিক আছে, আমি ওদের কিনে নিলাম এবং ওরা এখন থেকেই আযাদ। তোমরা মহিলার যাঁতাকল ফিরিয়ে দাও। তাঁরা বললেন : হে আবূ বকর! এখন-ই ফিরিয়ে দেব, না কাজটি শেষ করে তা তাকে ফিরিয়ে দেব? আবূ বকর (রা) বললেন : সেটা তোমাদের ইচ্ছা।

একদা মুয়াম্মাল গোত্রের এক দাসীর কাছ দিয়ে আবূ বকর (রা) যাচ্ছিলেন। এটি কা'ব গোত্রের একটি শাখা। এ দাসীটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। উমর ইব্ন খাত্তাব ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য তার ওপর নির্যাতন করছিলেন। এ সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। তিনি তাকে পেটাচ্ছিলেন। যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন বললেন : আমি তোর কাছে ওযর পেশ করছি। ক্লান্ত হওয়া ছাড়া আর কোন কারণে আমি তোকে পেটানো বন্ধ করিনি। দাসীটি বললো : আল্লাহ্-ই তোমাকে এরূপ ক্লান্ত করেছেন। পরে আবূ বকর (রা) দাসীটিকে কিনে আযাদ করে দিলেন।

আবূ কুহাফা কর্তৃক আবূ বকর (রা)-কে ভৎর্সনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আতীক আমাকে আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র তার পরিবারের কোন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আবূ কুহাফা আবূ বকর (রা)-কে বললেন : হে আমার পুত্র! আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি কেবল দুর্বল দাসদের আযাদ করছ। তুমি যদি শক্তিশালী লোকদের আযাদ কর, তা হলে প্রয়োজনে তারা তোমাকে রক্ষা করবে এবং তোমার ওপর থেকে শত্রুর হামলা প্রতিহত করবে। আবূ বকর (রা) বললেন, আব্বা! আমি যা করতে চাই তা কেবল আল্লাহ্র জন্যই করতে চাই। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর ব্যাপারে এবং তাঁর পিতার সংগে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে সূরা লায়লের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

"যে দান করল, মুত্তাকী হল এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করল, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।... থেকে সূরার শেষাংশ : " তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়, সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।" (৯২ : ৫-২১)

ইয়াসির পরিবারের উপর নির্যাতন

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াসির পরিবার ছিল পুরোপুরি মুসলিম পরিবার। মাখযূম গোত্র আম্মার, তার পিতা ইয়াসির ও মাতাকে প্রচণ্ড গরম দুপুরে মক্কার তপ্ত মরুভূমিতে নিয়ে শাস্তি দিত। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন : "হে ইয়াসির পরিবার! তোমরা সবর কর। তোমাদের জন্য রয়েছে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি।" আম্মার (রা)-এর

মাতাকে তারা মেরে ফেলে; আর তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলাম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন।

কুরায়শ বংশীয় লোকদের মধ্যে পাপিষ্ঠ আবূ জাহ্ল ছিল ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর চাপ সৃষ্টি ও বল প্রয়োগকারীদের অন্যতম। সে যখনই শুনত, কোন সম্ভ্রান্ত ও জনবলসম্পন্ন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করত এবং বলত : তুই তোর বাবার ধর্ম ত্যাগ করেছিস। তোর চেয়ে তোর বাবা উত্তম ছিল। তোর বিবেক-বুদ্ধি যে কত কম এবং তোর ধারণা যে কত ভ্রান্ত, তা লোকদের জানিয়ে দেব। তোর মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করব। আর যদি সে ব্যবসায়ী হত, তবে তাকে বলত : আল্লাহ্র কসম! তোর ব্যবসা লাটে তুলব এবং তোর ধনসম্পদ ধ্বংস করব। আর দুর্বল হলে তাকে মারপিট করে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করত।

মুসলমানদের ওপর কঠোর ফিতনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাকীম ইব্ন জুবায়র সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : মুশরিকরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের ওপর কঠোর নির্যাতন চালাত যে, তারা ধর্ম ত্যাগ করলে, সে জন্য তাদের দোষারোপমুক্ত করা যেত না? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আল্লাহ্র কসম! তারা তাদের কাউকে মারধর করত, কাউকে ক্ষুধা ও পিপাসায় কষ্ট দিত, যুলুমের তীব্রতায় সে ব্যক্তি এত দুর্বল হয়ে পড়ত যে, সে সোজা হয়ে বসতেই পারত না। যতক্ষণ না সে নির্যাতনকারীদের নির্দেশ পালন করত, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তার ওপর নির্যাতন অব্যাহত রাখত। এক পর্যায়ে মুশরিকরা তাকে বলত : আল্লাহ্ নয়, বরং লাত ও উয্যাই তোর ইলাহ নয় কি? তখন সে বলে ফেলত : হ্যাঁ। এমনকি একটা গুবরে পোকা তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেটিকে দেখিয়ে বলা হত, আল্লাহ্ নয়, এ পোকাটাই তোর ইলাহ্ নয় কি? তখন সে তাদের সীমাহীন নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন বলে ফেলত : হ্যাঁ।

ওয়ালীদকে কুরায়শের কাছে সমর্পণে অস্বীকৃতি

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুবায়র ইব্ন উক্কাশা ইব্ন আবূ আহমদ আমাকে বলেছেন যে, তিনি জানতে পেরেছেন : বনূ মাখযূমের কিছু লোক হিশাম ইব্ন ওয়ালীদের কাছে গেল। এ সময় তার ভাই ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা হিশামের কাছে এ সংকল্প নিয়ে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যেকার যে সকল যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের পাকড়াও করবে। ইসলাম কবূলকারীদের মধ্যে সালামা ইব্ন হিশাম ও আয়্যাশ ইব্ন আবূ রবীআও ছিলেন। যেহেতু তারা গোত্রের পক্ষ থেকে বিপদের আশংকা করছিল, তাই হিশামকে বলল, এ নুতন উদ্ভাবিত ধর্ম গ্রহণকারী যুবকদের আমরা একটু ভর্ৎসনা করতে চাই, যাতে অন্যরা এ কাজ না করে। হিশাম বলল, ঠিক আছে, তোমরা তাকে (ওয়ালীদকে) ভর্ৎসনা কর, তবে তার জীবন নাশের ব্যাপারে সাবধান। এ সময় সে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করল :

"খবরদার, আমার ভাই উবায়শ যেন কোনক্রমেই নিহত না হয়। অন্যথায় আমাদের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি হয়ে যাবে।"

হিশাম আরো বলল : তার জীবন নাশ সম্পর্কে সাবধান হয়ে যাও। কেননা, আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলেছি, তাকে যদি তোমরা হত্যা কর, তবে আমি তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করব। এ কথা শুনে আগন্তুক মাখযূমীরা বলল, তার ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হোক। এ খাবীসের মুকাবিলা করার ক্ষমতা তার আছে। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তার ভাই আমাদের হাতে নিহত হয়, তবে অবশ্যই হিশাম আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিতে হত্যা করবে। রাবী বলেন, এ কথা বলে তার ভাই ওয়লিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে ছেড়ে যায় এবং এ সংকল্প বর্জন করে। বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে আল্লাহ্ তার মাধ্যমে ঐ মুসলিম তরুণদের রক্ষা করেন।

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন দেখলেন যে, তাঁর সংগীরা ক্রমাগতভাবে বিপদ-আপদের সম্মুখীন হচ্ছে, আর তিনি নিজে আল্লাহ্‌র রহমতে এবং স্বীয় চাচা আবূ তালিবের কারণে নিরাপদে রয়েছেন, অথচ তিনি তাদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারছেন না, তখন তিনি তাদের বললেন, যদি তোমরা আবিসিনিয়ায় চলে যাও, তবে তোমাদের জন্য ভাল। কারণ সেখানে এমন একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আছেন, যার রাজত্বে কেউ যুলুমের শিকার হয় না। সে দেশটা সত্য (ও ন্যায়ের) দেশ। আল্লাহ্ যতদিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এ যুলুম থেকে বাঁচার পরিবেশ না করে দেন, ততদিন পর্যন্ত তোমরা সেখানে থাকতে পার। এ পরামর্শ অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ, চাপের মুখে ধর্মত্যাগী হওয়ার আশংকায় এবং নিজ নিজ দীন ও ঈমান নিয়ে আল্লাহ্‌র নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার বাসনায় আবিসিনিয়া অভিমুখে রওয়ান হলেন। এটি ছিল ইসলামের প্রথম হিজরত।

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতকারিগণ

বনূ উমায়্যা ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র গোত্রের প্রথম হিজরতকারী ছিলেন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান ইব্‌ন আবুল 'আস ইব্‌ন উমায়্যা। আর তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা রুকায়্যা।

বনূ আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ গোত্রের প্রথম হিজরতকারী ছিলেন আবূ হুয়ায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন আব্‌দ শামস এবং তাঁর স্ত্রী সাহলা বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন আমর। ইনি ছিলেন বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ গোত্রের লোক। আবিসিনিয়ায় মুহাম্মদ নামে আবূ হুয়ায়ফার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই গোত্রের প্রথম হিজরতকারী ছিলেন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ।

বনূ আবদুদদার ইব্‌ন কুসাই গোত্রের প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি ছিলেন মুস'আব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার।

বনূ যুহরা ইব্‌ন কিলাব গোত্র থেকে প্রথম হিজরতকারী ছিলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আবদ আওফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহরা।

বনূ মাখযূম ইয়াকযা ইব্‌ন মুর্‌রা গোত্র থেকে প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি ছিলেন আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম এবং তার সাথে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা বিন্‌ত আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম।

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব গোত্র থেকে প্রথম হিজরতকারী ছিলেন উসমান ইব্‌ন মাযউন ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ।

বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব গোত্র থেকে আমির ইবন রবীআ ইব্‌ন ওয়ায়ল। ইনি খাত্তাব পরিবারের মিত্র আনাস ইবন ওয়ায়ল ছিলেন। তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী লায়লা বিন্‌ত আবূ হাসামা ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন গানিম ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উয়ায়জ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব।

বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ থেকে ছিলেন আবূ সাবরা ইব্‌ন আবূ রুহম ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আবূ কায়স ইব্‌ন আব্‌দ ওয়াদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসাল ইব্‌ন আমির। কারো কারো মতে, আবূ সাবরা নয়, বরং আবূ হাতিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসাল ইব্‌ন আমির। কথিত আছে যে, ইনিই সর্বপ্রথম আবিসিনিয়ায় পৌঁছেন।

বনূ হারিস ইব্‌নে ফিহর থেকে প্রথম হিজরতকারী ছিলেন সুহায়ল ইব্‌ন বায়যা, ওরফে সুহায়ল ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন যাব্বা ইব্‌নুল হারিস। আমার জানামতে, এ দশজনই ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী প্রথম মুসলিম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ দলটির নেতৃত্বে ছিলেন উসমান ইব্‌ন মাযউন। কতিপয় আলিম আমাকে এ কথা জানিয়েছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর হিজরত করেন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। আর মুসলমানগণ একের পর এক আবিসিনিয়ায় হিজরত করে যেতে থাকেন; এমনকি তারা সকলে সেখানে সমবেত হন এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। তাদের কারো সংগে তার পরিবার-পরিজন ছিল, আর কেউ একা ছিলেন।

বনূ হাশিম থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ হাশিম ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইবন কিলাব ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর থেকে হিজরত করেন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম এবং তাঁর সংগে ছিলেন-তার স্ত্রী আসমা বিন্‌ত উমায়স ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কুহাফা ইব্‌ন খাসআম। আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে জা'ফরের একটি পুত্র সন্তান-আবদুল্লাহ্‌র ইব্‌ন জা'ফর জন্ম গ্রহণ করেন।

বনূ উমায়্যা থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ উমায়্যা ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ থেকে হিজরত করেন উসমান ইব্‌ন আফফান ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আব্‌দ শামস। তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী রুকায়্যা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস ইব্‌ন উমায়্যা। তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ফতিমা বিন্‌ত সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন মিহরাস ইব্‌ন শিক্ক ইব্‌ন রাকাবা ইব্‌ন মুখাদ্দাজ কিনানী। তাঁর ভাই খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস ইব্‌ন উমায়্যা তাঁর সংগে তাঁর স্ত্রী উমায়না বিন্‌ত খালফ ইব্‌ন আসআদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বিয়াযা ইব্‌ন সুবায়' ইব্‌ন জা'সামা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুলায়হ্ ইব্‌ন আমর। ইনি খুযাআ গোত্রের মেয়ে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কারো কারো মতে, তাঁর নাম উমায়না নয়, বরং হুমায়না বিন্‌ত খালফ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে সাঈদ ইব্‌ন খালিদ এবং আমাত বিন্‌ত খালিদ নামে তাঁর দুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামের সংগে আমাতের বিয়ে হয় এবং তাঁর গর্ভে আমর ইব্‌ন যুবায়র ও খালিদ ইব্‌ন যুবায়র নামে দুটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

বনূ আসাদের হিজরতকারিগণ

বনূ আসাদ আর তাদের মিত্র বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা থেকে যারা হিজরত করেন, তাঁরা হলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ ইব্‌ন রিআব ইব্‌ন ইয়ামার ইব্‌ন সাবরা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন দাওদান ইব্‌ন আসাদ। তার ভাই উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ, তার সংগে ছিলেন তার স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হারব ইব্‌ন উমায়্যা। কায়স ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, ইনি বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মার লোক ছিলেন। তার সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী বারাকা বিন্‌ত ইয়াসার, ইনি আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব ইব্‌ন উমায়্যার মুক্ত দাসী এবং মুয়ায়কীব ইব্‌ন আবূ ফাতিমা। এরা সাতজন ছিলেন সাঈদ ইব্‌ন আস-এর পরিবারভুক্ত। ইব্‌ন হিশামের মতে, মুয়ায়কীব ছিলেন দাওসের অন্তর্ভুক্ত।

বনূ আবদ শামসের হিজরতকারিগণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ থেকে হিজরত করেন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন আব্‌দ শামস, আবূ মূসা আশআরী, তাঁর নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স। ইনি উতবা ইব্‌ন রবীআ পরিবারের মিত্র। এ গোত্র থেকে এঁরা দু'জন পুরুষ হিজরত করেন।

বনূ নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ নাওফাল ইব্‌ন আবদে মানাফ থেকে হিজরত করেন উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন নুসায়ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা ইব্‌ন খাসফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়লান। ইনি তাদের মিত্র। ইনিই এ গোত্র থেকে হিজরতকারী একমাত্র পুরুষ ছিলেন।

বনূ আসাদ থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উযযা ইব্‌ন কুসাই থেকে হিজরত করেন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ, আসওয়াদ ইব্‌ন নাওফাল খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ, ইয়াযীদ ইব্‌ন যামআ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ এবং উমর ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ-এই চারজন।

বনূ আব্‌দ ইব্‌ন কুসাই-এর হিজরতকারিগণ

বনূ আবদ ইব্‌ন কুসাই থেকে হিজরত করেন তুলায়ব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন আবূ কাবীর ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন কুসাই। এ গোত্র থেকে মাত্র ইনিই হিজরত করেন।

বনূ আবদুদদার ইব্‌ন কুসাই-এর হিজরতকারিগণ

বনূ আবদুদদার ইব্‌ন কুসাই থেকে হিজরত করেন পাঁচজন, তথা : মুসআব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদদার, সুয়ায়বিত ইব্‌ন হারমালা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন উমায়লা ইব্‌ন সিবাক ইব্‌ন আবদুদদার, জুহাম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আবদ শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্‌দার, সেই সংগে তাঁর স্ত্রী উম্মে হারমালা বিন্‌ত আবদুল আসওয়াদ ইব্‌ন জুযায়মা ইব্‌ন আকয়াশ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বিয়াযা ইব্‌ন সুবায় ইব্‌ন জা'সামা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুলায়হ ইব্‌ন আমর। ইনি বনূ খুযাআর মেয়ে। আর তাঁর দুই পুত্র-আমর ইব্‌ন জুহাম ও খুযায়মা ইব্‌ন জুহাম। আর আবুর রুম ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবুদদ্দার ও ফিরাস ইব্‌ন নাযার ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালাদা ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদদার, মোট পাঁচ ব্যক্তি।

বনূ যুহরা থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ যুহরা ইব্‌ন কিলাব থেকে হিজরত করেন নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ : আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আব্‌দ আওফ ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন যুহরা, আমির ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, আবূ ওয়াক্কাস, মালিক ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন যুহরা, মুত্তালিব ইব্‌ন আযহার ইব্‌ন আব্‌দ আওফ ইব্‌ন আবদ হারিস ইব্‌ন যুহরা, তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী রামলা বিনত আবূ আওফ ইব্‌ন যুবায়রা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সা'দ ইবন সাহম। আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে মুত্তালিবের একটি পুত্র সন্তান আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুত্তালিব জন্মগ্রহণ করে।

বনূ হুযায়লের হিজরতকারিগণ

এ গোত্র ও এর মিত্রদের মধ্য থেকে হিজরত করেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন শামাখ ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন সাহিলা ইব্‌ন কাহিল ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হুযায়ল এবং তাঁর ভাই উতবা ইব্‌ন মাসউদ।

বাহরা গোত্র থেকে হিজরতকারিগণ

বাহরা গোত্র থেকে হিজরত করেন মিকদাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সালামা মালিক ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন সুমামা ইব্‌ন মাতরূদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন সা'লাবা

ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন শিররীদ ইব্‌ন আবূ আহওয়ায্‌ ইব্‌ন আবূ ফাইশ ইব্‌ন দুরায়ম ইব্‌ন কায়ন ইব্‌ন আহওয়াদ ইব্‌ন বাহরা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযাআ।

ইব্‌ন হিশামের মতে, হাযাল ইব্‌ন ফাস ইব্‌ন যির ও দুহায়র ইব্‌ন সাওর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ ব্যক্তিকে কেউ কেউ মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াগূস ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন যুহরা বলত। কারণ আসওয়াদ তাকে জাহিলিয়াত যুগে পালক পুত্র ও মিত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এ গোত্রের মোট ছয় ব্যক্তি হিজরত করেন।

বনূ তায়ম থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ তায়ম ইব্‌ন মুর্‌রা থেকে হিজরত করেন দু'জন : হারিস ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম। তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী রাবতা বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন জাবালা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম। আবিসিনিয়ায় থাকাকালে তাঁর মূসা, আয়েশা, যয়নব ও ফাতিমা নামে চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অপরজন হলেন আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম।

বনূ মাখযূম থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা ইব্‌ন মুর্‌রা থেকে হিজরত করেন আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম এবং তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা বিন্‌ত আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম। আবিসিনিয়ায় থাকাকালে যয়নব নামে তাঁর একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। আবূ সালামার নাম আবদুল্লাহ্‌ এবং উম্মে সালামার নাম ছিল হিন্দা। অপর হিজরতকারী হলেন শাম্মাস ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন শিররীদ ইব্‌ন সুয়ায়দ ইব্‌ন হারমী ইব্‌ন মাখযূম।

শাম্মাসের ঘটনা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : শাম্মসের মূল নাম উসমান। তাঁর নাম শাম্মাস রাখার কারণ এই যে, জাহিলী যুগে শাম্মাসা[১] দলের জনৈক সুদর্শন ব্যক্তি মক্কায় এসেছিল। মক্কাবাসী তার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে যায়। এ সময় শাম্মাসের মামা উতবা ইব্‌ন রবীআ বলে : আমি তোমাদের কাছে এর চেয়েও সুন্দর একজন শাম্মাস নিয়ে আসছি। এই বলে সে তার ভাগিনা উসমান ইব্‌ন উসমানকে নিয়ে আসে। ইব্‌ন শিহাব ও অন্যান্যের মতে, এরপর থেকে তার নাম শাম্মাস হিসাবে মশহূর হয়ে যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ মাখযূমের অন্যান্য হিজরতকারিগণ হলেন-হুবার (হাব্বার) ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সুফিয়ান, হিশাম ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন

১. শাম্মাস এক ধরনের খ্রিস্টান ধর্মযাজককে বলা হত, যে প্রখর রোদের মধ্যে বসে সাধনা করত।

মাখযূম, সালামা ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম এবং আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবীআ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম।

বনূ মাখযূমের মিত্রদের মধ্য থেকে যারা হিজরত করেন

তাদের মিত্রদের মধ্য থেকে খুযাআ বংশোদ্ভূত মুআত্তিব ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন ফযল ইব্‌ন আফীফ ইব্‌ন কুলায়ব ইব্‌ন হাবশিয়া ইব্‌ন সালূল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর। ইনি আয়হামা নামেও পরিচিত। এভাবে বনূ মাখযূম ও এর মিত্রদের থেকে মোট আটজন হিজরত করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাবশিয়া ইব্‌ন সালূল মুয়াত্তব ইব্‌ন হামরা নামেও পরিচিত।

জুমাহ গোত্রের হিজরতকারিগণ

বনূ জুমাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব থেকে হিজরত করেন- উসমান ইব্‌ন মাযঊন ইব্‌ন হাবীব ইবন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ, তাঁর পুত্র সাইব ইব্‌ন উসমান, তাঁর দুই ভাই কুদামা ইব্‌ন মাযঊন ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাযঊন, হাতিব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ, তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত মুজাল্লাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কায়স আব্‌দ ওয়াদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসাল ইব্‌ন আমির, তাঁর দুই পুত্র মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিব ও হারিস ইব্‌ন হাতিব, এঁরা দু'জন ফাতিমা বিন্‌ত মুজাল্লালের গর্ভজাত, তাঁর ভাই হুতাব ইব্‌ন হারিস, তাঁর সংগে তাঁর স্ত্রী ফুকায়হা বিন্‌ত ইয়াসার, সুফিয়ান ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন হযাফা ইব্‌ন জুমাহ, তাঁর সংগে তাঁর দুই পুত্র জাবির ইব্‌ন সুফিয়ান ও জুনাদা ইব্‌ন সুফিয়ান আর সুফিয়ানের স্ত্রী হাসানা। ইনি হলেন জাবির ও জুনাদার মাতা। আর জাবির ও জুনাদার বৈপিত্রেয় ভাই শুরাহবীল ইব্‌ন হাসানা। তিনি গাওস গোত্রের লোক ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : শুরাহবীল হলেন তামীম ইব্‌ন মুররার ভাই গাওস ইব্‌ন মুররার বংশোদ্ভূত আবদুল্লাহ্‌র ছেলে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ ছাড়াও হিজরত করেন উসমান ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন উহবান ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ। সর্বমোট এগারজন বনূ জুমাহ থেকে হিজরত করেন।

বনূ সাহম থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব থেকে হিজরত করেন খুনায়স ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহল এবং হিশাম ইব্‌ন আস ইব্‌ন আস ইব্‌ন ওয়ায়ল ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম। ইব্‌ন হিশামের মতে, আস ইব্‌ন ওয়ায়ল ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ গোত্র থেকে আরো হিজরত করেন কায়স ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম, আবূ কায়স ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম,

হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম, মা'মার ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম, বিশর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম, তামীম গোত্রের তাঁর এক বৈপিত্রেয় ভাই সাঈদ ইব্‌ন আমর, সাঈদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম, সাইব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইবন সাহম, উমায়র ইব্‌ন রিআব ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন মুহাশশাম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম এবং যুবায়দ গোত্রের তাদের মিত্র মাহমিয়া ইব্‌ন জাযা। বনূ সাহ্‌ম এবং তার মিত্র বনূ যায়দ থেকে সর্বমোট চৌদ্দজন হিজরত করেন।

বনূ আদী থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব থেকে হিজরত করেন মা'মার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নাযলা ইব্‌ন আবদুল উযযা ইব্‌ন হারসান ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উয়ায়জ ইব্‌ন আদী, উরওয়া ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন হারসান ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উয়ায়জ ইব্‌ন আদী, আদী ইব্‌ন নায্‌লা ইব্‌ন আবদুল উযযা ইব্‌ন হারসান ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উয়ায়জ ইব্‌ন আদী, তাঁর পুত্র নু'মান ইব্‌ন আদী, আমির ইব্‌ন রবীআ, যিনি আনয্ ইব্‌ন ওয়ায়লের বংশোদ্ভূত এবং খাত্তাব পরিবারের মিত্র, তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী লায়লা বিন্‌ত আবূ হাসমা ইব্‌ন গানিম। এরা মোট পাঁচজন ছিলেন।

বনূ আমির থেকে যাঁরা হিজরত করেন

বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ থেকে আবূ সাবরা ইব্‌ন আবূ রুহম ইব্‌ন আদুল উয্‌যা ইব্‌ন আবূ কায়স ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসাল ইব্‌ন আমির, তাঁর সংগে তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসাল ইব্‌ন আমির, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাখরামা ইব্‌ন আবদুল উযযা ইব্‌ন আবূ কায়স ইব্‌ন উদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসাল ইব্‌ন আমির, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসাল ইব্‌ন আমির, সালীত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন শাম্‌স্ ইব্‌ন আবদ উদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসাল ইব্‌ন আমির, তাঁর ভাই সাকরান ইব্‌ন আমর, তাঁর সংগে তাঁর স্ত্রী সওদা বিন্‌ত যামআ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসাল ইব্‌ন আমির, মালিক ইব্‌ন যামআ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আবদ শামস ইব্‌ন আবদ উদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসাল ইব্‌ন আমির । তাঁর সংগে তাঁর স্ত্রী 'আমরা বিন্‌ত সা'দী ইব্‌ন ওয়াকদান ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসাল ইব্‌ন আমির এবং তাঁদের মিত্র সা'দ ইব্‌ন খাওলা। এঁরা মোট আটজন। ইব্‌ন হিশামের মতে : সা'দ ইব্‌ন খাওলা ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন।

বনূ হারিস থেকে যাঁরা হিজরত করেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহর থেকে ছিলেন আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ। তাঁর আসল নাম আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল জাররাহ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উহায়ব

ইব্ন যাব্বা ইব্নুল হারিস ইব্ন ফিহ্র, সুহায়ল ইব্ন বায়যা, তথা সুহায়ল ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন রবীআ ইব্ন হিলাল ইবন উয়ায়ব ইব্ন যাববা ইব্ন হারিস। যেহেতু তাঁর মায়ের নাম তাঁর বংশ পরিচয়ে প্রাধান্য লাভ করে, তাই তাঁকে সুহায়ল ইব্ন বায়যা বলা হয়। তাঁর মায়ের ডাকনাম বায়যা এবং আসল নাম দা'দ বিন্ত জাহদাম ইব্ন উমায়্যা ইব্ন যারব ইব্ন হারিস ইব্ন ফিহ্র, আমর ইব্ন আবূ সারাহ ইব্ন রবীআ ইব্ন হিলাল ইব্ন উহায়ব ইব্ন যাব্বা ইব্ন হারিস, ইয়ায ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ শাদ্দাদ ইব্ন রবীআ ইব্ন হিলাল ইব্ন উহায়ব ইব্ন যাব্বা ইব্ন হারিস; হায়য ইবন্ যুহায়র ইবন্ আবু শাদ্দাদ ইবন রাবীয়া ইবনে হিলাল ইবন উহায়ের ইবন যাব্বা ইবনুল হারিস। অন্য মতে রবীআ ইব্ন হিলাল ইব্ন মালিক ইব্ন যাব্বা, আমর ইব্ন হারিস ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ শাদ্দাদ ইব্ন রবীআ ইব্ন মালিক ইব্ন যাব্বা ইব্ন হারিস, উসমান ইব্ন আব্দ গানাম ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ শাদ্দাদ ইব্ন রবীআ ইব্ন হিলাল ইব্ন মালিক ইব্ন যাব্বা ইব্নুল হারিস, সা'দ ইব্ন আব্দ কায়স ইব্ন লাকীত ইব্ন আমির ইব্ন উমায়্যা ইব্ন যারব ইব্ন হারিস এবং হারিস ইব্ন আব্দ কায়স ইব্ন লাকীত ইব্ন আমির ইব্ন উমায়্যা ইব্ন যারব ইব্ন হারিস ইব্ন ফিহ্র। এঁরা মোট আটজন।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের সংখ্যা

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের সর্বমোট সংখ্যা হলো তিরাশিজন। এতে তাঁদের সংগে গমনকারী এবং আবিসিনিয়ায় জন্মগ্রহণকারী শিশুদের গণ্য করা হয়নি। অবশ্য আম্মার ইব্ন ইয়াসিরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ আছে যে, তিনি হিজরত করেছিলেন কিনা।

আবিসিনিয়ার হিজরত প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিসের কবিতা

মুসলমান হিজরতকারিগণ যখন আবিসিনিয়ায় নিরাপত্তা লাভ করেন, নাজাশীর প্রতিবেশী হওয়ায় তাঁর প্রশংসামুখর হন, নির্ভয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করার সুযোগ লাভ করেন এবং সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর নাজাশী তাদের সংগে অতিশয় সৌজন্যমূলক আচরণ করেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম একটি কবিতা রচনা করেন। এটা ছিল আবিসিনিয়ায় রচিত।

"হে আরোহী! আল্লাহ্র কথা ও তাঁর দীনের কথা প্রচলিত হোক এটা যারা আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দাও।

"আল্লাহ্র প্রতিটি বান্দাকে আমার বাণী পৌঁছে দাও, যে মক্কার সমভূমিতে অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও অবদমিত।

"আমরা আল্লাহ্র যমীন এত প্রশস্ত পেয়েছি যে, তা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমান থেকে নিষ্কৃতি দেয়।

"অতএব, তোমরা অবমাননাকর জীবন, লাঞ্ছনাকর মৃত্যু ও নিরাপত্তাহীন অবস্থানকে মেনে নিও না। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ করেছি, আর মক্কাবাসীরা নবীর কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং হক আদায়ের ব্যাপারে খিয়ানত করেছে।

"অতএব, হে আল্লাহ্! যে জাতি তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের ওপর তোমার আযাব নাযিল কর। আর আমি তোমার পানাহ চাই, যাতে তারা আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করে আমাকে বিপথগামী করতে না পারে।"

কুরায়শরা যেভাবে মুসলামানদের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল তার উল্লেখ ও স্বজাতির কতিপয় ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস আরো একটি কবিতা রচনা করেন :

"আমি তোমার কাছে মিথ্যা বলব না, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আমার হৃদয় ও আংগুল অস্বীকার করছে। আর এমন লোকদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ কিভাবে হতে পারে, যারা তোমাদের সত্যের ওপর থাকতে এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত না করতে শিক্ষা দিয়েছে? তাদের (মুসলমানদের) পবিত্র স্বদেশ থেকে জিনের পূজারীরা বিতাড়িত করেছে। ফলে তারা কঠিন বিপদাপদে নিপতিত হয়েছে। আদী ইব্ন সা'দ গোত্রে যদি তাকওয়া ও সম্প্রীতির আমানত থাকত, তাহলে আমি প্রত্যাশা করতাম যে, এ গুণ তোমাদের মাঝেও পাওয়া যাবে। আর সেই সত্তার শোকর আদায় করতাম, যাঁর থেকে কিছুর বিনিময়ে কিছুই চাওয়া যায় না।

"ভ্রষ্টা নারীদের সন্তানের পরিবর্তে আমাকে এমন কিছু সংখ্যক নওজোয়ান দেয়া হয়েছে—যারা দানশীল এবং অসহায় বিধবাদের আশ্রয়স্থল।"

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস অন্য একটি কবিতায় বলেন :

"কুরায়শের অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহ্র হক অস্বীকার করছে, যেমন আদ, মাদয়ান ও হিজরের অধিবাসীরা অস্বীকার করেছিল। যদি আমি (আল্লাহ্কে) ভয় না করি, তাহলে, প্রশস্ত যমীনে কিংবা সাগরে আমার স্থান হবে না। তবে সে যমীনে আমার স্থান হবে, যেখানে আল্লাহ্র বান্দা মুহাম্মদ (সা) রয়েছেন। আর বক্তব্য পেশের সুযোগ যখন এসেছে, তখন আমার মনে যা কিছু আছে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিচ্ছি।"

বস্তুত আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস (রা) তাঁর ঐ কবিতার কারণে, (যাতে তিনি 'আব্রিক' শব্দ ব্যবহার করেছেন,) তাঁর নাম 'মুবরিক' হিসাবে মশহূর হয়ে যায়।

উমায়্যা ইব্ন খালাফ ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমাহ্কে ভর্ৎসনা করে উসমান ইব্ন মাযঊন নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন। তিনি ছিলেন উমায়্যার চাচাতো ভাই এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি তার হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। জাহিলী যুগে উমায়্যা তার গোত্রে খুবই গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিল :

"হে তায়ম ইব্ন আমর ! ঐ ব্যক্তির জন্য তাজ্জব! যে আমার সংগে শত্রুতা পোষণ করে, অথচ তার ও আমার মাঝে রয়েছে লবণাক্ত ও মিষ্টি দু'সাগরের ব্যবধান (অর্থাৎ দুস্তর ব্যবধান)।

"তুমি কি নিরাপদে থাকার জন্য আমাকে মক্কা উপত্যকা থেকে বের করে দিলে, আর আমাকে আবিসিনিয়ায় নির্বাসিত করলে, যাকে তুমি নিজে অপসন্দ কর?

"তুমি এমন সব তীর দুরস্ত কর, যেগুলো ঠিক করা তোমার অনুকূলে নয়। আর তুমি সে তীরগুলো কেটে ফেল, যেগুলো ঠিক করা তোমার জন্য খুবই উপকারী।

"তুমি শরীফ ও মর্যাদাবান লোকদের সংগে যুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছ, আর তুমি তাদের ধ্বংস করেছ, যাদের তুমি আশ্রয় নিতে।

"যখন তোমার উপর কোন বিপদ আপতিত হবে এবং অসৎ প্রকৃতির দুর্বল লোকেরা তোমাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে যে, তুমি কি করছিলে।"

এ কবিতায় উসমান যাকে তায়ম ইব্‌ন আমর বলে সম্বোধন করেছেন, সে জুমাহ গোত্রের। তার নাম ছিল তায়ম।

হিজরতকারীদের ফিরিয়ে আনতে কুরায়শ কর্তৃক আবিসিনিয়ায় দূত প্রেরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা যখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীরা আবিসিনিয়ায় গিয়ে শান্তিতে বসবাস করছে এবং তারা সেখানে নিরাপদ আবাসস্থল ও আশ্রয়স্থল পেয়ে গেছে, তখন তারা পরামর্শক্রমে স্থির করল যে, তারা কুরায়শের দু'জন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নাজাশীর কাছে পাঠাবে, যাতে তিনি তাদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠান। এভাবে আবার তাদের ধর্মের ব্যাপারে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করবে এবং যে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ আবাস তারা পেয়েছে, তা থেকে তাদের বের করে নিয়ে আসবে। এ উদ্দেশ্যে তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রবীআ ও আমর ইব্‌ন আস ইব্‌ন ওয়ায়লকে পাঠাল। তারা নাজাশী ও তাঁর উযীরদের (সেনাপতিদের) উপঢৌকন স্বরূপ দেয়ার জন্য এ দু'জনের কাছে প্রচুর সম্পদ জমা করল। তারপর তারা এ দু'ব্যক্তিকে মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্য নাজাশীর কাছে পাঠাল।

নাজাশীর উদ্দেশ্যে আবূ তালিবের কবিতা

আবূ তালিব যখন কুরায়শদের এ সিদ্ধান্ত ও উপঢৌকন সম্পর্কে চিন্তা করলেন, যা তারা এ দুই ব্যক্তিকে দিয়ে নাজাশীর কাছে পাঠিয়েছিল, তখন তিনি নাজাশীকে প্রতিবেশী (মুসলমান)-দের সাথে ভাল আচরণ করার ও বিপদে তাদের রক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তাঁর উদ্দেশে এ কবিতা রচনা করেন :

"হায়! যদি আমি জানতে পারতাম সুদূর প্রবাসে জা'ফর কেমন আছে, আর আমরই বা কেমন আছে, আর নিকট-আত্মীয়রাই চরম শত্রু হয়ে থাকে। নাজাশীর সদ্ব্যবহার কি জা'ফর ও তার সংগীরা পেয়েছে? না কোন ফিতনা সৃষ্টিকারী লোক এতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে? আপনি জেনে রাখুন যে, আপনি অতীব মহৎ ও মহানুভব। কাজেই আপনার কাছে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি বঞ্চিত হয় না। আল্লাহ্ আপনাকে বদনাম থেকে হিফাযত করুন। আপনি জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ আপনাকে অনেক সম্মান দান করেছেন এবং আপনাকে তিনি কল্যাণ ও মঙ্গলের সকল উপায়-উপকরণ দিয়েছেন।

"আর আপনি জেনে রাখুন যে, আপনি এমন কল্যাণস্রোতের উৎস, যা থেকে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হয়।"

নাজাশীর কাছে কুরায়শদের প্রেরিত দূতদ্বয় সম্পর্কে উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম যুহরী আমাকে বলেছেন যে, তিনি আবূ বাকর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম মাখযূমী থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

সহধর্মিণী উম্মে সালামা বিন্‌ত আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগীরা থেকে এ ঘটনার বিবরণ শুনেছেন। উম্মে সালামা বলেন, আমরা যখন আবিসিনিয়ায় পৌঁছলাম, তখন নাজাশী আমাদের সংগে সর্বোত্তম প্রতিবেশীর মত ব্যবহার করলেন। আমরা নিরাপদে ধর্ম পালন করতে লাগলাম। আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে লাগলাম এমন নিরুপদ্রব পরিবেশে যে, কেউ আমাদের কোন কষ্ট দিত না এবং অপ্রিয় কথাও শুনতাম না। কুরায়শরা এ খবর জানতে পেরে পরামর্শ করে স্থির করল যে, আমাদের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য নাজাশীর কাছে দু'জন বিচক্ষণ ব্যক্তি পাঠাবে। তারা মক্কার কিছু দুর্লভ বিলাস সামগ্রী নাজাশীর জন্য উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাবে বলেও সিদ্ধান্ত নিল। নাজাশীর কাছে মক্কার চামড়াই ছিল সবচেয়ে পসন্দনীয় জিনিস। তাই তারা তাঁর জন্য প্রচুর পরিমাণে চামড়া সংগ্রহ করল। এমনকি নাজাশীর সেনাপতিদের জন্য উপঢৌকন পাঠাতেও কার্পণ্য করল না। এরপর তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রবীআ এবং আমর ইব্‌ন আসকে ঐ সব উপঢৌকনসহ পাঠাল। তারা তাদের উভয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বলল : নাজাশীর সংগে কথা বলার আগে প্রত্যেক সেনাপতিকে তার উপঢৌকন দিয়ে দিবে। তারপর নাজাশীর কাছে তাঁর উপঢৌকন পৌঁছিয়ে দিবে। তারপর নাজাশীকে অনুরোধ করবে, তিনি যেন মুসলমানদের সংগে কোন আলাপ-আলোচনা করার আগেই তাদের তোমাদের হাতে সোপর্দ করেন। তারা নাজাশীর কাছে উপনীত হল। (রাবী বলেন :) আর আমরা এ সময় পরম নিরাপদ বাসস্থানে উত্তম প্রতিবেশীর পাশে বসবাস করছিলাম। তারা প্রত্যেক সেনাপতিকে নাজাশীর সংগে কথা বলার আগেই উপঢৌকন দিয়ে দিল এবং প্রত্যেক সেনাপতিকে তারা এভাবে বলল : দেখুন, এই রাজার রাজ্যে আমাদের দেশের কিছু কমবয়স্ক নির্বোধ যুবক আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের স্বজাতির ধর্ম ত্যাগ করেছে। অপরদিকে তারা আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা একটা অভিনব ধর্ম উদ্ভাবন করেছে। সে ধর্ম আমাদেরও অজানা, আপনাদেরও অপরিচিত। তাদের কাওমের সবচেয়ে গণ্যমান্য মুরব্বীরা আমাদেরকে আপনাদের রাজার কাছে এজন্য পাঠিয়েছেন যে, তিনি যেন এদেরকে তাঁদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন। অতএব, আমরা যখন রাজার সংগে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করব, তখন আপনারা রাজাকে পরামর্শ দেবেন, তিনি যেন এদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দেন এবং তাদের সংগে কোন কথা না বলেন।

কেননা তাদের সম্প্রদায়, তাদের ব্যাপারে অন্যের তুলনায় অধিক জ্ঞান রাখে। (সেনাপতিরা) সবাই এতে সম্মতি জানাল। তারপর তারা উভয়ে নাজাশীর কাছে উপঢৌকন পেশ করল এবং তিনি তা তাদের থেকে গ্রহণ করলেন। তারপর এরা নাজাশীর সংগে এরূপ কথা বলল : "হে রাজা! আপনার দেশে আমাদের সম্প্রদায়ের কিছু অজ্ঞ বোকা যুবক আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা একটা নুতন ধর্ম উদ্ভাবন করেছে। সে ধর্ম আপনার কাছে অজানা এবং আমাদের কাছেও। তাদের জাতির সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ওদের ব্যাপারে আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন। এমনকি

তাদের বাপ, চাচা, মামা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আমাদের পাঠিয়েছে, যেন আপনি ওদেরকে তাদের কাছে ফেরত পাঠান। তারা ওদের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানে ও ভালো বোঝে। আর তাদের দোষক্রটি সম্পর্কে তারা সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল। রাবী বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবীআ ও আমর ইব্ন আসের কাছে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি অপসন্দনীয় ছিল, তা হলো, নাজাশী কর্তৃক মুসলমানদের বক্তব্য শোনা। রাবী বলেন : এ সময় রাজার পাশে উপবিষ্ট উযীররা বলল : "হে রাজা! ওরা দু'জন ঠিকই বলেছে। তাদের ব্যাপার তাদের জাতিই বোঝে এবং তাদের দোষক্রটি সম্পর্কে তারাই বেশি অবহিত। সুতরাং আপনি তাদেরকে এদের দু'জনের হাতে সমর্পণ করুন, যাতে তারা ওদের দেশ ও জাতির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।" এ কথা শুনে নাজাশী রেগে গেলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, না। আমি এদের এ দু'জনের হাতে সোপর্দ করব না। একদল মানুষ আমার সান্নিধ্যে অবস্থান করছে, আমার দেশে বসবাস করছে। অন্য কোন দেশে না গিয়ে আমার দেশে এসেছে। তাদেরকে আগে আমি ডাকব এবং জিজ্ঞেস করব যে, এই দুই ব্যক্তি যা বলছে, সে ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কি? যদি দেখা যায় যে, এরা দু'জন যে রকম বলছে, তারা সেই রকমই, তাহলে আমি এদের সকলকে তাদের হাতে সমর্পণ করব এবং তাদের দেশবাসীর কাছে ফেরত পাঠাব। আর যদি অন্য রকম হয়, তা হলে আমি তাদের এ দু'জনের হাত থেকে রক্ষা করব এবং যতদিন তারা আমার রাজ্যে শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসাবে বাস করবে, ততদিন আমিও তাদের সাথে সদাচার করব।

নাজাশী ও মুহাজিরগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা

উম্মে সালামা (রা) বলেন : এরপর নাজাশী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের ডাকার জন্য লোক পাঠান। নাজাশীর দূত যখন তাঁদের কাছে পৌঁছল, তখন তাঁরা সবাই একত্রিত হলেন। রাজার কাছে গিয়ে তাঁদের কি বলতে হবে, তা নিয়ে তাঁরা পরামর্শ করলেন। তাঁরা স্থির করলেন : আল্লাহ্র কসম! আমরা যা জানি এবং যা করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাই বলব, তাতে যা-ই হোক না কেন।"

যখন মুসলমানরা নাজাশীর দরবারে পৌঁছলেন, তখন তারা দেখলেন যে, নাজাশী তাঁর দরবারের যাজকদের উপস্থিত রেখেছেন। আর তারা তাদের ধর্মগ্রন্থকে রাজার সামনে খুলে রেখেছেন। নাজাশী মুসলমানদের প্রশ্ন করা শুরু করলেন : যে ধর্মের জন্য তোমরা তোমাদের জাতিকে ত্যাগ করেছ, সেটি কি? তোমরা তো আমার ধর্মেও দাখিল হওনি, আর প্রচলিত অন্য কোন ধর্মেও না।

রাবী বলেন : এর জবাবে জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাঁকে বললেন : হে রাজা! আমরা অন্ধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম এবং মৃত জন্তু খেতাম। অশ্লীল কাজকর্ম করতাম এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করতাম এবং আমাদের যারা সবল তারা দুর্বলের ওপর অত্যাচার করত। এভাবেই চলছিল আমাদের জীবন। অবশেষে আল্লাহ্ আমাদের কাছে আমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল

পাঠালেন। আমরা তাঁর বংশমর্যাদা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, পবিত্রতা এবং সততার কথা জানি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকলেন, যেন আমরা আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস করি এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। আর পাথর ও মূর্তির পূজা, যা আমরা করতাম এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা করত, তা বর্জন করি। তিনি আমাদের সত্য কথা বলতে, আমানত রক্ষা করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে এবং হারাম কাজ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিলেন। তিনি আমাদেরকে অশ্লীল আচরণ করতে, মিথ্যা কথা বলতে, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করতে এবং সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি আমাদের আদেশ দিলেন যে, আমরা যেন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। তাঁর সংগে যেন কোন কিছুকে শরীক না করি। তিনি আমাদের সালাত আদায়ের, যাকাত প্রদানের এবং সাওম পালানের নির্দেশ দিয়েছেন।

রাবী বলেন : এভাবে তিনি নাজাশীর সামনে ইসলামের বিধানগুলো এক এক করে তুলে ধরলেন। ফলে, আমরা তাঁর কথা মেনে নিলাম ও তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর কাছে যত বিধি-বিধান এলো, তার সবই আমরা অনুসরণ করলাম। আমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে লাগলাম এবং তাঁর সংগে কাউকে শরীক করলাম না। তিনি আমাদের জন্য যা হারাম ঘোষণা করলেন, আমরা তা হারাম হিসাবে মেনে নিলাম। আর তিনি আমাদের জন্য যা হালাল ঘোষণা করলেন, আমরা তা হালাল হিসাবে মেনে নিলাম। এ কারণে আমাদের জাতি আমাদের শত্রু হয়ে গেল। তারা আমাদের শাস্তি দিল, নির্যাতন করল এবং আমাদের আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে ফিরিয়ে মূর্তি পূজার দিকে নেয়ার জন্য তারা আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করল। আর সমস্ত ঘৃণ্য বস্তুকে যাতে আমরা হালাল মনে করি, সে জন্যও তারা আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করল। যখন তারা আমাদের ওপর দমন নীতি চালাল, যুলুম-নিপীড়ন করল, আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল এবং আমাদের ধর্ম পালনে বাধা দিতে লাগল, তখন আমরা আপনার দেশে চলে এলাম। অন্য কোন লোকের তুলনায় আমরা আপনাকে বেছে নিলাম। আপনার প্রতিবেশী হওয়াকে আমরা পসন্দ করলাম। আর আমরা আশা করলাম যে, আপনার দেশে আমরা যুলুমের শিকার হব না।

রাবী বলেন : এ কথা শুনে নাজাশী তাঁকে বললেন, তোমাদের নবী যেসব বাণী আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন, তার কিছু কি তোমাদের কাছে আছে? জা'ফর (রা) তাঁকে বললেন, হ্যাঁ। নাজাশী বললেন, তা আমাকে পড়ে শোনাও। তখন জা'ফর (রা) নাজাশীকে সূরা মারইয়ামের প্রথম থেকে কিছু অংশ পড়ে শুনালেন। রাবী বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! নাজাশী তা শুনে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজিয়ে ফেললেন এবং তাঁর দরবারে সমবেত যাজকরাও কাঁদতে কাঁদতে তাদের সামনে রক্ষিত ধর্মগ্রন্থ ভিজিয়ে ফেললেন। তারপর নাজাশী বললেন, "নিশ্চয়ই এ বাণী এবং ঈসা (আ) যে বাণী নিয়ে এসেছিলেন, তা একই উৎস থেকে এসেছে। তোমরা দু'জন চলে যাও। আল্লাহ্ কসম! আমি এদেরকে তোমাদের কাছে সোপর্দ করব না এবং তারাও যেতে প্রস্তুত নয়।"

নাজাশীর সামনে ঈসা (আ) সম্পর্কে মুহাজিরদের অভিমত

উম্মে সালামা (রা) বলেন : মক্কার দূতদ্বয় নাজাশীর দরবার থেকে বের হওয়ার সময় তাদের একজন আমর ইব্‌ন আস বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আগামীকাল অবশ্যই তাঁর কাছে আসব এবং মুহাজিরদের জারিজুরি তাঁর কাছে ফাঁস করে দেব।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রবীআ, যে আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে বেশি ভয় করত, সে বলল, আমাদের এমন কাজ করা উচিত হবে না। কেননা তারা আমাদের বিরোধিতা করলেও তাদের অনেক রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন মক্কায় রয়েছে। আমর ইব্‌ন আস বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি নাজাশীকে অবশ্যই এ কথা জানাব যে, মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীরা ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে নিছক একজন বান্দা বলে মনে করে (আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে না)। এরপর সে পরদিন নাজাশীর কাছে হাযির হয়ে বলল : "হে রাজা! এরা ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম সম্পর্কে খুবই মারাত্মক কথা বলে থাকে। অতএব আপনি তাদের ডেকে পাঠান এবং তারা ঈসা (আ) সম্পর্কে কি বলে, তা জিজ্ঞেস করুন। তখন নাজাশী একজনকে তাঁদের কাছে পাঠালেন এবং এও জানালেন যে, ঈসা (আ) সম্পর্কে তাদের বক্তব্য জানার উদ্দেশ্যেই তাদের তলব করা হয়েছে। উম্মে সালামা বলেন : আবিসিনিয়ার মুসলিম মুহাজিরদের ওপর এমন দুর্যোগ আর কখনো আসেনি। তাই তখন সমস্ত মুহাজির একত্রিত হলেন এবং একে অপরকে বললেন, নাজাশী যখন তোমাদের কাছে ঈসা (আ) সম্পর্কে জানতে চাইবেন, তখন তোমরা কি বলবে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ যা বলেছেন এবং আমাদের নবী (সা) আমাদের কাছে যে খবর নিয়ে এসেছেন, আমরা তা-ই বলব। এতে যা হওয়ার হোক না কেন।

রাবী বলেন, এরপর তাঁরা যখন নাজাশীর দরবারে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম সম্পর্কে তোমরা কি বল? জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বললেন, আমাদের নবী (সা) তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন, আমরাও তাই বলি। তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর রূহ ও তাঁর বাণী, যা আল্লাহ্ কুমারী মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেন। এ কথা শুনে নাজাশী ভূমির ওপর হাত রাখলেন এবং সেখানে থেকে একখানা ক্ষুদ্র কাঠের টুকরো তুলে নিয়ে বললেন : "আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যা বলেছ, তার সাথে ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের এই কাঠের টুকরোটি পরিমাণও ব্যবধান নেই। এ কথা শুনে নাজাশীর দরবারের উযীররা পরস্পরে ফিসফিস করে কানে কানে কি যেন বলল। নাজাশী বললেন : "আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যতই ফিসফিস কর, তাতে কিছুই যায় আসে না। হে মুহাজিরগণ! তোমরা নিজ নিজ আবাসস্থলে ফিরে যাও। আমার দেশে তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।" এরপর তিনি তিনবার ঘোষণা করলেন : "যে ব্যক্তি তোমাদেরকে গালাগাল করবে, তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।" পুনরায় বললেন : "তোমাদের একটি লোককেও কষ্ট দিয়ে আমি যদি স্বর্ণের পাহাড়ও পেয়ে যাই, তথাপি আমি তা পসন্দ করব না।" তখন তিনি রাজ কর্মচারীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : "এ দু'জন যেসব উপঢৌকন দিয়েছে, তা ওদের ফিরিয়ে দাও। আমার এসবের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ যখন আমাকে রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন, তখন আমার কাছ থেকে কোন ঘুষ নেননি। সুতরাং এ রাজ্যে আমার ঘুষ নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আল্লাহ্ আমার ব্যাপারে মানুষের অন্যায় আব্দার রক্ষা করেননি। কাজেই আমি আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে এসব অবুঝ লোকের দাবি কিরূপ রক্ষা করতে পারি? রাবী বলেন : এরপর ঐ দূতদ্বয় তাঁর দরবার থেকে ধিকৃত অবস্থায় বেরুল এবং তাদের উপঢৌকনাদিও ফেরত দেয়া হল। আর আমরা তাঁর কাছে উত্তম প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করতে থাকলাম।

নাজাশীর বিজয়ে মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ

উম্মে সালামা (রা) বলেন : আমরা যখন এরূপ নিরাপদ পরিবেশে অবস্থান করছিলাম, তখন হঠাৎ আবিসিনিয়ায় এক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যে ঐ দেশটির রাজত্ব নিয়ে নাজাশীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্র কসম! আমরা ঐ সময় যেরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম, ইতিপূর্বে আর কখনো সেরূপ হইনি। আমাদের ভয় ছিল, ঐ লোকটি নাজাশীর ওপর বিজয়ী হলে সে নাজাশীর মত আমাদের অধিকার স্বীকার নাও করতে পারে। রাবী বলেন, নাজাশী সসৈন্যে তার মুকাবিলা করার জন্য রওয়ানা হলেন। উভয় পক্ষের মাঝখানে ছিল নীলনদ। রাবী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করলেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে বের হয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে আমাদের খবর দিতে পার? তখন যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা) বললেন, আমি পারব। তাঁরা বললেন : তুমি পারবে? আর তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সব চাইতে কম বয়সের। তাঁরা একটি চামড়ার মশকে বাতাস ভরে যুবায়র (রা)-কে দিলেন, যা তিনি নিজের বুকের নিচে রাখলেন এবং এর ওপর ভর করে তিনি সাঁতার কেটে নীলনদের অপর পাড়ে পৌঁছলেন, যেখানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়েছিল। রাবী বলেন, এদিকে আমরা আল্লাহ্র কাছে দু'আ করছিলাম, যাতে নাজাশী তাঁর শত্রুর ওপর জয়লাভ করতে পারেন এবং তাঁর দেশের ওপর তাঁর সার্বিক কর্তৃত্ব বহাল থাকে। রাবী বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা যে খবরের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলাম, তা একটু পরেই পাওয়া গেল। সহসা যুবায়রকে ছুটে আসতে দেখা গেল। তিনি কাপড় উড়িয়ে বলছিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। নাজাশী বিজয়ী হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তাঁর শত্রুকে ধ্বংস করেছেন এবং তাঁর কর্তৃত্ব রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাবী বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমরা ইতিপূর্বে আর কখনো এতো আনন্দিত হইনি।

রাবী বলেন : নাজাশী বিজয়ীর বেশে ফিরে আসলেন। আল্লাহ্ তাঁর শত্রুকে ধ্বংস করলেন এবং আবিসিনিয়ার ওপর তাঁর শাসনকে সুদৃঢ় করলেন। আর আমরা মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর নিকট অতি সম্মানের সংগে অবস্থান করতে থাকি।

নাজাশী কর্তৃক আবিসিনিয়ার কর্তৃত্ব লাভের কাহিনী

(নাজাশী পিতার নিহত হওয়া এবং তাঁর চাচার রাজত্ব লাভ)

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহরী বলেছেন যে, নবী (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) থেকে আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঘটনাটি আমাকে উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) অবহিত করেন। তিনি বলেন : নাজাশীর এ কথাটার তাৎপর্য কি জান যে, "আল্লাহ্ আমাকে আমার রাজত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার সময় আমার কাছ থেকে ঘুষ নেননি। সুতরাং

আমার নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না এবং মানুষ আমার বিরুদ্ধে যা করতে চাইত, আল্লাহ্ তা করেননি। কাজেই আমি আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে না বুঝে মানুষের কথা কেন মেনে নেব?" যুহরী (রা) বললেন, না। উরওয়া (রা) বললেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন যে, নাজাশীর পিতা ছিলেন সে সম্প্রদায়ের রাজা এবং নাজাশী ছাড়া তাঁর আর কোন সন্তান ছিল না। নাজাশীর এক চাচা ছিল। যার বারটি পুত্র সন্তান ছিল। তারা আবিসিনিয়ার রাজ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবিসিনিয়ার জনগণ বলাবলি করল, আমরা যদি নাজাশীর পিতাকে হত্যা করি এবং তার ভাইকে সিংহাসনে বসাই, তাহলে তা উত্তম হবে। কেননা নাজাশী ছাড়া তার আর কোন সন্তান নেই, অথচ তাঁর ভাইয়ের বারটি ছেলে রয়েছে। এরা পরবর্তীতে রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে এবং এভাবে আবিসিনিয়ার রাজত্ব দীর্ঘকাল টিকে থাকবে। এরপর তারা একদিন অতি প্রত্যুষে নাজাশীর পিতার ওপর হামলা করে তাকে হত্যা করল এবং তাঁর ভাইকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করল। এভাবে তারা কিছুকাল অতিবাহিত করল।

আবিসিনিয়াবাসী কর্তৃক নাজাশীকে বিক্রয়

এরপর নাজাশী তাঁর চাচার পরিবারে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। ফলে তিনি তাঁর চাচার প্রশাসনের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন এবং তাঁর সংগে সব জায়গায় যেতে থাকেন। আবিসিনিয়াবাসী চাচার ওপর তাঁর প্রভাব দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আল্লাহ্র কসম! এ ছেলেটি তো তার চাচার প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আমরা আশংকা করছি যে, তার চাচা তাকে আমাদের রাজা বানিয়ে দেয় কিনা! তিনি যদি তাকে আমাদের রাজা বানান, তবে সে আমাদের সকলকে হত্যা করে ফেলবে। কারণ সে জানে যে, আমরাই তার পিতাকে হত্যা করেছি। এসব কথা ভেবেচিন্তে তারা নাজাশীর চাচার কাছে গেল এবং বলল : "হয় আপনি এ ছেলেটাকে হত্যা করুন, নয়তো তাকে আমাদের ভেতর থেকে বের করে দিন। কেননা সে বেঁচে থাকলে আমাদের প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে।"

নাজাশীর চাচা বললেন : তোমরা এ কী বলছ! সে দিন তোমরা তার পিতাকে হত্যা করেছ, আর আজ আমি তাকে হত্যা করব? বরং আমি তাকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিচ্ছি। উম্মে সালামা (রা) বলেন : এরপর লোকেরা তাকে বাজারে নিয়ে গেল এবং একজন ব্যবসায়ীর কাছে ছয়শ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। ব্যবসায়ী লোকটি তাকে একটি নৌকায় নিয়ে রওয়ানা হল। ঐ দিন বিকালে আকাশে শরৎকালীন মেঘ পুঞ্জীভূত হল। নাজাশীর চাচা বৃষ্টির আশায় যখন সে মেঘের নীচে গেল, তখন হঠাৎ বজ্রপাতে তার মৃত্যু হল। রাবী বলেন : তখন আবিসিনিয়াবাসী হতবুদ্ধি হয়ে তার ছেলেদের কাছে গিয়ে দেখল যে, তারা সবাই অপদার্থ, এদের একজনও সুস্থ-মস্তিষ্কের অধিকারী নয়। ফলে আবিসিনিয়ার শাসন ব্যবস্থায় বিশংখলা দেখা দিল।

নাজাশীর হাতে রাজত্ব সমর্পণ

দেশ পরিচালনার ব্যাপারে তারা যখন সংকটের সম্মুখীন হল, তখন তারা পরস্পর বলতে লাগল : "আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা জেনে রাখ, যে লোকটিকে তোমরা বিক্রি করে ফেলেছ, সে-ই তোমাদের রাজা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। সে ছাড়া আর কেউ তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। কাজেই তোমরা যদি আবিসিনিয়ার রাজত্বকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কর, তাহলে তাকে এক্ষুণি খুঁজে আন। এরপর তারা তার সন্ধানে এবং যার কাছে তাকে বিক্রি করেছিল, তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। অবশেষে তারা তাকে পেল এবং সেই ব্যবসায়ীর কাছে থেকে ফিরিয়ে এনে তার মাথার মুকুট পরিয়ে দিল। আর তাকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যের শাসনভার তার ওপর ন্যস্ত করল।

নাজাশীর ক্রেতা ব্যবসায়ীটির ঘটনা

এরপর সেই ব্যবসায়ী আবিসিনিয়াবাসীর কাছে এল, যারা তার কছে নাজাশীকে বিক্রি করে দিয়েছিল। সে বলল, হয় তোমরা আমার অর্থ ফেরত দেবে, নয় আমি নিজে এ ব্যাপারে নাজাশীর সাথে কথা বলব। তারা বলল, আমরা তোমাকে কিছুই দেব না। তখন সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! এখন আমি তাঁর সংগে অবশ্যই কথা বলব।

তারা বলল, তা তোমার আর নাজাশীর ব্যাপার। রাবী বলেন, এরপর সে নাজাশীর কাছে এসে বলল, হে রাজা! আমি বাজারে একদল লোক থেকে ছয়শ দিরহামে অমুককে কিনেছি। তারা গোলামকে আমার হাতে সমর্পণ করে এবং দিরহাম নিয়ে নেয়। অবশেষে যখন আমি গোলামটিকে নিয়ে রওয়ানা হই, অমনি তারা গিয়ে আমাকে ধরে ফেলে এবং গোলামকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। আর দিরহামও তারা ফেরত দেয়নি। রাবী বলেন, তখন নাজাশী তাদের বললেন, হয় তোমরা তার দিরহাম দিবে, নচেৎ তার ক্রীত গোলাম ক্রেতার হাতে হাত রেখে যেখানে সে নিয়ে যায় সেখানে চলে যাবে। তখন তারা বলল, বরং আমরা তার দিরহাম দিয়ে দিচ্ছি। উম্মে সালামা (রা) বলেন : এজন্য নাজাশী বলতেন : "আল্লাহ্ যখন আমার রাজত্ব আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তখন আমার কাছ থেকে ঘুষ নেননি। কাজেই এ রাজ্যে আমার ঘুষ নেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আর লোকেরা আমার বিরুদ্ধে যা করতে চেয়েছিল, আল্লাহ্ তা করেননি। কাজেই আমি আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে না বুঝে কেমনে মানুষের কথা মেনে নেব?" বস্তুত এটা ছিল স্বীয় ধর্মের ব্যাপারে তাঁর অনমনীয়তা এবং স্বীয় শাসনে তাঁর ন্যায়বিচারের স্বাক্ষর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন রুমান উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাজাশীর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের ওপর সর্বক্ষণ একটা আলো থাকতে দেখা গেছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

নাজাশীর ইসলাম গ্রহণ, তাঁর বিরুদ্ধে আবিসিনিয়াবাসীর বিদ্রোহ ও তাঁর প্রতি গায়েবানা জানাযার সালাত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঁর পিতার বরাতে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আবিসিনিয়াবাসী নাজাশীর কাছে জমায়েত হয়ে বলল : "তুমি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছ। এই বলে তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তখন নাজাশী জা'ফর (রা) ও তাঁর সংগীদেরকে ডেকে তাদের জন্য কয়েকখানা নৌকার ব্যবস্থা করে বললেন : আপনারা এতে আরোহণ করুন এবং যেমন আছেন তেমন থাকুন (অর্থাৎ নৌকায় উঠে বসে থাকুন)। আমি যদি বিদ্রোহীদের কাছে পরাজিত হই, তা হলে আপনারা নৌকা চালিয়ে যেখানে খুশি চলে যাবেন। আর যদি আমি জয়লাভ করি, তাহলে আপনারা এখানেই থাকবেন। এরপর তিনি একখানা কাগজে লিখলেন : "সে (নাজাশী) সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং সে এরূপও সাক্ষ্য দেয় যে, ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ) তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল ও তাঁর রূহ এবং তাঁর প্রেরিত বাণী, যা তিনি মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেন। এরপর তিনি এ কাগজকে তাঁর জামার ভেতরে ডান কাঁধের কাছে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি বিদ্রোহী হাবশীদের দিকে রওয়ানা হলেন এবং তাদের কাছে গিয়ে বললেন : "হে আবিসিনিয়াবাসী! আমি কি তোমাদের শাসনের অধিক যোগ্য নই। তারা বলল হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, তোমরা আমার স্বভাব-চরিত্র কেমন পেয়েছ? তারা বলল, উত্তম। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের হয়েছে কী? তারা বলল : তুমি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছ এবং ঈসাকে নিছক একজন বান্দা বলে মনে কর। নাজাশী বললেন : আচ্ছা, তোমরা ঈসা সম্পর্কে কি বল? তারা বললো : আমরা বলি, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। তখন নাজাশী তাঁর বুকের ওপর জামায় হাত রেখে বললেন : সে (নাজাশী) সাক্ষ্য দেয় যে, 'ঈসা মারইয়ামের পুত্র। এরপর আর একটি কথাও তিনি বাড়ালেন না এবং যা কাগজে লিখেছিলেন, মনে মনে সেদিকেই ইংগিত করলেন। এতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল। এ খবর নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছল। এরপর নাজাশী যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি তাঁর ওপর গায়েবানা জানাযার সালাত আদায় করেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা চান।[১]

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রবীআ যখন কুরায়শ নেতাদের কাছে ফিরে এল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের ফিরিয়ে আনার যে উদ্দেশ্যে তারা গিয়েছিল, তা সফল হল না; বরং নাজাশী তাদের অপ্রীতিকর অবস্থায় ফিরিয়ে দিল, আর উমর ইব্‌ন খাত্তাবের ন্যায় দুর্দান্ত সাহসী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিও ইসলাম গ্রহণ করলেন—যার

১. হিজরী নবম সনের রজব মাসে নাজাশী ইন্তিকাল করেন। যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মৃত্যুর খবর লোকদের জানান এবং যখন মিসরে খাটের উপর তার লাশ উঠানো হলো, তখন মদীনায় থেকেও তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর ওপর 'জান্নাতুল বাকীতে' গায়েবানা জানাযার সালাত আদায় করেন।

বিরোধিতা করতে কেউ সাহসী হল না, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ তাঁর ও হামযার কারণে অধিকতর নিরাপত্তা লাভ করলেন। এ ঘটনা শেষ পর্যন্ত সমস্ত কুরায়শের ওপর তাঁদের বিজয় সূচিত করে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলতেন : উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের আগে আমরা কা'বার চত্বরে সালাত আদায় করতে পারতাম না। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর কুরায়শের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঝুঁকি নিয়ে কা'বার চত্বরে সালাত আদায় করেন এবং আমরাও তাঁর সংগে সালাত আদায় করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পর উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। বাক্কায়ী বলেন, মিসআর ইব্ন কুদাম আমাকে সা'দ ইব্ন ইবরাহীমের বরাতে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ছিল একটি বিজয়। তাঁর হিজরত ছিল একটি সাহায্য এবং তাঁর খিলাফত ছিল একটি রহমত। উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরা কা'বার চত্বরে সালাত আদায় করতে পারতাম না। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর কুরায়শদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে কা'বার চত্বরে সালাত আদায় করেন এবং আমরাও তাঁর সংগে সালাত আদায় করি।

উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে উম্মে আবদুল্লাহ বিন্ত আবূ হাসামার বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয়্যাশ ইব্ন রবীআ আমাকে আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন রবীআর বরাতে তাঁর মাতা উম্মু আবদুল্লাহ্ বিনত আবূ হাসামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা একে একে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমির (রা) একটা পারিবারিক কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। সহসা উমর (রা) ইব্ন খাত্তাব এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন, তখনো তিনি ছিলেন মুশরিক। উম্মু আবদুল্লাহ্ বলেন : আমরা তাঁর যুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিলাম। উমর বললেন, হে উম্মু আবদুল্লাহ্! আপনারা মনে হয় চলে যাচ্ছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! আমরা আল্লাহ্র পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ব। তোমরা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছ, অনেক নির্যাতন চালিয়েছ। আল্লাহ্ এ অবস্থা থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন। উমর বললেন, "আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হোন।" তার কথায় মনে একটা সহানুভূতির ভাব দেখতে পেলাম, যা ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখিনি। এরপর উমর ইব্ন খাত্তাব চলে গেলেন। তবে আমার মনে হচ্ছিল, আমাদের দেশ ত্যাগের খবরে তিনি মর্মাহত। রাবী বলেন, কিছুক্ষণ পর আমির (রা) প্রয়োজন সেরে ঘরে ফিরে এলেন। আমি তাঁকে বললাম : হে আবদুল্লাহ্র বাবা! এইমাত্র উমর এসেছিল। আমাদের প্রতি তার সে কি সহানুভূতি ও উদ্বেগ, তা যদি তুমি দেখতে! আমির বললেন, তুমি কি তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদী? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন, খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ করলেও, তুমি যাকে দেখেছ সে (খাত্তাবের ছেলে উমর) ইসলাম গ্রহণ করবে না। উম্মু আবদুল্লাহ্ বলেন, ইসলামের প্রতি উমরের যে প্রচণ্ড বিদ্বেষ এবং কঠোর মনোভাব দেখা যাচ্ছিল, তার কারণে আমির হতাশ হয়েই এরূপ কথা বলেছিলেন।

উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যতদূর জানতে পেরেছি, উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল নিম্নরূপ :

উমরের বোন ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব ও তাঁর স্বামী সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি উমরের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন। মক্কার আর এক ব্যক্তি নাঈম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নাহ্‌হামও একইভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উমরের স্বগোত্রীয় অর্থাৎ বনূ আদী ইব্‌ন কা'বের অন্তর্ভুক্ত এ ব্যক্তি নিজ গোত্রের অত্যাচারের ভয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন নি। খাব্বাব[১] ইব্‌ন আরাত গোপনে ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব (রা)-এর কাছে যাতায়াত করতেন এবং তাঁকে তিনি কুরআন পড়াতেন। একদিন উমর ইব্‌ন খাত্তাব উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর একদল সাহাবীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, প্রায় চল্লিশজন নারী ও পুরুষ সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী একটা ঘরে জমায়েত আছেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাঁর চাচা হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব, আবূ বকর সিদ্দীক ইব্‌ন আবূ কুহাফা ও আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) সহ এমন কিছু সংখ্যক মুসলমান ছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের সংগে হিজরত করেন নি। পথিমধ্যে নাঈম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সংগে উমরের দেখা হল। তিনি তাকে বললেন : কোথায় চলেছ উমর? উমর বললেন : স্বধর্মত্যাগী মুহাম্মদের সন্ধানে চলেছি। যে কুরায়শ বংশে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের বুদ্ধিমানদের বোকা সাব্যস্ত করেছে, তাদের অনুসৃত ধর্মের নিন্দা করেছে এবং তাদের দেবদেবীকে গালি দিয়েছে, আমি তাকে হত্যা করব। তখন নাঈম (রা) বললেন : উমর! আল্লাহ্‌র কসম! তুমি কি মনে কর, মুহাম্মদকে হত্যা করার পর বনূ আব্‌দ মানাফ তোমাকে ছেড়ে দেবে, আর তুমি পৃথিবীর ওপর অবাধে বিচরণ করে বেড়াতে পারবে? তোমার কি উচিত নয়, আগে নিজের পরিবার-পরিজনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং তাদের শোধরানো? তখন উমর বললেন : আমার পরিবার-পরিজনের কে? নাঈম (রা) বললেন : তোমরা ভগ্নিপতি ও চাচাতো ভাই সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর এবং তোমার বোন ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব। আল্লাহ্‌র কসম! তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মুহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করছে। পারলে তুমি তাদের সামলাও। রাবী বলেন, তখন উমর তার বোন ও ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। যখন তিনি তাঁদের কাছে পৌঁছলেন, তখন তাদের কাছে খাব্বাব ইব্‌নুল আরাতও ছিলেন। তিনি তাদেরকে পবিত্র কুরআনের একটি অংশ হাতে নিয়ে পড়াচ্ছিলেন। এই অংশটিতে সূরা তা-হা লেখা ছিল। যখন উমরের পদধ্বনি শুনতে পেলেন, তখন খাব্বাব (রা) ঘরের এক কোণে আত্মগোপন করলেন। আর ফাতিমা (রা) কুরআনের অংশটি নিজের উরুর নীচে চাপা দিয়ে রাখলেন।

---

১. বনূ তামীম বংশোদ্ভূত এ সাহাবী জাহিলী যুগে তরবারি তৈরির পেশায় নিয়োজিত ছিলেন এবং খুযা'আ গোত্রের উম্মু আনমার বিন্‌ত সিবা' নাম্নী খুয'য়ী মহিলার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। (রওযুল উনুফ ; ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮ দ্র.)

ঘরের কাছাকাছি পৌঁছার পর উমর খাব্বাব (রা)-এর কুরআন পড়ার আওয়াজ শুনেছিলেন। ঘরে ঢুকে তিনি বললেন : একটা দুর্বোধ্য বাণী আবৃত্তি করার আওয়াজ শুনছিলাম, ওটা কি? তাঁরা উভয়ে বললেন : না, আপনি কিছুই শোনেননি। উমর বললেন : নিশ্চয়ই শুনেছি। আর আল্লাহ্‌র কসম! এটাও জেনেছি যে, তোমরা দু'জনে মুহাম্মদের দীনের অনুসারী হয়ে গেছ। কথাটা বলেই ভগ্নিপতি সাঈদ (রা)-কে প্রবলভাবে জাপটে ধরলেন। তাঁর বোন ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব স্বামীকে বাঁচাতে ছুটে গেলেন। তিনি তাঁকেও মেরে রক্তাক্ত করে দিলেন। এ কাণ্ড ঘটানোর পর তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি একযোগে তাঁকে বললেন : হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আপনি যা করতে চান, করুন। উমর যখন দেখলেন, তার বোনের শরীর রক্তাক্ত, তখন তিনি অনুতপ্ত হলেন। তিনি তাঁর বোনকে বললেন : আমাকে ঐ পুস্তিকাটি দাও, যা এইমাত্র তোমাদেরকে পড়তে শুনলাম। আমি একটু দেখব মুহাম্মদ কি জিনিস নিয়ে এসেছে। উমর লেখাপড়া জানতেন। তিনি এ কথা বললে তাঁর বোন তাঁকে বললেন : আমার ভয় হয়, ওটি তুমি নষ্ট করে ফেল কিনা। উমর বললেন : ভয় পেয়ো না। এরপর তিনি নিজের দেবদেবীর শপথ করে বললেন : তিনি তা পড়েই তাকে ফেরত দেবেন। উমরের এ কথা শুনে ফাতিমার মনে আশার সঞ্চার হলো যে, উমর ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। তিনি তাঁকে বললেন : ভাইজান! আপনি যে অপবিত্র! কেননা আপনি এখনো মুশরিক। অথচ এ পবিত্র গ্রন্থকে পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করতে পারে না।[১] উমর তৎক্ষণাৎ উঠে চলে গেলেন এবং গোসল করে এলেন। এবার ফাতিমা তাকে সহীফাখানি দিলেন। তাতে সূরা ত্বা-হা লিখিত ছিল। তিনি তা পড়লেন। প্রথম অংশটি পড়েই তিনি বললেন : আহ্ ! কী সুন্দর কথা! কী মহৎ বাণী! তাঁর এ উক্তি শুনে খাব্বাব (রা) তাঁর সামনে বেরিয়ে এলেন। তিনি তাকে বললেন : হে উমর ! আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে যে, আল্লাহ্ হয়ত আপনাকে তাঁর নবীর দাওয়াত গ্রহণের জন্য মনোনীত করেছেন। আমি গতকাল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এরূপ দু'আ করতে শুনেছি : "হে আল্লাহ্ আপনি আবুল হিকাম ইব্‌ন হিশাম অথবা উমর ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করুন।" অতএব, হে উমর! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তখন উমর তাঁকে বললেন : হে খাব্বাব! আমাকে মুহাম্মদের সন্ধান দাও। আমি তাঁর কাছে যেয়ে ইসলাম গ্রহণ করব। খাব্বাব বললেন : তিনি সাফা পাহাড়ের নিকট একটি বাড়িতে আছেন। সেখানে তাঁর সংগে তাঁর একদল সাহাবী রয়েছেন। উমর তার তরবারি আগের মতই খোলা অবস্থায় ধরে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর

---

১. সুহায়লী বলেন : উমর (রা)-কে কুরআন স্পর্শ করার পূর্বে গোসল করার জন্য তাঁর বোন ফাতিমা لا يمسه الا المطهرون 'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ এটা স্পর্শ করতে পারে না' বলে যে উক্তি করেছেন, অথচ এখানে ফেরেশতাদের প্রতি ইংগিত রয়েছে। কিন্তু এও ইংগিত রয়েছে যে, ফেরেশতাদের অনুসরণে পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করবে না।

সূরা আবাসায় (৮০ : ১৩-১৪)-ও এর ইংগিত রয়েছে। (রাওযুল উনুফ, খ. ২, পৃ. ৯৮-৯৯)।

তাছাড়া হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : لا يمس القرآن الا طاهرة (আবু দাউদের মারাসীল, অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা মর্মের হাদীস মুসলিম ও মু'আত্তায়ও রয়েছে)। (ইবন কাছীর, খ. ৩, পৃ. ৪৩৯)

সাহাবীদের কাছে চললেন। তিনি সেখানে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। তাঁর আওয়াজ শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জনৈক সাহাবী ভেতর থেকে দরজার কাছে গিয়ে তাকিয়ে দেখলেন যে, উমর মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শংকিত চিত্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ যে উমর ইব্ন খাত্তাব, একেবারে নগ্ন তরবারি হাতে! তখন হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব বললেন : ওকে ভেতরে আসার অনুমতি দিন। সে যদি কোন ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে, তবে আমরা তার সাথে ভাল ব্যবহার করব। পক্ষান্তরে সে যদি কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে, তা হলে আমরা তার তরবারি দিয়েই তাকে হত্যা করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাকে ভেতরে আসতে দাও। উক্ত সাহাবী তাকে ভেতরে আসতে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে উঠে তার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং হুজরায় একান্তে তার সাথে দেখা করলেন। তিনি (সা) উমরের কোমর ধরে অথবা যেখানে চাদরের দুই কোণ মিলিত হয়, সেখানটা ধরে তাকে প্রবল জোরে আকর্ষণ করলেন এবং বললেন : হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার এখানে আগমন ঘটল কিভাবে? আল্লাহ্র কসম! আমার তো মনে হয়, আল্লাহ্ তোমাকে কোন বিপর্যয়ে না ফেলা পর্যন্ত তুমি ফিরবে না। উমর বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আপনার কাছে এসেছি, আল্লাহ্র ওপর, তাঁর রাসূলের উপর ও আপনার কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তার ওপর ঈমান আনার জন্য। রাবী বলেন : এ কথা শোনামাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন জোরে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন যে, ঐ ঘরের ভেতরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে কয়জন সাহাবী ছিলেন, সবাই বুঝলেন যে, উমর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ যার যার জায়গায় চলে গেলেন। হামযা (রা)-এর পর উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে তাদের মনোবল ও আত্মমর্যাদা বেড়ে গেল। তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে, তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিফাযত করবেন এবং মুসলমানরা এ দু'জনের বদৌলতে শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা মদীনাবাসী বর্ণনাকারীদের ভাষায় উপরে বর্ণিত হল।

উমর ইব্ন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আতা ও মুজাহিদের বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নুজায়হ মাক্কী তাঁর সংগী আতা, মুজাহিদ অথবা অন্যান্য বর্ণনাকারীদের থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি নিজে এরূপ বলতেন : "আমি ইসলামের কট্টর বিরোধী ছিলাম। জাহিলী যুগে আমি মদের খুব ভক্ত ছিলাম। মদ পেলে খুবই আনন্দিত হতাম। আমাদের একটা মজলিস বসত, যেখানে কুরায়শ নেতারা একত্র হত। উমর ইব্ন আব্দ ইব্ন ইমরান মাখযূমীর বাড়ির নিকট হাযওয়ারা নামক স্থানে। রাবী বলেন, এক রাতে আমি ঐ আসরে আমার সহযোগীদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। কিন্তু সেখানে তাদের কাউকেই পেলাম না। এরপর ভাবলাম, মক্কার অমুক মদ বিক্রেতার কাছে গেলে হয়ত মদ খেতে পারতাম। তার

উদ্দেশ্যে গেলাম কিন্তু তাকে পেলাম না। এরপর মনে মনে বললাম, কা'বা শরীফে গিয়ে যদি সাতবার অথবা সত্তরবার তওয়াফ করতাম তা মন্দ হয় না। অবশেষে আমি কা'বা শরীফের তওয়াফ করার জন্য মাসজিদুল হারামে উপনীত হলাম। সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখলাম। তিনি তখনো সিরিয়ার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন এবং কা'বাকে নিজের ও সিরিয়ার মাঝখানে রাখতেন। রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝে তাঁর সালাত আদায়ের স্থান ছিল। রাবী বলেন : তাঁকে দেখেই আমি আপন মনে বললাম, আল্লাহ্র কসম! আজকের রাতটা যদি মুহাম্মদ (সা)-এর আবৃত্তি শুনে কাটিয়ে দিতাম এবং তিনি কি বলেন তা যদি শুনতাম, তাহলেও একটা কাজ হত। কিন্তু সেই সাথে এটাও ভাবলাম যে, মুহাম্মদ (সা)-এর খুব কাছে গিয়ে যদি শুনি, তাহলে তিনি ভয় পেয়ে যাবেন। তাই হাজরে আসওয়াদের দিক থেকে এলাম, কা'বা শরীফের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ্ তখনো যথারীতি দাঁড়িয়ে সালাতে কুরআন পাঠ করছিলেন। অবশেষে আমি তাঁর ঠিক সামনে, কা'বার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন কুরআন শুনলাম, তখন আমার মন নরম হয়ে গেল। আমি কেঁদে ফেললাম। আমার ওপর ইসলাম প্রভাব বিস্তার করল। রাসূলুল্লাহ্ সালাত শেষ করে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি যখন কা'বা থেকে ফিরে যেতেন, তখন তিনি ইব্ন আবূ হুসায়নের বাড়ির কাছ দিয়ে যেতেন। এটা ছিল তাঁর যাতায়াতের পথ। এরপর তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থিত দৌড়ের জায়গা অতিক্রম করতেন। সেখান থেকে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব এবং ইব্ন আযহার ইব্ন আবদ আওফ যুহরীর বাড়ির মাঝখান দিয়ে আখনাস ইব্ন শুরায়কের বাড়ি হয়ে নিজের বাড়িতে চলে যেতেন। 'দারুর রাকতায়' ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাড়ি। এ জায়গাটা ছিল আবূ সুফিয়ানের ছেলে মুআবিয়ার মালিকানাধীন। উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছু পিছু চলতে লাগলাম। যখন তিনি আব্বাসের বাড়ি ও ইব্ন আযহারের বাড়ির মাঝখানে পৌঁছলেন, তখন আমি তাঁকে পেয়ে গেলাম। আমার আওয়াজ শুনেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি মনে করলেন যে, আমি তাঁকে কষ্ট দিতে এসেছি। তাই তিনি আমাকে একটা ধমক দিলেন। ধমক দিয়েই আবার জিজ্ঞেস করলেন : হে খাত্তাবের পুত্র! এ মুহূর্তে তুমি কি উদ্দেশ্য এসেছ? আমি বললাম : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তাঁর কাছে যা কিছু আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছে, তার প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্যে। রাবী বলেন : এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। তারপর বললেন : "হে উমর! আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়াত করেছেন।" তারপর তিনি আমার বুকে হাত বুলালেন এবং আমি যাতে ইসলামের ওপর অবিচল থাকি, সেজন্য দু'আ করলেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে ফিরে এলাম এবং তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে উপরোক্ত ঘটনা দু'টির কোন্‌টি সঠিক, তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

ইসলামের ওপর উমর (রা)-এর দৃঢ়তা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম নাফে' ইব্‌ন উমর (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমার পিতা উমর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, কুরায়শের কোন্ ব্যক্তি সর্বাধিক প্রচারমুখর? তাকে বলা হল, জামীল ইব্‌ন মা'মার জুম্‌হী। তিনি তৎক্ষণাৎ তার উদ্দেশ্যে বের হলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি তাঁর পেছনে ছুটলাম এবং তিনি কি করেন তা দেখতে লাগলাম। তখন আমি বালক হলেও, যা কিছু দেখতাম সবই বুঝতে পারতাম। উমর (রা) জামীলের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে জামীল! তুমি কি জান, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর দীন কবূল করেছি?" ইব্‌ন উমর বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমার পিতা দ্বিতীয়বার এ কথা বলার আগেই জামিল তার চাদর গুটিয়ে হাঁটা শুরু করল। উমর (রা) তার পিছু পিছু চললেন। আমিও আমার পিতার পিছু পিছু চললাম। সে (জামীল) চলতে চলতে মাসজিদুল হারামের দরজার কাছে পৌঁছে বিকট চিৎকার করে বলল : "হে কুরায়শ জনমণ্ডলী শুনে নাও, উমর স্বধর্মত্যাগী হয়ে গেছে। এ সময় কুরায়শ নেতৃবৃন্দ কা'বার চত্বরে তাদের আড্ডায় বসে ছিল। উমর (রা) তার পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন : জামীল মিথ্যা বলেছে আমি ধর্মচ্যুত হইনি; তবে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। সংগে সংগে সকলে তাঁর দিকে মারমুখী হয়ে ছুটে এলো। উমর (রা) ও কুরায়শদের মধ্যে দুপুর পর্যন্ত লড়াই চলল। রাবী বলেন : এক সময় উমর (রা) ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন। কুরায়শরা তখনো তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। উমর (রা) বলতে লাগলেন : "তোমরা যা খুশি কর। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যদি তিনশ লোক হতাম, তাহলে আমরা তোমাদের জন্য মক্কা ছেড়ে দিতাম অথবা তোমরা আমাদের জন্য মক্কা ছেড়ে দিতে।" রাবী বলেন : উভয় পক্ষ যখন এ পর্যায়ে, তখন সহসা সেখানে একজন প্রবীণ কুরায়শ সরদারের আবির্ভাব ঘটল, যার গায়ে মূল্যবান ইয়ামানী চাদর ও নকশাদার জামা ছিল। তিনি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে? সকলে বলল : উমর স্বধর্মত্যাগী হয়ে গেছে। বৃদ্ধ বললেন : তাতে কি হয়েছে, থামো! একজন মানুষ নিজের ইচ্ছায় একটা জিনিস গ্রহণ করেছে, তোমরা তার কি করতে চাও? তোমরা কি ভেবেছ যে, বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব [উমর (রা)-এর গোত্র] তাদের সদস্যকে তোমাদের হাতে এভাবেই ছেড়ে দেবে? ওকে ছেড়ে দাও। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এ কথার পর তারা গুটিয়ে নেয়া কাপড়ের মত নিজেদের ভাবাবেগকে সংযত করল। পরে মদীনায় হিজরত করার পর আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলোম : আব্বা ! ঐ

বৃদ্ধটি কে ছিলেন, যিনি আপনার ইসলাম গ্রহণের দিন বিক্ষুব্ধ জনতাকে ধমক দিয়ে আপনার কাছ থেকে হটিয়ে দিয়েছিলেন? তিনি বললেন : হে আমার পুত্র! তিনি ছিলেন আস ইব্‌ন ওয়ায়ল সাহ্‌মী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তি বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেন : হে আমার পিতা! আপনার ইসলাম গ্রহণের দিন ক্ষুব্ধ জনতাকে যিনি ধমক দিয়ে আপনার কাছ থেকে হটিয়ে দেন, তিনি কে ছিলেন? আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। উমর (রা) বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! তিনি ছিলেন আস ইব্‌ন ওয়ায়ল। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিদান না দিন।[১]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমর (রা)-এর পরিবারের অথবা আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে কোন একজনের বরাতে আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস আমাকে বলেছেন যে, উমর (রা) বলেন : সেই রাতে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মক্কাবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সবচেয়ে কট্টর দুশমন, আমি তার কাছে যাব এবং তাকে জানাব যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি বলেন : আমি ভেবে দেখলাম, সে তো আবূ জাহ্‌ল ছাড়া আর কেউ নয়। উল্লেখ্য যে, উমর (রা) ছিলেন আবূ জাহ্‌লের বোন হান্‌তামা বিন্‌ত হিশাম ইব্‌ন মুগীরার পুত্র। উমর (রা) বলেন : পরদিন সকালে আমি তার দরজায় গিয়ে করাঘাত করলাম। তখন আবূ জাহ্‌ল আমার কাছে বেরিয়ে এলো এবং বলল : আমার ভাগ্নেকে স্বাগতম! তুমি কি খবর নিয়ে এসেছ উমর? আমি বললাম : "আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তিনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তাও সত্য বলে মেনে নিয়েছি।" উমর (রা) বলেন : তখন সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল এবং বলল, আল্লাহ্ তোমাকে এবং তুমি যে খবর নিয়ে এসেছ, তা বরবাদ করুন!

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উ) ২০০৭-২০০৮/অঃসঃ—৩,২৫০

১. কারণ ইসলাম কবূল করা ব্যতীত ভাল কাজের প্রতিদান পাওয়া যায় না, আস ইব্‌ন ওয়ায়ল মুশরিক অবস্থায় এ কাজটি করেন এবং তিনি ইসলাম কবূল করেন নি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাতুন্ নবী (সা.)

দ্বিতীয় খণ্ড

ইবন হিশাম (র.)

السيرة النبوية

সীরাতুন নবী (সা)

দ্বিতীয় খণ্ড

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআফিরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

সীরাতুন নবী (সা) দ্বিতীয় খণ্ড
সীরাতুন নবী (সা) প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৪

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১২৯/১

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭৯১/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0202-X

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
ডিসেম্বর ২০০৭
পৌষ ১৪১৪
যিলহাজ্জ ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন : কালাম আযাদ

প্রচ্ছদ : সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা

SIRATUN NABEE (2nd Volome) [The life of Hazrat Muhammad (Sm)] : Written by Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham Muafiree in Arabic, translated into Bangla under the Supervision of the Editorial Board and published by Director, Translation and compilation, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394. December 2007

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 150.00 ; US Dollar : 6.00

মহাপরিচালকের কথা

রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের নিশ্চয়তা। তিনি দীন ইসলামের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর পবিত্র জীবন কুরআন পাকেরই বাস্তব রূপ। ইসলামী জীবন গঠনের জন্য তাই তাঁর সীরাত সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য। এ গুরুত্ব অনুধাবন থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও সংকলিত হয়েছে অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ।

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআফিরী (র) (মৃত্যু ২১৮ হি.) সীরাত শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। তাঁর সংকলিত 'সীরাতুন নববিয়্যাহ' সংক্ষেপে 'সীরাতে ইব্‌ন হিশাম' সুপ্রাচীন, মৌলিক, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষীদের সামনে এ অমূল্য গ্রন্থের তরজমা পেশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

সীরাতে ইব্‌ন হিশাম মূলত আল্লামা ইব্‌ন ইসহাকের সর্বাধিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'সীরাত ইব্‌ন ইসহাক'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আল্লামা ইব্‌ন ইসহাক এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন আব্বাসী খলীফা মামুনের শাসনামলে। এতে রয়েছে হযরত আদম (আ) থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা। এর মধ্য থেকে ইব্‌ন হিশাম তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে হযরত হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত ঘটনাবলী।

চারখণ্ডে সমাপ্ত এ-সীরাত গ্রন্থখানি ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। সংশোধিত ও পুনঃসম্পাদনাকৃত এ সংস্করণটিও সুধী পাঠকমহলের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমরা এ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলী, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মিগণকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ এ মহতী কাজে আমাদের সবার খিদমত কবূল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীনের প্রতি। নবী করীম (সা)-এর কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই নয়, অমুসলিম লেখক ও গবেষকদের মধ্যেও অনেকেই নবীজীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়ার বুকে যতদিন মানব সন্তানের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সীরাত চর্চাও অব্যাহত থাকবে।

সীরাত গ্রন্থের মধ্যে ইব্‌ন হিশাম রচিত 'সীরাতুন নবী' একটি বুনিয়াদী গ্রন্থ। সর্বজন সমাদৃত এ গ্রন্থকে অনুসরণ করেই পরববর্তীকালে সীরাত গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকটি অনূদিত হলেও ১৪১৫ হি. উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বাংলা ভাষায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

চার খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতের এ প্রাচীনতম গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ ব্যাপক পাঠক চাহিদার দরুন অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এক্ষণে সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থটি পুনঃ সম্পাদনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পাদনা করেছেন বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মালেক এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব কালাম আযাদ। আশা করি প্রথম সংস্করণের মত সীরাতুন নবী (সা)-এর দ্বিতীয় সংস্করণটিও সুধী পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

এ সংস্করণেও পুস্তকটি নির্ভুল করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞ পাঠকের চোখে যদি এতে কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, মেহেরবানী করে আমাদের অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব!

পুস্তকটির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক আমাদের এ শ্রমকে ইবাদত হিসাবে কবূল করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সভাপতি
২.	ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক	সদস্য
৩.	অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক	সদস্য
৪.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৫.	মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য সচিব

অনুবাদক মণ্ডলী

১. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

২. মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

৩. মাওলানা আকরাম ফারূক

৪. মাওলানা সাঈদ আল-মেসবাহ্

দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদনা

অধ্যাপক আবদুল মালেক

সূচিপত্র

শিরোনাম

চুক্তিনামার বিবরণ ২৭	পৃষ্ঠা
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কাফিরদের প্রতিশোধমূলক হলফনামা	২৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আবূ লাহাবের হঠকারিতা এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ ওহী	২৭
কুরায়শদের সম্পর্কে আবূ তালিবের কবিতা	২৮
হাকীম ইব্‌ন হিযামের সাহায্য প্রেরণ, আবূ জাহ্‌ল কর্তৃক বাধা প্রদান ও আবুল বাখতারীর মধ্যস্থতা	২৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর তাঁর সম্প্রদায়ের নির্যাতন	৩০
আবূ লাহাব সম্পর্কে আল্লাহ্ যা নাযিল করেন	৩০
উম্মু জামীলের দুরভিসন্ধি এবং আল্লাহ্ কর্তৃক তার রাসূলের হিফাযত	৩১
উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্যাতন প্রসঙ্গে	৩২
আস ইব্‌ন ওয়াইল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপহাস এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত	৩২
আবূ জাহ্‌ল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উৎপীড়ন এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত	৩৩
নায্‌র ইব্‌ন হারিস কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্যাতন এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত	৩৩
ইব্‌ন যাবা'রীর উক্তি এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত	৩৫
আখনাস ইব্‌ন শারীক ও তার সম্পর্কে আল্লাহ্ যা নাযিল করেন	৩৭
ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা এবং তার সম্পর্কে আল্লাহ্ যা নাযিল করেন	৩৭
উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ ও উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আয়ত এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ যা নাযিল করেন	৩৭
সূরা কাফিরূনের শানে নুযুল	৩৮
আবূ জাহ্‌ল এবং আল্লাহ্ তার সম্পর্কে যা নাযিল করেন	৩৯
ইব্‌ন মাসঊদ (রা) (المهل)-এর যেভাবে ব্যাখ্যা করেন	৩৯
আবূ বকর (রা)-এর উক্তি দ্বারা (المهل)-এর ব্যাখ্যা	৪০
ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা) ও তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা আবাসা	৪০
মক্কাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে আবিসিনিয়া হতে যারা প্রত্যাবর্তন করেন	৪১
আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের কারণ	৪১
সর্বমোট যে তেত্রিশজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলা সাহাবী মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন— তাঁদের পরিচয়	৪২
বনূ আব্‌দ শামস্ ও তাদের মিত্রদের পরিচয়	৪২
বনূ নাওফালের	৪২
বনূ আসাদের	৪২
বনূ আবদুদ্দারের	৪২
বনূ আব্‌দ ইব্‌ন কুসাই-এর	৪২

যুহরা ইব্‌ন কিলাব গোত্রের ৪২
বনূ মাখযূমের ৪২
বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'বের ৪৩
বনূ সাহমের ৪৩
বনূ আদীর ৪৩
বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ এবং তাদের মিত্রদের মধ্যে ৪৩
বনূ হারিস ৪৪
যাঁরা অন্যের আশ্রয়ে প্রবেশ করেন তাঁদের পরিচয় ৪৪

উসমান ইব্‌ন মায'উন (রা) কর্তৃক ওয়ালীদের আশ্রয় প্রত্যাখ্যান ৪৪
দীনী ভাইদের দুঃখকষ্টে তাঁর মর্ম যাতনা ও লাবীদের মজলিসে উদ্ভূত ঘটনা ৪৪

আবূ সালামা (রা)-এর আশ্রয় নেওয়া প্রসঙ্গে ৪৬
আবূ সালামাকে আশ্রয় দানের কারণে আবূ তালিবের প্রতি মুশরিকদের চাপ, আবূ লাহাবের প্রতিবাদ ও আবূ তালিবের কবিতা ৪৬

আবূ বকর (রা) কর্তৃক ইব্‌ন দুগুন্নার আশ্রয় গ্রহণ এবং পরে তা প্রত্যাখ্যান ৪৭
ইবন দু'জনা যে কারণে আবূ বকর (রা)-কে আশ্রয় দেয় ৪৭
আবূ বকর (রা) কর্তৃক ইব্‌ন দুগুন্নার আশ্রয় প্রত্যাখ্যানের কারণ ৪৮

চুক্তি ভঙ্গের বিবরণ ৪৯
চুক্তি বাতিলকরণে হিশাম ইব্‌ন 'আমরের কৃতিত্ব ৪৯
যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়াকে দলে ভিড়ানোর জন্য হিশামের চেষ্টা ৫০
মুতঈম ইব্‌ন আদীকে দল ভিড়ানোর জন্য হিশামের প্রচেষ্টা ৫০
আবুল বাখতারীকে দলে ভিড়ানোর জন্য হিশামের চেষ্টা ৫০
যাম'আকে দলে ভিড়ানোর জন্য হিশামের প্রচেষ্টা ৫১
চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলার সংকল্প করলে হিশামের দল ও আবূ জাহলের মাঝে যা ঘটে ৫১
চুক্তিপত্র লেখকের হাত অবশ হওয়া প্রসঙ্গে ৫২
চুক্তিপত্র কীটে খাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংবাদ দান ও পরবর্তী বৃত্তান্ত ৫২
চুক্তিপত্র ছিন্নকারীদের প্রশংসায় আবূ তালিবের কবিতা ৫২
মুতঈম ইব্‌ন আদীর ইন্তিকালে হাস্‌সান (রা)-এর শোকগাথা এবং চুক্তিপত্র বাতিলকরণে তার অবদান প্রসঙ্গে ৫৫
মুতঈম ইব্‌ন আদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যেভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন ৫৬
চুক্তিপত্র বাতিলকরণে হিশাম ইব্‌ন আমরের ও হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) কর্তৃক তার প্রশংসা ৫৬

তুফায়ল ইব্‌ন 'আমর দাওসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ৫৭
কুরায়শ কর্তৃক নবী (সা)-এর কথা না শোনার জন্য তাঁকে সতর্কীকরণ ৫৭
তুফায়ল ইব্‌ন 'আমর কর্তৃক কুরায়শদের কথা মেনে চলা, পরে তা প্রত্যাখ্যান করা এবং শেষে নবী (সা)-এর কথা শ্রবণ ৫৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং তাঁর দাওয়াত গ্রহণ ৫৮

যে নিদর্শন তাঁকে দেওয়া হয় ৫৮
তাঁর পিতাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে ৫৯
তাঁর স্ত্রীকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে ৫৯
তাঁর নিজ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, তাদের বিলম্ব করা, পরিশেষে তাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হওয়া ৫৯
তাঁর যুল-কাফায়ন প্রতিমায় অগ্নিসংযোগ এবং এ সম্পর্কে তাঁর কবিতা ৬০
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর জিহাদে অংশগ্রহণ, তাঁর স্বপ্ন ও শাহাদত প্রসংগে ৬০

আ'শা ইব্ন কায়স ইব্ন সা'লাবার বৃত্তান্ত ৬১
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাতে রওয়ানা এবং প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি ৬১
রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদ হারাম বলেন শুনে প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যু ৬৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আবূ জাহ্লের লাঞ্ছনা ৬৪
আবূ জাহ্লের কাছে জনৈক ইরাশীর উট বিক্রয় ৬৪
আবূ জাহ্ল থেকে লোকটির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ন্যায়বিচার আদায় ৬৪
আবূ জাহ্লের ভীত হওয়ার কারণ ৬৫

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে রুকানা মুত্তালিবীর মল্লযুদ্ধ ৬৫
নবী (সা)-এর বিজয়, গাছের আশ্চর্য ঘটনা ৬৫

খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের আগমন ও ইসলাম গ্রহণ ৬৬
আবূ জাহ্ল কর্তৃক তাদেরকে ইসলাম হতে ফেরানোর চেষ্টা ৬৬
প্রতিনিধি দলটির নিবাস ও তাদের সম্পর্কে কুরআনের নাযিলকৃত আয়াত ৬৭
আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্তদের প্রতি মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং এ সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াত ৬৮
মুশরিকদের দাবি খ্রিস্টান জাব্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিক্ষা দান করত : এ সম্পর্কে আল্লাহ্ নাযিল করেন ৬৯

সূরা কাওসার নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে ৬৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে আস ইব্ন ওয়ায়লের উক্তি এবং সূরা কাওসার নাযিল হওয়া ৬৯
কাওসার কি ? এ প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ৭০
যাম'আ ও তার সাথীদের উক্তি এবং এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হয় ৭০
ওয়ালীদ ও তার সাথীদের উক্তি এবং এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হয় ৭১

ইসরা ও মি'রাজ ৭১
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর বর্ণনা ৭২
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনা ৭২
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে কাতাদার বর্ণনা ৭৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনার অবশিষ্টাংশ ও আবূ বকর (রা)-এর সিদ্দীক উপাধি লাভ ৭৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্কে আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা ৭৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে মু'আবিয়া (রা)-এর বর্ণনা ৭৪

ইস্‌রা স্বপ্নযোগেও হতে পারে ৭৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-এর আকার-আকৃতি বর্ণনা ৭৫
আলী (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আকার-আকৃতি বর্ণনা ৭৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা সম্পর্কে উম্মু হানী (রা)-এর বর্ণনা ৭৬
মি'রাজের বিবরণ ৭৭
মি'রাজ সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনা ৭৭
জাহান্নামের অধিনায়ক ফেরেশতার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে না হাসা ৭৮
মি'রাজ সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসের অবশিষ্টাংশ ৭৯
ইয়াতীমদের মাল আত্মসাৎকারীদের অবস্থা ৭৯
সুদখোরদের অবস্থা ৭৯
ব্যভিচারীদের অবস্থা ৭৯
যে সব স্ত্রীলোক অন্যান্য ঔরসজাত সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত বলে চালিয়ে দেয় ৮০
মি'রাজ সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসের বাকী অংশ ৮০
সালাত সংক্ষেপ করার ব্যাপারে মূসা (আ)-এর পরামর্শ ৮১
বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য ৮২
আসাদ গোত্রের বিদ্রুপকারী ৮২
বনূ যুহরার বিদ্রুপকারী ৮২
মাখযূম গোত্রের বিদ্রুপকারী ৮২
সাহম গোত্রের বিদ্রুপকারী ৮৩
খুযা'আ গোত্রের বিদ্রুপকারী ৮৩
বিদ্রুপকারীদের পরিণাম ৮৩
আবূ উযায়হির দাওসীর ঘটনা ৮৪
পুত্রদের প্রতি ওয়ালীদের অন্তিম উপদেশ ৮৪
বনূ খুযা'আর কাছে মাখযূম গোত্র কর্তৃক আবূ উযায়হির রক্তপণ দাবি ৮৪
আবূ উযায়হির হত্যা ও তজ্জন্য আব্‌দ মানাফ গোত্রের উত্তেজনা ৮৬
খালিদ (রা) কর্তৃক তার পাওনা সুদ দাবি ও এ সম্পর্কিত আয়াত ৮৮
আবূ উযায়হির হত্যা প্রতিশোধ উম্মু গায়লান প্রসঙ্গে ৮৮
উম্মু জামীল ও খলীফা 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ৮৯
যিরার ও খলীফা উমর (রা) ৮৯
আবূ তালিব ও খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকাল ৮৯
মুশরিকদের অত্যাচারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধৈর্য ধারণ ৮৯
আবূ তালিব ও খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর প্রতি মুশরিকদের ক্রমবর্ধমান নির্যাতন ৯০
অন্তিম শয্যায় আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আপোস-রফা করে দেওয়ার জন্য তাদের কাছে মুশরিকদের অনুরোধ ৯০
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনে আবূ তালিবের ইসলাম গ্রহণের আশাবাদ ৯১

কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আপোস-নিষ্পত্তির জন্য আবূ তালিবের কাছে এলে তাদের সম্পর্কে যা নাযিল হয় ৯২
রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক সাকীফ গোত্রের সাহায্য লাভের চেষ্টা ৯২
তায়েফের তিন প্রধান ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ এবং তাঁর বিরুদ্ধে উস্কানি ৯৩
আল্লাহ্‌র কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফরিয়াদ ৯৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে খ্রিস্টান গোলাম আদ্দাসের আচরণ প্রসঙ্গে ৯৪
একদল জিন কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ এবং তাদের ঈমান আনয়ন প্রসঙ্গে ৯৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আরব গোত্রসমূহকে ইসলামের দাওয়াত ৯৬
হজ্জ ও অন্যান্য মৌসুমে আরব গোত্রসমূহের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর ইসলামের প্রতি দাওয়াত ৯৬
বনূ কালবকে ইসলামের দাওয়াত ৯৭
বনূ হানীফাকে ইসলামের দাওয়াত ৯৭
বনূ আমিরকে ইসলামের দাওয়াত ৯৭
আরব গোত্রসমূহের মাঝে দাওয়াতী প্রচেষ্টা ৯৮
সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৯৮
ইয়াস ইব্‌ন মু'আযের ইসলাম গ্রহণ ও আবুল হায়সারের বৃত্তান্ত ১০০
আনসারদের মধ্যে ইসলামের সূচনা ১০১
'আকাবায় একদল খাযরাজীর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১০১
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে 'আকাবায় সাক্ষাৎকারী খাযরাজীদের পরিচয় ১০২
'আকাবার প্রথম বায়'আত ও মুস'আব (রা) ১০৩
প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী নাজ্জার গোত্রের লোক ১০৪
প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ যুরায়কের লোক ১০৪
বনূ 'আওফের থেকে যারা প্রথম 'আকাবায় শরীক হয়েছিলেন ১০৪
ইব্‌ন হিশাম কর্তৃক কাওয়াকিল নামের ব্যাখ্যা ১০৪
প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ সালিমের লোক ১০৪
প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ সালামার লোক ১০৫
প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ সাওয়াদের লোক ১০৫
প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ 'আওসের লোক ১০৫
প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ 'আমরের লোক ১০৫
'আকাবায় বায়'আতকারীদের থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গৃহীত প্রতিশ্রুতি ১০৫
'আকাবার প্রতিনিধি দলের সাথে মুস'আব (রা)-কে প্রেরণ ১০৬
মদীনায় প্রথম জুমু'আ ১০৬
আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা) ও মদীনার প্রথম জুমু'আ ১০৬
আসআদ ইব্‌ন যুরারা ও মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর প্রচেষ্টায় সা'দ ইব্‌ন মু'আয ও উসায়দ ইব্‌ন হুযায়রের ইসলাম গ্রহণ ১০৭

দ্বিতীয় 'আকাবার বায়'আত ১১১
মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র ও দ্বিতীয় 'আকাবার বায়'আত ১১১
বারা ইব্‌ন মা'রূর (রা) এবং কা'বার দিকে ফিরে তাঁর সালাত আদায় ১১১
আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ১১৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য 'আব্বাসের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ১১৩
আনসারদের থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ১১৪

বারজন নকীবের নাম ও বংশ পরিচয় ১১৫
খাযরাজ গোত্রের নকীব ১১৫
আওস গোত্রের নকীব ১১৬
কা'ব (রা)-এর একটি কাবিতায় নকীবদের উল্লেখ ১১৬
বায়'আত পূর্বে খাযরাজ গোত্রকে লক্ষ্য করে 'আব্বাস ইব্‌ন 'উবাদার ভাষণ ১১৮
দ্বিতীয় 'আকাবার বায়'আতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে যিনি সর্বপ্রথম হাত রাখেন ১১৯
দ্বিতীয় আকাবার বায়'আতে অংশগ্রহণকারীদের অন্তরে শয়তান কর্তৃক ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা ১১৯
যুদ্ধের অনুমতি লাভের জন্য বায়'আতকারীদের ব্যস্ততা ১১৯
বায়'আতের ব্যাপারে আনসারদের বিরুদ্ধে কুরায়শদের অভিযোগ ১১৯
আনসারদের সন্ধানে কুরায়শদের তৎপরতা ১২০
কুরায়শদের হাত থেকে ইব্‌ন 'উবাদার নিষ্কৃতি ও এ সম্পর্কিত কবিতা ১২০

'আমর ইব্‌ন জামূহ-এর প্রতিমার কাহিনী ১২২
'আমরের প্রতিমার সাথে তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা ১২২
আমরের ইসলাম গ্রহণ ও এ সম্পর্কে তাঁর কবিতা ১২৩

শেষ 'আকাবার বায়'আতের শর্তাবলী ১২৪
শেষ 'আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের নাম ও সংখ্যা ১২৫
আওস ইবন হারিস এবং আবদুল আশহাম গোত্রের যারা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ১২৫
হারিসা ইবন হারিস গোত্রের যারা এতে অংশগ্রহণ করেন ১২৫
আমর ইবন আওফ মালিক ইবন আওস গোত্র থেকে ছিলেন ১২৬
খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা গোত্রের যাঁরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ১২৬
'আমর ইব্‌ন মাবযূল গোত্র থেকে যিনি এ বায়'আতে শরীক হন ১২৭
'আমর ইব্‌ন মালিক গোত্র থেকে যাঁরা এ বায়'আতের শরীক হন ১২৭
বনূ মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন ১২৮
'আমর ইব্‌ন গাযিয়ার সঠিক বংশপঞ্জী ১২৮
বালাহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র থেকে এ বায়'আতে যাঁরা শরীক হয়েছেন ১২৮
বায়াযা ইব্‌ন আমির গোত্র থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন ১২৯
বনূ যুরায়ক থেকে যারা এ বায়'আতে শরীক হন ১৩০
বনূ সালামা ইব্‌ন সা'দ থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন ১৩০
বনূ সাওয়াদ ইবন গানম গোত্রের যাঁরা এ বায়য়াতে শরীক হন ১৩১
বনূ গানম ইব্‌ন সাওয়াদ-এর যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন ১৩১

সায়ফী নামের বিশুদ্ধতা ১৩২
বনূ নাবী ইব্‌ন 'আমর-এর যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন ১৩২
বনূ হারাম ইব্‌ন কা'ব এবং যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন ১৩২
খাদীজ ইব্‌ন সুলামার প্রকৃত বংশপঞ্জী ১৩৩
'আওফ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন ১৩৩
বনূ সালিম ইব্‌ন গান্‌ম থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন ১৩৪
বনূ সাঈদা ইব্‌ন কা'ব থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন ১৩৪
বনূ মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন ১৩৫
বনূ সালামা থেকে যিনি এ বায়'আতে শরীক হন ১৩৫

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যুদ্ধের নির্দেশ ১৩৫
মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের অনুমতি ১৩৭

মদীনায় হিজরতকারীগণ ১৩৭
আবূ সালামা ও তাঁর সহধর্মিণীর হিজরত এবং এ ব্যাপার তাঁরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তার বর্ণনা ১৩৭
আমির ও তাঁর স্ত্রী এবং বনূ জাহ্‌শের হিজরত ১৩৯
আরো অনেক সম্প্রদায়ের হিজরত ১৪১
এদের স্ত্রীলোকদের হিজরত ১৪২
আবূ আহমদ ইব্‌ন জাহ্‌শের কবিতা ১৪২

'উমর (রা)-এর হিজরত এবং তাঁর সঙ্গে আইয়াশ-এর কাহিনী ১৪৩
আইয়াশ-এর সঙ্গে আবূ জাহ্‌লের আগমন ১৪৪
হিশাম ইব্‌ন আস-এর প্রতি হযরত উমর (রা)-এর পত্র ১৪৫
ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের মক্কা শরীফ গমন ১৪৬

মদীনায় মুহাজিরদের আবাসস্থল ১৪৭
হযরত 'উমর (রা), তাঁর ভাই ও অন্যদের বাসগৃহ ১৪৭
তাল্‌হা (রা) ও সুহায়ব (রা)-এর বাসগৃহ ১৪৭
হামযা ও যায়দ (রা)-এর বাসগৃহ ১৪৮
'উবায়দা ও তাঁর ভাই তুফায়ল প্রমুখের বাসগৃহ ১৪৮
আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের বাসগৃহ ১৪৯
যুবায়র ও আবূ সাবুরার বাসগৃহ ১৪৯
মুস'আব (রা)-এর বাসগৃহ ১৪৯
আবূ হুযায়ফা ও উত্‌বার বাসগৃহ ১৪৯
হযরত উসমান (রা)-এর বাসগৃহ ১৪৯

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরত ১৫০
হযরত আলী (রা) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর হিজরতে বিলম্ব ১৫০
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্কে কুরায়শদের পরামর্শ সভা ১৫০

নবীজীর হত্যাকাণ্ডে পরামর্শদাতারা ১৫১
বনূ আব্দ শামস্ গোত্র থেকে ১৫১
নাওফাল ইব্ন আবদ মানাফ গোত্র থেকে ১৫১
বনূ ইব্ন কুসাই গোত্র থেকে ১৫১
বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উযযা থেকে ১৫১
বনূ মাখযূম গোত্র থেকে ১৫১
বনূ সাহম গোত্র থেকে হাজ্জাজের দুই পুত্র ১৫১
বনূ জুমাহ্ থেকে ১৫১
নবী করীম (সা) রওয়ানা হলেন এবং তাঁর বিছানায় আলী (রা)-কে রেখে গেলেন ১৫৩
মুশরিকদের প্রতীক্ষা সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াত ১৫৪
নবী করীম (রা)-এর সাথে হিজরত করার জন্য আবূ বকর (রা)-এর আকাঙ্ক্ষা ১৫৫
মদীনা শরীফে হিজরতের ঘটনা ১৫৬
যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের সংবাদ জানতেন ১৫৭
হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে গিরিগুহায় ১৫৭
আবূ বকরের ছেলে ও ফুহায়রার ছেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাথীর সম্মানার্থে সারাক্ষণ খিদমতে নিয়োজিত থাকেন ১৫৭
হযরত আসমাকে 'যাতুন-নেতাকায়ন' বলার কারণ ১৫৮
আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যানবাহন নিয়ে হাযির হলেন ১৫৮
আবূ জাহ্ল কর্তৃক আসমা (রা) প্রহৃত হলেন ১৫৯
জিন কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাত্রা সংবাদের গান পরিবেশন ১৫৯
উম্মু মা'বাদ-এর বংশ লতিকা ১৬০
হিজরতের পর আবূ বকর (রা) পরিবারের ভূমিকা ১৬০
সুরাকা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে ধাওয়া করল ১৬০
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিপি ১৬২
সুরাকার ইসলাম গ্রহণ ১৬২
আবদুর রহমান জুশামীর প্রকৃত বংশ পরিচয় ১৬৩
হিজরতের পথ ১৬৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুবায় শুভাগমন ১৬৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুবায় অবতরণ ১৬৫
আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কুবায় উপস্থিতি ১৬৫
ইব্ন হুনায়ফ ও তার মূর্তি বিনাশ করা ১৬৬
কুবার মসজিদ প্রতিষ্ঠা ১৬৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুবা থেকে বেরিয়ে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা ১৬৬
সব গোত্রই তাঁদের নিজ নিজ গোত্রে তাঁকে অবতরণের আবেদন জানান ১৬৬
উষ্ট্রী যেখানে থামল ১৬৭
মদীনায় মসজিদ নির্মাণ ১৬৮
আম্মার ও বিদ্রোহীদল ১৬৮
হযরত আলী (রা)-এর পংক্তি ১৬৯

আবূ আইয়ুব (রা)-এর ঘরে মহানবী (সা) অবতরণ করলেন ১৭০
সপরিবারে হিজরতকারিগণ ১৭১
আবূ সুফইয়ান ও জাহশের বংশধরগণ ১৭১
মক্কা বিজয়ের পর বাড়ির মালিকানা প্রসঙ্গ ১৭২
মদীনায় ইসলাম ১৭২

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষণসমূহ ১৭৩
প্রথম ভাষণ ১৭৩
দ্বিতীয় ভাষণ ১৭৪

ইয়াহূদীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুক্তি ১৭৫
আনসার-মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ১৮১
আবূ উমামা (রা) ১৮৩

আযানের ইতিবৃত্ত ১৮৪
আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা)-এর স্বপ্ন ১৮৪
উমর (রা)-এর স্বপ্ন ১৮৫
ফজরের পূর্বে বিলাল (রা) যে দু'আ করতেন ১৮৬
আবূ কায়স ইব্ন আবূ আনাস ১৮৬

ইয়াহূদীদের বৈরিতা ১৯১
বনূ নযীরের ১৯১
বনূ সা'লাবার ১৯২
বনূ কায়নুকার ১৯২
বনূ কুরায়যার ১৯২
বনূ যুরায়কের ১৯৩
বনূ হারিসার ১৯৩
বনূ আমর ইব্ন আওফের ১৯৩
বনূ নাজ্জারের ১৯৩

আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের ইসলাম গ্রহণ ১৯৩
মুখায়রীকের ইসলাম গ্রহণ ১৯৫
হযরত সফিয়্যা (রা)-এর বর্ণনা ১৯৬

মদীনার মুনাফিক সমাজ ১৯৬
বনূ যবী'আর ১৯৯
বনূ সা'লাবা ইব্ন আমর ইব্ন আওফের ২০০
বনূ উমাইয়া ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিকের ২০১
উবায়দ ইব্ন মালিক গোত্রের ২০১
নাবীত গোত্রের ২০১
জাফর গোত্রের ২০২

খাযরাজ বংশের বনূ নাজ্জার থেকে ২০৪
জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের ২০৪
আওফ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের ২০৫
বনূ নযীরকে প্ররোচনা দান ২০৫
ইয়াহূদী পণ্ডিতদের মধ্যকার মুনাফিকবৃন্দ ২০৬
কায়নুকা গোত্রের ২০৬
রাফি' ইব্‌ন হুরায়মালা ২০৬
রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবূত ২০৭
মুনাফিকদেরকে মসজিদ থেকে বহিষ্কার ২০৭
ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের ব্যাপারে যা নাযিল হয়েছে ২০৯
মুনাফিকদের প্রথম উপমা ২১৩
মুনাফিকদের দ্বিতীয় উপমা ২১৪
আল্লাহ্‌র দান : ইবাদতের আহবান ২১৫
কুরআনের চ্যালেঞ্জ ২১৫
বনী ইসরাঈলের বর্ণনা ২১৬
বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি ২১৭
উত্তম রিয্‌কের পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তুর প্রার্থনা ২১৯
পাথর থেকেও কঠিন ২১৯
আল্লাহ্‌র কিতাবে বিকৃতি সাধন ২২০
চরম মুনাফিকী ২২১
তাওরাতের সুসংবাদ গোপন ২২১
'আমানী' শব্দের অর্থ ২২২
ভিত্তিহীন দাবি ২২৩
ইয়াহূদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী ২২৪
অঙ্গীকার ভঙ্গ ২২৪
মদীনার ইয়াহূদীদের আচরণ ২২৬
নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা ২২৭
অভিশাপের কারণ ২২৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রসঙ্গ ২২৮
ইয়াহূদীদের পার্থিব মোহ ২২৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ইয়াহূদীদের প্রশ্ন এবং তাঁর জবাব ২৩০
প্রথম প্রশ্ন ২৩০
দ্বিতীয় প্রশ্ন ২৩১
তৃতীয় প্রশ্ন ২৩১
চতুর্থ প্রশ্ন ২৩১
ইয়াহূদী কর্তৃক সুলায়মান (আ)-এর নবূওয়াত অস্বীকার এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার জবাব ২৩২

খায়বরের ইয়াহূদীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র ২৩৩
আবূ ইয়াসির ও তার ভাই সম্পর্কে যা নাযিল হয় ২৩৪
মুহাকামাত ও মুতাশাবিহাত ২৩৬
ইয়াহূদী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অস্বীকার এবং এ সম্পর্কে বা নাযিল হয় ২৩৬
ঈমানের বদলে কুফর ২৩৮
ইয়াহূদীদের বিদ্বেষ ২৩৮
রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকাশে ইয়াহূদী-নাসারাদের কলহ ২৩৮
ইয়াহূদীদের ভ্রান্ত ধারণা ২৩৯
খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত দাবি ২৪০
কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তনকালে ইয়াহূদীদের বক্তব্য ২৪০
তাওরাতের সত্য গোপন ২৪৩
নবী করীম (সা) কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত ও ইয়াহূদীদের জবাব ২৪৩
বনূ কায়নুকার বাজারে ইয়াহূদীদের সমাবেশ ২৪৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইয়াহূদী শিক্ষালয়ে প্রবেশ ২৪৪
ইব্রাহীম (আ)-কে নিয়ে ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের কোন্দল ২৪৫
সকালে তাদের ঈমান আনয়ন এবং সন্ধ্যায় কুফরী অবলম্বন সম্পর্কে যা নাযিল হয় ২৪৫
আবূ রাফি'র প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যা নাযিল হয়েছে ২৪৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে নবীগণ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ ২৪৮
আনসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস ২৪৮
বু'আস যুদ্ধের দিন ২৪৮
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের অবমাননা প্রসঙ্গে যা নাযিল হয় ২৫০
ইয়াহূদীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা স্থাপনের বিরুদ্ধে যা নাযিল হয় ২৫১
আবূ বকরের ইয়াহূদী শিক্ষালয়ে প্রবেশ ২৫২
আবূ বকরের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ২৫৩
ইয়াহূদী পণ্ডিতদের চরিত্র ২৫৪
মুসলমানদের প্রতি ইয়াহূদীদের কার্পণ্য অবলম্বনের উপদেশ ২৫৪
ইয়াহূদী যাদের প্রতি মহান আল্লাহ্র লা'নত তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান ২৫৫
বিদ্রোহী দলসমূহ ২৫৭
ইয়াহূদীদের ওহী অস্বীকার ২৫৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তাদের পাথর নিক্ষেপের ব্যাপারে ঐকমত্য ২৫৮
ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের আল্লাহ্র প্রিয়জন হওয়ার দাবি ২৫৯
মূসা (আ)-এর পর কোন কিতাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে তাদের অস্বীকৃতি ২৫৯
প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডদানের ব্যাপারে তাদের নবী করীম (সা)-এর শরণাপন্ন হওয়া ২৬০
আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের বর্ণনা ২৬২
রক্তপণের ব্যাপারে ইয়াহূদীদের বৈষম্য ২৬৩
ইয়াহূদীদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরীক্ষা করার অপপ্রয়াস ২৬৪
ইয়াহূদী কর্তৃক ঈসা (আ)-এর নবুওয়তের অস্বীকৃতি ২৬৪
ইয়াহূদীদের হকপন্থী হওয়ার দাবি ২৬৫

ইয়াহূদীদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক ২৬৬
আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মু'মিনদের প্রতি ইয়াহূদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ২৬৬
কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে ইয়াহূদীদের জিজ্ঞাসা ২৬৭
উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ইয়াহূদীদের দাবি ২৬৭
আহলে কিতাব কর্তৃক আসমান থেকে কিতাব নাযিলের আহ্বান ২৬৮
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাদের যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ২৬৯
আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে ইয়াহূদীদের ধৃষ্টতাপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদ ২৬৯
নাজরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের বিবরণ ২৭০
কুয ইব্‌ন আলকামার ইসলাম গ্রহণ ২৭০
নাজরানের এক নেতার ছেলের ইসলাম গ্রহণ ২৭১
পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের সালাত আদায় ২৭১
তাদের নাম ও আকীদা ২৭২
এদের সম্পর্কে কুরআনে যা নাযিল হয়েছে ২৭২
ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য ২৭৫
কুরআনে মু'মিনদের জন্য নসীহত ও হুশিয়ারী ২৭৬
ঈসার জন্ম এবং মারইয়াম ও যাকারিয়ার ব্যাপারে কুরআনের বিবরণ ২৭৬
মারইয়ামের অভিভাবকত্বে জুরায়য ২৭৭
ঈসা (আ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া ২৭৯
পারস্পরিক অভিসম্পাতের প্রস্তাব গ্রহণ করা থেকে খ্রিস্টানদের পিঠটান ২৮০
আবূ উবায়দা (রা)-কে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ ২৮১
মুনাফিকদের সংবাদ ২৮১
মদীনায় মহামারী আকারে জ্বরের প্রাদুর্ভাব ২৮৪
মদীনা থেকে মহামারী মাহিয়া (জুহফা) নামক স্থানে সরিয়ে নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ ২৮৫
মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের সূচনা ২৮৫
হিজরতের তারিখ ২৮৫
ওদ্দান যুদ্ধ : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রত্যক্ষ আংশগ্রহণে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ ২৮৬
উবায়দা ইব্‌ন হারিসের অভিযান ২৮৬
হামযার নেতৃত্বে সায়ফুল বাহরের অভিযান ২৮৯
বুওয়াত অভিযান ২৯১
উশায়রা অভিযান ২৯১
সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ ২৯২
সাফওয়ান অভিযান বা প্রথম বদর অভিযান ২৯২
আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ ২৯৩

কা'বার দিকে কিবলার পরিবর্তন ২৯৭
বদর যুদ্ধ ২৯৭
আতিকা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন ২৯৮
কুরায়শদের রণ প্রস্তুতি ৩০০
বনূ বাকর ও কুরায়শের মধ্যে যুদ্ধের কারণ ৩০০
সুরাকার দায়িত্ব গ্রহণ ৩০২
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাত্রা ৩০৩
বদর যুদ্ধে মুসলমানদের উটের সংখ্যা ৩০৩
বদরের পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৩০৩
আনসার সাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরামর্শ চাওয় ৩০৫
আবূ সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে নিরাপদে চলে যাওয়া ৩০৮
আবূ জাহ্‌লের হঠকারিতা ৩০৮
আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল আসাদ মাখযূমীর হত্যা ৩১৩
দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য উত্‌বার আহবান ৩১৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ইব্‌ন গাযীয়াকে গুঁতা দেওয়া ৩১৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ ৩১৪
মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ ৩১৫
উমাইয়া ইব্‌ন খালফের হত্যা ৩১৭
বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের উপস্থিতি ৩১৯
আবূ জাহলের হত্যা ৩২০
উকাশা ইব্‌ন মিহসানের ঘটনা ৩২১
বদর কূপে মুশরিকদের লাশ নিক্ষেপ ৩২২
বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনীমত ৩২৫
বিজয়ের সুসংবাদ ৩২৬
মদীনায় প্রত্যাবর্তন ৩২৬
নাযর ও উকবার হত্যা ৩২৭
পরাজয়ের সংবাদ ৩২৮
মক্কার ঘরে ঘরে আর্তনাদ ৩২৮
আমর ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের বন্দিদশা ৩৩১
নবী দুহিতা যয়নব ও তাঁর স্বামী আবুল আস-এর কাহিনী ৩৩২
মদীনার পথে যয়নব (রা) ৩৩৪
আবুল আস ইব্‌ন রবীআর ইসলাম গ্রহণ ৩৩৭
মুক্তিপণ ছাড়াই যাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল ৩৩৯
মুক্তিপণের পরিমাণ ৩৪০
উমায়র ইব্‌ন ওয়াহবের ইসলাম গ্রহণ ৩৪০
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যার জন্য তাকে সাফওয়ানের প্রচারণা ৩৪০

নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব প্রকাশে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা ৩৪৩
কুরায়শদের মধ্যে আপ্যায়নকারী ব্যক্তিবর্গ ৩৪৪
বদর যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যবহৃত ঘোড়ার নাম ৩৪৫
সূরা আনফাল অবতরণ ৩৪৫
গনীমতের মাল বন্টন সম্পর্কে যা নাযিল হয় ৩৪৫
কুরায়শদের মুকাবিলা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাহাবীদের বের-হওয়া সম্পর্কে যা নাযিল হয় ৩৪৬
মুসলমানদের সুসংবাদ ও উৎসাহ প্রদান সম্পর্কে যা নাযিল হয় ৩৪৭
কংকর নিক্ষেপ ৩৪৮
আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য প্রসঙ্গে ৩৪৯
প্রাণবন্তকারী দাওয়াত ৩৫০
আল্লাহ্ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত নি'য়ামতের বর্ণনা ৩৫১
কুরায়শদের মূর্খতা প্রসঙ্গে ৩৫১
সূরা মুয্‌যাম্মিল ও বদর যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ৩৫৩
যারা আবূ সুফইয়ানকে সাহায্য করেছিল তাদের প্রসঙ্গে ৩৫৩
কাফিরদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ ৩৫৪
গনীমতের মাল বন্টন প্রসঙ্গে ৩৫৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রসঙ্গে ৩৫৬
যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র নসীহত ৩৫৭
বদরের বন্দী এবং গনীমতের মাল প্রসঙ্গে ৩৬১
মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রসঙ্গে ৩৬২
বদরে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানগণ ৩৬৩
বনূ হাশিম থেকে ৩৬৩
বনূ আব্‌দ শাম্‌স থেকে ৩৬৪
বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা থেকে ৩৬৪
বনূ কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ-এর মিত্রদের থেকে ৩৬৫
বনূ নাওফাল থেকে ৩৬৫
বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা থেকে ৩৬৫
বনূ আবদুদ্দার থেকে ৩৬৬
বনূ যুহরা থেকে ৩৬৬
বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা থেকে ৩৬৭
বনূ মাখযূম থেকে ৩৬৮
শাম্মাস নামকরণের কারণ ৩৬৮
বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব থেকে ৩৬৮
বনূ জুমাহ ও তাদের মিত্রদের থেকে ৩৬৯

বনূ আমির থেকে ৩৭০
বনূ হারিস থেকে ৩৭০
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ ৩৭১
বনূ আবদুল আশহাল থেকে ৩৭১
বনূ উবায়দ ইব্‌ন কা'ব এবং তাঁদের মিত্র থেকে ৩৭১
বনূ সাওয়াদ থেকে ৩৭২
বনূ হারিসা থেকে ৩৭২
বনূ আমর থেকে ৩৭৩
বনূ উমাইয়া থেকে ৩৭৩
বনূ উবায়দ ও তাঁদের মিত্রদের থেকে ৩৭৪
বনূ সা'লাবা থেকে ৩৭৪
বনূ জাহজাব ও তাঁদের মিত্রদের থেকে ৩৭৫
বনূ গান্‌ম থেকে ৩৭৫
মু'আবিয়া ইব্‌ন মালিক ও তাঁদের মিত্রদের থেকে ৩৭৫
বনূ ইমরাউল কায়স থেকে ৩৭৬
বনূ যায়দ থেকে ৩৭৬
বনূ আদী থেকে ৩৭৬
বনূ আহমার থেকে ৩৭৬
বনূ জুশাম ও বনূ যায়দ থেকে ৩৭৭
বনূ জিদারা থেকে ৩৭৭
বনূ আবজার থেকে ৩৭৭
বনূ আউফ থেকে ৩৭৭
বনূ জাযা তাঁদের মিত্রদের থেকে ৩৭৮
বনূ সালিম থেকে ৩৭৮
বনূ আসরাম থেকে ৩৭৮
বনূ দা'দ থেকে ৩৭৮
বনূ কুরয়ূশ থেকে ৩৭৯
বনূ মারযাখা থেকে ৩৭৯
বনূ লাওযান ও তাঁদের মিত্রদের থেকে ৩৭৯
বনূ গুসায়না থেকে ৩৭৯
বনূ সাঈদা থেকে ৩৮০
বনূ বাদী ও তাঁদের মিত্রদের থেকে ৩৮০
বনূ তারীফ ও তাঁদের মিত্রদের থেকে ৩৮০
বনূ জুহায়না থেকে ৩৮০
বনূ জুশাম থেকে ৩৮১
বনূ উবায়দ ও তাঁদের মিত্রদের থেকে ৩৮১

বনূ খুনাস থেকে ৩৮২
বনূ নু'মান থেকে ৩৮২
বনূ সাওয়াদ থেকে ৩৮২
বনূ আদী ইব্‌ন নাবী থেকে ৩৮৩
বনূ সালামার মূর্তি যাঁরা ভাঙ্গেন ৩৮৩
বনূ যুরায়ক থেকে ৩৮৩
বনূ খালিদ থেকে ৩৮৪
বনূ খালদা থেকে ৩৮৪
বনূ আজলান থেকে ৩৮৪
বনূ বায়াযা থেকে ৩৮৪
বনূ হাবীব থেকে ৩৮৫
বনূ নাজ্জার থেকে ৩৮৫
উসায়রা থেকে ৩৮৫
বনূ আমর থেকে ৩৮৫
বনূ উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা থেকে ৩৮৫
বনূ 'আয়িয ও তাঁর মিত্রদের থেকে ৩৮৬
বনূ যায়দ থেকে ৩৮৬
বনূ সাওয়াদ ও তাঁদের মিত্রদের থেকে ৩৮৬
বনূ আমির ইব্‌ন মালিক থেকে ৩৮৬
বনূ আমর ইব্‌ন মালিক থেকে ৩৮৭
বনূ আদী ইব্‌ন আমর থেকে ৩৮৭
বনূ আদী ইব্‌ন নাজ্জার থেকে ৩৮৭
বনূ হারাম ইব্‌ন জুন্দুব থেকে ৩৮৮
বনূ মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার ও তাঁদের মিত্রদের থেকে ৩৮৮
বনূ খানসা ইব্‌ন মাবযূল থেকে ৩৮৮
বনূ সা'লাবা ইব্‌ন মাযিন থেকে ৩৮৯
বনূ দীনার ইব্‌ন নাজ্জার থেকে ৩৮৯
বনূ কায়স থেকে ৩৮৯
আরো কিছু বদরী সাহাবী (রা) ৩৮৯
বদরী সাহাবীদের সর্বমোট সংখ্যা ৩৯০
বদরের যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন ৩৯০
বনূ আবদুল মুত্তালিব থেকে ৩৯০
বনূ জুহরা থেকে ৩৯০
বনূ আদী থেকে ৩৯০
বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহর থেকে ৩৯০
আনসারদের থেকে ৩৯০

বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ থেকে ৩৯১
বনূ সালামা থেকে ৩৯১
বনূ হাবীব থেকে ৩৯১
বনূ নাজ্জার থেকে ৩৯১
বনূ গান্‌ম থেকে ৩৯১
বদরে যে সব মুশরিক নিহত হয়েছিল ৩৯১
বনূ আব্‌দ শামস্ থেকে ৩৯১
বনূ নাওফাল থেকে ৩৯২
বনূ আসাদ থেকে ৩৯২
বনূ আবদুদ্দার থেকে ৩৯৩
বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা থেকে ৩৯৩
বনূ মাখযূম থেকে ৩৯৪
বনূ সাহম থেকে ৩৯৬
বনূ জুমাহ্ থেকে ৩৯৬
বনূ আমির থেকে ৩৯৬
বদর যুদ্ধে নিহত অন্যান্য কাফির যাদের কথা ইব্‌ন ইসহাক আলোচনা করেননি ৩৯৭
বনূ আব্‌দ শামস্ থেকে ৩৯৭
বনূ আসাদ থেকে ৩৯৮
বনূ আবদুদ্দার থেকে ৩৯৮
বনূ তায়ম থেকে ৩৯৮
বনূ মাখযূম থেকে ৩৯৮
বনূ জুমাহ থেকে ৩৯৮
বনূ সাহম থেকে ৩৯৯
বদর যুদ্ধে বন্দী মুশরিকদের বিবরণ ৩৯৯
বনূ হাশিম থেকে ৩৯৯
বনূ মুত্তালিব থেকে ৩৯৯
বনূ আব্‌দ শামস ও তাদের মিত্রদের থেকে ৩৯৯
বনূ নাওফাল ও তাদের মিত্রদের থেকে ৩৯৯
বনূ আবদুদ্দার ও তাদের মিত্রদের থেকে ৪০০
বনূ আসাদ ও তাদের মিত্রদের থেকে ৪০০
বনূ মাখযূম থেকে ৪০০
বনূ সাহম থেকে ৪০১
বনূ জুমাহ থেকে ৪০১
বনূ আমির থেকে ৪০১
বনূ হারিস থেকে ৪০২
বনূ হাশিম থেকে ৪০২

বনূ মুত্তালিব থেকে ৪০২
বনূ আব্দ শামস থেকে ৪০২
বনূ নাওফাল থেকে ৪০২
বনূ আসাদ থেকে ৪০২
বনূ আবদুদ্দার থেকে ৪০২
বনূ তায়ম থেকে ৪০৩
বনূ মাখযূম থেকে ৪০৩
বনূ জুমাহ থেকে ৪০৩
বনূ সাহম থেকে ৪০৩
বনূ আমির থেকে ৪০৩
বনূ হারিস থেকে ৪০৩

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা—১ ৪০৪
হামযা (রা)-এর কবিতা
বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর কবিতা

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা —২ ৪১১
বদর যুদ্ধে নিহতদের উদ্দেশ্যে শোকগাথা
হাস্‌সানের কবিতার জবাবে হারিসের কবিতা
এ সম্পর্কে হাস্‌সান (রা)-এর আরো কবিতা
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরো বলেন
উবায়দা ইব্‌ন হারিসের কবিতা তাঁর নিজ পা কাটা সম্পর্কে

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা—৩ ৪১৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসায় তালিবের কবিতা
কবি যিরার-এর আবূ জাহ্‌ল সম্পর্কে শোকগাথা
বদরে নিহতদের সম্পর্কে আবূল আসওয়াদের বিলাপ
বদরে নিহতদের সম্পর্কে উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সালতের শোকগাথা

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা—৪ ৪২৬
আবূ উসামার কবিতা
হিন্‌দ বিন্‌ত উতবার কবিতা
হিনদের দ্বিতীয় শোকগাথা
সফিয়্যা বিন্‌ত মুসাফিরের শোকগাথা
হিন্‌দ বিন্‌ত উসাসার শোকগাথা
বদর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার তারিখ

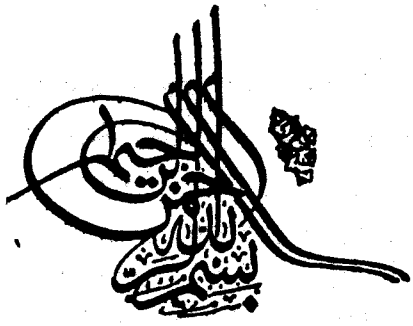

সীরাতুন নবী (সা)

দ্বিতীয় খণ্ড

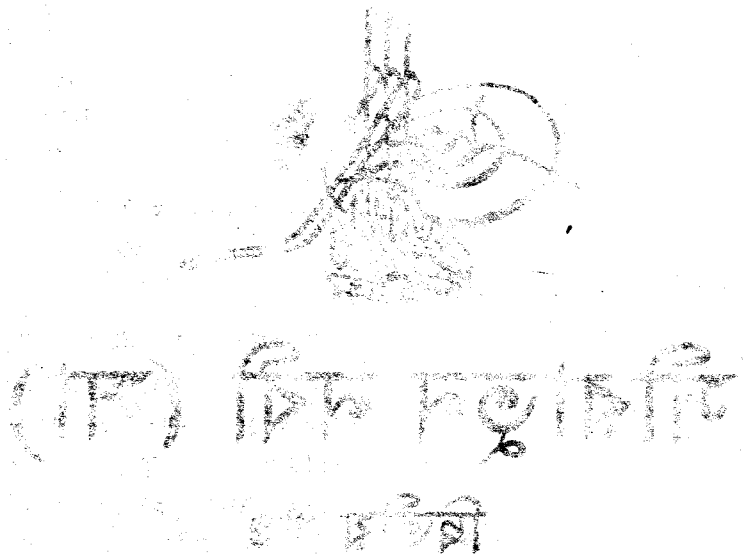

চুক্তিনামার বিবরণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কাফিরদের প্রতিশোধমূলক হলফনামা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা যখন দেখল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ একটি নিরাপদ স্থানে গিয়ে সম্মানজনক আশ্রয় পেয়ে গেছে, সম্রাট নাজ্জাশী তাদেরকে তাদের বিরোধীপক্ষ হাতে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, এদিকে উমর (রা)-ও ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তিনি ও হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে গিয়ে মিলেছেন, ফলে আরবের অপরাপর গোত্রে ইসলাম ক্রমবিস্তার লাভ করছে, তখন তারা এক জরুরী পরামর্শে মিলিত হল এবং এই মর্মে তারা বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের বিরুদ্ধে একটি হলফনামা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা আর তাদের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখবে না। তাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও বেচাকেনা সম্পূর্ণরূপে বয়কট করে চলবে। এ প্রস্তাবে তাদের ঐকমত্য সাধিত হওয়ার পর, তারা একটি চুক্তিনামা লিখল এবং তা মেনে চলার ব্যাপারে সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল ও তাতে তারা সই করল। এরপর তারা চুক্তিপত্রটি কা'বা **শরীফের** ভিতরে ঝুলিয়ে রাখল, যাতে এর মর্যাদা তাদের অন্তরে সুদৃঢ় হয়।

এ চুক্তিনামাটি লিখেছিল মানসূর ইব্‌ন 'ইকরিমা ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ 'আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারও মতে এর লেখক ছিল নাযর ইব্‌ন হারিস। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার উপর অভিসম্পাত করেছিলেন। ফলে, তার কয়েকটি আঙ্গুল অবশ হয়ে যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের লোকজন আবূ তালিব ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিবের কাছে সমবেত হয় এবং তার সাথে তাঁর গিরিসংকটে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বনূ হাশিম থেকে একমাত্র আবূ লাহাব 'আবদুল-উয্‌যা ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিবই সপক্ষ ত্যাগ করে কুরায়শের সাথে মিলিত হয় এবং তাদের সমর্থন করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আবূ লাহাবের হঠকারিতা এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ ওহী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবূ লাহাব স্বগোত্র ছেড়ে কুরায়শদের পক্ষ অবলম্বন করার পর, উতবা ইব্‌ন রবী'আর কন্যা হিন্দার সাথে সাক্ষাৎ করল। তাকে বলল : হে উতবা তনয়া! তুমি কি লাত ও 'উয্‌যার সমর্থন করেছ? যারা

তাদের পরিত্যাগ ও বিরোধিতা করেছে তুমি কি তাদের বর্জন করেছ ? সে বলল : হ্যাঁ, হে আবূ 'উতবা! আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে বলত মুহাম্মদ আমাকে এমন সব বিষয়ের কথা বলে ভয় দেখায়, যা আমি দেখি না। সে বলে, মৃত্যুর পর সেগুলো হবে। এসব বলে সে আমার হাতে কি যেন তুলে দিল। এরপর সে তার দু'হাতে ফুঁ দিয়ে বলে ওঠে, তোমরা ধ্বংস হও, মুহাম্মদ যা বলে তার কিছুই আমি তোমাদের মাঝে দেখছি না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ "আবূ লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজেও।"

ইব্ন হিশাম বলেন : تَبَّتْ মানে خسرت (ধ্বংস হোক, ক্ষতিগ্রস্ত হোক) التباب (হতে ক্রিয়াটি উদ্ভূত, যার) অর্থ الخسران (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ধ্বংস হওয়া)। বনূ হিলাল ইব্ন আমির ইব্ন সা'সা'আ গোত্রীয় হাবীব ইব্ন খুদ্রা খারিজীর একটি কাসিদায় আছে :

হে তায়ব! আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের লোক
যাদের শ্রম পণ্ড ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

কুরায়শদের সম্পর্কে আবূ তালিবের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আবূ তালিব বলেন :

ওহে! আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বনূ লুআঈকে এ বার্তা পৌঁছে দাও, বিশেষত বনূ লুআঈ-এর শাখা বনূ কা'বকে।

তোমরা কি জান না, আমরা মুহাম্মদকে একজন নবীরূপে পেয়েছি, যেমন নবী ছিলেন হযরত মূসা। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণনা আছে।

وان عليه فى العباد محبة × ولاخير ممن خصه الله بالحب –

মানুষের অন্তরে তাঁর জন্য আছে ভালবাসার ঠাঁই। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে নিজ ভালবাসার জন্য বাছাই করেছেন, তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কল্যাণের আশা করা যায় না।

তোমরা যে চুক্তিপত্র লিখেছ, তা তোমাদের নিজেদেরই জন্য অশুভ প্রমাণিত হবে, যেমন অশুভ প্রমাণিত হয়েছিল সালিহ (আ)-এর উট শাবকের আওয়ায।

তোমরা সচেতন হও, সচেতন হও, কবর খননের আগেই। সাবধান হও সেদিনের আগে, যেদিন নিষ্পাপ লোক হবে পাপীদের মত।

তোমরা নিন্দুকদের কথায় পড়ে, আমাদের পূর্ব ভালবাসা ও নৈকট্যের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে ফেল না।

তোমরা টেনে এনো না ক্রমাগত যুদ্ধ। কারণ, যুদ্ধের স্বাদ যে একবার গ্রহণ করেছে, সে তা তেঁতোই পেয়েছে।

কা'বার রবের কসম ! আমরা এমন লোক নই যে, কালচক্রের আঘাত ও বিপদাপদে জর্জরিত হয়ে আহমদকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দেব—

এখনও তো তোমাদের আমাদের গর্দান বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং তোমাদের আমাদের হাত তীক্ষ্ণ কুসাসী তরবারিতে কর্তিত হয়নি।

بمعترك ضيق ترى كسر القنا × به والنسور الطخم يعكفن كالشوب –

আমরা এখনও মুখোমুখি হইনি এমন সুকঠিন রণাঙ্গণে, যেখানে তুমি দেখতে পাবে— ইতস্তত খণ্ড-বিখণ্ড বর্শা, আর কালো মাথাবিশিষ্ট একঝাঁক শকুন, যারা নেশাগ্রস্থদের মত বুঁদ হয়ে পড়ে আছে।

তার আশেপাশে ঘোড়ার ছোটাছুটি ও দুর্দান্ত বীরদের হাঁক-ডাক দেখলে তুমি ভাববে, এ বুঝি এক মহাব্যস্ত রণক্ষেত্র।

আমাদের পূর্বপুরুষ কি হাশিম নন, যিনি নিজ শক্তিকে করে যান সুদৃঢ় এবং সন্তানদের উপদেশ দিয়ে যান বর্শা ও তলোয়ারবাজীর ?

আমরা যুদ্ধে ক্লান্ত হই না, যতক্ষণ না যুদ্ধই শ্রান্ত হয়ে ওঠে, যে কোন বিপদ-আপদই আসুক, আমরা কারও কাছে তার অভিযোগ করি না।

والكننا اهل الحفائظ والنهى × اذا طار ارواح الكماة من الرعب –

বস্তুত আমরা সুদক্ষ প্রতিরোধকারী, জ্ঞানের অধিকারী এমনকি সেই মুহূর্তেও, যখন ভয়-ত্রাসে বাহাদুদেরও প্রাণ উড়ে যায়।

উক্ত গিরিসংকটে তারা দুই বা তিন বছর অন্তরীণ অবস্থায় কাটান। এ সময় তারা দূর্বিষহ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। কুরায়শদের কতক আত্মীয়তার দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তি গোপনে যা কিছু পাঠাত, তাই ছিল তাদের সম্বল, নয়ত প্রকাশ্যে তাদের কাছে কারও কোন সাহায্য-সামগ্রী পৌঁছতে পারত না।

হাকীম ইব্‌ন হিযামের সাহায্য প্রেরণ, আবূ জাহল কর্তৃক বাধা প্রদান ও আবুল বাখতারীর মধ্যস্থতা

বর্ণিত আছে, হাকীম ইব্‌ন হিযাম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ তাঁর ফুফু খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (রা)-এর জন্য কিছু গম নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার একটি গোলাম তা বয়ে নিচ্ছিল। খাদীজা (রা) তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণী এবং তাঁরই সংগে গিরিসংটে অবস্থানরত ছিলেন। আবূ জাহল তাদের দেখতে পেয়ে রুখে দাঁড়ায় এবং বলে ওঠে : তুমি এই খাদ্য সামগ্রী নিয়ে বনূ হাশিমের কাছে যাবে ? আল্লাহ্‌র কসম ! এ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তোমাকে এক কদমও অগ্রসর হতে দেব না। তার আগে আমি তোমাকে মক্কায় অপদস্থ করে ছাড়ব। এমনি মুহূর্তে সেখানে আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আবূ জাহ্‌লকে বললেন : তোমার কি হয়েছে ? আবূ জাহ্‌ল বলল : সে বনূ হাশিমের কাছে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে। আবুল বাখতারী বললেন : আরে, তার ফুফুর এই সামান্য কিছু

খাদ্যদ্রব্য তার কাছে রক্ষিত ছিল। তিনি এখন চেয়ে পাঠিয়েছেন আর তুমি তাতে বাধা দিচ্ছ ? ছেড়ে দাও, ও চলে যাক। কিন্তু আবূ জাহ্‌ল অনড়। এই নিয়ে তাদের মধ্যে কটুক্তি বিনিময়ও হল। এক পর্যায়ে আবুল বাখতারী উটের একটি চোয়াল তুলে আবূ জাহ্‌লকে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। ফলে তার মাথা ফেটে যায়। এরপর তাকে আচ্ছা করে পদদলিত করেন। হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব কাছ থেকে এসব লক্ষ্য করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীদের নিকট কোনরূপ সাহায্য-সামগ্রী পৌঁছুক, এটা কাফিরদের পসন্দ ছিল না। তাঁদের দুঃখ-দুর্দশায় তারা রীতিমত কৌতুকবোধ করছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এ অবস্থায়ও নিজ সম্প্রদায়কে রাত-দিন, প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বাবস্থায় হিদায়াতের পথে আহবান জানাচ্ছিলেন। এভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করে যাচ্ছিলেন। এতে কোন মানুষকে তিনি একবিন্দু পরওয়া করতেন না।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তাঁর সম্প্রদায়ের নির্যাতন

আবূ লাহাব সম্পর্কে আল্লাহ্ যা নাযিল করেন

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে বরাবরই কুরায়শদের থেকে হিফাযত করেছেন। এই সামাজিক বয়কটকালে তাঁর চাচা এবং তাঁর গোত্র-বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবও যথারীতি তাঁর পক্ষে রুখে দাঁড়ায় এবং সার্বিক সহায়তা দান করে। কাফিররা যখনই তাঁর উপর কোন দৈহিক আক্রমণ চালানোর দুরভিসন্ধি করেছে, তখনই তারা ইস্পাত-কঠিন প্রাচীররূপে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে কুরায়শরা ঠাট্টা-উপহাস ও কূট-তর্কের পথ বেছে নেয়। তাদের এসব অপতৎপরতা সম্পর্কে যুগপৎভাবে কুরআনের আয়াতও নাযিল হতে থাকে। কুরআন তো পরিষ্কারভাবে অনেকের নামও উচ্চারণ করেছে, আবার অনেক সময় সাধারণভাবে কাফিরদের আলোচনাক্রমে তাদের উল্লেখ করে দিয়েছে। কুরআন মজীদে যাদের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তাদের মধ্যে সবশেষে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আবূ লাহাব ইব্‌নআবদুল মুত্তালিব এবং তার স্ত্রী উম্মু জামীল বিন্‌ত হারব ইব্‌ন উমাইয়া; যাকে আল্লাহ তা'আলা নাম দিয়েছেন 'হাম্মালাতাল-হাতাব' 'ইন্ধন বহনকারিণী'। কারণ সে কাঁটা বহন করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যাতায়াত পথে ছড়িয়ে দিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়ের সম্পর্কে নাযিল করেন :

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ - مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ - سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ - وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ - فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ -

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও- যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে পাকান রজ্জু।" (১১১ : ১-৫)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : الجيد অর্থ গলদেশ আ'শা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবা তার একটি কবিতায় বলেন :

"কুতায়লা যেদিন কণ্ঠহার পরে তার দীর্ঘ গ্রীবা নিয়ে আমাদের সামনে হাযির হয়েছিল।"

جيد -এর বহুবচন اجياد।

المسد - এক প্রকার গাছ, যা তুলার মত ধুনে রশি তৈরি করা হয়। নাবিগা যুবয়ানী তার একটি দীর্ঘ কবিতায় বলেন :

مقذوفة بدخيس النحض بازلها × له صريف صريف القعو بالمسد -

"সে এক হৃষ্টপুষ্ট গরু। তার গোশ্‌ত কানায় কানায় পূর্ণ। তার দাঁত কাটার শব্দ যেন ঠিক রশি তৈরিকালে চরকা চালানোর আওয়ায।"

শব্দটি একবচনে مَسَدَةٌ ব্যবহৃত হয়। নাবিগার আসল নাম যিয়াদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মু'আবিয়া।

উম্মু জামীলের দুরভিসন্ধি এবং আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর রাসূলের হিফাযত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি শুনেছি, এই ইন্ধন বহনকারিণী উম্মু জামীল তাঁর ও তার স্বামীর সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হল। সে তৎক্ষণাৎ একখণ্ড পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে ছুটে আসল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সংগে নিয়ে কা'বা শরীফের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। উম্মু জামীল তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তার দৃষ্টির আড়াল করে দিলেন। ফলে সে কেবল আবূ বকর (রা)-কেই দেখতে পেল। সে জিজ্ঞেস করল : হে আবূ বকর ! তোমার সঙ্গী কই ? আমি শুনেছি, সে নাকি আমার কুৎসা করে। আল্লাহ্‌র কসম ! এই মুহূর্তে তাকে পেলে আমি এই পাথর তার মুখে ছুঁড়ে মারতাম। শোন, আমিও কিন্তু একজন কবি। তখন সে বলল :

"আমরা এক নিন্দিত ব্যক্তির নাফরমানী করেছি, আমরা তার নির্দেশ অমান্য করেছি এবং আমরা তার দীনকে ঘৃণা করি।"

এই বলে সে চলে গেল। আবূ বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! সেকি আপনাকে দেখেনি ? তিনি বললেন : না, সে আমাকে দেখেনি। আল্লাহ্ তার দৃষ্টি থেকে আমাকে আড়াল করে দেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ودينه قلينا লাইনটি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মুযাম্মাম (নিন্দিত) নাম দিয়ে গালমন্দ করত। তিনি বলতেন : তোমরা কি আশ্চর্যবোধ কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার থেকে কুরায়শদের গালমন্দ কিভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তারা গালমন্দ করে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত)-কে, আর আমি হচ্ছি 'মুহাম্মদ' (প্রশংসিত)।

উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্যাতন প্রসঙ্গে

উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখামাত্রই উচ্চঃস্বরে গালমন্দ ও নিম্নস্বরে নিন্দাবাদ করত। আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্পর্কে নাযিল করেন :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ - الَّذِىْ جَمَعَ مَا لاً وَّعَدَّدَهُ - يَحْسَبُ اَنَّ مَا لَهُ اَخْلَدَهُ - كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ - وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ - نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ - اِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ - فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ -

"দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে; যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে, সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় ; হুতামা কী, তা তুমি কি জান ? তা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে; নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।" (১০৪ : ১-৯)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : اَلْهُمَزَةِ অর্থ যে ব্যক্তি মানুষকে প্রকাশ্যে গালাগাল করে, চোখ পাকায় ও কটাক্ষ করে।

এ প্রসংগে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) তাঁর একটি গীতি কবিতায় বলেন :

همزتك فاختضعت لذل نفس × يقافية تاجج كالشواظ -

"আমি লেলিহান অগ্নিতুল্য ছন্দ দ্বারা তোমার প্রতি কটাক্ষ করি; ফলে, তুমি স্বীয় হীনতাবশত বশ্যতা স্বীকার করেছ।"

هُمَزَةٍ এর বহুবচন هُمَزَات আর اللمزة-এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে পশ্চাতে অন্যের দোষ চর্চা করে ও তাদের কষ্ট দেয়। রূ'বা ইব্‌ন আজ্জাজ তার একটি কবিতায় বলেন :

فى ظل عصرى باطلى ولمزى

"আমার অসার বাক্য এবং আমার নিন্দাবাদ, আমার সময়ের ছায়ায় লালিত হয়েছে।"

'আস ইব্‌ন ওয়ায়ল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপহাস এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরূপ আরেকজন দূরাচার হচ্ছে 'আস ইব্‌ন ওয়ায়ল সাহমী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতম সাহাবী খাব্বাব ইব্‌ন আরাত (রা) ছিলেন একজন কর্মকার। তিনি মক্কায় তরবারি বানাতেন। একবার তিনি 'আস ইব্‌ন ওয়ায়লের কাছে কয়েকটি তরবারি বিক্রি করেন। তার নির্দেশেই তিনি সেগুলো তৈরি করেছিলেন। একদিন তিনি তার কাছে সে টাকার তাগাদা দিতে গেলে আস বলল : হে খাব্বাব! তুমি যার দীনের অনুসারী, তোমার সেই সাথী মুহাম্মদ কি বলে না যে, যারা জান্নাতে যাবে, তারা সেখানে যত খুশি সোনা-রূপা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চাকর-বাকর লাভ করবে? খাব্বাব বললেন : বটেই তো। তখন সে বলল :

তা হলে তুমি হে খাব্বাব! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দাও। সেখানে গিয়ে আমি তোমার পাওনা শোধ করে দেব। আল্লাহ্‌র কসম, হে খাব্বাব! তুমি ও তোমার সাথী আল্লাহ্‌র নিকট আমার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে না এবং সেখানেও আমার চেয়ে বেশি বেহেশতী নিয়ামত পাবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا - اَطَّلَعَ الْغَيْبَ ... ... وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا -

"তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? কখন-ই নয়, তারা যা বলে, আমি তা লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। সে যে বিষয়ের কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।" (১৯ : ৭৭-৮০)

আবূ জাহ্‌ল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উৎপীড়ন এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত

আমি শুনেছি একবার আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল : হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের দেবদেবীদের গালমন্দ করা বন্ধ কর, অন্যথায় আমরাও তোমার ইলাহের গালমন্দ করব, যার ইবাদত তুমি কর। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তার সম্পর্কে নাযিল করেন :

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ -

"আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে, তাদের তোমরা গালি দিও না, কেননা তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌কেও গালি দেবে।" (৬ : ১০৮)

বর্ণিত আছে, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দেবদেবীদের নিন্দা করা হতে বিরত হন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে থাকেন।

নায্‌র ইব্‌ন হারিস কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্যাতন এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উত্যক্তকারীদের মধ্যে আরেকজন হচ্ছে নায্‌র ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন 'আলকামা ইব্‌ন কাল্‌দা ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন 'আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখনই কোন মজলিসে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান জানাতেন, কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন এবং কুরায়শদের বিগত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ইতিহাস দ্বারা সতর্ক করে মজলিস ত্যাগ করতেন, তখন নায্‌র ইব্‌ন হারিস উঠে সে মজলিসের লোকদের পারস্য বীর রুস্তম, ইসফানদিয়ার ও ইরানী রাজা-বাদশাহদের কাহিনী বর্ণনা করে শোনাত। সে বলত, আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ আমার চাইতে ভাল বর্ণনাকারী নয়। তার বর্ণনা তো অতীত যুগের উপকথা মাত্র। তার মত আমিও সেগুলো লিখে রেখেছি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً - قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"তারা বলে 'এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়।' বল, 'এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (২৫ : ৫-৬)

আরও নাযিল হয় : اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ "তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা মাত্র।" (৬৮ : ১৫; ৮৩ : ১৩)

আরও ইরশাদ হয় :

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ - يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

"দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহ্‌র আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সংগে অটল থাকে যেন সে তা শোনেনি। তাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।" (৪৫ : ৭-৮)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : اَفَّاك - মানে ঘোর মিথ্যাবাদী।

কুরআন মজীদে আছে : اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ - وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ "দেখ তারা তো মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।" (৩৭ : ১৫১-১৫২)

রু'বা ইব্‌ন 'আজ্জাজ তাঁর এক কবিতায় বলেন : ما لامرى افك قولا افكا "কোন মানুষের মিথ্যা রটনায় কি লাভ।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি শুনেছি, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার সাথে মসজিদে বসে ছিলেন। এ সময় নায্‌র ইব্‌ন হারিস সেখানে উপস্থিত হয় এবং মজলিসে তাদের সাথে বসে পড়ে। সেখানে কুরায়শ গোত্রের লোক উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে আলোচনা করতে লাগলেন। নায্‌র ইব্‌ন হারিস আলোচনায় তাঁর সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নিরুত্তর করে দিতে সক্ষম হন। এরপর তিনি তাদের সকলের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করেন :

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ - لَوْ كَانَ هٰؤُلَاءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ - لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ

"তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর, সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে। যদি তারা ইলাহ্ হত তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; তাদের সকলেই তাতে স্থায়ী হবে। সেথায় থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই শুনতে পাবে না।" (২১ : ৯৮-১০০)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ আগুন জ্বালানোর উপকরণ। আবূ যুওয়ায়ব খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন খালিদ হুযালী বলেন :

فاطفى ولا توقد ولاتك محضا - لنار العداة ان تطير شكاتها

"সুতরাং তুমি আগুন নিভাও, তা প্রজ্বলিত করে তুমি তার ইন্ধন হয়ো না। কেননা, শত্রুর আগুনের লেলিহান শিখা তোমাকেও গ্রাস করবে।"

এটা আবূ যুওয়ায়বের একটি কবিতার অংশবিশেষ।

অপর এক কবি বলেন :

حضات له نارى فابصر ضوءها × وماكان لولا حضاة النار يهتدى

"আমি তার জন্য আগুন জ্বালিয়েছি, ফলে সে তার আলোকচ্ছটা দেখেছে। ঐ আগুনের আলো না হলে সে পথের দিশা পেত না।"

ইব্‌ন যাবা'রীর উক্তি এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদেরকে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিস ত্যাগ করলেন। এ সময় সেখানে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাবা'রী সাহ্‌মী এসে উপস্থিত হল। সে অন্যদের সাথে মজলিসে আসন গ্রহণ করল। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা তাকে লক্ষ্য করে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আবদুল মুত্তালিবের সন্তান এইমাত্র নায্‌র ইব্‌ন হারিসকে নির্বাক করে দিয়েছে। মুহাম্মদ দাবি করে বলে : আমরা এবং আমরা যাদের উপাসনা করি, সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হব। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাবা'রী বলল : দেখ আমি যদি তাকে পেতাম, তবে নির্ঘাত হারিয়ে দিতাম। তোমরা গিয়ে মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস কর, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরই ইবাদত করা হয়, সকলেই কি উপাসকদের সাথে জাহান্নামী হবে ? আমরা তো ফেরেশতাদেরও উপাসনা করি। অনুরূপ ইয়াহূদীরা হযরত উযায়র (আ)-এর এবং নাসারা সম্প্রদায় 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর পূজা করে। এ উত্তর শুনে ওয়ালীদ এবং মজলিসের অন্যরা খুবই খুশি হল। তারা ভাবল, ইব্‌ন যাবা'রীর এ প্রতিউত্তরে মুহাম্মদ (সা)-এর পরাজয় অনিবার্য। তার এ উক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উত্থাপন করা হল। তিনি বললেন : আল্লাহ্ ছাড়া আর যে-কেউ এটা ভালবাসে যে তার উপাসনা করা হোক, সে অবশ্যই উপাসকের সাথে জাহান্নামী হবে। তারা তো কেবল শয়তানদেরই পূজা করে। আর করে তাদের পূজা, যারা তাদের উপাসনা করতে বলে। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ - لاَ يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِىْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ -

"যাদের জন্য আমার নিকট হতে আগে থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদের তা থেকে দূরে রাখা হবে। তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং সেথায় তারা তাদের মন যা চায়, চিরকাল তা ভোগ করবে।" (২১ : ১০১-১০২)

এ আয়াতে 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ) ও উযায়র (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। অনুরূপ সেইসব ইয়াহূদী ধর্মশাস্ত্রবিদ (আহবার) ও খ্রিস্টান ধর্মযাজক (রাহিব)-ও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে জীবন নির্বাহ করেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালের বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্থলে রব ঠাউরে নিয়েছে এবং তাদের পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হয়েছে।

তারা বলত : তারা ফেরেশতাদের পূজা করে এবং ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ নাযিল করেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ - لاَ يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ ... ... وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهِ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ -

"তারা বলে,'দয়াময় (আল্লাহ্) সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমি-ই ইলাহ্ তিনি (আল্লাহ্) ব্যতীত', তাকে আমি প্রতিফল দেব জাহান্নাম; এভাবেই আমি যালিমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।" (২১ : ২৬-২৯)

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাবা'রী-এর এ উক্তি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এরও পূজা-অর্চনা করা হয়, যা শুনে ওয়ালীদ ও উপস্থিত শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে এটাকে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ বলে মনে করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ -

"যখন মারইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।" (৪৩ : ৫৭)

তারপর 'ঈসা (আ) সম্পর্ক বলা হচ্ছে :

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ - وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ - وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ لاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ -

"সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করলে তাদের মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। ঈসা তো কিয়ামতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।" (৪৩ : ৫৯-৬১)

وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, রুগ্নকে সুস্থ করা সহ যে সকল নিদর্শন আমি তার হাতে তুলে দিয়েছি, কিয়ামতের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য সেগুলো প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

আখনাস ইব্‌ন শারীক ও তার সম্পর্কে আল্লাহ্ যা নাযিল করেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অপর একজন নির্যাতনকারী হচ্ছে আখনাস ইব্‌ন শারীক ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন ওয়াহব সাকাফী। সে ছিল যুহরা গোত্রের মিত্র এবং স্বগোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। গোত্রের সকলে তার কথা শুনত। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিন্দা করে বেড়াত এবং তাঁর প্রচার খণ্ডন করত। আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্পর্কে— وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ - هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ হতে زَنِيْمٍ পর্যন্ত সূরা কালামের এ আয়াতগুলো নাযিল করেন।

অর্থ : "তুমি অনুসরণ কর না তার - যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়, যে কল্যাণকার্যে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।" (৬৮ : ১০-১৩)।

এখানে زَنِيْمٍ শব্দটি জারজ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কারও পিতৃ-পরিচয় নিয়ে নিন্দা করেন না। বস্তুত এ বিশেষণ উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্ তা'আলা তার পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন। الزَّنِيْمُ অর্থ যে নিজ বংশে অপরিচিত, তবে অন্য গোত্রের পরিচয়ে পরিচিত। জাহিলী যুগের কবি খাতীম তামীমীর কবিতায় আছে :

زَنِيْمٌ تداعاه الرجال زيادة × كما زيد فى عرض الاديم الاكارع

"সে অন্য গোত্রের লোক, কিন্তু এ গোত্রের পরিচয়ে পরিচিতি। লোকে তাকে ফালতু বলেই জানে। সে যেন পায়ের তলার চামড়া, যাকে বাড়তি ধরে অন্য চামড়ার সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়।"

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা এবং তার সম্পর্কে আল্লাহ্ যা নাযিল করেন

অন্য একজন নির্যাতনকারী হচ্ছে ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা। সে বলত, মুহাম্মদের প্রতি ওহী নাযিল হবে, আর আমি বাদ যাব; যেখানে আমি কুরায়শ গোত্রের একজন সরদার ও সর্বজনমান্য নেতা ? কিংবা অপসন্দ করা হবে সাকীফ গোত্রের অধিপতি আবূ মাসউদ 'আমর ইব্‌ন 'উমায়কে? আমরা দু'জন হচ্ছি মক্কা ও তায়ফের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ হতে مِمَّا يَجْمَعُوْنَ পর্যন্ত সূরা যুখরুফের এ আয়াত দু'টি নাযিল করেন।

অর্থ : "এবং এরা বলে, 'এই। কুরআন কেন অবতীর্ণ হল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর ? এরা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে ? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতম।" (৪৩ : ৩১-৩২)

উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ ও উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আয়ত এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ যা নাযিল করেন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অপর দুজন নির্যাতনকারী ব্যক্তি হচ্ছে—উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ ও 'উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আয়ত। তারা ছিল একে

অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একবার 'উক্‌বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসে বসে তাঁর কথা শুনেছিল। একথা উবায়-এর কানে পৌঁছায়। সে তখন 'উক্‌বার কাছে এসে বলল : আমি কি শুনিনি, তুমি মুহাম্মদের সাথ ওঠাবসা কর এবং তার কথা শোন ? আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি, তবে আমার জন্য তোমার চেহারা দেখা হারাম। সে একটা কঠিন শপথ করে বলল : যদি তুমি তাঁর কাছে বস, বা তাঁর কথা শোন, তবে তাঁর মুখে থুথু মেরে আসতে হবে। আল্লাহ্‌র দুশমন 'উক্‌বা এ ঘৃণ্য কাজটি সম্পন্ন করে। আল্লাহ্ তাকে লা'নত করুন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً . يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً - لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلاً .

"যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়, 'দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছাবার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।" (২৫ : ২৭-২৯)

একদিন উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ একখণ্ড জরাজীর্ণ হাড় নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হল। সে বলল : হে মুহাম্মদ! তোমার বিশ্বাস আল্লাহ্ তা'আলা এই ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থিকেও পূনরুজ্জীবিত করবেন ? এই বলে সে অস্থিটিকে হাতের মাঝে গুড়োগুড়ো করে ফেলল এবং তা ফুঁ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে উড়িয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ, আমি তাই বলি। আল্লাহ্ তা'আলা এর পুনরুত্থান ঘটাবেন এবং তোমারও এরূপ অবস্থা হওয়ার পর আল্লাহ তোমাকেও পুনরায় জীবিত করে তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ - قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ - الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ -

"এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে, 'অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে, যখন তা পঁচে গলে যাবে ?' বল, 'তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।' তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত কর।" (৩৬ : ৭৮-৮০)

সূরা কাফিরূনের শানে নুযূল

একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বার তাওয়াফ করছিলেন। এমন সময় আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন 'আবদুল উয্‌যা, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ ও আস ইব্‌ন ওয়ায়ল সাহমী তাঁকে ঘিরে ধরল। তারা ছিল নিজ নিজ গোত্রের প্রবীণ ব্যক্তি। তারা

বলল, হে মুহাম্মদ! আচ্ছা এসো, আমরা তাঁর ইবাদত করি, যাঁর ইবাদত তুমি কর এবং তুমিও তাদের ইবাদত কর, যাদের ইবাদত আমরা করি। এভাবে তুমি এবং আমরা একে অন্যের দীনে শরীক হয়ে যাই। যদি আমাদের উপাস্যদের চেয়ে তোমার উপাস্য উত্তম হন, তবে আমরা তার ইবাদত করে ধন্য হব, আর যদি তোমার উপাস্য অপেক্ষা আমাদের উপাস্যগণ শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তাদের পূজা করে তুমিও ধন্য হবে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ - لاَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ - وَلاَ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ - وَلاَ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ - وَلاَ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ - لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ -

"বলুন, 'হে কাফিররা! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি আর আমিও ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছ এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।" (১০৯ : ১-৬)।

অর্থাৎ আমি তোমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের পূজা না করলে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে না এটাই যদি তোমাদের অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তাহলে আমার তোমাদের এ ধরনের পূজার কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের দীন তোমাদেরই জন্য এবং আমার জন্য আমার দীন।

আবূ জাহ্ল এবং আল্লাহ্ তার সম্পর্কে যা নাযিল করেন

আবূ জাহ্ল ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতম উৎপীড়নকারী। আল্লাহ্ তা'আলা যখন যাক্কুম বৃক্ষের উল্লেখ করে কাফিরদের ভয় দেখালেন, তখন আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ তোমাদের যে যাক্কুম বৃক্ষের ভয় দেখাচ্ছে, তা কি, জান ? তারা বলল : না। সে বলল : তা হচ্ছে মদীনার 'আজওয়া' খেজুর, যা মাখন সহকারে খাওয়া যায়। আল্লাহ্র কসম! আমরা যদি মদীনায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তা হলে এ খেজুর পেটপুরে খাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ - طَعَامُ الْاَثِيْمِ - كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ - كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ -

"নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে—পাপীর খাদ্য; গলিত তামার মত; তা তার উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত।" (৪৪ : ৪৩-৪৬)

অর্থাৎ সে যা বলছে, যাক্কুম বৃক্ষ তা নয় মোটেই।

ইব্ন হিশাম বলেন : المهل। অর্থ যে কোন গলিত দ্রব্য, যথা তামা, সিসা ইত্যাদি। আবূ 'উবায়দা এরূপই বলেছেন।

ইব্ন মাসউদ (রা) المهل-এর যেভাবে ব্যাখ্যা করেন

হাসান বসরী (র)-এর সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) কূফায় 'উমর ফারূক (রা)-এর পক্ষ হতে খাজাঞ্চীর দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন তাঁর

নির্দেশে রূপা গলানো হল। সে উত্তপ্ত গলিত রূপা হতে বিচিত্র রং বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : দরজায় কেউ আছে কি ? লোকেরা বলল : আছে। তিনি বললেন : তাদের ভিতরে আসতে বল। তারা এলে পরে তিনি বললেন : এই যে গলিত তপ্ত রূপা দেখছ, এটা হচ্ছে المهل-এর একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্ত। কোন কবি বলেন :

يسقيه ربى حميم المحل يجرعه × يشوى الوجوه فى بطنه صهر –

"আমার রব তাকে গলিত ধাতুর ন্যায় উত্তপ্ত পানীয় পান করাবেন, সে তা অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করবে। সে পানীয় তার মুখমণ্ডল ঝলসে দেবে এবং তার পেটের ভেতর টগবগ করে ফুটবে।"

অন্য মতে المهل অর্থ দেহের গলিত পুঁজ।

আবূ বকর (রা)-এর উক্তি দ্বারা المهل-এর ব্যাখ্যা

বর্ণিত আছে যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মৃত্যু সন্নিকট হলে তিনি তাঁর কাফনের জন্য দু'খানি পুরাতন ব্যবহৃত কাপড় ধুয়ে রাখতে বললেন। 'আয়েশা (রা) বললেন : আব্বা! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তো এত দুরাবস্থায় রাখেন নি। কাজেই কাফনের জন্য নতুন কাপড় কিনে নিলেই হয়। তিনি বললেন : এ দেহ তো ক্ষণিকের জন্য, শেষ পর্যন্ত তো এটা গলিত পুঁজে পরিণত হবে। কোন কবি বলেন :

شاب بالماء منه مهلا كريها × ثم عل المتون بعد النهار –

"তার পূঁতিগন্ধময় পুঁজ পানির সাথে মিশে গেছে, ঐ গলিত পুঁজে তার পিঠ বার বার সিক্ত হয়েছে।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ জাহ্লের উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيْرًا –

"কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু তা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।" (১৭ : ৬০)

ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) ও তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা আবাসা

একদা ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথে কথা বলছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তাদের এই আলাপ-আলোচনার মাঝখানেই অন্ধ সাহাবী ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) সেখানে হাযির হন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন এবং তাঁকে কুরআন শিখিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। তাঁর এ আচরণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিরক্তবোধ করলেন এবং বেজার হলেন। কারণ ওয়ালীদের ইসলাম গ্রহণে আশাবাদী হয়ে তিনি তার প্রতি মনোসংযোগ

করেছিলেন। ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের কারণে তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছিল। এভাবে যখন তিনি বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, তখন তিনি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং উপেক্ষা করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى হতে فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ পর্যন্ত সূরা 'আবাসা-এর এ আয়াতগুলো নাযিল করেন।

অর্থ : "তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি আসল। আপনি কেমন করে জানবেন—সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না, আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। অন্যপক্ষে যে আপনার নিকট ছুটে আসল, আর সে সশংকচিত্ত, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন; না, এ আচরণ অনুচিত, এ তো উপদেশ-বাণী; যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে। এটা আছে মহান লিপিসমূহে, যা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র।" (৮০ : ১-১৪)

অর্থাৎ হে নবী! আমি তো আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। বিশেষ কারও জন্য আপনি প্রেরিত নন। কাজেই যে হিদায়াত পেতে ইচ্ছুক, তাকে বঞ্চিত করবেন না এবং এ ব্যাপারে যার আগ্রহ নেই, তার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দেবেন না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা) ছিলেন 'আমির ইব্‌ন লুআঈ গোত্রের লোক। আসল নাম 'আবদুল্লাহ্, কারও মতে 'আমর।

মক্কাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে আবিসিনিয়া (হাবশা) হতে যাঁরা প্রত্যাবর্তন করেন

আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবিসিনিয়ার হিজরতকারী সাহাবায়ে কিরামের কাছে খবর পৌঁছল যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফলে তাঁরা সাথে-সাথেই মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন কিন্তু মক্কার কাছাকাছি পৌঁছতেই তাঁরা জানতে পারলেন যে, খবরটি গুজবমাত্র। সুতরাং মক্কাবাসীদের কারো আশ্রয় গ্রহণ কিংবা আত্মগোপন ছাড়া তাঁদের কেউ মক্কায় প্রবেশ করলেন না।

এভাবে যারা মক্কায় প্রবেশ করেন, তাঁদের কতক তো মদীনায় হিজরত পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করতে থাকেন। এরপর তাঁরা মদীনায় হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বদর ও উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে যোগদান করেন। কতক হিজরতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে মক্কাবাসীরা তাঁদের আটকে রাখে। ফলে বদর ও উহুদ যুদ্ধে তাঁরা শরীক থাকতে পারেন নি। আবার কতিপয় সাহাবীর মক্কাতেই ইন্তিকাল হয়ে যায়।

সর্বমোট তেত্রিশজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলা সাহাবী মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন নিম্নে তাঁদের পরিচয়

বনূ আব্দ শামস ও তাঁদের মিত্রদের পরিচয়

(১) উসমান ইব্ন 'আফ্ফান ইব্ন আবুল আস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন 'আব্দ শামস (রা); (২) উসমান (রা)-এর স্ত্রী-রাসূল (সা) তনয় রুকাইয়া (রা); (৩) আবূ হুযায়ফা ইব্ন 'উত্বা ইব্ন রবী'আ ইব্ন 'আব্দ শামস (রা); (৪) তাঁর স্ত্রী সাহ্লার বিন্ত সুহায়ল ইব্ন 'আমর (রা); (৫) এ গোত্রেরই মিত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শ ইব্ন রিআব (রা)।

বনূ নাওফালের

(৬) উত্বা ইব্ন গায্ওয়ান (রা)। ইনি বনূ নাওফাল ইব্ন 'আব্দ মানাফের মিত্র এবং কায়স ইব্ন আয়লান গোত্রের লোক।

বনূ আসাদের

(৭) যুবায়র (রা) ইব্ন 'আওয়াম ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ। ইনি আসাদ ইব্ন 'আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই গোত্রের লোক।

বনূ আবদুদ্দারের

(৮) মুস'আব ইব্ন 'উমায়র ইব্ন হাশিম ইব্ন 'আব্দ মানাফ ইব্ন আবদুদ্দার (রা) ও (৯) সুওয়ায়বাত ইব্ন সা'দ ইব্ন হারমালা (রা)।

বনূ আবদ ইব্ন কুসাই-এর

(১০) তুলায়ব ইব্ন 'উমায়র ইব্ন ওয়াহব ইব্ন 'আব্দ (রা)।

যুহ্রা ইব্ন কিলাব গোত্রের

(১১) আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ ইব্ন 'আব্দ 'আওফ ইব্ন 'আব্দ ইব্ন হারিস ইব্ন যুহ্রা (রা) এবং এ গোত্রের মিত্র (১২) মিকদাদ ইব্ন 'আমর (রা) ও (১৩) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)।

বনূ মাখযূমের

(১৪) আবূ সালামা ইব্ন 'আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র ইব্ন মাখযূম (রা) ও তাঁর স্ত্রী (১৫) উম্মু সালামা বিন্ত আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা (রা); (১৬) শাম্মাস ইব্ন উসমান ইব্ন শারীদ সুওয়ায়দ ইব্ন হারমী ইব্ন আমির ইব্ন মাখযূম (রা); (১৭) সালামা ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা (রা), যাকে তাঁর চাচা মক্কায় আটকে রাখেন। ফলে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তিনি শরীক হতে পারেন নি। (১৮) আইয়াশ ইব্ন আবূ

রবী'আ ইব্‌ন মুগীরা (রা)। তিনি হিজরত করে মদীনায় যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম ও হারিস ইব্‌ন হিশাম তাকে মক্কায় ফিরিয়ে এনে আটক করে রাখে। এরপর বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় হিজরত কতে সক্ষম হন।

আবূ সালামা (রা), শাম্মাস (রা), সালামা ইব্‌ন হিশাম (রা) ও আয়াশ (রা) ছিলেন মাখযূম ইব্‌ন ইয়াক্‌যা গোত্রের লোক।

(১৯) এ গোত্রেরই মিত্র 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) ও (২০) মু'আত্তিব ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন খুযা'আ (রা)। অবশ্য আম্মার (রা) হাবশায় গিয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'বের

(২১) উসমান ইব্‌ন মায'উন ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ্ (রা) ও তাঁর পুত্র (২২) সায়িব ইব্‌ন উসমান (রা); (২৩) কুদামা ইব্‌ন মাযঊন (রা) ও (২৪) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাযঊন (রা)।

বনূ সাহমের

(২৫) খুনায়স ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন 'আদী (রা); (২৬) হিশাম ইব্‌ন 'আস ইব্‌ন ওয়ায়ল (রা)। এঁরা দু'জন বনূ সাহম ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পর হিশাম মক্কায় আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। ফলে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় আগমন করতে সক্ষম হন।

বনূ আদীর

(২৭) বনূ 'আদী ইব্‌ন কা'ব গোত্রের মিত্র 'আমির ইব্‌ন রবী'আ (রা) ও তাঁর স্ত্রী (২৮) লায়লা বিন্‌ত আবী হাসমা ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন গানিম।

বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ এবং তাদের মিত্রদের মধ্যে

(২৯) 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাখরামা ইব্‌ন 'আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আবূ কায়স (রা); (৩০) 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর (রা); তিনি কাফিরদের হাতে আটকা পড়ে যান, যে কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করতে পারেন নি। এরপর বদর যুদ্ধে তিনি কুরায়শদের সাথে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং এক সুযোগে তাদের থেকে কেটে পড়েন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধে শরীক হন।

(৩১) আবু সাব্‌রা ইব্‌ন আবূ রুহম ইব্‌ন 'আবদুল উয্‌যা (রা); (৩২) তাঁর স্ত্রী উম্মু কুলসুম বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন আমর (রা); (৩৩) সাকরান ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আব্‌দ শাম্‌স (রা); (৩৪) তাঁর স্ত্রী সাওদা বিন্‌ত যাম'আ ইব্‌ন কায়স (রা)। সাকরান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিধবা

পত্নী সাওদা (রা)-কে উম্মুল মু'মিনীনরূপে গ্রহণ করেন। (৩৫) উক্ত গোত্রের মিত্রদের মধ্যে ছিলেন সা'দ ইব্ন খাওলা (রা)।

বনূ হারিস

(৩৬) আবূ 'উবায়দা ইব্ন জার্‌রাহ (রা); তাঁর আসল নাম 'আমির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জার্‌রাহ ; (৩৭) 'আমর ইব্ন হারিস ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ শাদ্দাদ (রা); (৩৮) সুহায়ল ইব্ন বায়যা (রা); অর্থাৎ সুহায়ল ইব্ন ওয়াহব ইব্ন রবী'আ ইব্ন হিলাল; (৩৯) 'আমর ইব্ন আবূ সার্‌হ ইব্ন রবী'আ ইব্ন হিলাল।

এই মোট তেত্রিশজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলা সর্বমোট ৩৯ জন সাহাবী আবিসিনিয়া হতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

যাঁরা অন্যের আশ্রয়ে প্রবেশ করেন তাঁদের পরিচয়

এঁদের মধ্যে যারা অন্যের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন আমরা তাদের নাম পেয়েছি নিম্নরূপ :

'উসমান ইব্ন মায'উন ইব্ন হাবীব জুমাহী (রা)। যিনি ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার আশ্রয় লাভ করেছিলেন।

আবূ সালামা ইব্ন 'আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর ইব্ন মাখযূম (রা)। তিনি তাঁর মামা আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন বার্‌রা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব।

উসমান ইব্ন মায'উন (রা) কর্তৃক ওয়ালীদের আশ্রয় প্রত্যাখ্যান

দীনী ভাইদের দুঃখ-কষ্টে তাঁর মর্মযাতনা ও লাবীদের মজলিসে উদ্ভূত ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : সালিহ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (র) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন এমন এক ব্যক্তির সূত্রে, যিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন উসমান ইব্ন মায'উন (রা)-এর থেকে, 'উসমান (রা) বলেন : তিনি যখন দেখলেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্য সাহাবীগণ কাফিরদের হাতে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন, আর তিনি নিজে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার আশ্রয়ে নিরাপদে চলাফেরা করছেন, তখন তিনি বললেন : আমার সঙ্গী-সাথী ও দীনী ভাইয়েরা আল্লাহ্‌র রাহে এরূপ উৎপীড়িত হবে, আর আমি একজন মুশরিকের আশ্রয়ে সে উৎপীড়ন থেকে বেঁচে থাকব এবং নিরাপদে তাদের সামনে ঘুরে বেড়াব—আল্লাহ্ কসম! এটা আমার জন্য এক বিরাট ত্রুটি। এই বলে তিনি ওয়ালীদের কাছে চলে গেলেন এবং তাকে বললেন : হে আবূ 'আব্দ শাম্‌স! তুমি তোমার যিম্মাদারী পূর্ণ করেছ। আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। ওয়ালীদ বলল : কেন

ভাতিজা! আমার কওমের কেউ তোমাকে কোন কষ্ট দিয়েছে কি ? তিনি বললেন : না, বরং আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয়ই বেছে নিচ্ছি। তাঁর আশ্রয় ভিন্ন অন্যের আশ্রয়ে আমি থাকতে চাই না। তখন ওয়ালীদ বলল : তা হলে তুমি মসজিদুল হারামে চল। সেখানে তুমি প্রকাশ্যে আমার আশ্রয় প্রত্যাখ্যান কর, যেমন আমি প্রকাশ্যে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সেমতে তারা উভয়ে মসজিদে চলে গেলেন। ওয়ালীদ সকলকে লক্ষ্য করে বলল : এই যে 'উসমান ইব্‌ন মায'উন—সে আমার আশ্রয় ফিরিয়ে দিতে এসেছে। তখন 'উসমান (রা) বললেন : হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। আমি তাকে ওয়াদা পালনকারী এবং একজন উত্তম আশ্রয়দাতা পেয়েছি। তবে আমি আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারও আশ্রয়ে থাকতে চাই না। তাই তার আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করছি। এই বলে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। তখন কবি লাবীদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন কিলাব কুরায়শদের একটি মজলিসে তাদের কবিতা শোনাচ্ছিলেন। 'উসমান (রা) সেখানে গিয়ে তাদের সাথে বসে পড়লেন। লাবীদ আবৃত্তি করলেন :

الا كل شيئ ما خلا الله باطل

"শোন, আল্লাহ্ ছাড়া আর সবই মিথ্যা।"

'উসমান (রা) বললেন : তুমি ঠিক বলেছ।

লাবীদ তার পরবর্তী চরণ উচ্চারণ করলেন :

وكل نعيم لا محالة زائل

"যা কিছু ঐশ্বর্য, সবই অনিবার্য ধ্বংসশীল।"

'উসমান (রা) বললেন : তোমার কথা মিথ্যা। জান্নাতের নি'আমত কখনই ধ্বংস হবে না।

এ কথা শুনে লাবীদ ইব্‌ন রবী'আ বললেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের মজলিসে বসে কেউ কখনও কষ্ট পেত না। তা এই অনাসৃষ্টি তোমাদের মাঝে কবে থেকে শুরু হল ? এক ব্যক্তি উত্তর দিল, ও একটা আহমক, তার দলে এরূপ আরও কিছু বেওকুফ আছে, তারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে। কাজেই আপনি ওর কথায় মনে কিছু নেবেন না। উসমান (রা) তার কথার প্রতিবাদ করলেন। ফলে উভয়ের মাঝে বাদানুবাদ বাড়তে থাকল। এক পর্যায়ে সে লোকটি উঠে 'উসমান (রা)-এর চোখে এমন জোরে চড় মারল যে, তাঁর চোখটি নষ্ট হয়ে গেল। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা কাছে বসে তাঁর এ অবস্থা লক্ষ্য করছিল। সে বলল : হে ভাতিজা! আল্লাহ্‌র কসম, তোমার চোখের এ অবস্থা নাও হতে পারত। তুমি তো এক সুরক্ষিত আশ্রয়ে ছিলে। উসমান (রা) বললেন : তুমি উল্টো বলেছ, বরং আমার ভাল চোখটির জন্যও প্রয়োজন আল্লাহ্‌র পথে অপর চোখটির যা হয়েছে, অনুরূপ হওয়া। আমি যার আশ্রয়ে আছি, তিনি হে আব্‌দ শামস্! তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক ক্ষমতাবান।

ওয়ালীদ বলল : ভাতিজা, ইচ্ছা হলে এসো, পুনরায় আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। তিনি বললেন : আমার প্রয়োজন নেই।

আবূ সালামা (রা)-এর আশ্রয় নেওয়া প্রসঙ্গে

আবূ সালামাকে আশ্রয় দানের কারণে আবূ তালিবের প্রতি মুশরিকদের চাপ, আবূ লাহাবের প্রতিবাদ ও আবূ তালিবের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরূপ আরেকজন হচ্ছেন আবূ সালামা ইব্‌ন 'আবদুল আসাদ, তাঁর সম্পর্কে আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) আমার কাছে সালামা ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন : আবূ সালামা (রা) যখন আবূ তালিবের আশ্রয় লাভ করলেন, তখন বনূ মাখযূমের কতিপয় লোক তার সাথে সাক্ষাৎ করল। তারা তাকে বলল : হে আবূ তালিব। আপনি নিজ ভাতিজা মুহাম্মদকে আমাদের থেকে আগলে রেখেছেন। এখন আবার আমাদের লোককে আমাদের থেকে ছায়া দিচ্ছেন কোন অধিকারে ?

আবূ তালিব বললেন : সে আমার ভাগিনেয়। আমার আশ্রয় চেয়েছে। আমি যদি ভাগিনাকে রক্ষা করার অধিকার না রাখি, তবে ভাতিজাকেও রক্ষা করতে পারি না।

তখন আবূ লাহাব উঠে বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা এই প্রবীণের সাথে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ। তিনি নিজ খান্দানের একজনকে আশ্রয় দিলেও তোমরা তার সাথে বাড়াবাড়ি করছ। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা এসব থেকে বিরত না হলে, আমি সব কিছুতে তাঁর সঙ্গে থাকব। তার ইচ্ছা পূরণে আমি তার সর্বপ্রকার সহযোগিতা করব।

এ কথা শুনে তারা বলল : না, হে আবূ উত্‌বা! আপনি যা পসন্দ করেন না, আমরা তা এড়িয়ে চলব।

বলা বাহুল্য, আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের এক মযবূত খুঁটি ও সহায়ক শক্তি ছিল। তাই তারা তাকে আর বিরক্ত না করে সে অবস্থাতেই থাকতে দিল।

আবূ লাহাবের কথা শুনে আবূ তালিবের মনে একটু আশার সঞ্চার হল। তিনি ভাবলেন, হয়ত সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবে। তিনি এ ব্যাপারে তাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবিতা আবৃত্তি করলেন :

وان امرأ ابو عتيبة عمه × لفى روضة ما ان يسام المظالما

যার চাচা আবূ উতায়বা, নিশ্চয়ই সে অবস্থান করে এমন এক সম্মানজনক স্থানে, যেখানে যুলুমের আচরণ অকল্পনীয়।

اقول له واين منه نصيحتى × ابا معتب ثبت سوادك قائما

আমি তাকে বলি, হে আবূ মুআত্তাব! নিজ দল আরও সুসংগঠিত কর। কিন্তু আমার উপদেশ কোথায় আর সে কোথায়!

لا تقبلن الدهر ماعشت خطة × تسب بها اما هبطت المواسما

দুনিয়াতে যতদিন তুমি জীবিত থাকবে ততদিন তুমি এমন কিছুই গ্রহণ করবে না, যার কারণে জাতীয় সভা-সমিতিতে যোগদান করলে তোমাকে নিন্দা কুড়াতে হয়।

وول سبيل العجز غيرك منهم × فانك لم تخلق على العجز لازما

অপরাগতার পথ পরিহার কর, সে পথ তো অন্যদের। কেননা এটা নিশ্চিত যে, কোনরূপ দুর্বলতার উপর তোমার জন্ম হয়নি।

وحارب فان الحرب نصف ولن ترى × اخا الحرب يعطى الخسف حتى يسالما

যুদ্ধরত থাক, যুদ্ধই ন্যায়দণ্ড। যুদ্ধপ্রিয়কে তুমি দেখবে না কখনও অবনমিত, যতক্ষণ না লোক তার কাছে সন্ধিপ্রার্থী হয়।

وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة – ولم يخذلوك غانما او مغارما

কি করে তুমি স্বগোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, অথচ তারা তোমার সাথে কোন গুরুতর অপরাধ করেনি, আর তারা জয়-পরাজয় কোন অবস্থাতেই তোমার সঙ্গ ছাড়েনি।

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا × وتيما ومخزوما عقوقا ومائما

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে বনূ আব্দ শামস্, বনূ নাওফল, বনূ তায়ম ও বনূ মাখযূমকে তাদের হঠকারিতা ও অপরাধের বদলা দিন।

يتفريقهم من بعد ودو الفة × جما عتنا كيما ينالوا المحارما

তারা নিষিদ্ধ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিতে ফাটল ধরিয়েছে।

كذبتم وبيت الله نبزى محمدا × ولما تروا يوما لدى الشعب قائما

বায়তুল্লাহ্র কসম! তোমরা মিথ্যা বলেছ যে, আমাদের থেকে মুহাম্মদকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, অথচ এখনও তোমরা এ গিরিসংকটের পাশে (যুদ্ধের) অন্ধকার দিন দেখনি।

আবূ বকর (রা) কর্তৃক ইব্ন দুগুন্নার আশ্রয় গ্রহণ এবং পরে তা প্রত্যাখ্যান

ইব্ন দুগুন্না যে কারণে আবূ বকর (রা)-কে আশ্রয় দেয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহ্রী (র) উর্ওয়া (র)-এর সূত্রে 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবূ বকর (রা)-এর জন্য যখন মক্কার যমীন সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাঁর উপর নানা রকম উৎপীড়ন চলল এবং সেই সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর অন্য সাহাবীদের প্রতি কুরায়শদের নির্মম যুলুম-অত্যাচার দেখে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। এরপর আবূ বকর (রা) মক্কা ছেড়ে রওয়ানা হলেন। যখন মক্কা হতে এক বা দু'দিনের পথ অতিক্রম করে গেলেন, তখন ইব্ন দুগুন্নার সাথে পথিমধ্যে তাঁর সাক্ষাৎ হল।

ইব্‌ন দুগুন্না ছিল হারিস ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানা গোত্রের লোক এবং সে সময়কার আহাবীশ (সম্মিলিত গোত্র)-এর নেতা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আহাবীশ হচ্ছে বনূ হারিস ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানা, হূন ইব্‌ন খুযায়মা ইব্‌ন মুদরিকা গোত্র এবং খুযাআ গোত্রের বনূ মুসতালিক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ গোত্রদ্বয় পরস্পর মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল বলে তাদের নাম আহাবীশ। কারণ মক্কার নিম্ন এলাকায় আহবাশ নামক স্থানে এ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল।

ইব্‌ন দুগুন্নাকে ইব্‌ন দুগায়নাও বলা হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইমাম যুহ্‌রী (র) 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) সূত্রে 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ইব্‌ন দুগুন্না তাঁকে বলল : হে আবূ বকর কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি বললেন : আমার সম্প্রদায় আমাকে কষ্ট দিয়ে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। তারা আমাকে নানা রকম কষ্ট দিয়েছে এবং মক্কার যমীনকে আমার জন্য সংকীর্ণ করে দিয়েছে।

ইব্‌ন দুগুন্না জিজ্ঞেস করল : এর কারণ ? আল্লাহ্‌র কসম! আপনি বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। আপনি বিপদাপদে মানুষের সাহায্য করেন। আপনি একজন সৎকর্ম-পরায়ণ মানুষ। আপনি নিঃস্বের হাতে অর্থ যোগান (বা আপনি অন্যকে শ্রেষ্ঠতম বস্তু কিংবা অন্যের কাছে যা নেই, তা তাকে দান করেন)। অতএব আপনি ফিরে যান। আমি আপনার নিরাপত্তার যিম্মাদারী গ্রহণ করলাম।

তখন আবূ বকর (রা) ইব্‌ন দুগুন্নার সাথে ফিরে আসলেন, তারা মক্কায় পৌঁছার পর ইব্‌ন দুগুন্না ঘোষণা করল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি আবূ কুহাফার পুত্রকে নিরাপত্তা দিয়েছি। কাজেই কেউ যেন তার সাথে ভাল ছাড়া কোনরূপ মন্দ ব্যবহার না করে। 'আয়েশা (রা) বলেন : এর ফলে কুরায়শরা তাঁর সাথে সংযত আচরণ করতে থাকে।

আবূ বকর (রা) কর্তৃক ইব্‌ন দুগুন্নার আশ্রয় প্রত্যাখ্যানের কারণ

আয়েশা (রা) বলেন : বনূ জুমাহ গোত্রে নিজ বাড়ির সামনে আবূ বকর (রা)-এর একটি মসজিদ ছিল। তিনি সেখানে সালাত আদায় করতেন। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি কুরআন তিলাওয়াতকালে কাঁদতেন। শিশু, গোলাম ও নারীরা আশ্চর্য হয়ে তাঁর সে অবস্থা দেখত। এটা কুরায়শদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তারা ইব্‌ন দুগুন্নার কাছে গিয়ে বলল : হে ইব্‌ন দুগুন্না ! আপনি তো এই লোকটিকে এজন্য নিরাপত্তা দেননি যে, সে আমাদের জ্বালাতন করবে। সে সালাতে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয় বলে কথিত, তা পাঠ করে; আর বিগলিত হয়ে কাঁদে। তার সে অবস্থা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। আমাদের আশংকা হয়, পাছে সে আমাদের নারী, শিশু ও দুর্বল চিত্তের লোকগুলোকে নিজ দলে ভিড়িয়ে ফেলে। আপনি তার কাছে গিয়ে বলুন, সে যেন নিজ গৃহে চলে যায় এবং সেখানে বসে যা ইচ্ছা তাই করে।

ইব্‌ন দুগুন্না আবূ বকর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হল। সে তাকে বলল : হে আবূ বকর! আপনি নিজ সম্প্রদায়কে অতিষ্ঠ করবেন বলে তো আপনাকে আশ্রয় দেইনি। আপনার বর্তমান অবস্থায় তারা উদ্বিগ্ন, এতে তারা পীড়াবোধ করছে। কাজেই আপনি বাড়ির ভেতর চলে যান এবং সেখানে বসে যা ইচ্ছা তাই করুন।

আবূ বকর (রা) উত্তর দিলেন : তার চেয়ে আমি তোমার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা গ্রহণ করা পসন্দ করছি। সে বলল : তবে আপনি তাই করুন! আবূ বকর (রা) বললেন : আমি তোমার দেওয়া নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিলাম।

'আয়েশা (রা) বলেন : তখন ইব্‌ন দুগুন্না দাঁড়িয়ে বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়। আবূ কুহাফার পুত্র আমার আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই তোমাদের লোক নিয়ে এখন তোমরা বোঝ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে 'আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম তাঁর পিতা কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা আবূ বকর (রা) কা'বা শরীফের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে জনৈক নির্বোধ কুরায়শ তাঁর পথ রোধ করল এবং তাঁর মাথায় ধুলো নিক্ষেপ করল। এ সময় ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা কিংবা 'আস ইব্‌ন ওয়ায়ল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। আবূ বকর (রা) তাকে বললেন : এই আহাম্মক আমার সাথে কি আচরণ করল, দেখলে ? তখন সে বলল : এটা তো তুমি নিজেই তোমার সাথে করেছ। রাবী বলেন, তখন আবূ বকর (রা) বলছিলেন : হে আমার রব! তুমিই কতই না সহনশীল। হে রব! তুমি কতই না সহনশীল! হে রব! তুমি কতই না সহনশীল।

চুক্তি ভঙ্গের বিবরণ

চুক্তি বাতিলকরণে হিশাম ইব্‌ন আমরের কৃতিত্ব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে যে গিরিসংকটে অন্তরীণ করে রাখার জন্য কুরায়শরা চুক্তি সম্পাদন করেছিল, তারা সেখানে নির্বাসিত জীবন যাপন করে যাচ্ছিল। অবশেষে একদল কুরায়শ উক্ত চুক্তিপত্র বাতিল করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। তাদের মধ্যে হিশাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হুবায়ব ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন জাযীমা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিসল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর কৃতিত্ব ছিল সব চাইতে বেশি। তিনি ছিলেন নাযলা ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফের বৈমাত্রেয় ভাই। এ কারণে তিনি বনূ হাশিমের সাথে সর্বদা আত্মীয়তা বজায় রেখে চলতেন। নিজ গোত্রের মাঝেও তার বিশেষ মর্যাদা ছিল।

হিশাম অবরুদ্ধ বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের কাছে গিরিসংকটে রাত্রিযোগে উট বোঝাই খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসতেন। গিরিসংকটের মুখে পৌঁছেই তিনি উটের লাগাম খুলে ভিতরে হাঁকিয়ে দিতেন। আবার কখনও এভাবে উট বোঝাই কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতেন। মোটকথা, তিনি এরূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে এ বিপদ মুহূর্তে তাদের সাহায্য করে যাচ্ছিলেন।

যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়াকে দলে ভেড়ানোর জন্য হিশামের চেষ্টা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদিন তিনি যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূমের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। যুহায়র ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আতিকার পুত্র। হিশাম তাকে বললেন : হে যুহায়র! তোমার কি এটা ভাল লাগে যে, তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে, ভাল কাপড়-চোপড় পরবে এবং স্ত্রী-পরিবারসহ মহাসুখে থাকবে, আর তোমার মাতুল গোষ্ঠী দুর্বিষহ বয়কটের মাঝে থাকেবে ? তারা থাকবে ক্রয়-বিক্রয় বর্জিত ও বিয়ে-শাদী-বঞ্চিত ? আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলতে পারি, তারা যদি আবূ জাহ্‌লের মাতুল-খান্দান হত, আর এরূপ বয়কটের জন্য তুমি তাকে আহ্বান করতে, তবে কস্মিনকালেও সে তোমার ডাকে সাড়া দিত না।

যুহায়র বললেন : আফসোস, হে হিশাম! আমি কি করতে পারি ? জানোই তো আমি একা মানুষ। আমার সাথে যদি একটি লোকও থাকত, তা হলে আমি চেষ্টা চালাতাম এবং চুক্তি বাতিল করেই ছাড়তাম। হিশাম বললেন : একজন লোক তোমার পক্ষে আছে। যুহায়র বললেন : সে কে ? তিনি বললেন : আমি। যুহায়র বললেন : দেখ তো তৃতীয় একজন পাওয়া যায় কি না ?

মুতঈম ইব্‌ন আদীকে দলে ভেড়ানো জন্য হিশামের প্রচেষ্টা

তখন হিশাম গিয়ে মুতঈম ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে বললেন : হে মুতঈম! তোমার কি এটা পসন্দ যে, তোমার চোখের সামনে 'আব্‌দ মানাফ গোত্রের দু'টি শাখা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তুমি তাতে কুরায়শদের সমর্থনে থাকবে ? শোন, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তোমরা যদি কুরায়শদের এভাবে সুযোগ দিতে থাক, তা হলে তারা একদিন তোমাদের দিকে আরও দ্রুত অগ্রসর হবে। মুতঈম বললেন : আফসোস! আমি তো একা—কাজেই আমি কি করতে পারি ? হিশাম বললেন : তুমি একা নও, তোমার দাস আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কে সে ? হিশাম বললেন : আমি! মুতঈম বললেন : আমাদের জন্য তৃতীয় একজন খোঁজ কর। হিশাম বললেন : তাও পেয়েছি। মুতঈম জিজ্ঞেস করলেন : কে সে ? তিনি বললেন : যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া। মুতঈম বললেন : আমাদের জন্য চতুর্থ আরেকজনের অনুসন্ধান কর।

আবুল বাখতারীকে দলে ভেড়ানোর জন্য হিশামের চেষ্টা

এরপর হিশাম বাখতারী ইব্‌ন হিশামের কাছে গেলেন। তাকেও মুতঈম ইব্‌ন 'আদীর অনুরূপ বললেন। তিনি বললেন : আমাদের সমর্থন করবে এমন কেউ কি আছে? হিশাম বললেন : আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে আছে ? হিশাম বললেন : যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া, মুতঈম ইব্‌ন আদী ও আমি। তখন বাখতারী বললেন : দেখ পঞ্চম একজন পাওয়া যায় কিনা।

যাম'আকে দলে ভেড়ানোর জন্য হিশামের প্রচেষ্টা

হিশাম যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং এ বিষয়ে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন। তিনি তাকে তাদের আত্মীয়তা এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। তখন যাম'আ তাকে বললেন : এ কাজে আর কেউ আমাদের সহযোগিতা করবে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। এরপর উপরিউক্ত চার ব্যক্তির নাম উল্লেখ করলেন।

চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলার সংকল্প করলে হিশামের দল ও আবূ জাহ্‌লের মাঝে যা ঘটে

তারা মক্কার উঁচু দিকে হাজূন নামক স্থানের সূচনাভাগে একটি জায়গা ঠিক করে নিলেন যে, সেখানে তারা রাত্রিকালে গোপনে মিলিত হয়ে এ ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করবেন। কথামত তাঁরা সেখানে একত্রিত হলেন এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, উক্ত অন্যায় চুক্তিপত্র রদ করার জন্য তারা জোর তৎপরতা চালাবেন। যতক্ষণ না তাঁরা সফলকাম হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

তখন যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া বললেন : আমিই তোমাদের আগে ভাগে থাকব এবং এ ব্যাপারে আমিই প্রথম কথা বলব।

পরদিন সকালে তারা নিজ-নিজ সভাস্থলগুলোর দিকে রওয়ানা হলেন। যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করে, প্রথমে সাতবার কা'বা শরীফের তাওয়াফ করলেন। এরপর লোকদের কাছে এসে এ মর্মে ভাষণ দিলেন যে, হে মক্কাবাসী! আমরা খেয়ে-পরে সুখে থাকব, আর বনূ হাশিম সমাজ-বর্জিত অবস্থায় ধ্বংস হবে, তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ থাকবে, এটা কি করে হতে পারে ? আল্লাহ্‌র কসম! এই সম্পর্ক নষ্টকারী অন্যায় চুক্তিপত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না।

তখন আবূ জাহ্‌ল মসজিদে হারামের এক কিনারায় বসা ছিল। সে বলল : তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম, ওটা ছেঁড়া যাবে না। যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ বললেন : বরং আল্লাহ্‌র কসম! তুমিই বড় মিথ্যাবাদী। আমরা শুরুতেই এ চুক্তিতে সম্মত ছিলাম না। আবুল বাখতারী বললেন : যাম'আ ঠিকই বলেছে, এতে যা লেখা হয়েছে, তাতে আমরা রাযী নই এবং আমরা তা স্বীকারও করি না। মুতঈম ইব্‌ন 'আদী বললেন : তোমরা দু'জনে সত্যই বলেছ। এর বিপরীত যে বলে, সে-ই মিথ্যুক। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই চুক্তির সাথে নিজেদের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। হিশাম ইব্‌ন 'আমরও তাদের সমর্থন করলেন। আবূ জাহ্‌ল এসব শুনে বলল : নিশ্চয়ই এটা রাতের অন্ধকারে স্থির করা হয়েছে এবং অন্য কোথাও বসে সলা-পরামর্শ করে এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তখন আবূ তালিব মসজিদের এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন। মুতঈম উঠে গিয়ে চুক্তিপত্রটি ছেঁড়ার জন্য নামিয়ে আনলেন। দেখা গেল তার باسمك اللهم (হে আল্লাহ! আপনার নামে আরম্ভ করছি) অংশটুকু ছাড়া, বাকি টুকু উইপোকা খেয়ে ফেলেছে।

চুক্তিপত্র লেখকের হাত অবশ হওয়া প্রসঙ্গে

এ চুক্তিনামাটি মানসুর ইবন ইকরিমা লিখেছিল। কথিত আছে যে, পরবর্তীকালে তার হাত অবশ হয়ে যায়।

চুক্তিপত্র কীটে খাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংবাদ দান ও পরবর্তী বৃত্তান্ত

ইব্ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ তালিবকে বলেছিলেন : হে চাচা! আমার রব কুরায়শদের চুক্তিনামা খেয়ে ফেলার জন্য উইপোকাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। তার যত জায়গায় আল্লাহ্র নাম লেখা ছিল, তা বাদ দিয়ে তাদের যুলুম, আত্মীয়তা বিচ্ছেদ ও অপবাদমূলক যত কথা ছিল, তা উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে। আবূ তালিব বললেন : তোমার রব কি তোমাকে এ সংবাদ জানিয়েছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আবূ তালিব বললেন : তা হলে আল্লাহ্র কসম! কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। এই বলে তিনি কুরায়শদের কাছে চলে গেলেন।

তিনি বললেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমার ভাতিজা আমাকে এই এই সংবাদ দিয়েছে। কাজেই তোমরা এসে দেখ, তোমাদের চুক্তিপত্রের কি অবস্থা। তার সংবাদ যদি সঠিক হয়, তা হলে তোমরা আমাদের সাথে এই সম্পর্কচ্ছেদ পরিহার কর। আর তোমরা তোমাদের অবস্থান হতে সরে আস। পক্ষান্তরে তাঁর সংবাদ যদি সত্য না হয়, তবে আমি তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দেব।

কুরায়শগণ বলল : আমরা এতে রাযী। তারা সকলে এ প্রস্তাবে একমত হল। অবশেষে চুক্তিপত্র নামিয়ে আনা হল। দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেওয়া খবর সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এতে তাদের হঠকারিতা আরও বেড়ে গেল। এ সময় কুরায়শের উপরিউক্ত দলটি চুক্তিনামাটি টুকরো টুকরো করে ফেলল।

চুক্তি ছিন্নকারীদের প্রশংসায় আবূ তালিবের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : চুক্তিপত্রটি ছিন্ন করা হলে এবং তাতে যা লেখা ছিল তা বাতিল হয়ে গেলে, যারা এ চুক্তিনামা ছিন্ন করেন, আবূ তালিব তাঁদের প্রশংসায় এ কবিতা রচনা করেন :

الاهل اتى بحرينا صنع ربنا × على نايهم والله بالناس ارود

কে আছে এমন যে সুদূর সাগরের ওপারে অবস্থিত আমাদের ভাইদের কাছে পৌঁছে দেবে আমাদের রবের আচরণের কথা। আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অতি মেহেরবান।

فيخبرهم ان الصحيفة مزقت × وان كل مالم يرضه الله مفسد

তাদের কাছে পৌঁছে দেবে এ বার্তা যে, চুক্তিপত্রটি ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্র মনঃপূত নয় এমন সবই ধ্বংস হতে বাধ্য।

تراوحها افك وسحر مجمع × ولم يلف سحر اخر الدهر يصعد

চুক্তিটি ছিল অপবাদ ও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যায় পরিপূর্ণ, কিন্তু মিথ্যা কখনও স্থায়ী হয় না।

تداعى لها من ليس فيها بقرقر × فطائرها فى رأسها يتردد

এ চুক্তিপত্র সম্পাদনে এমন সব লোক একত্রিত হয়েছিল, যারা এতে পুরোপুরিভাবে একমত ছিল না। ফলে এ চুক্তির অশুভ পাখি তাদের মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছিল।

وكانت كفاء رقمة باثيمة × ليقطع منها ساعد ومقلد

বস্তুত চুক্তিপত্রের এ ব্যাপারটি ছিল এমন এক জঘন্য অপরাধ, যার বদলে সংশ্লিষ্ট সকলের হাত ও গর্দান কেটে ফেললেই উচিত বিচার হত।

ويظعن اهل المكتين فيهربوا × فرايصهم من خسية الشرترعد

মক্কার উভয় পাশের লোকদের যখন পথিকেরা অতিক্রম করে, তখন তারা তাদের অনিষ্টের আশংকায় সেখান থেকে ভীত-প্রকম্পিত অবস্থায় দ্রুত পালিয়ে যায়।

ويترك حراث يقلب امره × ايتهم فيهم عند ذاك وينجد

আর উপার্জনকারীকে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অবকাশ দেওয়া হয় যে, সে তিহামার পথ ধরবে, না কি নজ্‌দের।

وتصعد بين الاخشبين كتيبة × لها حدج سهم وقوس ومرهد

আখশাবায়ন পর্বতদ্বয়ের মাঝখানে উঠে আসে এমন এক বাহিনী, যার রয়েছে ঢের তিক্ত ফল–তীর, ধনূক আর তরবারি।

فمن ينش من حضار مكة عزه × فعزتنا فى بطن مكة اتلد

যদি এমন কেউ থাকে, যে মান–সম্মানের সাথে মক্কায় লালিত–পালিত হয়েছে; তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আমরা মক্কা উপত্যকায় পুরুষানুক্রমে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

نشانا بها والناس فيها قلائل × فبم ينفكك نزداد خيرا ونحمد

আমরা এখানে প্রতিপালিত হয়েছি, যখন এখানকার জনসংখ্যা ছিল সামান্য। এরপর আমরা দিন দিন কল্যাণপ্রাপ্ত হতে থাকি; আর আমাদের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ونطعم حتى يترك الناس فضلهم × اذا جعلت ايدى المفيضين ترعد

আমরা মানুষকে অন্নদান করতে থাকি, ফলে এক পর্যায়ে অন্য লোকদের মর্যাদা ম্লান হয়ে যায়। আমরা তখনও অন্নদান করি, যখন জুয়ার তীর তুলতে গিয়ে কেঁপে ওঠে প্রতিযোগীর হাত।

جزى الله رهطا بالحجون تبايعوا × على ملايهدى لحزم ويرشد

আল্লাহ্ তা'আলা সেই দলটিকে উত্তম বদলা দান করুন, যারা হাজূন থেকে একের পর এক জনসমক্ষে এসে হাযির হয় এবং তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধির কথা শোনায় এবং সৎপথের সন্ধান দেয়।

قعودا لدى خطم الحجون كانهم × مقاولة بل هم اعز وامجد

তারা খাতমুল-হাজূন নামক স্থানে এমনভাবে বসে ছিলেন, যেন তারা রাজণ্যবর্গ। বস্তুত তারা ছিলেন সম্মানিত নেতাদের মধ্যে অতি মর্যাদাবান।

اعان عليها كل صقر كانه × اذا مامشى فى رفرف الدرع احرد

এতে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন, তারা প্রত্যেকে ছিলেন বাজপাখির মত। যখন তারা দীর্ঘ বর্ম পরিহিত অবস্থায় এগিয়ে চলতেন, তখন তারা ধীর পদক্ষেপে চলতেন।

جرى على جلى الخطوب كانه × شهاب بكفى قابس يتوقد

অনেক বড় বিপজ্জনক কাজেও তারা সাহসিকতার পরিচয় দেন, তারা যেন এক-একটা অগ্নিশিখা, যা অগ্নি গ্রহণকারীর হাতে দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে।

من الاكرمين من لؤى بن غالب × اذا سيم خسفا وجهه يترىد

তারা লুআঈ ইব্‌ন গালিবের বংশধরদের মধ্যে অন্যতম মর্যাদাবান, যখন তদের সাথে কোন অবমাননাকর আচরণ করা হয়, তখন তাদের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

طويل النجاد خارج نصف ساقه × على وجهه يسقى الغمام وسعد

তারা দীর্ঘ দেহের অধিকারী, তাদের পায়ের অর্ধেক পরিধেয় বস্ত্রের বাইরে থেকে যায়। তাদের চেহারার বদৌলতে মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং নিজেকে ধন্য মনে করে।

عظيم الرماد سيد وابن سيد × يحض على مقعرى الضيوف ويحشد

তারা দানবীর, জননেতা এবং নেতার সন্তান, তারা অন্যকেও অতিথি আপ্যায়নে উৎসাহিত করে এবং নিজেরাও এ উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করে।

بينى لابناء العشيرة صالحا × اذا نحن طفنا فى البلاد ويمهد

আমরা যখন দেশ-বিদেশে সফরে থাকি, তখন তারা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ঘর-বাড়ি তৈরি করে এবং অন্যান্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে।

الظ بهذ الصلح كل مبرأ × عظيم اللواء امره ثم يحمد

এ সন্ধিপত্রে হস্তক্ষেপ করে এমন সব লোক, যাঁরা নির্মল চরিত্রের অধিকারী, বৃহৎ ঝাণ্ডাধারী জননেতা, তদুপরি তারা সর্বজননন্দিত।

قضوا ما قضوا فى ليلهم ثم اصبحوا × على مهل وسائر الناس رقد

তারা রাত্রিকালে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ে নিল এবং তারা সকালে তাদের উদ্দিষ্ট স্থানে ধীর-স্থিরভাবে পৌঁছে গেল; আর এ সময় অন্য লোকেরা নিদ্রায় বিভোর ছিল।

هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا × وسر ابو بكر بها ومحمد

তারা সাহ্‌ল ইব্‌ন বায়যাকে রাযী করে ফিরিয়ে দিল, আর তাদের এ কাজে মুহাম্মদ (সা) ও আবূ বকর (রা) খুশি হলেন।

متى شرك الاقوام فى جل امرنا × وكنا قديما قبلها نتودد

এরা আমাদের বড় বড় কাজে অংশগ্রহণ করেছে ? আমরা তো এ চুক্তিপত্রের আগে, বহু আগ থেকেই পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন ছিলাম।

وكنا قديما لا نقر ظلامة × وندرك ما شئنا ولانتشدد

সুদূর অতীত থেকে আমরা কখনও যুলুমকে প্রশ্রয় দেইনি। আমরা যা চাইতাম তা করতাম, কিন্তু কখনও কঠোর হতাম না।

فيالقصى هل لكم فى نفوسكم × وهل لكم فيما يجئ به غد

সুতরাং হে বনূ কূসাই! তোমাদের জন্য আশ্চর্য! তোমরা কি কখনো তোমাদের ভাল-মন্দের কথা চিন্তা করেছ, আগামীকাল কি ঘটতে পারে, সে ব্যাপারে তোমরা কি একবারও চিন্তা করে দেখেছ ?

فانى واياكم كما قال قائل × لديك البيان لوتكلمت اسود

আমার ও তোমাদের অবস্থা তো ঠিক সেইরূপ, যেমন কেউ বলেছিল : হে আসওয়াদ পাহাড়! কথা বলার শক্তি তোমারই আছে, যদি তুমি বলতে।

মুতঈম ইব্‌ন 'আদীর ইন্তিকালে হাস্‌সান (রা)-এর শোকগাথা এবং চুক্তিপত্র বাতিলকরণে তাঁর অবদান প্রসংগে

মুতঈম ইব্‌ন 'আদীর ইন্তিকাল হলে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) নিম্নের শোকগাথাটি রচনা করেন। চুক্তিপত্র বাতিলকরণে তিনি যে অবদান রাখেন, তা তিনি এ শোকগাথায় তুলে ধরেন :

أيا عين فابكى سيد القوم واسفحى × بدمع وان انزفته فاسكبى الدماء

হে চোখ! গোত্র-প্রধানের শোকে কাঁদো, অশ্রু উজাড় করে দাও। আর যখন অশ্রু ফুরিয়ে যাবে, তখন রক্তধারা ঝরাতে থাকবে।

وبكى عظيم المشعرين كليهما × على الناس معروفا له ماتكلما

উভয় দলের প্রধান ব্যক্তির স্মরণে কাঁদো। মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ততদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে, যতদিন মানুষ কথা বলবে।

فلو كان مجد يخلد الدهر واحدا × من الناس ابقى مجده اليوم مطعما

প্রতিপত্তির যদি ক্ষমতা থাকত কোন মানুষকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখার, তা হলে মুতঈমকে তাঁর প্রতিপত্তি আজও বাঁচিয়ে রাখত।

اجرت رسول الله منهم فاصبحوا × عبيدك مالبى مهل واحرما

তুমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে তাদের থেকে আশ্রয় দিয়েছ। সুতরাং যতদিন আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া প্রদানকারী ইহ্‌রাম বেঁধে লাব্বায়ক বলবে, ততদিন তারা তোমার কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকবে।

فلو سئلت عنه معد باسرها × وقحطان او باقى بقية جرهما

যদি তাঁর সম্পর্কে বনূ মা'আদ, বনূ কাহতান এবং বনূ জুরহুমের অবশিষ্ট লোকদের জিজ্ঞেস করা হয়,

لقالوا هو الموفى بخفرة جاره × وذمته يوما اذا تذمما

তবে তারা একযোগে বলবে : তিনি তাঁর আশ্রিতের দেওয়া অংগীকার পূরণ করেন এবং তিনি আদায় করেন নিজ যিম্মাদারী, যখন তা আদায়ের সময় আসে।

فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم × على مثله فيهم اعز واعظما

সুতরাং তাদের উপর তার মত উজ্জ্বল সূর্য আর উদিত হবে না; যা তার মত অধিক সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন।

وابى اذا يابى واليس شيمة × وانوم عن جار اذا الليل اظلما

আর যখন সে অস্বীকার করে, তখন তার মত অস্বীকারকারী আর কেউ নেই। আর সে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। অন্ধকার রাতে সে তার আশ্রিতদের ব্যাপারে নিশ্চিন্তে নিদ্রা-বিভোর থাকে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতার كليهما সম্বলিত লাইনটি ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্যদের সূত্র থেকে প্রাপ্ত।

মুতঈম ইব্‌ন আদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যেভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাস্‌সান (রা) এ কবিতায় বলেছেন اجرت رسول الله منهم [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তুমি তাদের থেকে আশ্রয় দিয়েছিলে]।

এ উক্তি দিয়ে তিনি এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়ফবাসীদের তাঁর প্রতি ঈমান আনার এবং তাঁর সহযোগিতা করার আহবান জানালেন, কিন্তু তারা তাঁর এ আহবানে সাড়া দিল না, তখন তিনি হেরা পর্বতে চলে গেলেন। এরপর তিনি আখনাস ইব্‌ন শুরায়কের কাছে তার আশ্রয় চেয়ে তার কাছে খবর পাঠালেন। সে উত্তর দিল : আমি কুরায়শদের মিত্র। এক গোত্রের মিত্র তাদের প্রতিপক্ষকে আশ্রয় দিতে পারে না। এরপর তিনি সুহায়ল ইব্‌ন আমরকে অনুরূপ অনুরোধ জানালেন। সে বলল : বনূ 'আমিরের লোক বনূ কা'বের বিরুদ্ধে কাউকে আশ্রয় দেয় না। অবশেষে তিনি মুতঈম ইব্‌ন 'আদীর কাছে লোক পাঠালেন। মুতঈম তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন। মুতঈম ও তাঁর খান্দানের লোকসহ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন এবং তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সেখানে প্রবেশ করার জন্য ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করলেন এবং সেখানে সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি (সা) তার বাড়িতে চলে গেলেন। হাস্‌সান (রা) ঐ ঘটনারই প্রতি ইঙ্গিত করে উপরোক্ত উক্তি করেন।

চুক্তিপত্র বাতিলকরণে হিশাম ইব্‌ন 'আমরের অবদান ও হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) কর্তৃক তার প্রশংসা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্‌ন 'আমর কুরায়শদের চুক্তিপত্র বিনষ্ট করার জন্য প্রশংসনীয় অবদান রেখেছিলেন বলে, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা) তার প্রশংসা করে বলেন :

هل يوفين بنو امية ذمة × عقدا كما اوفى جوار هشام
من معشر لايغدرون بجارهم × للحارث بن حبيب بن سخام
واذا بنو حسل اجاروا ذمة × اوفوا وادوا جارهم بسلام

বনূ উমাইয়া কি তাদের যিম্মাদারী পূরণ করবে,
যেমন তা পূরণ করেছে হিশামের প্রতিবেশীগণ ?
তারা হারিস ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন সুখামের বংশধর,
যারা তাদের আশ্রিতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

বনূ হিস্‌ল যখন কাউকে আশ্রয় দিয়ে নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়, তখন তারা তা যে কোন মূল্যে রক্ষা করে এবং আশ্রিতের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করে।

তুফায়ল ইব্‌ন 'আমর দাওসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

কুরায়শ কর্তৃক নবী (সা)-এর কথা না শোনার জন্য তাকে সতর্কীকরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সম্প্রদায়কে পাপ-পঙ্কিলতা হতে বিরত হওয়ার জন্য উপদেশ দিতে থাকেন এবং তাদের মুক্তির পথে আহবান জানাতে থাকেন। ওদিকে তাদের হাত থেকে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হিফাযত করলেন, তখন তারা নতুন কৌশল অবলম্বন করল। তারা মক্কাবাসী ও মক্কায় আগত অপরাপর আরববাসীকে তাঁর ব্যাপারে সতর্ক করতে লাগল, যেন কেউ তাঁর কাছে না আসে, তাঁর কথা না শোনে।

তুফায়ল ইব্‌ন 'আমর দাওসী নিজ ঘটনা সম্পর্কে বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় থাকাকালে তিনি একবার কোন কাজে সেখানে আসেন। তিনি ছিলেন একজন কবি, বিচক্ষণ ও শরীফ লোক। তিনি মক্কায় পৌঁছানোর সাথে সাথেই একদল কুরায়শ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করল এবং তাঁকে বলল : হে তুফায়ল! আপনি আমাদের দেশে এসেছেন (খুবই খুশির কথা), তবে সাবধান থাকবেন। কেননা আমাদের মাঝে এই যে লোকটির অভ্যুদয় হয়েছে, সে আমাদের জটিলতার মাঝে ফেলে দিয়েছে। সে আমাদের ঐক্য নষ্ট করেছে এবং আমাদের দীনের ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। তার কথা যাদুর মত যা পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ফাটল ধরায়। আমরা আপনার জন্য আশংকা করছি যে, সে আমাদের যে বিপদে ফেলেছে, সে বিপদে আপনাকে ও আপনার কাওমকে ফেলবে। কাজেই আপনি কখনো তাঁর সাথে কোন কথা বলবেন না এবং তাঁর কথা শুনবেনও না।

তুফায়ল ইব্‌ন আমর কর্তৃক কুরায়শদের কথা মেনে চলা, পরে তা প্রত্যাখ্যান করা এবং শেষে নবী (সা)-এর কথা শ্রবণ

তুফায়ল (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম, তারা এভাবে আমার পেছনে লেগে থাকল। ফলে আমিও সংকল্প করলাম, তাঁর কোন কথা শুনব না এবং নিজেও তাঁর কাছে কিছু বলব না।

এমনকি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কোন কথা কানে ঢুকে পড়তে পারে এ আশংকায় আমি যখন কা'বা শরীফে যেতাম, তখন কানে কাপড় এঁটে নিতাম। এমনিভাবে আমি একদিন যখন কা'বা শরীফে যাই, তখন দেখি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। আমি তাঁর কাছাকাছি এক জায়গায় দাঁড়ালাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল আমাকে তাঁর কিছু কথা শোনানোর। তিনি বলেন : তখন আমি সুন্দর কথা শুনলাম। মনে মনে বললাম : আমার মা সন্তানহারা হোক। আল্লাহ্র কসম! আমি তো একজন কবি ও বুদ্ধিমান লোক। ভাল-মন্দ আমার কাছে অস্পষ্ট থাকে না। কাজেই আমি তাঁর বক্তব্য শুনছি না কেন ? যদি ভাল হয় তা গ্রহণ করব, আর যদি মন্দ হয়, তবে তা বর্জন করব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং তাঁর দাওয়াত গ্রহণ

তুফায়ল (রা) বলেন : আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করলে আমিও তাঁর সংগে প্রবেশ করলাম। তারপর বললাম : হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায় আপনার সম্পর্কে এই এই কথা বলে। আল্লাহ্র কসম! তারা আমাকে আপনার ব্যাপারে এত বেশি ভয় দেখিয়েছে যে, আমি আমার কানে তুলা পর্যন্ত গুঁজে নিই, যাতে আমি আপনার কোন কথা শুনতে না পাই। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল ভিন্ন, তিনি আমাকে আপনার কথা শোনালেন। আমি এক সুমধুর বাণীই শুনেছি। কাজেই আপনি আপনার দীনের বিষয়টি আমার সামনে তুলে ধরুন। তিনি আমার সামনে ইসলাম পেশ করলেন এবং আমাকে কুরআন পাঠ করে শোনালেন। আল্লাহ্র কসম! এমন মধুর বাণী আমি আর কখনও শুনিনি এবং এমন ভারসাম্যপূর্ণ ধর্মীয় বিধানের কথা জানতে পারিনি। আমি তখনই ইসলাম কবূল করলাম এবং সত্যের সাক্ষ্য দিলাম।

এরপর আমি বললাম : হে আল্লাহ্র নবী! আমি আমার সম্প্রদায়ের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত জানাব। আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে এমন কোন নিদর্শন দান করেন, যা আমার দাওয়াতের পক্ষে সহায়ক হবে। তিনি বললেন : اللهم اجعل له اية 'হে আল্লাহ্! তাকে একটি নিদর্শন দিন।'

যে নিদর্শন তাঁকে দেওয়া হয়

তুফায়ল (রা) বলেন : আমি স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। যখন এক গিরিপথে পৌঁছলাম, তখন আমার দু'চোখের মাঝ বরাবর একটি আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠল। সেখানে একটি কাফেলা পানি গ্রহণের জন্য অবস্থান করছিল। আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলাম, এটা আমার চেহারা ভিন্ন অন্য কোথাও স্থানান্তর করে দিন। আমি আশংকা করছিলাম যে, লোকেরা ভাবতে শুরু করবে তাদের ধর্ম ত্যাগের কারণে আমার চেহারা বিকৃতি ঘটেছে। তখন সে আলো সরে গিয়ে আমার চাবুকের মাথায় পড়ল। উক্ত কাফেলার লোকেরা একটি ঝুলন্ত

ফানুসের মত সে আলো আমার চাবুকের মাথায় প্রত্যক্ষ করছিল। আমি গিরিপথ থেকে তাদের দিকে নেমে আসলাম এবং তাদের সাথে মিলে গেলাম।

তাঁর পিতাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে

তুফায়ল (রা) বলেন : বাড়ি আসার পর আমার বৃদ্ধ পিতা আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। আমি বললাম : হে পিতা! আপনি আমার কাছে আসবেন না। আমি আপনার নই, আপনিও আর আমার নন। তিনি বললেন : কেন হে বৎস ? বললাম : আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর দীন অবলম্বন করেছি। তিনি বললেন : বৎস! তোমার দীনই আমার দীন। বললাম : তা হলে যান, গোসল করুন এবং কাপড়-চোপড় পবিত্র করুন। তারপর আসুন, আমি যা শিখেছি তা আপনাকেও শিখিয়ে দেব। কাজেই তিনি গিয়ে গোসল করলেন এবং কাপড়-চোপড় পাক-পবিত্র করে আবার ফিরে আসলেন। আমি তার সামনে ইসলামের বাণী পেশ করলাম। ফলে তিনি ইসলাম কবূল করলেন।

তাঁর স্ত্রীকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে

তিনি বলেন : এরপর আমার স্ত্রী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসল। আমি বললাম : তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও। তুমি আর আমার কেউ নও, আমিও তোমার কেউ নই। সে বলল : এর কারণ কি ? আমি বললাম : ইসলাম তোমার ও আমার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। আমি দীনে ইসলামের দীক্ষা নিয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী হয়েছি। সে বলল : তা হলে আমার দীনও তাই, যা আপনার দীন। আমি বললাম : তা হলে যাও যু'শ্‌-শারার পানি হতে পাক-পবিত্র হয়ে আস।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যুশ্‌-শারা ছিল দাওস গোত্রের একটি প্রতিমা। তার জন্য তারা একটি পশু চারণক্ষেত্র বরাদ্দ করে রেখেছিল। এ চারণক্ষেত্রে পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি জমে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। যুশ্‌-শারার পানি বলতে সে জলাশয়ের পানি বোঝানো হয়েছে।

তুফায়ল (রা) বলেন : আমার স্ত্রী বলল, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, যু'শ্‌-শারার পক্ষ হতে আমাদের শিশুর কোন ক্ষতির আশংকা নেই তো ? আমি বললাম : না। সে দায়-দায়িত্ব আমার। কাজেই সে গিয়ে গোসল করে আসল। আমি তার কাছে ইসলামের বাণী পেশ করলাম এবং সে তা কবূল করে নিল।

তাঁর নিজ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, তাদের বিলম্ব করা এবং পরিশেষে তাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে মিলিত হওয়া

তুফায়ল (রা) বলেন : এরপর আমি দাওস গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালাম। কিন্তু তারা সাড়া দিতে বিলম্ব করল। পরে আমি মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম : হে আল্লাহ্‌র নবী! দাওস গোত্র অশ্লীলতার মাঝে ডুবে রয়েছে।

আপনি তাদের জন্য বদ দু'আ করুন। তিনি বললেন : ইয়া আল্লাহ্! দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন। তারপর তিনি আমাকে বললেন : তুফায়ল, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাও। তাদের আবার দাওয়াত দাও। আর দাওয়াতের কাজে নম্রতা বজায় রাখবে।

তুফায়ল (রা) বলেন : আমি দাওস গোত্রের এলাকায় দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পরও তা চালু থাকল। এর মধ্যে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধও সংঘটিত হয়ে গেল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এ সময় আমার সাথে ছিল দাওস গোত্রের ঐ সব লোক, যারা আমার ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবূল করেছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারে অবস্থান করছিলেন। পরিশেষে আমি দাওস গোত্রের সত্তর বা আশিটি পরিবার নিয়ে মদীনায় পৌছলাম। পরে আমরা সেখান থেকে খায়বারে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মিলিত হলাম। তিনি গনীমতের মাল থেকে অন্যান্য মুসলমানের সাথে আমাদেরও অংশ দিয়েছিলেন।

তাঁর যুলকাফায়ন প্রতিমায় অগ্নি সংযোগ এবং এ সম্পর্কে তাঁর কবিতা

তুফায়ল (রা) বলেন : এরপর থেকে মক্কা বিজয় হওয়া পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। একদিন আমি আরয করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে যুলকাফায়ন প্রতিমা জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করুন। যুলকাফায়ন ছিল 'আম্র ইব্ন হুমামা গোত্রের একটি প্রতিমা।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সেমতে তুফায়ল (রা) যুলকাফায়ন প্রতিমা ধ্বংসের জন্য যাত্রা করলেন। তিনি সেখানে পৌছে মূর্তিটির গায়ে অগ্নি সংযোগ করে আবৃত্তি করতে লাগলেন :

يا ذا الكفين لست من عبادكا × ميلادنا اقدم من ميلادكا

انى حشوت النار فى فؤادكا

'হে যুলকাফায়ন! আমি তোমার পূজারী নই।
আমার জন্ম তো তোমার জন্মের আগে।
দেখ, আমি তোমার বুকের ভিতর আগুন ঢুকিয়ে দিলাম।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর জিহাদে অংশগ্রহণ, তাঁর স্বপ্ন ও শাহাদত প্রসঙ্গে

এরপর তুফায়ল (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে আসেন এবং তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিনি মদীনাতেই তাঁর সংগে অবস্থান করেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের ধর্মত্যাগ-এর ফিতনা বিস্তার লাভ করলে তিনি মুসলিম মুজাহিদদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তুলায়হাকে দমন ও নাজদের বিদ্রোহ প্রশমনের কাজ সমাপ্ত করে মুজাহিদগণ ইয়ামামা যাত্রা করেন। তুফায়ল (রা) এসব অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তাঁর পুত্র 'আমর (রা)-ও তাঁর সাথে

ছিলেন। ইয়ামামা যাত্রার পথে তুফায়ল (রা) একটি স্বপ্ন দেখে সঙ্গীদের কাছে তা এভাবে বর্ণনা করেন যে, আমি দেখলাম : আমার মাথা কামিয়ে ফেলা হয়েছে। আমার মুখ থেকে একটি পাখি উড়ে গেল। একটি নারী এসে আমাকে তার গুপ্ত অঙ্গের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল। আর দেখলাম আমার পুত্র আমাকে দিশেহারা হয়ে খুঁজছে, শেষ পর্যন্ত সে বাধাপ্রাপ্ত হল। তোমরা আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল। তারা বলল : ভালই তো দেখেছেন। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিজে এর এক ব্যাখ্যা করেছি। তারা জিজ্ঞেস করল : কি ব্যাখ্যা করেছেন ? তিনি বললেন : আমার মাথা কামানোর অর্থ হচ্ছে—মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। যে পাখিটি আমার মুখ থেকে বের হয়ে গেল, সে হচ্ছে আমার আত্মা। স্ত্রীলোকটি আমাকে তার যোনি গহবরে লুকিয়ে ফেলল–এর অর্থ আমার জন্য কবর খনন করা হবে এবং তার ভেতরে আমাকে ঢেকে ফেলা হবে। আর আমাকে আমার পুত্রের খুঁজে বেড়ানো এবং শেষ পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মানে হচ্ছে, সেও আমার অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে (কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে যাবে)।

বস্তুত তুফায়ল (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। আর তাঁর পুত্রও এ যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে 'উমর (রা)-এর আমলে তিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধে শহীদ হন।

আ'শা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবার বৃত্তান্ত

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাতে রওয়ানা এবং তাঁর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বকর ইব্‌ন ওয়ায়ল গোত্রের খাল্লাদ ইব্‌ন কুর্‌রা ইব্‌ন খালিদ সাদূসী প্রমুখ মনীষী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আ'শা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন 'উকাবা ইব্‌ন সা'ব ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন বক্‌র ইব্‌ন ওয়ায়ল ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রওয়ানা হন। আর নবী (সা)-এর প্রশংসায় তিনি তাঁর যাত্রা পথে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন :

الم تفتمض عيناك ليلة ارمدا × وبت كما بات السليم مسهدا

চোখওঠা রোগীর মত তোমারও কি চোখের পাতা লাগছে না ? তুমিও কি সাপেকাটা ব্যক্তির ন্যায় বিনিদ্র রজনী যাপন করলে ?

وما ذاك عشق النساء وانما × تناسيت قبل اليوم صحبة مهددا

বলাবাহুল্য, এটা কোন রমণীর প্রেমজনিত কারণে নয়, (প্রিয়া) মাহ্‌দাদের সান্নিধ্য তো ভুলে গেছি আজ থেকে অনেক আগেই।

ولكن ارى الدهر الذى هو خائن × اذا اصلحت كفاى عاد فافسدا

বস্তুত আমি বিশ্বাসঘাতক মহাকালের কাণ্ডকারখানা দেখছি। আমি যখন কোন জিনিস ঠিকঠাক করি, কালচক্র তখন তা লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

كهولا وشبانا فقدت وثروة × فلله هذا الدهر كيف تردد

আমি কত বৃদ্ধ, কত যুবক ও শত ঐশ্বর্য হারিয়েছি। সময় আল্লাহ্‌র অপূর্ব সৃষ্টি, কিভাবে তার আবর্তিত হচ্ছে।

وما زلت ابغى المال مذ انا يافع × وليدا وكهلا حين شبت وامردا

শৈশব হতে কৈশোর, এরপর যৌবন ও বার্ধক্য—গোটা জীবনই আমি অর্থের তালাশে কাটিয়েছি।

وابتذل العيس المراقيل تفتلى × مسافة ما بين النجير فصرخدا

এখন আমি নুজায়র ও সারখাদের মাঝপথ অতিক্রম করছি সাদা-লালবর্ণের উটের পিঠে, আর সে উট ভীষণ দ্রুতগামী যেগুলো একটি অপরটিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়।

الا ايهذا السائلى اين يممت × فان لها فى اهل يثرب موعدا

শোন হে প্রশ্নকারী! আমার উটগুলোর গন্তব্য স্থান কোথায় ? এ উটের লক্ষ্য হচ্ছে আমাকে ইয়াসরিববাসীদের মাঝে পৌঁছে দেবে।

فان تسالى عنى فيارب سائل × حفى عن الاعشى به حيث اصعدا

তুমি যদি আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস কর, তবে এ প্রশ্ন অবান্তর নয়, কারণ আ'শা যে দিকেই যায় তার সম্পর্কে প্রশ্নকারীর অভাব থাকে না।

اجددت برجليها النجاء وراجعت × يداها خنافا لينا غيرا حردا

উটটি দ্রুত চলার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করল, ফলে তার সামনের দু'পা শ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ল, তবুও সে খুঁড়িয়ে চলল না।

وفيها اذا ما هجرت عجرفية × اذا خلت جرباء الظهيرة اصيدا

দুপুরের রোদে তুমি যখন গিরগিটিকে ঘাড় বাঁকিয়ে থাকতে দেখতে পাও, তখনও আমার উট সগর্বে হেঁটে চলে।

واليت لا اوى لها من كلالة × ولامن حفى حتى تلاقى محمدا

আমি কসম করেছি, কোনরূপ শ্রান্তি বা খুর খুলে যাওয়ার কারণে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ দেখাব না; যতক্ষণ না সে মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত পৌঁছায়।

متى ما تناخى عند باب ابن هاشم × تراحى وتلقى من فواضله ندى

তুমি যখন হাশিমের সন্তানদের দুয়ারে গিয়ে বসবে, তখনই শান্তি লাভ করবে এবং তাঁর মহান চরিত্রের কৃপাবারিতে স্নাত হবে।

نبيا يرى ما لاترون وذكره × اغار لعمرى فى البلاد وانجدا

তিনি আল্লাহ্‌র নবী, তিনি যা দেখেন তোমরা তা দেখ না; আর তাঁর সুখ্যাতি আমার জীবনের কসম! তা ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশের সকল উঁচু-নীচু স্থানে, অর্থাৎ সর্বত্র।

له صدقات ماتغب ونائل × وليس عطاء اليوم مانعه غدا

তিনি সব সময় দান-খয়রাত করে থাকেন, তাঁর আজকের দান আগামীকালের দানের জন্য অন্তরায় নয়।

اجدك لم تسمع وصاة محمد × نبى الاله حيث اوصى واشهدا

তুমি এত ছুটাছুটি করছ কেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উপদেশ শোনোনি—যখন তিনি উপদেশ ও সাক্ষ্য দেন ?

اذا انت لم ترحل بزاد من التفى × ولاقيت بعد الموت من قدتزودا

তুমি যদি তাকওয়ার পাথেয় নিয়ে সফর না কর এবং মৃত্যুর পর এ পাথেয় সংগ্রহকারীদের সাক্ষাৎ পাও—

ندمت على ان لاتكون كمثله × فترصد للامر الذى كان ارصدا

তবে তোমার অনুশোচনার সীমা থাকবে না যে, কেন তুমি তাদের মত হলে না এবং যে মৃত্যু তোমার জন্য প্রতীক্ষারত ছিল, তার জন্য প্রস্তুত হলে না।

فاياك والميتات لاتقربنها × ولا تاخذن سهما حديدا لتفصدا

সুতরাং সাবধান, মৃত জন্তুর নিকটেও যাবে না এবং রক্ত প্রবাহ করার (অর্থাৎ মূর্তির জন্য উৎসর্গ করার) জন্য তীক্ষ্ণ শর হাতে নিও না।

وذا النصب المنصوب لا تنسكنه × ولا تعبد الا وثان والله فاعبدا

আর স্বহস্তে স্থাপিত মূর্তির জন্য কুরবানী কর না। দেবদেবীর পূজা কর না, শুধু আল্লাহ্‌র-ই ইবাদত কর।

ولا تقربن حرة كان سرها × عليك حراما فانكحن او تابدا

কোন সতী-সাধ্বীর নিকটেও যেওনা, যার সম্ভ্রম তোমার জন্য নিষিদ্ধ, সম্ভব হলে তুমি বিবাহ কর, নয়ত স্ত্রীলোকদের থেকে দূরে থাক।

وذا الرحم القربى فلا تقطعنه × لعاقبة ولا الا سير المقيدا

আর শাস্তিদানের জন্য নিকট-আত্মীয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কর না এবং বন্দীর সাথে দুর্ব্যবহার কর না।

وسبح على حين العشيات والضحى × ولاتحمد الشيطان والله فاحمدا

সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ কর, শয়তানের গুণগান কর না, আর আল্লাহ্‌রই প্রশংসা কর।

ولاتسخرا من بائس ذى ضرارة × ولاتحسبن المال للمئ مخلدا

আর তুমি নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের উপহাস কর না এবং কখনো মনে কর না যে, ধন-সম্পদ কোন মানুষকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদ হারাম বলেন শুনে তার প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যু

আ'শা মক্কায় বা তার কাছাকাছি পৌঁছলে জনৈক কুরায়শ মুশরিকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সে তাকে তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলল : সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এসেছে। তখন কুরায়শ লোকটি

বলল : হে আবূ বাসীর! তিনি যে ব্যভিচার নিষিদ্ধ করেন। আ'শা বলল : আল্লাহ্‌র কসম! কাজটি গুরুতর, এতে আমার কোন আগ্রহ নেই। তখন সে আবার তাকে বলল : তিনি তো মদপানকেও হারাম বলেন। আ'শা বলল : হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! এতে অবশ্য আমার কিছুটা আসক্তি আছে। বরং এ বছর আমি মক্কা থেকে ফিরে যাচ্ছি। এ বছর আমি স্বাদ মিটিয়ে মদপান করব। এরপর ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করব। এই বলে আ'শা ফিরে যায়। কিন্তু সে বছরই সে মারা যায়। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আর ফিরে আসেনি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আবূ জাহলের লাঞ্ছনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্‌র দুশমন আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোর দুশমন ছিল, তার মনে ছিল তাঁর প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ এবং তাঁকে উৎপীড়নও করত সেই মাত্রায়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনাসামনি হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অপমানিত করতেন।

আবূ জাহ্‌লের কাছে জনৈক ইরাশীর উট বিক্রয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : জ্ঞানী আবদুল মালিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান সাকাফী আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইরাশা গোত্রের এক ব্যক্তি তার কয়েকটি উট নিয়ে মক্কায় আসে। আবূ জাহ্‌ল তার থেকে সে উট খরিদ করে নেয়। কিন্তু দাম নিয়ে টালবাহানা শুরু করে দেয়। নিরুপায় হয়ে সে ইরাশী কুরায়শদের একটি সভাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের এক পাশে বসেছিলেন। ইরাশী লোকটি বলল : হে কুরায়শরা। কেউ আছে কি, যে আবুল হাকাম ইব্‌ন হিশামের কাছ থেকে আমার উটের দাম আদায় করে দেবে ? আমি একজন বিদেশী মুসাফির। সে আমার হক আদায়ে গড়িমসি করছে।

রাবী বলেন : তখন সে মজলিসের লোকেরা তাকে বলল : তুমি কি ঐ বসা লোকটি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)]-কে দেখতে পাচ্ছ না, তুমি তাঁর কাছে যাও সে তোমার পাওনা তার থেকে আদায় করে দেবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ জাহ্‌লের মধ্যকার দুশমনির কথা জানত বলেই তারা এরূপ করেছিল।

আবূ জাহল থেকে লোকটির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ন্যায়বিচার আদায়

ইরাশী লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আবুল হাকাম ইব্‌ন হিশামের কাছে আমার কিছু পাওনা আছে, কিন্তু আমাকে দুর্বল পেয়ে সে তা আদায়ে গড়িমসি করছে। আমি একজন বিদেশী মুসাফির। আমি ঐ মজলিসের লোকদের কাছে তার থেকে আমার হক আদায়ের ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আপনি তার কাছ থেকে আমার পাওনা আদায় করে দিন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করবেন। তিনি (সা) বললেন : তার কাছে চল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও তার সঙ্গে

উঠলেন। তা দেখে মজলিসের লোকেরা তাদের একজনকে বলল : তুমি তাঁর অনুসরণ কর আর তিনি কি করেন তা দেখ।

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে সোজা আবূ জাহ্‌লের বাড়ি উপস্থিত হলেন এবং তার দরজায় করাঘাত করলেন।

তখন সে জিজ্ঞেস করল : তুমি কে ? তিনি বললেন : মুহাম্মদ। তুমি আমার কাছে বেরিয়ে এস।

আবূ জাহ্‌ল বের হয়ে তাঁর কাছে আসল। এ সময় ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ ছিল, প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি এই লোকটির পাওনা দিয়ে দাও। সে বলল : হ্যাঁ, দাঁড়ান, আমি এক্ষণই তার পাওনা দিয়ে দিচ্ছি। রাবী বলেন : এই বলে সে ভিতরে চলে গেল এবং তার পাওনাসহ বেরিয়ে এসে তাকে তা দিয়ে দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরে আসলেন এবং ইরাশীকে বললেন : তুমি আপন কাজে চলে যাও। ইরাশী আবার সেই মজলিসে গিয়ে হাযির হল। তাদের লক্ষ্য করে সে বলল : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দিন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমার পাওনা আদায় করে দিয়েছেন।

আবূ জাহ্‌লের ভীত হওয়ার কারণ

কুরায়শদের প্রেরিত লোকটিও ফিরে আসল। তারা জিজ্ঞেস করল : আচ্ছা, কি দেখলে ? সে বলল : দেখালাম এক মহা-বিস্ময়। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি গিয়ে শুধু আবূ জাহ্‌লের দরজায় করাঘাত করলেন। তখন আবূ জাহ্‌ল বেরিয়ে আসল। কিন্তু ভয়ে তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। মুহাম্মদ (সা) তাকে বললেন : এই লোকটির পাওনা দিয়ে দাও। তখন সে বলল : হ্যাঁ, দিচ্ছি। একটু দাঁড়ান, এক্ষণই তার পাওনা দিয়ে দিচ্ছি। এই বলে সে ভিতরে গেল এবং তার পাওনা এনে তাকে দিয়ে দিল।

রাবী বলেন : একটু পরেই আবূ জাহ্‌ল স্বয়ং সে মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হল। তখন তারা তাকে ধিক্কার দিয়ে বলল : আপনার কি হয়েছে ? আজ যা করলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এরূপ করতে আর কখনও আপনাকে দেখিনি। সে বলল : ধিক তোমাদের! আল্লাহ্‌র কসম! সে গিয়ে যখন আমার দরজায় করাঘাত করল এবং আমি তাঁর সামনে বেরিয়ে এসে দেখি যে, তাঁর মাথার উপর একটি ভয়ানক আজব উট। অতবড় মাথা, কাঁধ আর দাঁতবিশিষ্ট উট আমি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম! তখন যদি আমি তার পাওনা শোধ করতে অস্বীকার করতাম, তবে সে উট আমাকে খেয়ে ফেলত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে রুকানা মুত্তালিবীর মল্লযুদ্ধ

নবী (সা)-এর বিজয়, গাছের আশ্চর্য ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন যে, মুত্তালিব গোত্রের রুকানা ইব্‌ন 'আব্‌দ ইয়াযীদ ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ

ছিল কুরায়শদের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। একদিন মক্কার এক পাহাড়ী পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তার নির্জনে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন : হে রুকানা! তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় করবে না ? আর আমি তোমাকে যার দাওয়াত দিচ্ছি, তা কি কবূল করবে না ? রুকানা বলল : আমি যদি জানতাম আপনার দাওয়াত সত্য, তবে অবশ্যই গ্রহণ করতাম। তিনি বললেন : বল তো, আমি যদি কুস্তিতে তোমাকে হারিয়ে দিতে পারি, তা হলে কি তুমি বিশ্বাস করবে আমার দাওয়াত সত্য ? সে বলল : হ্যাঁ। তা হলে বিশ্বাস করব। তিনি বললেন : তা হলে উঠ, আমি তোমার সাথে কুস্তি লড়ব।

রাবী বলেন : রুকানা কুস্তি লড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ধরেই এমনভাবে ধরাশায়ী করে ফেললেন যে, সে ছিল অসহায়। সে পুনরায় কুস্তি লড়বার প্রস্তাব করল। কিন্তু এবারও সে ধরাশায়ী হল। তখন সে বলে উঠল : হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্র কসম, এ বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। আপনি আমাকে পরাস্ত করছেন ? তিনি বললেন : তুমি চাইলে আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখাতে পারি। শর্ত হচ্ছে, আল্লাহ্কে ভয় করতে হবে এবং আমার অনুসরণ করতে হবে। সে বলল : তা কি ? তিনি বললেন : তুমি ঐ যে গাছটিকে দেখছ, আমি তাকে তোমার জন্য ডাকব, আর সে আমার কাছে চলে আসবে। সে বলল : ডাকুন তো। তিনি গাছটিকে ডাকলেন। সাথে সাথে গাছটি এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে থেমে গেল। এরপর তিনি গাছটিকে বললেন : এবার তুমি স্বস্থানে ফিরে যাও। তখন গাছটি তার নিজের স্থানে ফিরে গেল।

রাবী বলেন : এরপর রুকানা তার নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল : হে বনূ 'আব্দ মানাফ। তোমরা তোমাদের এই সাথীকে নিয়ে বিশ্ববাসীর সাথে যাদুর চ্যালেঞ্জ করতে পার। আল্লাহ্র কসম! আমি তার চাইতে বড় যাদুকর আর কখনো দেখিনি। এরপর সে তাদের কাছে ঐ ঘটনার বর্ণনা দিল, যা সে দেখেছিল এবং তিনি যা করেছিলেন।

খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের আগমন ও ইসলাম গ্রহণ

আবূ জাহ্ল কর্তৃক তাদেরকে ইসলাম হতে ফেরানোর চেষ্টা

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খবর পেয়ে আবিসিনিয়া হতে আনুমানিক বিশ সদস্যের একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল তাঁর সংগে সাক্ষাতের জন্য আসে। এ সময় তিনি মক্কাতেই ছিলেন। তারা তাঁকে মসজিদে হারামে পেল। তারা তাঁর কাছে এসে বসল এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করল। এ সময় কুরায়শরা কা'বার পাশে স্ব-স্ব মজলিসে বসা ছিল। প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্নাদি, যা তারা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, তা শেষ করলে, তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিলেন এবং তাদের কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন। তারা যখন কুরআন শুনলো, তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তারা সকলে আল্লাহ্র দাওয়াত স্বীকার করে

নিল এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনল এবং তাঁকে বিশ্বাস করে নিল। তারা বুঝে ফেলল, তাদের কিতাবে যে আখিরী নবীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, ইনিই সেই নবী। খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করে যখন নবী (সা)-এর নিকট হতে চলে গেল, তখন আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম কতিপয় কুরায়শসহ তাদের সম্মুখীন হল। তারা তাদের বলল, আল্লাহ্ তোমাদের অমঙ্গল করুন, কি অশুভ কাফেলা তোমরা! তোমাদের স্বধর্মীয় ভাইরা তোমাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন, যাতে তোমরা ফিরে গিয়ে এই লোকটির খবরাখবর তাদের জানাতে পার। আর তোমরা কি না তার মজলিসে বসতে না বসতেই ধর্মচ্যুত হলে এবং তার কথায় বিশ্বাস করলে ? তোমাদের মত আহাম্মক কাফেলা আর আমরা দেখিনি। তারা তাদের বলল : ভাই, তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা তোমাদের সাথে মূর্খের ন্যায় তর্ক করব না। আমরা আমাদের কর্মফল ভোগ করব, আর তোমরা তোমাদের কর্মফল ভোগ করবে। আমরা আমাদের কল্যাণ সাধনে কোন ত্রুটি করিনি।

প্রতিনিধি দলটির নিবাস ও তাদের সম্পর্কে কুরআনের নাযিলকৃত আয়াত

আর বলা হয়ে থাকে এ প্রতিনিধি দলটি ছিল নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ মত সঠিক হলে বলা যাবে এদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয় : اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ - وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ. হতে لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ পর্যন্ত।

"এর পূর্বে আমি যাদের কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে : আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। তাদের দু'বার পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। কারণ তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে ও আমি তাদের যে রিয্ক দিয়েছি, তা হতে তারা ব্যয় করে। তারা যখন অসার বাক্য শোনে, তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে, 'আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।" (২৮ : ৫২-৫৫)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি ইব্ন শিহাব যুহ্রী (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ আয়াতগুলো কাদের সম্পর্কে নাযিল করা হয়েছে ? তিনি আমাকে বললেন : আমি আমাদের আলিমদের কাছে এমন শুনেছি যে, এগুলো নাজাশী ও তার লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, আর সূরা মায়িদার এ আয়াতগুলো : ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لاَيَسْتَكْبِرُوْنَ হতে فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ পর্যন্ত। ["যারা বলে আমরা খ্রিস্টান, মানুষের মধ্যে তুমি তাদেরকেই মু'মনিদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবে]; কারণ, তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগী আছে, আর

তারা অহংকারও করে না। রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শোনে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে, তারা বলে, "হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর।" (৫ : ৮২-৮৩)

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্তদের প্রতি মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং এ সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মসজিদে হারামে বসতেন, তখন খাব্বাব, 'আম্মার, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মুহাররিসের আযাদকৃত গোলাম আবূ ফুকায়হা, ইয়াসার, সুহায়ব (সা) প্রমুখ দুর্বল সাহাবীগণও তাঁর সঙ্গে বসতেন। কুরায়শরা তাদের দেখে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত এবং তারা পরস্পরে বলাবলি করত : এ হলো এঁর সাথী, যেমন তোমরা দেখছ। আল্লাহ্ এদের হিদায়াত ও সত্য দ্বারা অনুগৃহীত করার জন্য আমাদের থেকে বেছে নিয়েছেন। মুহাম্মদের দীন যদি সত্যই হত, তা হলে এরা আমাদের অগ্রগামী হতে পারত না; আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বাদ দিয়ে এদেরকে এ নি'আমতের জন্য বাছাই করে নিতেন না। আল্লাহ্ এদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন :

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ - مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْئٍ - وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْئٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ - وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"যারা তাদের রবকে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ডাকে, তাদের আপনি বিতাড়িত করবেন না। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কোন কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন; করলে আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এভাবে আমি তাদের একদলকে অন্যদল দিয়ে পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে, "আমাদের মধ্যে কি তাদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন ?" আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত নন ? যারা আমার আয়াতে ঈমান আনে, তারা যখন আপনার নিকট আসে, তখন আপনি তাদের বলুন, "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দকাজ করে, এরপর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৬ : ৫২-৫৪)।

মুশরিকদের দাবি খ্রিস্টান জাব্‌র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিক্ষাদান করত; এ সম্পর্কে আল্লাহ্ নাযিল করেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই মারওয়ার কাছে এক খ্রিস্টান গোলামের দোকানের পাশে বসতেন। সেই ছিল হাদরামী গোত্রের গোলাম, যাকে জাব্‌র বলা হত। ফলে কাফিররা বলত: আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ যা কিছু শোনায় তা ঐ খ্রিস্টান গোলাম জাব্‌রেরই শেখানো। তাদের এ বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ্ নাযিল করেন :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ -

"আমি তো জানি, তারা বলে, তাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ। তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়; কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।" (১৬ : ১০৩)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, يلحدون اليه অর্থ يميلون اليه 'যার দিকে তারা আকৃষ্ট হয়।' الالحاد অর্থ সত্য হতে বিচ্যুত হওয়া। রু'বা ইব্‌ন 'আজ্জাজ তার এক কবিতায় বলে :

اذا تبع الضحاك كل ملحد

"যখন সকল সত্যত্যাগী দাহ্‌হাকের অনুসরণ করল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ দ্বারা দাহ্‌হাক খারিজীকে বোঝানো হয়েছে। এটা তার কবিতার অংশ।

সূরা কাওসার নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে 'আস ইব্‌ন ওয়ায়লের উক্তি এবং সূরা কাওসার নাযিল হওয়া

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বর্ণিত আছে যে, 'আস ইব্‌ন ওয়ায়ল আস-সাহমীর কাছে কেউ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা উত্থাপন করত, তখন সে বলত, আরে তার কথা রেখে দাও, সে তো একজন নির্বংশ লোক, তার কোন সন্তানাদি নেই। মারা গেলে তার চর্চা করার কেউ থাকবে না। তখন তোমরা এমনিতেই তার থেকে নিস্তার পেয়ে যাবে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ। অর্থাৎ "আমি অবশ্যই আপনাকে কাওসার দান করেছি," যা আপনার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার অন্তর্গত যাবতীয় বস্তু হতে উত্তম। কাওসার অর্থ মহা-মঙ্গলের প্রাচুর্য।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লাবীদ ইব্‌ন রাবী'আ কিলাবী, তাঁর একটি কাসীদায় বলেন :

وصاحب ملحوب فجعنا بيومه × وعند الرداع بيت اخر كوثر

"মালহূব কুয়ার মালিকের মৃত্যুর দিন আমাদের খুব কষ্ট হয়, আর রিদা' কুয়ার পাশেও একটা ঘর আছে, প্রচুর মঙ্গলময়।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মালহূবের লোকটি বলতে আওফ ইব্‌ন আহওয়াস ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন কিলাবকে বুঝান হয়েছে, এখানে সে মারা গিয়েছিল।

আর রিদা'র পাশে একটা ঘর বলে, শুরায়হ ইব্‌ন আহওয়াস ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন কিলাবকে বোঝানো হয়েছে। তার মৃত্যু হয়েছিল এই কুয়ার পাশে।

كوثر শব্দ كثير হতে উদ্ভূত। কুমায়ত ইব্‌ন যায়দ হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের প্রশংসায় বলেন :

وانت كثير يابن مروان طيب × وكان ابوك ابن العقائل كوثرا

"হে মারওয়ান তনয়! আপনি একজন উত্তম পবিত্র ব্যক্তি, আর আপনার পিতা ছিলেন এক অভিজাত বংশের মহান সন্তান।"

উমাইয়া ইব্‌ন আবূ 'আইয হুযালী একটি বন্য গাধার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

يحامى الحقيق اذا ما احتدمن × وحمحمن فى كوثر كالجلال

"সে প্রয়োজন ক্ষেত্রে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করে। যখন সবেগে ধাবিত হয়, তখন ধূলোর শামিয়ানার মাঝে ফোঁসফোঁস করতে থাকে।"

এতে كوثر দ্বারা কবি অধিক ধূলোবালি বুঝিয়েছেন এবং আধিক্যের কারণে তাকে তুলনা করেছেন শামিয়ানার সাথে।

কাওসার কি ? এ প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে কাওসার দান করেছেন, তা কি? তিনি বললেন : সান'আ হতে আয়লা পর্যন্ত প্রশস্ত একটি নহর। তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রমালাতুল্য। তাতে এমন সব পাখি আনাগোনা করে, উটের মত যাদের গ্রীবাদেশ। এ কথা শুনে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ তো ভারী উত্তম বস্তু। তিনি বললেন : এর পানকারীরা আরও উত্তম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি এই হাদীস কিংবা এতদসংশ্লিষ্ট অপর কোন হাদীসে শুনেছি, যে ব্যক্তি একবার এর পানি পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।

وَقَالُوا لَوْلَآ نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ আয়াতের অবতরণ প্রসঙ্গে : যাম'আ ও তার সাথীদের উক্তি এবং এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। তিনি তাদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকলেন এবং তাদের আহ্বান জানালেন চূড়ান্ত পর্যায়ে। শেষে যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ, নায্‌র ইব্‌ন হারিস, আসওয়াদ ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াগূস, উবায় ইব্‌ন খালাফ ও 'আস ইব্‌ন ওয়ায়ল তাঁকে বলল : হে মুহাম্মদ! তোমার সাথে যদি কোন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হত, যে তোমার পক্ষে কথা বলত এবং মানুষ তা চাক্ষুষ দেখত! তাদের এ উক্তির জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَقَالُوا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ - وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ -

"তারা বলে, তাঁর নিকট কোন ফেরেশতা কেন প্রেরিত হয় না ? যদি আমি ফেরেশতা প্রেরণ করতাম তা হলে তাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হয়ে যেত, আর তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হতনা। যদি তাকে ফেরেশতা করতাম, তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম, আর তাদের সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে।" (৬ : ৮-৯)

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ - আয়াতের অবতরণ প্রসংগে : ওয়ালীদ ও তার সাথীদের উক্তি এবং এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা, উমাইয়া ইব্‌ন খালাফ ও আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তাঁকে দেখে পরস্পরে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। তাদের সে আচরণে তিনি রাগান্বিত হন। তখন আল্লাহ্ তাদের এ আচরণ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন :

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ -

"তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল তাই বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করেছে।" (৬ : ১০)।

ইস্‌রা ও মি'রাজ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবীর সূত্রে যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্‌সা অর্থাৎ ঈলিয়ায় অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মক্কার কুরায়শ ও অন্যান্য সমস্ত গোত্রের মধ্যে ইসলামের আহবান ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা), আবূ সাঈদ খুদরী (রা), উম্মুল-মু'মিনীন 'আয়েশা (রা), 'মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (রা), হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরী (র), ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (র), কাতাদা (র), উম্মু হানী বিন্‌ত আবূ তালিব (রা) প্রমুখ হতে মি'রাজর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কারও সূত্রে পূর্ণ ঘটনা, কারও সূত্রে অংশবিশেষ। মহানবী (সা)-এর এ ঘটনার মাঝে মানবজাতির জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র মহিমা ও কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন, মু'মিনদের জন্য পরীক্ষা ও বুদ্ধিমানদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয়। এতে মু'মিন ও বিশ্বাসীগণ খুঁজে পায় সঠিক পথের দিশা, লাভ করে আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহ এবং দীনের ব্যাপারে অবিচলতা। এ মহা-পরিভ্রমণ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে সন্দেহাতীতভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। মহান আল্লাহ্

যেভাবে ইচ্ছা করেছেন নবী (সা)-কে স্বীয় কুদরতের নিদর্শনাবলী দর্শন করানোর জন্য এ সফর করিয়েছেন। সুতরাং এ মহাসফরে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব এবং মহাবিশ্বে বিরাজমান তাঁর কুদরত ও আধিপত্যের যে সকল নিদর্শন দেখবার, তা স্বচক্ষে দেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর বর্ণনা

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে বুরাক উপস্থিত করা হল। এটি একটি চতুষ্পদ জন্তু। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামকেও এতে সওয়ার করান হত। এটি এত দ্রুতগামী যে, তার এক-একটি পদক্ষেপ হয় তার দৃষ্টির শেষ সীমায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এর পিঠে সওয়ার করান হল। তাঁর সঙ্গী তাঁকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। আসমান-যমীনের মাঝখানে তিনি বহু নিদর্শন দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন। অবশেষে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছলেন। এখানে তিনি তাঁর সম্মানে ইবরাহীম খলীল (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-সহ বহু নবী-রাসূলকে সমবেত দেখতে পেলেন। তিনি তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর তাঁর সামনে তিনটি পাত্র পেশ করা হল। একটিতে দুধ, একটিতে মদ ও আরেকটিতে পানি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : এগুলো আমার সামনে পরিবেশিত হলে আমি শুনতে পেলাম, কেউ বলছে : যদি তিনি পানির পাত্র গ্রহণ করেন, তবে তিনি নিজেও ডুববেন এবং তাঁর সংগে তাঁর উম্মতও ডুববে। তিনি মদের পাত্র গ্রহণ করলে নিজেও বিভ্রান্ত হবেন এবং উম্মতও বিভ্রান্ত হবে। আর যদি দুধের পাত্র গ্রহণ করেন, তা হলে নিজেও হিদায়াতপ্রাপ্ত হবেন এবং তাঁর উম্মতও হিদায়াত লাভ করবে। আমি দুধের পাত্রই গ্রহণ করলাম এবং তা থেকে দুধ পান করলাম। তখন জিবরাঈল (আ) আমাকে বলেন : হে মুহাম্মদ! আপনি হিদায়াত লাভ করলেন এবং আপনার উম্মতও হিদায়াতপ্রাপ্ত হল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাসান বসরী হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমি কা'বার হিজরের মাঝে শায়িত ছিলাম। সহসা জিবরাঈল (আ) আমার কাছে যে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাকে খোঁচা মেরে জাগালেন। আমি উঠে বসলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। আবার শুয়ে পড়লাম। তিনি আবারও জাগালেন। এবারও উঠে কিছুই দেখলাম না। আমি তৃতীয়বার শুয়ে পড়লাম। তখন তিনি আগের মত আমার ঘুম ভাঙালেন। এবার উঠে বসলে তিনি আমার হাত ধরলেন। আমি তার সাথে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে মসজিদের দরজার দিকে নিয়ে চললেন। হঠাৎ দেখলাম একটি সাদা জন্তু, গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি আকৃতির। তার দুই উরুতে রয়েছে দু'টি পাখা। তা দিয়ে সে পেছনের পায়ে ঝাপটা দেয়, আর সামনের পা তার দৃষ্টির শেষ সীমায় ফেলে। জিবরাঈল (আ) আমাকে তার পিঠে আরোহণ করালেন। এরপর আমাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। আমরা কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা সম্পর্কে কাতাদার বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কাতাদার বর্ণনায় শুনেছি যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আমি আরোহণ করার জন্য যখন ঐ বুরাকের কাছে গেলাম, তখন সে ছটফট শুরু করে দিল। জিবরাঈল তার ঝুটে হাত রেখে বললেন : হে বুরাক! কি করছ ? তোমার লজ্জা হয় না ? আল্লাহ্‌র কসম! এর আগে তোমার পিঠে মুহাম্মদ অপেক্ষা বেশি সম্মানী কোন আল্লাহ্‌র বান্দা আরোহণ করেননি। রাবী বলেন : এ কথা শুনে বুরাক লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল এবং সে সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেল। তখন আমি তার পিঠে সওয়ার হলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনার অবশিষ্টাংশ ও আবূ বকর (রা)-এর সিদ্দীক উপাধি লাভ

হাসান বসরী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলতে লাগলেন। জিবরাঈল (আ)-ও তাঁর সংগে চলতে লাগলেন। এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-সহ বহু নবীর সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তিনি তাঁদের সালাতে ইমামতি করলেন। এরপর তাঁর সামনে দু'টি পাত্র রাখা হল। একটিতে মদ, অপরটিত দুধ ছিল। তিনি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন এবং তা থেকে পান করলেন। মদের পেয়ালা স্পর্শ করলেন না। তখন জিবরাঈল (আ) তাঁকে বললেন : হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি স্বভাব ধর্মের হিদায়াত লাভ করলেন, আর আপনার উম্মতও হিদায়াত লাভ করল। আপনাদের জন্য মদ হারাম করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

পরদিন সকালে তিনি কুরায়শদের কাছে এ ঘটনা প্রকাশ করলেন। অধিকাংশ লোক বলে উঠল : আল্লাহ্‌র কসম! এ তো এক আজব ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ্‌র কসম! একটি কাফেলার শামে (সিরিয়া) যাতায়াত করতে দু'মাস সময় লাগে। একমাস যেতে, এক মাস আসতে। আর মুহাম্মদ কিনা এই এক রাতের মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে আবার মক্কায় ফিরে আসল!

এ ঘটনার ফলে বহু নও-মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করল। একদল লোক আবূ বকর (রা)-কে গিয়ে বলল : হে আবূ বকর! তোমার বন্ধু সম্পর্কে তুমি কি এখনও ভাল ধারণা পোষণ কর ? সে তো দাবি করে, এই রাতে সে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিল। সেখানে সে সালাতও আদায় করেছে।

তখন আবূ বকর (রা) তাদের বললেন : তোমরা কি তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে কর ? তারা বলল : অবশ্যই। সে তো এখনও মসজিদে বসে মানুষের সামনে এ কথাই বলছে।

আবূ বকর (রা) বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যদি এরূপ বলে থাকেন, তবে তিনি সত্যই বলেছেন। এতে তোমরা অবাক হচ্ছ কেন ? আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তো আমাকে এ সংবাদও দেন যে, দিন-রাতের এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, আসমান থেকে বার্তা চলে আসে, আর আমি তা বিশ্বাসও করি। এ ঘটনা কি তার চেয়েও কঠিন, যে

তোমরা অবাক হচ্ছ ? এরপর তিনি সেখান থেকে সোজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট চলে আসলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ্র নবী! আপনি কি এদের কাছে বলেছেন যে, এই রাতে আপনি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আবূ বকর (রা)বললেন : হে আল্লাহ্র নবী! সে মসজিদটির বর্ণনা দিন তো; আমি সেখানে গিয়েছিলাম। হাসান (র) বলেন : তখন নবী (সা) বললেন : তখন বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে তুলে ধরা হল। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা দিতে লাগলেন। আর আবূ বকর (রা) প্রতিবারই কলতে থাকলেন : صَدَّقْتَ আপনি সত্যই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদটির পূর্ণ বর্ণনা দিলেন এবং আবূ বকর (রা) সাথে সাথে বললেন : আপনি সত্য বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। সবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন : হে আবূ বকর! তুমি সিদ্দীক। সেদিনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সিদ্দীক উপাধি প্রদান করেন। হাসান বসরী বলেন : এ ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুরতাদ হয়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيْرًا -

"আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদের ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু তা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।" (১৭ : ৬০)

এ হচ্ছে ইসরা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনা। অবশ্য এর মাঝে কাতাদা (র)-এর বর্ণনাও রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্কে আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর (রা)-এর খান্দানের কেউ কেউ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা)-এর স্ত্রী 'আয়েশা (রা) বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ মুবারক অদৃশ্য হয়নি, বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রূহানীভাবে এ সফর করিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে মু'আবিয়া (রা)-এর বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াকূব ইব্ন 'উতবা ইব্ন মুগীরা ইব্ন আখনাস আমার কাছে বর্ণনা করেন, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলতেন : নবী (সা)-এর এ সফর মূলত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে একটি সত্য স্বপ্ন ছিল।

ইস্‌রা স্বপ্নযোগেও হতে পারে

'আয়েশা (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর এ মতামতকে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হাসান বসরীর উক্তি দ্বারাও তাদের সমর্থন হয় যে, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنٰكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ রয়েছে (এতে ঘটনাটিকে الرُّؤْيَا 'স্বপ্ন' বলা হয়েছে)। ইবরাহীম (আ) তাঁর পুত্রকে নিজ স্বপ্নের কথা যেভাবে শুনিয়েছিলেন, তা কুরআন মাজীদে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

يَا بُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ "হে বৎস। আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি।" (৩৭ : ১০২) এতে বোঝা যায় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার ওহী দু'ভাগে হয়ে থাকে, কখনও জাগ্রতাবস্থায়, কখনও স্বপ্নযোগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন, تنام عيناى وقلبى يقظان "আমার দু'চোখ ঘুমায়, কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে", আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত, বাস্তব ব্যাপার কি ছিল! তিনি যে মহাবিস্ময় প্রত্যক্ষ করেছেন, তা স্বপ্নযোগে করেছেন, না জাগ্রত অবস্থায় তা আল্লাহ্ তা'আলাই সম্যক অবগত। যেভাবেই হোক, ঘটনা সত্য ও বিশ্বাস্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-এর আকার-আকৃতি বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইমাম যুহরী সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যাব (র) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সফরে ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-কে দেখে এসে সাহাবায়ে কিরামের কাছে তাঁদের আকার-আকৃতিও বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তোমাদের সাথী (অর্থাৎ আমি) অপেক্ষা আর কাউকে ইবরাহীম (আ)-এর সংগে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি। আর তোমাদের সাথীর সাথেও বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হযরত ইবরাহীম (আ) ছাড়া কাউকে দেখিনি। আর মূসা (আ) সম্পর্কে বলেন : তিনি বাদামী বর্ণের দীর্ঘকায়, হালকা পাতলা, কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট উন্নত নাসিকাযুক্ত লোক। অনেকটা আযদের শাখা গোত্র শানূআর লোকদের মত। আর তিনি ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেন : তিনি তো লালবর্ণের মাঝারী আকৃতির লোক। তাঁর চুল ছিল সোজা, চেহারায় অনেক তিল ছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন সবে গোসলখানা থেকে বের হয়েছেন, মাথা থেকে পানি পড়ছিল। অথচ তাঁর মাথায় কোন পানি ছিল না। তোমাদের মধ্যে 'উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ সাকাফী তাঁর সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।

আলী (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আকার-আকৃতি বর্ণনা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আলী (রা) হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে গঠনাকৃতি বর্ণিত হয়েছে, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের সূত্রে গুফরার আযাদকৃত গোলাম উমর নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : হযরত 'আলী (রা) তাঁর গঠনাকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন : তিনি অতিমাত্রায় লম্বা ছিলেন না, আর অত্যধিক খর্বকায়ও নয়; বরং তিনি ছিলেন

মধ্যমাকৃতির মানুষ। তিনি অত্যধিক কুঞ্চিত কেশবিশিষ্টও ছিলেন না, আবার ঋজু চুলবিশিষ্টও নয়, বরং তাঁর চুল ছিল ঈষৎ কোঁকড়ান। তিনি অত্যধিক স্থূলকায় ছিলেন না। চেহারা সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল না। বর্ণ ছিল শুভ্র লোহিতাভ, চক্ষুদ্বয় ছিল নিবিড় কালো, দীর্ঘ আঁখিপল্লব। অস্থিগ্রন্থি ছিল বড়সড় ও চওড়া কাঁধ। তাঁর বক্ষদেশ হতে নাভিমূল পর্যন্ত প্রলম্বিত একটি সরু লোমের রেখা ছিল। এ ছাড়া হাতে পায়ে অতি সামান্যই লোম ছিল। পথ চলাকালে দ্রুত চলতেন, মনে হত যেন উপর হতে নীচে নামছেন। তিনি যখন কোনদিকে তাকাতেন তখন পূর্ণভাবে ফিরে তাকাতেন। তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে ছিল নবুওয়তের মোহর। আর তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী। তিনি ছিলেন অধিক দানশীল এবং অসীম সাহসের অধিকারী। তিনি কথায়ও ছিলেন সবচাইতে সত্যনিষ্ঠ এবং দায়িত্ব ও অঙ্গীকার রক্ষায় সর্বাধিক যত্নবান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল চরিত্রের অধিকারী ও আচার-ব্যবহারে সর্বোত্তম! যখন তাঁকে কেউ প্রথমে দেখত, তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হত। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশত, সে তাঁকে ভালবেসে ফেলত। তাঁর প্রশংসাকারী তো সংক্ষেপে এই-ই বলে : তাঁর আগে বা পরে তাঁর মত আমি আর কাউকে দেখিনি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা সম্পর্কে উম্মু হানী (রা)-এর বর্ণনা

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইস্‌রা সম্পর্কে উম্মু হানী বিন্‌ত আবূ তালিব (রা)-এর বর্ণনা নিম্নরূপ। তিনি বলতেন : আমারই ঘর থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ সফর শুরু হয়েছিল। তিনি সে রাতে আমার ঘরে শায়িত ছিলেন। তিনি ঈশার সালাত আদায় শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। আমরাও ঘুমিয়ে যাই। ফজরের সামান্য আগে তিনি আমাদের জাগালেন। এরপর আমরা সকলে তাঁর সংগে ফজরের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি বললেন : হে উম্মু হানী! তোমরা তো দেখেছ, আমি তোমাদের সাথে ঈশার সালাত আদায় করে তোমাদের এখানেই শুয়ে পড়ি। কিন্তু এরপরে আমি বায়তুল-মুকাদ্দাস গমন করি এবং সেখানে সালাত আদায় করি। তারপর তো তোমাদের সাথেই ফজরের সালাত আদায় করলাম, যা তোমরা দেখলে। উম্মু হানী বলেন : এই বলে তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর চাদরের কিনারা ধরে ফেললাম। ফলে তাঁর পেট থেকে কাপড় সরে গেল। তা দেখতে ভাঁজ করা কিব্‌তী বস্ত্রের মত স্বচ্ছ ও মসৃণ। আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি এ কথা লোকদের কাছে প্রকাশ করবেন না। অন্যথায় তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে। কিন্তু তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই তাদের কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করব। তখন আমি আমার এক হাবশী দাসীকে বললাম : বসে আছ কেন, জলদি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে যাও, তিনি লোকদের কি বলেন তা শোন, আর দেখ তারা কি মন্তব্য করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে গিয়ে লোকদের এ ঘটনা জানালেন। তারা বিস্মিত হয়ে বলল : হে মুহাম্মদ! এ যে সত্য তার প্রমাণ? এমন ঘটনা তো আমরা কোনদিন শুনিনি। তিনি বললেন :

প্রমাণ এই যে, আমি অমুক উপত্যকায় অমুক গোত্রের একটি কাফেলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সহসা আমার বাহন জন্তুটির গর্জনে তারা ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের একটি উট হারিয়ে যায়। আমি তাদের উটটির সন্ধান দেই। আমি তখন শামের দিকে যাচ্ছিলাম। এরপর সেখান থেকে ফিরে আসার পথে যখন দাজনান পর্বতের কাছে পৌঁছি, তখন সেখানেও একটি কাফেলা দেখতে পাই, তারা সকলে নিদ্রিত ছিল। তাদের কাছে একটি পানিভরা পাত্র ছিল। যা কোন কিছু দিয়ে ঢাকা ছিল। আমি সে ঢাকনা সরিয়ে তা থেকে পানি পান করি। এরপর তা আগের মত ঢেকে রেখে দেই। আর এর প্রমাণ এই যে, সে কাফেলাটি এখন বায়যা গিরিপথ থেকে সানিয়াতুত—তানঈমে নেমে আসছে। তাদের সামনে একটি ধূসর বর্ণের উট আছে। যার দেহে একটি কালো ও আরেকটি বিচিত্র বর্ণের ছাপ আছে।

উম্মু হানী (রা) বলেন : এ কথা শোনামাত্র উপস্থিত লোকেরা সানিয়ার দিকে ছুটে গেল। তারা ঠিকই সম্মুখভাগের উটটিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণনামত পেল। তারা কাফেলার কাছে তাদের পানির পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তারা বলল, আমরা পানির একটি ভরা-পাত্রে ঢাকনা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। জাগ্রত হওয়ার পর পাত্রটিকে যেমন রেখেছিলাম তেমনই ঢাকা পাই, কিন্তু ভিতর পানিশূন্য ছিল।

তারা অপর কাফেলাকেও জিজ্ঞেস করল। সে কাফেলাটি তখন মক্কাতেই ছিল। তারা বলল : আল্লাহ্‌র কসম! তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি যে উপত্যকার কথা বলেছেন, সেখানে ঠিকই আমরা ভয় পেয়ে ছিলাম। তখন আমাদের একটি উট হারিয়ে যায়। আমরা অদৃশ্য এক ব্যক্তির আওয়ায শুনতে পাই, যে আমাদের উটটির সন্ধান দিচ্ছিল। সেমতে আমরা উটটি ধরে ফেলি।

মি'রাজের বিবরণ

মি'রাজ সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে আমার কাছে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, যার নির্ভরযোগ্যতায় আমি সন্দেহ পোষণ করি না। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের কাজ শেষ হওয়ার পর আমার সামনে একটি সিঁড়ি উপস্থিত করা হল। আমি এমন সুন্দর জিনিস আর কখনো দেখিনি। এটাই সে বস্তু যার দিকে তোমাদের মত ব্যক্তিরা মৃত্যুকালে বিস্ফোরিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে। আমার সঙ্গী আমাকে তার উপর সওয়ার করাল। সেটি আমাকে নিয়ে আকাশের একটি দরজায় উপনীত হল, যার নাম বাবুল হাফাযা অর্থাৎ প্রহরীদের ফটক। ইসমাঈল নামক একজন ফেরেশতা তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। তাঁর দুই হাতের নীচে ছিল বার হাজার ফেরেশতা, যাদের প্রত্যেকের হাতের নীচে ছিল বার হাজার করে ফেরেশতার অবস্থান।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : এ হাদীস বর্ণনাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন মাজীদের এ আয়াত পাঠ করেন :

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ

"আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।" (৭৪ : ৩১)।

এরপর তিনি বলেন, আমাকে যখন দরজার মুখে হাযির করা হল, তখন প্রশ্ন করা হল, ইনি কে, হে জিবরাঈল! তিনি বললেন : মুহাম্মদ! পুনরায় প্রশ্ন হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বলেন : হ্যাঁ। তখন সে ফেরেশতা আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন।

জাহান্নামের অধিনায়ক ফেরেশতার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে না হাসা

ইব্ন ইসহাক বলেন : এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি প্রথম আসমানে প্রবেশ করলে সকল ফেরেশতাই আমাকে হাসিমুখে স্বাগতম জানাল এবং আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করল, কিন্তু এক ফেরেশতা ছিল এর ব্যতিক্রম। সে আমাকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন ও আমার জন্য দু'আ করল ঠিকই, কিন্তু একটুও হাসল না। অন্য ফেরেশতাদের মধ্যে যে আনন্দ খুশি লক্ষ্য করলাম, তা তার মধ্যে দেখলাম না। তখন আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল! এই ফেরেশতা কে ? সে তো অন্য ফেরেশতাদের মত আমাকে মুবারকবাদ জানাল ঠিকই, কিন্তু সে আমাকে দেখে একটু হাসল না এবং আমি তার মধ্যে অন্য ফেরেশতাদের মত আনন্দের ভাবও লক্ষ্য করলাম না ? তখন জিবরাঈল (আ) আমাকে বলেন : শুনুন, সে যদি আপনার আগে কারও জন্য হাসত এবং আপনার পরেও কারও জন্য যদি হাসে, তবে সে অবশ্যই আপনার জন্য হাসত। আসলে সে কখনই হাসে না। এ হচ্ছে মালিক ফেরেশতা, জাহান্নামের দারোগা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তখন আমি জিবরাঈলকে বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ বিশেষণে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আপনার নির্দেশ পালন করে এবং আপনি বিশ্বাসভাজন। কাজেই এ ফেরেশতাও নিশ্চয়ই আপনার নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবে ? আপনি তাকে বলুন না, আমাকে জাহান্নাম দেখাক ?

জিবরাঈল (আ) বললেন : হে মালিক! মুহাম্মদ (সা)-কে জাহান্নাম দেখাও। সে তখন জাহান্নামের ঢাকনা খুলে দিল। সাথে সাথে জাহান্নাম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তার লেলিহান আগুন দাউ দাউ করে উপরে উঠে আসল। এ অবস্থা দেখে আমি মনে করলাম যে, আমি যা কিছু দেখছি, সে তা সবই গ্রাস করে ফেলবে। তখন আমি জিবরাঈলকে বললাম : শীঘ্র মালিক ফেরেশতাকে বলুন একে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিক। তিনি তাঁকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। সে বলল : হে জাহান্নাম! শান্ত হও। সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তার সে প্রত্যাবর্তনকে আমি বিস্তারিত ছায়ার সংকোচনের সাথে তুলনা করতে পারি। জাহান্নাম তার পূর্বস্থানে ফিরে আসার পর মালিক তার উপর আবার ঢাকনা স্থাপন করল।

মি'রাজ সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসের অবিশিষ্টাংশ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : প্রথম আসমানে প্রবেশ করার পর আমি এক ব্যক্তিকে বসা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাঁর সামনে বনী আদমের রূহ পেশ করা হচ্ছে। কোনটিকে পেশ করা হলে তিনি খুশি হয়ে বলেন : এ একটি পবিত্র আত্মা যা একটি পবিত্র দেহ হতে নির্গত। আবার কোনটিকে পেশ করা হলে তিনি মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন : উহু! এ একটি নিকৃষ্ট আত্মা যা একটি নিকৃষ্ট দেহ হতে নির্গত।

আমি বললাম : হে জিবরাঈল! ইনি কে ? তিনি বললেন : ইনি আপনার পিতা আদম (আ)! তাঁর সামনে তার সন্তানদের আত্মা পেশ করা হয়। কোন মু'মিনের আত্মা হাযির করা হলে তিনি খুশি হন এবং বলেন : একটি পবিত্র আত্মা, যা পবিত্র দেহ হতে নির্গত। পক্ষান্তরে তাঁর সামনে কাফিরের আত্মা হাযির করা হলে তিনি কষ্ট পান ও বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং বলেন : একটি নিকৃষ্ট আত্মা, যা নিকৃষ্ট দেহ হতে নির্গত।

ইয়াতীমদের মাল আত্মসাৎকারীদের অবস্থা

তিনি বলেন, এরপর আমি কতগুলো লোক দেখলাম, যাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মত। তাদের হাতে প্রস্তরখণ্ডের মত আগুনের টুকরা। তারা তা নিজেদের মুখের ভেতর নিক্ষেপ করছে, আর পরক্ষণেই তা পশ্চাদদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল। এরা কারা ? জিবরাঈল বললেন : এরা হলো অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারী।

সুদখোরদের অবস্থা

তিনি বলেন : এরপর আমি আরও কিছু লোক দেখলাম, যাদের পেটের মত বীভৎস পেট আমি আর কখনও দেখিনি। তারা ফির'আউন সম্প্রদায়ের গমন পথে তৃষ্ণার্ত উটের মত পড়েছিল। ফির'আউন সম্প্রদায় জাহান্নামে গমনকালে তাদের পায়ের তলে পিষ্ট করে যাচ্ছিল। তাদের এতটুকু ক্ষমতা ছিল না যে, সে স্থান থেকে সরে গিয়ে নিজেদের সে দুর্গতি হতে রক্ষা করবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল ! এরা কারা ? তিনি বললেন : এরা হচ্ছে সুদখোরের দল।

ব্যভিচারীদের অবস্থা

নবী (সা) বলেন : এরপর আমি আরও একদল লোক দেখলাম। তাদের সামনে রয়েছে পরিপুষ্ট উপাদেয় গোশত এবং তার পাশে দুর্গন্ধযুক্ত নিকৃষ্ট গোশত। তারা সেই উৎকৃষ্ট গোশত রেখে নিকৃষ্ট পুঁতিগন্ধময় গোশত খাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল! এরা কারা ? তিনি বললেন : এরা হচ্ছে সেইসব লোক, যারা আল্লাহ্ কর্তৃক বৈধকৃত নারীদের রেখে তাদের জন্য নিষিদ্ধ নারীদের কাছে যেত।

যেসব স্ত্রীলোক অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত বলে চালিয়ে দেয়

তিনি বলেন : এরপর আমি স্তনে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা একদল নারী দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল! এরা কারা ? তিনি বললেন : এরা সেইসব নারী, যারা অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত সন্তানরূপে চালিয়ে দিত।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ হতে জা'ফর ইব্ন আমর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : সেই নারীর প্রতি আল্লাহ্র প্রচণ্ড ক্রোধ নিপতিত হয়, যে অন্য বংশের সন্তানকে স্বামীর বংশের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। ফলে সে সন্তান অন্যায়ভাবে তাদের অর্থ-সম্পদ ভোগ করে এবং তাদের গোপনীয়তায় (অর্থাৎ যাদের দেখা তার জন্য জায়েয নয় তাদের প্রতি) দৃষ্টিপাত করে।

মি'রাজ সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসের বাকী অংশ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, প্রিয় নবী (সা) বলেছেন : এরপর জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছলেন। সেখানে দুই খালাত ভাই ঈসা ইব্ন মারইয়াম ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়।

পরে তিনি আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে আরোহণ করেন। সেখানে আমি পূর্ণিমার চাঁদের মত সুন্দর দীপ্তিমান এক পুরুষকে দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল! ইনি কে ? তিনি বললেন : ইনি আপনার ভাই ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব (আ)।

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে পৌঁছেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখে আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম : ইনি কে ? তিনি বললেন : ইনি হলেন ইদরীস (আ)।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইদরীস (আ)-এর প্রসংগ আসলে এ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। وَرَفَعْنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا "এবং আমি তাঁকে উন্নীত করেছিলাম মর্যাদায়।" (১৯ : ৫৭)।

নবী (সা) বলেন : এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে আরোহণ করলেন, সেখানে আমি সাদা চুল-দাড়ি ও ঘন-দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধলোককে দেখতে পেলাম। এত সুন্দর বৃদ্ধলোক আমি আর কখনো দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল। ইনি কে? তিনি বললেন : ইনি স্বজাতির কাছে সমাদৃত ব্যক্তি হারূন ইব্ন ইমরান (আ)।

তিনি বলেন : এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ করলেন। সেখানে আমি একজন বাদামী রংয়ের উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তিনি ছিলেন অনেকটা শানূআ গোত্রের লোকদের মত। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল ! ইনি কে? তিনি বললেন : ইনি আপনার ভাই মূসা ইব্ন ইমরান (আ)।

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহণ করলেন। সেখানে দেখলাম, বায়তুল মা'মূরের দরজার কাছে এক বৃদ্ধলোক চেয়ারে বসে আছেন। বায়তুল মা'মুর এমন মসজিদ যার মধ্যে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। একবার যারা তার মধ্যে প্রবেশ করে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় সেখানে প্রবেশের সুযোগ পাবে না। চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তির সাথে তোমাদের এই সঙ্গীর চাইতে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি এবং তোমাদের এই সাথীর সাথেও তাঁর চাইতে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল ! ইনি কে ? তিনি বললেন : ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম (আ)।

নবী (সা) বলেন : এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেন। সেখানে ঈষৎকালো রক্তিম অধরবিশিষ্ট এক রূপসীকে দেখতে পেলাম। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার ? সে বলল : যায়দ ইব্‌ন হারিসার। নবী (সা) যায়দ (রা)-কে এর সুসংবাদ দান করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : জিবরাঈল আমাকে নিয়ে যে আসমানেরই দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাইতেন, সেখানেই তাঁকে জিজ্ঞেস করা হত : হে জিবরাঈল ! ইনি কে ? তিনি বলতেন : মুহাম্মদ ! আবার জিজ্ঞেস করা হত, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে ? তিনি উত্তর দিতেন : হ্যাঁ। তখন তাঁরা আমাকে স্বাগতম জানিয়ে বলতেন : তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভাই, উত্তম বন্ধু। এভাবে তিনি তাঁকে নিয়ে সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছান। এরপর তাঁকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছান হয়। এ সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দেন।

সালাত সংক্ষেপ করার ব্যাপারে মূসা (আ)-এর পরামর্শ

রাবী বলেন, নবী (সা) বলেছেন : আমি সেখান থেকে ফেরত রওয়ানা হলাম, পথিমধ্যে মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ)-এর সংগে আমার দেখা হল। তিনি তোমাদের একজন উত্তম বন্ধুই বটে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার উপর কত ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে।

আমি বললাম : দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত। তিনি বললেন : সালাত তো সুকঠিন বিষয়, অথচ আপনার উম্মত দুর্বল। কাজেই আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য এর পরিমাণ কমিয়ে দিতে বলুন।

আমি আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গেলাম। আমি তাঁর কাছে আবেদন জানালাম, যেন তিনি আমার ও আমার উম্মতের জন্য বিষয়টি সহজ করে দেন। আল্লাহ্ দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। বাদ বাকি নিয়ে আমি রওয়ানা হলাম। পথে মূসার সাথে আবার সাক্ষাৎ হল। তিনি এবারও আগের মতই বললেন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলাম এবং আমার রবের কাছে আরও কমানোর জন্য আবেদন জানালাম। তিনি আরও দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আমি ফিরে

গেলাম। পথে মূসার সাথে আবার দেখা হলো। এবারও তিনি আমাকে একই কথা বললেন। সুতরাং আমি আবার আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গেলাম এবং আরও কমানোর জন্য আবেদন জানালাম। তিনি আরও দশ ওয়াক্ত হ্রাস করে দিলেন। আমি ফেরত রওয়ানা হলাম। কিন্তু মূসা আমাকে ক্রমাগত একই পরামর্শ দিতে লাগলেন যে, আপনি ফিরে গিয়ে আরও কমানোর আবেদন জানান। এভাবে সে সংখ্যা কমাতে কমাতে দৈনিক মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত বাকী রাখা হল। আমি তা নিয়ে মূসার কাছে আসলাম। তিনি আমাকে আগের মত বললেন কিন্তু আমি বললাম : আমি আমার রবের কাছে অনেকবার গিয়েছি এবং সালাতের পরিমাণ কমানোর জন্য আবেদন করেছি। এখন আমি তাঁর কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি। কাজেই আর নয়, আমি এরূপ আর করব না।

নবী (সা) বলেন : তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈমানের সাথে, সওয়াবের আশায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, সে পূর্ণ পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব লাভ করবে।

বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে দাওয়াতের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সদুপদেশ দানের ক্ষেত্রে তাদের যাবতীয় উৎপীড়ন, উপহাস ও মিথ্যারোপকে সওয়াবের আশায় বরদাশত করতে থাকলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর বর্ণনামতে তারা হল পাঁচজন। স্বগোত্রে তারা ছিল প্রবীণ ও প্রভাবশালী। নিম্নে তাদের পরিচয় দেওয়া হল :

আসাদ গোত্রের বিদ্রুপকারী

আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ। উপনাম আবূ যাম'আ। সে ছিল আসাদ ইব্‌ন 'আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব গোত্রের লোক। বর্ণিত আছে যে, তার উৎপীড়ন-উপহাস যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্য বদদু'আ করে বললেন : হে আল্লাহ্! তাকে অন্ধ করে দাও এবং তাকে সন্তানহারা কর।

বনূ যুহরার বিদ্রুপকারী

আসওয়াদ ইব্‌ন আবদ ইয়াগূস ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন যুহরা। সে যুহরা ইব্‌ন কিলাব গোত্রের লোক।

মাখযূম গোত্রের বিদ্রুপকারী

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা। সে বনূ মাখযূম গোত্রের লোক। বংশ তালিকা এরূপ, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম।

সাহম গোত্রের বিদ্রুপকারী

আস ইব্ন ওয়ায়ল। সে ছিল সাহম গোত্রের লোক। বংশ তালিকা এরূপ : আস ইব্ন ওয়াইল ইব্ন হিশাম ইব্ন সুআয়দ ইব্ন ইব্ন সাহম। ইব্ন হিশাম বলেন : সে হল ওয়াইল ইব্ন হাশিম।

খুযা'আ গোত্রের বিদ্রুপকারী

হারিস ইব্ন তুলাতিলা। সে ছিল খুযা'আ গোত্রের লোক। বংশ তালিকা এরূপ : হারিস ইব্ন তুলাতিলা ইব্ন 'আমর ইব্ন হারিস ইব্ন আব্দ 'আমর ইব্ন লুআঈ ইব্ন মালকান।

এদের অশুভ তৎপরতা যখন চরমে পৌঁছল এবং নবী (সা)-এর প্রতি তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ -

"আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন। আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্র সাথে অপর ইলাহ প্রতিষ্ঠা করেছে, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।" (১৫ : ৯৪-৯৬)।

বিদ্রুপকারীদের পরিণাম

ইব্ন ইসহাক বলেন : উরওয়া ইব্ন যুবায়র ও অন্যান্য আলিম হতে ইয়াযীদ ইব্ন রূমান আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, একদা এসব কাফির যখন আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করছিল, তখন জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসেন। তাঁরা পাশাপাশি দাঁড়ালেন। এ সময় আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব তাঁদের পাশ দিয়ে যায়। জিবরাঈল একটি সবুজ পাতা তার চেহারায় ছুঁড়ে মারেন। ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়। এরপর আসওয়াদ ইব্ন আব্দ ইয়াগূস তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। তখন জিবরাঈল (আ) তার পেটের প্রতি ইশারা করেন। ফলে সে দুরারোগ্য উদরাময়ে ভুগে মারা যায়। ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাও সেখান দিয়ে অতিক্রম করে। জিবরাঈল (আ) তার পায়ের গোছার নীচে একটি ক্ষতের প্রতি ইশারা করেন। এ ক্ষতটি কয়েক বছর আগে একটি তীরের খোঁচায় সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনা ছিল এরূপ : সে একদিন পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে হেঁচড়ে হেঁচড়ে পথ চলছিল। এভাবে সে বনূ খুযা'আর এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। সে তখন তীর বানাচ্ছিল। তার একটি তীরের ফলক ওয়ালীদের কাপড়ে বিঁধে যায় এবং তারই খোঁচা তার পায়ে লাগে। তবে সে খোঁচায় মামুলী ক্ষতই সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু জিবরাঈল (আ)-এর ইশারায় উক্ত ক্ষত আবার তাজা হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়।

এমনিভাবে আস ইব্ন ওয়ায়ল সেখান দিয়ে অতিক্রম করলে জিবরাঈল (আ) তার পায়ের তলার দিকে ইশারা করেন। এরপর সে একটি গাধার পিঠে চড়ে তায়ফ যাচ্ছিল। গাধাটি

তাকেসহ একটি প্রকাণ্ড গাছ তলায় বসে পড়ে। এ সময় তার পায়ের নীচে একটি কাঁটা ফোটে এবং শেষ পর্যন্ত এতেই তার মৃত্যু ঘটে।

হারিস ইব্‌ন তুলাতিলাও সেখান দিয়ে গেলে জিবরাঈল (আ) তার মাথার দিকে ইশারা করেন। ফলে তার মাথায় পুঁজ জমে এবং এতেই সে মারা যায়।

আবূ উযায়হির দাওসীর ঘটনা

পুত্রদের প্রতি ওয়ালীদের অন্তিম উপদেশ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ওয়ালীদের যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসল, তখন সে তার পুত্রদের ডাকল। তার ছিল তিন পুত্র। হিশাম ইব্‌ন ওয়ালীদ, ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ও খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ। ওয়ালীদ তাদের বলল : হে আমার পুত্রগণ ! আমি তোমাদের তিনটি উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা এগুলো প্রতিপালনে অবহেলা করবে না।

ক. বনূ খুযা'আর উপর রয়েছে আমার রক্তের (খুনের) দাবি। তোমরা এর প্রতিশোধ নিতে ভুলবে না। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি জানি তারা এ ব্যাপারে নির্দোষ। কিন্তু আমার আশংকা (প্রতিশোধ না নিলে) তোমরা পরবর্তীতে নিন্দিত হবে।

খ. সাকীফ গোত্রের কাছে আমার সুদ পাওনা আছে। তোমরা তা আদায় না করে ছেড়ো না।

গ. আবূ উযায়হিরের প্রতি রয়েছে আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে আটকে রাখার দায়। তোমরা তার থেকে এর প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবে না। উল্লেখ্য, আবূ উযায়হির ওয়ালীদের নিকট নিজ কন্যা দিয়েছিল। পরে সে তাকে আটকে রাখে। মৃত্যু পর্যন্ত ওয়ালীদ তার স্ত্রীকে ফিরে পায়নি।

বনূ খুযা'আর কাছে মাখযূম গোত্র কর্তৃক আবূ উযায়হিরের রক্তপণ দাবি

ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তার গোত্র—বনূ মাখযূম, বনূ খুযা'আর নিকট ওয়ালীদের রক্তপণ দাবি করে তাদের উপর হামলা করল। তারা বলল : তোমাদের লোকের তীরই তো তার মৃত্যুর কারণ।

যে লোকটির তীরে ওয়ালীদ যখম হয়েছিল, সে ছিল বনূ খুযা'আর শাখা কা'ব ইব্‌ন আমর গোত্রের লোক। বনূ কা'ব ও বনূ আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের মাঝে মৈত্রীচুক্তি ছিল। খুযা'আ গোত্র বনূ মাখযূমের দাবি প্রত্যাখ্যান করল। এ নিয়ে উভয় গোত্র একে অন্যের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করল এবং বিষয়টি ক্রমে জটিল হয়ে দাঁড়াল।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম বনূ খুযা'আকে বলল :

انى زعيم ان تسيروا فتهربوا × وان تتركوا الظهران تعوى ثعالبه
وان تتركوا ماء بجزعة اطرقا × وان تسالوا اى الاراك اطايبه ؟
فاذا اناس لاتطل دماؤنا × ولايتعالى صاعدا من نحاربه

"আমার ধারণা এই যে, তোমরা যুদ্ধে এগিয়ে আসবে কিন্তু পরক্ষণেই তোমরা পালাবে। আর তোমরা জাহরান উপত্যকা ছেড়ে যাবে এবং সেখানে শুধু শেয়ালের ডাক শোনা যাবে। তোমরা আতরিক উপত্যকার জলাশয় ত্যাগ করে যাবে। আর তোমরা খুঁজে বেড়াবে বাবলা বৃক্ষ ঘেরা কোন্ উত্তম স্থান। আমরা এমন লোক, যাদের রক্ত বৃথা যায় না। আমরা যাদের সাথে লড়াই করি, তারা সম্মানের আসনের অধিষ্ঠিত হতে পারে না।"

জাহারান ও আতরিক ছিল খুযা'আ গোত্রের শাখা কা'ব গোত্রের অধিকারভুক্ত স্থান।

উক্ত কবিতার জবাবে কা'ব ইব্ন 'আমর ইব্ন খুযাঈ গোত্রের জাওন ইব্ন আবূ জাওন বলল :

والله لانؤتى الوليد ظلامة × ولما تروا يوما تزول كواكبة
ويصرع منكم مسمن بعد مسمن × وتفتح بعد الموت قسرامشاربه
اذا ما اكلتم خبزكم وخزيركم × فكاكم باكى الوليد ونادبه

"আল্লাহ্র কসম! ওয়ালীদের নিজে বিপদগ্রস্ত হওয়ার বদলা আমরা কখনও দেব না। আর তোমরা এখনও এমন কঠিন যুদ্ধ দেখনি, যাতে তারকামালা খসে পড়ে।

তোমাদের স্থূলকায় ব্যক্তি একের পর এক খতম হতে থাকবে, এরপর তাদের অট্টালিকাগুলো জোরপূর্বক খুলে ফেলা হবে। তোমরা যখন রুটি-গোশ্ত দিয়ে উদর পূর্ণ করবে, তখন তোমরা সবাই ওয়ালীদের জন্য আর্তনাদ করবে।"

অবশেষে উভয় পক্ষ আপস-মীমাংসায় সম্মত হল। বনূ খুযা'আ বুঝতে পারল যে, মাখযূম গোত্র শুধু লোকনিন্দার ভয়েই এসব করছে, সুতরাং তারা বনূ মাখযূমকে সামান্য কিছু রক্তপণের অংশ দিয়ে দিল। বনূ মাখযূম বাকী অংশের দাবি ছেড়ে দিল। আপস-মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর জাওন ইব্ন আবূ জাওন নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করল :

وقائلة لما اصطلحنا تعجبا × لما قد حملنا للوليد وقائل
الم تقسموا تؤتوا الوليد ظلامة × ولما تروا يوما كثير البلابل
فنحن خلطنا الحرب بالسلم فاستوت × فام هواه امنا كل راحل

"আমরা সন্ধি সম্পন্ন করলে কতিপয় নর-নারী বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, আমরা কেন ওয়ালীদের রক্তপণ বহন করলাম ? (তারা বলল) : তোমরা কি শপথ করনি যে, ওয়ালীদের রক্তপণ কিছুতেই আদায় করবে না ? তোমরা তো এখনও বিভীষিকাময় যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করনি ? আমরা যুদ্ধকে সন্ধির সাথে মিশ্রিত করেছি। ফলে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এখন যে-কোন পথিক নিরাপদে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারে।"

এরপরও জাওন ইব্‌ন আবূ জাওন ক্ষান্ত হলনা। এমনকি এক পর্যায়ে সে ওয়ালীদের হত্যা নিয়ে গর্ব করতে শুরু করল। সে বলতে লাগল : ওয়ালীদকে তারাই হত্যা করেছে। অথচ এ দাবি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তার বক্তব্য অনুযায়ী ওয়ালীদ, তার পুত্র ও সম্প্রদায়কে সেই পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়, যার হুঁশিয়ারী সে দিয়েছিল। এ সম্পর্কে তার কবিতা নিম্নরূপ :

الازعم المغيرة ان كعبا × بمكة منهم قدر كثير

قلا تفخر مغيرة ان تراها × بها يمشى المعلهج والمهير

بها اباؤنا وبها ولدنا × كما ارسى بمثبته ثبير

وما قال المغيرة ذاك الا × ليعلم شاننا او يستثير

فان دم الوليد يطل انا × نطل دماء انت بها خبير

كساه الفاتك الميمون سهما × زعافا وهو ممتلى بهير

فخربطن مكة مسلحبا × كانه عند وجبته بقير

سيكفينى مطال ابى هشام × صغار جعدة الا وبار خور

"শোন ! বনূ মুগীরা দাবি করছে যে, মক্কায়
কা'ব গোত্র তাদের চাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ।
বনূ মুগীরা যেন এটা দেখে অহংকার না করে যে, সেথায়
আশরাফ ও আতরাফ (শরীফ ও ইতর) লোকেরা চলাফেরা করে।
আমাদের পিতৃপুরুষ এখানকারই, এখানেই আমাদের জন্ম
ঠিক যেমন সবীর পাহাড় নিজ স্থানে স্থির রয়েছে।
বনূ মুগীরা তো এটা বলছে মানুষকে আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য,
অথবা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করার জন্য।

কারণ, ওয়ালীদের রক্ত বৃথা যাচ্ছে, আর এভাবে আমরা অনেক রক্তের দাবি ছেড়ে দেই, যা তোমরা ভাল করেই জান। অতর্কিত আক্রমণকারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তার বিষাক্ত তীর তাক করল, আর তখন সে অধিক রাগের কারণে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় উপনীত হল। ফলে সে মক্কা উপত্যকায় লম্বা হয়ে পড়ে যায়, তার পড়ে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল যেন একটা উট পড়ে গেছে। আবূ হিশামের (রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে) টালবাহনার জন্য কোঁকড়ান পশমযুক্ত অধিক দুধ প্রদানকারী, কয়েকটি উটনীই আমার জন্য যথেষ্ট।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবিতার একটি শ্লোক অশ্লীল হওয়ায় এখানে উল্লেখ করা হলো না।

আবূ উযায়হির হত্যা ও তজ্জন্য আব্‌দ মানাফ গোত্রের উত্তেজনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর ওয়ালীদের পুত্র হিশাম আবূ উযায়হিরের উপর হামলা করল। সে তখন যুলমাজায বাজারে ছিল। আবূ উযায়হিরের কন্যা আতিকা ছিল আবূ

সুফইয়ান ইব্‌ন হারবের পত্নী। আবূ উযায়হির ছিল তার গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। হিশাম উক্ত বাজারে তাকে হত্যা করে তার পিতার স্ত্রীকে আটকে রাখার প্রতিশোধ নেয়। এ সম্পর্কে তার পিতা তাকে ওসিয়ত করে গিয়েছিল। এ ঘটনা নবী (সা)-এর মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে বদর যুদ্ধও শেষ হয়েছিল। নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে মারা যায় এবং বন্দী হয়।

আবূ উযায়হির নিহত হওয়ার পর আবূ সুফইয়ানের পুত্র ইয়াযীদ বনূ আব্‌দ মানাফকে সংঘবদ্ধ করে। আবূ সুফইয়ান তখন যুলমাজায বাজারে ছিল। লোকেরা বলতে লাগল : আবূ সুফইয়ানের শ্বশুরকে হত্যা করে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। সে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে। আবূ সুফইয়ান তার পুত্র ইয়াযীদের এ কাণ্ডের কথা শুনে দ্রুত মক্কায় চলে আসল। স্বভাব-চরিত্রে সে ছিল অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বিচক্ষণ লোক। নিজ গোত্রের প্রতি তার ভালবাসার অন্ত ছিল না। তার আশংকা হল আবূ উযায়হিরকে নিয়ে কুরায়শদের মাঝে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সে তাড়াতাড়ি পুত্রের কাছ চলে গেল। সে তখন বনূ আব্‌দ মানাফ ও মুতায়িবীনের মাঝে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ছিল। সে তার হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে তার মাথায় এমন জোরে আঘাত করল, যার ফলে তার মাথা ফেটে গেল। এরপর সে তাকে বলল : আল্লাহ্ তোর ধ্বংস করুক ! তুই দাওস গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে নিয়ে কুরায়শদের মাঝে আত্মকলহের সৃষ্টি করতে চাস ? তারা যদি রক্তপণ দাবি করে, তবে আমি শীঘ্রই তা আদায় করে দেব। এভাবে সে বিস্ফোরনুখ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

কিন্তু এর পরই হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত তৎপরতা চালালেন। তিনি আবূ উযায়হিরের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মানুষকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। আবূ সুফইয়ানের প্রতি বিশ্বাস হনন ও কাপুরুষতার অভিযোগ এনে তিনি বললেন :

غدا اهل ضوجى ذى المجاز كليهما × وجار ابن حرب بالمغمس ما يغدو

ولم يمنع العير الضروط ذماره × وما منعت مخزاة والدها هند

كساك هشام بن الوليد ثيابه × فابل واخلف متلها جددا بعد

قضى وطرا منه فاصبح ما جدا × واصبحت رخوانا ما تخب تعدو

فلو ان اشياخا ببدر تشاهدوا × لبل نعال القوم معتبط ورد

"যুলমাজাযের উভয় পক্ষের লোক ভোরে বের হয়ে পড়ে অথচ ইব্‌ন হারবের প্রতিবেশী মুগাম্মাসই থেকে যায়, বের হয় না। গাধা যা সংরক্ষণ করতে পারত, তা সে সংরক্ষণ করল না, যাকে রক্ষা করা তার কর্তব্য ছিল। আর হিন্দা ও তার বাপকে অপমান হতে বাঁচাতে পারল না।

হিশাম ইব্‌ন ওয়ালীদ নিহত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় তোমাকে পরিয়েছে। তুমি এটা জীর্ণ করে ফেল, আর এর পরেও যেন অনুরূপ নতুন কাপড় তুমি পরতে পার। সে তো তার কাজ শেষ করে ফেলেছে, ফলে সে সম্মানের অধিকারী হয়েছে। আর তুমি হয়ে গেছ অলস-ঢিলে,

তুমি না পার দ্রুত চলতে, আর না পার দৌড়াতে। যদি বদরের বুড়োরা তাকে দেখত, তবে তাজা রক্তে সকলের জুতো সিক্ত হত।"

হাস্‌সান (রা)-এর এ কবিতা আবূ সুফইয়ানের কানে পৌঁছলে সে বলল : সে তো দাওস গোত্রীয় এক ব্যক্তির জন্য আমাদের পরস্পরের মাঝে কলহের সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। আল্লাহ্‌র কসম ! তার চিন্তা অত্যন্ত মন্দ।

খালিদ (রা) কর্তৃক তাঁর পিতার পাওনা সুদ দাবি ও এ সম্পর্কিত আয়াত

তায়ফবাসী ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সাথে তার পিতা ওয়ালীদের সুদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। বনূ সাকীফের নিকট ওয়ালীদের সুদ পাওনা ছিল, যা আদায় করার জন্য সে তার পুত্রকে ওসিয়ত করে গিয়েছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বিজ্ঞজনদের অনেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ যখন তার পিতার পাওনা সুদ দাবি করল, যা লোকদের কাছে পাওনা ছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হয় :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও।" (২ : ২৭৮)।

আবূ উযায়হির হত্যা প্রতিশোধ ও উম্মু গায়লান প্রসঙ্গে।

আমাদের জানামতে, আবূ উযায়হির হত্যার কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়নি। অবশেষে ইসলাম মানুষের জানমাল হিফাযতের নিশ্চয়তা বিধান করে। অবশ্য যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ইব্‌ন মিরদাস ফিহরী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সে একদল কুরায়শসহ দাওস গোত্রের এলাকায় গিয়েছিল। সেখানে উম্মু গায়লান নাম্মী এক মহিলার বাড়িতে তারা যায়। সে মহিলা ছিল দাওস গোত্রের আযাদকৃত দাসী। তার পেশা ছিল মহিলাদের চুল বিন্যাস করা এবং নববধূকে সাজানো। দাওস গোত্রের লোকেরা আবূ উযায়হির হত্যার প্রতিশোধে তাদের হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু উম্মু গায়লান ও তার সাথীরা রুখে দাঁড়ায় এবং তাদের বাধা দিতে সক্ষম হয়। যিরার ইব্‌ন খাত্তাব এ সম্পর্কে বলেন :

جزى الله عنا ام غيلان صالحا × ونسوتها اذهن شعث عواطل

فهن دفعن الموت بعد اقترابه × وقد برزت للثائرين المقاتل

دعت دعوة دوسا فسالت شعابها × بعز وادتها الشراج القوابل

وعمرا جزاه الله خيرا فماً ونى × وما بردت منه لدى المفاصل

فجردت سيفى ثم قمت ينصله × وعن اى نفس بعد نفسى اقاتل

"আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে উম্মু গায়লান ও তার সাথীদের উত্তম বিনিময় দান করুন। তারা ছিল অপরিপাটি ও নিরাভরণ।

তারা সমাগত মৃত্যুকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল, অথচ প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছুদের জন্য হত্যার স্থান প্রকাশ পেয়েছিল। উম্মু গায়লান দাওস গোত্রকে সন্ধির জন্য আহবান জানায়, ফলে তাদের সকল শাখা মান-সম্মানের প্রতি ধাবিত হয় এবং সামনের শাখাগুলো সে প্রবাহকে আরও বেগবান করে, (অর্থাৎ তারা সবাই সন্ধির ব্যাপারে একমত হয়)।

আল্লাহ্ তা'আলা আমরকেও উত্তম বদলা দিন, সে আদৌ অলসতা করেনি। আমার ব্যাপারে তার অস্থিগ্রন্থিগুলো শিথিল হয়নি, অর্থাৎ সে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। অতএব আমি তরবারি টেনে নিই এবং তার ফলা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাই। নিজকে রক্ষার জন্যই যদি না লড়াই করি, তবে আর কার জন্য লড়ব ?"

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যিরারকে যে মহিলা রক্ষা করে, তার নাম ছিল উম্মু জামীল, কেউ বলেন উম্মু গায়লান। সম্ভবত উম্মু গায়লান এ কাজ উম্মু জামীলের সহযোগিতায় করেছিল।

উম্মু জামীল ও খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)

'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) খলীফা হওয়ার পর উম্মু জামীল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তার ধারণা ছিল যিরার খলীফার ভাই। সে যখন যিরারের বংশ পরিচয় উল্লেখ করে, তখন যিরারের ঘটনা খলীফার মনে পড়ল। তিনি বললেন : ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ছাড়া আর কোনরূপ ভ্রাতৃত্ব তার সাথে আমার নেই। সে তো এখন গাযী। তার প্রতি তোমার অনুগ্রহের কথা আমি জানি। এরপর তিনি তাকে একজন মুসাফির হিসাবে কিছু অর্থ প্রদান করেন।

যিরার ও খলীফা উমর (রা)

রাবী বলেন, ইব্ন হিশাম বলেছেন : যিরার উহুদ যুদ্ধে 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর মুখোমুখি হয়েছিল। সে 'উমর (রা)-কে বর্শার পার্শ্বদেশ দ্বারা আঘাত করে বলেছিল : 'উমর ! আত্মরক্ষা কর। আমি তোমাকে হত্যা করব না। যিরার (রা) ইসলাম গ্রহণের পর 'উমর (রা) তাঁকে তাঁর আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

আবূ তালিব ও খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকাল

মুশরিকদের অত্যাচারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ধৈর্যধারণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যারা তাঁর বাড়িতে এসে উত্যক্ত করত, তারা ছিল তাঁর প্রতিবেশী আবূ লাহাব, হাকাম ইব্ন আবুল আস্ ইব্ন উমাইয়া, 'উকবা ইব্ন আবূ মু'আয়ত, 'আদী ইব্ন হামরা সাকাফী ও ইব্ন আসদা হুযালী। এদের মধ্যে হাকাম ইব্ন আবুল 'আস ব্যতীত আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি।

বর্ণিত আছে : এদের কেউ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তাঁর গায়ে ছাগলের গর্ভাশয় নিক্ষেপ করত, কেউ বা তা নিয়ে তাঁর (সা) চুলার উপর রাখা হাঁড়িতে ফেলে

আসত। অগত্যা তিনি তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটি সুরক্ষিত স্থান নির্বাচন করে নিয়েছিলেন, যেখানে গিয়ে তিনি গোপনে সালাত আদায় করতেন। তারা তাঁর গায়ে এগুলো নিক্ষেপ করে আসলে, তিনি একটি লাঠির মাথায় করে তা এনে ঘরের দরজায় দাঁড়াতেন আর বলতেন : হে বনূ আব্দ মানাফ ! এটা কেমন প্রতিবেশী সুলভ আচরণ ?

আবূ তালিব ও খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর প্রতি মুশরিকদের ক্রমবর্ধমান নির্যাতন

ইব্ন ইসহাক বলেন : খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ (রা) ও আবূ তালিব একই বছর ইন্তিকাল করেন। তাঁদের মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। খাদীজা (রা) ছিলেন ইসলাম প্রচারে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী। বিপদ-আপদের কথা তিনি একমাত্র তাঁরই কাছে এসে প্রকাশ করতেন। আর আবূ তালিব ছিলেন তাঁর প্রচারকার্যের পক্ষে এক মযবূত শক্তি এবং তাঁর প্রতিরক্ষক। কুরায়শদের হাত থেকে তিনিই তাঁকে রক্ষা করতেন এবং সুখে-দুঃখে তাঁর পাশে দাঁড়াতেন। তাঁদের ইন্তিকাল হয়েছিল মদীনায় হিজরতের তিন বছর আগে।

আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর এমন নির্যাতন শুরু করে দিল, যা তাঁর জীবদ্দশায় তারা আশা করতে পারেনি। এমনকি একদিন তাদের জনৈক নীচাশয় ব্যক্তি পথিমধ্যে তাঁর মাথায় ধূলো নিক্ষেপ করে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্ন উরওয়া তার পিতা উরওয়া ইব্ন যুবায়রের সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : অর্বাচীন লোকটি নবী (সা)-এর মাথায় ধূলো নিক্ষেপ করলে তিনি তা নিয়ে বাড়িতে ঢোকেন। এ অবস্থা দেখে তাঁর এক কন্যা ছুটে আসেন এবং কেঁদে কেঁদে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন। নবী (সা) তখন তাঁকে বলছিলেন : মা, তুমি কেঁদ না, আল্লাহ্ তা'আলাই তোমার পিতাকে রক্ষা করবেন। এ পর্যায়ে তিনি বলতেন : আবূ তালিবের ইন্তিকালের আগে কুরায়শরা আমার প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহারের সাহস করেনি।

অন্তিম শয্যায় আবূ তালিব, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আপস রফা করে দেওয়ার জন্য তার কাছে মুশরিকদের অনুরোধ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ তালিব রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তার চরম অবস্থার কথা যখন কুরায়শদের কানে পৌঁছল, তখন তারা একে অপরকে বলল, হামযা ও উমর তো ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর কুরায়শের সকল শাখাগোত্রে মুহাম্মদের ধর্মাদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে। চলো আমরা আবূ তালিবের কাছে যাই যাতে তিনি মধ্যস্থতা করে তাঁর ভাতিজা ও আমাদের মধ্যে একটা কিছু চুক্তি সম্পন্ন করে দেন। আল্লাহ্র কসম ! আমরা আশংকা করছি যে, অদূর ভবিষ্যতে তারা আমাদের উপর বিজয়ী হবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইব্ন আব্বাস (রা) হতে আব্বাস ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মা'বাদ ইব্ন আব্বাস তাঁর পরিবারের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, প্রতিনিধি

দলটি আবূ তালিবের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করল। এদের মধ্যে ছিল উতবা ইব্‌ন রাবী'আ, শায়বা ইব্‌ন রাবী'আ, আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ, আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারব্ প্রমুখ বড় বড় গোত্র প্রধান। তারা বলল : হে আবূ তালিব ! আমাদের মাঝে আপনার মর্যাদা সুবিদিত। আপনার এখন অন্তিম লগ্ন। আপনার জীবন সম্পর্কে আমরা শংকিত। আমাদের ও আপনার ভাতিজার মধ্যে যা চলছে, তাও আপনার অজানা নয়। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমাদের ও তাঁর মধ্যে একটা আপস-নিষ্পত্তি করে দিন। যাতে সে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু না বলে এবং আমরাও তাকে কিছু না বলি। সে আমাদের ধর্মাদর্শ নিয়ে আমাদের থাকতে দেবে এবং আমরা তাকে তার দীন নিয়ে থাকতে দেব।

আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে পরে আবূ তালিব তাঁকে সম্বোধন করে বললেন : হে আমার ভাতিজা ! এরা তোমার সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ। তোমার ব্যাপারে তারা এখানে সমবেত হয়েছে। তারা চায়, তারা তোমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দেয়, তুমিও তাদের একটা প্রতিশ্রুতি দাও।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : ঠিক আছে, তোমরা আমাকে একটামাত্র কথা দাও, যার ফলে তোমরা আরব জাহানের অধিকর্তা হয়ে যাবে এবং অনারব বিশ্ব তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। আবূ জাহ্‌ল বলল : বেশ ! তোমার পিতার কসম, এরূপ হলে একটা কেন, আমরা দশটা কথা দিতে রাযী। তিনি বললেন : তা হলে তোমরা বল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই)। তিনি ব্যতীত আর যাদের পূজা-অর্চনা তোমরা কর, তাদের সকলকে পরিত্যাগ কর।

এ কথা শুনে তারা একযোগে হাতে তালি দিয়ে উঠল। তারা বলল, হে মুহাম্মদ ! তুমি সকল ইলাহকে এক ইলাহে পর্যবসিত করতে চাও? আশ্চর্য তোমার কথা ! এরপর তারা একে অপরকে বলল : আল্লাহ্‌র কসম ! এ লোক তোমাদের ইপ্সিত কোন প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেবে না, চলো ফিরে যাই। আমরা বাপ-দাদার ধর্ম পালন করতে থাকি। দেখা যাক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ও আমাদের মাঝে কি ফায়সালা করেন। এই বলে তারা সেখান থেকে চলে গেল।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনে আবূ তালিবের ইসলাম গ্রহণের আশাবাদ

এরপর আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! ভাতিজা ! আমার মতে তুমি তাদের নিকট অন্যায় কিছু দাবি করনি। তাঁর এ মন্তব্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনে তাঁর ইসলাম গ্রহণের আশার সঞ্চার হল। তিনি তাকে বললেন : চাচা ! তা হলে অন্তত আপনি তো এ বাক্যটি উচ্চারণ করুন। যাতে কিয়ামতের দিন আপনার জন্য আমার সুপারিশ করার সুযোগ হয়। তাঁর এ ব্যাকুল আগ্রহ দেখে আবূ তালিব উত্তর দিলেন : হে আমার প্রিয় ভাতিজা! আমার মৃত্যুর পর তোমাকে ও তোমার ভ্রাতৃবর্গকে গাল-মন্দ শুনতে হবে, আর কুরায়শরা ভাববে, আমি মৃত্যু ভয়ে অস্থির হয়েই এ বাক্য উচ্চারণ করেছি—এ আশংকা না হলে আমি সত্যিই এ বাক্য উচ্চারণ করতাম। আমি তোমাকে খুশি করার জন্যই এরূপ বলছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে আব্বাস তাকিয়ে দেখলেন তিনি ঠোঁট নাড়ছেন। তিনি তার দিকে কান বাড়িয়ে দিলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন : হে ভাতিজা! আল্লাহ্‌র কসম ! আমার ভাইতো তুমি যে বাক্য উচ্চারণ করতে বলেছিলে, তাই উচ্চারণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আমি শুনিনি।

কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে আপস নিষ্পত্তির জন্য আবূ তালিবের কাছে এলে তাদের সম্পর্কে যা নাযিল হয়

রাবী বলেন : কুরায়শদের যে দলটি আবূ তালিবের কাছে এসেছিল এবং তাদের ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাঝে যে কথপোকথন হয়েছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা 'সাদ'-এর এ আয়াতগুলো নাযিল করেন :

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ- بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ... ... اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ- وَانْطَلَقَ الْمَلاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ - مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَا اِلاَّ اخْتِلاَقٌ-

"সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের ! আপনি অবশ্যই সত্যবাদী কিন্তু কাফিররা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তখন তারা আর্ত-চীৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না। এরা বিস্ময়বোধ করছে যে, এদের নিকট এদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আসল এবং কাফিররা বলে, এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে ? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ! এদের প্রধানেরা সরে পড়ে এই বলে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি ; এ এক মনগড়া উক্তি মাত্র।" (৩৮ : ১-৭)

অন্য ধর্মাদর্শ বলতে তারা খ্রিস্টধর্মকে বুঝিয়েছে, যেহেতু খ্রিস্টানরা এরূপ বলত যে, اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ (আল্লাহ্ তো তিনের তৃতীয়) (৫:৭৩)। এরপর আবূ তালিবের ইন্তিকাল হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সাকীফ গোত্রের সাহায্য লাভের চেষ্টা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর কাফিররা এমন অত্যাচার শুরু করে, যা তাঁর চাচা আবূ তালিব বেঁচে থাকতে তারা তা করার চিন্তাও করতে পারেনি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফে চলে যান। তিনি তাঁর কাওমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সাহায্য লাভের আশায় সাকীফ গোত্রের শরণাপন্ন হলেন এবং মহান আল্লাহ্ থেকে যে দীন নিয়ে তিনি তাদের কাছে এসেছেন, তাঁর থেকে তারা তা কবূল করবে এ আশা নিয়েই তিনি একাই তাদের কাছে গিয়েছিলেন।

তায়েফের তিন প্রধান ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাৎ এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাদের উস্কানি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তায়েফ পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাকীফ গোত্রের তিন ভাইয়ের কাছে গেলেন। তারা ছিল এ গোত্রের সব চাইতে গন্যমান্য ব্যক্তি। তাদের নাম হল : 'আব্‌দ ইয়ালীল ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'উমায়র, মাসঊদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'উমায়র ও হাবীব ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন উকদা ইব্‌ন গীরা ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন সাকীফ। তাদের একজন কুরায়শের শাখা জুমাহ গোত্রে বিবাহ করেছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ তিন ভাইয়ের কাছে বসে তাদের আল্লাহ্‌র দীন গ্রহণের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলামের প্রচারকার্যে তাঁকে সাহায্য করার ও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিরোধ করার জন্য তিনি তাদের সাহায্য চাইলেন।

তখন তাদের একজন বলল : আল্লাহ যদি তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে আমি কা'বার গিলাফ টুকরা টুকরা করে ফেলে দেব।

দ্বিতীয়জন বলল : আল্লাহ্ কি তোমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে পেলেন না রাসূলরূপে প্রেরণের জন্য?

তৃতীয়জন বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সঙ্গে কোন কথা বলব না। কারণ তুমি নিজ দাবি অনুযায়ী সত্যিই যদি রাসূল হয়ে থাক, তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা মহাবিপজ্জনক। পক্ষান্তরে তুমি যদি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ কর, তবে তোমার সাথে আমার কথা বলা উচিত নয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছ থেকে উঠে গেলেন এবং সাকীফের কল্যাণের ব্যাপারে নিরাশ হলেন। এ সময় তিনি তাদের বললেন, যা আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে : 'যে আচরণ তোমরা করলে, যদি এটাই তোমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তবে তোমরা আমার ব্যাপারটি গোপন রাখবে।' কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ আশংকা করছিলেন যে, তাদের থেকে কুরায়শদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তাঁর উপর তাদের ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যাবে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবি উবায়দ ইব্‌ন আবরাসের কবিতায় আছে :

ولقد اتاني عن تميم انهم × ذئروا لقتلي عامر وتعصبوا

"বনূ তামীম সম্পর্কে আমার কাছে খবর এসেছে যে, তারা আমির গোত্রের নিহতদের নিয়ে ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা করছে।"

কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ অনুরোধও রক্ষা করল না; বরং তারা তাঁকে গালাগাল ও অপদস্থ করার নিমিত্তে তাদের নির্বোধ ও দাস শ্রেণীর লোকদের লেলিয়ে দিল, যারা তাঁকে গালাগালি করতে লাগল এবং বিভিন্ন ধ্বনি দিতে থাকল। এমনকি একদল লোক তাঁকে ঘিরে ফেলল। তখন তিনি 'উতবা ইব্‌ন রবী'আ ও শায়বা ইব্‌ন রবী'আর ফলের বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। তারা দু'ভাই তখন বাগানেই ছিল। সাকীফ গোত্রের যে বখাটে লোকগুলো তাঁর

পিছু নিয়েছিল, তখন তারা সব ফিরে গেল। তিনি একটি আঙ্গুর গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন। রবী'আর দুই ছেলে তাঁকে দেখছিল এবং তারা তায়েফের অর্বাচীন লোকেরা তাঁর সংগে যে আচরণ করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল।

বর্ণিত আছে যে, সাকীফ গোত্রে জুমাহ্ গোত্রের যে মহিলাটির বিবাহ হয়েছিল, তার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখা করে তাকে বলেছিলেন : তোমার স্বামীর জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আমার সাথে এটা কি ধরনের আচরণ করল ?

আল্লাহ্র কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফরিয়াদ

এরপর একটু শান্ত হয়ে নবী (সা) আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন :

اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى - وهوانى على الناس - يا ارحم الراحمين - انت رب المستضعفين - وانت ربى - الى من تكلنى ؟ الى بعيد يتجهمنى ؟ ام الى عدو ملكته امرى ؟ ان لم يكن بك على غضب فلا ابالى ولكن عافيتك هى اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات - وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بى غضبك - او يحل على سخطك - لك العتبى حتى ترضى ولاحول ولاقوة الابك -

"হে আল্লাহ্! আমার অক্ষমতা ও সহায়-সম্বলহীনতা এবং মানুষের কাছে আমার নগণ্যতার জন্য আমি আপনারই কাছে ফরিয়াদ করছি। হে পরম দয়াময়! আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক। আপনি আমার রব। আপনি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করছেন ? আমার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করে, সেই অনাত্মীয়ের হাতে ? নাকি সেই শত্রুর হাতে যাকে আমার উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন ? আমার প্রতি যদি আপনার অসন্তুষ্টি না থাকে, তবে আমি কোন কিছুর পরওয়া করি না। আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তাই আমার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আমার প্রতি আপনার ক্রোধ কিংবা আপনার অসন্তুষ্টি বর্ষণ হতে আমি আপনার সেই নূরের আশ্রয় চাই, যদ্দ্বারা সকল অন্ধকার তিরোহিত হয়ে যায় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্যাসমূহের সুরাহা হয়। সব কিছুর শেষ পরিণাম আপনি ছাড়া আর কারো ক্ষতি প্রতিহত করার এবং উপকার করার ক্ষমতা নেই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে খ্রিস্টান গোলাম আদ্দাসের আচরণ প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এহেন দুরবস্থা ও তাঁর প্রতি কাফিরদের নির্মম আচরণ লক্ষ্য করে অবশেষে উতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্তর তাঁর আত্মীয়তার টানে বিচলিত হয়ে উঠল। 'আদ্দাস নামক তাদের এক খ্রিস্টান গোলাম ছিল। তারা তাকে ডেকে বলল : এই পাত্রে কিছু আঙ্গুর নিয়ে ঐ লোকটির কাছে যাও এবং তাকে খেতে বল। আদ্দাস সে নির্দেশ পালন করল। সে আঙ্গুরভর্তি পাত্রটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে নিয়ে রাখল এবং বলল : খান। তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তা খেতে শুরু করলেন।

'আদ্দাস তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার দিকে তাকাল। এরপর বলল : আল্লাহ্র কসম! এ বাক্য তো এ দেশের মানুষ বলে না! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা তুমি কোন দেশের লোক হে 'আদ্দাস ? তোমার ধর্মই বা কি ? সে বলল : আমি খ্রিস্টান। আমি নীনাওয়ার অধিবাসী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি তা হলে নেককার ইউনুস ইব্ন মাত্তার এলাকার মানুষ ? আদ্দাস বলল : ইউনুস ইব্ন মাত্তা সম্পর্কে আপনি জানেন কি করে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তিনি তো আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন; আমিও একজন নবী। এ কথা শোনামাত্র আদ্দাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং তাঁর মাথায়, হাতে ও পায়ে চুমু খেতে লাগল।

এ দৃশ্য দেখে রবী'আর পুত্রদ্বয় একে অপরকে বলতে লাগল : আরে, লোকটা যে গোলামটাকে নষ্ট করে দিল। সে তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা তাকে বলল : ছিঃ আদ্দাস! তোমার কি হল যে লোকটার মাথায়, হাতে ও পায়ে চুমু খেলে ? সে বলল : হে আমার মনিব! ভূ-পৃষ্ঠে তাঁর চাইতে উত্তম লোক আর নেই। তিনি আমাকে এমন একটা কথা জানিয়েছেন, যা নবী ছাড়া কেউ জানে না। তারা তাকে ধিক্কার দিয়ে বলল : আদ্দাস! সে তোমাকে ধর্মান্তরিত করে না ফেলে। তোমার ধর্ম তাঁর ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

একদল জিন কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ এবং তাদের ঈমান আনয়ন প্রসঙ্গে

বনূ সাকীফের ব্যাপারে হতাশ হয়ে নবী (সা) তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে চললেন। নাখলা উপত্যকায় পৌঁছে তিনি মধ্যরাতে সালাত আদায় করছিলেন, এ সময় নাসীবীনের সাতজন জিনের একটি দল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা মনোযোগ দিয়ে তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনল। তাঁর সালাত শেষ হলে, তারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তাদের সতর্ক করল। তারা এ বাণী শোনামাত্রই ঈমান এনে তা কবূল করে নিয়েছিল। তাদের সে ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা ওহী মারফত নবী (সা)-কে অবগত করেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ... ... وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

"স্মরণ করুন, আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল, তারা একে অপরকে বলতে লাগল, চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল, তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে—তারা বলেছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে; এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হতে তোমাদের রক্ষা করবেন।" (৪৬ : ২৯-৩১)

আরও ইরশাদ হচ্ছে : قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ "বলুন, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।" (৭২ : ১) এ সূরায় পূর্ণ ঘটনাটি বিধৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আরব গোত্রসমূহকে ইসলামের দাওয়াত

হজ্জ ও অন্যান্য মৌসুমে আরবগোত্রসমূহের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর ইসলামের প্রতি দাওয়াত

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এবার তাঁর সম্প্রদায় তাঁর বিরোধিতা ও ইসলামের শত্রুতায় আরও কঠোর হয়ে উঠল। সামান্য কিছুসংখ্যক দুর্বল লোকই ছিল ব্যতিক্রম, যারা তাঁরা প্রতি ঈমান এনেছিল। তিনি হজ্জ ইত্যাদি মৌসুমে আরব গোত্রসমূহের সামনে নিজেকে পেশ করে, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। তিনি তাদের জানাতে থাকলেন : তিনি আল্লাহ্র প্রেরিত নবী। তিনি তাদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর সমর্থন করতে অনুরোধ জানালেন। যাতে তিনি তাদের সামনে আল্লাহ্র সে বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারেন, যার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হুসায়ন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রবী'আ ইব্ন আব্বাদের কাছে আমার পিতাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি প্রথম যৌবনে পিতার সাথে মিনায় যাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আরব গোত্রসমূহের তাঁবুতে গিয়ে বলছিলেন : হে অমুক গোত্র! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রাসূল হয়ে এসেছি। তাঁর নির্দেশ, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না। তোমরা এই সব দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করছ, তা পরিত্যাগ কর। আমার প্রতি ঈমান আন, আমার দীন স্বীকার কর এবং আমার পক্ষ হয়ে দুশমনের প্রতিরোধ কর। এটা করলে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র বাণী পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে পারব।

রাবী বলেন : তখন আদানী পোশাক পরিহিত এক টেরাচোখবিশিষ্ট উজ্জ্বল চেহারার লোক তার পিছু নিয়েছিল, যার মাথায় ছিল চূলের দু'টি খোঁপা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষণ ও দাওয়াত শেষ হলে সে বলে উঠল : হে অমুক গোত্র! এই লোকটা তো তোমাদের লাত ও উয্যাকে পরিত্যাগ করার আহবান জানাচ্ছে। তাঁর কথা হচ্ছে, তোমরা মালিক ইব্ন উকায়শ গোত্রীয় জিনদের বন্ধুত্ব পরিহার করে তার উপস্থাপিত অভিনব ও বিভ্রান্তির মতাদর্শ গ্রহণ করে নাও। সাবধান! তোমরা তাঁর অনুসরণ করো না। তাঁর কথায় কর্ণপাত করো না।

রাবী বলেন : তখন আমি আমার পিতাকে বললাম : হে পিতা! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনের এই লোকটা কে, যে তাঁর কথা খণ্ডন করার চেষ্টা করছে ? তিনি বললেন : এ হচ্ছে তাঁর চাচা আবদুল উয্যা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব অর্থাৎ আবূ লাহাব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : (মালিক ইব্‌ন উকায়শ গোত্রীয় জিনদের সম্পর্কে) কবি নাবিগার কবিতায় আছে :

كانك من جمال بنى اقيش × يقعقع خلف رجليه بشن

"তুমি যেন উকায়শ গোত্রের উট, যাকে পেছনের দিক থেকে পুরান চামড়ার তৈরি মশক দিয়ে ভয় দেখান হয়।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব যুহরী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিন্‌দা গোত্রের তাঁবুতেও দাওয়াত দিতে আসেন। তাদের নেতা মূলায়হ সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান জানান এবং নিজেকে তাদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু তারাও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।

বনূ কালবকে ইসলামের দাওয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হুসায়ন আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কালব গোত্রের তাঁবুতে উপস্থিত হন। তাদের একটি শাখার নাম ছিল বনূ আবদুল্লাহ। তিনি তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান জানান এবং নিজেকে তাদের সামনে পেশ করেন। তিনি তাদের বলছিলেন : হে বনূ আবদুল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্বপুরুষের বড় সুন্দর নামকরণ করেছেন। কিন্তু তারাও তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না।

বনূ হানীফাকে ইসলামের দাওয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিকের সূত্রে আমাদের জনৈক সাথী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ হানীফার তাঁবুতে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকেন এবং তাদের সামনে নিজেকে পেশ করেন। কিন্তু তাদের মত নিকৃষ্টভাবে তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান আর কোন আরব গোত্র করেনি।

বনূ আমিরকে ইসলামের দাওয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইমাম যুহরী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ আমির ইব্‌ন সা'সা'আর তাঁবুতে পৌঁছে তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান করেন এবং তাদের সামনে নিজকে পেশ করেন। তাদের মধ্যে বায়হারা ইব্‌ন ফিরাস নামে এক লোক ছিল। ইব্‌ন হিশাম তার বংশ তালিকা এরূপ বর্ণনা করেন : ফিরাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা (আল-খায়র) ইব্‌ন কুশায়র ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'সা'আ। বায়হারা বলে উঠল : আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এই কুরায়শ যুবককে গ্রহণ করি, তা হলে সারা আরব জাহানকে আমি গ্রাস করতে পারব। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল :

আমরা যদি আপনার ধর্মাদর্শ গ্রহণ করে আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আপনার প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী করেন, তবে আপনার পরে কি আমরা ক্ষমতা লাভ করব ?

তিনি বললেন : সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। বায়হারা বলল : বটে, আপনি আপনার জন্য আমাদের বক্ষকে সারা আরব সম্প্রদায়ের অস্ত্রের লক্ষ্য বানাবেন, আর বিজয় লাভের পর কর্তৃত্ব পাবে অন্যরা ? আমাদের কোন দরকার নেই আপনার দাওয়াত গ্রহণের। এভাবে তারাও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল।

হজ্জ শেষে অপরাপর লোকের মত বনূ আমির গোত্রও দেশে ফিরে গেল। তাদের এক বয়োবৃদ্ধ মুরব্বী ছিল। অনেক তার বয়স। তাদের সাথে হজ্জে যাওয়ার শক্তি সে রাখত না। প্রতি বছর তারা হজ্জ থেকে ফিরে এসে তাকে সে বছরের হজ্জের বিবরণ শোনাত। বরাবরের মত এ বছরও তারা ফিরে আসলে, সে তাদের কাছে হজ্জের ঘটনাবলী জিজ্ঞেস করল। তারা বলল : এবার জনৈক কুরায়শী যুবক আমাদের কাছে এসেছিল। সে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। তার দাবি, সে নবী। আমাদেরকে তাঁর ধর্মাদর্শ গ্রহণ ও তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ানোর দাওয়াত দিয়েছিল। আরও প্রস্তাব করেছিল, তাকে আমাদের দেশে নিয়ে আসি। এ কথা শুনে বৃদ্ধ মাথায় হাত দিল। তারপর বলল : হে বনূ 'আমির! এর কি কোন ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা আছে ? যা হারিয়েছ, তা কি আর ফিরে পাওয়া সম্ভব ? আল্লাহ্‌র কসম! ইসমাঈলের বংশে কেউ কখনও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করেনি। তার দাবি সত্য। তোমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে কি করে ভুল করলে ?

আরব গোত্রসমূহের মাঝে দাওয়াতী প্রচেষ্টা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবে অবিরাম কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যখনই কোন মেলা বসত, তিনি আগত আরব গোত্রসমূহের কাছে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান করতেন, ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং তাদের সামনে নিজেকে ও আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আনীত হিদায়াত ও রহমতের বাণী পেশ করতেন। যখনই শুনতেন, মক্কায় কোন সম্মানিত বহিরাগতের উপস্থিতি ঘটেছে, তখন তিনি তার কাছে হাযির হয়ে তাকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান জানাতেন ও ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বর্ণিত আছে যে, আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত হজ্জ কিংবা উমরা উপলক্ষে মক্কায় আগমন করে। সুওয়ায়দ স্বগোত্রের নিকট কামিল (পূর্ণ) উপাধিতে ভূষিত ছিল। কারণ সে ছিল প্রভাব-প্রতিপত্তি, কাব্য প্রতিভা ও বংশ মর্যাদার একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তি। সে বলত :

الا رب من تدعو صديقا ولو ترى × مقالته بالغيب سائك ما يفرى

مقالته كالشهد ما كان شاهدا × وبالغيب مأثور على نفرة النحر

يسرك باديه وتت اديمه × نسيمة غش تبترى عقب الظهر

تبين لك العينان ما هوكاتم × من الغل والبغضاء بالنظر الشزر

فرشنى بخير طالماقد بريتنى × فخير الموالى من يريش ولايبرى

"শোন, এমন বহু লোক রয়েছে যাদের তুমি বন্ধু বলে ডাক, কিন্তু তার পশ্চাতের কথাবার্তা শুনলে তার মিথ্যাচার তোমাকে পীড়া দিত। সামনে উপস্থিত থাকাকালে তার কথা চর্বির মত নরম মনে হয়, কিন্তু পেছনে যা বলে, তা বক্ষদেশের চর্বির মত নরম মনে হয়। কিন্তু পেছনে বাহ্যিক দিক তোমাকে খুশি করে, কিন্তু তার চামড়ার নীচে কবটে গুপ্ত কথা, যা পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করে। সে যে হিংসা-বিদ্বেষ লুকিয়ে রাখে, তা তার রক্তচক্ষু তোমার কাছে প্রকাশ করে দেয়। আমার বিরুদ্ধাচরণে তুমি কাটিয়েছ দীর্ঘকাল, এখন তুমি আমার কিছু সাহায্য কর। কারণ সেই তো শ্রেষ্ঠ বন্ধু, যে সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসে এবং দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে না।"

নিম্নের কবিতাটিও তারই। তার প্রেক্ষাপট এই যে, সুলায়ম গোত্রের শাখা বনূ যি'ব ইব্ন মালিক গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে একশ' উট নিয়ে সুওয়ায়দের বিবাদ ছিল। সে আরবের একজন গণক স্ত্রীলোককে বিচারক মানে, সে তার পক্ষে ফয়সালা দেয়। এরপর তারা উভয়ে গণকের কাছ থেকে বিদায় নেয়। তাদের সাথে তৃতীয় কেউ ছিল না। যখন উভয়ের ভিন্ন রাস্তায় চলার সময় হল, তখন সুওয়ায়দ বনূ সুলায়মের লোকটিকে বলল : ভাই, আমার উট আমাকে দিয়ে দাও। সে বলল : তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তখন সুওয়ায়দ বলল : তুমি আমার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর কে এর যামিন হবে ? সে বলল : আমি তো রয়েছি। সুওয়ায়দ বলল : না, এরূপ হতে পারে না। আল্লাহ্র কসম! আমার উট বুঝিয়ে না দিয়ে তুমি কিছুতেই আমার থেকে বিদায় হতে পারবে না। তখন উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। সুওয়ায়দ বনূ সুলায়মের লোকটিকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর তাকে রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল এবং তাকে নিয়ে বনূ আমর ইব্ন আওফের জনপদে গেল। সে আর তাকে ছাড়ল না। অবশেষে, বনূ সুলায়মের লোকেরা তার উট তার কাছে পাঠিয়ে দিল। তখন সে এ সম্পর্কে বলল :

لا تحسبنى يابن زعب بن مالك × كمن كنت تردى بالغيوب وتختل

تحولت قرنا اذ صرعت بعزة × كذالك ان الحازم المتحول

ضربت به ابط الشمال فلم يزل × على كل حال خده هواسفل

"হে যি'ব ইব্ন মালিকের বংশধর! তুমি আমাকে তাদের মত মনে করো না, যাদের তুমি বিরোধিতা করে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছ এবং প্রতারিত করছ। আমি যখন তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে ছিলাম, তখন তুমি তোমার প্রতিপক্ষকে তোমার পিঠের উপর উঠিয়ে নিলে। বস্তুত বুদ্ধিমান ব্যক্তি একস্থান হতে অন্যস্থানে যাওয়ার সময় এরূপ করে থাকে। আমি তাকে বাম বগলে চেপে ধরলাম, এরপর তার চেহারা সর্বাবস্থায় অধোমুখই থাকল।"

সে এ ঘটনাটি সুদীর্ঘ কবিতার মাঝে ব্যক্ত করত। তার আগমনের সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে আল্লাহ্ ও ইসলামের পথে আহবান জানালেন। সুওয়ায়দ বলল : সম্ভবত আমার কাছে যা আছে, আপনার কাছেও তাই থেকে থাকবে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কি আছে ? সুওয়ায়দ বলল : লুকমানের পণ্ডিত্যপূর্ণ বাণী সম্বলিত একখানি পুস্তক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি তা আমার সামনে পেশ কর। সুওয়ায়দ পেশ করল। তখন তিনি বললেন : চমৎকার। তবে আমার কাছে যা আছে, তা এর চাইতেও উত্তম। আর তা হচ্ছে কুরআন। আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি তা নাযিল করেছেন। এ কুরআন পথ-নির্দেশ ও আলো। তিনি তাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন। এরপর তাকে পুনরায় ইসলামের দাওয়াত দিলেন।

সুওয়াদ কুরআনের সে বাণী উপেক্ষা করতে পারলনা। সে মন্তব্য করল : এ বাণী সুন্দর বটে। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বিদায় নিয়ে মদীনায় নিজ গোত্রের কাছে চলে যায়। এর কিছুকাল পরেই খাযরাজ গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। তার গোত্রের লোকেরা বলত : আমরা মনে করি, সওয়ায়দ মুসলমান অবস্থায় নিহত হন। তিনি বুআস যুদ্ধের আগে নিহত হন।

ইয়াস ইব্ন মু'আযের ইসলাম গ্রহণ ও আবুল হায়সারের বৃত্তান্ত

ইব্ন ইসহাক বলেন : মাহমূদ ইব্ন লাবীদ হতে হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন 'আম্র ইব্ন সা'দ ইব্ন মু'আয আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবুল হায়সার আনাস ইব্ন রাফি' যখন মক্কায় আসেন, তখন ইয়াস ইব্ন মালিক প্রমুখ আবদুল আশহাল গোত্রের কতিপয় যুবকও তার সাথে ছিল। খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরায়শদের সাথে মৈত্রিচুক্তি করা ছিল তাদের আগমনের উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাদের সাথে আলোচনায় বসলেন। তিনি তাদের বললেন : তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছ, তার চাইতে উত্তম কিছু চাও কি ?

তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল : তা কি ? তিনি বললেন : আমি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ আমাকে তাঁর বান্দাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি তাদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলি। তাঁর সংগে কোন কিছুর শরীক করতে নিষেধ করি। আল্লাহ্ আমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। এরপর তিনি তাদের সামনে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলেন এবং তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন।

রাবী বলেন : ইয়াস ইব্ন মু'আয ছিলেন তরুণ যুবক। তিনি বলে উঠলেন : হে আমার সম্প্রদায় ! আল্লাহ্র কসম ! তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছ, এটা তার চাইতে উত্তম। তার মন্তব্য শুনে আবুল হায়সার আনাস ইব্ন রাফি' একমুঠো ধূলো তুলে ইয়াস ইব্ন মু'আযের মুখে নিক্ষেপ করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল : আপনি আপনার ব্যাপারে

আমাদের জড়াবেন না। আমার জীবনের কসম! আমরা ভিন্ন উদ্দেশ্যে এসেছি। তখন ইয়াস চুপ হয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাদের থেকে উঠে আসলেন। তারা মদীনায় চলে গেল। এরপর আওস ও খাযরাজের মাঝে বু'আসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এর কিছুদিন পরই ইয়াস ইব্ন মু'আযের ইন্তিকাল হয়ে যায়। মাহমূদ ইব্ন লাবীদ বলেন : তার অন্তিমকালে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন তার স্বগোত্রীয় ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তারা মৃত্যুকালে তাকে বার বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবর, আলহামদু লিল্লাহ্ এবং তাকে কালেমা তায়্যিবা, তাকবীর, তাহমীদ ও তাসবীহ, সুবহানাল্লাহ পাঠ করতে শুনেছে এবং সে অবস্থাতেই তার ইন্তিকাল হয়। তিনি যে ইসলাম নিয়েই ইন্তিকাল করেছেন, এ ব্যাপারে তারা ছিল নিঃসন্দেহ। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য যখন তিনি শুনেছিলেন, তখনই তার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

আনসারদের মধ্যে ইসলামের সূচনা

'আকাবায় একদল খাযরাজীর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

ইব্ন ইসহাক বলেন : অবশেষে যখন আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হল তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন, তাঁর নবীর সম্মান প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাঁকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ মওসুমে অন্যান্য সময়ের মত আরব গোত্রসমূহের মাঝে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। এই কর্মব্যস্ততার এক পর্যায়ে 'আকাবা নামক স্থানে একদল আনসারের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা ছিল খাযরাজ গোত্রের লোক। আল্লাহ্র ফয়সালা ছিল তাদের মহা-কল্যাণে ভূষিত করার।

ইব্ন ইসহাক বলেন : 'আসিম ইব্ন 'উমর ইব্ন কাতাদা (র) তাঁর গোত্রীয় শায়খদের সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেন, তারা বলেছেন, তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কারা ? তারা বলল : আমরা খাযরাজ গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞেস করেন : যারা ইয়াহূদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ, তোমরা কি তারা : তারা বলল ? হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা বসবে কি, আমি তোমাদের সংগে কিছু কথা বলব : তারা বলল : নিশ্চয়ই। এই বলে তারা তাঁর কাছে বসে পড়ল। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র পথে আহবান জানালেন এবং তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। তিনি তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করেও শোনালেন।

রাবী বলেন : বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝে আগে থেকেই ইসলামের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। আর তা এভাবে যে, তারা ইয়াহূদীদের সাথে একই দেশে বাস করত। ইয়াহূদীরা ছিল আসমানী কিতাবের অধিকারী এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন এক জাতি। পক্ষান্তরে তারা ছিল মুশরিক ও পৌত্তলিক। ইয়াহূদীরা তাদের দেশ যবরদখল করে সেখানে

নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের সাথে ইয়াহূদীদের কোন বিষয়ে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হলে ইয়াহূদীরা তাদের এই বলে শাসাত যে, শীঘ্রই এক নতুন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর আবির্ভাবের সময় অত্যাসন্ন। আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তোমাদের 'আদ ও ইরাম জাতির ন্যায় ধ্বংস করে দেব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসার প্রতিনিধি দলটির সাথে যখন আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাদের আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন, তখন তারা একে অন্যকে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র কসম ! নিশ্চিত জান ইনিই সেই নবী, যাঁর কথা বলে ইয়াহূদীরা তোমাদের শাসিয়ে থাকে। কাজেই তারা যেন তোমাদের আগে এঁর কাছে না আসতে পারে। তখনই তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহবানে সাড়া দিল। তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনল এবং ইসলাম কবূল করল। এরপর তারা বলল : [ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)!] আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এমন পর্যায়ে রেখে এসেছি যে, তাদের মধ্যে যেরূপ পারস্পরিক শত্রুতা আছে, তা অন্য কোন জাতির মধ্যে নেই। আমরা আশাবাদী, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের গোটা সম্প্রদায়কে অচিরেই আপনার মাধ্যমে একতাবদ্ধ করে দেবেন। আমরা দেশে গিয়ে তাদের মাঝেও আপনার দীন প্রচার করব এবং আমরা যে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাদেরকেও তা গ্রহণ করতে বলব। আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদেরকে তা কবূল করার তাওফীক দান করেন। তবে আপনার চাইতে শক্তিশালী কেউ হবে না।

এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বিদায় নিয়ে স্বদেশে চলে গেল। এ সময় তাদের অন্তর ছিল ঈমানে পরিপূর্ণ এবং বিশ্বাসে ভরপূর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আকাবায় সাক্ষাৎকারী খাযরাজীদের পরিচয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার জানামতে তাদের সংখ্যা ছিল ছয়জন। নিম্নে তাদের পরিচয় দেওয়া হল :

১. আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা)। উপনাম আবূ উমামা। ইনি নাজ্জার (তায়মুল্লাহ) গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : আস'আদ ইব্ন যুরারা ইব্ন উদাস ইব্ন উবায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন গান্ম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার ইব্ন সা'লাবা ইব্ন আম্র ইব্ন খাযরাজ ইব্ন হারিসা ইব্ন আম্র ইব্ন আমির।

২. 'আওফ ইব্ন হারিস (রা)। ইনি 'আওফ ইব্ন আফরা নামেও পরিচিতি। ইনিও নাজ্জার গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : 'আওফ ইব্ন হারিস ইব্ন রিফা'আ ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন মালিক ইব্ন গান্ম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'আফরা হচ্ছে উবায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন ইব্ন গান্ম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার-এর কন্যা

৩. রাফি' ইব্ন মালিক (রা)। তিনি যুরায়ক গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা হচ্ছে : রাফি' ইব্ন মালিক ইব্ন 'আজলান ইব্ন 'আম্র ইব্ন 'আমির ইব্ন যুরায়ক ইব্ন 'আমির ইব্ন যুরায়ক ইব্ন আব্দ হারিসা মালিক ইব্ন গাযবা ইব্ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমির ইব্‌ন যুরায়ককে আমির ইব্‌ন আয্‌রাকও বলা হয়।

৪. কুত্‌বা ইব্‌ন আমির (রা)। তিনি বনূ সালামার শাখা সাওয়াদ গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা হলো : কুত্‌বা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'আমরের পিতার নাম গান্‌ম নয় ; বরং সাওয়াদ। গান্‌ম নামে সাওয়াদের কোন পুত্র ছিল না।

৫. 'উকবা ইবন আমির (রা)। তিনি হারাম গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : 'উকরা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা।

৬. জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)। তিনি উবায়দ গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রিআ'ব ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা।

এ দলটি মদীনায় ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা আলোচনা করলেন এবং তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন এভাবে মদীনায় ইসলাম বিস্তার লাভ করল। ফলে মদীনায় আনসারদের এমন একটি বাড়িও অবশিষ্ট থাকল না, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা হতনা।

'আকবার প্রথম বায়'আত ও মুস'আব (রা)

পরবর্তী বছর হজ্জ মওসুমে বারজন আনসার মক্কায় আগমন করেন। তাঁরা 'আকাবায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করেন। এটাই ছিল প্রথম 'আকাবা। তারা তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন। তাদের এ বায়'আত ছিল নারীদের বায়'আত অনুষ্ঠানের মত।[১] এ বায়আত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরয হওয়ার আগে। নিম্নে এ প্রতিনিধিদের পরিচয় দেওয়া হল :

---

১ অর্থাৎ এ বায়'আতে যুদ্ধের অঙ্গীকার শামিল ছিল না। কুরআন মাজীদে নারীদের বায়'আত সম্পর্কে বলা হয়েছে : يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَيَقْتُلْنَ اَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللّٰهَ। "হে নবী ! মু'মিন নারীগণ যখন আপনার নিকট আসে, বায়'আত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়'আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চান..." (৬০ : ১২)।

প্রথম আকাবায় অংশগ্রহণকারী নাজ্জার গোত্রের লোক

১. আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা)। উপনাম আবূ উমামা। তিনি বনূ নাজ্জারের শাখা মালিক ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : আস'আদ ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন উদাস ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গানম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার।

২. 'আওফ (রা) ও (৩) মু'আয (রা)। তাঁরাও নাজ্জার গোত্রের লোক। পিতার নাম হারিস ও মাতার নাম 'আফরা। হারিস ছিলেন রিফা'আ ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার-এর পুত্র।

প্রথম 'আকবায় অংশগ্রহণকারী বনূ যুরায়ুকের লোক

৪. রাফি' ইব্‌ন মালিক (রা)। তিনি যুরায়ক গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ : রাফি' ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আজলান, ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন যুরায়ক।

৫. যাকওয়ান ইব্‌ন আব্‌দ কায়স (রা)। ইনিও যুবায়ক গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : যাকওয়ান ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যাকওয়ান (রা) একজন মুহাজির আনসার সাহাবী ছিলেন।

বনূ 'আওফের থেকে যারা প্রথম 'আকাবায় শরীক হয়েছিলেন

৬. 'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)। তিনি বনূ 'আওফ ইব্‌ন খাযরাজের শাখা বনূ গানামের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : 'উবাদা ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন খাযরাজ।

বনূ আওফের লোকেরা কাওয়াকিল নামে পরিচিতি ছিলেন।

৭. এ গোত্রের মিত্র আবূ আবদুর রহমান ইয়াযীদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খাযমা ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আম্মারা। মূলত তিনি গুসায়না গোত্রের লোক। এ গোত্রটি বালী গোত্রের একটি শাখা।

ইব্‌ন হিশাম কর্তৃক কাওয়াকিল নামের ব্যাখ্যা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বনূ 'আওফ ও গান্‌মকে কাওয়াকিল নামে আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে যে কোন লোক তাদের আশ্রয়প্রার্থী হলে, তারা তাকে একটি তীর দিয়ে বলত। قوقل به بيثرب حيث شئت "তুমি এটা নিয়ে ইয়াসরিবের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও।" শব্দটি قوقلة-এর বহুবচন যার, অর্থ বিশেষ ধরনের হাঁটা।

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ সালিমের লোক

৮. আব্বাস ইব্‌ন উবাদা (রা)। তিনি সালিম গোত্রের শাখা 'আজলান গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : 'আব্বাস ইব্‌ন 'উবাদা ইব্‌ন নাযলা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আজলান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাযরাজ।

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ সালামার লোক

৯. 'উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা)। তিনি বনূ সালামার শাখা হারাম গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : 'উক্‌বা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ।

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ সাওয়াদের লোক

১০. কুত্‌বা ইব্‌ন আমির (রা)। তিনি সাওয়াদ গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : কুত্‌বা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন গানম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা।

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ 'আওসের লোক

১১. আবুল হায়সাম ইব্‌ন তায়্যিহান (রা)। তিনি আওস গোত্রের শাখা 'আব্‌দ আশহাল ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খায়রাজ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমার ইব্‌ন আমিরের লোক। তাঁর আসল নাম মালিক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূল হায়সামের পিতার নাম তায়হান ও তায়্যিহান-উভয়ভাবেই উচ্চারিত হয়।

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ আমরের লোক

১২. উওয়ায়ম ইব্‌ন সাঈদা (রা)। তিনি আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস গোত্রের লোক।

'আকাবায় বায়'আতকারী থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গৃহীত প্রতিশ্রুতি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (র) মারসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইয়াযানী (র) থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন উসায়লা সানাবিহী (র) থেকে, তিনি 'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : প্রথম 'আকাবার বায়'আতে আমিও শরীক ছিলাম। আমরা ছিলাম মোট বারজন। আমরা নারীদের বায়'আতের ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়'আত করলাম। তখনও জিহাদ ফরয হয়নি। আমরা এই মর্মে বায়'আত করলাম যে, আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন শরীক স্থির করব না, চুরি করব না, ব্যভিচার করব না, সন্তান হত্যা করব না, সজ্ঞানে মিথ্যা রচনা করে রটাব না এবং সৎকার্যে তাঁর অবাধ্যতা করব না। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : যদি তোমরা এর এ অংগীকার পূর্ণ কর, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি তোমরা কোনটা লংঘন কর, তবে তোমাদের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন থাকবে; তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন, নয় ক্ষমা করে দেবেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 'আইয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খাওলানী আবূ ইদরীস (র)-এর সূত্রে ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেন যে, 'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বলেছেন, আমরা প্রথম 'আকাবার রাতে এই মর্মে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়'আত করি যে, আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছু শরীক স্থির করব না, চুরি করব না, ব্যভিচার করব না, সন্তান হত্যা করব না, সজ্ঞানে অপবাদ রচনা করে রটাব না এবং কোন সৎকার্যে তাঁর অবাধ্যতা করব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যদি তোমরা এগুলো পূরণ কর, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি এর কোনটি লংঘন কর এবং তার কারণে দুনিয়াতে তোমাদের শাস্তি দেওয়া হয়, তবে সে শাস্তি ঐ অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হবে। পক্ষান্তরে যদি তা তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত গোপন রাখা হয়, তাহলে তোমাদের এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন থাকবে। তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন, অথবা মাফ করে দেবেন।

'আকাবার প্রতিনিধি দলের সাথে মুস'আবকে প্রেরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ দলটি যখন মদীনায় নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সংগে মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আব্‌দুদ্দার ইব্‌ন কুসাইকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন, যেন তাদেরকে কুরআন ও ইসলামের শিক্ষা দান করেন এবং দীনী বিধানের তালীম দেন। এ জন্য তিনি মদীনার শিক্ষক হিসাবে পরিচিতি ছিলেন। তাঁর অবস্থান ছিল আবূ উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন উদাস (রা)-এর গৃহে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে 'আসিম ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, মুস'আব (রা) আনসারদের ইমামতির দায়িত্বও পালন করতেন। কেননা আওস ও খাযরাজের লোক এটা পসন্দ করত না যে, তাদের এক গোত্র অন্য গোত্রের ইমাম হোক।

মদীনায় প্রথম জুমু'আ

আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা) ও মদীনার প্রথম জুমু'আ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা কা'ব (রা)-এর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে যাওয়ার পর আমিই তার চলাফেরায় সাহায্য করতাম। আমি যখন তাকে জুমু'আয় নিয়ে যেতাম, তখন আযান শুনলেই তিনি আবূ উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা)-এর জন্য দু'আ করতেন এবং কিছু সময় আযান শোনা ছেড়ে দিয়ে এই দু'আর মাঝেই কাটিয়ে দিতেন। বিষয়টি আমার কাছে রহস্যাবৃত ছিল। একবার আমি মনে মনে বললাম, আসলে এটা আমার দুর্বলতা মাত্র। আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করলেই তো পারি যে, জুমু'আর আযান শুনলে তিনি আবূ উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা)-এর জন্য কেন দু'আ করেন ? অতএব আমি তাকে জিজ্ঞেস করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বরাবরের মত আমি এক জুমু'আয় তাকে নিয়ে বের হলাম। তিনি জুমু'আর আযান শোনামাত্র আবূ উমামার জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করলেন। এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : আব্বাজী ! আপনি জুমু'আর আযান শুনলেই আবূ উমামার জন্য কেন দু'আ করেন ?

তিনি বললেন : বৎস ! তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আমাদের নিয়ে মদীনায় জুমু'আর সালাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এটা করেছিলেন নাকীউল খাযিমাত নামক নাবীত গোত্রের একটি সমতল স্থানে, যা বায়াযা গোত্রের পাথুরে ভূমির মাঝে অবস্থিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম : তখন আপনাদের সংখ্যা কত ছিল ? তিনি বললেন : চল্লিশজন পুরুষ।

আস'আদ ইব্‌ন যুরারা ও মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর প্রচেষ্টায় সা'দ ইব্‌ন মু'আয ও উসায়দ ইব্‌ন হুযায়রের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন মু'আয়কিব (র) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা) মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে বনূ আবদুল আশহাল ও বনূ জা'ফরের মহল্লার উদ্দেশ্যে বের হলেন। আবদুল আশ্‌হাল গোত্রের সরদার সা'দ ইব্‌ন মু'আয ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবদুল আশহাল (রা) আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা)-এর খালাত ভাই ছিলেন। আস'আদ (রা) মুস'আব (রা)-কে নিয়ে বনূ জাফরের একটি বাগানে প্রবেশ করলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জা'ফর হলেন কা'ব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস। উক্ত বাগানটি মারাক নামক কুয়ার পাশে অবস্থিত ছিল। তাঁরা বাগানের ভেতর বসলেন। কতিপয় নও-মুসলিমও তাদের নিকট সমবেত হল। সা'দ ইবন মু'আয ও উসায়দ ইবন হুযায়র তখন আবদুল আশহাল গোত্রের নেতা এবং তারা গোত্রীয় ধর্মমত অনুসারে তখনও পৌত্তলিক।

আস'আদ (রা) ও মুস'আব (রা)-এর উক্ত মজলিসের কথা তাদের কর্ণগোচর হলে সা'দ উসায়দকে বললেন : তুমি পিতৃহারা হও, শীঘ্র ঐ লোক দু'টির কাছে যাও। ওরা আমাদের এই পাড়ায় এসে আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাচ্ছে। ওদের ভাল করে শাসিয়ে দাও এবং বল, আর যেন আমাদের এ পাড়ায় না আসে। তোমাকে না পাঠিয়ে আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু তুমি তো জান, আস'আদ ইব্‌ন যুরারা আমার খালাত ভাই। তাই আমি তার সামনে কিছু বলতে পারব না।

তখন উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র বর্শা হাতে রওয়ানা হলেন। আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা) তাকে আসতে দেখে মুস'আব (রা)-কে বললেন : ঐ দেখুন উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র আসছেন। তিনি নিজ গোত্রের নেতা। কাজেই তার কাছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বর্ণনার ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করবেন না।

মুস'আব (রা) বললেন : তিনি বসলে আমি কথা বলব। দেখতে দেখতে উসায়দ এসে হাযির হলেন। তিনি এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গালমন্দ করতে লাগলেন। আর বললেন : আমাদের এই দুর্বল লোকগুলোকে বোকা বানাতে কে তোমাদের ডেকেছে ? যদি তোমাদের প্রাণের মায়া থাকে তাহলে আমাদের কাছ থেকে চলে যাও।

মুস'আব (রা) তাকে বললেন : আপনি কি একটু বসে আমাদের কথা শুনবেন ? যদি ভাল লাগে গ্রহণ করবেন আর যদি ভাল না লাগে, তবে বাদ দেবেন।

উসায়দ বললেন : তুমি ঠিক কথা বলেছ। তখন তিনি বর্শাটি মাটিতে পুঁতে বসে পড়লেন। মুস'আব (রা) তার কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলেন এবং তাকে কুরআন পড়ে শোনালেন।

মুস'আব ও আস'আদ (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! এরপর উসায়দ কোন মন্তব্য করার আগেই আমরা তার চেহারায় আনন্দছটা ও বিনম্রভাব দেখে বুঝে ফেললাম, তার ইসলাম গ্রহণের আর দেরী নেই। এরই মধ্যে তিনি বলে উঠলেন : এ যে কত সুন্দর কথা, কত মধুর! এ দীন গ্রহণ করতে হলে কি করতে হয় ? তাঁরা বললেন : গোসল করে পাক-পবিত্র হন এবং পরিধানের কাপড়ও পাক করুন। তারপর শাহাদতের বাণী উচ্চারণ করে দুরাক'আত সালাত আদায় করুন। তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে গোসল করলেন, কাপড়-চোপড় ধুলেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন : আমার পেছনে এমন এক ব্যক্তি আছেন, যিনি আপনাদের অনুসরণ করলে তার গোত্রের একজনও আর পিছিয়ে থাকবে না। এক্ষণিই আমি তাকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। তার নাম সা'দ ইব্‌ন মু'আয।

উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) বর্শা তুলে রওয়ানা হলেন। সা'দ ইব্‌ন মু'আয তখন গোত্রীয় সভাস্থলে ছিলেন। উসায়দ সোজা সেখানে গিয়ে হাযির হলেন। সা'দ ইব্‌ন মু'আয তাকে আসতে দেখে উপস্থিত লোকদের বললেন : আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তোমাদের কাছে এ অন্য উসায়দ ফিরে আসছে।

উসায়দ সভাস্থলে হাযির হলে সা'দ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : কি করে আসলে ? তিনি বললেন : আমি তাদের দু'জনের সাথে আলাপ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের মধ্যে মন্দ কিছু দেখিনি। তবে আমি তাদের বারণ করে এসেছি। তারা উত্তরে বলেছে : আপনার যা পসন্দ আমরা তাই করব। আমি খবর পেলাম হারিসা গোত্রের লোকজন আস'আদ ইব্‌ন যুরারাকে হত্যা করার জন্য বের হয়ে পড়েছে এবং তা কেবল এইজন্য যে, সে আপনার খালাত ভাই। এভাবে তারা আপনার আত্মীয়তার মর্যাদা খর্ব করতে চায়।

বনূ হারিসা সম্পর্কিত এ সংবাদ শুনে সা'দ ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুত উঠে পড়লেন। তিনি উসায়দের হাত থেকে বর্শা নিয়ে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তুমি দেখছি কিছুই করতে পারলে না। এরপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, তাঁরা নিশ্চিন্তে বসে আছেন। এতে তিনি বুঝে ফেললেন তাকে তাদের কথা শোনানই উসায়দের উদ্দেশ্যে। তিনি গালমন্দ

করতে করতে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর আস'আদ (রা)-কে বললেন : হে আবূ উমামা! আল্লাহ্‌র কসম! তোমার আমার মাঝে যদি আত্মীয়তা না থাকত, তবে আমি এ পদক্ষেপ নিতাম না। তোমরা কি আমাদের মহল্লায় এমন কাজ করে বেড়াবে যা আমাদের পসন্দ নয় ?

উল্লেখ্য, সা'দকে আসতে দেখে আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা) মুস'আব (রা)-কে বলে রেখেছিলেন : হে মুস'আব! ঐ যে এক গোত্র প্রধান আসছেন। তিনি আপনার অনুসরণ করলে দু'জন লোকও আপনার থেকে পিছিয়ে থাকবে না।

মুস'আব (রা) সা'দকে বললেন : আপনি কি একটু বসে আমাদের কথা শুনবেন ? ভাল লাগলে আপনি আমাদের কথা রাখবেন, আর ভাল না লাগলে রাখবেন না। সা'দ বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ। এই বলে তিনি বর্শাটি মাটিতে পুঁতে রাখলেন এবং নিজে তাদের সামনে বসে পড়লেন।

মুস'আব (রা) তাঁর সামনে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলেন এবং তাকে কুরআন পাঠ করে শোনালেন।

মুস'আব ও আস'আদ (রা) বলেন : সা'দ কোন মন্তব্য করার আগেই আমরা তার চেহারায় ইসলাম গ্রহণের চিহ্ন লক্ষ্য করলাম।

সা'দ তাদের বললেন : ইসলাম গ্রহণকালে আপনারা কি নিয়ম পালন করেন ? তারা বললেন : গোসল করে পাক-পবিত্র হতে হয়, পরিধেয় বস্ত্রও পবিত্র করে নিতে হয়। এরপর শাহাদতের বাণী উচ্চারণ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতে হয়।

সা'দ সেই মুহূর্তে উঠে গোসল করলেন। পরিধানের কাপড়ও ধুয়ে পাক করলেন। তারপর কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করলেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর বর্শা হাতে নিয়ে গোত্রীয় সভাস্থলে গিয়ে হাযির হলেন। উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা)-ও সঙ্গে ছিলেন।

সা'দকে আসতে দেখে গোত্রের লোক বলতে লাগল : আল্লাহ্‌র কসম! যে সা'দ গিয়েছিলেন, তিনি আর ফিরে আসেন নি, এ যে ভিন্ন সা'দ। তিনি তাদের সামনে এসে বললেন : হে আবদুল আশহাল গোত্র! তোমরা আমাকে কি মনে কর ?

তারা বলল : আপনি আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, বিবেক-বুদ্ধিতেও আপনি সবার সেরা এবং আপনি একজন উৎকৃষ্টতম প্রতিনিধি বটে।

সা'দ (রা) বললেন : যদি তাই হয়, তবে আজ থেকে তোমাদের কোন নারী-পুরুষের সাথে আমার কোন কথা নেই—যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন।

মুস'আব ও আস'আদ (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! সেই দিনই আবদুল আশহাল গোত্রের সকল নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। একজনও বাকী থাকল না।

এরপর আস'আদ ও মুস'আব (রা) সেখানে থেকে আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা)-এর বাড়িতে ফিরে গেলেন। মুস'আব (রা) সেখানে অবস্থান করে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত

দিতে থাকলেন। এভাবে আনসারদের এমন কোন মহল্লা বাকী থাকল না, যেখানে মুসলিম নর-নারীর একটা দল গড়ে ওঠেনি। কেবল বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ, খাতমা, ওয়ায়ল ও ওয়াকিফ গোত্রের মহল্লা ব্যতীত, সমষ্টিগতভাবে এদেরকে আওসুল্লাহ্ বলা হত। এরা ছিল আওস ইব্‌ন হারিসা গোত্রের শাখা-প্রশাখা। ইসলাম গ্রহণে তাদের বিরত থাকার কারণ এই ছিল যে, তাদের নেতা ছিল কবি সায়ফী, যার আসল নাম আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাত। তারা তার কথা শুনত ও তার আনুগত্য করত। সে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয় এবং নিজেও এ থেকে বিরত থাকে। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় হিজরত করেন এবং বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধও শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য এবং এ দীন নিয়ে কতক মানুষের মতানৈক্য সম্পর্কে তিনি নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন :

ارب الناس اشياء الـمت × يلف الصعب منها بالذلول

ارب الناس اما اذ ضللنا × فيسرنا لـمعروف السبيل

فلولا ربنا كنا يهودا × وما دين اليهود بذى شكول

ولو لا ربنا كنا نصارى × مع الرهبان فى جبل الجليل

ولكنا خلقنا اذا خلقنا × حنيفا ديننا عن كل جبل

نسوق الهدى ترسف مذعنات × مكشفة الـمناكب فى الـجلول

"হে মানুষের প্রতিপালক! এমন কিছু বিষয় মিশে গেছে, যাতে সহজ ও কঠিন ব্যাপার একাকার হয়ে গেছে। হে মানুষের প্রতিপালক! যদি আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি, তবে তুমি আমাদের কল্যাণের পথে চলার তাওফীক দান কর। যদি আমাদের রবের অনুগ্রহ না হত, তবে আমরা ইয়াহূদী হয়ে যেতাম এবং ইয়াহূদী ধর্মের কোন বাস্তবতা নেই। আর আমাদের প্রতিপালকের দয়া না হলে আমরা নাসারা হয়ে যেতাম এবং তাদের ধর্মযাজকদের সাথে জালীল[১] পর্বতে অবস্থান করতাম। কিন্তু আমাদের এমন ধর্মাবলম্বী করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, আমাদের ধর্ম তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা অন্যান্য জাতি-ধর্ম থেকে আলাদা।

আমরা কুরবানীর পশু নিয়ে যাই মুক্ত-স্বাধীন অবস্থায়, কিন্তু তারা এমন অনুগত হয়ে চলে, যেন তারা বন্দী।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতার فلولا ربنا - لولا ربنا এবং مكشفة الـمناكب فى الـجلول অংশটুকু আমাকে জনৈক আনসার কিংবা খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তি আবৃত্তি করে শুনিয়েছে।

---

১. শামের একটি পাহাড়। এখানে বসে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের সাথে কবির ধর্মালোচনা হয়েছিল।

দ্বিতীয় 'আকাবার বায়'আত

মুস'আব ইব্‌ন উমায়র ও দ্বিতীয় 'আকাবার বায়'আত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তী হজ্জ মওসুমে কিছু সংখ্যক আনসার নও-মুসলিম তাদের গোত্রীয় পৌত্তলিকদের সাথে নিয়ে মক্কা আগমন করে। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তাদেরকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা, তাদেরকে তাঁর নবীর সাহায্যকারীরূপে মনোনীত করা এবং এভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি আর শির্ক ও মুশরিকদের মূলোৎপাটন করা। সেমতে মদীনা হতে আগত আনসারগণ কথা দিল তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোর মাঝামাঝি সময়ে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে 'আকাবায় মিলিত হবে।

বারা ইব্‌ন মা'রূর (রা) এবং কা'বার দিকে ফিরে তাঁর সালাত আদায়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সালামার মা'বাদ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আবূ কা'ব ইব্‌ন কায়ন আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব—যিনি আনসারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা কা'ব, যিনি 'আকাবায় হাযির ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়'আত করেছিলেন, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি [কা'ব (রা)] বলেন : আমরা আমাদের স্বগোত্রীয় পৌত্তলিকদের সাথে হজ্জে গমন করি। এর আগে আমরা সালাত আদায় করতাম এবং দীনী বিধি-বিধান সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছিলাম। বারা ইব্‌ন মা'রূরও আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের একজন গোত্র প্রধান এবং প্রধান ব্যক্তি। আমরা সফরের উদ্দেশ্যে যখন মদীনা ত্যাগ করলাম তখন তিনি আমাদের বললেন : হে লোক সকল! আমি একটি ব্যাপারে মত স্থির করেছি, আল্লাহ্‌র শপথ! জানি না তোমরা আমার সাথে এতে একমত হবে কিনা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : ব্যাপারটি কি ? তিনি বললেন :

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন থেকে আর কা'বাকে পেছনে রেখে নয়; বরং এর দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করব।

আমরা বললাম : আমরা তো জানি আমাদের নবী শাম অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করেন। আমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই না।

তিনি বললেন : যাই বল, আমি কা'বাকে সামনে রেখেই সালাত আদায় করব। আমরা তাকে বললাম : কিন্তু আমরা তা করব না।

কা'ব (রা) বলেন : এরপর সালাতের সময় হলে আমরা তো শামের দিক মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতাম, আর তিনি কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। এভাবে আমরা মক্কায় পৌছলাম। আমরা সব সময়ই তার কাজের জন্য তাকে নিন্দা করতাম। কিন্তু তিনি তাতে অটল থাকেন। মক্কায় পৌছার পর তিনি আমাকে বললেন : ভাতিজা! আমাকে

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। আমি এ সফরে যা করলাম, সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তোমরা যেহেতু আমার বিরোধিতা করেছ, তাই এ বিষয়ে আমার অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে রওয়ানা হলাম। কিন্তু আমরা তাঁকে চিনতাম না। আর এর আগে আমরা তাঁকে দেখিনি। পথিমধ্যে মক্কার এক ব্যক্তির সাথে আমাদের দেখা হল। আমরা তার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঠিকানা চাইলাম। সে জিজ্ঞেস করল : আপনারা তাঁকে চিনেন কি না ? আমরা বললাম : না। সে বলল : আপনারা কি তাঁর চাচা আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকে চেনেন ? আমরা বললাম : হ্যাঁ।

কা'ব (রা) বলেন : আমরা আব্বাসকে চিনতাম। তিনি ব্যবসা উপলক্ষে আমাদের এখানে যাতায়াত করতেন।

লোকটি বলল : আপনারা মসজিদে প্রবেশ করলেই তাঁকে পাবেন। তিনি আব্বাসের পাশেই মসজিদে বসে আছেন। আমরা সোজা মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে আব্বাসকে বসা দেখলাম। আর দেখলাম তার পাশেই আল্লাহ্র রাসূল (সা) বসে আছেন। আমরা তাঁকে সালাম দিয়ে তাঁর সামনে বসে পড়লাম। তিনি আব্বাসকে বললেন : হে আবুল ফযল! আপনি কি এ দুই ব্যক্তিকে চেনেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। ইনি হচ্ছেন বারা ইব্ন মা'রূর, নিজ গোত্রের নেতা, আর ইনি কা'ব ইব্ন মালিক। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কবি কা'ব ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। কা'ব (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ কথাটুকু আমি কোনদিন ভুলব না।

বারা ইব্ন মা'রূর বললেন : হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী তিনি আমাকে ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন। আমি এ সফরে বের হয়ে মতস্থির করলাম, কা'বাকে পশ্চাৎদিকে রাখব না। সেমতে আমি কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছি। আমার সহযাত্রীরা এতে আমার বিরোধিতা করে। ফলে আমার মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি এ ব্যাপারে কি বলেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : বায়তুল-মুকাদ্দাস তো কিবলাই ছিল। কাজেই ধৈর্য ধারণ করলেই ভাল হত।

এরপর বারা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসৃত কিবলার দিকে মুখ করেন এবং আমাদের সংগে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করেন। রাবী বলেন : তবে পরিবারবর্গের ধারণা, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কা'বামুখী হয়ে সালাত আদায় করেছেন কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। তাঁর সম্পর্কে তাদের চাইতে আমরাই ভাল জানি।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'আওন ইব্ন আইয়ূব আনসারী তাঁর এক কাসীদায় আবৃত্তি করেন :

ومنا المصلى اول الناس مقبلا × على كعبة الرحمن بين المشاعر

"হজ্জের স্থানসমূহে দয়াময় আল্লাহ্র কা'বার দিকে সর্বপ্রথম যিনি মুখ করে সালাত আদায় করেন, তিনি আমাদেরই লোক।"

এতে কবি বারা ইব্ন মা'রূর (রা)-এর প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মা'বাদ ইব্ন কা'ব বর্ণনা করেছেন যে, তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা কা'ব ইব্ন মালিক (রা) তার কাছে বর্ণনা করেন, তিনি (কা'ব) বলেন : এরপর আমরা হজ্জ উপলক্ষে বের হলাম এবং ওয়াদা করলাম আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে 'আকাবায় মিলিত হব। আমরা হজ্জের কার্যাদি সমাপ্ত করলাম। নবী (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সে নির্দিষ্ট রাতও এসে গেল। আমাদের এক সঙ্গী ছিলেন আবূ জাবির আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্ন হারাম। তিনি ছিলেন আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে নিলাম। আর আমরা এ ব্যাপারটা আমাদের মুশরিক সফরসঙ্গীদের কাছ থেকে গোপন রাখছিলাম।

আমরা এ প্রসঙ্গে আবূ জাবিরের সাথে আলোচনা করলাম এবং তাকে বললাম : হে আবূ জাবির! আপনি আমাদের একজন অন্যতম নেতা ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। আমরা চাই না আপনি আপনার বর্তমান ধর্মাদর্শে বহাল থেকে আখিরাতে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হোন। এই বলে আমরা তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম। তাঁকে এটাও জানালাম যে, এ রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে 'আকাবায় মিলিত হব। আবূ জাবির আমাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি আমাদের সঙ্গে 'আকাবায় উপস্থিত হয়ে নকীবের মর্যাদা লাভ করলেন।

কা'ব (রা) বলেন : সে রাতে আমরা অন্যান্য সহযাত্রীর সাথে শিবিরেই ঘুমালাম। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে আমরা 'আকাবার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা অতি সন্তর্পণে নিশাচর পাখির মত বের হলাম। এভাবে আমরা 'আকাবা গিরিসংকটে সমবেত হলাম। আমরা ছিলাম ৭৩ জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। তাদের একজন ছিলেন উম্মু 'আম্মারা নুসায়বা বিন্ত কা'ব মাযিন ইব্ন নাজ্জার গোত্রের লোক। অপরজন ছিলেন উম্মু মানী' আসমা বিন্ত 'আম্র ইব্ন 'আদী ইব্ন নাবী সালামা গোত্রের লোক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য আব্বাসের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ

রাবী বলেন : আমরা 'আকাবা গিরিসংকটে সমবেত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর চাচা আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। তখনও তিনি পূর্ব পুরুষের ধর্মে বিদ্যমান ছিলেন। তবে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের এ আলোচনায় উপস্থিত থাকা ও তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের থেকে অংগীকার গ্রহণ করাকে জরুরী মনে করেন। আসন গ্রহণের পর আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবই প্রথমে কথা বলেন। তিনি বললেন : হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা!

উল্লেখ্য যে, আরবদের কাছে তখন আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্র সম্মিলিতভাবে খাযরাজ নামে অভিহিত হত।

আব্বাস বললেন : হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! আমাদের কাছে মুহাম্মদের কি মর্যাদা, তা তোমাদের অজানা নেই। আমরা তাঁকে আমাদের সম্প্রদায়ের হাত থেকে এযাবৎ রক্ষা করে এসেছি। তাঁর প্রতিপক্ষরাও তাঁর ব্যাপারে আমাদেরই মত ধারণা পোষণ করে। কাজেই তাঁর দেশ ও সম্প্রদায়ের মাঝে তাঁর অবস্থান অত্যন্ত সুরক্ষিত। কিন্তু তবু তিনি আপনাদের কাছে চলে যেতে এবং তোমাদের মাঝে থাকতে কৃত সংকল্প। এখন চিন্তা করে দেখ, তোমরা যদি তাঁকে প্রদত্ত অংগীকার রক্ষা করতে পার এবং শত্রুর হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সক্ষম হও, তবে তোমরা এ দায়িত্ব গ্রহণ কর। পক্ষান্তরে যদি মনে কর তোমরা তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না, শত্রুর হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, তা হলে বরং এখনই ছেড়ে দাও। কারণ তিনি স্বগোত্র ও স্বদেশে নিরাপদে আছেন।

আমরা তাঁকে বললাম : (হে আব্বাস)! আমরা আপনার বক্তব্য শুনলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এখন আপনি কথা বলুন এবং আপনার নিজের ও আপনার রবের জন্য আমাদের থেকে যে অংগীকার নেওয়া ভাল মনে করেন, তা নিতে পারেন।

আনসারদের থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথা বললেন। প্রথমে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করলেন এবং তাদের আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন। আর তাদের ইসলামের প্রতি উৎসাহ দান করলেন। তারপর বললেন : আমি এ মর্মে তোমাদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করছি যে, তোমরা তোমাদের নারী ও শিশুদের যেভাবে রক্ষা কর, আমাকেও তেমনি রক্ষা করবে।

বারা' ইব্ন মা'রূর তাঁর হাত ধরে বললেন : হ্যাঁ! যিনি আপনাকে সত্যসহ নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমরা ঠিক তেমনিভাবে আপনাকে রক্ষা করব, যেভাবে আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করে থাকি। অতএব ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি আমাদের বায়'আত গ্রহণ করুন। আল্লাহ্র কসম! আমরা একটি যুদ্ধবাজ জাতি, বিপুল সমরাস্ত্রের অধিকারী, যা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি।

রাবী বলেন : বারা' ইব্ন মা'রূরের কথার মাঝখানে আবূল হায়সাম ইব্ন তায়্যিহান বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! ইয়াহূদীদের সাথে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এখন আমরা তা ছিন্ন করতে যাচ্ছি। এমন তো হবে না যে, আমরা এরূপ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা যখন আপনাকে বিজয় দান করবেন তখন আপনি আমাদের ছেড়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসবেন?

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃদু হেসে বললেন : তোমাদের রক্ত আমার রক্ত। তোমাদের জীবন-মরণের একই সূত্রে গ্রথিত থাকবে আমার জীবন-মরণ। আমি তোমাদের, আর তোমরাও আমার। তোমরা যাদের সাথে লড়বে, আমিও তাদের সাথে লড়াই করব। তোমরা যাদের সাথে শান্তি স্থাপন করবে, আমিও তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : الهدم الهدم -এর অর্থ আমার দায়-দায়িত্ব তোমাদেরও দায়-দায়িত্ব এবং আমার মান-ইযযত, তোমাদেরও মান-ইযযত।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা তোমাদের মধ্য হতে আমার সামনে বারজন লোককে নকীব (প্রতিনিধি)-রূপে পেশ কর। তারা নিজ নিজ গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করবে। তখন তারা তাদের মধ্য হতে বারজন লোক বাছাই করে দিলেন, নয়জন খাযরাজ গোত্র এবং তিনজন আওস গোত্র হতে।

বারজন নকীবের নাম ও বংশ পরিচয়

খাযরাজ গোত্রের নকীব

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিব (র)-এর সূত্রে যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী উক্ত বারজন নকীবের পরিচয় আমার কাছে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন :

১. আব্ উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন উদাস ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। তাঁর অপর নাম ছিল তায়মুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন খাযরাজ।

২. সা'দ ইব্‌ন রবী' ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আবূ যুহায়র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ।

৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইমরাউল কায়স (আক্‌বার) ইব্‌ন মালিক (আসগার) ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ।

৪. রাফি' ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক ইব্‌ন আব্‌দ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গাযব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ।

৫. বারা' ইব্‌ন মা'রূর ইব্‌ন সাখ্‌র ইব্‌ন খান্‌সা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ।

৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ।

৭. উবাদা ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন খাযরাজ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : গান্‌ম ইব্‌ন সালিম নয়; বরং গান্‌ম ইব্‌ন আওফ। ইনি ছিলেন সালিম ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন খাযরাজের ভাই।

৮. সা'দ ইব্ন উবাদা ইব্ন দুলায়ম ইব্ন হারিসা ইব্ন আবূ হাযীমা ইব্ন সা'লাবা ইব্ন তারীফ ইব্ন খাযরাজ ইব্ন সাঈদা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ।

৯. মুনযির ইব্ন 'আমর ইব্ন খুনায়স ইব্ন হারিসা ইব্ন লাওযান ইব্ন আব্দ উদ্দ ইব্ন যায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন খাযরাজ ইব্ন সাঈদা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ।

আওস গোত্রের নকীব

১. উসায়দ ইব্ন হুযায়র ইব্ন সিমাক ইব্ন আতীক ইব্ন রাফি' ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন যায়দ ইব্ন আবদুল আশহাল।

২. সা'দ ইব্ন খায়সামা ইব্ন হারিস ইব্ন মালিক ইব্ন কা'ব ইবন নাহ্হাত ইবন কা'ব ইব্ন হারিসা ইব্ন গান্ম ইব্ন সাল্ম ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন আওস।

৩. রিফা'আ ইব্ন আবদুল মুনযির ইব্ন যুবায়র ইব্ন উমাইয়া ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন আওফ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ ইব্ন মালিক ইব্ন আওস।

কা'ব (রা)-এর একটি কবিতায় নকীবদের উল্লেখ

ইব্ন হিশাম বলেন : জ্ঞানীদের অনেকেই আওস গোত্রীয় নকীবদের মধ্যে রিফা'আ ইব্ন আবদুল মুনযিরের স্থলে আবুল হায়সাম ইব্ন তায়্যিহানের নাম উল্লেখ করেন।

আবূ যায়দ আনসারী বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্ন মালিক (রা) তাঁর এক কবিতায় নকীবদের কথা উল্লেখ করেন :

ابلغ ابيا انه قال رأيه × وحان غداة الشعب والحين واقع

উবায়কে জানিয়ে দাও—তার রায় বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে।

গিরিসংকটের সময় খতম হয়ে গেছে। আর সামনে আছে অবধারিত মৃত্যু।

ابى الله ما منتك نفسك انه × بمرصاد امر الناس راء وسامع

তোমার মন তোমাকে যে আশা দিয়েছিল, তা আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি মানুষের সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি স্রষ্টা ও শ্রোতা।

وابلغ ابا سفيان ان قد بدالنا × باحمد نور من هدى الله ساطع

আবূ সুফইয়ানকেও এ বার্তা পৌঁছে দাও যে, আমাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ হতে হিদায়াতের সমুজ্জ্বল আলো—নবী আহমদের মাধ্যমে।

فلان ترغبن فى حشد امر تريده × والب وجمع كل ما انت جامع

তুমি যা চাও, তা আর পূর্ণ হওয়ার আশা করো না। তুমি অমঙ্গলের প্রতি মানুষকে প্ররোচিত করতে থাক, আর যা কিছু সংগ্রহ করতে চাও তা করে যাও।

ودونك فاعلم ان نقض عهودنا × اباه عليك الرهط حين تتابعوا

আমার একথা পুটলিতে বেঁধে রাখ, আর জেনে রাখ, আমাদের দল যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বায়'আত করেছে, তখন তোমার পক্ষ হতে তা ভঙ্গ করার প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

اباه البراء وابن عمرو كلاهما × واسعد ياباه عليك ورافع

তা প্রত্যাখ্যান করেছে বারা' ও ইব্‌ন আমর উভয়ে, আর আস'আদ ও রাফি'ও তা অস্বীকার করেছে।

وسعد اباه الساعدى ومنذر × لا نفك ان حاولت ذلك جادع

অনুরূপভাবে সা'দ, সাঈদী ও মুনযির তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপরও যদি তুমি চেষ্টা কর, তবে মনে রেখে, তোমার নাক কাটা যাবে।

وما ابن ربيع انتناولت عهده × بمسلمه لا يطمعن ثم طامع

ইব্‌ন রবী'ও এমন নয় যে, তার থেকে অংগীকার নিলে সে নবী (সা)-কে তোমাদের হাতে অর্পণ করবে। অতএব কোন লালায়িত ব্যক্তির এ ব্যাপারে লালসা না করাই উচিত।

وايضا فلا يعطيكه ابن رواحة × واخفاره من دونه السم ناقع

আর ইব্‌ন রাওয়াহাও তাঁকে তোমার হাতে সোপর্দ করবে না। তাঁকে প্রদত্ত অংগীকার ভঙ্গ করা তার জন্য প্রাণঘাতী বিষ তুল্য।

وفاء به والقوقلى بن صامت × بمندوحة عما تحاول يافع

তাঁর সাথে অংগীকার রক্ষার ক্ষেত্রে কাওকালী ইব্‌ন সামিতও পূর্ণ সক্ষম। তোমার কূট-কৌশল হতে সে বহু উর্ধ্বে।

ابو هيثم ايضا و فى بمثلها × وفاء بما اعطى من العهد خانع

আবূ হায়সামও অনুরূপ অংগীকার পূরণে দৃঢ় সংকল্প। সেও তার প্রদত্ত ওয়াদা রক্ষায় যত্নবান।

وما ابن حضير ان اردت بمطمع × فهل انت عن احموقة الفى نازع

তুমি যতই চাও ইব্‌ন হুযায়র দ্বারাও তোমার আশা পূরণ হবে না। তুমি কি তোমার আহমকী ও গুমরাহী পরিহার করবে না?

وسعد اخو عمرو بن عوف فانه × ضروح لما حاولت ملامر مانع

বনূ 'আমর ইব্‌ন 'আওফ গোত্রের সা'দও তোমার অভিপ্রায় ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম।

اولاك نجوم لايغبك منهم × عليك بنحس فى دجى الليل طالع

এরা সব সমুজ্জ্বল নক্ষত্র। অন্ধকার রাতে তোমার অমঙ্গল সাধনে এদের কেউ অদৃশ্য থাকবে না।

কা'ব (রা) এখানে আবুল হায়সাম ইব্‌ন তায়্যিহানের নাম উল্লেখ করেছেন, রিফা'আর নাম উল্লেখ করেননি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বক্‌র আমার কাছে বর্ণন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নকীবদেরকে বলেছিলেন : তোমরা তোমাদের স্বগোত্রের জন্য যিম্মাদার হয়ে গেলে, যেমন হাওয়ারিগণ ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর জন্য যিম্মাদার ছিলেন। আর আমি হচ্ছি আমার মুসলিম উম্মতের যিম্মাদার। নকীবগণ তা স্বীকার করে নিলেন।

বায়'আতের পূর্বে খাযরাজ গোত্রকে লক্ষ্য করে আব্বাস ইব্‌ন উবাদার ভাষণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 'আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আনসারগণ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত করার জন্য সমবেত হন, তখন সালিম ইব্‌ন আওফ গোত্রের নেতা আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নায্‌লা আনসারী (রা) বললেন : হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! তোমরা কি জান, এই ব্যক্তির হাতে তোমরা কি ব্যাপারে বায়'আত করছ ? তারা বলল : জানি। তিনি বললেন : তোমরা কিন্তু এর মাধ্যমে সাদা-কাল সব ধরনের লোকের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি নিচ্ছ। যদি তোমরা মনে কর, তোমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হতে এবং তোমাদের সেরা নেতাদের নিহত হতে দেখে তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করবে, তা হলে বরং এখনই তা কর। কারণ আল্লাহ্‌র কসম! তখন যদি তেমন কিছু কর, তবে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত হবে।

পক্ষান্তরে নিজেদের প্রতি তোমাদের যদি এ আস্থা থাকে যে, তোমরা তাঁকে দেওয়া অংগীকার পূর্ণরূপে রক্ষা করবে; তাতে ধন-সম্পদের যতই ক্ষতি হোক, যত সেরা নেতাই নিহত হোক না কেন, তা হলে তোমরা তাঁকে গ্রহণ করে নাও। আল্লাহ্‌র কসম! এটা হবে তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর। তাঁরা বললেন : আমরা আমাদের ধন-সম্পদের ক্ষতি ও সেরা লোকদের প্রাণহানির আশংকা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রহণ করে নিচ্ছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! যদি আমরা এ অংগীকার পূরণ করি, তবে এর বিনিময়ে আমরা কি লাভ করব ? তিনি বললেন : জান্নাত! তাঁরা বললেন : তা হলে আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারা তাঁর হাতে হাত রেখে বায়'আত করলেন।

'আসিম ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) বলেন : আব্বাসের উক্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কৃত অংগীকারকে তাদের কাঁধে মযবূত করে বেঁধে দেওয়া।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) বলেন, বরং তিনি তার বক্তব্যে এ বায়'আতকে অন্তত সে রাতের মত পিছিয়ে দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূলকেও তাতে শরীক করতে চেয়েছিলেন, যাতে সমগ্র মদীনাবাসীর কাছে এটা এক শক্তিশালী বায়'আতে পরিণত হয়। বস্তুত, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন আব্বাসের উদ্দেশ্য কি ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সালূল হল খুযা'আ গোত্রের জনৈক মহিলা। সে উবায় ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিসের জননী।

দ্বিতীয় 'আকাবার বায়'আতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে যিনি সর্বপ্রথম হাত রাখেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নাজ্জার গোত্রের দাবি হচ্ছে যে, আবূ উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা)-ই বায়'আতের জন্য সবার আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে হাত রেখেছিলেন। অন্যদিকে আবদুল আশহাল গোত্রের বক্তব্য, তাদের নেতা আবুল হায়সাম ইব্‌ন তায়্যিহানই এ ব্যাপারে ছিলেন সবার অগ্রগামী।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সূত্রে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, বারা' ইব্‌ন মা'রূর (রা)-ই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে হাত রাখেন। এরপর বাকী সকলে তাঁর অনুসরণ করে বায়'আতে শরীক হন।

দ্বিতীয় 'আকাবার বায়'আতে অংশগ্রহণকারীদের অন্তরে শয়তান কর্তৃক ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে আমাদের বায়'আত সম্পন্ন হতেই 'আকাবার শৈল-শিখর থেকে শয়তান এমন জোরে চিৎকার করে উঠল যে, অমন বিকট চিৎকার আমি আর শুনিনি। সে বলল : হে জাবাজিববাসী (জাবাজিব বলতে মিনার বিস্তৃত অঞ্চলকে বোঝায়)! তোমাদের কি খবর আছে, নিন্দিত ব্যক্তি ও বেদীনরা মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এ হচ্ছে 'আকাবার শয়তান আযব, সে আযীবের পুত্র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় উযায়বের পুত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সম্বোধন করে বললেন : তুই কি শুনছিস, হে আল্লাহ্‌র দুশমন! আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোরই জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

যুদ্ধের অনুমতি লাভের জন্য বায়'আতকারীদের ব্যস্ততা

কা'ব বলেন, বায়'আত শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা তোমাদের তাঁবুতে চলে যাও।

রাবী বলেন : আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নায্‌লা তাঁকে বললেন : যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, আপনি চাইলে আমরা আগামীকালই মিনাবাসীর উপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ চালাব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : না, আমাকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং তোমরা নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যাও। কা'ব (রা) বলেন : সুতরাং আমরা আমাদের বিশ্রামস্থলে ফিরে গেলাম এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলাম।

বায়'আতের ব্যাপারে আনসারদের বিরুদ্ধে কুরায়শদের অভিযোগ

সকাল হতেই দেখি একদল কুরায়শ আমাদের তাঁবুতে এসে হাযির। তারা বলল : হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা আমাদের এ লোকটিকে তোমাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে এসেছ এবং তার ফলশ্রুতিতে তোমরা

তাঁর হাতে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ। আল্লাহ্‌র কসম! আরবে যত গোত্র আছে, তার মধ্যে তোমাদের সাথেই যুদ্ধ-সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে আমাদের বেশি অনীহা।

কা'ব (রা) বলেন, একথা শুনে আমাদের সহযাত্রী পৌত্তলিকরা আল্লাহ্‌র শপথ করে বলতে লাগল, এরূপ কোন কিছু ঘটেনি এবং এ সম্পর্কে তারা কিছু জানেও না। বস্তুত তারা ঠিকই বলেছিল। কারণ এ সম্পর্কে তাদের কিছুই জানা ছিল না। আর আমরা না জানার ভান করে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। এরপর তারা সব উঠে চলে গেল। তাদের মধ্যে মাখযূম গোত্রের হারিস ইব্‌ন হিশাম মুগীরাও ছিল। তার পায়ে একজোড়া নতুন জুতা ছিল। আমি কুরায়শদের কথা হতে অন্যদিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বললাম : হে আবূ জাবির! তুমি কি ঐ কুরায়শ যুবকের মত জুতা ব্যবহার করতে পার না, কেননা তুমি তো আমাদের অন্যতম নেতা ? আমার এ উক্তি হারিসের কানে গেল। সে তখন তার জুতা খুলে আমার দিকে ছুঁড়ে মারল, আর বলল : আল্লাহ্‌র কসম! এ জুতা বরং তুমিই পর। তখন আবূ জাবির আমাকে বলল : আহ্! তুমি কি যুবকটিকে রীতিমত ক্ষেপিয়ে দিলে? তার জুতা তাকে ফেরত দিয়ে দাও। আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটা ফেরত দেব না। আল্লাহ্‌র কসম! এটা একটা শুভ লক্ষণ। যদি এ লক্ষণ সত্য হয়, তবে আমি তার থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নেব।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) যেরূপ বলেছিলেন, তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূলের কাছে গিয়ে সেরূপ বলল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় বলল : এ তো এক বিরাট ব্যাপার। এ তো বিরাট ব্যাপার। আমার গোত্রের লোকদের আমাকে বাদ দিয়ে এরূপ করার কথা নয়। আমি ধারণা করি না যে, এরূপ কিছু হয়েছে। একথা শুনে তারা নিশ্চিন্ত মনে তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

আনসারদের সন্ধানে কুরায়শদের তৎপরতা

রাবী বলেন : মিনা হতে হজ্জযাত্রীরা বিদায় নিলে কুরায়শরা বিষয়টি নিয়ে আরও অনুসন্ধান চালাল। অবশেষে প্রমাণিত হল, ঘটনা সত্য। তখন তারা আনসারদের পাকড়াও করার জন্য বের হল এবং সা'দ ইব্‌ন উবাদা ও সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রীয় নেতা মুনযির ইব্‌ন আমরকে আযাখির নামক স্থানে পেয়ে গেল। তাঁরা উভয়েই নকীব ছিলেন। মুনযির তো তাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হলেন কিন্তু সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-কে তারা ধরে ফেলে। তারা তাঁর হাওদার রশি দিয়ে তাঁর দু'হাত ঘাড়ের পেছনে নিয়ে কষে বাঁধল। তাঁর মাথায় ছিল অনেক চুল এবং তিনি ছিলেন বাবরিধারী। তারা তাঁর সে বাবরি ধরে টেনে-হেঁচড়ে পেটাতে পেটাতে মক্কায় নিয়ে গেল।

কুরায়শদের হাত থেকে ইব্‌ন উবাদার নিষ্কৃতি ও এ সম্পর্কিত কবিতা

সা'দ (রা) বলেন : আমি তাদের হাতে বন্দী অবস্থায় ছিলাম। এ সময় কুরায়শদের একটি দল আমার কাছে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে একজন ফর্সা ও উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী, দীর্ঘকায় সুদর্শন ব্যক্তি ছিল।

রাবী বলেন : তখন আমি মনে মনে বললাম : যদি তাদের কারও মধ্যে ভাল কিছু থেকে থাকে, তবে তা এ ব্যক্তির মধ্যেই আছে। কিন্তু লোকটি আমার কাছে এসে আমাকে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় মারল। তখন আমি মনে মনে বললাম : এরপর আর এদের কারও থেকে সুব্যবহারের আশা করা যায় না। আমি যখন তাদের হাতে বন্দী ছিলাম আর তারা আমাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে বেড়াত, তখন তাদের এক ব্যক্তির আমার প্রতি দয়া হল। সে আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলল কুরায়শদের মাঝে কারও সাথেই কি তোমার কোনরূপ বন্ধুত্ব নেই ? আমি বললাম : নিশ্চয়ই আছে। আমি একসময় জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের বাণিজ্য-কাফেলাকে আশ্রয় দিতাম। আমার দেশে কেউ তাদের কোন ক্ষতি করতে চাইলে আমি বাধা দিতাম।

আর আশ্রয় দিতাম হারিস ইব্‌ন হারব্ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস্ ইব্‌ন আব্‌দ মানাফকেও। লোকটি বলল : আরে মিয়া। এখনও বসে আছ, তাদের দু'জনের নাম ধরে জোরে জোরে ডাক দাও এবং তাদের ও তোমার মধ্যেকার সম্পর্কের কথাও উল্লেখ কর। আমি তাই করলাম। লোকটি তখন তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। আর সে তাদের দু'জনকে মসজিদে হারামের মধ্যে পেল। সে তাদের বলল : খাযরাজ গোত্রের একটি লোককে মক্কার সংলগ্ন সমভূমিতে ভীষণ পেটান হচ্ছে। সে তোমাদের নাম ধরে চিৎকার করে বলছে, তোমাদের সাথে নাকি তার সম্পর্ক আছে ? তখন তারা জিজ্ঞেস করল : সে ব্যক্তি কে ? সে বলল : সা'দ ইব্‌ন উবাদা। তারা বলল : আল্লাহ্‌র কসম! সে সত্য বলেছে। সে আমাদের বাণিজ্য কাফেলাকে আশ্রয় দিত এবং তার দেশে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে চাইলে সে বাধা দিত। রাবী বলেন : তখন তার দু'জন এসে সা'দ (রা)-কে কুরায়শদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। তখন সা'দ (রা) সেখান থেকে মদীনায় চলে যান।

সা'দ (রা)-কে যে ব্যক্তি থাপ্পড় মেরেছিল তার নাম হলো সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর! সে 'আমির ইব্‌ন লুআঈ গোত্রের লোক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যে ব্যক্তি সা'দ (রা)-এর প্রতি দয়া দেখিয়েছিল, তার নাম নাম হল আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিজরত সম্পর্কে যে সব কবিতা রচিত হয়, তার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌র গোত্রীয় কবি যিরার ইব্‌ন–খাত্তাব ইব্‌ন মিরদাসের দু'টি শ্লোক। তিনি বলেন :

تداركت سعدا عنوة فاخذته × وكان شفاء لو تداركت منذرا

ولو نلته طلت هناك جراحه × وكانت حريا ان يهان ويهدرا

"আমি সা'দকে কাবুতে পেলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। যদি আমি মুনযিরকেও কাবুতে পেতাম, তবে আমার মনের ক্ষোভ দূর হত। আমি যদি তাকে ধরতে পারতাম, তবে

তাকে ক্রমাগত আঘাত করে যখম করতাম; আর যত যখমই আমি তাকে করতাম, তা তুচ্ছ ও বৈধই গণ্য হত (অর্থাৎ এর প্রতিশোধ আমার থেকে কেউ-ই নিতে পারত না)।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনা অনুযায়ী শেষোক্ত লাইনটি এরূপ وكان حقيقا ان يهان ويهدرا অর্থ একই।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কবি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) এর জবাবে বলেন :

لست الى سعد ولا المرء منذر * اذا ما مطايا القوم اصبحن ضمرا
فلو لا ابو وهب لمرت قصائد * على شرف البرقاء يهوين حسرا
اتفخر بالكتان لما لبسته * وقدتلبس الانباط ريطا مقصرا
فلا نك كالوسنان يحلم انه * بقرية كسرى اوبقرية قيصرا
ولاتك كالثكلى وكانت بمعزل * عن الثكل لوكان الفؤاد تفكرا
ولاتك كالشاة التى كان حتفها * بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا
ولاتك كالعاوى فاقبل نحره * ولم يخشه سهما من النبل مضمرا
فانا ومن يهدى القصائد نحونا * كمستبضع تمرا الى ارض خيبرا

"তুমি না সা'দের নাগাল পেতে পার, না মুনযিরের, যখন তাদের সওয়ারী বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকে। যদি আবূ ওয়াহব না হত, তবে বারকা'র উচ্চ স্থান হতে কবিতামালা সবেগে অতিক্রম করত। তুমি কাতান কাপড় পরে অহংকার করছ, অথচ নিবতী সম্প্রদায়ের লোকেরাও সাদা ধবধবে কাপড় পরিধান করে থাকে। তুমি সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির মত হয়ো না, যে স্বপ্ন দেখে যে, সে রয়েছে পারস্যরাজের দেশে অথবা রোম সম্রাটের পল্লীতে। অথবা সেই সন্তানহারা রমণীর মত হয়ো না, যাকে হতে হতনা নিঃসন্তান, যদি সে ভেবে কাজ করত। কিংবা তুমি সে ছাগলের মত হয়ো না, যাব মৃত্যু তার সামনের পায়ের খননে বের হয়ে আসা ছুরি দ্বারা সাধিত হয়েছিল। তার সে খনন তার জন্য শুভ ফল বয়ে আনেনি। অথবা তুমি সেই ঘেউঘেউকারী কুকুরের মতও হয়ো না, যে গুপ্ত তীরন্দাজ হতে নিঃশঙ্ক হয়ে গলা বের করে দেয়। আমাদের উদ্দেশ্যে যারা কবিতা পাঠায়, তারা তো সেই খেজুর বিক্রেতার মত, যে খায়বারে খেজুর বেচতে আসে।"

'আম্‌র ইব্‌ন জামূহ্‌-এর প্রতিমার কাহিনী

'আমরের প্রতিমার সাথে তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা

'আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত শেষে আনসারগণ মদীনায় আসলেন। তাদের দাওয়াতী কর্মতৎপরতার ফলে সেখানে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হল। কেবল সামান্য সংখ্যক বৃদ্ধ লোকই তাদের পৌত্তলিক ধর্ম আঁকড়ে থাকল। তাদের মধ্যে 'আমর ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম

ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গানম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা উল্লেখ্যযোগ্য। তার পুত্র মু'আয ইব্‌ন আমর (রা) 'আকাবার বায়'আতে শরীক ছিলেন। আমর ইব্‌ন জামূহ ছিল সালামা গোত্রের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা এবং অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। সে অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মত নিজ বাড়িতে একটি কাঠের প্রতিমা রেখেছিল। এর নাম ছিল মানাত। সে প্রতিমাটির সম্মান করত, সেটাকে পবিত্র রাখত এবং ইলাহরূপে এর পূজা করত। ইসলাম গ্রহণের পর বনূ সালামার যুবকগণ—যথা মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা), আমরের পুত্র মু'আয, যিনি আকাবার বায়'আতেও শরীক ছিলেন, এরূপ যুবক শ্রেণী মিলিত হয়ে রাতের আঁধারে সে মূর্তির কাছে গিয়ে সেটাকে নিয়ে এসে সালামা গোত্রের একটি পূঁতিগন্ধময় গর্তে উল্টোমুখো করে ফেলে দিত। সকালবেলা আমর তার প্রতিমা না পেয়ে বলত, তোদের সর্বনাশ হোক। আজ রাতে কে আমাদের উপাস্যের সাথে এরূপ বেআদবী করল ? এরপর সে তার প্রতিমার সন্ধানে বের হত এবং অনেক খোঁজাখুজির পর সেটাকে পেয়ে ধুয়ে পাক-পবিত্র করত এবং সুগন্ধি লাগিয়ে সযত্নে আগের স্থানে রাখত। তারপর বলত, হে দেবী ! যদি জানতে পারি কে তোমার সাথে এরূপ গোস্তাখী করেছে, তবে আমি তাকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি দেব। পরের রাতেও আমর ঘুমিয়ে পড়লে তার প্রতিমার দশা আগের মত হল। আর সে সকালে উঠে সেই দুর্গন্ধময় গর্ত থেকে সেটাকে তুলে এনে গোসল করিয়ে পাক-সাফ করল এবং আতর মাখিয়ে আগের স্থানে রাখল। কিন্তু এর পরের রাতেও এই অবস্থা ঘটল। এভাবে যখন চলতেই থাকল, তখন একদিন সে তার প্রতিমাকে উক্ত ময়লা-পঁচা গর্ত থেকে তুলে এনে গোসল দিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে আগের স্থানে বসানোর পর নিজের তরবারি এনে তার গলায় ঝুলিয়ে দিল এবং বলল : হে দেবী ! আল্লাহ্‌র কসম ! আমি জানি না, কে তোমার সাথে এরূপ আচরণ করে। অতএব যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে তুমি নিজেকে রক্ষা কর। আর এ তরবারি তোমার সাথে থাকল।

কিন্তু এ রাতেও আমর ঘুমিয়ে যাওয়ার পর যুবকদল এসে প্রতিমার গলা থেকে তরবারি নিয়ে নিল এবং একটি মরা কুকুর এনে তার সাথে একরশিতে কষে বেঁধে দিল। এরপর সেটাকে বনূ সালামার একটি পূঁতিগন্ধময় কুয়ার ভেতর ফেলে দিল।

'আমরের ইসলাম গ্রহণ ও এ সম্পর্কে তাঁর কবিতা

সকালবেলা আমর গিয়ে দেখল প্রতিমা তার জায়গায় নেই। সে খুঁজতে খুঁজতে উক্ত কুয়ার ভেতর সেটাকে অধোমুখে দেখতে পেল। সে আরও দেখল তার সাথে একটি মরা কুকুর বাঁধা রয়েছে। যখন সেটাকে এ অবস্থায় দেখল, সে এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করল, আর তার সম্প্রদায়ের যারা ইসলাম কবূল করেছিল, তাদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তি তার সাথে কথাবার্তাও বলল, তখন সে আল্লাহ্‌র রহমতে ইসলাম গ্রহণ করল। তার ইসলাম গ্রহণ ছিল আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। এ সময় তিনি একটি কবিতা পাঠ করেন, যাতে তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি, দেবমূর্তির স্বরূপ এবং এর অসহায়ত্ব তুলে ধরেন এবং এতদিন তিনি যে বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিলেন, তা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করেন। তিনি বলেন :

والله لو كنت الها لم تكن * انت وكلب وسط بئر فى قرن
اف لملقاك الها مستدن * الان فتشناك عن شوء الغبن
الحمد الله العلى ذى المنن * الواهب الرزاق ديان الدين
هو الذى انقذنى من قبل ان * اكون فى ظلمة قبر مرتهن
باحمد المهدى النبى المرتهن

"আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি যদি ইলাহ হতে, তা হলে
কুকুরের সাথে একই কুয়ার মধ্যে পড়ে থাকতে না।
ছি: ছি: ! ইলাহ হয়েও তোমার এই পরিণতি,
বস্তুত তোমার সম্পর্কে আমার নিকৃষ্টতম ভ্রান্তি এখনই ধরা পড়ল।
মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি অনুগ্রহশীল, দাতা,
রুযী দানকারী এবং ধার্মিকদের বিনিময় দানকারী।

তিনিই সে সত্তা, যিনি কবরের আঁধার গহ্বরে যাওয়ার আগে আমাকে শির্‌ক ও কুফরী থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। সৎপথ প্রদর্শনকারী, আমানতদার নবী আহমদ (সা)-এর মাধ্যমে।"

শেষ 'আকাবার[১] বায়'আতের শর্তাবলী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এটা ছিল যুদ্ধের বায়'আত। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল (সা)-কে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করল, তখন প্রথম 'আকাবার শর্তাবলীর মতই এ শর্ত আরোপ করা হয়। প্রথম আকাবায় 'বায়'আতে নিসা' (মহিলাদের বায়'আত) হয়েছিল। তখনও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে যুদ্ধ-বিগ্রহের অনুমতি দেননি। তারপর যখন আল্লাহ্ পাক এর অনুমতি দিলেন এবং শেষ আকাবায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বায়'আত গ্রহণ করলেন, তখন তিনি তাদের নিকট থেকে গোরা ও কালোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। নিজের (নিরাপত্তার) জন্যেও শর্ত আরোপ করল এবং তাঁর প্রভুর জন্যেও তাদের উপর শর্তারোপ করলেন এবং অঙ্গীকার পূরণের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট উবাদা ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন সামিত তাঁর পিতা ওয়ালীদের বরাতে এবং তিনি তাঁর পিতা উবাদা ইব্‌ন সামিতের বরাতে বর্ণনা করেছেন—আর তিনি ছিলেন বারজন নকীবের একজন। তিনি বলেন :

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে যুদ্ধের বায়'আত করলাম, আর উবাদা ছিলেন প্রথম 'আকাবার বায়'আতে নিসায় অংশগ্রহণকারী এবং 'বায়আতে-নিসা' গ্রহণকারী বারজনের একজন-এ

---

১. আকাবার প্রথম বায়'আতে যুদ্ধের কোন শর্ত ছিল না। তাতে কেবল সেসব শর্তই ছিল যেগুলো মহিলাদের বায়'আতে সাধারণভাবে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার সম্বলিত—এজন্যে যুদ্ধের শর্তহীন ঐ বায়'আতকে 'বায়'আতে নিসা' বলা হয়ে থাকে। —অনুবাদক

মর্মে যে, আমরা তাঁর কথা শুনব এবং তাঁর অনুগত থাকব। আমাদের অসময়ে ও সুসময়ে, আনন্দে ও নিরানন্দে, আমরা সর্বাবস্থায় নিজেদের উপর তাঁকে প্রাধান্য দেব এবং শাসন ক্ষমতার অধিকারীদের সাথে আমরা কলহে প্রবৃত্ত হবনা এবং আমরা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, সত্য কথা বলে যাব আর আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে আমরা কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করব না।

শেষ 'আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের নাম ও সংখ্যা

ইব্ন ইসহাক বলেন : এখানে 'আকাবায় উপস্থিত হয়ে যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাতে বায়'আত হয়েছিলেন, আওস ও খাযরাজ বংশের সেসব লোকের নাম প্রদত্ত হল। তাঁরা ছিলেন তেহাত্তরজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা।

আওস ইব্ন হারিস এবং 'আবদুল আশহাল গোত্রের যারা এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন

আওস ইব্ন হারিসা ও 'আবদুল আশহালের বংশধর যারা তাতে অংশগ্রহণ করেন : তাতে অংশগ্রহণ করেন আওস ইব্ন হারিসা ইব্ন সা'লাবা ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আমির। তারপর বনূ আবদুল আশহালের ইব্ন জুশাম ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ ইব্ন 'আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আওস।

১. উসায়দ ইব্ন হুযায়র ইব্ন সিমাক ইব্ন উতায়ক ইব্ন রাফি' ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন যায়দ ইব্ন আবদুল আশহাল। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি।

২. আবুল হায়সাম ইব্নতায়্যিহান। তাঁর নাম মালিক। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৩. সালামা ইব্ন সুলামা ইব্ন ওয়াকাশ ইব্ন যিগবাহ্ ইব্ন যাউরা ইব্ন আবদুল আশহাল। ইনি বদর যুদ্ধে ছিলেন।

হারিসা ইব্ন হারিস গোত্রের যারা এতে অংশগ্রহণ করেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ হারিসা ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ ইব্ন আমর ইব্ন মালিক আওস গোত্র থেকে তিনজন :

৪. যুহায়র ইব্ন রাফি' ইব্ন আদী ইব্ন যায়দ ইব্ন জুশাম ইব্ন হারিসা।

৫. আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার। তার আসল নাম ছিল হানী ইব্ন নিয়ার ইব্ন আমর ইব্ন উবায়দ ইব্ন দুহমান ইব্ন কিলাব ইব্ন গান্ম ইব্ন যুবিয়ান ইব্ন হুমায়ম ইব্ন কামিল ইব্ন যুহ্ল ইব্ন হানী ইব্ন বাল্লী ইব্ন আমর ইব্ন ইলহাফ ইব্ন কুযা'আ—ইনি তাদের মিত্র ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৬. নুহায়র ইব্ল হায়সাম—নাবী ইব্ন মুজদাআ ইব্ন হারিসা ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আওস গোত্রের শাখা আলে-সাওয়াফ ইব্ন কায়স ইব্ন আমির ইব্ন নাবী ইব্ন মাজদা'আ ইব্ন হারিসা গোত্রের লোক ছিলেন।

'আমর ইব্‌ন 'আওফ মালিক ইব্‌ন আওস গোত্র থেকে ছিলেন

৭. সা'দ ইব্‌ন খায়সামা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন নাহ্‌হাত ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালাম ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস। ইনি একজন নকীব অর্থাৎ নির্বাচিত নেতাদের একজন ছিলেন ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই শাহাদত বরণ করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন ইসহাক তাঁকে 'আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ প্রকৃতপক্ষে ইনি ছিলেন গান্‌ম ইব্‌ন সালাম গোত্রের লোক। কেননা অনেক সময় কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের পোষ্য সন্তানরূপে তাদের সাথেই অবস্থান করত এবং তাদেরই মধ্যকার একজন বলে পরিচিত হতো।

৮. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রিফাআ ইব্‌ন আবদুল মুনযির ইব্‌ন যানাবর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর। ইনিও একজন নকীব বা দ্বাদশ নেতার একজন ছিলেন। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন বুরাক। আর বুরাকের আসল নাম ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস। ইনি বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে তীরন্দায বাহিনীর আমীররূপে কার্যরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন। ইব্‌ন হিশামের বক্তব্য অনুসারে কেউ কেউ তাঁকে উমাইয়া ইব্‌ন বার্ক বলেছেন।

১০. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মা'আন ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জাদ্দ ইব্‌ন 'আজলান ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন যুবায়আ। যিনি তাঁদের মিত্র বালী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ইনি বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার সব ক'টিতেই তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

১১. উওয়ায়ম ইব্‌ন সাঈদা-ইনি বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এ পাঁচজন ঐ সম্প্রদায় থেকে এ বায়'আতে অংশগ্রহণ করে ছিলেন।

সুতরাং আওস গোত্র থেকে 'আকাবায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দাঁড়াল সর্বমোট এগারজন পুরুষ।

খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা গোত্রের যাঁরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন

এ বায়'আতে শরীক হয়েছেন খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আমির। পরে যারা বনূ নাজ্জার-এর সাথে সম্পর্কিত হয়েছেন। তিনি হলেন—তায়মুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন খাযরাজ।

১২. আবূ আইয়ূব। তাঁর আসল নাম খালিদ। বংশপঞ্জী এরূপ : আবূ আইয়ূব খালিদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কুলায়ব ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে প্রতিটি যুদ্ধে শামিল ছিলেন। হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ানের আমলে গাযীরূপে রোম দেশে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৩. মু'আয ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন রিফাআ' ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। ইনি ছিলেন আফ্‌রার পুত্র।

১৪. আওফ ইব্‌ন হারিস। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন। তিনিও আফরারই পুত্র ছিলেন এবং মু'আযের ভাই।

১৫. মু'আব্বিয ইব্‌ন হারিস। ইনিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন। ইনিই সেই বিখ্যাত মু'আব্বিয যিনি আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা-কে হত্যা করেছিলেন। ইনিও আফরারই সন্তান ছিলেন এবং মু'আযের ভাই। ইব্‌ন হিশাম যাকে হারিস ইব্‌ন রিফা'আ বলেছেন, কেউ কেউ তাঁকে রিফা'আ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সওয়াদ বলেও উল্লেখ করেছেন।

১৬. উমারা ইব্‌ন হাযম ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ আওফ ইব্‌ন গানম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ প্রত্যেকটি যুদ্ধে ইনিও নবী করীম (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

১৭. আস'আদ ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন উদাস ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। বদর যুদ্ধের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদ নির্মাণকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি আবূ উমামা নামে মশহূর ছিলেন।

খাযরাজ গোত্রের মোট এই ছয়জন আকাবার এই শেষ বায়'আতে শামিল ছিলেন।

'আমর ইব্‌ন মাবযূল গোত্র থেকে যিনি এ বায়'আতে শরীক হন

১৮. বনূ আমর ইব্‌ন মাবযূল গোত্রের এক ব্যক্তি এতে শামিল হয়েছিলেন। ইনি হচ্ছেন সাহ্‌ল ইব্‌ন আতীক ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতীক ইব্‌ন আমর। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর (উপরে উল্লিখিত) মাবযূল হচ্ছেন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। এ বংশের কেবল ঐ একজনই ছিলেন।

'আমর ইব্‌ন মালিক গোত্র থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার গোত্র—যাদেরকে বনূ হুদায়লা বলা হয়ে থাকে। ইব্‌ন হিশাম বলেন : হুদায়লা হচ্ছেন মালিক ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আবদ্

হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গায্‌ব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর কন্যা। এ বংশের মধ্য থেকে ছিলেন—

১৯. আওস ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

২০. আবূ তাল্‌হা। তাঁর আসল নাম যায়দ। বংশপঞ্জী এরূপ : যায়দ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। ইনিও বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এ বংশের এই দু'জন শরীক হয়েছেন।

বনূ মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

২১. কায়স ইব্‌ন আবূ সা'সা'আ। আবূ সা'সা'আর আসল নাম হচ্ছে আমর। তাঁর বংশপঞ্জী এরূপ : আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মাবযূল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন মাযিন। ইনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন তাঁকে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্বর্তী অংশে দায়িত্ব প্রদান করে রেখেছিলেন।

২২. আমর ইব্‌ন গাযিয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন মাবযূল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন মাযিন।

এ গোত্রের ঐ দু'জনই ছিলেন। এ নিয়ে আকাবায় হাযির বনূ নাজ্জার গোত্রের মোট এগারজন ছিলেন।

'আমর ইব্‌ন গাযিয়ার সঠিক বংশপঞ্জী

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমর ইব্‌ন গাযিয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খানসা হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যাঁকে ইব্‌ন ইসহাক গাযিয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতিয়্যা ইব্‌ন খানসা বলে উল্লেখ করেছেন।

বালাহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র থেকে এ বায়'আতে যাঁরা শরীক হয়েছেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বালাহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র থেকে শরীক ছিলেন :

২৩. সা'দ ইব্‌ন রবী' ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবূ যুহায়র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক (আসগার) ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস। ইনি একজন নকীব ছিলেন। বদর যুদ্ধে হাযির ছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

২৪. খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবূ যুহায়র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস। ইনিও বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

২৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইমরাউল কায়স (আল-আকবর) ইব্‌ন মালিক (আল-আসগার) ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন

খাযরাজ ইব্‌ন হারিস। ইনিও একজন নকীব। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ প্রত্যেকটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য মক্কা বিজয় ও তৎপরবর্তীগুলি ছাড়া। মূতার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমীররূপে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

২৬. বশীর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খাল্লাস ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস আবূ নু'মান ইব্‌ন বশীর। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

২৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইনি সেই বিখ্যাত ব্যক্তি যাঁকে নামাযের জন্যে আহবানের পদ্ধতি স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তা বিবৃত করলে তিনি (সা) সে মর্মে আদেশ দান করেন।

২৮. খাল্লাদ ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক (আল-আসগার) ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ। ইনি বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন তিনি শাহাদত বরণ করেন। বনূ কুরায়যার দুর্গসমূহের মধ্যকার একটি দুর্গ থেকে তাঁর উপর একটি যাঁতা নিক্ষিপ্ত হয় এবং এতে তাঁর মস্তকে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তাঁর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তার জন্যে দুইজন শহীদের সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে।

২৯. 'উকবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন উসায়রা ইব্‌ন উসায়রা ইব্‌ন জাদারা ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ, তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ মাসউদ। 'আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইনি ছিলেন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে ইন্তিকাল করেন। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি।

সর্বমোট এ গোত্রের এই সাত ব্যক্তি আকাবায় অংশগ্রহণ করেন।

বায়াযা ইব্‌ন 'আমির গোত্র থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ বায়াযা ইব্‌ন আমির ছিলেন যুরায়ক ইব্‌ন আব্‌দ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গায্‌ব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ, এ গোত্র থেকে ছিলেন :

৩০. যিয়াদ ইব্‌ন লবীদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আদী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন বায়াযা। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৩১. ফারওয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়াযাফা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আমির ইবন্ বায়াযা। ইনি বদর যুদ্ধে ছিলেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ এঁকে ওয়াদ্‌কা বলেও অভিহিত করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৩২. খালিদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আজলান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বায়াযাও 'আকাবায় ছিলেন। ইনিও বদর যুদ্ধে ছিলেন।

এ নিয়ে এই গোত্রের মোট তিনজন ছিলেন।

বনূ যুরায়ক থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ যুরায়ক ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক ইব্‌ন আব্‌দ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গাযাব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র থেকে ছিলেন :

৩৩. রাফি' ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক। ইনি বারজন নকীবের অন্যতম ছিলেন।

৩৪. যাক্‌ওয়ান ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক। ইনি মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হিজরত করেন এবং মক্কা শরীফে তাঁরই সাথে অবস্থান করতেন। এজন্যে তাঁকে মুহাজির আনসারী বলে অভিহিত করা হত। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

৩৫. আব্বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমির ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৩৬. হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ খালিদ। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এ নিয়ে ঐ গোত্রের মোট চারজন ছিলেন।

বনূ সালামা ইব্‌ন সা'দ থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ সালামা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা গোত্র বনূ উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গানম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা থেকে ছিলেন :

৩৭. বারা' ইব্‌ন মারূর ইব্‌ন সাখার ইব্‌ন খান্‌সা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গানম। ইনি একজন নকীব ছিলেন। তিনিই ঐ ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে বনূ সালামা গোত্রের ধারণা এরূপ যে, তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে হাত রেখে বায়'আত করেছিলেন এবং তাঁর শর্ত গ্রহণ করেন ও তাঁর প্রতি শর্ত আরোপ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনা শরীফে পদার্পণের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩৮. তাঁর পুত্র বিশর ইব্‌ন বারা' ইব্‌ন মারূর। ইনি বদর, উহুদ ও খন্দকে অংশ গ্রহণ করে খায়বারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিষ মিশ্রিত ছাগীর গোশ্‌ত খেয়ে শাহাদাতবরণ করেন। তিনিই ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ সালামাকে প্রশ্ন করেছিলেন তোমাদের সরদার কে? তখন যাঁর সম্পর্কে তারা বলেছিল জুদ্দ ইব্‌ন ক্বায়স—তাঁর কার্পণ্য দোষ সত্ত্বেও। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন : কার্পণ্য থেকে গুরুতর ব্যাধি আর কিছু আছে নাকি ? বনূ সালামার সরদার হচ্ছেন সফেদ কোঁকড়ানো চুলের অধিকারী বিশর ইব্‌ন বারা' ইব্‌ন মা'রূর।

৩৯. সিনান ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন সাখার ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং খন্দকের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

৪০. তুফায়ল ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং খন্দকের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

৪১. মা'কিল ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন সারাহ ইব্‌ন খানাস ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন।

৪২. ইয়াযীদ ইব্‌ন মুনযির বদর যুদ্ধে শরীক হন।

৪৩. মাসউদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন সুবায়' ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ।

৪৪. যাহ্‌হাক ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।

৪৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন সুবায়' ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ।

৪৬. জুবার ইব্‌ন সাখার ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এঁকে কেউ কেউ জাব্বার ইব্‌ন সাখার ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খান্নাসও বলেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৪৭. তুফায়ল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

এ নিয়ে এ গোত্রের মোট এগারজন ছিলেন।

বনূ সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম গোত্রের যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'আব ইব্‌ন সালামা গোত্রের শাখা গোত্র বনূ কা'ব ইব্‌ন সাওয়াদ থেকে ছিলেন :

৪৮. কা'ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আবূ কা'ব ইব্‌ন কায়্যিন ইব্‌ন কা'ব।

এ গোত্রের এ একজনই কেবল ছিলেন।

বনূ গান্‌ম ইব্‌ন সাওয়াদ-এর যারা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ গান্‌ম ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা গোত্র থেকে ছিলেন :

৪৯. সুলায়ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাদীদা ইব্‌ন আমার ইব্‌ন গান্‌ম। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৫০. কুতবা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর ভাই—

৫১. ইয়াযীদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম। তিনি আবুল মুনযির কুনিয়াতে মশহূর ছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৫২. আবুল ইয়াসার—তাঁর আসল নাম কা'ব। বংশপঞ্জী : কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম। ইনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

৫৩. সায়ফী ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গানম।

এ গোত্রের মোট পাঁচজন ছিলেন।

সায়ফী নামের বিশুদ্ধতা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সায়ফী ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন সাওয়াদ। এই বংশপঞ্জীতে উল্লিখিত সাওয়াদের গানম নামে কোন পুত্র ছিল না।

বনূ নাবী ইব্‌ন আমর-এর যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাবী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা থেকে ছিলেন :

৫৪. সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাবী। ইনি বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

৫৫. আমর ইব্‌ন গানমা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাবী।

৫৬. আব্‌স ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাবী। ইনি বদরের যুদ্ধে হাযির ছিলেন।

৫৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স। ইনি বনূ কুযাআ থেকে তাঁদের মিত্র ছিলেন।

৫৮. খালিদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাবী।

এ গোত্রের মোট এই পাঁচ ব্যক্তি ছিলেন।

বনূ হারাম ইব্‌ন কা'ব-এর যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হারাম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা থেকে ছিলেন :

৫৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারাম। ইনি একজন নকীব ছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদত বরণ করেন।

৬০. তাঁরই পুত্র জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্।

৬১. মু'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হারাম। ইনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৬২. সাবিত ইব্‌ন জিয্‌য়ু, জিয্‌য়ু ছিলেন সা'লাবা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হারাম। সাবিত বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তায়েফে শাহাদত বরণ করেন।

৬৩. উমায়র ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হারাম। ইনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'উমায়র ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন লাব্‌দা ইব্‌ন সা'লাবা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৬৪. খাদীজ ইব্‌ন সুলামা ইব্‌ন আওস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ফুরাফির বাল্লী গোত্র থেকে তাঁদের মিত্র ছিলেন।

৬৫. মু'আয ইব্‌ন জাবাল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওস ইব্‌ন আইয্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ এবং বলা হয়ে থাকে যে, আসাদ ছিলেন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজের পুত্র। ইনি বনূ সালামা গোত্রে অবস্থান করতেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে শরীক ছিলেন। হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতের আমলে যে বছর সিরিয়াতে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে, ঐ বছরই তিনি আমওয়াস নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। বনূ সালামা তাঁকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে। ইনি সাহ্‌ল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জুদ্দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাখার ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গানম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামার ভাই ছিলেন।

এ গোত্রের এ নিয়ে মোট সাতজন আকাবায় উপস্থিত ছিলেন।

খাদীজ ইব্‌ন সুলামার প্রকৃত বংশপঞ্জী

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আওস হচ্ছেন আওস ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উযান ইব্‌ন সা'দ।

'আওফ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আওফ ইব্‌ন খাযরাজ পরে বনূ সালিম ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন খাযরাজ থেকে শরীক হন :

৬৬. উবাদা ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন ফাহ্‌র ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গানম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আওফ। ইনি অন্যতম নকীব ছিলেন। বদরের যুদ্ধসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : গান্‌ম ইব্‌ন আওফ হচ্ছেন সালিম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন খাযরাজের ভাই।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৬৭. আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নায্‌লা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আজলান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আওফ। ইনি হচ্ছেন সে সব ব্যক্তির অন্যতম, যাঁরা মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থানকালে তাঁর কাছে যান এবং তাঁর সঙ্গে সেখানে বসবাস করেন। তাই তাঁকে বলা হত মুহাজির-আনসারী। ইনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

৬৮. আবূ আবদুর রহমান ইয়াযীদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খাযামা ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমারা—বাল্লী গোত্রের শাখা গোত্র বনূ গুসায়না থেকে তিনি তাদের (পূর্বোল্লিখিতদের) মিত্র ছিলেন।

৬৯. আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন লাব্‌দা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা।

এ গোত্রের মোট চারজন ছিলেন। এঁদেরকে কাওয়াকিল বলা হয়ে থাকে।

বনূ সালিম ইব্‌ন গান্‌ম থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ সালিম ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন খাযরাজ, যাদেরকে বনূ হুবুল্লী বলা হয়ে থাকে। ইব্‌ন হিশাম বলেন : হুবলা হচ্ছেন সালিম ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন আওফ। তাঁর পেট বড় ছিল বলে তাঁকে হুবুল্লী বলা হত। এ গোত্র থেকে ছিলেন :

৭০. রিফা'আ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন গান্‌ম। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আবুল ওয়ালীদ কুনিয়াতে সুপরিচিত ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ এঁকে রিফা'আ ইব্‌ন মালিক বলেও উল্লেখ করেছেন। আর মালিক হচ্ছেন মালিক ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালিম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৭১. 'উকবা ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন কাল্‌দা ইব্‌ন জা'দ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন বুহ্‌সা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন গাতফান ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন 'আয়লান। ইনি উপরোক্তদের মিত্র ছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মদীনা থেকে যারা মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হিজরত করে এসেছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাই তাঁকেও মুহাজির-আনসারী বলা হত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ গোত্রের সর্বমোট ঐ দু'জন ছিলেন।

বনূ সাঈদা ইব্‌ন কা'ব থেকে এ বায়'আতে যাঁরা শরীক হন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ থেকে ছিলেন :

৭২. সা'দ ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন আবূ খুযায়মা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন তারীফ ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন সাঈদা। ইনি অন্যতম নকীব ছিলেন।

৭৩. মুনযির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খুনায়স ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন লওযান ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন সাঈদা। ইনি অন্যতম নকীব ছিলেন। বদর ও উহুদের যুদ্ধে ইনি অংশগ্রহণ করেন এবং বীরে মাউনার দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে আমীররূপে শাহাদত বরণ করেন। তিনিই ঐ ব্যক্তি, যাঁকে 'দ্রুত মৃত্যুকে আলিঙ্গনকারী' বলা হত।

এ গোত্রের মোট দু'জন 'আকাবায় ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মুনযিরকে মুনযির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খানাশও বলা হয়ে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 'আকাবায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের ৭৩ জন পুরুষ এবং দু'জন নারী—যাঁদের সম্পর্কে ধারণা করা হয়ে থাকে যে, তাঁরাও বায়'আতবদ্ধ হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদের সাথে করমর্দন করতেন না। তিনি তাঁদের অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন এবং যখন তাঁরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হতেন, তখন বলতেন :

اذهبن فقد بايعتكن

—"যাও, আমি তোমাদের বায়'আত করলাম।"

বনূ মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

৭৪. নুসায়বা বিন্‌ত কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ। ইনি মাবযূল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন মাযিন গোত্রের কন্যা ছিলেন। তিনি উম্মু উমারা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর বোনও তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বামী যায়দ ইব্‌ন আসিম ইব্‌ন কা'ব এবং তাঁর দুই পুত্র হাবীব ইব্‌ন যায়দ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দও ছিলেন। আর হাবীব হচ্ছেন তাঁর সেই পুত্র যাঁকে মুসায়লামা কায্‌যাব আল-হান্‌ফী ধরে নিয়ে যায় এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে : তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল? তখন জবাবে তিনি বলতেন : হ্যাঁ। তখন সে আবার বলত, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? জবাবে তিনি বলতেন : আমি শুনছি না। তখন সে তাঁর এক-একটি করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটতে থাকে, এমনকি এ অবস্থায় তার হাতে তাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি এর বেশি কিছুই বলতে রাযী হন নি। যখন তাঁর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা উল্লেখ করা হত, তখন তিনি তাঁর প্রতি ঈমানের কথা প্রকাশ করতেন এবং তাঁর প্রতি দরূদ পড়তেন। আর যখন মুসায়লামার কথা বলা হত, তখন বলতেন : আমি তা শুনতে চাই না।

হযরত নুসায়বা ওরফে উম্মু উমারা মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ইয়ামামার যুদ্ধের সময় যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সশরীরে সেখানে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে আল্লাহ্‌র হুকুমে মুসায়লামাকে কতল করা হল। আর উম্মু উমারা তরবারি ও বর্শার বারটি আঘাত নিয়ে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : স্বয়ং তাঁর (অর্থাৎ উম্মু উমারা) থেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হিব্বান—আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ সা'সা'আর বরাতে এ ঘটনাটির কথা বর্ণনা করেছেন।

বনূ সালামা থেকে যিনি এ বায়'আতে শরীক হন

৭৫. বনূ সালামা থেকে এতে শরীক হন উম্মু মানী'—তাঁর আসল নাম আসমা বিন্‌ত আমর ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যুদ্ধের নির্দেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম-যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-বুকায়ী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আকাবার বায়'আতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে

যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়নি এবং তাঁর জন্যে রক্তপাত বৈধ করা হয়নি। আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত প্রদান, দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ এবং অজ্ঞদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের জন্যেই তখন তিনি আদিষ্ট হতেন। কুরায়শরা তাঁর অনুসারী মুহাজিরদেরকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তারা তাঁদেরকে তাঁদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংকটের সম্মুখীন করে তোলে এবং তাদেরকে তাঁদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। মোটকথা, এঁদের কেউ কেউ দীনের জন্যে চরম কষ্ট ভোগ করছিলেন। কেউ কেউ তাদের হাতে শাস্তি ভোগ করছিলেন। আর কেউ কেউ তাদের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নানা দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এঁদের কেউ আবিসিনিয়ায়, কেউ মদীনায়, আবার কেউ অন্য কোথাও।

কুরায়শরা যখন আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হল এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্ সম্মানপ্রাপ্তির যে সুযোগ দিয়েছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করল এবং আল্লাহ্‌র নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করল এবং এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী, একত্ববাদের অনুসারী তাঁর নবীকে মান্যকারী এবং তাঁর দীনকে অবলম্বনকারীদেরকে নিগ্রহ, নির্যাতন ও দেশছাড়া করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে যুদ্ধ ও অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন। আমার কাছে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) প্রমুখ আলিম সূত্রে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, নবী (সা)-এর প্রতি যুদ্ধের অনুমতি ও রক্তপাতের বৈধতার ব্যাপারে প্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয়েছে তা হল :

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ . نِ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ . اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ .

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদের, যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ নিষেধ করবে; সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।" (২২ : ৩৯-৪১))

অর্থাৎ আমি তাদের জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এজন্যেই বৈধ করেছি যে, তারা নির্যাতিত অথচ আচার-আচরণে তারা কোনই অপরাধ করেনি, তাদের অপরাধ শুধু এতটুকুই যে, তারা

আল্লাহ্র ইবাদত করে আর যখন তারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকার্যের আদেশ করে এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে । এ আয়াতে নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবী (রা) সম্পর্কেই বলা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়।" (২ : ১৯৩)

অর্থাৎ দীনের কারণে কোন মু'মিন পরীক্ষার সম্মুখীন না হয় এবং ইবাদত করা হয় আল্লাহ্রই। তাঁর সাথে অপর কেউ পূজিত না হয়।

মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের অনুমতি

ইব্ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন আর উপরোল্লিখিত আনসারগণ ইসলাম ও তার অনুসারীদের সাহায্য-সহানুভূতির এবং মুসলমানদেরকে আশ্রয় প্রদানের বায়'আত-অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্প্রদায়ের মুহাজির সাহাবী ও অনুসারী মক্কার মুসলমানদেরকে মদীনার দিকে হিজরতের এবং তাঁদের আনসার ভাইদের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার আদেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন :

انَّ اللّٰهَ عزوجل قد جعل لكم اخوانا ودارا تامنون بها

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আশ্রয় লাভের জন্যে তোমাদের একটি ভ্রাতৃ সমাজ এবং একটি বসতি সৃষ্টি করেছেন যেখানে তোমরা নিরাপদ আশ্রয় লাভ করবে।"

তারপর তাঁরা দলে দলে ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে পড়লেন আর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় বসে মদীনায় হিজরতের অনুমতির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

মদীনায় হিজরতকারীগণ

আবূ সালামা ও তাঁর সহধর্মিণীর হিজরত এবং এ ব্যাপারে তাঁরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তার বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে যিনি মদীনায় সর্বপ্রথম হিজরত করেন তিনি হচ্ছেন কুরায়শের মাখযূম গোত্রের আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম। তাঁর আসল নাম আবদুল্লাহ্। 'আকাবা বায়'আতের এক বছর পূর্বেই তিনি মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মক্কায় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাবশা থেকে এসে পৌঁছেছিলেন। কুরায়শদের নির্যাতনের মুখে যখন তিনি মদীনায় কতিপয় আনসারীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবহিত হলেন, তখন তিনি মুহাজিররূপে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবূ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, সালামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবূ সালামা তাঁর দাদী উম্মু সালামার সূত্রে-যিনি নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী ছিলেন, তিনি বলেন : আবূ সালামা যখন মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন তিনি তাঁর উটের পিঠে আমার জন্যে হাওদা বসালেন এবং আমাকে তাতে আরোহণ করালেন। তিনি আমার কোলে আমার পুত্র সালামা ইব্‌ন আবূ সালমাকেও আরোহণ করালেন এবং আমাকে নিয়ে তাঁর উটের রশি ধরে এগিয়ে চললেন। যখন এ অবস্থায় তাঁকে বনূ মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম গোত্রের লোকজন দেখতে পেল, তখন তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা বলল : তোমার নিজের ব্যাপারে আমরা পরাস্ত, তুমি তোমার নিজের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পার, কিন্তু এই যে তোমার অর্ধাঙ্গিণীটি! (সে তো আমাদেরই বংশের মেয়ে) তুমি তাকে নিয়ে দেশে দেশে কেন ঘুরে বেড়াবে ? এ কথা বলে তারা উটের লাগামটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিল এবং আমাকে তারা তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল।

উম্মু সালামা বলেন : তখন আবূ সালামার গোত্র বনূ আব্‌দ আসাদের লোকজন তা দেখে ক্রোধে ফেটে পড়ল। তারা বলল, তোমরা যখন আমাদের গোত্রের বরের নিকট থেকে তোমাদের কনেকে ছিনিয়ে নিয়েছ, তখন আল্লাহ্‌র কসম! আমরাও আমাদের ছেলেকে (অর্থাৎ তার শিশুপুত্রটিকে) তার কাছে ছেড়ে দিচ্ছিনে। এই বলে বনূ সালামার লোকজন এমনি টানা-হেঁচড়া শুরু করে দিল যে, ছেলেটিকে তারা আমার হাত থেকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল। অগত্যা আমার স্বামী আবূ সালামা একাই মদীনার দিকে চলে গেলেন। আর বনূ মুগীরা আমাকে তাদের কাছে আটক রাখল।

উম্মু সালামা বলেন : তারপর আমার, আমার স্বামীর ও আমার পুত্রটির মধ্যে বিরহের যবনিকা টেনে দেয়া হল। তারপর বছরকাল আমি প্রতিদিন আবতাহ্ প্রান্তরে গিয়ে বসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতাম।

এরপর এক শুভদিনে মুগীরা গোত্রের আমার এক চাচাতো ভাই আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমার করুণ অবস্থা দর্শনে তাঁর হৃদয় বিগলিত হল। তিনি মুগীরা গোত্রীয় লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! তোমরা কি এ বেচারীকে বের হতে দেবে না? তোমরা তার, তার স্বামীর ও তার শিশুপুত্রটির মধ্যে বিরহের প্রাচীর তুলে দিয়েছ। তারা তখন বলল : ওহে! তুমি চাইলে এখন তোমার স্বামীর নিকট চলে যেতে পার। তখন আসাদ গোত্রীয় লোকজন আমার ছেলেটিকেও আমার নিকট ফিরিয়ে দিল।

উম্মু সালামা বলেন : তারপর আমি আমার উট সাজালাম এবং আমার শিশুপুত্রটিকে কোলে করে মদীনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। তিনি বলেন : তখন আমার সাথে আল্লাহ্‌র কোন বান্দাই ছিল না।

উম্মু সালামা বলেন : আমি তখন মনে মনে বললাম, এখন কোনমতে আমার স্বামীর নিকটে পৌঁছাবার মত কাউকে পেলেই হল।

যখন আমি তানঈমে[১] পৌঁছলাম, তখন উসমান ইব্‌ন তাল্‌হা ইব্‌ন আবূ তালহার সাথে আমার দেখা হল। ইনি ছিলেন আবদুদ্দার গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে আবূ উমাইয়ার কন্যা! কোথায় রওয়ানা দিয়েছেন? আমি বললাম : মদীনায় আমার স্বামীর উদ্দেশ্যে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আপনার সাথে কি আর কেউ আছে? আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম, আমার এই পুত্রধনটি ছাড়া আমার সাথে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ নেই।

তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আপনাকে এভাবে (একা) ছেড়ে দিতে পারি না! তারপর তিনি আমার উটের লাগাম ধরলেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চললেন। আল্লাহ্‌র কসম, তাঁর চাইতে সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র কোন আরব পুরুষের সাহচর্য আমি কখনো পাইনি। যখন তিনি কোন মনযিলে গিয়ে উপনীত হতেন, তখন তিনি উটকে বসিয়ে দিয়ে নিজে আমার থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়াতেন। এরপর যখন আমি উট থেকে নেমে পড়তাম, তখন তিনি উটটিকে নিয়ে একটু দূরে চলে যেতেন, তার উপর থেকে সামানপত্র নামাতেন। তারপর সেটি কোন গাছের সাথে বাঁধতেন এবং অন্য কোন গাছের নীচে গিয়ে নিজে শয়ন করতেন। তারপর যখন আবার পথ চলার সময় হত, তখন তিনি আমার উটের কাছে আসতেন। সেটিকে যাত্রার জন্যে সাজাতেন। তারপর আমার নিকট থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বলতেন, চড়ে বসুন! এরপর যখন আমি ভালমতো চড়ে বসতাম, তখন তিনি এসে তার লাগাম ধরে এগিয়ে চলতেন। মদীনায় পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি মনযিলেই তিনি এরূপ করেন। তারপর যখন কুবার বনূ 'আমর ইব্‌ন 'আওফের পল্লী দেখতে পেলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন : আপনার স্বামী এ পল্লীতেই আছেন। আবূ সালামা আসলেও ঐ পল্লীতেই এসে উঠেছিলেন। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আপনি এতে ঢুকে পড়ুন। তারপর ঐ ব্যক্তি মক্কার দিকে ফিরে গেলেন।

রাবী বলেন, উম্মু সালামা (প্রায়ই) বলতেন : আল্লাহ্‌র কস্‌ম, আবূ সালামার পরিবারের উপর যে বিপদ নেমে এসেছিল, তেমনটি অন্য কোন মুসলিম পরিবারের উপর আপতিত হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। আর উসমান ইব্‌ন তালহার[২] চাইতে অধিকতর মহৎ চরিত্রের কোন ব্যক্তিকে কখনও আমি দেখিনি।

'আমির ও তাঁর স্ত্রী এবং বনূ জাহশের হিজরত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সালামার পর যিনি সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে মুহাজিররূপে আগমন করেন তিনি হচ্ছেন বনূ 'আদী ইব্‌ন কা'বের মিত্র আমির ইব্‌ন রবী'আ। তাঁর সাথে

---

১. তানঈম—মক্কা থেকে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটি স্থান।

২. উসমান ইব্‌ন তাল্‌হা তখনও কাফির ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা শরীফ বিজয়ের পূর্বেই খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সাথে একত্রে তিনি মদীনা শরীফে হিজরত করেন। উহুদ যুদ্ধের দিন তাঁর ভাই মুসাফি', কিলাব ও হারিস এবং তাঁদের পিতা নিহত হন। তাঁদের চাচা উসমান ইব্‌ন আবূ তালহাও কাফির অবস্থায় উহুদ যুদ্ধের দিনে নিহত হয়। তখন তারই হাতে কা'বার চাবিগুচ্ছ ছিল। মক্কা মুয়ায্‌যমা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা উসমান ইব্‌ন তাল্‌হা ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা এবং তাঁর চাচা শায়বা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ তাল্‌হার হাতে অর্পণ করেন। তিনি ছিলেন কা'বার হাজিব বা রক্ষী-গোত্র বনূ শায়বার ঊর্ধ্বতন পুরুষ। আবূ তাল্‌হার আসল নাম জুদহাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা। উসমান হযরত উমরের খিলাফত আমলের শুরুর দিকে আজনাদায়ন যুদ্ধে শহীদ হন।

তাঁর সহধর্মিণী লায়লা বিন্‌ত আবূ হাসমা ইব্‌ন গানিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ছিলেন।

তারপর আসেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ ইব্‌ন রিআব ইব্‌ন ইয়া'মার ইব্‌ন সাবুরা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন দূদান ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা। ইনি বনূ উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামসের মিত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সাথে তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর ভাই আব্‌দ ইব্‌ন জাহশকেও সাথে নিয়ে এসেছিলেন—তিনি আবূ আহমদ নামে পরিচিত, আর আবূ আহমদ ছিলেন অন্ধ। তিনি মক্কার উঁচু এলাকা থেকে নীচু এলাকায় কোন পথ প্রদর্শকের সাহায্য ব্যতিরেকেই চলাফেরা করতে পারতেন। তিনি একজন কবি ছিলেন এবং ফার'আ বিন্‌ত আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হার্‌ব তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের কন্যা উমায়মা।

জাহশের[১] পুত্র-কন্যাদের হিজরতের ফলে তাঁদের ঘর জনমানবহীন হয়ে যায়। তখন উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব, আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা মক্কা

---

১. জাহশের পুত্র-কন্যাগণ : এঁরা হচ্ছেন (১) আবদুল্লাহ্ ও (২) আবূ আহ্‌মদ, যাঁর নাম ছিল আব্‌দ। তাঁদের আরেক ভাই (৩) উবায়দুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন এরা হাবশায় হিজরত করেন। (৪) উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিন্‌ত জাহশ ছিলেন তাদেরই বোন—যিনি পূর্বে যায়দ ইব্‌ন হারিসার পত্নী ছিলেন : আর যাঁর সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় :

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا

(৫) উম্মে হাবীব বিন্‌ত জাহশ—যিনি অস্বাভাবিক রজঃস্রাবে ভুগতেন এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের স্ত্রী ছিলেন। (৬) হামনা বিন্‌ত জাহশ—ইনি মুস'আব ইব্‌ন উমায়রের স্ত্রী ছিলেন। ইনিও অতিরিক্ত রজঃস্রাবের রোগিণী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, যয়নাবও অনুরূপ অতিরিক্ত রজঃস্রাবে ভুগতেন।

মুওয়াত্তায় আছে, যয়নাব বিন্‌ত জাহশ-যিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের স্ত্রী ছিলেন এবং যিনি অতিরিক্ত রজঃস্রাবে ভুগতেন—অথচ যয়নাব কস্মিনকালেও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের সহধর্মিণী ছিলেন না। আর কেউ তা বলেনও নি এবং কেউ এ ভুল তথ্য গ্রহণও করবে না। আসলে আবদুর রহমানের স্ত্রী ছিলেন তাঁর বোন উম্মে হাবীব। তাঁকে উম্মু হাবীবাও বলা হয়ে থাকে। অবশ্য আমাদের শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন নাজাহ্ আমাকে বলেছেন যে, উম্মু হাবীবের নামও ছিল যয়নাব। তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে—তাঁদের দু'জনের নামই ছিল যয়নাব। একজনের কুনিয়াত বা ডাকনাম তাঁর আসল নামের চাইতে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যার ফলে তাঁর আসল নাম চিরতরে চাপা পড়ে গেছে। তা হলে মুওয়াত্তার হাদীসে কোন ভুল বা ভ্রান্ত ধারণার কিছু নেই। আল্লাহ্‌ই সম্যক অবগত।

যয়নাব বিন্‌ত জাহশের আসল নাম ছিল বাররা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নামকরণ করেন যয়নাব বলে। অনুরূপভাবে উম্মু সালামার দুহিতা যয়নাব—যিনি নবী করীম (সা)-এর রবীবাহ্ (পালিতা কন্যা) ছিলেন তাঁর নামও ছিল বাররা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নামও পাল্টিয়ে দিয়ে যয়নাব রাখেন। এটা যেন তাঁর এ মনোভাবেরই অভিব্যক্তি ছিল যে, কোন মহিলা তাঁর নিজের নাম নিজেই বাররা বা পূণ্যবতী বলবে এটা তিনি পসন্দ করছিলেন না। আর জাহশ ইব্‌ন রিআবের নাম ছিল বুররা। যয়নাব বিন্‌ত জাহশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি আমার পিতার নামটিও পরিবর্তন করে দিতেন, কেননা বুররা নামটি খুবই ছোট। বর্ণিত আছে যে, জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমার পিতা যদি মুসলমান হতেন তাহলে আমরা আমাদের আহলে বায়তের নামে তার নামকরণ করতাম, বরং আমি তার নামকরণ করছি জাহশ বলে আর জাহশ নামটি বুররা থেকে বড়।

শরীফের উঁচু অঞ্চলের দিকে যাওয়ার পথে এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল—যার ধ্বংসাবশেষের কাছে এখন আবান ইব্‌ন উসমানের বাড়ি অবস্থিত—তখন বিরান বাড়ির দরজা বাতাসে দুলছে আর ঠাস ঠাস আওয়াজ হচ্ছে দেখে এক দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে উৎবা ইবন রবী'আ বলে উঠল :

وكل دار وان طالت سلامتها × يوما ستدركها النكباء والحوب

"প্রতি বাড়ি যদিও তা থাকুক শত সালামতে
একদিন তা বিরান হবে, উজাড় হওয়ার শব্দ হবে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ পংক্তিটি আবূ দুয়াদ ইয়াদী কর্তৃক রচিত। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ বলল : জাহশের পুত্রকন্যাদের বাড়ি আজ তার বাসিন্দাশূন্য। তখন আবূ জাহ্‌ল তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল : একা বাপের একা এক সন্তানের জন্যে তুমি কী কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছ হে ?

আবূ জাহ্‌ল তার এ বাক্যাংশে قل ابن قلّ শব্দ ব্যবহার করে। ইব্‌ন হিশাম বলেন : قلّ মানে একাকী একজন। লবীদ ইব্‌ন রবী'আ তার কবিতাংশে এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন :

كل بنى حرة مصيرهم * قل و ان اكثرث من العدسد

"হাররা গোত্রের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল এক, তাদের সংখ্যা যত অধিকই হোক না কেন।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর সে বলল : এটা হচ্ছে আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রটির কাজেরই ফল। সে আমাদের দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে। সম্প্রীতিতে চিড় ধরিয়েছে এবং আমাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ, আমির ইব্‌ন রবীআ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ ও তাঁর ভাই আবূ আহমদ ইব্‌ন জাহশ কুবায় বনূ আমর ইব্‌ন আওফের মহল্লায় মুবাশ্‌শির ইব্‌ন আবদুল মুনযিরের বাড়িতে বাস করতেন। তারপর মুহাজিরগণ দলে দলে আসতে লাগলেন। বনূ গান্‌ম ইব্‌ন দূদান-যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে নারী-পুরুষ সকলেই হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন।

এঁরা হলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ এবং তাঁর ভাই আবূ আহমদ ইব্‌ন জাহশ, উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান, শুজা' ও উকবা, ওয়াহবের পুত্রদ্বয় এবং আরবাদ ইব্‌ন হুমায়রা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে ইব্‌ন হুমায়রা বলে ডাকা হত।

আরো অনেক সম্প্রদায়ের হিজরত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : (এঁদের মধ্যে আরো ছিলেন) মুনকিয ইব্‌ন নুবাতা, সাঈদ ইব্‌ন রুকায়শ, মুহরিয ইব্‌ন নাযলা, ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকায়শ, কায়স ইব্‌ন জাবির, আমর ইব্‌ন মিহ্‌সান, মালিক ইব্‌ন আমর, সাফওয়ান ইব্‌ন আমর, সাকাফ ইব্‌ন আমর, রবী'আ ইব্‌ন

আকসাম, যুবায়র ইব্‌ন উবায়দ, তামাম ইব্‌ন উবায়দা, সাখবারা ইব্‌ন উবায়দা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ।

এঁদের স্ত্রীলোকদের হিজরত

তাঁদের নারীদের মধ্যে ছিলেন : যয়নাব বিন্‌ত জাহশ, উম্মু হাবীব বিন্‌ত জাহশ, জুযামা বিন্‌ত জান্দাল, উম্মু কায়স বিন্‌ত মিহসান, উম্মু হাবীব বিন্‌ত সুমামা, আমিনা বিন্‌ত রুকায়শ, সাখবারা বিনত তামীম এবং হামনা বিনত জাহশ।

আবূ আহ্‌মদ ইব্‌ন জাহশের কবিতা

আবূ আহমদ ইব্‌ন জাহশ ইব্‌ন রি'আব হিজরতের আহবান পাওয়ামাত্র আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা গোত্রের তাদের স্বজাতির নিকট থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করে যাওয়ার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন (কবিতা) :

"উম্মু আহমদ (কবির স্ত্রী) যদি সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহ্‌র নামে কোন শপথ বাক্য উচ্চারণ করে, তা হলে সে তার শপথ অবশ্যই পূর্ণ করবে।

আমরা ছিলাম সেই গোষ্ঠী যারা মক্কায়ই ছিলাম—যাবৎ না আমাদের স্থূলকায়রা ক্ষীণকায় হয়ে যায়- আমরা অবিরতভাবে সেখানেই বসবাস করে যাই।

ওখানেই তাঁবু স্থাপন করে বসবাস শুরু করেছিলেন (আমাদের পূর্বপুরুষ) গান্‌ম ইব্‌ন দূদান। তারপর রীতিমত তিনি সেখানে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন (তাঁর বংশধররা এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে) তারপর গান্‌ম গোত্র সেখান থেকে উষালগ্নে বেরিয়ে পড়ে এবং তাদের যাত্রা সহজতর হয়ে যায়।

এক-একজন দু'-দু'জন করে তারা আল্লাহ্‌র দিকে (হিজরত করে) চলেছেন। আল্লাহ্‌র রাসূলের সত্য দীন এখন তাদের দীন।"

আবূ আহ্‌মদ ইব্‌ন জাহশ আরো বলেন (কবিতা) :

"উম্মু আহ্‌মদ যখন প্রত্যক্ষ করল যে, সেই সত্তার ভরসায় আমি সফরের জন্য উদ্যত—যাঁকে আমি না দেখেই ভয় করি এবং কম্পিত হই, তখন সে বলে, একান্ত যদি তুমি সফরই করবে, তাহলে ইয়াসরিব থেকে দূরে অন্য কোন শহরে আমাদেরকে নিয়ে চল। জবাবে আমি তাকে বললাম : না হে! বরং ইয়াসরিবই আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থল আর পরম করুণাময় যা চান বান্দা তাই করে থাকে।

আমার চেহারা (মনোযোগ) আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকেই নিবিষ্ট। আর তাঁর দিকে যার চেহারা নিবিষ্ট থাকে, সে কখনো ব্যর্থকাম হয় না।

আমরা কত অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অশ্রুবিসর্জনকারিণী ও আর্তবিলাপকারিণী বান্ধবীদেরকে ছেড়ে এসেছি।

তারা ধারণা করে, আমরা আমাদের শহর থেকে দূরে চলে যাচ্ছি রক্তপণের সন্ধানে আর আমাদের বিবেচনায় আমরা আমাদের অভীষ্টের দিকেই এগিয়ে চলেছি।

আমি গানম গোত্রকে তাদের প্রাণ রক্ষার জন্যে এবং সত্যের দিকে আহবান জানিয়েছি—যখন লোকের জন্যে সত্য সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আল্লাহ্‌র প্রশংসা যে, যখন আহবানকারী তাদেরকে সত্যের দিকে, মুক্তির দিকে আহবান জানিয়েছেন, তখন তারা পূর্ণোদ্যমে সে আহবানে সাড়া দিয়েছে।

আমাদের এবং আমাদের ঐ বন্ধুদের—যারা সত্যপথ থেকে দূরে রয়েছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে অন্যদেরকে সাহায্য করেছে ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হল—

এমন দুটো বাহিনী—যাদের একদলের সত্যকে গ্রহণের তাওফীক জুটেছে ও তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে, আর অপর দল শাস্তি পেয়েছে।

তারা অবাধ্যাচরণ করেছে এবং মিথ্যা আশার মরীচিকার পেছনে ছুটেছে। ইবলীস শয়তান তাদেরকে সত্য থেকে বিভ্রান্ত পদস্খলিত করেছে, ফলশ্রুতিতে তারা হতাশ এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছে।

আমরা নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বাণীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছি। আমাদের মধ্যকার সত্যের পৃষ্ঠপোষকতাকারীরা পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।

আমরা নৈকট্য বিধানকারী আত্মীয়তা বন্ধনের দ্বারা তাদের নৈকট্য লাভে তৎপর হই। আর সত্যিকারের নৈকট্য অর্জন না করলে কেবল আত্মীয়তা দ্বারা প্রকৃত নৈকট্য অর্জন হয়ে উঠে না।

আমাদের পর আর কোন্ ভাগিনেয় তোমাদের উপর ভরসা করবে শুনি, আর আমার শ্বশুরালয়ের আত্মীয়তার পর কোন্ শ্বশুরালয়ের আত্মীয়তার উপর নির্ভর করা যাবে?

যখন লোকজন পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তাদের আত্মীয়তা সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে, তখনই জানতে পারবে সত্যের পথে কারা অধিকতর বিচরণশীল ছিল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যে পংক্তিসমূহে ولتنا يشرب এবং لا تقرب اذ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, তা ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অপর বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যেখানে اذ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা اذا অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : اذ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে।

আবুল নজম আল-'আজলী বলেন :

ثم جزاء الله عنا اذ جزى * جنات عدن فى العلالى والعلا

"তারপর আল্লাহ্ যখন আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রতিফল দান করবেন, তখন দান করবেন বালাখানাসমূহে চিরসবুজ বাগ-বাগিচা এবং উচ্চতর মর্যাদা।"

'উমর (রা)-এর হিজরত এবং তাঁর সঙ্গে আইয়াশ-এর কাহিনী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব এবং আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী'আ মাখযূমী রওয়ানা হন এবং মদীনায় গিয়ে পৌঁছেন। আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের

আযাদকৃত দাস নাফি' (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর বরাতে আর তিনি তাঁর পিতা হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন আমরা মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করলাম, তখন আমি ও আইয়াশ ইব্ন আবূ রবী'আ ও হিশাম ইব্ন আসী ইব্ন ওয়ায়ল সাহমী সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে, আমারা সারিফ-এর ওপাশে আদাতে বনূ গাফ্ফার-এর নিকট কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ঝোঁপের কাছে মিলিত হব। এটাও স্থির হল যে, আমাদের মধ্যকার কোন একজন যদি সকালে সেখানে গিয়ে পৌছতে ব্যর্থ হয়, তবে বুঝে নিতে হবে যে, তাকে বাধা দেয়া হয়েছে। তখন অপর দুই সাথী চলে যাবে। কথামত আমি ও আইয়াশ ইব্ন আবূ রবী'আ কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ঝোঁপের নিকট গিয়ে সকালে উপস্থিত হলাম, কিন্তু হিশাম বাধাগ্রস্ত হল সে অত্যন্ত জটিল সমস্যায় নিপতিত হল।

আইয়াশ-এর সঙ্গে আবূ জাহ্লের আগমন

আমরা যখন মদীনা শরীফে গিয়ে পৌছলাম, আমর ইব্ন আওফ গোত্রের নিকট কুবায় অবতরণ করলাম। আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম এবং হারিস ইব্ন হিশাম পিছু পিছু আইয়াশ ইব্ন আবূ রবী'আর কাছে মদীনায় এসে উপস্থিত হল। এরা দু'জন ছিল তাঁর চাচাতো এবং বৈপিত্রেয় ভাই। তারা যখন মদীনায় আমাদের নিকট এল, তখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা শরীফে ছিলেন। তারা উভয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে বলল : তোমার মা তোমাকে না দেখা পর্যন্ত মাথায় চিরুণি লাগাবেন না এবং রৌদ্রের মধ্যে ছায়ার নিচে আশ্রয় নেবেন না বলে শপথ করেছেন। এ কথা শুনে তার অন্তর বিগলিত হল। তখন আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র কসম হে আইয়াশ! তোমার সম্প্রদায় তোমাকে তোমার দীন থেকে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে। তুমি এদের থেকে সতর্ক থাকবে। আল্লাহ্র কসম, তোমার মা যদি উকুনের দ্বারা বিব্রত হন, তবে অবশ্যই তিনি চিরুণির দ্বারা কেশ বিন্যাস করবেন। আর মক্কার রোদের উত্তাপ যদি তাঁকে পীড়া দেয়, তবে অবশ্যই তিনি ছায়ার আশ্রয় নেবেন।

জবাবে আইয়াশ ইব্ন আবূ রবী'আ বলল, আমি আমার মায়ের শপথ পূর্ণ করে দেই আর সেখানে আমার কিছু ধন-সম্পদও রয়ে গেছে, তাও নিয়ে আসি। উমর (রা) বলেন, আমি তখন বললাম : তুমি নিশ্চয়ই জান যে, কুরায়শ বংশের মধ্যে আমার ধন-সম্পদ সর্বাধিক। তুমি তার অর্ধেকটা নিয়ে নাও, তবুও ওদের সাথে যেয়ো না।

'উমর (রা) বলেন : কিন্তু সে কোনমতেই আমার কথায় কান দিল না এবং তাদের সাথে যেতেই মনস্থ করল। যখন সে এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হল, তখন আমি তাকে বললাম, তুমি যখন যাবেই, তখন আমার এ উষ্ট্রীটি নিয়ে যাও। কেননা এটি অত্যন্ত ভাল জাতের উষ্ট্রী এবং অত্যন্ত প্রভুভক্ত, কোন বিপদ আঁচ করতে পারলেই তুমি তার পিঠে সওয়ার হয়ে চলে আসবে। সাবধান, এর পিঠ থেকে নামবে না কিন্তু।

আইয়াশ ইব্ন রবী'আ তাদের সঙ্গে ঐ উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে গেল। পথে এক জায়গায় এসে আবূ জাহ্ল বলল, আল্লাহর কসম ভাই, আমার এ উটনীর পিঠে বড্ড বেশি

বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি, কিছুক্ষণের জন্যে তুমি কি আমাকে তোমার উটনীটির পিঠে তোমার সাথে নিতে পারনা? সে বলল, অবশ্যই পারব; এই বলেই সে তার উটনীটিকে বসাল আর তারা উভয়ে তাদের উটনীকে বসাল—যাতে করে উটনী বদল করতে পারে। আর অমনি তারা উভয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাকে বেঁধে নিল এবং আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় তাকে নিয়ে তারা মক্কা শরীফে প্রবেশ করল। তারপর তারা তাকে নানাভাবে নির্যাতন করল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী'আ পরিবারের একজন বলেছেন যে, তারা তাকে নিয়ে দিনের বেলায় মক্কা শরীফে প্রবেশ করল আর তিনি তখন ছিলেন বাঁধা অবস্থায়। তারা উভয়ে বলতে লাগল : হে মক্কাবাসী! আমরা আমাদের নির্বোধদের সাথে যেরূপ করলাম, তোমরাও তোমাদের ঘনিষ্ঠ নির্বোধদের সাথে অনুরূপ আচরণ কর!

হিশাম ইব্‌ন আস-এর প্রতি হযরত উমর (রা)-এর পত্র

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নাফি' আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি (উমর) বলেন, আমরা বলাবলি করতাম, যারা (কাফিরদের) নির্যাতনের মুখে নতি-স্বীকার করে ফেলে, তাদের ফরয-নফল কোন ইবাদত ও তওবা আল্লাহ্ পাক কবূল করবেন না। তারা হচ্ছে ঐ সম্প্রদায়-যারা আল্লাহ্‌কে চিনেছে তারপর তাদের উপর আপতিত কঠিন পরীক্ষা ও বিপদ-আপদের জন্যে তারা কুফরীর দিকে ফিরে গেছে। তিনি (উমর) বলেন : তারা (সাহাবীরা) নিজেদের মধ্যে এরূপ আলাপ-আলোচনা করতেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে এবং আমাদের উক্তি ও তাদের নিজেদের উক্তির ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন :

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ . وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ . وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ .

"হে রাসূল! আপনি বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ—আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হবে না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে; তারপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে।" (৩৯ : ৫৩-৫৫)

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন : আমি স্বহস্তে তা পত্রস্থ করি এবং হিশাম ইব্‌ন আসের কাছে প্রেরণ করি।

রাবী বলেন, হিশাম ইব্‌ন আস (রা) বলেন : যখন আমার কাছে এ আয়াতগুলো এসে পৌঁছল, তখন আমি যূ-তাওয়ার উচ্চভূমি ও নিম্নভূমিতে তা তিলাওয়াত করতে করতে আরোহণ অবরোহণ করতে লাগলাম, কিন্তু তা কিছুই হৃদয়ংগম করতে পারছিলাম না। এমনকি আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করতে লাগলাম : হে আল্লাহ্! আমাকে এগুলোর মর্ম উপলব্ধি করার জ্ঞান দান কর!

তিনি বলেন, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে এ উপলব্ধি দান করলেন যে, এ আয়াতগুলো আসলে আমাদেরই উপলক্ষে নাযিল করা হয়েছে, সে ব্যাপারে যা আমরা নিজেদের সম্পর্কে বলাবলি করতাম আর লোকেও আমাদের সম্পর্কে এরূপ বলাবলি করত। তিনি বলেন, তখন আমি আমার উটের দিকে অগ্রসর হলাম, তার পিঠে আরোহণ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলাম। আর তিনি তখন মদীনা শরীফে অবস্থান করছিলেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের মক্কা শরীফ গমন

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এমন এক ব্যক্তি আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি বিশ্বাস করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় থাকা অবস্থায় বললেন :

من لى بعياش ابن ابى ربيعة وهشام بن العاصى

"আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী'আ এবং হিশাম ইব্‌ন আসকে আমার কাছে নিয়ে আসার জন্যে কে প্রস্তুত আছ?"

ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাদের দু'জনকে আপনার কাছে নিয়ে আসার জন্যে প্রস্তুত।

তখন তিনি মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি খাদ্য বহনকারিণী এক মহিলার সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দী, তুমি যাচ্ছ কোথায়? সে বলল—ঐ দু'টি বন্দীর উদ্দেশ্যে। বলে সে ঐ দু'জনের দিকেই ইঙ্গিত করল। তিনি তার পিছু পিছু গেলেন এবং জায়গাটি চিনে নিলেন। তাঁরা দু'জন তখন এমন একটি ঘরে বন্দী ছিলেন, যার ছাদ ছিল না। তারপর সন্ধ্যা হলে তিনি প্রাচীর ডিঙিয়ে তাঁদের কাছে গিয়ে উপনীত হলেন। তারপর একটি পাথর তুলে নিয়ে তাঁদের দু'জনের শৃঙ্খলের নিচে তা রাখলেন। তারপর তরবারির আঘাতে তাদের শিকল ছিন্ন করলেন। এ জন্যই তার তারবারিকে যুল-মারওয়া বলা হত। তারপর ঐ দু'জনকে তাঁর উটের পিঠে চড়িয়ে তাঁদেরকে নিয়ে চললেন। ঐ সময় তাঁর পায়ের অঙ্গুলি হোঁচট খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে যায়। তিনি বলে উঠলেন :

هل انت الا اصبع دميث * وفى سبيل الله ما لقيت

"হে অঙ্গুলি, তুমি তো অঙ্গুলি বৈ-নও, তুমি রক্তাক্ত হয়েছ, তোমার এ কষ্টটুকু তুমি আল্লাহ্‌র পথেই লাভ করেছ।"

তারপর তিনি উভয়কে নিয়ে মদীনা শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন।

মদীনায় মুহাজিরদের আবাসস্থল

হযরত 'উমর (রা), তাঁর ভাই ও অন্যদের বাসগৃহ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এবং তাঁর সাথে তাঁর পরিবার-পরিজন ও সম্প্রদায়ের যে লোকজন মদীনায় পদার্পণ করেন, তাঁরা হলেন :

- তাঁর ভাই যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব।
- সুরাকা ইব্‌ন মু'তামারের পুত্রদ্বয়—আমর ও আবদুল্লাহ্।
- খুনায়স ইব্‌ন হুযাফা সাহমী—যিনি তাঁর (উমরের) জামাতা এবং তাঁর কন্যা হাফসার প্রথম স্বামী ছিলেন। পরবর্তীকালে হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিবাহাবদ্ধ হয়েছিলেন।
- সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল।
- ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তামীমী। ইনি তাদের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন।
- খাওলা ইব্‌ন আবূ খাওলা—
- মালিক ইব্‌ন আবূ খাওলা—এ দু'জনও উমর পরিবারের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ খাওলা ছিলেন ইব্‌ন আজল ইব্‌ন লুজায়ম ইব্‌ন সা'ব ইব্‌ন আলী ইব্‌ন বকর ইব্‌ন ওয়ায়ল গোত্রের লোক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

- এবং বুকায়রের পুত্র চতুষ্টয় : ইয়াস ইব্‌ন বুকায়র, আকীল ইব্‌ন বুকায়র, আমির ইব্‌ন বুকায়র ও খালিদ ইব্‌ন বুকায়র।
- এবং সা'দ ইব্‌ন লায়স গোত্রভূত তাদের মিত্রবর্গ।

এঁরা সকলে রিফা'আ ইব্‌ন আবদুল মুনযির ইব্‌ন যানবরের ওখানে কুবার বনূ আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে উঠেন। আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী'আ যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন তিনিও তাঁর নিকট এসে উঠলেন।

তালহা (রা) ও সুহায়ব (রা)-এর বাসগৃহ

তারপর মুহাজিরগণের আগমন অব্যাহত গতিতে চলতেই থাকে। তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ও সুহায়ব ইব্‌ন সিনান গিয়ে উঠেন সানাহ[১] নামক স্থানে, বালাহারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর ভাই খুবায়ব ইব্‌ন ইসাফ-এর নিকটে।

বলা হয়, তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ নাজ্জার গোত্রের আসআদ ইব্‌ন যুরারার ওখানেই উঠেছিলেন।

---

১. সানাহ্ মদীনার উচ্চ অঞ্চলে অবস্থিত একটি স্থান।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে আবূ উসমান নাহ্‌দীর বরাতে বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, সুহায়ব যখন মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করলেন, তখন কুরায়শের কাফিররা তাঁকে বলল : ওহে, তুমি তো আমাদের এখানে এসেছিলে তুচ্ছ কপর্দকহীনরূপে, আমাদের এখানেই তুমি ধনাঢ্য হয়ে যা হবার তা হয়েছ। এখন তুমি তোমার ধন-প্রাণ নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছ। আল্লাহ্‌র কসম, কখনও এমনটি হতে পারে না। তখন সুহায়ব বললেন : আচ্ছা, আমি যদি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দেই, তা হলে কি তোমরা আমার পথ ছেড়ে দেবে? তারা বলল : হ্যাঁ, তা হতে পারে। তিনি বললেন : যাও, আমি তোমাদেরকে আমার সমস্ত ধন-সম্পদ দান করলাম। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি বলে উঠলেন :

ربح صهيب ربح صهيب

"সুহায়ব তার ব্যবসায়ে লাভবান হয়েছে, সুহায়ব তার ব্যবসায় লাভবান হয়েছে।"

হামযা ও যায়দ (রা)-এর বাসগৃহ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব, যায়দ ইব্‌ন হারিসা এবং হামযার দুই মিত্র—আবূ মারসাদ কান্নায ইব্‌ন হিসন, ইব্‌ন হিশাম বলেন-একে কেউ কেউ ইব্‌ন হুসায়নও বলে থাকেন এবং তাঁর ছেলে মারসাদ গানাবী, গানাসা ও আবূ', আনিসা[১] ও আবূ কাবশা[২] নামক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত দু'জন গোলাম এসে কুবার আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে কুলসুম ইব্‌ন হিদামের নিকটে এসে উঠলেন। বলা হয় যে, এঁরা সবাই এসে উঠেছিলেন সা'দ ইব্‌ন খায়সামার ওখানে। আরো বলা হয়ে থাকে যে, বরং হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব বনূ নাজ্জারের আস'আদ ইব্‌ন যুরারার কাছে উঠেছিলেন। এ সবই তথাকথিত ঘটনা।

উবায়দা ও তাঁর ভাই তুফায়ল প্রমুখের বাসগৃহ

উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব এবং তাঁর দুই ভাই তুফায়ল ইব্‌ন হারিস এবং হুসায়ন ইব্‌ন হারিস, মিসতাহ ইব্‌ন উসাসা ইব্‌ন 'আব্বাদ ইব্‌ন মুত্তালিব, বনূ আবদুদ্দারের সুওয়ায়ত ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হুরায়মালা, বনূ আবদ ইব্‌ন কুসাইর তুলায়ব ইব্‌ন উমায়র এবং উত্‌বা ইব্‌ন গাযওয়ানের আযাদকৃত গোলাম খাব্বাব কুবায় আজলান গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামার ওখানে উঠেন।

---

১. আনাসা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম। এঁর কুনিয়াত ছিল আবূ মাসরূহ বা আবূ মাশরূহ্। বদরসহ রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে প্রতিটি যুদ্ধে ইনি শামিল ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে তাঁর মৃত্যু হয়।

২. আবূ কাবশার নাম সলীম। বলা হয়ে থাকে যে, ইনি পারসিক বংশোদ্ভূত। বদরসহ সকল যুদ্ধে নবী করীম-এর সাথে শামিল ছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইন্তিকাল করেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের বাসগৃহ

আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ অন্য মুহাজিরগণের সাথে বলোহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের বলোহারিসেরই বাড়িতে সা'দ ইব্‌ন রবী'আর নিকটে উঠেন।

যুবায়র ও আবূ সাবুরার বাসগৃহ

যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) ও আবূ সাবুরা ইব্‌ন আবূ রুহাম ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা (রা) গিয়ে উঠেন মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উকবা ইব্‌ন উহায়হা ইব্‌ন জুল্লাহ্-এর বাড়িতে উসবা নামক স্থানে জাহ্‌জাবানী গোত্রের পল্লীতে।

মুস'আব (রা)-এর বাসগৃহ

বনূ আবদুদ্দারের মুস'আব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম গিয়ে উঠেন বনূ আবদুল আশহালের সা'দ ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন নু'মানের বাড়িতে বনূ আবদুল আশহালের পল্লীতে।

আবূ হুযায়ফা ও উত্‌বার বাসগৃহ

আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ এবং আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম সেখানে পৌঁছেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম বলে কথিত সালিম আসলে মুক্ত হয়েছিলেন সুবায়তা বিন্‌ত যূআর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস-এর দ্বারা। উক্ত মহিলা তাঁকে আযাদ করে দিলে তিনি গিয়ে উঠলেন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আর ঘরে। তিনি তাঁকে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। তখন থেকে তিনি আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত সালিম বলে অভিহিত হতে থাকেন। আবার একথাও বলা হয় যে, সুবায়তা বিন্‌ত য়ূ'আর ছিলেন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বার সহধর্মিণী। তিনি ঐ অবস্থায় সালিমকে মুক্তি দিয়েছিলেন বলে তাকে আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত সালিম বলা হতে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উত্‌বা ইব্‌ন গায্‌ওয়ান ইব্‌ন জাবির গিয়ে উঠেন বনূ আবদুল আশহালের আব্বাদ ইব্‌ন বাশার ইব্‌ন ওয়াক্বাশা-এর বাড়িতে আবদুল আশহালের পল্লীতে।

হযরত উসমান (রা)-এর বাসগৃহ

উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের ভাই আওস ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন মুনযিরের নিকট ইব্‌ন নাজ্জারের পল্লীতে গিয়ে উঠেন। এ জন্যেই হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত হযরত উসমানকে বড্ড বেশি ভালবাসতেন। তাই হযরত উসমানকে যখন শহীদ করা হয়, তখন হযরত হাস্‌সান তাঁর জন্য শোকবার্তা লিখেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে যে, অবিবাহিত মুহাজিররা উঠেছিলেন সা'দ ইব্‌ন খায়সামার বাড়িতে। কেননা তিনি নিজেও ছিলেন অবিবাহিত। আল্লাহ্‌ই বিশুদ্ধ মত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরত

হযরত আলী (রা) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর হিজরতে বিলম্ব

মুহাজির সাহাবীদের মদীনা গমনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুমতির আশায় মক্কায় বসে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। বাধাপ্রাপ্ত, নির্যাতিতগণ এবং হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ইব্ন আবূ কুহাফা (রা) ব্যতীত আর কেউই মক্কা শরীফে তাঁর সাথে ছিলেন না।

হযরত আবূ বকর (রা) প্রায়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করতেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন :

لاتعجل لعل الله يجعل لك صاحبا

"তাড়াতাড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার কোন সাথী জুটিয়ে দেবেন।"

হযরত আবূ বকরের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগত, সে সাথী যেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই হন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্কে কুরায়শদের পরামর্শ সভা

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা যখন লক্ষ্য করল, তাদের বাইরের লোকদের মধ্যে মক্কার বাইরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একদল সাথী-সমর্থক জুটে গিয়েছে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী সাহাবীগণ তাঁদের কাছে হিজরত করে চলে গিয়েছেন, তখন তারা আঁচ করতে পারল যে, তাঁরা একটি সুরক্ষিত স্থানে গিয়ে উঠেছেন এবং সেখানে উপযুক্ত আশ্রয়ও পেয়ে গিয়েছেন। এখন তাদের আশংকা হতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের সাথে গিয়ে মিলিত হবেন এবং তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করবেন, তখন তারা তাঁর ব্যাপারে একটা বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দারুন-নাদওয়ায় সমবেত হল। এটা ছিল কুসাই ইব্ন কিলাবের বাড়ি। কুরায়শরা সেখানে বসে পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত না। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে তাদের মনে শঙ্কা দেখা দিল, তখনও তারা সেখানেই পরামর্শ সভায় মিলিত হল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমার এমন বন্ধু বর্ণনা করেছেন-যাকে আমি মিথ্যাবাদী মনে করি না—তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নাজীহ্ প্রমুখাৎ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুজাহিদ ইব্ন জুবায়র আবুল হুজ্জাজ প্রমুখ থেকে—যাঁদের আমি মিথ্যাবাদী মনে করি না—তাঁরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস থেকে (আল্লাহ্ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : কুরায়শরা যখন এ ব্যাপারে একমত হল যে, দারুন-নাদওয়ায় বসে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করবে এবং পরামর্শের সে পূর্ব নির্ধারিত দিনটি যখন এল, যাকে তারা ইয়াওমুর রহমত নামকরণ করেছিল, সেদিন এক প্রবীণ বৃদ্ধের

বেশে ইবলীস তাদের সম্মুখে উপস্থিত হল। তার গায়ে তখন একটা মোটা চাদর ছিল। সে দরজার সম্মুখে দাঁড়াল। তাকে দারুন-নাদওয়ার দরজায় দণ্ডায়মান দেখে তারা জিজ্ঞেস করল : এ প্রবীণ বৃদ্ধটি কে ? একজন বলল : নজ্‌দ্‌বাসী এক প্রবীণ ব্যক্তি। তোমাদের পূর্ব নির্ধারিত পরামর্শের কথা শুনে তোমাদের আলাপ-আলোচনা শুনতে এসেছেন। তারপর তিনি তার নিজ অভিমত ও পরামর্শ দানেও কার্পণ্য করবেন না। তারা বলল : আচ্ছা বেশ বেশ, আসুন! তখন সেও তাদের সাথে পরামর্শগৃহে প্রবেশ করল। সেখানে কুরায়শ বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিল। তারা হচ্ছে :

নবীজীর হত্যাকাণ্ডের পরামর্শদাতারা

বনূ আব্‌দ শাম্‌স থেকে

১. উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ
২. শায়বা ইব্‌ন রবী'আ ও
৩. আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারব;

নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ গোত্র থেকে

৪. তা'ঈমা ইব্‌ন আদী
৫. জুবায়র ইব্‌ন মুতইম ও
৬. হারিস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নাওফাল;

বনূ ইব্‌ন কুসাই থেকে

৭. নযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালদা;

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা থেকে

৮. আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম
৯. যাম'আ ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব
১০. হাকীম ইব্‌ন হিযাম ;

বনূ মাখযূম থেকে

১১. আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম;

বনূ সাহম থেকে হাজ্জাজের দুই পুত্র

১২. নুবায়হ্ ও
১৩. মুনাব্বিহ্ ;

বনূ জুমাহ্ গোত্র থেকে

১৪. উমাইয়া ইব্‌ন খালফ।

কুরায়শের অপর যারা তাদের সাথে ছিল তাদের সঠিক পরিচয় জানা যায় না।

তখন তারা একে অপরকে বলল, এ ব্যক্তিটির ব্যাপার তো যা ছিল দেখেছই। এখন তো আল্লাহ্‌র কসম, যখন বাইরে থেকে তার সঙ্গী-সাথী ও ভক্তের দল জুটে গেছে, তখন তো আমরা তার আক্রমণ থেকে নিরাপদবোধ করতে পারি না। সুতরাং সকলে মিলে এর একটা বিহিত করতেই হয়।

রাবী বলেন, তারপর তারা সলা-পরামর্শে প্রবৃত্ত হল। তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল : একে শিকলে আবদ্ধ করে তার পূর্বেকার কবি যুহায়র ও নাবেগার মত মৃত্যু পর্যন্ত দ্বাররুদ্ধ করে রেখে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়! এভাবে সে মরে গেলে আমরা এ আপদ থেকে বেঁচে যাই। নজ্‌দের শায়খ (রূপী শয়তান) তখন বলে উঠল, না না, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের এ অভিমতটি যথার্থ নয়। তোমাদের বলামত সত্যিই যদি তোমরা তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দ্বাররুদ্ধ করে রাখ, তবে ব্যাপারটি দরজার বাইরে তার বন্ধু-বান্ধবের জানাজানি হয়ে যেতে পারে। তারপর তারা জোটবদ্ধ হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে, তোমাদের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে, তাদের সংখ্যা তোমাদের সংখ্যাকে অতিক্রম করতে পারে, এমনকি তারা তোমাদেরকে পরাস্তও করে দিতে পারে। এটা তোমাদের কোন সঠিক অভিমত হলনা। তোমরা অন্য কিছু ভেবে দেখ। তারা তখন আবার পরামর্শ করতে লাগল।

তাদের একজন প্রস্তাব দিল : আমরা একে আমাদের মধ্য থেকে বের করে দিয়ে দেশান্তর করব। তারপর সে যখন দেশান্তরিত হবে, তখন সে কোথায় গেল বা তার কী হল না হল, সে মাথা ব্যথা আর আমাদের রইলনা। সে যখন আমাদের মধ্যে থাকবে না, তার উপদ্রব থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাব, তখন আমরা আমাদের ব্যাপার-স্যাপার গুছিয়ে নিয়ে পূর্বের ন্যায় সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির অবস্থায় ফিরে যাব।

নজদী বৃদ্ধটি বলে উঠল : না না, আল্লাহ্‌র কসম! এটাও কোন কাজের কথা হলনা। তার সুন্দর কথা, মিষ্ট বাক্য ও লোকের অন্তর জয় করার অপূর্ব শক্তি কি তোমরা প্রত্যক্ষ করনি? আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যদি এমনটি কর তবে সে কোন আরব জনপদে গিয়ে উঠবে, তারপর তার সুমিষ্ট বুলি ও কোমল আচরণ দিয়ে তাদের অন্তর জয় করে তাদেরকে তার ভক্ত-অনুরক্ত করে নেবে। তারপর তাদেরকে সাথে নিয়ে এসে তোমাদের দেশেই তোমাদের পদানত করবে এবং তোমাদের শাসন-ক্ষমতা সে তোমাদের হাত থেকে কেড়ে নেবে। তখন সে তোমাদের সাথে যাচ্ছে তাই আচরণ করতে পারবে। সুতরাং এভাবে তোমরা তার হাত থেকে নিরাপদ হতে পারবে না। এ ছাড়া তোমরা অন্য কোন বুদ্ধি খুঁজে বের কর।

রাবী বলেন, তখন আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম বলল : আমার কাছে একটি বুদ্ধি আছে, জানি না, এযাবৎ তোমরা কেউ তা ভেবেছ কি না! সকলে ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল : হে জ্ঞানবৃদ্ধ! কী সে বুদ্ধিটি?

সে বলল : আমার অভিমত হচ্ছে, আমরা আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একটি করে সাহসী, তারুণ্যদীপ্ত, শক্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত যুবককে বাছাই করে তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে শাণিত তরবারি তুলে দেব। তারা সকলে একযোগে তার উপর এমনিভাবে আঘাত হানবে যেন এটা একই ব্যক্তির আঘাত। এভাবে তারা তাকে হত্যা করবে আর আমরা চিরতরে তার উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব। কেননা এভাবে তার খুনের দায়িত্ব সকল গোত্রের উপর বর্তাবে। বনূ আব্দ মানাফ তখন একা গোটা জাতির সকল গোত্রের সাথে লড়াই করতে সমর্থ হবে না। তখন তারা রক্তপণ গ্রহণেই সম্মত হবে। তখন আমরা সকলে অনায়াসেই সে রক্তপণ আদায় করে দেব।

রাবী বলেন, নজ্দী বৃদ্ধটি তখন বলে উঠল : এ লোকটি একটা কথার মত কথা বলেছে! আমি তো এ ছাড়া গত্যন্তর দেখি না। এ প্রস্তাব তাই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এবং লোকজন নিজ নিজ ঘরে চলে গেল।

নবী করীম (সা) রওয়ানা হলেন এবং তাঁর বিছানায় আলী (রা)-কে রেখে গেলেন

হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আজ আপনি আপনার বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর যখন রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসল, তখন ঐ বাছাই করা যুবকরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে কখন তিনি শুতে যান তার অপেক্ষায় রইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাদের অবস্থান লক্ষ্য করলেন, তখন আলী ইব্ন আবূ তালিবকে ডেকে বললেন : তুমি আমার বিছানায় আমার সবুজ হাযরামী চাদরটি গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়। কেননা এতে তারা তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন শুতেন, তখন ঐ চাদরটি গায়ে দিতেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কারাযী-এর বরাতে। তিনি বলেন : যখন তারা দ্বারপ্রান্তে গিয়ে সমবেত হল, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশামও তখন তাদের সাথে ছিল। সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, নিশ্চয়ই মুহাম্মদের ধারণা, তোমরা যদি তার ধর্মের আনুগত্য-অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা আরব-আজমের বাদশাহ্ হয়ে যাবে, তারপর মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে, তখন তোমাদের জন্যে জর্দানের বাগ-বাগিচার মতো বাগ-বাগিচা হবে। আর যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমাদের রক্তপাত বৈধ হবে এবং মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে আর তখন তোমাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সম্মুখে বের হলেন। তিনি হাতে একমুঠো মাটি নিলেন। তারপর বললেন : হ্যাঁ, আমি এরূপই বলে থাকি। আর তুমি তাদেরই একজন (যারা আগুনে প্রজ্বলিত হবে)। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলেন আর তারা

তখন তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন ঐ মাটি তাদের মাথায় ছিটাতে লাগলেন। তখন তিনি সূরা ইয়াসীনের এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছিলেন :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ . وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ . اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ . عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ..... وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ٥

"ইয়াসীন, বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। আপনি সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন অবতীর্ণ, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নিকট থেকে, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক জাতিকে, যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি; যার ফলে তারা গাফিল। তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হয়েছে : সুতরাং তারা ঈমান আনবেনা। আমি তাদের গলদেশের চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের অগ্রপশ্চাতে একটি প্রাচীর তুলে দিয়েছি এবং তাদের চোখের উপর আবরণ ফেলে দিয়েছি সুতরাং তারা দেখতে পাবে না।" (৩৬ : ১-৯)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াতগুলোর তিলাওয়াত সম্পন্ন করতে করতে তাদের সব ক'জনের মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করা সম্পন্ন হল। তারপর তিনি তাঁর গন্তব্যের পানে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। তখন তাদের কাছে এমন একজন আগন্তুক এসে পৌঁছল, যে কোনদিন তাদের কাছে আসেনি। আগন্তুকটি বলল : কী হে! এখানে কার জন্যে অপেক্ষা করছ? তারা জবাব দিল : মুহাম্মদের জন্যে। সে বলল : আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ তো তোমাদের সম্মুখ দিয়েই বেরিয়ে গেলেন আর তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে আপন গন্তব্য পথে চলে গিয়েছেন। তোমরা কি তোমাদের অবস্থা লক্ষ্য করবেনা? তখন তাদের প্রত্যেকেই মাথায় হাত দিয়ে দেখল যে, সত্যি সত্যি তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর মাটি রয়েছে। তখন তারা অনুসন্ধান করে দেখল, আলী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাদর গায়ে তাঁর বিছানার উপর শুয়ে আছেন। তারা তখন পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল : এই যে মুহাম্মদ চাদর মুড়ি দিয়ে শায়িত। এ অবস্থায় ভোর পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করল। তারপর যখন আলী (রা) শয্যাত্যাগ করলেন, তখন তারা বলে উঠল : আল্লাহ্র কসম! ঐ আগন্তুকটি যা বলেছিল তাই সত্য ছিল।

মুশরিকদের প্রতীক্ষা সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াত

ইব্ন ইসহাক বলেন : ঐদিন এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাদের সমবেত প্রচেষ্টা সম্পর্কে কুরআন শরীফের যে সব আয়াত নাযিল হয় তার মধ্যে আছে :

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ

"হে রাসূল! আপনি স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে তাদের গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল যাতে করে তারা আপনাকে বন্দী করতে পারে বা হত্যা করতে পারে অথবা দেশান্তর করতে পারে। তারা তাদের গোপন ষড়যন্ত্র আঁটছিল আর আল্লাহ্ও তাঁর গোপন কৌশল আঁটছিলেন। আর গোপন কৌশল আঁটার ব্যাপারে আল্লাহ্ই সর্বোত্তম।" (৮ : ৩০)

এ ছাড়াও আল্লাহ্র বাণী :

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ - قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ

"তারা কি বলে, ইনি একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রাদুর্ভাবের প্রতীক্ষায় আছি ? হে রাসূল! আপনি বলুন, প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম। দেখা যাবে শেষফল কার ভাগ্যে জুটে।" (৫২ : ৩০-৩১)

ইব্ন হিশাম (র) বলেন : المنون শব্দের অর্থ মৃত্যু এবং ريب المنون অর্থ মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব বা মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারাদি। আবূ যুয়ায়ব হুযালীর কবিতায় আছে :

أمن المنون وريبها تتوجع * والدهر ليس بمعتب من يجزع

"মৃত্যু ও তার প্রাদুর্ভাবের আশংকায় তুমি ব্যাকুল ও বেদনাহত? কিন্তু যুগচক্র যে কারো বিচলিত ভাব দর্শনে তার রুদ্ররোষ থেকে মুক্তি দেয় না।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা এই সময় তাঁর নবী (সা)-কে হিজরতের অনুমতি দান করেন।

নবী করীম (সা)-এর সাথে হিজরত করার জন্য আবূ বকর (রা)-এর আকাঙ্ক্ষা

ইব্ন ইসহাক বলেন : হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্-এর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলেন, তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন :

لاَ تَعجَل لعل الله يجعل لك صاحبا

"তড়িঘড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে কোন সঙ্গী জুটিয়ে দেবেন।"

হযরত আবূ বকর (রা) মনে মনে আশা পোষণ করতে থাকেন যে, সেই কথিত সাথী যেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ হন। অর্থাৎ এ সাথী বলতে তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছেন বলে তিনি ধরে নেন। তাই তিনি দু'টি সওয়ারীর উট কিনে তাঁর বাড়িতে বেঁধে রাখেন এবং হিজরতের প্রস্তুতি স্বরূপ এগুলোকে ঘাস পানি খাওয়াতে থাকেন।

মদীনা শরীফে হিজরতের ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না এমন একজন রাবী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন—উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে, আর তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিনের কোন এক প্রান্তে ভোরে বা সন্ধ্যায় আবূ বকরের ঘরে আসতে ভুলতেন না। কিন্তু যেদিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের এবং মক্কা ও তাঁর স্বজাতির নিকট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি লাভ করলেন, সেদিন তিনি আমাদের বাড়িতে আগমন করেন দুপুরবেলা। সাধারণত এ সময় তিনি কখনো আসতেন না।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : যখন আবূ বকর (রা) তাঁকে দেখতে পেলেন, তখন বলে উঠলেন : এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন ঘটছে নিশ্চয়ই কোন অভিনব ব্যাপারের জন্যে। আয়েশা (রা) বলেন : যখন তিনি প্রবেশ করলেন, তখন আবূ বকর (রা) তাঁর চৌকি থেকে একটু সরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন উপবেশন করলেন। আমি এবং আমার বোন আসমা ব্যতীত তখন সেখানে কেউ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার নিকট যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। আবূ বকর (রা) বললেন : এরা তো আমারই কন্যাদ্বয় ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোন। এরা থাকলে আর কী আসে-যায়? তিনি বললেন :

ان الله قد اذن لى فى الخروج والهجرة

"আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বেরিয়ে পড়ার এবং হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।" বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন :

اَلصُّحْبَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه ؟

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও কি আপনার সহচররূপে থাকব?"

জবাবে তিনি বললেন : الصُّحْبَةَ —"হ্যাঁ, তুমিও সঙ্গে থাকবে।"

বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এর পূর্বে কোনদিন আমি ভাবতেও পারিনি যে, কোন ব্যক্তি খুশিতেও কাঁদতে পারে। কিন্তু সেদিন দেখলাম আবূ বকর (রা) খুশিতে কাঁদছেন। তারপর তিনি বললেন : ইয়া নবী-আল্লাহ্! এ দু'টি উষ্ট্রী আমি এ উদ্দেশ্যে তৈরি করে রেখেছি। তখন তাঁরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকত নামক দায়েল ইব্‌ন বকর গোত্রের এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। লোকটির মা ছিল বনূ সাহ্‌ম ইব্‌ন আমরের এক মহিলা। লোকটি ছিল মুশরিক বা পৌত্তলিক। সে তাঁদের পথ প্রদর্শনের জন্যে নিয়োজিত হয়। তাঁরা তাকে তাঁদের উষ্ট্রীগুলো বুঝিয়ে দেন। এগুলো তার কাছেই থাকে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সে এগুলোকে লালন-পালন করতে থাকে।

যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের সংবাদ জানতেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি যতদূর জানতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন রওয়ানা করে যান, তখন আলী ইব্ন আবূ তালিব, আবূ বকর সিদ্দীক এবং আবূ বকরের পরিবারবর্গ ছাড়া আর কেউ তা ঘুণাক্ষরেও জানত না। আলীকে তো আমার জানামতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর রওয়ানা হয়ে যাওয়ার সংবাদ দিয়ে তাঁকে তাঁর প্রস্থানের পর মক্কা শরীফে অবস্থান করতে এবং তাঁর কাছে লোকের গচ্ছিত দ্রব্যসামগ্রী তাদের হাতে বুঝিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মক্কা শরীফে যার কাছেই এমন কোন দ্রব্য থাকত, যা হারানোর বা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকত, তা-ই তারা তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত। কেননা তাঁর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর গুণটি ছিল সুবিদিত।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে গিরিগুহায়

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা করতে মনস্থ করলেন, তখন তিনি আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফার বাড়িতে আসলেন এবং আবূ বকরের বাড়ির পশ্চাতের একটি খিড়কিদ্বার দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা সওর গিরিগুহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এটা ছিল মক্কার নিম্নাঞ্চলের একটি পাহাড়। তাঁরা উভয়ে তাতে প্রবেশ করলেন। আবূ বকর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্কে দিনের বেলা লোকে তাঁদের দু'জন সম্পর্কে কী বলাবলি করে তা শোনার এবং রাত্রে এসে ঐ দিনের খবরাদি পৌঁছিয়ে দিতে নির্দেশ দিল। তিনি তাঁর আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্ন ফুহায়রাকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যেন তিনি দিনের বেলা তাঁর বকরী চরাতে চরাতে সন্ধ্যা বেলা গিরিগুহায় তাঁদের কাছে এসে পৌঁছেন। আর আসমা বিন্ত আবূ বকর রাতের বেলা তাঁদের প্রয়োজনীয় খাবার সামগ্রী নিয়ে তাঁদের কাছে আসতেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার কাছে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি হাসান ইব্ন আবুল হাসান বসরী প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর রাতের বেলায় গিয়ে গিরিগুহায় পৌঁছেন। প্রথমে আবূ বকর তাতে প্রবেশ করে গুহার এদিক-ওদিকে কোন হিংস্র শ্বাপদ আছে কিনা ভাল করে দেখে নেন। অর্থাৎ নিজের প্রাণকে বিপন্ন করে হলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিরাপত্তা বিধানের জন্যে তিনি সচেষ্ট হন।

আবূ বকরের ছেলে ও ফুহায়রার ছেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাথীর সম্মানার্থে সারাক্ষণ খিদমতে নিয়োজিত থাকেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকরকে সাথে নিয়ে তিনদিন গিরিগুহায় অবস্থান করেন। কুরায়শরা তাঁর কোন সন্ধান না পেয়ে কেউ তাঁকে ধরিয়ে দিলে এক শ' উষ্ট্রী উপহার দেবে বলে ঘোষণা করে দেয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর দিনভর কুরায়শদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে তাদের সলা-পরামর্শ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকরের ব্যাপারে তাদের বলাবলি শুনতেন আর সন্ধ্যা বেলা গিরিগুহায় এসে তাঁদেরকে সে খবরাদি অবহিত করতেন। আবূ বকরের আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্ন ফুহায়রা সারাদিন মক্কাবাসীদের রাখালদের সাথে

বকরী চরাতেন আর সন্ধ্যাবেলা আবূ বকরের বকরীগুলো গুহার কাছে নিয়ে আসতেন। তাঁরা দু'জনে ওগুলোর দুধ দুইয়ে পান করতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর যখন ভোরে তাঁদের নিকট থেকে মক্কা শরীফের দিকে যেতেন, তখন আমির ইব্ন ফুহায়রাও বকরীর পাল নিয়ে তাঁর পিছু পিছু যেতেন যাতে করে তাঁর পদচিহ্নগুলো মুছে যায়।

এভাবে যখন তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল এবং লোকজনের তাঁদের ব্যাপারে চাঞ্চল্য একটু কমে গেল, তখন তাঁদের পূর্ব নির্ধারিত সেই শ্রমিক ব্যক্তিটি তাঁদের দু'জনের দু'টি উট এবং নিজের উটটি নিয়ে হাযির হল। আসমা বিন্ত আবূ বকরও পাথেয় সামগ্রী নিয়ে এসে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু পাথেয় সামগ্রীর থলে বেঁধে দেয়ার রশি আনতে তিনি ভুলে যান। তাঁরা যখন রওয়ানা হলেন, তখন তিনি পাথেয় থলি বাঁধতে গিয়ে দেখেন, তাতে রশি নেই। তখন তিনি নিজের কোমরবন্দ ছিঁড়ে তার দ্বারা থলেটি বেঁধে লটকিয়ে দেন। এ জন্যে আসমা বিন্ত আবূ বকরকে 'যাতুন নেতাক' বা কোমরবন্দওয়ালী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

হযরত আসমাকে 'যাতুন নেতাকায়ন' বলার কারণ

ইব্ন হিশাম বলেন : আমি একাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে 'যাতুন নেতাকায়ন' বা দুই কমরবন্দওয়ালী বলতে শুনেছি। তার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, যখন আসমা পাথেয় সামগ্রীর থলেটি বেঁধে দিতে মনস্থ করলেন, তখন তিনি তাঁর কোমরবন্দকে দু'ভাগে ভাগ করে একভাগ দিয়ে থলেটি বেঁধে লটকিয়ে দিলেন এবং অপরভাগ দিয়ে নিজের কোমর বাঁধলেন (ফলে একটি কোমরবন্দ কার্যত দু'টিতে পরিণত হয়)।

আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যানবাহন নিয়ে হাযির হলেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর যখন বাহন দু'টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে এলেন, তখন তিনি দু'টির উত্তমটি এগিয়ে দিয়ে বললেন : আপনার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আরোহণ করুন! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যে উট আমার নিজের নয়, তাতে আমি আরোহণ করতে পারি না। আবূ বকর বলে উঠলেন : আপনার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ উট আপনারই! তিনি বললেন, তা হতে পারে না; আপনি কত মূল্যে তা ক্রয় করেছেন? তিনি বললেন : এত এত মূল্যে। তিনি (সা) বললেন : তা হলে ঐ মূল্যের বিনিময়েই আমি তা গ্রহণ করলাম।[১] তখন আবূ বকর বললেন : এ আপনার ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তাঁরা দু'জনেই বাহনে আরোহণ করলেন এবং

---

১. কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এ মর্মে জিজ্ঞাসিত হন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূল্য না দিয়ে তা গ্রহণে অসম্মতি জানালেন কেন, অথচ ইতিপূর্বে আবূ বকর (রা) ততোধিক অর্থ তাঁর জন্যে ব্যয় করেছেন, যা তিনি গ্রহণও করেছেন। নবী করীম (সা) নিজে বলেছেন : আবূ বকর ছাড়া অপর কেউই পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ দিয়ে আমার এত উপকার করেননি।

জবাবে উক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেছেন : যেহেতু হিজরত জান ও মাল দিয়ে করার জন্যে রাসূল (সা) আগ্রহী ছিলেন, তাই আল্লাহ্র পথে হিজরত ও জিহাদের পূর্ণ সওয়াব লাভের জন্যে তিনি আপন সম্পদ দ্বারা নিজ বাহন ক্রয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ইব্ন ইসহাকের অন্য এক রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, ঐ উটটি হাদীসে উক্ত জাদ'আ।

রওয়ানা হয়ে গেলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রাকে তাঁর সাথে উটের পিছনে বসিয়ে নিলেন-যাতে করে পথে তিনি উভয়ের সেবা-যত্ন করতে পারেন।

আবূ জাহ্‌ল কর্তৃক আসমা (রা) প্রহৃত হলেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসমা বিন্‌ত আবূ বকর সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর বের হয়ে গেলেন, তখন কুরায়শের একদল লোক আমাদের ঘরে আসল। আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশামও তাদের মধ্যে ছিল। তারা আবূ বকর (রা)-এর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল। আমি তাদের নিকটে গেলাম। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল : হে আবূ বকর তনয়া! তোমার পিতা কোথায়?

তিনি বলেন : তাদের আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আমার আব্বা কোথায় তা আমার জানা নেই। তখন আবূ জাহ্‌ল তার হাত তুলল আর সে ছিল অত্যন্ত কু-ভাষী। সে আমার গালে এমনি কষে একটি চপেটাঘাত করল যে, আমার কানের দুল এতে পড়ে গেল।

জিন কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাত্রা সংবাদের গান পরিবেশন

আসমা বলেন : তারপর তারা চলে গেল। আমরা তিন রাত পর্যন্ত সংবাদবিহীন অবস্থায় কাটালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথায় গেলেন তা আমরা জানতেও পারলাম না। শেষ পর্যন্ত মক্কা শরীফের নিম্নাঞ্চলের দিক থেকে একটি জিন আরবদের গান করার মত গানের কয়েকটি কলি গাইতে গাইতে আবির্ভূত হল। লোকজন তার গান শুনে শুনে তার পিছু পিছু যাচ্ছিল, কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছিলনা। সে মক্কা শরীফের উচ্চ অঞ্চলের দিক দিয়ে নিম্নরূপ গাইতে গাইতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল :

جزى الله رب الناس خير جزائه
رفيقين حلا خيمتى ام معبد
هما نزلا بالبر ثم تروّحا
فافلم من امسى رفيق محمد
ليهن بنى كعب مكان فتاتهم
ومقعدها للمؤمنين بمرصد

"মানুষের প্রভু করে যেন দান উত্তম প্রতিদান
বন্ধু যুগলে উম্মে মা'বাদ-গৃহে যে অবস্থান
ভালোয় ভালোয় উঠেছেন তাঁরা সন্ধ্যায় প্রস্থান
মুহাম্মদের সাথী হল যেবা লভিয়াছে কল্যাণ।
ধন্য বনূ কা'বের অন্দর ও বৈঠকখানা
উঠিবে সেথায় বিশ্বাসীগণ (দেবে যে তাদেরে পানা)।

উম্মু মা'বাদ-এর বংশ-লতিকা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উম্মু মা'বাদ হচ্ছেন কা'ব গোত্রের কা'বের কন্যা। আর বনূ কা'ব খুজা'আ গোত্রের শাখা-গোত্র।

আর حلاخيمتى এবং هما نزلا بالبر وتروّحا অংশটি ইব্‌ন ইসহাকের নয়, অন্যের বর্ণিত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) বলেন : আমরা যখন তার কথা শ্রবণ করলাম, তখনই জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন্‌দিকে যাত্রা করেছেন। তিনি আসলে মদীনা শরীফের দিকেই রওয়ানা করেছেন। কাফেলায় তাঁরা সর্বমোট চারজন ছিলেন :

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা),
২. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা),
৩. আমির ইব্‌ন ফুহায়রা—আবূ বকরের আযাদকৃত দাস এবং
৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকত—তাঁদের পথ-প্রদর্শক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উরায়কিতও বলা হয়ে থাকে।

হিজরতের পর আবূ বকর (রা) পরিবারের ভূমিকা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের পৌত্র ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন 'আব্বাদ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা 'আব্বাদ তাঁর পিতামহী আসমা বিন্‌ত আবূ বকরের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা) সমভিব্যাহারে মক্কা শরীফ থেকে বের হলেন, তখন আবূ বকর (রা) তাঁর সমস্ত সম্পদ সাথে নিয়ে যান। তখন তাঁর কাছে পাঁচ হাজার বা ছয় হাজার দিরহাম ছিল। তিনি সেগুলো সাথে নিয়ে যান।

আসমা বলেন : আমার দাদাজান আবূ কুহাফা আমাদের ঘরে এলেন। তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছে। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো তাকে দেখছি না। নিশ্চয়ই সে সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আমি বললাম : কখনই নয় দাদাজান, তিনি আমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রেখে গেছেন।

আসমা (রা) বলেন : তারপর আমি কতগুলো পাথর উঠিয়ে আমার পিতা যে তাকের উপর অর্থ-কড়ি রাখতেন তাতে রেখে কাপড় দিয়ে তা ঢেকে দিলাম। তারপর তাঁর হাত ধরে বললাম, আপনার হাত দিন দাদা, এর উপর হাত দিয়ে দেখুন। তখন তিনি সত্যি সত্যি হাত তার উপর রেখে দেখলেন আর বললেন : যাক, তা হলে আর কোন অসুবিধা হবে না। সে যখন তোমাদের জন্যে এগুলো রেখে গেছে, ভালই করেছে। এগুলোতে তোমাদের চলে যাবে। আসলে কিন্তু তিনি আমাদের জন্যে কিছুই রেখে যাননি। কিন্তু আমি এভাবে বৃদ্ধকে প্রবোধ দিতে চাইলাম।

সুরাকা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে ধাওয়া করল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে যুহ্‌রী বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাছে আবদুর রহমান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শাম বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতার প্রমুখাৎ—তাঁর পিতা বর্ণনা করেছেন

তাঁর চাচা সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শামের প্রমুখাৎ—তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হলেন, তখন কুরায়শরা ঘোষণা করল যে, যে ব্যক্তি তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে, তাকে একশ' উট দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে।

তিনি বলেন, আমি তখন আমাদের সম্প্রদায়ের এক বৈঠকে বসা ছিলাম। এমন সময় আমাদেরই এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল এবং বলল, আল্লাহ্‌র কসম, একটু আগেই আমার সম্মুখ দিয়ে তিনজন আরোহী অতিক্রম করল। আমার মনে হয়, এঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীরাই হবেন।

সুরাকা বলেন : তখন আমি চোখের ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে বললাম এবং মুখে বললাম, এরা অমুক গোত্রের লোক, তাদের হারানো পশু খুঁজতে এদিকে এসেছে। তখন ঐ ব্যক্তি বলল : হবেও বা। তারপর সে চুপ হয়ে গেল।

সুরাকা বলেন : তারপর আমি স্বল্পক্ষণ থামলাম। এরপর উঠে ঘরে গেলাম। তারপর মাঠের মধ্যে ঘাস খেতে দীর্ঘ রশি দিয়ে বাঁধা আমার ঘোড়াটি নিয়ে আসতে এবং আমার অস্ত্র দিতে বললাম যা আমার কক্ষের পেছন দিয়ে আমার জন্যে সঙ্গোপনে বের করা হল। তারপর আমি আমার শুভাশুভ নির্ণয়ের তীরটি হাতে নিলাম। তারপর বর্ম পরিধান করে বেরিয়ে পড়লাম। এ সময় তীর বের করে শুভাশুভ নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম। তখন আমার অপসন্দনীয় তীরটিই বের হয়ে এল, যাতে বোঝা যায় যে, তাঁর [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর] কোনই অনিষ্ট হবার নয়। আমার বড্ড আশা ছিল যে, তাঁকে ধরে এনে দিয়ে কুরায়শদের ঘোষিত পুরস্কার একশ'টি উটনী আদায় করব।

সুরাকা বলেন : তারপর আমি বাহনে চড়ে তাঁর পদচিহ্ন ধরে এগুতে লাগলাম। দৌড়াতে গিয়ে আমার ঘোড়াটি হোঁচট খেল। ফলে আমি পড়ে গেলাম। তখন আমি মনে মনে বললাম, ব্যাপার কি? তারপর তীর বের করে আমার ভাগ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম। আবার সেই অবাঞ্ছিত তীরটিই বেরিয়ে এল, যার মানে হল, তাঁর কোনই অনিষ্ট হবার নয়। আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠলাম, যেভাবেই হোক আমি তাঁর পিছু ধাওয়া না করে ছাড়ছিনে। আবার ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিছু পিছু ছুটলাম। কিন্তু এবারও ঘোড়াটি হোঁচট খেল আর আমি মাটিতে নিক্ষিপ্ত হলাম। আমি মনে মনে বললাম, ব্যাপার কি? আবার তীর নিয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম কিন্তু এবারও সেই অবাঞ্ছিত তীরটি বেরিয়ে এল, যার অর্থ হল, তাঁর কোন অনিষ্ট হবার নয়।

সুরাকা বলেন : কিন্তু আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম যে, যেভাবেই হোক, আমি তাঁর পশ্চাদ্ধাবন না করে ছাড়ছিনে। আবার ঘোড়ায় চড়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। যখন তাঁরা আমার দৃষ্টিসীমার ভেতরে চলে এলেন, এমনি সময় আমার ঘোড়াটি আবারও হোঁচট খেল, তার সম্মুখের পা' দু'টি মাটিতে পুঁতে গেল এবং আমি তার উপর থেকে ভূতলে পতিত হলাম। যখন সে তার সম্মুখের পদদ্বয় টেনে বের করল, তখন ঘূর্ণি বাত্যার মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে এল।

সুরাকা বলেন : তা দেখেই আমি আঁচ করতে পারলাম যে, তাঁকে আমার কবল থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে, আর এটা একান্তই স্পষ্ট।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিপি

সুরাকা বলেন : তখন আমি উচ্চস্বরে বললাম, আমি সুরাকা ইব্ন জু'শাম, আপনারা আমাকে সুযোগ দিন আমি আপনাদের সাথে কিছু আলাপ করতে চাই। আল্লাহ্র কস্ম, আমি আপনাদের সাথে কোনরূপ ছলনা করবনা অথবা আমার পক্ষ থেকে এমন কোন আচরণ পাবেন না যা আপনারা অপসন্দ করবেন।

সুরাকা বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকরকে লক্ষ্য করে বললেন : তাকে জিজ্ঞেস কর, তুমি আমাদের কাছে কী চাও ?

সুরাকা বলেন : আবূ বকর আমাকে তাই বললেন। আমি বললাম : আমাকে একটি লিপি লিখে দিন। যা আমার ও আপনাদের মধ্যকার একটি নিদর্শন হয়ে থাকবে।

তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] বললেন : একে একটি লিপি দিয়ে দাও হে আবূ বকর!

সুরাকার ইসলাম গ্রহণ

সুরাকা বলেন : তখন আবূ বকর একটি অস্থি অথবা একটি কাগজে বা একটি মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরোর উপর লিখে লিপিটি আমার দিকে নিক্ষেপ করলেন। আমি তা আমার তূণের (তীর রাখার পাত্র) মধ্যে পুরে সেখান থেকে ফিরে আসলাম। তারপর যা কিছু ঘটেছে সে ব্যাপারে একটি কথাও কারো কাছে না বলে একেবারে চুপ রইলাম। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা শরীফ বিজয় এবং হুনায়ন ও তায়েফ অভিযান থেকে অবসর হলেন, তখন আমি সেই লিপিখানা সাথে নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। জেয়েররানায়[১] গিয়ে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন আমি আনসারের একটি অশ্বারোহী ব্যাটেলিয়নের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তারা আমাকে তাদের বল্লম দিয়ে খোঁচা দিতে দিতে বলতে লাগল : দূর হ' দূর হ', তুই এখানে কী চাস্ হে ?

সুরাকা বলেন : আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটবর্তী হলাম। তিনি তখন তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহী অবস্থায় ছিলেন। আল্লাহ্র কসম, আমি যেন রিকাবে তাঁর খেজুর গাছের বর্ধনশীল মঞ্জুরীর মত শুভ্রকোমল পায়ের গোছা দিব্যি দেখতে পাচ্ছি।

সুরাকা বলেন : তখন আমি সেই লিপিখানা ঊর্ধ্বে তুলে ধরলাম। তারপর বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা হচ্ছে আপনার (প্রদত্ত) লিপি আর আমি সুরাকা ইব্ন জু'শাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন :

يـوم وفـاء وبـر ادنـه

"আজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার এবং সদাচারের দিন। একে আমার নিকটবর্তী কর হে!"

---

১. 'যীরানা'-কে কেউ কেউ 'জেয়েররানা' বলেছেন। মক্কা শরীফের অদূরে তায়েফের পথে অবস্থিত একটি স্থান।

তখন আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর আমি একটি কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করর বলে ঠিক করেছিলাম যা তখন আমি স্মরণ করতে পারছিলাম না। তবে আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পথহারা উট আমার জলাধারে আসে আর আমি সেগুলো আমার উটের জন্যে ভরে রেখেছি। সেগুলোকে পানি পান করানোর জন্যে কি আমি সওয়াব পাব? জবাবে তিনি (সা.) বলল : হ্যাঁ,

فى كل ذات كبد حرى اجر

" প্রত্যেকটি যকৃতধারী প্রাণীর পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে সওয়াব নির্ধারিত আছে।"

সুরাকা বলেন : তারপর আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ফিরে এলাম এবং আমার যাকাতের উট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে প্রেরণ করলাম।

আবদুর রহমান জু'শামীর প্রকৃত বংশ পরিচয়

ইব্ন হিশাম (র) বলেন : আবদুর রহমান ছিলেন হারিস ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শামের পুত্র।

হিজরতের পথ

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন তাঁদের দু'জনকে নিয়ে তাঁদের পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকত বের হল, তখন তাঁদেরকে মক্কা শরীফের নিম্নাঞ্চল দিয়ে প্রথমে সমুদ্র-উপকূলে নিয়ে যায়। তারপর সমুদ্রোপকূল বেয়ে উসফানের[১] নিচ দিয়ে এগিয়ে চলল। তারপর আমাজের নিচ হয়ে কুদায়দ অতিক্রম করে খাররার এবং সানিয়াতুল মুর্‌রা হয়ে লাকিস্‌ফার পথে তাঁদেরকে নিয়ে যায়।

ইব্ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ স্থানটিকে লিফতাও বলেছেন। কবি মা'কিল ইব্ন খুওয়ায়লিদ আল-হুযালী বলেন :

نزيعا محلبا من اهل لفت

لحى بين اثلة والنحام

"(আমি প্রশংসা করি) সেই বিদেশী অতিথির—যাকে তাঁর স্বজাতির মধ্য থেকে বের করে আনা হয়েছে, যিনি পরোপকারী লাফীতবাসীদের সেই গোত্রের, যারা আস্‌লা ও নাহামের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর মুদ্‌লিজা লিকাফ থেকে মুদলিজা মাহাজ, যাকে কেউ কেউ মিহাজও বলেছেন বলে ইব্ন হিশাম বলেছেন, মারজিহ মাহাজ হয়ে যুল-গাযওয়ায়ন যাকে কেউ কেউ আযওয়ায়নও বলেছেন, তারপর যূ-কাসার প্রান্তর, তারপর জাদাজিদ ও আজরাদ হয়ে আদা প্রান্তরস্থ যূ-সালাম, তারপর মুদ্‌লিজা তা'হীন, তারপর আবাবীদ কেউ কেউ যাকে আবাবীও বলেছেন আবার কেউ কেউ আল-ইসয়ানাও বলেছেন।

---

১. উস্‌ফান—মক্কা থেকে মদীনায় যেতে উটের কাফেলার দ্বিতীয় মনযিল। ওয়াদীয়ে ফাতিমার পরেই এ মনযিল। এটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর পথপ্রদর্শক তাঁদেরকে নিয়ে আল-ফাজ্জা অতিক্রম করেন। কেউ কেউ স্থানটিকে আল-কাহ্‌হাও বলেছেন—যা ইব্‌ন হিশামও বলেছেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তারপর প্রদর্শক তাঁদেরকে নিয়ে আরজ নামক স্থানে অবতরণ করেন। একটি বাহন তখন পিছনে পড়ে গিয়েছিল। তখন আওস ইব্‌ন হাজার নামক আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর নিজ উটের পিঠে মদীনা পর্যন্ত বহন করেন। সে উটকে ইব্‌ন রিদা' নামে অভিহিত করা হত। ঐ ব্যক্তি তাঁর সাথে তার একটি কিশোর ছেলে প্রেরণ করেছিলেন। কিশোরের নাম ছিল মাসউদ ইব্‌ন হুনায়দা।

তারপর পথপ্রদর্শক তাঁদেরকে নিয়ে আরজ থেকে বের হয়ে সানিয়াতুল আইর-এর পথ ধরেন। একে ইব্‌ন হিশামের বর্ণনামতে সানিয়াতুল গাইরও কেউ কেউ বলেছেন। স্থানটি রাকূবার ডানদিকে অবস্থিত। সেখান থেকে তাঁরা পৌঁছেন রিআম প্রান্তরে। তারপর তাঁদেরকে নিয়ে ঐ ব্যক্তি কুবায় বনূ আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে অবতরণ করেন। দিনটি ছিল বারই রবীউল আউয়াল সোমবার। সে দিন খুব গরম পড়েছিল এবং সময়টি ছিল দুপুরের কাছাকাছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুবায় শুভাগমন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র বর্ণনা করেছেন, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র প্রমুখাৎ—তিনি বর্ণনা করেন আবদুর রহমান ইব্‌ন উয়ায়মির ইব্‌ন সাঈদার প্রমুখাৎ, তিনি বলেন : আমার সম্প্রদায়ের কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কা শরীফ থেকে নির্গত হওয়ার সংবাদ শুনলাম, তখন থেকে আমরা তাঁর মদীনা শরীফে শুভাগমনের জন্য প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমরা ভোরের নামায আদায় করেই আমাদের পাহাড়ী এলাকা থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতীক্ষায়। তারপর যতক্ষণ না ছায়াঘেরা স্থানগুলোতে রৌদ্র ছড়িয়ে পড়ত, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেখানেই অবস্থান করতাম। তারপর যখন আর কোথাও ছায়া খুঁজে পেতাম না, তখন আমরা ফিরে আসতাম। আর সেটা ছিল গরমকাল। এমনকি যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় শুভাগমন করেন, সেদিনও আমরা অন্যান্য দিনের মত অপেক্ষায় বসে ছিলাম। তারপর যখন আর ছায়া বাকী রইলনা, তখন আমরা ঘরে চলে আসলাম। তাই সর্বপ্রথম তাঁকে যে দেখতে পায় সে ছিল একজন ইয়াহূদী। আমরা যে কী করতাম সে তা লক্ষ্য করত। আর আমরা আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শুভাগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। তখন সে উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল : হে কাইলা[১] গোত্রের লোকজন! তোমাদের মহান পুরুষ ঐ যে এসে পড়েছেন।

রাবী বলেন : তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে ধাবিত হলাম। তিনি তখন একটি খেজুর গাছের ছায়ার অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে তখন তাঁর সমবয়সী আবূ বকর (রা)।

---

১. কীলা আনসারদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। তাই তাঁরা নিজেদেরকে বনূ কাইলা নামে অভিহিত করতেন।

আমাদের অধিকাংশই ইতিপূর্বে কোনদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিনি। তাই তখন লোকজন প্রচণ্ড ভিড় করেছে। আর তারা আবূ বকর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পৃথক করে চিনে উঠতে পারছিল না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর থেকে ছায়া সরে গেল। তখন আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে গিয়ে তাঁর চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ছায়া দান করলেন। এবার আমরা তাঁকে চিনতে পারলাম।[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুবায় অবতরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনের বর্ণনা অনুসারে কুলসুম ইব্ন হিদামের ওখানে উঠেন—যিনি ইব্ন আমর ইব্ন আওফের লোক। তারপর ইব্ন উবায়দের একজনের ঘরে। কেউ কেউ বলেন : বরং তিনি সা'দ ইব্ন খায়সামার বাড়িতে উঠেন। যাঁরা বলেন, তিনি কুলসুম ইব্ন হিদামের বাড়িতে উঠেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুলসুম ইব্ন হিদামের বাড়ি থেকে বের হয়ে লোকজনকে নিয়ে তাশরীফ রাখেন সা'দ ইব্ন খায়সামার ঘরে। আর এটা তিনি এজন্য করেছিলেন যে, তিনি ছিলেন চিরকুমার, তার পরিবার বলতে কিছু ছিল না, আর এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবিবাহিত মুহাজির সাহাবীদের অবতরণস্থল।[২] এজন্যেই বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সা'দ ইব্ন খায়সামার বাড়িতে উঠেছিলেন। সা'দ ইব্ন খায়সামার বাড়িকে 'চিরকুমার সদন' বলা হত। এর কোন্‌টি হয়েছিল তা আল্লাহ্ই সম্যক অবহিত। আমরা উভয়রূপই শুনেছি।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কুবায় উপস্থিতি

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উঠেন খুবায়ব ইব্ন ইসাফের বাড়িতে সুনাহ নামক স্থানে। ইনি ছিলেন বনূ হারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্রের লোক।

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) মক্কায় তিন দিন তিন রাত অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে গচ্ছিত দ্রব্যাদি মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। তিনিও গিয়ে তাঁর সাথে কুলসূম ইব্ন হিদামের বাড়িতে পৌঁছেন।

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় উপস্থিতির তারিখ ও দিন ১২ই রবীউল আউয়াল। ইব্ন ইসহাক ছাড়া অন্যরা বলেছেন তারিখটা ছিল ৮ই রবীউল আউয়াল। ইবনুল কালবী বলেন : গুহা থেকে বেরিয়ে ছিলেন ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার এবং মদীনায় প্রবেশ করেন ১২ রবীউল আউয়াল শুক্রবারে। আর বায়'আতে 'আকাবা হয়েছিল আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে।
শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ তদীয় 'সুরূরুল মাহযূনে' ৮ তারিখকেই সমর্থন করেছেন। ১২ তারিখকে তিনি মদীনায় পদার্পণের তারিখরূপে মানেন নি। খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার হিসাবে তারিখটি ছিল ২৩শে সেপ্টেম্বর ৬২৩ খ্রি.
—রাহ্মাতুলিল আলামীন

২ কুলসুমের কুলপঞ্জী এরূপ : কুলসূম ইব্ন হিদাম ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন হারিস ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন আওফ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ ইব্ন মালিক ইব্ন আওস। তিনি ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। নবী করীম (সা)-এর মদীনায় পদার্পণের পর সর্বপ্রথম আনসারদের মধ্যে তিনিই ইন্তিকাল করেছিলেন। তারপর আস'আদ ইব্ন যুরারা ও সা'দ ইবন খায়সামা কিছুদিন পর ইন্তিকাল করেন। তাঁর বাটীকে 'চিরকুমার ভবন' বলা হত।

ইব্‌ন হুনায়ফ ও তার মূর্তি বিনাশ করা

হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এক রাত বা দু'রাত কুবায় অবস্থান করেন। তিনি বলতেন : কুবায় এক মুসলমান বিধবা বাস করত।

তিনি বলেন : গভীর রাতে তার দরজায় একটি লোক এসে করাঘাত করত। মহিলাটি তখন বের হত আর পুরুষটি তার হাতে কী যেন দিত। মহিলাটি তা গ্রহণ করত। আমি লোকটির ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠলাম। তখন মহিলাটিকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র দাসী! এই যে প্রতি রাতে তোমার দরজায় এসে করাঘাত করে আর তুমি বের হয়ে তার কাছে যাও আর সে তোমাকে কিছু দান করে, আমি জানি না তা কি, অথচ তুমি একজন মুসলিম বিধবা।

জবাবে মহিলাটি বলল : উনি হচ্ছেন সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ ইব্‌ন ওয়াহিব। তিনি জানেন, আমি একজন নিঃস্ব অবলা নারী, আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই। রাত হলে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মূর্তিশালায় ঢুকে তা ভেঙ্গেচুরে আমার কাছে নিয়ে আসেন এবং বলেন : এই নাও, এটা পুড়িয়ে রান্নাবান্না করো। সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ যখন ইরাকে নিহত হন, তখন আলী (রা) তার এ মহানুভবতার কথা বর্ণনা করতেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হযরত আলী (রা)-এর এ বর্ণনার কথা হিন্দ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) বর্ণনা করেন।

কুবায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ কুবায় বনূ আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার অবস্থান করেন এবং তাঁর মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুবা থেকে বেরিয়ে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের মধ্য থেকে শুক্রবার দিন তাঁকে বের করে নেন অথচ বনূ আমর ইব্‌ন আওফের লোকেরা দাবি করেন যে, তিনি তাঁদের মধ্যে আরো বেশিকাল অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহ্‌ই এ সম্পর্কে সমধিক অবগত যে, আসলে কি ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জুমুআ আদায় হয় বনূ সালিম ইব্‌ন আওফের পল্লীতে। তিনি ওয়াদী তথা রানূনা প্রান্তরের মসজিদে মদীনার প্রথম জুমুআ আদায় করেন।

সব গোত্রই তাঁদের নিজ নিজ গোত্রে তাঁকে অবতরণের আবেদন জানান

তখন উত্‌বান ইব্‌ন মালিক ও আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নাযলা বনূ সালিম ইব্‌ন আওফের কতিপয় লোকসহ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের মধ্যে অবস্থান করুন-যেখানে জনবল, ধনবল, মান-সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা রয়েছে। তিনি তাঁর উষ্ট্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : এর পথ ছেড়ে দাও। কেননা এটি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট।

তখন তাঁরা তার পথ ছেড়ে দিলেন। উষ্ট্রী মুক্তভাবে এগোতে লাগল। যখন সেটি বায়াযা গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন যিয়াদ ইব্‌ন লবীদ ও ফারওয়া ইব্‌ন আমর,

বায়াযা গোত্রের কতিপয় লোকসহ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের গোত্রে আপনি উঠুন—জনবল, ধনবল, মান-সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা সবই আমাদের গোত্রে রয়েছে।

তিনি বললেন : "তোমরা এর পথ ছেড়ে দাও। কেননা, এটি রীতিমত আদিষ্ট।" তাঁরাও উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। উষ্ট্রী আবার মুক্তভাবে এগোতে লাগল। যখন সেটি সা'ইদা গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন সা'দ ইব্ন উবাদা ও মুনযির ইব্ন আমর সা'ইদা গোত্রের কতিপয় লোকসহ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের কাছে আসুন—যেখানে আছে জনবল, ধনবল, মান-সম্ভ্রম, পূর্ণ নিরাপত্তা।" জবাবে তিনি (সা) বললেন : "তোমরা উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। কেননা, এটি রীতিমত আদিষ্ট (হয়ে চলছে)।" তখন তাঁরাও পথ ছেড়ে দাঁড়ালেন। উষ্ট্রীটি আবার তার ইচ্ছামতো এগিয়ে যেতে লাগল। যখন উষ্ট্রীটি বনূ হারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন সা'দ ইব্ন রবী', খারিজা ইব্ন যায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা তাঁদের হারিস গোত্রের কতিপয় লোকজন নিয়ে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের কাছে চলে আসুন-যেখানে রয়েছে জনবল, ধনবল, মান-সম্ভ্রম ও পূর্ণ নিরাপত্তা!"

জবাবে তিনি বললেন : "তোমরা এর পথ ছেড়ে দাও। কেননা, এটি রীতিমত আদিষ্ট।" তখন তাঁরাও উষ্ট্রীটির পথ ছেড়ে দাঁড়ালেন। উষ্ট্রীটি আবার মুক্তভাবে এগিয়ে চলল। যখন সেটি আদী ইব্ন নাজ্জার গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, আর এঁরা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের মাতা সালমা বিন্ত 'আমর তাঁদের একজন কন্যা হিসাবে তাঁর নিকটাত্মীয়—মামার পক্ষের লোকজন—তাঁদের পক্ষ থেকে সালীত ইব্ন কায়স, আবূ সালীত ও উসায়রা ইব্ন আবূ খারীজা ও বনূ আদী ইব্ন নাজ্জারের কতিপয় লোকসহ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার মাতুলদের গোত্রে এসে উঠুন! এখানে জনবল, ধনবল, মান-সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা সবই আছে। জবাবে তিনি বলল : "আপনারা উষ্ট্রীটির পথ ছেড়ে দিন। কেননা, এটি রীতিমত আদিষ্ট।" তখন তারাও তার পথ ছেড়ে দাঁড়ালেন আর সে পূর্বের মতো বাধাবন্ধনহীনভাবে এগিয়ে চলল।

উষ্ট্রী যেখানে থামল

তারপর যখন উষ্ট্রীটি মালিক ইব্ন নাজ্জার গোত্রের নিকট আসল, তখন মসজিদে নববীর কাছে এসে সেটি থেমে গেল। তখন তা ছিল নাজ্জার গোত্রের শাখাগোত্র মালিক ইব্ন নাজ্জার গোত্রের দু'টি ইয়াতীম বালকের মালিকানাধীন খেজুর শুকাবার একটি খলা। আর ঐ বালক দু'টি ছিল মু'আয ইব্ন আফ্রার প্রতিপালনাধীনে। এরা দু'জন ছিল আমরের পুত্রদ্বয় সাহ্ল ও সুহায়ল। যখন উটনীটি বসল, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবতরণ করলেন না বা তার লাগামও টেনে ধরলেন না, তখন সে অল্প কিছুদূর এগিয়ে গেল, তারপর পিছনের দিকে ফিরে তাকাল এবং প্রথমে যেখানে এসে বসেছিল, সেই খেজুর শুকানোর খলায় আবার ফিরে গেল এবং গা

ঝাড়া দিয়ে সেখানেই বসে পড়ল ও ঘাড় এলিয়ে দিল—যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবতরণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। তখন আবূ আইয়ূব খালিদ ইব্ন যায়দ সওয়ারীর আসনটি নামিয়ে তাঁর বাড়িতে তুলে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাড়িতেই তাশরীফ রাখলেন। তখন তিনি ঐ খলাটি কার, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন মুআয ইব্ন আফ্রা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ খলাটি আমরের দু'পুত্র সাহ্ল ও সুহায়লের। এরা দু'জন আমার প্রতিপালনাধীন ইয়াতীম বালক। আমি অচিরেই তাদেরকে এ ব্যাপারে সম্মত করিয়ে দেব। আপনি এ খলাটির স্থানে মসজিদ নির্মাণ করুন।

মদীনায় মসজিদ নির্মাণ

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। মসজিদ ও তাঁর বাসস্থান নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আবূ আইয়ূব (রা)-এর বাড়িতেই অবস্থান করেন। ঐ নির্মাণ কাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলমানদেরকে সে কাজে অংশগ্রহণের উৎসাহ প্রদান করেন। ফলে আনসার ও মুহাজির সকলেই নির্মাণকাজে যোগ দেন।

মুসলমানদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তখন এ স্ব-রচিত চরণটি আবৃত্তি করেন :

لَئِن قَعَدنَا وَالنَّبِىُّ يعمَل لَذَاكَ مِنَّا العَمَلُ المُضَلَّل

"আমরা যদি বসে থাকি (আর) নবী (সা) করেন কাজ
এ যে চরম ভ্রান্তি হবে, হবে বিষম লাজের কাজ।"

মুসলমানরা নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে সমস্বরে ধুয়া ধরলেন :

لاَ عَيشَ اِلاَّ عيش الاٰخِرَة اَللّٰهُمَّ اَرحَمِ الاَنصَارَ وَالمُهَاجِرَ

"আয়েশ-আরাম আখিরাতে (দুনিয়ায় তা আছে কিরে?)
রহম কর আল্লাহ্ তুমি আনসারে আর মুহাজিরে!"

ইব্ন হিশাম (র) বলেন : এটি ছিল একটি পংক্তিমাত্র, ধুয়া নয়। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও বলছিলেন :

لاعـيش الا عيش الاخرة اللّهم ارحم لـمهاجرين رالانصار

"আয়েশ যত আখিরাতে (দুনিয়ায় তা আছে কিরে?)
দয়া কর আল্লাহ্ তুমি মুহাজিরীন ও আনসারে।"

'আম্মার ও বিদ্রোহী দল

বর্ণনাকারী বলেন : এমন সময় আম্মার ইব্ন ইয়াসির এসে ঢুকলেন। তখন তাঁর উপর ভারী ইটের বোঝা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা তো আমাকে মেরে ফেলল! তারা আমার উপর এমনি বোঝা চাপিয়ে দেয় যা তারা নিজেরা বহন করতে

পারে না। নবী (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজ হাতে তাঁর কান পর্যন্ত দীর্ঘ চুলের বিন্যাস করতে দেখেছি আর 'আম্মার ছিলেন জুলফিধারী চুলের অধিকারী ব্যক্তি। তিনি তখন বলছিলেন :

وَيح ابن سَمَيَّةَ ليسوا بالذين يقتلونك

انما تقتلكُ الفئة الباغية

"আফসোস, হে ইব্ন সুমাইয়া! এরা তেমন লোক নয়, যারা তোমাকে হত্যা করবে। তোমাকে তো হত্যা করবে একদল বিদ্রোহী।"

হযরত আলী (রা)-এর পংক্তি

সেদিন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) একটি পংক্তি আবৃত্তি করেছিলেন :

لايستوى من يعمر المساجدا × يدأب فيه قائما وقاعدا

ومن يرى عن الغبار حائدا

"কখনও সমান নয় তারা দু'জনে

সর্বদা রুকূ ও সিজদায় মসজিদ আবাদ করে যে জনে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : আমি কবিতা বিশেষজ্ঞ একাধিক ব্যক্তিকে এ চরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা বলেন : আমরা যতদূর জানি, হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব এ পংক্তিগুলো আবেগময় কণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন, কিন্তু কেউ বলতে পারেন না যে, পংক্তিগুলো তাঁরই রচিত, না তিনি অন্য কারো কবিতা থেকে তা আবৃত্তি করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আম্মার ইব্ন ইয়াসির কবিতাটি কণ্ঠস্থ করেন এবং জোরে জোরে আবেগময় কণ্ঠে তা আবৃত্তি করতে থাকেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : যখন তিনি বারবার তা আবৃত্তি করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের একজন ধারণা করেন যে, তিনি তাঁকে লক্ষ্য করেই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন। যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বুকাই আমার কাছে ইব্ন ইসহাকের বরাতে এরূপই বর্ণনা করেছেন আর তিনি লোকটির নাম উল্লেখ করেছিলেন।[১]

ইব্ন ইসহাক বলেন : তখন ঐ সাহাবী বললেন, হে ইব্ন সুমাইয়া (আম্মার)! তুমি সারাদিন ধরে যা আবৃত্তি করছিলে তা আমি শুনেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি দেখছি যে, আমি এ লাঠি দিয়ে তোমার নাকে আঘাত করব (অর্থাৎ নাক ভেঙ্গে দেব)। বর্ণনাকারী বলেন, আর তখন তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন :

---

১. ইব্ন হিশাম (র) কিন্তু তাঁর নাম নেন নি। তিনি কোন সাহাবীর নাম নিন্দাস্থলে উল্লেখ করা পসন্দ করেন নি। এজন্যে আমরাও তা উল্লেখ করব না। নাম নিয়ে অনেক মতভেদও আছে। আর এতে অতিরিক্ত কোন ফায়দাও নেই।

ما لهم ولعمار يدعوهم الى الجنّة
ويدعونه الى النار ان عمارا جلدة ما بين عينى وانفى

"আম্মারের ব্যাপারে তাদের এত উষ্মা কেন ? সে তো তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহবান করে এবং তারা তাকে আগুনের দিকে আহবান করছে! জেনে রেখো, আম্মার হচ্ছে আমার চক্ষুযুগল ও নাকের মধ্যবর্তী চর্মস্বরূপ।"

ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসন্তুষ্টির কথা জানতে পেরে আম্মার আর তাঁর চরণ আবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হলেন না।

ইব্ন হিশাম বলেন : সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না যাকারিয়া (র) তিনি শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইসলামে যিনি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন, তিনি হচ্ছেন আম্মার ইব্ন ইয়াসির।[১]

আবূ আইয়ূব (রা)-এর ঘরে মহানবী (সা) অবতরণ করলেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : মসজিদ এবং বাসস্থানসমূহ[২] নির্মাণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আইয়ূব (রা)-এর ঘরেই অবস্থান করেন। তারপর আবূ আইয়্যূব (রা)-এর ঘর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ বাসগৃহে স্থানান্তরিত হন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব মারসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-ইয়ায্নী থেকে, তিনি আবূ রুহম আস-সিমাঈ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার নিকট আবূ আইয়ূব (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার বাড়িতে অবতরণ করেন, তখন তিনি অবস্থান করেন নিচতলায় এবং আমি ও আমার সহধর্মিণী উম্মু আইয়ূব (রা) ছিলাম উপরতলায়। তখন আমি তাঁর খিদমতে আরয করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান হোন! আমরা উপরে অবস্থান করব আর আপনি নিচে থাকবেন এটা আমি অত্যন্ত অপসন্দ করি এবং গুরুতর ব্যাপার বলে মনে করি। সুতরাং আপনি উপরে উঠে আমাদের উপরে অবস্থান করুন, আমরা নিচের তলায় চলে যাব এবং আপনার নিচেই অবস্থান করব।

জবাবে তিনি বললেন : হে আইয়ূব, আমার এবং আমার কাছে আগমনকারীদের জন্যে নিচে অবস্থান করাটাই অধিকতর সুবিধাজনক।

---

১. আম্মার মসজিদের প্রথম নির্মাতা একথা কিভাবে বলা হল, অথচ অন্যান্য লোকও নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন ? এর জবাব হয়, আম্মারই সর্বপ্রথম মসজিদে কুবা নির্মাণের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আর তিনিই ভিত্তির জন্যে পাথর সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর নবী (সা) যখন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন তাঁর কাজ সমাপ্ত করেছিলেন আম্মার।

২. খেজুর পাতায় ছাওয়া নয়টি কক্ষ ছিল। দরজায় কোন কড়া ছিল না, তাই নখ দিয়ে করাঘাত করতে হত। ছাদ হাতে নাগাল পাওয়া যেত।

তিনি বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরের নিচতলায়ই রইলেন আর আমরা ঘরের উপর তলায় রইলাম। একবার আমাদের একটি বড় পানির মটকা ভেঙ্গে গেল। তখন আমি ও উম্মু আইয়ূব তাড়াতাড়ি করে আমাদের কম্বলটি বিছিয়ে ধরে পানি শুকালাম আর তখন আমাদের লেহাফ বলে কিছু ছিল না। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছিল, পানি না রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর পড়ে তাঁর কষ্টের কারণ হয়ে যায়!

রাতের বেলা আমরা তাঁর জন্যে খাবার তৈরি করে পাঠিয়ে দিতাম। যখন তিনি খাবারের অবশিষ্টাংশ ফেরত পাঠাতেন, তখন আমি ও উম্মু আইয়ূব তাঁর পবিত্র হস্তের স্পর্শ পাওয়া স্থানগুলো খুঁজে নিয়ে সেখান থেকে খাবার গ্রহণ করে বরকত হাসিলের চেষ্টা করতাম। একদিন রাতের বেলা আমরা পেঁয়াজ অথবা রসুন দেওয়া খাবার তাঁর খিদমতে পাঠালাম। তিনি তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন অথচ তার মধ্যে তাঁর পবিত্র হস্তের কোন চিহ্ন আমরা দেখতে পেলাম না। আমি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে গেলাম এবং আরয করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান, আপনি রাতের খাবার ফেরতপাঠিয়ে দিয়েছেন অথচ তাতে আপনার পবিত্র হাতের কোন চিহ্নই নেই! আপনি যখন খাবার ফেরত পাঠান, তখন আমি ও উম্মু আইয়ূব বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে আপনার পবিত্র হাতের স্পর্শমণ্ডিত অংশ থেকে খাবার গ্রহণ করে থাকি!

জবাবে তিনি বললেন : আমি তাতে ঐ গাছের গন্ধ পেলাম। আর আমাকে তো ফেরেশতাগণের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন করতে হয় (আর ফেরেশতাগণ এর গন্ধ পসন্দ করেন না), তাই তোমরা তা খেয়ে নাও। তখন (অগত্যা) আমরা তা খেয়ে নিলাম। তারপর আর কোন দিন তাঁর জন্যে এ বস্তু পরিবেশন করিনি।

সপরিবারে হিজরতকারীগণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : সমস্ত মুহাজির সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। একমাত্র বিপর্যস্ত-অত্যাচারিত এবং অবরুদ্ধগণ ছাড়া মক্কায় আর কেউই অবশিষ্ট রইলেন না। গোটা পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে যারা আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে হিজরত করে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন কেবল এ পরিবার কয়টি :

১. বনূ জুমাহের মাযঊনের বংশধরগণ;
২. জাহশ ইব্ন রিআবের বংশধরগণ, বনূ উমাইয়ার চুক্তিবদ্ধ মিত্রগণ;
৩. বনূ সা'দ ইব্ন লায়সের বুকায়রের বংশধরগণ, বনূ আদী ইব্ন কা'বের মিত্রদল।

এঁদের হিজরতের দরুন মক্কায় তাঁদের বাড়িসমূহ জনশূন্য বিরান অবস্থায় পড়ে ছিল।

আবূ সুফইয়ান ও জাহশের বংশধরগণ

রিআবের পুত্র জাহশের সন্তানরা তাঁদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর তা আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারবের দখলে চলে আসে। সে তা বনূ আমির ইব্ন লুআঈ-এর আমর ইব্ন

আলকামার কাছে বিক্রি করে দিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন :

الا ترضى يا عبد الله ان يعطيك الله دارا خيرا منها فى الجنة ؟

—"হে আবদুল্লাহ্! আল্লাহ্ জান্নাতে তোমাকে এর চাইতে উত্তম বাড়ি দান করবেন এতে কি তুমি খুশি নও ?"

জবাবে তিনি বললেন : জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : তোমার জন্যে তা-ই রয়েছে।

মক্কা বিজয়ের পর বাড়ির মালিকানা প্রসঙ্গ

তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা জয় করলেন তখন আবূ আহ্মদ তাঁদের বাড়ি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাব দানে একটু দেরী করলেন। তখন লোকে আবূ আহমদকে বলল : রাসূলুল্লাহ্ (সা) একথা অপসন্দ করছেন যে, আল্লাহ্র রাহে তোমরা যে সম্পদ হারিয়েছ, তার কিছু অংশও তোমরা ফিরিয়ে নাও। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আলাপ থেকে বিরত রইলেন এবং আবূ সুফইয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন :

ابلغ ابا سفيان عن * امر عواقبه ندامه
دار ابن عمك بعتها * تقضى بها عنك الغرامه
وحليفكم بالله رب * الناس مجتد القسامه
اذهب بها اذهب بها * طوقتها طوق الحمامه

"আবূ সুফিয়ানকে পৌঁছে দাও এ সংবাদ
যা করেছ পশ্চাতে তার লজ্জা এবং মনস্তাপ
বিক্রি তুমি করলে আপন চাচাতো ভাইয়ের বাড়ি
ঋণ আদায়ের জন্যে তুমি করলে বেজায় বাড়াবাড়ি
কসম আল্লাহর যিনি প্রভু গোটা বিশ্ব মানব তরে
মিত্ররা তোমাদের চেষ্টিত সদা কাসামতের তরে
নিয়ে যাও তাহা নিয়ে যাও ওহে তবুও ফুল্ল ও সুখী থাকো
কবুতরের মাল্যের মতো গলায় তাহা ঝুলিয়ে রাখো।"

মদীনায় ইসলাম

ইব্ন ইসহাক বলেন : নবী (সা) রবীউল আউয়াল মাসে মদীনায় পদার্পণ করে সফর মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে তাঁর মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং বাসগৃহসমূহ নির্মাণ করেন এবং আনসার জনপদে ইসলামকে সুসংহত করেন। ফলে আনসারদের একটি ঘরও ইসলাম

গ্রহণ ব্যতিরেকে ছিল না। তবে খাতমা, ওয়াকিফ, ওয়ায়ল, উমাইয়া প্রভৃতি আওস বংশীয় গোত্র তাদের শিরক বা পৌত্তলিকতায় অবিচল থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষণসমূহ

প্রথম ভাষণ

আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমানের মাধ্যমে আমার কাছে যা পৌঁছেছে, সে অনুসারে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে খুতবা (ভাষণ) প্রদান করেন—রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেন নি তা বলেছেন বলে উক্তি করা থেকে আমরা আল্লাহ্‌র পানাহ চাই—তা হল এই, তিনি তাঁদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্‌র হাম্‌দ (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন—যার তিনি উপযুক্ত। তারপর বললেন, আম্মা বা'দ (তারপর) :

أَيُّهَا النَّاسُ فَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ تَعْلَمَنَّ وَاللّٰهِ لَيَصْعَقَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لَيَدَعَنَّ غَنَمَهُ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ - ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ لَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ دُونَهُ - أَلَمْ يَأْتِكَ رَسُولِي فَبَلَّغَكَ - وَآتَيْتُكَ مَالًا وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ - فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ - فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى شَيْئًا - ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قُدَّامَهُ فَلَا يَرَى غَيْرَ جَهَنَّمَ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ - وَمَنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. فَإِنَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرًا أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ . وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى رَسُولِ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ -

"হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের নিজেদের জন্যে কিছু ভাল কাজ করে নাও! তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের প্রত্যেকেই একে একে মৃত্যুর শিকার হবে এবং তার ছাগলপালকে এমন অবস্থায় ছেড়ে যাবে যে, তার কোন রাখাল থাকবে না। তারপর তার সাথে তার প্রভু (এমনভাবে) কথা বলবেন যার মধ্যবর্তী কোন দোভাষী থাকবে না বা কোন পর্দা বা আবরণও তাকে গোপন করবে না। তোমার কাছে কি আমার রাসূল আসেন নি? তারপর তিনি তোমার কাছে প্রচার করেন নি? আমি তোমাকে সম্পদ দান করেছি, তোমার প্রতি আমার ফযল (করুণা) বর্ষণ করেছি। তুমি তোমার নিজের জন্যে পূর্বে কি প্রেরণ করেছ? বান্দা ডানে বাঁয়ে তাকাবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না। তারপর সে সম্মুখের দিকে তাকাবে কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং যে পারে সে যেন তার মুখমণ্ডলকে আগুন থেকে রক্ষা করে যদিও বা একটি খেজুরের টুকরো দিয়েই হয়। আর যে তাও না পায়, সে যেন একটি পবিত্র বাক্য দ্বারাই এর চেষ্টা করে। কেননা এর দ্বারাও জাযা বা প্রতিদান দেয়া হবে। একটি পূণ্যের ফল দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত হবে, শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র রহমত এবং বরকতরাশিও বর্ষিত হোক!"

দ্বিতীয় ভাষণ

তারপর রাসুলুল্লাহ (সা) পুনরায় লোকজনের প্রতি ভাষণ প্রদান করলেন। এবার তিনি বললেন :

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ اَحْمَدُهُ وَاَسْتَعِيْنُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ - اِنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى - قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ اللّٰهُ فِىْ قَلْبِهِ - وَاَدْخَلَهُ فِى الْاِسْلاَمِ بَعْدَ الْكُفْرِ وَاخْتَارَهُ عَلٰى مَا سِوَاهُ مِنْ اَحَادِيْثِ النَّاسِ اِنَّهُ اَحْسَنُ الْحَدِيْثِ وَاَبْلَغُهُ اَحِبُّوْا مَا اَحَبَّ اللّٰهُ وَاَحِبُّوا اللّٰهَ - مِنْ كُلِّ قُلُوْبِكُمْ وَلاَ تَمِلُّوْا كَلاَمَ اللّٰهِ وَذِكْرَهُ - وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوْبُكُمْ فَاِنَّهُ مِنْ كُلِّ مَا يَخْلُقُ اللّٰهُ يَخْتَارُ وَيَصْطَفِىْ - فَقَدْ سَمَّاهُ خِيَرَتَهُ مِنَ الْاَعْمَلِ وَمُصْطَفَاهُ مِنَ الْعِبَادِ وَالصَّلِحَ مِنَ الْحَدِيْثِ - وَمِنْ كُلِّ مَا اُوْتِىَ النَّاسُ مِنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا - وَاتَّقُوْهُ حَقَّ تُقَاتِهِ - وَاَصْدُقُوْا اللّٰهَ صَلِحَ مَا تَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ - وَتَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ بَيْنَكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ يَغْضَبُ اَنْ يُّنْكَثَ عَهْدُهُ - وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ -

"নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমি তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং আল্লাহ্‌র শরণ প্রার্থনা করছি আমাদের রিপুর এবং মন্দ আমলের অনিষ্ট থেকে। যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না। আর যাকে আল্লাহ্ গুমরাহ করেন তাকে কেউই হিদায়াত করতে পারে না এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কিতাব। সে ব্যক্তিই সফলকাম, যার অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা সৌন্দর্য ও সুষমা দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন এবং কুফরের পর তাকে ইসলামের মধ্যে প্রবিষ্ট করেছেন এবং সে ব্যক্তি মানুষের সমস্ত বাণীর উপর একেই প্রাধান্য দিয়ে অবলম্বন করেছে। নিঃসন্দেহে এটি হচ্ছে সর্বোত্তম বাণী এবং সর্বাধিক অলংকারসমৃদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা যা ভালবাসেন তোমরাও তা-ই ভালবাসবে এবং তোমাদের পরিপূর্ণ অন্তর দিয়ে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসবে এবং আল্লাহ্‌র কালাম ও তাঁর যিক্‌র-এর প্রতি বিরক্ত হয়ো না এবং তোমাদের অন্তর যেন এ ব্যাপারে পাষাণ না হয়। কেননা আল্লাহ্ যেসব বস্তু সৃষ্টি করেন তা থেকে কিছু কিছুকে তিনি নির্বাচিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। সেগুলোর মধ্যে আমলসমূহকে 'খায়র' বান্দাদেরকে নির্বাচিত এবং বাণীসমূহকে সালিহ বা উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। আর যেসব বস্তু মানুষকে দেওয়া হয়েছে সেগুলোতে রয়েছে হালাল ও হারাম। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে আর কিছুকেই শরীক করবে না এবং তাঁকে যেরূপ ভয় বা সমীহ করা উচিত, সেরূপ ভয় ও সমীহ করবে এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে

তোমরা তোমাদের মুখে যা বল সেসব কথার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথাটাই বলবে এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য রক্ষা করবে আল্লাহ্র রহমতের দ্বারা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ রাগান্বিত হন তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন। তোমাদের প্রতি শান্তি ও আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক।"

ইয়াহূদীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুক্তি

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন এবং এতে ইয়াহূদীদেরকেও এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ চুক্তিতে তাদের ধর্ম এবং ধন-সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, তাদের অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় এবং তাদের উপর কতিপয় শর্ত-শরায়েতও আরোপ করা হয়। চুক্তিপত্রটি ছিল এরূপ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে

هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُّحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ -

এটা হচ্ছে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে লিপি। কুরায়শ ও ইয়াসরিবের মু'মিন ও মুসলমানদের মধ্যে এবং যারা তাদের অধীনে, তাদের সাথে শামিল হবে বা তাদের সাথে জিহাদে মিলেমিশে কাজ করবে।

١. انهم امة واحدة من دون الناس ٢. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون - بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ٣. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى - وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنسن - ٤. وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى - وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ٥. وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ٦. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ٧. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى - وكل طائفة منهم تفدى عانيتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

٨. وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى - وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ٩. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ١. وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ١١. وان المومنين لايتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف فى فداء او عقل -

১. অন্যদের মুকাবিলায় তারা এক উম্মত বলে গণ্য হবে।

২. কুরায়শের মুহাজিরগণ পূর্ব প্রথানুযায়ী রক্তপণ আদায় করবে এবং তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাদের মুক্ত করবে। যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৩. এবং বনূ আওফের লোকেরা (আনসারগণ) পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক পক্ষ তাদের মুক্তিপণ বন্দীপন পরিশোধ করে মুক্ত করবে যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পরস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৪. আর বনূ সাঈদা তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৫. বনূ হারিস তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৬. বনূ জুশাম তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৭. বনূ নাজ্জার তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৮. বনূ আমর ইব্‌ন আওফ তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৯. বনূ নাবীত তাদের প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

১০. বনূ আওস তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণসমূহ পরিশোধ করবে এবং তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

১১. আর বিশ্বাসীদেরকে নিঃস্ব অভাবগ্রস্তরূপে ছেড়ে দেয়া হবে না। যাতে করে তারা ন্যায়ানুগভাবে মুক্তিপণ ও রক্তপণ পরিশোধ করতে পারে।

ইব্ন হিশাম বলেন : المفرح বলে ঋণভারে জর্জরিত এবং পরিবারের লোকসংখ্যার জন্যে অভাবে নুয়ে পড়া লোককে।

কবি বলেন :

اذَا اَنْتَ لَمْ تَبْرَحْ تُوَدِّى اَمَانَةً × وَتَحْمِلُ أُخْرَى افْرَحْتَكَ الْوَدَائِعُ -

"যখন তুমি সর্বদা আমানত আদায় করতে থাকবে এবং আরো আমানতের দায়িত্ব কাঁধে নেবে, তখন আমানতসমূহের দায়িত্ব তোমার কাঁধকে নুইয়ে দেবে।

١٢. وان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه - ١٣. وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيعة ظلم او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين - وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولو احدهم - ١٤. ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر ولاينصر كافرا على مؤمن -١٥. وان ذمة الله واحدة يجير عليهم ادناهم - وان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس - ١٦. وانه من تبعنا من يهود فان له النصر ولاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم - ١٧. وان سلم المؤمنين واحدة لايسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم - ١٨. وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًا - ١٩. وان المؤمنين يبئ بعضهم عن بعض بما نال دمائهم فى سبيل الله - ٢٠. وان المؤمنين المتقين على احسن هدى واقومه - ٢١. وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولايحول دونه على مؤمن - ٢٢. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به الا ان يرضى ولى المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه - ٢٣. وانه لا يحل لمؤمن اقر بما فى هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الاخر ان ينصر محدثا ولا يؤويه - وانه من نصره او اواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل - ٢٤. وانكم مهما اخلفتهم فيه من شيئ فان مرده الى الله عز جل والى محمد صلى الله عليه وسلم - ٢٥. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين - ٢٦. وان يهود بنى عوف امة مع المؤمنين اليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الامن ظلم اثم فانه لاَ يوتغ الا نفسه و اهل بيته - ٢٧. وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف - ٢٨. وان ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف - ٢٩. وان يهود بنى ساعدة مثل ما يهود بنى عوف - ٣٠. وان يهود بنى جشم مثل ما يهود بنى عوف - ٣١. وان ليهود بنى الاوس مثل ما ليهود بنى عوف - ٢٣. وان ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف الا من ظلم او اثم فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته - ٣٣. وان جفنة بطن من ثعلبة كانفسهم - ٣٤. وان لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف وان البر دون الاثم -

٣٥. وان موالى ثعلبة كانفسهم - ٣٦. وان بطانة يهود كانفسهم - ٣٧. وانه لا يخرج منهم احد الا باذن محمد صلى الله عليه وسلم - ٣٨. وانه لا ينحجز على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الامن ظلم وان الله على ابر هذا - ٣٩. وان علي اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم - ٤٠. وان بينهم النصر على امن حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم - ١٤. وانه لم يأثم امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم - ٤٢. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ٤٣. وان يثرب حرام جوفها لاهل هذ الصحيفة - ٤٤. وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم - ٤٥. وانه لا تجار حرمة الاباذن اهلها - ٤٦. وانه ما كان بين هذه الصحيفة من حدث او استجار يخاف فساده فان مرده الى الله عز وجل والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة والبره - ٤٧. وانه لا تجار قريش ولا من تصرها - ٤٨. وان بينهم النصر على من دهم يثرب - ٤٩. واذا دعوا الى صلح يصلحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذالك فانه لهم على المومنين الامن حارب فى الدين - ٥٠. على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم - ٥١. وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل مالاهل هذه الصحيفة مع البر المحض من اهل هذه الصحيفة -

১২. কোন মু'মিন ব্যক্তি অন্য মু'মিন ভাইয়ের অনুমতি না নিয়ে অন্য কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে না।

১৩. আল্লাহ্ভীরু মু'মিনরা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে থাকবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় করবে বা গুরুতর অবিচার, পাপ, সীমালংঘন বা মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে তৎপর হবে, তাদের সকলের সমবেত হস্ত তার বিরুদ্ধে উত্থিত হবে- যদিও সে তাদের কারো আপন পুত্রও হয়।

১৪. কোন মু'মিন ব্যক্তি কোন কাফিরের জন্যে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে না বা কোন মু'মিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবে না।

১৫. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র যিম্মা বা অভয় অভিন্ন। তাদের যে কোন সাধারণ ব্যক্তি কাউকে অভয় দিয়ে সকলকে সে চুক্তির মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বে আবদ্ধ করতে পারবে। আর মু'মিনগণ অন্যান্য লোকের মুকাবিলায় পরস্পর ভাই ভাই।

১৬. আর ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা আমাদের আনুগত্য করবে, তারাও সাহায্য ও সমতার হকদার বলে গণ্য হবে, তাদের প্রতি যুলুমও হবে না আর তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করাও চলবে না।

১৭. আর মুসলমানদের সন্ধিও অভিন্ন সন্ধি। আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধে কোন মু'মিন ব্যক্তি অপর কোন মু'মিন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শত্রুর সাথে সন্ধি করবে না—যাবৎ না এ সন্ধি সকলের জন্যে সমান ও ন্যায়ানুগ হবে।

১৮. এবং আমাদের পক্ষের শক্তিরূপে যারা আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে, তাদের একে অপরের পিছনে থাকবে।

১৯. আর ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র রাহে মৃত তাদের একের রক্তের বদলা অপরে নেবে।

২০. আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মু'মিন মুত্তাকীগণ সব চাইতে সহজ-সরল ও সঠিক পথে রয়েছে।

২১. আর কোন মুশরিক বা পৌত্তলিক ব্যক্তি কোন কুরায়শের সম্পদ বা প্রাণের আশ্রয়দাতা হবে না এবং কোন মু'মিন ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বাধা দিতে পারবে না।

২২. আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে আর সাক্ষ্য-প্রমাণে তা প্রমাণিতও হয়ে যাবে, তার উপর থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে—হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হবে। হ্যাঁ, যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী রক্তপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে রাযী হয়, আর সমস্ত মু'মিনের তাতে সায় থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। এ ছাড়া তার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই (অর্থাৎ এটা অবশ্য করণীয়)।

২৩. আর যে মু'মিন ব্যক্তি এই লিপির বক্তব্য স্বীকার করে নিয়েছে। আর সে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার জন্যে কোন নতুন ফিতনা সৃষ্টিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দান বৈধ হবে না। যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত ও গযব হবে কিয়ামতের দিনে এবং তার থেকে কোন ফিদয়া (মুক্তিপণ) বা বদলা গ্রহণ করা হবে না।

২৪. আর যখন তোমাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট তা উত্থাপন করতে হবে।

২৫. আর ইয়াহূদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণের সঙ্গে মিলেমিশে যুদ্ধ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধের ব্যয়ও নির্বাহ করবে।

২৬. বনূ আওফের ইয়াহূদীরা মু'মিনদের সাথে একই উম্মতরূপে গণ্য হবে। ইয়াহূদীদের জন্যে তাদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্যে তাদের ধর্ম, তাদের গোলামদের এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে একথা প্রযোজ্য হবে। তবে যে ব্যক্তি যুলুম বা অপরাধ করবে, সে তার নিজকে ও নিজ গৃহবাসীদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

২৭. এবং বনূ নাজ্জারের ইয়াহূদীরাও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার পাবে।

২৮. বনূ হারিসের ইয়াহূদীরাও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার লাভ করবে।

২৯. বনূ সা'ঈদার ইয়াহূদীরাও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের সমান অধিকার পাবে।

৩০. বনূ জুশামের ইয়াহূদীদের জন্যেও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার থাকবে।

৩১. এবং বনূ আওসের ইয়াহূদীদের জন্যেও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার থাকবে।

৩২. বনূ সা'লাবার ইয়াহূদীদের জন্যে বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার থাকবে। তবে যে যুলুম বা অপরাধ করবে— সে তার নিজকে ও নিজ পরিবারকে ধ্বংস করবে।

৩৩. আর নি:সন্দেহে জাফনা গোত্রও সা'লাবার শাখা-গোত্র, সুতরাং তারাও তাদের অর্থাৎ সা'লাবাদের মত অধিকার ভোগ করবে।

৩৪. আর বনূ শুতায়বার লোকজনের জন্যেও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার থাকবে—বিশ্বস্ততায়, বিশ্বাস ভঙ্গে নয়।

৩৫. আর সা'লাবাদের মাওয়ালীরাও তাদেরই মত অধিকার লাভ করবে।

৩৬. এবং ইয়াহূদী শাখাগোত্রগুলোও তাদের মূল গোত্রের লোকদের সমান অধিকার লাভ করবে।

৩৭. তাদের মধ্যকার কেউই মুহাম্মদ (সা)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধার্থে বহির্গত হবে না।

৩৮. এবং যখমের প্রতিশোধ গ্রহণের পথে কোন বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হবে না। যে ব্যক্তি রক্তপাত করবে, সে নিজে ও নিজ পরিজনদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। অবশ্য, যে অত্যাচারিত হয়েছে এবং (সে হিসাবে) আল্লাহ্‌র আনুকূল্য পাবে (তার কথা স্বতন্ত্র)।

৩৯. ইয়াহূদীদের উপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার বর্তাবে এবং মুসলিমগণের উপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার বর্তাবে।

৪০. যে কেউ এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী কোন পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, তার বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও মঙ্গল কামনার সম্পর্ক থাকবে। একপক্ষ অপরপক্ষকে সুপরামর্শ দেবে। বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে, বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।

৪১. আর কোন পক্ষ তার মিত্র পক্ষের অপকর্মের জন্যে দায়ী হবে না আর অত্যাচারিতই সাহায্যের হকদার বলে গণ্য হবে।

৪২. আর ইয়াহূদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসীদের সাথী ও সহযোদ্ধারূপে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারাও যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করবে।

৪৩. আর ইয়াসবির উপত্যকা এই চুক্তিনামার সকল পক্ষের কাছে পবিত্র ভূমি বলে গণ্য হবে।

৪৪. আর কোন পক্ষের আশ্রিত ব্যক্তি আশ্রয়দাতার সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে—যে কোন ক্ষতিসাধন করবে না এবং অপরাধ করবে না।

৪৫. আর কোন মহিলাকে তার পরিবারের লোকজনের অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪৬. এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে যদি এমন কোন নতুন সমস্যার বা বিরোধের উদ্ভব হয়—যা থেকে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ্ তা'আলা এবং আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট মীমাংসার্থে উত্থাপিত করতে হবে। এ চুক্তিনামায় যা কিছু রয়েছে এর প্রতি সর্বাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা আল্লাহ্‌র কাছে পসন্দনীয়।

৪৭. কোন কুরায়শকে বা তাদের সাহায্যকারীকে আশ্রয় দেওয়া চলবে না।

৪৮. আর চুক্তির সকল পক্ষ ইয়াসবির আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে।

৪৯. যখন তাদেরকে সন্ধির জন্য আহবান জানানো হবে, তখন তারা সন্ধিবদ্ধ হবে। অনুরূপ যখন তারা সন্ধির জন্যে আহবান জানাবে তখন মু'মিনদেরকেও সন্ধির আহবানে সাড়া দিতে হবে। তবে, যদি কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে তার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হবে না।

৫০. প্রত্যেককে তার নিজের দিকের প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

৫১. আর আওসের ইয়াহূদীরা—তারা নিজেরা হোক বা তাদের মাওয়ালী হোক, এই

চুক্তিতে শরীক পক্ষসমূহের সমান অধিকার লাভ করবে—এই চুক্তির পক্ষসমূহের সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ এ কথাটি বলতে গিয়ে برالمحض স্থলে برالمحسن শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এই চুক্তিতে শরীক পক্ষদের সাথে সুসম্পর্ক থাকলেই তারা এ অধিকার লাভ করবে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বিশ্বস্ততা বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বিরত রাখবে। প্রত্যেকের অপকর্মের ফলাফল তার নিজের উপরই বর্তাবে। আর আল্লাহ্ তারই সহায় যে এ চুক্তিনামার শর্তাবলী পালনে পূর্ণ নিষ্ঠাবান।

٥٢. وانه لايحول هذا الكتاب دون ظلم او اثم وانه من خرج امن ومن قعد امن بالمدينة الامن ظلم واثم - ٥٣. وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم -

৫২. আর এ চুক্তিনামা কোন অত্যাচারী বা অপরাধীর সহায়ক বিবেচিত হবে না। যে ব্যক্তি যুদ্ধে বের হবে এবং যে ব্যক্তি মদীনায় বসা থাকবে, উভয়েই নিরাপত্তার হকদার বিবেচিত হবে; অত্যাচারী এবং অপরাধী এর ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে।

৫৩. আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা) ঐ ব্যক্তির সপক্ষে রয়েছেন, যে চুক্তিপালনে নিষ্ঠাবান ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে।[১]

আনসার-মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবী আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন।[২]

তখন তিনি বললেন—আমার কাছে যে বর্ণনা পৌঁছেছে, সে অনুসারে আর তিনি যা বলেন নি, তা বলেছেন বলে বলা থেকে আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করুন—তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও আল্লাহ্‌র পথে। তারপর তিনি আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের হাত ধরে বললেন। এ হচ্ছে আমার ভাই অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হলেন রাসূলগণের সরদার ও মুত্তাকীগণের ইমাম এবং রাব্বুল আলামীনের রাসূল—যাঁর কোন তুলনা নেই, বান্দাদের মধ্যে যাঁর কোন নযীর নেই। তিনি ও আলী (রা) ভাই ভাই ! আর হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ছিলেন আসাদুল্লাহি আসাদু রাসূলিহী- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সিংহ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা। তাঁরই ভাই

১. আবু উবায়দ তদীয় কিতাবুল আমওয়ালে এই চুক্তিপত্রকে জিযিয়া নির্ধারণের পূর্বের মুসলিমরা যখন দুর্বল ছিলেন তখনকার ব্যাপার বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, এ চুক্তিনামা অনুযায়ী ইয়াহূদীরা তখন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হয়ে গনীমতও লাভ করত।

২. রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে মদীনায় পদার্পণের পর এ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন- যাতে করে তাদের একাকীত্ব এবং স্বজনহারার বেদনা লাঘব হয় এবং একে অপরের সাহায্যে শক্তিশালী হয়ে উঠেন। তারপর যখন ইসলাম শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন আল্লাহ্ নাযিল করল, وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ অর্থাৎ "উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আত্মীয়তা সম্পর্কই বিচার্য ব্যাপার।" তারপর সমস্ত মু'মিন মুসলমানকে পরস্পর ভাই ভাই বলে উল্লেখ করা হয়। ইরশাদ হল : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" (ভালবাসা ও ইসলাম প্রচারের বিষয়ে)।

হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত যায়দ ইব্ন হারিসা। উহুদ যুদ্ধের সময় মৃত্যু সন্ধিক্ষণে তিনি তাঁকেই তাঁর অন্তিম বাণী বলে গিয়েছিলেন।

জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব "যুল জানাহায়ন আত-তাইয়ার ফিল জান্নাত" (দুই পক্ষবিশিষ্ট জান্নাতে উড্ডয়নশীল) এবং বনূ সালামা গোত্রের মু'আয ইব্ন জাবাল দু'জন হলেন পরস্পরে ভাই।

ইব্ন হিশাম বলেন : জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) তখন আবিসিনিয়ায় থাকার দরুন অনুপস্থিত ছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক ইব্ন আবূ কুহাফা (রা) এবং বলোহারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্রের খারিজা ইব্ন যুহায়র হলেন পরস্পরের ভাই।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এবং বনূ সালিম ইব্ন আওফ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ ইব্ন খাযরাজের ইতবান ইব্ন মালিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

আবূ উবায়দা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাররাহ- যাঁর আসল নাম ছিল আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং বনূ আবদুল আশহালের সা'দ ইব্ন মুআয ইব্ন নু'মান তাঁরা হলেন পরস্পর ভাই ভাই।

আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) ও হারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্রের সা'দ ইব্ন রবী হলেন পরস্পর ভাই ভাই।

যুবায়র ইব্ন আওয়াম বনূ আবদুল আশহালের সালামা ইব্ন সালামা ইব্ন ওয়াকশ হলেন পরস্পর ভাই ভাই। কেউ কেউ বলেন, বরং যুবায়র ও বনূ যুহ্রার মিত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ হলেন পরস্পর ভাই ভাই।

উসমান ইব্ন আফ্ফান এবং বনূ নাজ্জারের আওস ইব্ন সাবিত ইব্ন মুনযির হলেন পরস্পর ভাই ভাই। তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ এবং বনূ সালমার কা'ব ইব্ন মালিক হলেন পরস্পর ভাই ভাই। সা'দ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল এবং বনূ নাজ্জারের উবায় ইব্ন কা'ব হলেন পরস্পর ভাই ভাই। মুস'আব ইব্ন উমায়র ইব্ন হাশিম এবং বনূ নাজ্জারের আবূ আইয়ূব খালিদ ইব্ন যায়দ হলেন পরস্পর ভাই ভাই। আবূ হুযায়ফা ইব্ন উত্বা ইব্ন রবী'আ এবং আবদুল আশহালের আব্বাদ ইব্ন বাশার ইব্ন ওয়াকশ, বনূ মাখযূমের মিত্র আম্মার ইব্ন ইয়াসির এবং বনূ আব্দ আশহলের মিত্র বনূ আবদ আব্সের হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান হলেন পরস্পর ভাই ভাই।

কেউ কেউ বলেন : সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস, যিনি বলোহারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্রীয় লোক এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খতীব ছিলেন—তিনি ও আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) ছিলেন পরস্পর ভাই ভাই।

আবূ যার, যাঁর আসল নাম ছিল কারীর ইব্ন জুনাদা আল-গিফারী তাঁর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হয় বনূ সাঈদা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজের আল-মু'নিক লিয়ামূত (মৃত্যুর দিকে দ্রুত ধাবমান) উপাধিধারী মুনযির ইব্ন আমরের সংগে।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমি একাধিক আলিমের মুখে এরূপ শুনেছি : আবূ যার হচ্ছেন জুন্দুব ইব্ন জুনাদা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাতির ইব্‌ন আবূ বালতা'আ, যিনি বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যার মিত্র ছিলেন, তাঁর এবং বনূ আমর আওফের উওয়ায়ম ইব্‌ন সাঈদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়। আর সালমান ফারসী ও আবূ দারদা (রা) বলোহারিস গোত্রের উওয়ায়মির ইব্‌ন সা'লাবা হলেন পরস্পর ভাই ভাই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উওয়ায়মির ইব্‌ন আমিরকে কেউ কেউ বলেছেন উওয়ায়মির ইব্‌ন যায়দ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত বিলাল (রা)—যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুয়ায্‌যিন ছিলেন—তাঁর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হয় আবূ রুয়ায়হা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান খাসআমীর সংগে, পরে কাযা নামক দু'জনের মধ্যকার একজনের সাথে।

এঁরাই হচ্ছেন সেই সব সাহাবী—যাঁদের মধ্যে নবী করীম (সা) নিজে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন বলে আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) যখন সিরিয়ার সাহাবীগণের (ভাতা দানের) তালিকা প্রস্তুত করিয়েছিলেন আর বিলাল (রা) তখন সিরিয়াই অবস্থান করছিলেন, তিনি জিহাদের উপলক্ষে সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে শুরু করেছিলেন- তখন উমর (রা) বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কার সংগে নাম তালিকাভুক্ত করবেন হে বিলাল! তিনি বললেন : আবূ রুয়ায়হার সংগে। আমি কখনো তাঁর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না। তা এ কারণে যে, আমার এবং তাঁর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি বিলাল (রা)-কে আবূ রুওয়াহা (রা)-এর সঙ্গেই যুক্ত করে দিলেন এবং আবিসিনিয়ার তালিকা তিনি খাসআমের সংগে যুক্ত করে দেন। তাই বিলাল (রা) তাঁদেরই সংগে ছিলেন, আর অদ্যবধি সিরিয়ায় তা খাসআমের সংগেই যুক্ত রয়েছে।

আবূ উমামা (রা)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ঐ মাসগুলোতেই আবূ উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা) ইন্তিকাল করেন। মসজিদে নব্বীর তখন নির্মাণ কাজ চলছিল। গল-রোগ বা হুপিং কাশিতে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (র) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আস'আদ ইব্‌ন যুরারা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

بئس الميت ابو امامة ليهود ومنافقى العرب يقولون : لو كان نبيا لم يمت صاحبه ، ولا املك لنفسى ولالصاحبى من الله شيئًا

"আবূ উমামার মৃত্যু আরবের ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের জন্যে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বলে : এ ব্যক্তি [অর্থাৎ নবী করীম (সা)] যদি নবীই হত, তাহলে তাঁর সঙ্গী মারা যেতনা,

অথচ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি না আমার নিজের ব্যাপারে কোন ক্ষমতা বা ইখতিয়ার রাখি, আর না আমার সাহাবীদের ব্যাপারে।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আনসারী বর্ণনা করেছেন : যখন আবূ উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা ইন্তিকাল করলেন, তখন বনূ নাজ্জারের লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সমবেত হলেন। তাঁরা তাঁর নিকট আরয করলেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের মধ্যে তাঁর কী মর্যাদা ছিল তা আপনি জানেন। তাঁর স্থলে আমাদের বিষয়াদি দেখাশোনার (নেতৃত্বের) জন্যে আমাদের মধ্য থেকে একজন লোক নিযুক্ত করে দিন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

انتم اخوا لى وانا بما فيكم وانا نقيبكم

"আপনারা হচ্ছেন আমার মামার গোষ্ঠীর লোক। আপনাদের বিষয়াদি দেখাশোনার জন্যে আমি নিজেই দায়িত্ব নিলাম। আমিই আপনাদের নকীব (সরদার) রূপে রইলাম।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাউকে বাদ দিয়ে অপর কাউকে প্রাধান্য দানকে অপসন্দ করলেন। আর এটা বনূ নাজ্জারের জন্যে একটি বৈশিষ্ট্য, যার জন্য তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে গর্বিত ছিলেন। কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন তাঁদের নকীব বা সরদার।

আযানের ইতিবৃত্ত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁর মুহাজির ভাইগণ তাঁর কাছে সমবেত হলেন। আনসারদের অবস্থা সুদৃঢ় হল। ইসলাম সুসংহত হল। তখন সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত হল। যাকাত ও সিয়াম ফরয করা হল। ইসলামী হুদূদ বা দন্ডবিধি প্রবর্তিত হল। হালাল ও হারাম নির্ধারিত হল। ইসলাম তাঁদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। আনসার গোত্র তখন :

هم الذين تبؤوا الدار والايمان

"তারা হিজরত ভূমি ও ঈমানে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে" অভিধায় অভিহিত হল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন লোকজন সালাতের নির্ধারিত সময়ে বিনা আহবানেই তাঁর কাছে এসে সমবেত হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা আগমণের পর ইয়াহূদীদের বিউগলের মত বিরাট একটি বিউগল বানিয়ে তা বাজিয়ে সালাতের জন্যে তাদের আহবানের মত আহবান জানাতে মনস্থ করলেন। কিন্তু পরে এটা তাঁর মনঃপূত হলনা। তারপর তিনি ঘন্টা বাজাবার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানদেরকে সালাতের জন্যে আহবানের উদ্দেশ্যে একটি ঘন্টা বানানোও হল।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর স্বপ্ন

তাঁরা যখন এরূপ চিন্তা-ভাবনা করছেন এমন সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যয়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহ—যিনি ছিলেন বলোহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের লোক—আহবান পদ্ধতি

স্বপ্নে দেখলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! জনৈক ব্যক্তি গতরাতে আমার কাছে এলেন। সবুজ দু'টি বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি হাতে একটি ঘন্টাসহ আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। আমি তাকে বললাম : হে আল্লাহ্র বান্দা ! তুমি কি এ ঘন্টাটি বিক্রি করবে ? সে ব্যক্তি বলল, তুমি এ দিয়ে কি করবে ? আমি বললাম : আমরা এটা দ্বারা সালাতের জন্যে আহবান জানাব। সে ব্যক্তি বলল : আমি কি তোমাকে এর চাইতে উত্তম পন্থা বলে দেবনা ? আমি বললাম : সে কি ? জবাবে সে ব্যক্তি বলল : তুমি বলবে :

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

حى على الصلاة حى على الصلوة

حى على الفلاح حى على الفلاح

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

তিনি যখন এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করলেন, তখন তিনি বললেন :

انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فالقها عليه فليؤذن بها فانه اندى صوتا منك -

"ইনশা আল্লাহ এটা হচ্ছে সত্য স্বপ্ন, তুমি বিলালের সাথে দাঁড়িয়ে যাও এবং তাকে এগুলো শিখিয়ে দাও, যেন সে এগুলো আযানে বলে। কেননা সে তোমার তুলনায় উচ্চকণ্ঠধারী।"

তারপর বিলাল যখন উচ্চকণ্ঠে এ শব্দগুলোর দ্বারা আযান দিলেন, তখন উমর (রা) ইব্ন খাত্তাব আপন ঘর থেকে তা শুনতে পেয়ে চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন। তিনি তখন বলছিলেন : ইয়া নাবী-আল্লাহ্ ! আপনাকে যে সত্তা সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

فلله الحمد على ذالكُ

"এর জন্য আমি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি।"

উমর (রা)-এর স্বপ্ন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন হারিস (র) মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন আবদে রাব্বিহী (রা)-এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট আতা (র) বলেছেন, আমি উবায়দ ইব্ন উমায়র লায়সীকে বলতে শুনেছি, নবী করীম (সা) তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে সালাতের জন্যে সমবেত হওয়ার জন্যে ঘন্টা ব্যবহারের পরামর্শ করেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) স্বপ্নে দেখলেন, (কেউ যেন তাঁকে বলছেন) ঘন্টা বাজাবেন না, বরং সালাতের জন্যে

আযান দিন। তখন উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছে তা জানাতে গেলেন। ততক্ষণে নবী করীম (সা)-এর কাছে এ ব্যাপারে ওহী এসে গেছে। উমর (রা) বিলালের আযানের দ্বারাই হতচকিত হলেন। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বললেন :

قد سبقك بذالك الوحى

"তোমার পূর্বেই এ ব্যাপারে ওহী এসে গেছে।"

ফজরের পূর্বে বিলাল (রা) যে দু'আ করতেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়র-এর সূত্রে বনূ নাজ্জারের এক মহিলা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মসজিদের নিকটে আমার ঘরটিই ছিল দীর্ঘতম ঘর। বিলাল (রা) প্রতিদিন ফজরের সময় এ ঘর থেকেই আযান দিতেন। তিনি ফজরের পূর্বে সাহ্রীর সময়ই চলে আসতেন এবং ফজরের (সময়ের) অপেক্ষায় এ ঘরের ছাদে বসে থাকতেন। তারপর যখন দেখতেন সময় হয়েছে, তখন শরীর মোচড় দিয়ে উঠতেন, তারপর এ দু'আ পড়তেন :

اللهم انى احمدك واستعينك على قريش ان يقيموا على دينك

"হে আল্লাহ্ ! আমি তোমারই প্রশংসা করি এবং কুরায়শদের মুকাবিলায় তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, যেন তারা তোমার দীনের উপর দাঁড়িয়ে যায়।"

মহিলাটি বলেন : আল্লাহ্র শপথ ! তিনি একটি রাতের জন্যেও এ দু'আ পড়া বাদ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

আবূ কায়স ইব্ন আবূ আনাস

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্থিরভাবে মদীনায় বসবাস করতে লাগলেন, আর সেখানে আল্লাহ্ তাঁর দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং মুহাজির ও আনসারগণকে আল্লাহ্ তাঁর চতুর্পার্শ্বে সমবেত করে দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করলেন, তখন বনূ আদী ইব্ন নাজ্জারের আবূ কায়স সিরমা ইব্ন আবূ আনাস (র) বলেন—

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ কায়সের কুলপঞ্জী হল, আবূ কায়স সিরমা ইব্ন আবূ আনাস ইব্ন সিরমা ইব্ন মালিক ইব্ন আদী ইব্ন আমির ইব্ন গানম ইব্ন আদী ইব্ন নাজ্জার।

ইব্ন হিশাম বলেন : তিনি জাহিলী যুগে সংসার-বিরাগী হন এবং মোটা বস্ত্র পরিধান করেন। মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকতেন। জানাবাতের গোসল করতেন এবং ঋতুবতী নারীদের সংসর্গ পরিহার করে চলতেন। একবার তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে মনস্থ করেন, কিন্তু পরে তা থেকে বিরত থাকেন এবং তাঁর একটি গৃহকে উপাসনালয়ে রূপান্তর করে তাতে প্রবেশ করেন। এতে কোন ঋতুবতী বা জুনুবী[১] লোক প্রবেশ করতে পারতনা। তিনি যখন মূর্তিপূজা ত্যাগ

১. স্ত্রী সঙ্গম বা স্বপ্নদোষের কারণে যার উপর গোসল ফরয হয়।

করলেন এবং তার প্রতি বিরাগ হলেন, তখন তিনি বলতেন : আমি ইবরাহীমের প্রভুর ইবাদত করি। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং একজন পূর্ণ নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হন। তিনি তখন অত্যন্ত বয়োবদ্ধ। স্পষ্টবাদিতা ও সত্য-ভাষণে তিনি ছিলেন দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন। জাহিলিয়াতের যুগেও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাঁর গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। এ ব্যাপারে সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করতেন। তিনিই বলেছিলেন :

يقول ابو قيس واصبح غاديا × الاستطعتم من وصاتى فافعلوا

আবূ কায়স নিত্য ভোরে গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠে, ধর আমার উপদেশ যতখানি সাধ্যে জুটে।

فاوصيكم بالله والبر والتقى × واعراضكم والبر بالله اول

আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করো সাধ্য ভরে, আল্লাহ্ সবার আগে অন্য সবাই তাহার পরে।

وان قومكم سادوا فلا تحسدنهم × وان كنتم اهل الرياسة فاعدلوا

বংশে তোমার নেতা হলে হিংসা করবে না, নিজে যদি রাজ্য লাভ কর তবে বে-ইনাসাফী করবে না।

وَاِنْ نَزَلَتْ اِحْدٰى الدَّوَا هِىْ بِقَوْمِكُمْ × فَاَنْفُسَكُمْ دُوْنَ الْعَشِيْرَةَ فَاجْعَلُوْا

ভাগ্য বিবর্তনে যদি বংশে কোন বিপদ নামে, তবে তোমাদের বিলিয়ে দিয়ে স্বজাতিকে রক্ষা করবে।

وَاِنْ نَابَ غَرْمٌ فَادِحٌ فَارْفُقُوْهُمْ × وَمَا حَمَلُوْكُمْ فِىْ الْمِلَمَاتِ فَاحْمِلُوْا

যদি তাদের উপর কোন দণ্ডভার চাপে, তবে তোমরা তাদের সহযোগিতা করবে, দুর্যোগপূর্ণ কঠিন সময়ে তোমাদের উপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তোমরা তা পালন করবে।

وَاِنْ اَنْتُمْ اَمْعَرْتُمْ فَتَعَفَّفُوْا × وَاِنْ كَانَ فَضْلُ الْخَيْرِ فِيْكُمْ فَاَفْضِلُوْا

যদি কোন সময় তোমরা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়, তবে তাতে ধৈর্যধারণ কর, আর যদি স্বচ্ছল অবস্থায় থাক, তাহলে তোমরা মানুষের প্রতি বদান্যতা দেখাবে।

ইব্ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় কথাটি وَاِنْ نَابَ غَرْمٌ فَادِحٌ فَارْفُوْهُمْ এর স্থলে এরূপ আছে : وان ناب امر فادح فارفدوهم অর্থাৎ—"যদি চাপে তাদের উপরে কঠিন কোন কার্যভার, তুমিও নাও অংশ তার।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ কায়স সিরমা আরো বলেন :

سَبِّحُوْا اللّٰهَ شَرِقَ كُلَّ صَبَاحٍ × طَلَعَتْ شَمْسُهُ وَكُلَّ هِلَالِ

আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠে রত থাক সকালে—যখন আকাশে সূর্যোদয় হয়, আর যখন রাতে চন্দ্রোদয় হয়।

عَالِمِ السِّرِّ وَالْبَيَانِ لَدَيْنَا × لَيْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلاَلِ

আমার জ্ঞানে সত্তা তাঁহার বাহ্যজ্ঞানী অন্তর্যামী—প্রকাশ্য ও গোপন জ্ঞানের অধিকারী আমাদের প্রতিপালক যা বলেছেন, তা ভ্রান্ত নয়।

وَلَهُ الطَّيْرُ تَسْتَرِيْدُ وَتَأْوِى × فِى وُكُوْرٍ مِنْ امنَاتِ الْجِبَالِ

যে পাখিটি উড়ে বেড়ায় এবং নিরাপদ পাহাড় চূড়ায় তার নীড়ে আশ্রয় নেয়, সে পাখিরও মালিক তিনি।

وَلَهُ الْوَحْشُ بِالْفَلاَةِ تَرَاهَا × فَحِقَافٍ وَفِى ظِلاَلِ الرِّمَالِ

প্রান্তরে যে বন্য প্রাণী তুমি দেখতে পাও পাহাড়ের গর্তে ও বালুর টিলা প্রান্তে—

وَلَهُ هَوَّدَتْ يَهُوْدُ وَدَانَتْ × كُلَّ دِيْنٍ اِذَا ذَكَرْتَ عُضَالِ

তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্ত করেছে ইয়াহূদীরা এবং তাঁরই কাছে নত হয়েছে, অপর পক্ষে তুমি যে দীনেরই উল্লেখ কর না কেন, তা হল দুরারোগ্য রোগ।

وَلَهُ شَمْسَ النَّصَارَى وَقَامُوْا × كُلَّ عِيْدٍ لِرَبِّهِمْ وَاحْتِفَالُ

তাঁরই জন্য ইবাদত করছে খ্রিস্টানরা এবং তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে তাদের ঈদ অনুষ্ঠান ও অন্য দীনী মাহফিলগুলোতে মগ্ন থাকে।

وَلَهُ الرَّاهِبُ الْحَبِيْسُ تَرَاهُ × رَهْنَ بُؤْسٍ وَكَانَ نَاعِمَ بَالِ

তাঁরই জন্য সংসারত্যাগী পাদ্রিগণকে তুমি দেখতে পাবে যে, তারা অতিকষ্টে জীবন-যাপন করছে, অথচ তাদের জীবন কেটেছে অতি সুখে।

يَابَنِى الاَرْحَامِ لاَ تَقْطَعُوْهَا × وَصِلُوْهَا قَصِيْرَةٌ مِنْ طَوَالِ

হে বৎসগণ, তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করো না, তোমরা উদার ব্যবহার কর, যদিও সে সংকীর্ণ হয়।

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ فِىْ ضِعَافِ الْيَتَامَى × رُبَّمَا يُسْتَحَلُّ غَيْرَ الْحَلاَلِ

আল্লাহ্‌কে ভয় কর, দুর্বল ইয়াতীমদের ব্যাপারে অনেক সময় অবৈধকে বৈধ বানানো হয়।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ لِلْيَتِيْمِ وَلِيًّا × عَالِمًا يَهْتَدِىْ بِغَيْرِ السُّؤَالِ

জেনে রেখো, ইয়াতীমদের এমন একজন সর্বজ্ঞ অভিভাবক রয়েছেন, যিনি সওয়াল ছাড়াও সব ব্যাপারে অবহিত।

ثُمَّ مَالَ الْيَتِيْمِ لاَ تَاكُلُوْهُ × اِنَّ مَالَ الْيَتِيْمِ يَرْعَاهُ وَالِى

ইয়াতীমের সম্পদ তোমরা গ্রাস করো না লোভের বশে, কেননা ইয়াতীমের মালের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক রক্ষক রয়েছেন।

يَابَنِيَّ التَّخُوْمُ لاَ تَخْزُلُوهَا × اِنَّ خَزَلُ التَّخُوْمِ ذُوْ عُقَّالِ

বৎসগণ, তোমরা ভূমির সীমা লংঘন করো না, কেননা পরের ভূমির সীমা লংঘন করলে অধঃপতন ঘটে।

يَابَنِيَّ الايَّامَ لاَ تَأمَنُوْهَا × وَاحَذُرُوْا مَكْرَهَا ومَرَّ اللَّيَالِى

বৎসগণ, তোমরা কালের বিবর্তন থেকে নিশ্চিত থেকো না এবং তার ধোঁকা ও চক্র থেকে সতর্ক থাক।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ مَرَّهَا لِنَفَادِ × اَلْخَلْقِ مَاكَانَ مِنْ جَدِيْدَ وَّبَالِىْ

আর জেনে রেখো, কালের বিবর্তন হচ্ছে সৃষ্টির লয়ের জন্য; সে নতুন হোক বা পুরান।

وَاجْمَعُوْا اَمْرَكُمْ عَلَى الْبِرَّ وَالْتَقْوٰى × وَيُتْرَكِ الْخَنَا وَاَخْذِ الْحَلاَلِ

আর তোমরা পূণ্য ও তাকওয়া অবলম্বনে এবং হালাল উপার্জনে ও অশ্লীলতা ত্যাগে দৃঢ় প্রত্যয়ী হও।

আবূ কায়স সিরমা ইসলামের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কতটুকু গৌরবান্বিত ও ধন্য করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আবির্ভূত করে তিনি তাঁকে যে মহিমামণ্ডিত করেছেন, তারও চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন তাঁর স্বরচিত কবিতায় :

ثَوَى فِىْ قُرَيْشٍ بِضْعَ عَشْرَةُ حِجَّةُ × يُذَكَّرُ لَوْ يَلْقَى صَدِيْقًا مَوَاتِيًا

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শদের মধ্যে এক দশকের বেশি সময় অবস্থান করেন এবং তাদের নসীহত করতে থাকেন এই আশায় যে, তিনি কোন সহযোগী বন্ধুর সন্ধান পাবেন।

وَيَعْرِضْ فِىْ اَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ × فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤْوِى وَلَمْ يَرَدَاعِيًا

হজ্জের মওসুমে তিনি লোকদের কাছে উপস্থিত হতেন, কিন্তু তিনি কোন আশ্রয়দাতা ও আহবানে সাড়াদানকারী পেলেন না।

فَلَمَّا اَتَانَا اَظْهَرَ اللّٰهُ دِيْنَهُ × فَاَصْبَحَ مَسْرُوْرًا بِطَيْبَةِ رَاضِيًا

তিনি যখন আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনকে বিজয়ী করলেন এবং এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায়[১] খুশিতে জীবন যাপন করলেন।

وَاَلْقَى صَدِيْقًا وَاطْمَأَنَّتْ بِهِ النَّوٰى × وكَانَ لَنَا عَوْنًا مِنَ اللّٰهِ بَادِيًا

তিনি বন্ধুর সন্ধান এবং হিজরতের পর ঠিকানা পেলেন। তিনি ছিলেন আমাদের জন্য আল্লাহ্র স্পষ্ট সাহায্য।

---

১. তায়্যিবা মদীনার অপর নাম।

يَقُصُّ لَنَا مَا قَالَ نُوْحٌ لِقَوْمِهِ × وَمَا قَالَ مُوْسٰى اِذَا اَجَابَ الْمُنَادِيًا

হযরত নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে যা বলেছিলেন, তিনি আমাদের কাছে তা বর্ণনা করেন।

আর হযরত মূসা (আ) গায়েব থেকে আহবানকারীর উত্তরে যা বলেছেন, তিনি তাও আমাদের কাছে ব্যক্ত করেন।

فَاَصْبَحَ لاَ يَخْشٰى مِنَ النَّاسِ وَاحِداً × قَرِيْبًا وَلاَ يَخْشٰى مِنَ النَّاسِ نَائِيًا

তিনি এভাবে জীবন যাপন করেন যে, মানুষের মধ্যে তিনি কাউকে ভয় করতেন না। আর তিনি কোন লোককে ভয় করতেন না, সে নিকটের হোক বা দূরের হোক।

بِذَالْنَا لَهُ الْاَمْوَالَ مِنْ حَلِ مَا لِنَا × وَاَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَى وَالتَّاسِيًا

আমরা তাঁর জন্য আমাদের বৈধ-সম্পদসমূহ ব্যয় করেছি, আর ব্যয় করেছি সহযোগিতা ও যুদ্ধের সময়ে আমাদের প্রাণ।

وَنَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ لاَ شَيْئَ غَيْرُهُ × وَنَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ اَفْضَلُ هَادِيًا

আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই, আরও জ্ঞান লাভ করেছি যে, আল্লাহ্ই হলেন পথ-প্রদর্শক।

نُعَادِى الَّذِى عَادِى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ × جَمِيْعًا وَّ اِنْ كَانَ الْحَبِيْبُ الْمُصَافِيًا

মানুষের মধ্যে যারা তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমরাও সে সব মানুষের সাথে শত্রুতা পোষণ করে থাকি—যদিও তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়।

اَقُوْلُ اِذَا اَدْعُوْكَ فِىْ كُلِّ بِيْعَةٍ × تَبَارَكْتَ قَدْ اَكْثَرْتُ لِاسْمِكَ دَاعِيًا

সব বায়'আত গ্রহণের সময় যখন আমি আপনাকে আহবান করি, তখন আমি বলি আপনার সত্তা বরকতময় আমি আহবানে আপনার নাম অনেকবার নিয়েছি।

اَقُوْلُ اِذَا جَاوَزْتُ اَرْضًا مَخُوْفَةً × حَنَائِيْكَ لاَ تُظْهِرْ عَلَى الْاَعَادِيًا

যখন আমি কোন শংকাপূর্ণ স্থান অতিক্রম করি, তখন আমি বলি, হে দয়াময়! তোমার মেহেরবানীতে আমার উপর শত্রুকে বিজয়ী করো না।

فَطَأْ مُعْرِضًا اِنَّ الْحُتُوْفَ كَثِيْرَةٌ × وَاِنَّكَ لاَ تُبْقِى بِنَفْسِكَ بَاقِيًا

তুমি মুখ ফিরিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাক, কেননা মৃত্যু রয়েছে অনেক রকম, তুমি বাঁচতে চাইলেও চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে না।

فَوَ اللّٰهِ مَا يَدْرِى الْفَتٰى كَيْفَ يَتَّقِى × اِذَا هُوَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ اللّٰهُ وَاقِيًا

আল্লাহ্র কসম, কোন যুবক জানে না কেমন করে বাঁচবে সে, যদি আল্লাহ্ তার জন্য কোন রক্ষাকারী নিযুক্ত না করেন।

وَلاَ تَحْفِلُ النَّخْلُ الْمُقِيْمَةُ رَبَّهَا × اِذَا اَصْبَحَتْ رِبًا وَاَصْبَحَ ثَاوِيًا

কাজে আসে না শুকনা খেজুর গাছ তার মালিকের, সে অতি শীঘ্র জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবিতার যে লাইনের শুরু فطأمعرضا দিয়ে তার পরবর্তী যে কবিতার আরম্ভ فَوَاللّٰه مايدرى দিয়ে, এ দুটো কবিতা হল আসলে আফনূন তাগলাবী রচিত। সে কবিতার নাম হল করীম ইব্‌ন মা'শার। তাঁর কবিতামালায় এ লাইনগুলোও রয়েছে।

ইয়াহূদীদের বৈরিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু আরবদের মধ্য থেকে নবী প্রেরণ করে, তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, এজন্যে ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ হিংসা-বিদ্বেষবশত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে শত্রুতাকে তাদের ব্রতরূপে গ্রহণ করে। তাদের সাথে ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের কিছু লোক—যারা জাহিলিয়াতের উপর বহাল রয়েছিল। তারা ছিল মুনাফিক, তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী। কিন্তু ইসলামের প্রভাব এবং তাদের স্বজাতির লোকদের ইসলাম গ্রহণের ফলে তারাও বাহ্যত ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয় এবং একে তারা ঢালরূপে গ্রহণ করে প্রাণ রক্ষায় সচেষ্ট হয়। কিন্তু গোপনে গোপনে তারা কপটতায় লিপ্ত ছিল। ইয়াহূদীদের চাওয়া-পাওয়া ও কামনা-বাসনার সাথে তাদের মিল ছিল। কেননা তারাও নবী করীম (সা)-কে অস্বীকার এবং ইসলামের বিরোধিতা করত। ইয়াহূদী পণ্ডিতদের অবস্থা ছিল এই যে, নানারূপ বিব্রতকর প্রশ্ন করে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিরক্ত ও অতিষ্ঠ করত এবং নানারূপ সন্দেহ জাল বিস্তার করে সত্যকে অসত্য দিয়ে ঢাকবার প্রয়াস পেত। তাদের প্রশ্নের জবাবে কুরআন শরীফের আয়াত নাযিল হত। হালাল ও হারাম সংক্রান্ত মুসলিমগণের অল্প কিছু প্রশ্ন বাদে সকল প্রশ্ন তাদেরই থাকত।

গোত্রওয়ারীভাবে ইয়াহূদী পণ্ডিতদের নামধাম এরূপ :

বনূ নযীরের

হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং আবূ ইয়াসির ইব্‌ন আখতাব ও জুদাই ইব্‌ন আখতাব নামে তার দু'ভাই, সালাম ইব্‌ন মুশকাম, কিনানা ইব্‌ন রবী' ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, সালাম ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, আবূ রাফি' আল-আওয়ার—একেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ খায়বরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। রবী' ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, আমর ইব্‌ন জাহ্‌হাশ, কা'ব ইব্‌ন আশরাফ-এ ব্যক্তি তাঈ গোত্রের শাখাগোত্র বনূ নাবহানের লোক ছিল। তার মা ছিল বনূ নযীর গোত্রীয়।

হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর-এ ব্যক্তি কা'ব ইব্‌ন আশরাফের মিত্র ছিল। কুরদাম ইব্‌ন কায়স-এ ব্যক্তিও কা'ব ইব্‌ন আশরাফের মিত্র ছিল। এরা সবাই ছিল বনূ নযীরের লোক।

বনূ সা'লাবার

বনূ সা'লাবা ইব্‌ন ফিতয়ূন[১] থেকে ছিল—

- আবদুল্লাহ ইব্‌ন সূরিয়া আল-আওয়ার। তার যুগে গোটা হিজায ভূমিতে তাওরাতের এতবড় পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না।
- ইব্‌ন সালূবা।
- মুখায়রিক-ইয়াহূদীদের ধর্মীয় নেতা এবং পণ্ডিত, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।

বনূ কায়নূকা'র

- যায়দ ইব্‌ন লাসীত—কেউ কেউ একে ইব্‌ন লুসায়ত বলে অভিহিত করেছেন। ইব্‌ন হিশামও এ নামেই অভিহিত করেন।
- সা'দ ইব্‌ন হুনায়ফ,
- মাহ্‌মূদ ইব্‌ন সায়হান,
- উযায়য ইব্‌ন আবূ উযায়য,
- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়ফ, ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ একে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়ফ নামেও অভিহিত করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুয়ায়দ ইব্‌ন হারিস, রিফা'আ ইব্‌ন কায়স, ফানহাস, আশইয়া', নু'মান ইব্‌ন আযা, বাহরী ইব্‌ন আমর, শাস ইব্‌ন আদী, শাস ইব্‌ন কায়স, যায়দ ইবনুল হারিস, নু'মান ইব্‌ন আমর, সুকায়ন ইব্‌ন আবূ সুকায়ন, আদী ইব্‌ন যায়দ, নু'মান ইব্‌ন আবূ আওফা, আবূ আনাস, মাহমূদ ইব্‌ন দাহিয়া, মালিক ইব্‌ন সায়ফ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে কেউ কেউ ইব্‌ন যায়ফও বলেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন রাশিদ, আযির, রাফি' ইব্‌ন আবূ রাফি', খালিদ ও আযার ইব্‌ন আবূ আযার।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে কেউ কেউ আযর ইব্‌ন আবূ আযরও বলেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাফি' ইব্‌ন হারিসা, রাফি' ইব্‌ন হুরায়মালা, রাফি' ইব্‌ন খারিজা, মালিক ইব্‌ন আওফ, রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবূত, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম ইব্‌ন হারিসা, তিনি ছিলেন তাদের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পূর্ব নাম ছিল হুসায়ন (حصين)।

ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ্। তাঁরা সবাই ছিলেন বনূ কায়নুকা'র লোক।

বনূ কুরায়যার

যুবায়র ইব্‌ন বাতা ইব্‌ন ওয়াহব, উয্‌যাল ইব্‌ন শাময়েল, কা'ব ইব্‌ন আসাদ, বনূ কুরায়যার পক্ষ থেকে যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল, যা আহযাব যুদ্ধের দিন ভঙ্গ করে দেওয়া

---

১. ফিতয়ূন শব্দটি মূলত হিব্রু ভাষায়। ইয়াহূদী সরদার অর্থে ব্যবহৃত।

হয়। শামূয়েল ইব্‌ন যায়দ, জাবল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সুকায়না, নাহ্‌হাম ইব্‌ন যায়দ, কুরদাম ইব্‌ন কা'ব, ওয়াহব ইব্‌ন যায়দ, নাফি' ইব্‌ন আবূ নাফি', আবূ নাফি', আদী ইব্‌ন যায়দ, হারিস ইব্‌ন আওফ, কুরদাম ইব্‌ন যায়দ, উসামা ইব্‌ন হাবীব, রাফি' ইব্‌ন রুমায়লা, জাবাল ইব্‌ন আবূ কুশায়র, ওয়াহব ইব্‌ন ইয়াহূযা এরা সকলেই ছিল বনূ কুরায়যার লোক।

বনু যুরায়কের

লবীদ ইব্‌ন আ'সম—এ ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর সহধর্মিণীদের নিকট গমন থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে জাদু করেছিল।

বনূ হারিসার

কিনানা ইব্‌ন সুরিয়া।

বনূ আমর ইব্‌ন আওফের

কুরদম ইব্‌ন আমর।

বনু নাজ্জারের

সালসালা ইব্‌ন বারহাম।

এরাই হচ্ছে সেই ইয়াহূদী পণ্ডিত ও ধর্মযাজক—যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের অনিষ্ট সাধন ও তাঁদের সাথে শত্রুতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। এরাই যতসব বিব্রতকর প্রশ্ন করত এবং নিজেদের অনিষ্টকর তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামের প্রজ্বলিত প্রদীপ শিখাকে নিভিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম এবং মুখায়রিক অবশ্য নিজেদেরকে ব্যতিক্রম বলে প্রমাণিত করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামের কথা আর তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাবলী তাঁরই পরিবারের এক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তা এরূপ :

তিনি ছিলেন একজন বড় বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বলেন : যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শুনলাম, তখন তাঁর নাম, গুণাবলী এবং সন্ধিক্ষণ দ্বারা তাঁকে চিনতে পারলাম যে, তিনিই সেই মহাপুরুষ যাঁর প্রতীক্ষায় আমরা ছিলাম, আমি ব্যাপারটিকে গোপন রাখি এবং এ ব্যাপারে একেবারে নীরব থাকি—যাবৎ না তিনি মদীনায় পদার্পণ করেন। তারপর যখন তিনি কুবায় এসে অবতরণ করলেন এবং বনূ আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে উঠলেন, তখন একব্যক্তি এসে আমাকে তাঁর আগমনের সংবাদ দিল। আমি তখন আমার একটি খেজুর গাছের শীর্ষে কাজ করছিলাম। আমার ফুফু খালিদা বিন্‌ত হারিস নিচেই বসা ছিলেন। যখন আমি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন সংবাদ শুনতে পেলাম, তখন আমি সজোরে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। তখন আমার ফুফু আমার তাকবীর ধ্বনি শুনে বলে উঠলেন : আল্লাহ তোমাকে ব্যর্থকাম করুন। আল্লাহ্র কসম, যদি তুমি (আমাদের নবী) মূসা ইব্ন 'ইমরানের আগমন সংবাদও শুনতে, তা হলে এর চাইতে বেশি কিছু করতে না।

তিনি বলেন, আমি তখন জবাবে বললাম : ফুফুআম্মা, আল্লাহ্র কসম, তিনি হচ্ছেন মূসারই ভাই। তিনি তাঁরই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি যে বস্তু নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, ইনিও ঠিক সেই বস্তু নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন।

তখন তিনি বললেন : হে আমার ভাইপো ! ইনি কি সেই নবী, যাঁর সম্পর্কে আমাদেরকে সুসমাচার শুনানো হত যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি প্রেরিত হবেন ?

তিনি বলেন : আমি তখন তাঁর জবাবে বললাম : হ্যাঁ। তিনি বলেন : এজন্যেই তো তোমার এ উল্লাস !

রাবী (আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম) বলেন : তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাই এবং ইসলাম গ্রহণ করি। তারপর আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে আসি এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে আদেশ করি। তখন তারাও ইসলাম গ্রহণ করে।

তিনি বলেন : আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ইয়াহূদীদের থেকে গোপন রাখলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইয়াহূদীরা একটি অপবাদপ্রিয় জাতি। আমি চাই আপনি আমাকে আপনার কোন এক ঘরে ঢুকিয়ে তাদের চোখের আড়ালে রেখে তাদেরকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন যে, আমি কেমন লোক। তারপর আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বেই তারা আমার সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করবে, তাদের মধ্যে আমার অবস্থান কেমন। কেননা তারা যদি তা জানতে পায়, তবে নিশ্চয়ই আমার উপর অপবাদ আরোপ করবে এবং আমাকে দোষারোপ করবে।

রাবী (আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেমতে আমাকে তাঁর একটি ঘরে ঢুকিয়ে রাখলেন। ইয়াহূদীরা তাঁর নিকট আগমন করল। নানা প্রসঙ্গে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করল। তাঁকে নানারূপ প্রশ্ন করল। তারপর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের হুসায়ন ইব্ন সালাম কেমন লোক ?

জবাবে তারা বলল : তিনি আমাদের নেতা। তাঁর পিতাও আমাদের নেতা ছিলেন। তিনি আমাদের ধর্মযাজক ও পণ্ডিত ব্যক্তি।

রাবী বলেন : যখন তারা তাদের কথা শেষ করল, তখন আমি তাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করলাম এবং তাদের লক্ষ্য করে বললাম : হে ইয়াহূদী সমাজ ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আল্লাহ্র নবী তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করে নাও। আল্লাহ্র কসম, তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তোমাদের কাছে মওজুদ তাওরাত কিতাবে তোমরা

তাঁকে তাঁর নাম ও গুণাবলীসহ পাচ্ছ। সুতরাং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সা)। আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনছি তাঁকে সত্য নবী বলে প্রত্যয়ন করছি এবং তাঁকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। তারা বলল : তুমি মিথ্যাবাদী। তারা তখন আমাকে দোষারোপ করতে লাগল। আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি ইতিপূর্বেই আপনাকে বলিনি ইয়াহূদীরা অপবাদে অভ্যস্ত একটি জাতি। বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার ও পাপাচার এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলেন : তখন আমি আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলাম এবং আমার ফুফু খালিদা বিন্ত হারিসও ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি একজন উন্নতমানের মুসলমানে পরিণত হলেন।

মুখায়রীকের ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুখায়রীকের ঘটনাবলী এরূপ : তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক ও পণ্ডিত। তিনি ছিলেন একজন বিত্তশালী লোক। তাঁর ছিল বিরাট খেজুর বাগান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর গুণাবলী মারফত চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর স্বধর্মের টান প্রবল ছিল। উহুদ যুদ্ধের দিন পর্যন্ত তিনি ইয়াহূদী ধর্মেই অবিচল থাকেন।

তারপর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন এল আর সে দিনটি ছিল শনিবার। তিনি তাঁর স্বজাতির লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন : হে ইয়াহূদী সমাজ ! আল্লাহ্র কসম, তোমাদের অবশ্যই জানা আছে যে, মুহাম্মদকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।

তারা বলল : আজ তো শনিবার।[১]

তিনি বললেন : তোমাদের জন্য শনিবার কিছু নয়।

তারপর তিনি অস্ত্রহাতে বেরিয়ে পড়লেন। উহুদ প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর পেছনে রয়ে যাওয়া স্বজাতির লোজনকে এ মর্মে ওসিয়ত করে আসলেন যে, এ যুদ্ধে যদি আমি নিহত হই, তবে আমার সমস্ত সম্পদ মুহাম্মদ (সা)-এর হয়ে যাবে। তিনি আল্লাহ্র পসন্দমত যা ইচ্ছা তা করবেন।

তারপর যখন লোকজন যুদ্ধে লিপ্ত হল, তিনিও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই শাহাদত বরণ করলেন।

আমার কাছে এরূপ সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই বলতেন : مخيريق خير يهود "মুখায়রীক ইয়াহূদীদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন।"

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখায়রীকের সমস্ত সম্পদের মালিকানা গ্রহণ করেন। মদীনায় তাঁর সাদকাসমূহ সাধারণত মুখায়রীকের এ সম্পদ হতেই তিনি দান করতেন।

---

১. শনিবার ইয়াহূদীদের সাপ্তাহিক ধর্মীয় দিন। এ দিন যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকে তারা নিষিদ্ধ মনে করত।

হযরত সফিয়্যা (রা)-এর বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (র)। তিনি বলেন : আমার কাছে সফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের নিকট থেকে রিওয়ায়ত পৌঁছেছে, তিনি বলেছেন : আমি আমার পিতা ও চাচা আবূ ইয়াসিরের সন্তানদের মধ্যে প্রিয়তম সন্তান ছিলাম। যখনই আমি তাঁদের সাথে দেখা করতাম, তখনই তাঁরা তাঁদের অন্য সন্তানদের ছেড়ে আমাকেই কোলে তুলে নিতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন এবং কুবায় বনূ আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে অবস্থান করেন, তখন আমার পিতা হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং আমার চাচা আবূ ইয়াসির ইব্‌ন আখতাব তাঁর নিকট গেলেন ভোর সকালে। তিনি বলেন : কিন্তু সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা আর ফিরে এলেন না।

তিনি বলেন : তারপর তাঁরা যখন এলেন, তখন তাঁরা এতই ক্লান্ত যে, চলতে গিয়ে যেন পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি চিরাচরিত নিয়মে খুশি মুখে তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলাম কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, দুজনের একজনও আমার দিকে একটু ফিরেও তাকালেন না। কারণ তারা ছিলেন বিষণ্ন ও চিন্তিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচা আবূ ইয়াসিরকে আমার পিতা হুয়াই ইব্‌ন আখতাবকে লক্ষ্য করে বলতে শুনলাম : এ কি সেই ব্যক্তি ? জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম, তিনিই সেই ব্যক্তি। তখন চাচা বললেন : আপনি কি তাঁকে সত্যিই চিনতে পেরেছেন এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন ? পিতা বললেন : হ্যাঁ। তখন চাচা বললেন : এখন আপনি তাঁর সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ? পিতা বললেন : আজীবন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে যাব।

মদীনার মুনাফিক সমাজ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহূদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে কথিত আওস ও খাযরাজের নাম আমাদের নিকট পৌঁছেছে, আল্লাহ্‌ই তাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তারা হচ্ছে :

আওসের বনূ আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওসের শাখাগোত্র বনূ লুযান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ থেকে যুওয়াই ইব্‌ন হারিস।

বনূ হাবীব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ থেকে জুলাস ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত এবং তার ভাই হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দ।

আর জুলাস হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তাবূক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে যোগ দেয়নি। সে বলেছিল, যদি এ ব্যক্তি [মানে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)] সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে আমরা যে গাধার চাইতেও অধম তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন তাদেরই একজন উমায়র ইব্‌ন সা'দ একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছান। জুলাস উমায়রের পিতৃবিয়োগের পর তার মাকে

বিবাহ করে এবং উমায়র তারই কাছে প্রতিপালিত হন। উমায়র ইব্‌ন সা'দ জুলাসকে লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম হে জুলাস! নিশ্চয়ই আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আমার প্রতি আপনার অবদানই সর্বাধিক। আপনার উপর কোন অবাঞ্ছিত ব্যাপারে ঘটে গেলে তা আমার জন্যে সর্বাধিক গুরুতর। আপনি এমনি একটি উক্তি করে বসেছেন যে, যদি আমি তা উপর পর্যন্ত [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত] পৌঁছিয়ে দেই, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তা হবে আপনার জন্যে চরম অপমানজনক। আর যদি আমি এ ব্যাপারে নীরব থাকি, তবে তা হবে আমার দীনের জন্যে চরম ক্ষতিকর। আর প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় আমার জন্যে সহজতর। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে জুলাস যা বলেছিল তা জানিয়ে দিলেন। তখন জুলাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হলফ করে বলে যে, উমায়র ইব্‌ন সা'দ আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্ক আয়াত নাযিল করলেন :

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ط وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ج وَمَا نَقَمُوْا اِلاَّ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ج فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ج وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَمَالَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ -

"তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি; কিন্তু তারা তো কুফরীর কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়েছে, তারা যা সংকল্প করেছিল তা পায়নি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় তাদের অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছিল। তারা তওবা করলে তাদের জন্য ভাল হবে, কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন; পৃথিবীতে তাদের কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নেই।" (৯ : ৭৪)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আয়াতে উল্লিখিত اليم শব্দটির অর্থ موجع কষ্টদায়ক। কবি যূররুম্মা একটি উটের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন :

وترقع من صدور شمردلات × يصك وجوهما وهج اليم

তার কবিতার উক্ত পংক্তিটিতে তিনি اليم শব্দটি ঐ অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লোকের ধারণা, শেষ পর্যন্ত জুলাস তওবা করেন এবং তাঁর এ তওবা ছিল খাঁটি তওবাই। তারপর জানা যায় যে, তিনি সৎকাজ ও ইসলামের উপর অবিচল থাকেন।

তার ভাই হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দ যে হত্যা করেছিল মুজাযযার ইব্‌ন যিয়াদ বলভী এবং কায়স ইব্‌ন যায়দকে—যিনি যাবীআ গোত্রের একজন ছিলেন—উহুদ যুদ্ধের দিন সে মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করে। আসলে সে ছিল মুনাফিক। যখন লোকজন যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন সুযোগ বুঝে সে তাঁদের দু'জনকে হত্যা করে কুরায়শদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মুজাযাযার ইব্‌ন যিয়াদ আওস ও খাযরাজের মধ্যকার কোন এক যুদ্ধে সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিতকে হত্যা করেছিল। উহুদ যুদ্ধের দিন তার পুত্র হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দ সুযোগ খুঁজছিল যে, কখন তাকে একটু অন্যমনস্ক অবস্থায় পাবে—যাতে করে সে তাঁকে হত্যা করে তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে। সেমতে সে একা তাঁকেই হত্যা করেছিল।

আমি একাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, সে যে কায়স ইব্‌ন যায়দকে হত্যা করেনি তার প্রমাণ হল, ইব্‌ন ইসহাক উহুদ যুদ্ধের নিহতদের মধ্যে তার নাম উল্লেখ করেন নি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিতকে মু'আয ইব্‌ন আফরা বুয়াস যুদ্ধের পূর্বে কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়া তীর নিক্ষেপে হত্যা করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লোকে বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর ইব্‌ন খাত্তাবকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, সুযোগ পেলে তিনি যেন তাকে হত্যা করেন। কিন্তু তিনি তাতে সফলকাম হননি, সে মক্কায় বসবাস করতে থাকে। তারপর সে তার ভাই জুলাসের কাছে তওবার অনুমতি চাওয়ার জন্যে বার্তা প্রেরণ করে—যাতে করে সে তার নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যেতে পারে। ইব্‌ন আব্বাসের যে রিওয়ায়াত আমার কাছে পৌঁছেছে, সেমতে তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে নাযিল করলেন কুরআনুল করীমের এ আয়াত :

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

"ঈমান আনার পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দান করার পর এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করবেন ? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎকাজে পরিচালিত করেন না।" (৩ : ৮৬)

বনূ যবী'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ থেকে বিজাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমির।

বনূ লূযান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ থেকে নাবতাল ইব্‌ন হারিস—এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, আমার কাছে যে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে, সেমতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন: "যার শয়তানকে দেখার সাধ হয় সে যেন নাবতাল ইব্‌ন হারিসকে দেখে নেয়।" সে ছিল মোটাসোটা এবং লম্বা থেতলানো ঠোঁটের অধিকারী এলোকেশী। তার চোখ ছিল লাল বর্ণের এবং গাল ছিল কাল-লাল বর্ণ মিশ্রিত। সে প্রায়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসত, তাঁর সাথে কথোপকথন করত। তাঁর কথাবার্তা শুনত এবং তা মুনাফিকদের কাছে পৌঁছাত। সে ছিল ঐ ব্যক্তি, যে বলেছিল : মুহাম্মদ তো কর্ণপাতকারী, যে কেউ তাকে কিছু বলুক না কেন, তিনি তা বিশ্বাস করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তারই সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন :

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, "সেতো কর্ণপাতকারী।" বলুন তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তাই শোনে।" সে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন সে তাদের জন্য রহমত এবং যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে ক্লেশ দেয়, তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (৯ : ৬১)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বালআজলান গোত্রের কোন এক ব্যক্তি বলেছেন, তার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বলেন, আপনার মজলিসে এক ব্যক্তি বসে থাকে, যার ওষ্ঠদ্বয় দীর্ঘ ও থেত্‌লানো, এলোকেশী, চক্ষু দু'টি লাল বর্ণের। যেন দু'টি পিতলের ডেগচি। তার হৃদয় গাধার হৃদয়ের চাইতেও অধিকতর পাষণ্ড। আপনার কথাবার্তা সে মুনাফিকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। আপনি তার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। লোকের বর্ণনা অনুসারে এগুলো ছিল নাবতাল ইব্‌ন হারিসেরই বিশেষণ।

বনূ যবী'আর

আবূ হাবীবা ইব্‌ন আযআর—এ ব্যক্তি মসজিদে যিরার (অনিষ্টকর মসজিদ) প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিল।

সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব ও মুতাত্তিব ইব্‌ন কুশায়র।

এ দু'জন হচ্ছে সে ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার করেছিল যে, যদি তিনি আমাদেরকে ধন-সম্পদের অধিকারী করেন, তা হলে অবশ্যই আমরা সৎকার্যে ব্যয় করব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীল হব। আর মু'আত্তাব হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে উহুদ যুদ্ধের দিন মন্তব্য করেছিল : আমার কোন কথা যদি শোনা হত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন :

وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَّا لاَ يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا -

"এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এ বলে যে, এ ব্যাপারে আমাদের কি কোন অধিকার আছে ? বলুন, সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে। যা তারা আপনার নিকট প্রকাশ করে না, তারা

তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, আর বলে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না।" (৩ : ১৫৪)।

ঐ ব্যক্তিটিই আহ্যাব যুদ্ধের দিন মন্তব্য করেছিল :

كان محمد يعدنا ان نأ كل كنوز كسرى وقيصر واحدنا لايأمن ان يذهب الى الغائط

"মুহাম্মদ তো আমাদেরকে আশ্বাসবাণী শুনাতেন যে, আমরা পারস্য সম্রাট ও রোম সম্রাটের ধন-ভাণ্ডার গ্রাস করব, অথচ আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমাদের কেউ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতেও নিরাপদবোধ করছে না !"

আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসংগে নাযিল করলেন :

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلاَّ غُرُوْرًا -

"মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি তারা বলছিল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়।" (৩৩ : ১২)।

এবং হারিস ইব্ন হাতিব।

ইব্ন হিশাম বলেন : মুয়াত্তাব ইব্ন কুশায়র, সালাবা ও হারিস—এ দু'জনই হাতিবের পুত্র।

এঁরা হলেন উমাইয়া ইব্ন যায়দ গোত্রের লোক। তাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমান। এঁরা মুনাফিক নন। ইব্ন ইসহাক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে বনূ উমাইয়া ইব্ন যায়দের লোকরূপে সা'লাবা ও হারিসের নাম উল্লেখ করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আব্বাদ ইব্ন হুনায়ফ গোত্রের- এ ব্যক্তি ছিল সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ গোত্রের এবং বাহ্যাজ-এরা মসজিদে যিরার নির্মাণকারীদের মধ্যে শামিল ছিল।

আমর ইব্ন খিযাম, আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাবতাল।

বনূ সা'লাবা ইবন আমর ইব্ন আওফের

জারিয়া ইব্ন আমির ইব্ন আত্তাব এবং তার পুত্রদ্বয়—যায়দ ইব্ন জারিয়া, মুজাম্মা' ইব্ন জারিয়া। এরাও মসজিদে যিরারের নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ করেছিল।

মুজাম্মা' ছিলেন বয়সে তরুণ। কুরআন শরীফের অধিকাংশই তাঁর মুখস্থ ছিল। সেখানে অর্থাৎ মসজিদে যিরারে তাদের নামাযের ইমামতি করতেন। তারপর যখন ঐ তথাকথিত মসজিদটি বিধ্বস্ত করা হল এবং বনূ আমর ইব্ন আওফের কতিপয় লোক—যারা ঐ মসজিদে সালাত আদায় করত, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাবের খিলাফতকালে মুজাম্মা'র ইমামতি প্রসঙ্গে আলাপ তুললেন, তখন হযরত উমর বললেন : না, তা হতে পারে না, এ ব্যক্তিটি মসজিদে যিরারে মুনাফিকদের ইমাম ছিল। তখন মুজাম্মা' হযরত উমরকে সম্বোধন করে বললেন : আমীরুল মু'মিনীন ! সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, আমি তাদের

ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। আমি ছিলাম একজন তরুণ ক্বারী। আমি কুরআন তিলাওয়াতে দক্ষ ছিলাম আর তাদের কেউ ক্বারী বা হাফিয ছিল না। তখন তারা (অনন্যোপায় অবস্থায়) আমাকেই ইমামতির জন্য এগিয়ে দেয়। তারা যে ভাল ভাল কথা বলত, সেগুলো ছাড়া তাদের অন্য কোন ব্যাপারে আমার সমর্থন বা মত ছিল না। লোকের ধারণা, উমর (রা) (তাঁর ওযর মেনে নিয়ে) তাঁকে ছেড়ে দেন এবং তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের ইমামতি করেন।

বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিকের

ওদীআ ইব্‌ন সাবিত—মসজিদে যিরার প্রতিষ্ঠাকারীদের অন্যতম। এ ব্যক্তিই বলেছিল :

انما كنا نخوض ونلعب

"আমরা তো কেবল আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।"

তখন আল্লাহ তা'আলা এ প্রেক্ষিতেই নাযিল করলেন :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ -

"এবং আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। বলুন, তোমরা আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রুপ করছিলে ?" (৯ : ৬৫)।

উবায়দ ইব্‌ন মালিক গোত্রের

খিযাম ইব্‌ন খালিদ—এর ঘরেই মসজিদে যিরার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বাশার ও রাফি'—এ দু'জন হচ্ছে যায়দের দুই পুত্র।

নাবীত গোত্রের

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নাবীত হচ্ছে আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ গোত্রের শাখাগোত্র বনূ হারিসা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস থেকে—

মিরবা ইব্‌ন কায়যী—এ সেই ব্যক্তি উহুদ যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যার বাগানের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করার অনুমতি চাইলে সে বলেছিল :

"হে মুহাম্মদ ! আমি তোমাকে আমার বাগান দিয়ে অতিক্রমের অনুমতি দিচ্ছি না; যদি তুমি নবী হয়ে থাক।" তারপর হাতে একমুঠো মাটি নিয়ে বলেছিল :

"আল্লাহ্‌র কসম, যদি এ মাটি অন্যের উপর পড়বে না বলে আমি নিশ্চিত হতে পারতাম, তা হলে তা অবশ্যই তোমার উপর নিক্ষেপ করতাম।"

তার এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য শুনে লোকজন তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

دعوه فهذا الاعمى اعميا القلب واعمى البصيرة

"একে ছেড়ে দাও ! এতো অন্ধ—অন্তরের অন্ধ, চোখের অন্ধ।"

আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ ইব্‌ন যায়দ তাকে ধনুক দিয়ে পিটিয়ে যখম করে দেন।

আওস ইব্‌ন কায়যী-পূর্বোক্ত মিরবা' ইব্‌ন কায়যীর ভাই। এ সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত। আমদেরকে অনুমতি দিন, যাতে আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে পারি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন :

يقولون ان بيوتنا عورة وما هى بعورة ان يريدون الافرارا –

"তারা বলছিল, 'আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত', অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য।" (৩৩ : ১৩)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এখানে عـــورة (অরক্ষিত) শব্দটি শত্রু কবলিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার বহুবচন হচ্ছে : عورات

কবি নাবেগা যিবইয়ানী বলেন :

مَتٰى تَلْقَهُمْ لاَ تَلْقَ لِلْبَيْتِ عَوْرَةً

وَلاَ الْجَارَ مَحْرُوْمًا وَلاَ الاَمْرَ ضَائِعًا

"লড়বে যখন তুমি তাদের সাথে
ঘর যেন না অরক্ষিত থাকে।
পড়শী যেন না রয় খালি হাতে
ধ্বংস যেন নাহি নামে তাতে।"

এ পংক্তি দুটি তার কবিতামালার মধ্যে রয়েছে। আর عـــورة শব্দটি সহধর্মিণী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর এ শব্দটি سورة বা গুপ্তাংগ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা মতে—

জাফর গোত্রের

এ বংশের প্রথম পুরুষ জাফরের আসল নাম হচ্ছে কা'ব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ।

হাতিব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন রাফি'—এ লোকটি ছিল মোটা দেহের অধিকারী এবং বয়োবৃদ্ধ। সে জাহিলিয়াতের মধ্যেই তার জীবন কাটিয়ে দেয়। তার এক পুত্র ছিলেন খাঁটি মুসলমান, যাঁকে ইয়াযীদ ইব্‌ন হাতির নামে অভিহিত করা হত। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং শুশ্রূষার জন্য জাফর গোত্রের বাড়িতেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 'আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ঐ গোত্রের মুসলমান নর-নারীরা যখন তাঁর মৃত্যুলগ্নে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন : হে ইব্‌ন হাতিব ! জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর ! তখন তার নিফাক প্রশমিত হল।

তখন তার পিতা হাতিব বলল : হ্যাঁ, জান্নাত বটে, তবে আল্লাহ্‌র কসম, তা হল হারমাল নামক আগাছার জান্নাত। তোমরা তাকে ধোঁকায় ফেলে প্রাণেই মেরে দিলে !

ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনামতে এ মুনাফিকদের মধ্যে আরো রয়েছে, বুশায়র ইব্‌ন উবায়রাক, যে আবূ তু'মা নামে মশহূর ছিল। এ ব্যক্তিটিই দু'টি বর্ম চুরি করেছিল। এর ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ·

"যারা নিজদের প্রতারিত করে, তাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারী পাপীকে পসন্দ করেন না।" (৪ : ১০৭)।

কায্‌মান-এ ব্যক্তি তাদের মিত্র ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন : সে নিশ্চয়ই জাহান্নামী। যেদিন উহুদ যুদ্ধ হল, তখন এ ব্যক্তি প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অনেক মুশরিক ব্যক্তিকে সে হত্যাও করে। তারপর যখমসমূহ তাকে কাবু করে ফেলে। তখন তাকে বনূ জাফরের পল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মুসলমানদের অনেকে তাকে লক্ষ্য করে বলেন : সুসংবাদ গ্রহণ কর হে কায্‌মান ! আজ তো তুমি বীরত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ! আল্লাহ্‌র পথে তুমি যে কষ্ট সহ্য করলে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ !

তখন জবাবে সে বলল, কিসের সুসংবাদ গ্রহণ করব ? আল্লাহ্‌র কসম, আমি কেবল আমার সম্প্রদায়ের মান রক্ষার্থে যুদ্ধ করেছি। তারপর তার যখম যখন গুরুতর হয়ে দাঁড়াল এবং প্রবল পীড়া দিতে লাগল, তখন সে তার তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তার হাতের রগগুলো (তার ধারাল অংশের দ্বারা) কেটে দিল এবং এভাবে আত্মহত্যা করল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আবদুল আশহালে জানামতে কোন মুনাফিক পুরুষ বা নারী ছিল না। তবে বনূ কা'বের অন্তর্ভুক্ত সা'দ ইব্‌ন যায়দের গোষ্ঠীর যাহ্‌হাক ইব্‌ন সাবিতকে মুনাফিকী এবং ইয়াহূদী প্রীতির অপবাদ দেয়া হত।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত বলেন :

مَنْ مُّبْلِغُ الضَّحَاكِ اَنْ عُرْوَةً × اَعْيَتْ عَلَى الْاِسْلاَمِ اَنْ تَتَمَجَّدَا

اَتُحِبُّ يُهْدَانَ الْحِجَازِ وَدِيْنَهُمْ × كَبِدَ الْحِمَارِ وَلاَ تُحِبُّ مُحَمَّدًا

دِيْنًا لِعَمْرِى لاَ يُوَافِقُ دِيْنَنَا × مَا اسْتَنَّ اَلْ فِى الْفَضَاءِ وَحَوَّدَا

"যাহহাককে এ পয়গামটি কে পৌছাবে যে, ইসলামের বিরোধিতার মাধ্যমে সম্মান প্রাপ্তির চেষ্টায় তার শিরা-উপশিরাগুলো ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

তুমি কি হিজাযের ইয়াহূদীদেরকে আর তাদের ধর্মকে ভালবাস ? যাদের হৃদয় হচ্ছে গাধার হৃদয় ? আর তুমি বুঝি মুহাম্মদকে ভালবাস না ?

আর তাদের ধর্ম এমনি এক ধর্ম, আমার জীবনের ও আয়ুর শপথ! তা কোনদিনই আমাদের দীনের সাথে মিলবে না—যতদিন মরীচিকা বায়ুমণ্ডলে দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হতে থাকবে।"

জুলাস ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাবিত—আমার কাছে যে খবর পৌছেছে, সেমতে তাঁর তওবার পূর্বে এবং মু'আত্তাব ইব্‌ন কুশায়র, রাফি' ইব্‌ন যায়দ ও বিশ্‌র মুসলমান বলে বিবেচিত হত। একবার এক বিরোধ দেখা দিলে মুসলমানদের মধ্যকার কয়েক ব্যক্তি তার মীমাংসার উদ্দেশ্যে ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু তারা তাঁর পরিবর্তে জাহিলিয়াত যুগের মত জ্যোতিষীদের কাছে তা নিয়ে যাবার জন্য আহবান জানায়। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعَمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلاً بَعِيْدًا .

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায় ?" (৪ : ৬০)

খাযরাজ বংশের বনূ নাজ্জার থেকে

এ গোত্রের মুনাফিকদের মধ্যে রয়েছে

রাফি' ইব্‌ন ওদী'আ, যায়দ ইব্‌ন আমর, আমর ইব্‌ন কায়স, কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাহ্‌ল।

জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের

এই গোত্রের বনূ সালামা শাখাগোত্র থেকে ছিল

জাদ্দ ইব্‌ন কায়স—এ সেই ব্যক্তি, যে বলত : "হে মুহাম্মদ ! আমাকে অনুমতি দিন এবং ফিতনা-ফাসাদের মধ্যে ফেলবেন না।"

এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلاَ تَفْتِنِّيْ اَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا

"আর এদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিত্‌নায় ফেলবেন না।' সাবধান ! তারাই ফিত্‌নাতে পড়ে আছে।" (৯ : ৪৯)।

আওফ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের

এ গোত্রের মুনাফিকদের মধ্যে ছিল—আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল—এ ছিল মুনাফিককুলের শিরোমণি। মুনাফিকরা তাকে কেন্দ্র করেই সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হত। এ ব্যক্তিই বনূ মুস্তালিকের অভিযানের সময় বলেছিল :

لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ

"তারা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবেই।" (৬৩ : ৮)-এর অব্যবহিত পরই পূর্ণ সূরায়ে মুনাফিকূন নাযিল হয়—তার এবং ওদী'আর ব্যাপারে—যে ছিল আওফ গোত্রেরই একজন।

মালিক ইব্‌ন আবূ কাওকল, সুওয়ায়দ, দা'ঈস।

এরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূলের লোক ছিল।

বনূ নযীরকে প্ররোচনা দান

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় এবং তার উক্ত মুনাফিক দলই বনূ নযীরদের যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবরোধ করে রেখেছিলেন, তখন তাদের প্ররোচনা দিয়ে বলেছিল, তোমরা অবিচল থাকবে, আল্লাহ্‌র কসম, যদি তোমাদেরকে একান্তই বহিষ্কার করা হয়, তবে আমরাও নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে বেরিয়ে পড়ব আর তোমাদের স্বার্থের বিরোধী কোন ব্যাপারে আমরা কস্মিনকালেও কারো আনুগত্য করব না। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসব। তখন তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ্ নাযিল করেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ، وَاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ -

"আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি ? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের সেইসব সংগীকে বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (৫৯ : ১১)

এ প্রসঙ্গের শেষ অবধি তাদেরই ব্যাপারে নাযিল হয়—যার শেষ কথা হল :

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

"তাদের দৃষ্টান্ত শয়তান—যে মানুষকে বলে, কুফরী কর; তারপর যখন সে কুফরী করে, শয়তান তখন বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।" (৫৯ : ১৬)

ইয়াহূদী পণ্ডিতদের মধ্যকার মুনাফিকবৃন্দ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহূদী পণ্ডিতদের মধ্যে যারা ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয় এবং অন্যান্য মুসলমানদের সাথে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু আসলে তারা মুনাফিক বা কপট ছিল, তারা হচ্ছে :

কায়নুকা' গোত্রের

সা'দ ইব্‌ন হুনায়ফ, যায়দ ইব্‌ন লাসীত, নু'মান ইব্‌ন আওফা ইব্‌ন আমর, উসমান ইব্‌ন আওফা।

এদের মধ্যে যায়দ ইবন লাসীত হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে বনূ কায়নুকার বাজারে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটনী হারিয়ে যায়, তখন ঐ ব্যক্তিই বলেছিল :

মুহাম্মদের ধারণা, তার কাছে আসমানী খবর পর্যন্ত আসে, অথচ তার নিজের উটনীটি কোথায় হারিয়ে গেল সে খবরও তার নেই।

আল্লাহ্‌র শত্রু তাঁর বাহন সম্পর্কে যা বলেছিল, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে সংবাদ এসে গেল। তখন তিনি বললেন :

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে তাঁর উটনী সম্পর্কে সন্ধান দিয়ে দিয়েছেন। জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করেছে—

মুহাম্মদের ধারণা, তার কাছে আসমানী খবর পর্যন্ত পৌঁছে, অথচ তার নিজের উটনীটি কোথায় হারিয়ে গেল সে খবরও তার নেই।

وانى والله ما اعلم الا ما علمنى الله وقد دلنى الله عليها فهى فى هذا اللشعب قد حبستها شجرة بزمامها -

"আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ যা আমাকে জ্ঞাত করেন তাছাড়া আর কিছুই আমি জানি না। আর উটনীটির ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ গিরিপথে তা রয়েছে, একটি বৃক্ষের সাথে তার লাগাম আটকে যাওয়ায় সে আটকা পড়েছে।"

তারপর কয়েকজন মুসলমান সেখানে যান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানে যেমনটি বলেছিলেন, সেখানে সে অবস্থায়ই গিয়ে তা পান।

এই ইয়াহূদী পণ্ডিত মুনাফিকদের মধ্যে আরো রয়েছে :

রাফি' ইব্‌ন হুরায়মালা

—এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তার মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন :

قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين

"আজকের দিনে মুনাফিকদের অন্যতম একজন সরদারের মৃত্যু হয়েছে।"

রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবূত—এরই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রচণ্ড হাওয়া প্রবাহিত হলে মুসলমানরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

لا تخافوا فانما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار

"তোমরা শঙ্কিত হয়ো না। কেননা এ হাওয়া কাফির সরদারদের অন্যতম সরদারের মৃত্যুর দরুন প্রবাহিত হয়েছে।"

তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা শরীফে পদার্পণ করলেন, তখন দেখলেন রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবূত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার দিনেই মারা গেছে।

০ সিলসিলা ইব্‌ন বুরহাম।

০ কিনানা ইব্‌ন সূরিয়া।

মুনাফিকদেরকে মসজিদ থেকে বহিষ্কার

ঐ মুনাফিকরা রীতিমত মসজিদে এসে মুসলমানদের কথাবার্তা শুনত এবং তাঁদের ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তাদের কতিপয় লোক একদিন মসজিদে সমবেত হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করতে দেখতে পেলেন। তারা একান্তই একে অপরের পাশ ঘেঁষে ফিস্‌ফিস্ করে আলাপ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে তাদের অত্যন্ত রূঢ়ভাবে মসজিদ থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হল। আবূ আইয়ূব, খালিদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কুলায়ব উঠে গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের উমর ইব্‌ন কায়সের দিকে অগ্রসর হলেন। লোকটি জাহিলিয়াতের যুগে তাদের দেবমূর্তিসমূহের সেবায়েত ছিল। আবূ আইয়ূব তার ঠ্যাং ধরে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে মসজিদ থেকে বের করলেন। সে তখন বলছিল : তুমি কি আমাকে বনূ সা'লাবার উট-বকরী বাঁধবার জায়গা থেকে বের করে দেবে হে আবূ আইয়ূব ? তারপর আবূ আইয়ূব অনুরূপভাবে বনূ নাজ্জারের নাফি' ইব্‌ন ওয়াদীআর দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর তার চাদরের খুঁট ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলেন।[১] তিনি তার গালে সজোরে চপেটাঘাত করলেন এবং তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। আবূ আইয়ূব তখন তার উদ্দেশ্যে বলছিলেন : তোর জন্যে দুঃখ হায়রে মুনাফিক খবীস। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদ থেকে তুই দূর হ'।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এর অর্থ হচ্ছে—যে পথে এসেছিস, সে পথ দিয়ে বেরিয়ে যা।

কবি বলেন :

فولى وادبر اد راجه × وقد باء بالظلم من كان ثم

উমারা ইব্‌ন হাযম অগ্রসর হন যায়দ ইব্‌ন আমরের দিকে। লোকটির ছিল লম্বা দাড়ি। তিনি তাকে তার এ দাড়ি ধরে টেনে-হেঁচড়িয়ে মসজিদ থেকে বের করে দেন। তারপর তার

১. অনেকটা জামার কলার ধরে ঝাঁকুনি দেয়ার মত—যা সাধারণত রাগত অবস্থায় লোকে করে থাকে।

দু'হাত একত্রে ধরে বুকে দমাদম কয়েকটি থাপ্পড় এত জোরে লাগালেন যে, সে তার ধকল সইতে না পেরে পড়ে যায়। রাবী বলেন পড়তে পড়তে সে বলছিল : আমার উপর কেন এক হাত নিলে হে উমারা! তিনি জবাবে বললেন : আল্লাহ্ তোকে দূর করুক হে মুনাফিক! আর আল্লাহ্ পরকালে তোর জন্যে যে শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন তা হবে এর চাইতেও গুরুতর। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদের ধারে আর ঘেঁষবি না।

ইব্ন হিশাম বলেন : আরবী لدم শব্দটির অর্থ হচ্ছে, হাতের পাঞ্জার ভেতরের অংশ দিয়ে আঘাত করা। কবি তামীম ইব্ন উবায়র কবিতায় আছে :

وللفواد وجيب تحت ابهره × لدم الوليد وراء الغيب بالحجر

"আবহুর নামক শিরার নীচে হৃৎপিণ্ড ধরফড় করছে এবং নীচ থেকে ওয়ালীদের পাথর পিটানোর মত দমদমাদম পিটাচ্ছে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কবিতায় উক্ত الغيب শব্দের অর্থ হচ্ছে নিম্নভূমি আর ابهر শব্দটির অর্থ হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ধমনী।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আর আবূ মুহাম্মদ—ইনি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নাজ্জার গোত্রীয় লোক। তাঁর পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মদ মাসঊদ ইব্ন আওস ইব্ন যায়দ ইব্ন আসরাম ইব্ন যায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন গানাম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। তিনি অগ্রসর হলেন সমবেত মুনাফিকদের অন্যতম কায়স ইব্ন আমর ইব্ন সাহলের দিকে। কায়স ছিল মুনাফিকদের মধ্যে একমাত্র যুবক—অন্য কোন যুবক মুনাফিকের নাম জানা যায় না। আবূ মুহাম্মদ তাকে ঘাড় ধরে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন।

আবূ সাঈদ খুদরীর সম্প্রদায় বালখুদরার এক ব্যক্তি উঠে অগ্রসর হলেন—তাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস নামে অভিহিত করা হত। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদ থেকে মুনাফিকদের বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি হারিস ইব্ন আমর নামক এক ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হলেন। সে ছিল জুলফিওয়ালা। তিনি তার জুলফী ধরে তাকে সজোরে হেঁচড়িয়ে ভূমির উপর দিয়ে টেনে নেন এবং এভাবে মসজিদ থেকে বের করে দেন।

রাবী বলেন : মুনাফিকটি তখন বলছিল : হে হারিসের পুত্র ! তুমি আমার সাথে খুবই কঠোর আচরণ করলে। জবাবে তিনি তাকে বললেন : নিঃসন্দেহে তুই এরই যোগ্য। হে আল্লাহ্র শত্রু, তোর ব্যাপারে আল্লাহ্ ওহী নাযিল করেছেন। আর কোনদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদের ধারে-কাছে আসবি না। কেননা তুই যে অপবিত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আর আওফ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ গোত্রের এক ব্যক্তি তার ভাই যুয়াই ইব্ন হারিসের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বল প্রয়োগে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন এবং তার সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করেন। সে ব্যক্তি বলল : তোর উপর শয়তান ও শয়তানী কাজের প্রাবল্য রয়েছে।

সেদিন এ মুনাফিকরাই মসজিদে উপস্থিত হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বহিষ্কারের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের ব্যাপারে যা নাযিল হয়েছে

আমার কাছে যে খবর পৌঁছেছে, সেমতে আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় উক্ত ইয়াহূদী পণ্ডিতবর্গ ও মুনাফিকদের সর্ম্পকেই সূরা বাকারার শুরু থেকে একশ' আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত।

মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্ ঘোষণা করেন :

الٓمٓ - ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ -

"আলিফ, লাম, মীম-এ এমন গ্রন্থ যাতে কোন সংশয়-সন্দেহ নেই।"

"ইব্ন হিশাম বলেন : কবি সাঈদা ইব্ন জু'ইয়া আল-হুযালী তাঁর কবিতায় এ অর্থেই বলেছেন :

فقالوا عهدنا القوم قد حصروا به × فلا ريب ان قد كان ثم لحيم

আর ريب শব্দটির আরেক অর্থ হচ্ছে الريبة বা অপবাদ।

এ অর্থেই খালিদ ইব্ন যুহায়র হুযালী বলেছেন :

كأننى اريبه يريب

আর এই খালিদ ইব্ন যুহায়র হচ্ছেন পূর্বোক্ত আবূ যুয়ায়িব আল-হুযালীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

"মুত্তাকী বা সংযমীদের জন্যে পথ-নির্দেশ।"

অর্থাৎ ঐসব লোক হিদায়াতের যে সব ব্যাপার তাদের জ্ঞাত আছে, তা ছেড়ে দিলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তি নেমে আসবে বলে তারা ভয় করে এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবীর আনীত ব্যাপারসমূহকে সত্য জ্ঞান করলে যে তাঁর রহমত বা করুণা লাভ করা যাবে, সে ব্যাপারে তারা আশা পোষণ করে।

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ·

"তারা হচ্ছে ঐসব লোক—যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস পোষণ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যা তাদের দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।"

অর্থাৎ ফরয সালাত যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সওয়াব বা পূণ্যলাভের আশায় যাকাত প্রদান করে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ -

"তাঁরা ঐসব লোক—যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস পোষণ করে এবং আপনার পূর্বে যা অবতারিত হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে থাকে।"

অর্থাৎ (হে রাসূল)! আপনি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছু (বিধি-বিধান) নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে সত্য প্রতিপন্ন করে এবং আপনার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যে সব বিধি-বিধান নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলোকেও সত্য বলে জানে। তাঁদের মধ্যে কোন প্রভেদ করে না বা তাঁরা তাঁদের প্রভু-পরোয়ারদিগারের পক্ষ থেকে যে সব বিধি-বিধান নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলোকেও তারা অস্বীকার করে না।

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۔

"আর আখিরাতের প্রতিও তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে।"

অর্থাৎ পুনরুত্থান, কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম, হিসাব-নিকাশ, মীযানে তারা পূর্ণ বিশ্বাসী। অর্থাৎ তারা এ কথার দাবিদার যে, তারা আপনার পূর্বে যাঁরা ছিলেন এবং তাঁদের প্রতি যা নাযিল হয়েছিল, সেগুলোর প্রতি এবং আপনার প্রতি নাযিলকৃত ব্যাপারসমূহের প্রতিও তারা বিশ্বাস পোষণ করে থাকে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ

"তারা তাদের প্রভু-পরোয়ারদিগারের হিদায়াত বা পথ-নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।"

অর্থাৎ তারা তাদের প্রভুপ্রদত্ত নূর বা জ্যোতির উপর রয়েছে এবং তাঁদের প্রতি যা এসেছে, তার প্রতি অবিচল রয়েছে।

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

"এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত সফলকাম।"

অর্থাৎ তাঁরাই হচ্ছে ঐসব লোক, যারা তাদের ঈপ্সিত বস্তু পেয়েছে এবং যে সব অনিষ্ট থেকে তারা পালিয়েছে, সেগুলো থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

"নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে।"

অর্থাৎ যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি। যদিও তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনয়ন করেছি ঐসব ব্যাপারের প্রতি, যেগুলো আপনার পূর্বে আমাদের কাছে এসেছে।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۔

"আপনি তাদের সতর্ক করুন আর না-ই করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না।"

অর্থাৎ তারা অগ্রাহ্য করেছে ঐসব বিবরণকে, যেগুলো তাদের কাছে রক্ষিত কিতাবসমূহে আপনার প্রসঙ্গে রয়েছে এবং আপনার ব্যাপারে তাদের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল, তা তারা অস্বীকার করে বসেছে। ফলে আপনার নিকট আগত প্রত্যাদেশকে তারা অগ্রাহ্য করেছে এবং আপনি ছাড়া অন্য নবীদের মাধ্যমে তাদের নিকট আগত প্রত্যাদেশসমূহকেও

তারা অগ্রাহ্য করেছে। সুতরাং তারা কি করে আপনার সতর্কবাণীসমূহ শুনবে ? অথচ তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তাদের কাছে আপনার সম্পর্কে যে জ্ঞান বা অবগতি রয়েছে, তাই অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে বসেছে।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

"আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহের উপর রয়েছে আবরণ।"

অর্থাৎ হিদায়াত থেকে। এ হিদায়াত তারা কোনদিনই লাভ করতে সমর্থ হবে না। কেননা তারা আপনার নিকট আপনার প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ সত্যসমূহের ব্যাপারে আপনাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছে—যাবৎ না তারা এগুলোর প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার পূর্বে আগত ব্যাপারসমূহের প্রতি ঈমান আনবে।

وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ·

"আর তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।"

কেননা তারা আপনার বিরুদ্ধে লেগেই আছে।

এগুলো হচ্ছে ইয়াহূদী ধর্মযাজকদের ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াত। কেননা তারা তাঁকে সত্য জেনেও এবং সম্যকভাবে চিনেও অস্বীকার করেছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ·

আর লোকদের মধ্যে এমনও অনেক রয়েছে, যারা (মুখে) বলে : আমরা আল্লাহ্র প্রতি ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা মোটেও ঈমানদার বা বিশ্বাসী নয়।"

অর্থাৎ আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় মুনাফিকরা এবং তাদের সমর্থক ও অনুসরণকারী।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ·

"আল্লাহ্ এবং মু'মিনদেরকে তারা প্রতারণা করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতে পারে না।"

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।" অর্থাৎ সংশয়-সন্দেহ।

فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

"আল্লাহ্ তাদের এ ব্যাধিকে বৃদ্ধি করেন।" অর্থাৎ সংশয়কে বৃদ্ধি করে দেন।

وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ·

"তাদের জন্যে রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। কারণ তারা মিথ্যাচারী।"

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ .

"যখন তাদের বলা হয় ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করো না। তারা বলে, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।"

অর্থাৎ আমরা মু'মিনপক্ষ ও আহলে কিতাব (অর্থাৎ ইয়াহূদী-খ্রিস্টান) উভয় পক্ষের মধ্যে আপসরফা করে দিতেই সচেষ্ট। জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لاَّ يَشْعُرُوْنَ .

"সাবধান ! তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।"

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لاَّ يَعْلَمُوْنَ .

"যখন তাদের বলা হয়, যেসব লোক ঈমান এনেছে, তোমরাও তাদের মত ঈমান আন। তারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনব ? সাবধান ! এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।"

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ -

"যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়।"

অর্থাৎ ঐসব ইয়াহূদীর সাথে সাক্ষাৎ করে, যারা তাদের সত্য অস্বীকার করতে আদেশ করে এবং রাসূল (সা) যা নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতায় উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ

"তারা বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি।"

অর্থাৎ আমরা ঠিক তেমনটি রাসূলকে ও তার শরীআতকে অস্বীকৃতি জানিয়ে যাচ্ছি— যেমনটি তোমরা।

اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ .

"আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।"

অর্থাৎ (ঈমান প্রকাশের ছলে) আমরা মুসলমানদের নিয়ে বিদ্রুপ-উপহাসই করে থাকি। আল্লাহ্ তা'আলা (এর জবাবে) বলেন :

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ .

"আল্লাহ্ তাদের সাথে উপহাস করেন এবং তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : يَعْمَهُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে يحاودون —তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে অর্থাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যভাবে ঘুরতে থাকে। এই অর্থেই আরবরা বলে : رجل عمه وعامه অর্থাৎ লোকটির বিভ্রান্তি তাকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য করে ঘুরাচ্ছে।

কবি রূবা ইব্‌ন আজ্জাজ একটি দেশের বিবরণ দিচ্ছে এভাবে ঃ اَعمى الهُدى بِالْجَاهِلِيْنَ الْعُمَّه। "অজ্ঞ উদ্ভ্রান্তদেরকে বিভ্রান্ত অন্ধ করে দিয়েছে।" তার বীররসমূলক একটি কবিতার একটি পংক্তি হচ্ছে এটি। আরবী العمه শব্দটি হচ্ছে عامه শব্দের বহুবচন। আর عمه শব্দের বহুবচন হচ্ছে عمهون স্ত্রীলিঙ্গে عمه এবং عمهاء

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى

"এরাই হচ্ছে সে সব ব্যক্তি যারা গুমরাহী খরিদ করেছে হিদায়াতের বিনিময়ে।"

অর্থাৎ তারা ঈমানের বিনিময়ে কুফর খরিদ করেছে।

فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ·

"তাদের ব্যবসায়ে মুনাফা হয়নি, আর তারা সঠিক পথে পরিচালিতও নয়।"

মুনাফিকদের প্রথম উপমা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের একটি উপমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لاَّ يُبْصِرُوْنَ ·

"তাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করল। এ যখন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ্ তখন তাদের চোখের জ্যোতি অপসারিত করলেন এবং তাদের ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন। তারা কিছুই দেখতে পায় না।"

অর্থাৎ তারা না হক দেখতে পায়, আর না হক বলে। যখন তারা জ্যোতির সাহায্যে অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসে, তখন তাদের কুফর ও নিফাকের দ্বারা পরক্ষণেই তা তারা নিভিয়ে দেয়। তাই আল্লাহ তাদের কুফরের অন্ধকাররাশিতে নিক্ষেপ করেন, তখন তারা আর হিদায়াতের আলোকরশ্মি দেখতে পায় না; হক্বের উপর তারা অবিচলভাবে টিকে থাকতে পারে না।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ ·

"তারা বধির, মূক, অন্ধ সুতরাং তারা ফিরবে না।"

অর্থাৎ তারা হিদায়াতের পথে ফিরে আসবে না। তারা কল্যাণের ব্যাপারে মূক, অন্ধ, বধির—কল্যাণের দিকে ফিরে আসবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বর্তমান অবস্থানে থাকবে, তারা নিষ্কৃতি পাবে না।

মুনাফিকদের দ্বিতীয় উপমা

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ۔

"কিংবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুতচমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তারা কর্ণকুহরে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়। আল্লাহ্ কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।"

ইব্ন হিশাম বলেন : الصيب হচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টি। এটা صاب - يصوب ধাতু থেকে নির্গত। যেমন আরবদের السيد শব্দটি ساد - يسود ধাতু থেকে, الميت শব্দটি مات - يموت ধাতু থেকে নির্গত। এর বহুবচন হচ্ছে صيائب।

কবি আলকামা ইব্ন আব্দ আহাদ বনূ রবী'আ ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ-এ মানাত ইব্ন তামীমের কবিতার দু'টি পংক্তিতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে :

كأنهم صابت عليهم سحابة × صواعقها لطيرهن دبيب

এবং

فلا تعدلى بينى وبين مغمر × سفتك روايا المزن حيث تصوب

ইব্ন ইসহাক বলেন : তোমাদের বিরোধিতা এবং তোমাদের ভীতি তাদেরকে কুফরীর মধ্যে অন্ধকারে এবং মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন রেখেছে। তাদের উপমা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো, যে ব্যক্তি মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টির অন্ধকারে রয়েছে, সে তার দু'টি হাত তার দু'টি কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুর ভয়ে। আল্লাহ্ বলেন : আল্লাহ্ই তাদের উপর এ দুর্গতি চাপিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ

"বিদ্যুতচমক তাদের দৃষ্টিশক্তিকে কেড়ে নেয়ার উপক্রম করে।"

অর্থাৎ হক্ব বা সত্যের বিদ্যুতপ্রভা এতই উজ্জ্বল যে, তার ঔজ্জ্বল্যের প্রাবল্য তাদের দৃষ্টিশক্তিকে কেড়ে নেড়ে নেয়ার উপক্রম করে।

كُلَّمَآ اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا

"যখনই বিদ্যুত-প্রভা তাদের সম্মুখে চমকে উঠে, তারা তখন তাতে পথ চলে, আর যখনই আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন থমকে দাঁড়ায়।"

অর্থাৎ যখন সত্যকে তারা চিনতে পায়, তখন সত্য কথা বলতে থাকে। সত্য বলে সরল পথে চলে আসে। তারপর যখন আবার মুখ ঘুরিয়ে কুফরের দিকে চলে যায়, তখন বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ

"আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন।" কেননা তারা সত্যকে চিনেও তা বর্জন ও পরিহার করে চলেছে।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

"আল্লাহ্ সর্বাবিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

আল্লাহ্র দান : ইবাদতের আহবান

তারপর বলেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ

হে মানুষ ! তোমাদের সে প্রতিপালকের ইবাদত কর।"

অর্থাৎ কাফির ও মুনাফিক উভয় শ্রেণীর প্রতিই এ সম্বোধন যে, তোমাদের প্রভুর একত্ববাদে বিশ্বাসী হও।

اَلَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

"যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি কচ্ছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনেশুনে কাকেও আল্লাহ্র সাথে সমকক্ষ দাঁড় করবে না।"

ইব্ন হিশাম বলেন : انداد অর্থ امثال —সমকক্ষ, তুল্য বা সমপর্যায়ভুক্ত। একবচনে ند ;

কবি লবীদ ইব্ন রবী'আ বলেন :

احمد اللّٰه فلا ندله × بيديه الخير ماشاء فعل -

"আমি আল্লাহ্র স্তবস্তুতি করছি। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। তাঁরই হাতে সমস্ত কল্যাণ। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।" তাঁর একটি কবিতায় এ পংক্তিটি আছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক করো না। যারা লাভ বা ক্ষতি কোনটাই করতে পারে না। অথচ তোমরা জান যে, তোমাদের জীবিকা দেওয়ার মত তিনি ছাড়া আর কোন প্রতিপালক নেই। আর তোমরা জান যে, যে একত্ববাদের প্রতি রাসূল (সা) তোমাদের আহবান জানাচ্ছেন, তাই সত্য এতে কোন সন্দেহ নেই।

কুরআনের চ্যালেঞ্জ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا -

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, তাতে তোমাদের সন্দেহ থাকলে।"

অর্থাৎ তিনি যা তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন, এতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে।

فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

"তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা নিয়ে এস এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।"

অর্থাৎ তোমাদের অবস্থানের সপক্ষে যারা সাহায্যকারীরূপে আছে, সাধ্যমত তাদেরকেও (সাহায্যার্থে) আহবান জানাও।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا

"যদি তোমরা তা করতে না পার, আর কখনো তা করতে পারবে না"—

তাহলে সত্য তোমাদের সম্মুখে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ·

"তবে সে আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্যে যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।" (২ : ২৩-২৪)

অর্থাৎ ঐ লোকদের জন্যে, যারা তোমাদের মত কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বনী ইসরাঈলের বর্ণনা

তারপর আল্লাহ্ তাদের উৎসাহ দেন এবং তাদের নিকট থেকে নবী করীম (সা)-এর ব্যাপারে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি তাদের কাছে আসলে তাঁকে গ্রহণ করতে হবে, সে অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেন এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন তাদের সৃষ্টির প্রথম সময়ের কথা এবং তাদের আদি পিতা আদম (আ)-এর অবস্থার কথা। তারপর তারা যখন তাঁর আনুগত্যের বিরোধিতা করেছিল, তখন আল্লাহ্ তাদের সাথে কী আচরণ করেছিলেন- সে কথা। তারপর বলেন :

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ

"হে বনী ইসরাঈল !" ইয়াহূদী পণ্ডিত ও ধর্মনেতাদের প্রতি সম্বোধন।

اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

"আমার সে অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর, যা দিয়ে আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছি।"

অর্থাৎ আমার পরীক্ষা স্বরূপ তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদাদের নিকট—যখন আল্লাহ তাদেরকে ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কবল থেকে নিস্কৃতি প্রদান করেছিলেন।

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ

"এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ কর", যা আমি তোমাদের যিম্মায় রেখেছিলাম পূরণ করার জন্য, যখন আমার নবী আহমদ তোমাদের নিকট আসবেন।

أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ

"আমিও তোমাদের সংগে আমার অঙ্গীকার পূরণ করব।"

অর্থাৎ তাঁকে সত্যরূপে গ্রহণ ও তাঁর আনুগত্যের বিনিময়ে তোমাদের ঘাড়ের বোঝা এবং তোমাদের শৃঙ্খলরাশি—যা তোমাদের অপরাধের কারণে তোমাদের উপর চেপেছিল, তা থেকে তোমাদের মুক্ত করব।

وَإِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ

"এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।" যাতে সে সমস্ত শাস্তি ও গযব তোমাদের উপর অবতীর্ণ না হয়, যা ইতিপূর্বে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চেহারা বিকৃতি ইত্যাদি আকারে নাযিল হয়েছিল।

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ

"আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে ঈমান আন, এটি তোমাদের কাছে যা আছে তার প্রত্যয়নকারী, আর তোমরাই তার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না।"

অথচ তোমাদের কাছে রয়েছে সেই জ্ঞান, যা তোমাদের ছাড়া অন্য কারো কাছে নেই।

وَإِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ - وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

"এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।" (২ : ৪০-৪২)।

অর্থাৎ আমার রাসূল সম্পর্কে এবং তাঁর আনীত শরীআত সম্পর্কে তোমাদের কাছে যে জ্ঞান রয়েছে, তা তোমরা গোপন করো না এবং তোমাদের কাছে যে কিতাব রয়েছে, তাতেও তাঁর অবস্থার বর্ণনা রয়েছে।

বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ .

"তোমরা কি মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর! তবে কি তোমরা বুঝ না ?" (২ : ৪৪)

অর্থাৎ তোমাদের কাছে নবুওয়ত ও তাওরাতের যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা অগ্রাহ্য করতে তোমরা লোককে বারণ করে থাক। অথচ নিজেদের কথা ভুলে যাও যে, তোমরা নিজেরাই আমার রাসূলকে মান্য করার ব্যাপারে তোমাদের যে অঙ্গীকার আমার সাথে ছিল, তা তোমরা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে চলেছ। আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করছ এবং তোমরা আমার যে কিতাবের কথা জ্ঞাত আছ, তা-ই অস্বীকার করে চলেছ।

তারপর তাদের নব উদ্ভাবিত ক্রিয়াকাণ্ডের অর্থাৎ তাদের বিদআতসমূহের কথা একে একে বর্ণনা করেন। তাদের গো-বৎস এবং এ ব্যাপারে কৃত ক্রিয়াকাণ্ড, আল্লাহ্ কর্তৃক তাদের তওবা কবূলের কথা, তারপর তাঁর তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা এবং তাদের উক্তি :

اَرِنَـا اللّٰهَ جَـهْـرَةً

"(হে মূসা !) আমাদেরকে খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্কে দেখিয়ে দিন।" -এর কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : جـهـرة অর্থ ظاهرا —প্রকাশ্যভাবে, কোন বস্তু যেন তাঁকে আমাদের থেকে আড়াল করে না রাখে এমনভাবে।

কবি আবুল আখযার হামানী—যার আসল নাম কুতায়বা— তিনি বলেছেন :

يـجـهـر اجـواف الـمـيـاه الشَّـدَم

কবি তাঁর বীররসমূলক কবিতায় এ পংক্তিতে يجهر শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন : সুদাম নামক জলাশয়টি তার পানির অভ্যন্তরের সবকিছু দর্শকদের সামনে প্রকাশ করে দেয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গাফলতির দরুন রজ্জাহত হওয়ার কথা, মৃত্যুর পর তাদের জীবিত করার কথা, তাদের মেঘমালা দিয়ে ছায়া দেওয়ার কথা এবং তাদের জন্যে মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করার কথা বর্ণনা করেন। আর তাদের প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ— "তোমরা অবনত মস্তকে 'ক্ষমা চাই' বলে দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর"— অর্থাৎ আমি যা তোমাদের বলতে বলি, তা বল। তবে আমি তোমাদের গুনাহরাশি মাফ করে দেব।

তারপর আল্লাহ্ এ কথার উল্লেখ করেন যে, তারা এ কথাটি বদলে দেয় এবং আল্লাহ্র আদেশ নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়।

ইব্ন হিশাম বলেন : মান্না হচ্ছে এমন এক বস্তু, যা ভোররাতে তাদের গাছপালার উপর পতিত হত। তারা তা গাছের পাতা থেকে কুড়িয়ে নিত এবং তা মধুর মতো মিষ্ট হত।

তারা তা পান ও আহার করত।

বনূ কায়স ইব্ন সা'লাবার কবি আ'শা বলেন :

لَوْ اُطْعِمُوا الْـمَنَّ وَالسَّلْوٰى مَكَانَهُمْ × مَا اَبْصَرَ النَّاسُ طُعْمًا فِيْهِمْ نَجِعَا

"লোকে যদি আপন ঘরে বসে মান্না ও সালাওয়াও আহার্যরূপে পেয়ে যায়, তবুও তারা এমন আহারকে তাদের জন্যে উপাদেয় বলে ভাববে না।"

এ পংক্তিটি তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

سلوى (সালওয়া) হচ্ছে এক প্রকার পাখি। তার একবচন سلواة ; কেউ কেউ মধুকেও সালওয়া বলে বলে অভিহিত করেছেন। যেমন খালিদ ইব্ন যুহায়র হুযালী বলেছেন :

وَقَاسَمَهُمَا بِاللّٰهِ حَقًّا لَأَنْتُمْ × اَلْذَمْنَ السَّلْوٰى اِذَا مَا نَشَوْرُهَا

"সে তাদের সামনে আল্লাহ্‌র নামে এ মর্মে কসম খেল যে, তোমরা হচ্ছ মধুর চাইতেও সুস্বাদু—যখন আমরা তা (মৌচাক থেকে) বের করি।"

এ পংক্তিটি তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ। এবং حطة শব্দটির অর্থ হচ্ছে- আমাদের পাপ ক্ষমা করে দিন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদের এ শব্দটি পরিবর্তন সম্পর্কে সালিহ্ ইব্‌ন কায়সান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তাওমাআ বিন্‌ত উমাইয়া ইব্‌ন খালফের আযাদকৃত গোলাম সালিহ্ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এবং এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যাকে আমি মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করি না, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তারা যে দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্যে আদিষ্ট হয়েছিল, সে দরজা দিয়েই অবনত মস্তকে, হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করে; আর মুখে বলে : حنط فى شعير অর্থাৎ "যবের মধ্যে গম।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ শব্দ দু'টিকে حنطة فى شعيرة বলেও উল্লেখ করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানি চাইলেন। তখন আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করার নির্দেশ দিলেন। আর তাদের জন্যে তা থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেকটি গোত্রের জন্য একটি করে প্রস্রবণ, তারা তাথেকে পানিপান করত। প্রত্যেক গোত্র তাদের নিজ নিজ প্রস্রবণ চিনে নেয়, যা থেকে তারা পানি পান করত।

উত্তম রিযকের পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তুর প্রার্থনা

তারপর মূসার কাছে তাদের এরূপ দাবি তোলার কথা উল্লেখ করেন, যাতে তারা বলে :

لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ط

"আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর—যেন তিনি ভূমিজাত দ্রব্য—শাকসব্জি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।"

قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ

"মূসা বলল : তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তুর সাথে বদল করতে চাও ? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে।" (২ : ৬১)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারা কিন্তু তা করেনি। অর্থাৎ তারা কোন শহরেই যায়নি।

পাথর থেকেও কঠিন

তারপর তারা যাতে তাঁর প্রদত্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে, তার জন্য তাদের উপরে তূর পাহাড়কে উত্তোলন ও তাদের চেহারা বিকৃতির কথা বর্ণনা করেন। আর তাদের কিছু সংখ্যককে বানর

বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সে গাভীর কথা বর্ণনা করেন, যা দিয়ে জনৈক নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের মতানৈক্যকালে আল্লাহ্ তাদেরকে নিদর্শন দেখান এবং শেষ পর্যন্ত গাভীর হাকীকত সম্পর্কে মূসাকে তাদের অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের সামনে আল্লাহ্ প্রকৃত ব্যাপারটি প্রকাশ করে দেন।

তারপর আল্লাহ্ তাদের হৃদয় কঠিন হওয়া সম্পর্কে বলেন যে, حتى كانت كالحجارة او اشد قسوة -তা পাথরের মত কিংবা তার চাইতেও অধিক কঠিন হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط

"আর পাথরও কতক এমন যে তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন, যা আল্লাহ্র ভয়ে ধসে পড়ে।"

অর্থাৎ পাথরের মধ্যে কতক এমনও আছে, যা তোমাদের ঐ অন্তরসমূহ থেকে নরম, যাকে হকের দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়, কিন্তু তা কবূল করে না।

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ .

"তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সে সম্পর্কে অনবহিত নন।" (২ : ৭৪)

আল্লাহ্র কিতাবে বিকৃতি সাধন

তারপর মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর বিশ্বাসী সাহাবীগণকে ওদের সম্পর্কে নিরাশ করে দিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ .

"তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে ? যখন তাদের একদল আল্লাহ্র বাণী শুনত ও বোঝার পর জেনেশুনে তা বিকৃত করত।" (২ : ৭৫)

আল্লাহ্র কালামের এ অর্থ এ নয় যে, তাদের সকলে আল্লাহ্র কালাম তাওরাত শুনত। বরং অর্থ এই যে, তাদের এক বিশেষ দল তা শুনত।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছ কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে এ কথাটি পৌঁছেছে যে, তারা মূসা (আ)-কে বলল : হে মূসা ! আমাদের এবং আল্লাহ্র দীদারের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। যখন তিনি তোমার সাথে কথাবার্তা বলেন, তখন আমাদের সে কথাগুলো শুনিয়ে দেবে। তখন মূসা (আ) তাঁর রবের নিকট সে মর্মে ফরিয়াদ করলেন। তখন আল্লাহ্ মূসাকে বললেন : আচ্ছা, তাদেরকে তাদের দেহের ও বস্ত্রের পবিত্রতা অর্জন করতে এবং রোযা

রাখতে বলে দাও ! তারা তা-ই করল। তারপর মূসা (আ) তাদের নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। যখন তারা তূরে গিয়ে উপনীত হল, তখন মেঘমালা তাদের ঢেকে ফেলল। মূসা (আ)-এর আদেশক্রমে তারা তখন সিজদায় পড়ল। আল্লাহ্ তখন মূসার সাথে কথা বলল এবং তারা তা শুনতেও পেল। আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ-নিষেধ শুনালেন, তারা তা শুনল এবং উপলব্ধিও করল। মূসা (আ) তাদেরকে নিয়ে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ফিরে গেলেন। যখন তারা তাদের নিকট আসল, তখন তাদের একদল আল্লাহ্ তাদেরকে যে আদেশ দিয়েছিলেন তা বিকৃত করে ফেলল। যখন মূসা তাদের বললেন যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে অমুক অমুক আদেশ দিয়েছেন, তখন ঐ বিকৃতিকারী দল বলতে লাগল : না, আল্লাহ্ এরূপ বলেছেন। একথা বলে তারা আল্লাহ্ যা বলেছিলেন, তার বিপরীত কথা শোনাল। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

তার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا

"তারা যখন মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে, তখন তারা বলে : আমরা ঈমান এনেছি।"

অর্থাৎ তোমাদের সাথী আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁকে বিশেষভাবে তোমাদের কাছেই পাঠানো হয়েছে।

চরম মুনাফিকী

وَاِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا

"আর যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে" : আরবদেরকে এ কথা বলো না। কেননা তাঁরই ওসীলায় তোমরা ইতিপূর্বে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্যে দু'আ করতে। আর তিনি তাদেরই মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ·

"যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে : আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন তোমরা কি তা তাদের বলে দাও ? এদিয়ে তারা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে; তোমরা কি অনুধাবন কর না ?" (২ : ৭৬)

তাওরাতের সুসংবাদ গোপন

অর্থাৎ তোমরা স্বীকার কর যে, তিনি নবী। তোমরা এ কথাও জান যে, তোমাদের নিকট থেকে তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। তিনি তোমাদের বলেছেন যে,

তিনিই সেই নবী, যাঁর প্রতীক্ষা আমরা এতকাল ধরে করে আসছি এবং যাঁর কথা আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি ! তোমরা তাঁকে অস্বীকার করবে এবং আরবদের কাছে তাঁর কথা স্বীকার করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَوَلاَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ .

"তারা কি জানে না যে, যা তারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা জানেন ?"

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلاَّ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ .

"এবং তাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে, যাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই।" (২ : ৭৭-৭৮)

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন : اِلاَّ يَظُنُّوْنَ। অর্থ হচ্ছে الاقـرائة। অর্থাৎ পাঠ ব্যতিরেকে তারা আর কিছুই করে না। কেননা উম্মী বা নিরক্ষর হচ্ছে সেই লোক, যে পড়তে পারে কিন্তু লিখতে পারে না। তাহলে আল্লাহ্র বাণীর অর্থ হচ্ছে : তারা আল্লাহ্র কিতাবের জ্ঞান রাখে না, কেবল তা পড়তে পারে।

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা ও ইউনুস থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা আল্লাহ্র বাণীর এ অর্থই আরবদের প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী গ্রহণ করেছেন। আর এ কথা আবূ উবায়দা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইউনুস ইব্ন হাবীব নাহবী এবং আবূ উবায়দা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন : আরবরা تـمنى বলে قـرأ -এর অর্থ নিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে আছে :

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلاَ نَبِيٍّ اِلاَّ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْ اُمْنِيَّتِهٖ

"আপনার আগে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নবী আমি প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে।" (২২ : ৫২)

'আমানী' শব্দের অর্থ

ইব্ন হিশাম আরও বলেন : আবূ উবায়দা নাহবী আমাকে কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করে শুনান :

تَمَنّٰى كِتَابَ اللّٰهِ اَوَّلَ لَيْلِهٖ × وَاٰخِرَهُ وَافٰى حِمَامُ الْمَقَادِرِ

"তিনি রাতের প্রথম ভাগে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করলেন আর ঐ রাতেরই শেষ ভাগে নির্ধারিত মৃত্যু তার পূর্ণ হক আদায় করে নিল।"

তিনি আমার কাছে আরো আবৃত্তি করে শুনালেন :

تـمنى كتاب اللّٰه فِى اليل خاليا × تـمنى داؤد الزبور على رسل

"তিনি রাতের বেলা নিভৃতে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করলেন, যেমন দাঊদ (আ) যাবূর থেমে থেমে পাঠ করতেন।"

اَمَانِىُّ শব্দের একবচন হচ্ছে اُمْنِيَّةٌ। আর এ শব্দটি ধনৈশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ "তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।" (২ : ৭৮)

অর্থাৎ তারা কিতাবের জ্ঞানও রাখে না এবং জানে না তাতে কি আছে। তারা কেবল অনুমানের ভিত্তিতেই আপনার নবুওয়তকে অস্বীকার করছে।

ভিত্তিহীন দাবি

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ·

"তারা বলে, দিন কতক ব্যতীত আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না। বলুন : তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছ, অতএব আল্লাহ্ তাঁর অংগীকার ভঙ্গ করবেন না, কিংবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না ?" (২ : ৮০)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্‌ন সাবিতের জনৈক আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (রা) কিংবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করেন, তখন ইয়াহূদীরা বলত, পৃথিবীর আয়ূ হচ্ছে সাত হাজার বছর, আর আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার প্রতি হাজার বছরের জন্যে আখিরাতে একদিন মাত্র মানুষকে জাহান্নামের শাস্তি দেবেন। এ হিসাবে আখিরাতের শাস্তি হবে সাতদিন মাত্র। তারপরই আযাব শেষ হয়ে যাবে। তাদের এ মন্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ -

"তারা বলে, 'দিন কতক ব্যতীত আগুন আমাদের কখনো স্পর্শই করবে না।' বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছ, অতএব আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। কিংবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না।' হ্যাঁ, যারা পাপকাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদের পরিবেষ্টন করে।" (২ : ৮০-৮২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের মত পাপাচারে লিপ্ত হল, আর তোমাদের মত কুফরী করল, ফলে আল্লাহ্‌র কাছে তার যে নেকী ছিল, তা বিনষ্ট হয়ে গেল।

فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ·

"তারাই জাহান্নামী—সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" অর্থাৎ তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ·

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (২ : ৮০-৮২)

অর্থাৎ তোমরা যা অস্বীকার করেছ, তা যারা মেনে নিয়েছে, আর যে দীন তোমরা তরক করেছ, তার উপর যারা আমল করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ্ এভাবে তাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, পাপ-পূণ্যের ফলাফল পাপী বা পূণ্যবানদের জন্য চিরস্থায়ী হবে, যা কোন দিন শেষ হবে না।

ইয়াহূদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী

অঙ্গীকার ভঙ্গ

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তিরস্কার করে বলেন :

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ·

"স্মরণ কর, যখন আমি ইসরাঈল-সন্তানদের অংগীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।" (২ : ৮৩)

অর্থাৎ এ সব কাজ তোমরা ছেড়ে দিলে; কিন্তু কোন দোষ-ত্রুটির কারণে তোমরা এ সব পরিত্যাগ করনি; বরং তোমরা এতে অভ্যস্ত।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ

"আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের অংগীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না।" (২ : ৮৪)

ইব্ন হিশাম বলেন : تسفكون অর্থ تصبون —তোমরা প্রবাহিত কর। আরবরা বলে : سفك دمه অর্থাৎ صبه — তার রক্ত প্রবাহিত করল। وسفك الزق — মশকের সব পানি প্রবাহিত করল। কবি বলেন :

وكنا اذ اما الضيف حل بارضنا × سفكنا دماء البدن فى تربة الحال

"যখন আমাদের যমীনে মেহমানের আগমন ঘটে, তখন আমরা উটের রক্ত প্রবাহিত করে তার আপ্যায়ন করি, যার কারণে ভূমি তখন রক্তাক্ত হয়ে উঠে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : حـال এখানে সেই মাটির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার সঙ্গে বালু মিশ্রিত। আরবরা একে السهلة বলে থাকে। হাদীসে আছে :

لما قال فرعون : اٰمَنْتُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْ اِسْرَآئِيْلَ اَخَذَ جِبْرِيْلُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ وَحَمَاتِهٖ فَضَرَبَ بِهٖ وَجْهَ فِرْعَوْنَ -

"যখন ফিরআওন বলল : 'আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইসরাঈল যাঁর প্রতি বিশ্বাস করে—তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই।" (১০ : ৯০) তখন জিবরাঈল (আ) সমুদ্রের বালু-মিশ্রিত কাদা তুলে তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন।"

حال এখানে الحماة বা কাদার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : وَلاَ تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ . "আর তোমরা আপনজনকে স্বদেশ থেকে বের করবে না, এরপর তোমরা এটা স্বীকার করেছিলে, আর এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।" (২ : ৮৪)

অর্থাৎ তোমরাই এ ব্যাপারে সাক্ষী যে, বস্তুত আমি তোমাদের থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলাম :

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰؤُلاَءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরাই তারা, যারা এরপর একে অন্যকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ থেকে বের করছ, তোমরা নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করছ।" (২ : ৮৫)

অর্থাৎ মুশরিকদের—এমনকি তারা তাদের সাথী হয়ে অপরের রক্ত প্রবাহিত করে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে অপরকে দেশছাড়া করে।

وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ

"আর তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও;"

وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ

"অথচ তাদের বের করে দেওয়াই তোমাদের জন্য হারাম ছিল।"

অর্থাৎ তোমরা জান যে, তোমাদের ধর্ম-বিধান অনুসারে এটা তোমাদের জন্য তোমাদের কিতাবে হারাম ছিল।

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ?" অর্থাৎ তোমরা কি এতে বিশ্বাস করে মুক্তিপণ দাও, আর এতে অবিশ্বাস করে তাদের দেশছাড়া কর ?

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ ·

"সুতরাং যারা এরূপ করে, তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। ... সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।" (২ : ৮৫-৮৬)

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কার্যক্রমের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন, আর এর আগে তিনি তাওরাতেই তাদের উপর রক্তপাতকে হারাম এবং তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করা তাদের উপর ফরয করে দিয়েছিলেন।

মদীনার ইয়াহূদীদের আচরণ

তারা ছিল দু'টি উপদল। একটি ছিল বনূ কায়নুকা। খাযরাজ বংশীয় মিত্ররা তাদের মধ্যেই গণ্য হত। অপর দলটি ছিল বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যা। আওস গোত্রীয় মিত্ররাও তাদের মধ্যে গণ্য হত। তাই যখন আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধত, তখন বনূ কায়নুকা খাযরাজের সাথে এবং বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যা আওসদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করত। প্রত্যেক পক্ষ তাদের মিত্রদের পৃষ্ঠপোষকতা করত এবং এতে মিত্রদের খাতিরে স্বজাতীয়দের রক্তপাতেও কুণ্ঠিত হত না। অথচ তাদের হাতে থাকত তাওরাত, যার মাধ্যমে তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হত। আর আওস-খাযরাজরা ছিল পৌত্তলিক অংশীবাদী। তারা মূর্তিপূজা করত। তারা বেহেশ্ত দোযখ কী, তা জানত না। পুনরুত্থান ও কিয়ামত সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। কিতাব কী বস্তু, তা তারা জানত না। হালাল-হারাম সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা ছিল না। যখন যুদ্ধের অবসান হত, তখন তারা তাওরাতের বিধান অনুযায়ী তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করত। তখন তারা একপক্ষের বন্দীদের সাথে অন্যপক্ষের বন্দীদের বিনিময় করত। বনূ কায়নুকা আওসের হাতে তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করত। পক্ষান্তরে বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যা-খাযরাজের হাতে তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করত। ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে তারা নিজেরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হত, একপক্ষ অপর পক্ষের লোককে হত্যা করত এবং তাদের রক্তপণ তারা দাবি করত না। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে আল্লাহ্ বলেন :

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ?" (২ : ৮৫)

অর্থাৎ তাওরাতের নির্দেশ অনুসারে তার মুক্তিপণ আদায় কর। আবার তাকে হত্যাও কর ? অথচ তাওরাতের বিধান হচ্ছে এরূপ না করার। তোমরা তাকে হত্যা কর এবং তাকে ঘরছাড়া কর; আর পার্থিব লাভের জন্য তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাথে শিরককারীদের এবং তাঁকে ছেড়ে মূর্তির পূজাকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা কর ?

আমার কাছে যে বর্ণনা পৌঁছেছে, সেমতে আওস ও খাযরাজের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।

নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ

"নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের প্রেরণ করেছি এবং মারইয়াম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি।" (২ : ৮৭)

অর্থাৎ ঐ সব প্রমাণ যা তাকে দেওয়া হয়েছিল, যথা মৃতকে জীবিত করা, মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ আকৃতি তৈরি করে তারপর তাতে আল্লাহ্‌র হুকুমে প্রাণ সঞ্চার করা এবং তা পাখি হয়ে যাওয়া, রোগীদের রোগমুক্ত করা, তারা যা ঘরে সঞ্চয় করে রাখত তার অনেক বস্তু সম্পর্কে খবর দেওয়া, ঈসা (আ)-এর কাছে নতুনভাবে ইনজীল প্রেরণ করা সত্ত্বেও পুনরায় তাদের কাছে তাওরাত প্রেরণ করা। তাদের এসব বিষয় অস্বীকার করার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন :

اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَ تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ·

"তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ, আর কতককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ ?" (২ : ৮৭)

অভিশাপের কারণ

তারপর মহান আল্লাহ্ বলেন : তারা বলেছিল, وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ "আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত", অর্থাৎ সুসংরক্ষিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ · وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ·

"বরং সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ্ তাদের লা'নত করেছেন, সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে। তাদের নিকট যা আছে আল্লাহ্র নিকট থেকে যখন তার সমর্থক কিতাব আসল, যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল, তা যখন তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত।" (২ : ৮৮-৮৯)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রসঙ্গ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে 'আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা তাঁর সম্প্রদায়ের কোন কোন বুযর্গ থেকে বর্ণনা করেছেন। আসিম বলেন, তাঁরা বলেছেন : আল্লাহ্র কসম ! আমাদের এবং তাদের ব্যাপারেই এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

জাহিলী যুগে আমরা তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলাম। আমরা ছিলাম মুশরিক আর ইয়াহূদীরা ছিল আহলে কিতাব। তারা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন : অচিরেই একজন নবী প্রেরিত হবেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করব। তাঁর আগমনের সময় নিকটবর্তী। আমরা তাঁর সঙ্গী হয়ে তোমাদের আদ ও ইরামের হত্যা করব।

তারপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরায়শদের মধ্যে তাঁর রাসূল প্রেরণ করলেন, তখন আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে গেলাম। পক্ষান্তরে ইয়াহূদীরা তাঁকে অস্বীকার করল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ · بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ –

"তারা যা জ্ঞাত ছিল, তা যখন তাদের নিকট আসল তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রি করেছে—তা এই যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা তা প্রত্যাখ্যান করল শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন।" (২ : ৮৯-৯০)

অর্থাৎ তিনি তাদের বাইরে অন্য লোকদের থেকে কেন নবী বানালেন ?

فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

"সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। আর কাফিরদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (২ : ৯০)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : الغضب على الغضب ক্রোধের উপর ক্রোধের অর্থ প্রথম ক্রোধ হচ্ছে তাদের কাছে তাওরাত কিতাব থাকা সত্ত্বে তারা এর বিধান অনুযায়ী আমল করেনি, আর দ্বিতীয় ক্রোধ এজন্য যে, আল্লাহ কর্তৃক তাদের কাছে প্রেরিত নবী মুহাম্মদ (সা)-কে তারা অস্বীকার করেছে।

এরপর তাদের উপর তূর পাহাড়কে উত্তোলন এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণের ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন :

ইয়াহূদীদের পার্থিব মোহ

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ·

"বলুন, যদি আল্লাহ্‌র নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যেই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (২ : ৯৪)

অর্থাৎ তোমরা এ মর্মে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ কর যে, আমাদের মধ্যে যে দল অধিক মিথ্যাবাদী, তাদের মৃত্যু হোক। তখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে এরূপ দু'আ করতে অস্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন :

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ

"কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কখনো তা কামনা করবে না।" (২ : ৯৫)

অর্থাৎ যেহেতু তাদের কাছে যে 'ইল্‌ম রয়েছে, তা দ্বারা তারা আপনার সম্পর্কে জানে। আর তার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কেও তারা অবহিত, এজন্য তারা তা কামনা করবে না। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, যদি সত্যি সত্যি তারা সেদিন এরূপ দু'আ করত, তা হলে ভূপৃষ্ঠে একজন ইয়াহূদীও বেঁচে থাকত না, সবাই মারা যেত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পার্থিব জীবন এবং দীর্ঘায়ু লাভের কথা উল্লেখ করে বলেন :

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ·

"আপনি নিশ্চয়ই তাদের (ইয়াহূদীদের) জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমন কি মুশরিক অপেক্ষা অধিক লোভী দেখতে পাবেন। তাদের প্রত্যেকে সহস্র বছর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদের শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না।" (২ : ৯৬)

অর্থাৎ এতে সে শাস্তি থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে না। আর এটা এ জন্যে যে, মুশরিক মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়। তাই সে দীর্ঘায়ুর প্রত্যাশা করে। পক্ষান্তরে ইয়াহূদী জানে যে,

তার কাছে যে ইল্‌ম রয়েছে, সে অনুযায়ী আমল না করার কারণে আখিরাতে তার জন্যে লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

"বলুন, যে কেউ জিবরীলের শত্রু এজন্য যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে আপনার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে। (২ : ৯৭)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ইয়াহূদীদের প্রশ্ন এবং তার জবাব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদির রহমান ইব্‌ন আবূ হুসায়ন মাক্কী শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব আশ'আরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহূদী পণ্ডিতদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল : হে মুহাম্মদ ! আমরা চারটি বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করব, আপনি সে বিষয়ে আমাদের অবহিত করবেন। আপনি যদি তা পারেন, তাহলে আমরা আপনার অনুসরণ করব, আপনাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেব এবং আপনার প্রতি ঈমান আনব।

রাবী বলেন : তখন রাসূল (সা) তাদের বললেন :

عليكم بذالك عهد الله وميثاقه لئن انا اخبرتكم بذلك لتصدقنى فاسئلوا عما بدا لكم -

"তোমাদের আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করতে হবে যে, যদি আমি তোমাদেরকে সেগুলোর সঠিক সংবাদ দিতে পারি, তবে কি তোমরা আমাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করবে ?"

তারা বলল : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তোমরা যা চাও জিজ্ঞেস করতে পার।

প্রথম প্রশ্ন

তারা বলল : তা হলে বলুন দেখি, সন্তান কি করে তার মায়ের সদৃশ হয়, অথচ বীর্য তো পুরুষের।

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বললেন :

انشدكم بالله وبايامه عند بنى اسرائيل هل تعلمون ان نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرءة صفراء رقيقة فايتهما علت صاحبتها كان لها الشبه -

"আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র এবং তাঁর ঐ নিয়ামতরাজি যা তিনি বনী ইসরাঈলকে দিয়েছিলেন, তার কসম দিয়ে বলছি—তোমরা কি জ্ঞাত আছ যে, পুরুষের বীর্য হল সাদা এবং গাঢ় এবং নারীর বীর্য হল হলদে এবং পাতলা। ঐ দু'টির যেটি অপরটির উপর প্রাধান্য পায়, সন্তান তারই মত হয়ে থাকে।"

তারা বলল : ইয়া আল্লাহ্ ! এটা যথার্থই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

তখন তারা আবার বলল : আমাদের এ ব্যাপারে অবহিত করুন যে, আপনার নিদ্রা কিরূপ ? জবাবে তিনি বললেন :

انشدكم بالله وبايامه عند بنى اسرائيل هل تعلمون ان نوم الذى تعلمون انى لست به تنام عينه وقلبه يقظان ؟

"আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র এবং বনী ইসরাঈলকে দেওয়া তাঁর নিয়ামতরাজির কসম দিয়ে বলছি ! সত্য করে বল, তোমরা কি জান যে, ঐ ব্যক্তির নিদ্রা, যার ব্যাপারে তোমরা ধারণা কর যে, সে ব্যক্তি আমি নই; (তাঁর ব্যাপার এই যে,) তাঁর চোখ নিদ্রা যায়, কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকে।"

তারা বলল : ইয়া আল্লাহ্ ! এটা যথার্থই।

তখন নবী (সা) বললেন :

فكذالك نومن فنام عينى وقلبى ويقظان

"আমার নিদ্রা ঐরূপই। আমার চোখ নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার হৃদয় জাগ্রত থাকে।"

তৃতীয় প্রশ্ন

তখন তারা বলল : আচ্ছা, আমাদের বলুন দেখি, ইসরাঈল [ইয়াকূব (আ)] তাঁর নিজের জন্যে কোন্ বস্তুকে হারাম করে নিয়েছিলেন?

তিনি বললেন :

انشدكم بالله وبايامه عند بنى اسرائيل هل تعلمون انه كان احب الطعام والشراب اليه البان الابل لحومها وانه اشتكى شكوى فعافاه الله منها فحرم على نفسه احب الطعام والشراب اليه شكرالله فحرم على نفسه لحوم الابل والبانها -

"আমি তোমাদের আল্লাহ্ এবং বনী ইসরাঈলকে দেওয়া তাঁর নিয়ামতরাজির কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি জ্ঞাত আছ যে, তাঁর কাছে অধিক প্রিয় খাদ্য ও পানীয় ছিল উটের গোশত ও দুধ ? একদা তাঁর একটি রোগ দেখা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তা থেকে সুস্থ করেন। তখন তিনি শুকরিয়া স্বরূপ তাঁর নিজের জন্য তাঁর প্রিয় খাদ্য ও পানীয় উটের গোশত ও দুধ হারাম করে নেন।"

তারা বলল : ইয়া আল্লাহ্ ! এটা সঠিক।

চতুর্থ প্রশ্ন

তখন তারা বলল : আমাদেরকে রূহ সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন :

انشدكم بالله وبايامه عند بنى اسرائيل هل تعلمونه جبريل وهوالذى يأتينى ؟

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র এবং ঐসব নিয়ামতের কসম দিয়ে বলছি যা তিনি বনী ইসরাঈলকে দিয়েছিলেন। তোমরা কি জ্ঞাত আছ, তিনি জিবরীল যিনি আমার কাছে আগমন করে থাকেন ?"

তারা বলল : ইয়া আল্লাহ্! ঠিকই। কিন্তু, হে মুহাম্মদ ! সে যে আমাদের শত্রু ! সে এমন এক ফেরেশতা যে, বিপদাপদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে আসে। সে না হলে আমরা অবশ্যই আপনার অনুসারী হয়ে যেতাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ... ... اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ - وَلَمَّا جَآءَهُمْ ... ... وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ -

"বলুন, যে কেউ জিবরীলের শত্রু এ জন্য যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে আপনার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মু'মিনদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও শুভ সংবাদ... ... তবে কি যখনই তারা অংগীকারাবদ্ধ হয়েছে তখনই তাদের কোন একদল তা ভঙ্গ করেছে, বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের নিকট রাসূল এল, যে তাদের নিকট যা রয়েছে তার সমর্থক, তখন যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন তারা জানেই না। আর সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত তারা তার অনুসরণ করত, অর্থাৎ জাদুর। সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত।" (২ : ৯৭-১০২)

ইয়াহূদী কর্তৃক সুলায়মান (আ)-এর নবুওয়ত অস্বীকার এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার জবাব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে যে বর্ণনা পৌঁছেছে, সেমতে তার বিবরণ হচ্ছে এরূপ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন প্রেরিত রাসূলদের মধ্যে সুলায়মান (আ)-এর নামও উল্লেখ করলেন, তখন তাদের কোন কোন পণ্ডিত বলল : তোমরা কি মুহাম্মদের কথায় বিস্মিত হও না ? তাঁর ধারণা এই যে, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদও নবী ছিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তো একজন জাদুকর ছিলেন। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا

"সুলায়মান কুফরী করেনি, কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল।" অর্থাৎ জাদুবিদ্যার অনুসরণ ও অনুশীলনের দ্বারা।

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ أَحَدٍ

"এবং যা বাবিল শহরে দু'জন ফেরেশতা-হারূত ও মারূতের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা কাউকে তা শিক্ষা দিত না।" (২ : ১০২)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ইকরামা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলতেন : ইসরাঈল যা তাঁর নিজের উপর হারাম করেছিলেন, তা হল হৃৎপিণ্ডের দু'টি বাড়তি টুকরো, দুটো যকৃত এবং চর্বি, তবে পিঠের চর্বি বাদ দিয়ে; কেননা তা কুরবানীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হত এবং তা আগুন ভক্ষণ করে নিত।

খায়বরের ইয়াহূদীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর পরিবারের আযাদকৃত গোলাম ইকরামা বা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বরের ইয়াহূদীদের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা হল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - صاحب موسى واخيه والمصدق لما جاء به موسى : الا ان الله قد قال لكم يامعشر اهل التوراة ، وانكم لتجدون ذلك فى كتابكم مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ - تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ - وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا -

রাহমান ও রাহীম আল্লাহ্‌র নামে।

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে, যিনি মূসার বন্ধু ও ভাই এবং যিনি মূসার আনীত শরীআতের সমর্থক। হে তাওরাতধারীরা! শোন, আল্লাহ্ তো তোমাদের বলেছেন এবং নিশ্চয়ই তোমরা তা তোমাদের কিতাবে পেয়ে থাক : 'মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকূ' ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার

চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইনজীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, তারপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।' (৪৮ : ২৯)

আমি তোমাদের কসম দিচ্ছি আল্লাহ্র, কসম দিচ্ছি ঐ বস্তুর—যা আল্লাহ্ তোমাদের উপর নাযিল করেছেন, কসম দিচ্ছি ঐ সত্তার, যিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের মান্না ও সালওয়া খাইয়েছেন, কসম দিচ্ছি ঐ সত্তার, যিনি তোমাদের বাপ-দাদাদের জন্যে সমুদ্রকে শুকিয়ে তাদের নিষ্কৃতি দিয়েছেন ফিরআওন এবং তার অপকর্ম থেকে—তোমরা আমাকে বল দেখি, তোমাদের কাছে আল্লাহ্র নাযিলকৃত প্রত্যাদেশের মধ্যে তোমরা এ কথা পাও কিনা যে, তোমরা মুহাম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। যদি তোমরা একান্তই এ কথা তোমাদের কিতাবে না পাও, তাহলে তোমাদের উপর কোন জোরজবরদস্তি নেই। গুমরাহী থেকে হিদায়াত পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তোমাদের আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।"

আবূ ইয়াসির ও তার ভাই সম্পর্কে যা নাযিল হয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াহূদী পণ্ডিত ও তাদের কাফির সঙ্গীদের ব্যাপারে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। বিশেষত যারা তাঁকে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্কে) নানারূপে প্রশ্ন করত এবং বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলতে প্রয়াস পেত—যাতে তারা হক ও বাতিলের মধ্যে তালগোল পাকাতে পারে।

আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস এবং জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রি'আব সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা আবূ ইয়াসির ইব্ন আখতাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন তিনি সূরা বাকারার প্রথম অংশ তিলাওয়াত করছিলেন।

الٓمٓ . ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ

"আলিফ, লাম, মীম-এটি সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই।" (২ : ১-২)। তখন সে তার ভাই হুয়াই ইব্ন আখতাবের নিকট কয়েকজন ইয়াহূদীসহ এসে উপস্থিত হল। সে বলল : শোন, আল্লাহ্র কসম ! আমি মুহাম্মদকে তাঁর উপর অবতীর্ণ 'আলিফ, লাম, মীম- যালিকাল কিতাব', তিলাওয়াত করতে শুনেছি। তখন তারা জিজ্ঞেস করল : তুমি কি নিজ কানে তা শুনেছ ? সে বলল : হ্যাঁ।

তখন হুয়াই ইব্ন আখতাব সে ইয়াহূদী দলকে সাথে নিয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হল। তারা তাঁকে বলল : হে মুহাম্মদ ! আমরা জানতে পারলাম, আপনার কাছে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে আপনি الٓمٓ . ذٰلِكَ الْكِتٰبُ তিলাওয়াত করে থাকেন।

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ। তারা জিজ্ঞেস করল : এটা কি জিবরীল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন ?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

তখন তারা বলল : আপনার পূর্বেও আল্লাহ্ অনেক নবী প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে একমাত্র আপনি ছাড়া অন্য কারো কথা আমাদের জানা নেই, যাঁর রাজত্বকালের কথা বা তাঁর উম্মতের মুদ্দতকাল সম্পর্কে তাঁকে অবগত করা হয়েছে।

হুয়াই ইব্ন আখতাব তখন তার সঙ্গীদের প্রতি তাকিয়ে বলল : আলিফের মান হচ্ছে এক, লামের মান হচ্ছে ত্রিশ, মীমের মান হচ্ছে চল্লিশ। সর্বমোট একাত্তর বছর হল। তোমরা কি এমন একটি ধর্মে দীক্ষিত হবে, যার রাজত্বকাল এবং উম্মতের টিকে থাকার মুদ্দত হচ্ছে মাত্র একাত্তর বছর ? তারপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : হে মুহাম্মদ ! এর সাথে কি আর কিছু আছে ?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

সে জিজ্ঞেস করল : তা কি ?

তিনি বললেন : المص। আলিফ, লাম, মীম, সাদ।

সে বলল : আল্লাহ্র কসম ! এটা আরো ভারী ও আরো দীর্ঘ।

আলিফে-এক, লামে- ত্রিশ, মীমে- চল্লিশ, সাদে- নব্বই, সর্বমোট একশ' একষট্টি বছর। এর সাথে কি আর কিছু আছে হে মুহাম্মদ ?

জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ। আলিফ-লাম-রা।

সে বলল : আল্লাহ্র কসম ! এটা তো আরো ভারী ও আরো দীর্ঘ।

আলিফে- এক, লামে-ত্রিশ, রা- এ দুশো, সর্বমোট দুশো একত্রিশ বছর হল।

সে বলল : এর সাথে আরো কিছু আছে ?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, আলিফ, লাম, মীম, রা।

সে বলল : আল্লাহ্র কসম। এটা তো আরো ভারী, আরো দীর্ঘ।

আলিফে- এক, লামে- ত্রিশ, মীমে- চল্লিশ, রা-তে-দুশো। সর্বমোট দুশো একাত্তর বছর।

তখন সে বলল : আপনার ব্যাপারটা আমাদের কাছে তালগোল পাকিয়ে গেল, হে মুহাম্মদ! ফলে আমরা বুঝতেই পারছি না যে, আপনাকে স্বল্প মেয়াদ দেওয়া হল, নাকি দীর্ঘ মেয়াদ। তারপর তারা তাঁর নিকট থেকে চলে গেল।

তখন আবূ ইয়াসির তার ভাই হুয়াই ইব্‌ন আখতাবকে এবং তার সঙ্গে উপস্থিত ইয়াহূদী পণ্ডিতদেরকে লক্ষ করে বলল :

তোমাদের কি জানা আছে, এমনও তো হতে পারে এ গোটা কালটাই (মানে, সর্বমোট সময়টাই) মুহাম্মদের জন্যে একত্রে দেয়া হয়েছে একাত্তর, একশ' একষট্টি, দুশো একত্রিশ, দুশো একাত্তর সর্বমোট সাত শ' চৌত্রিশ বছর। তখন তারা বলল : তার ব্যাপারটি আমাদের কাছে তালগোল পাকিয়ে গেল। লোকদের ধারণা, নিম্নের আয়াতসমূহ তাদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে :

মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত

مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ

"এ কুরআনের কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এগুলো কিতাবের মূল অংশ আর অন্যগুলো রূপক।" (৩ : ৭)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি জ্ঞানীগুণীদের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য লোককে বলতে শুনেছি যে, এ আয়াতসমূহ নাজরানের ইয়াহূদীদের ব্যাপারে ঐ সময় নাযিল হয়, যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুনেছেন এ আয়াতগুলো একদল ইয়াহূদী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কিন্তু তিনি আমার কাছে এর কোন ব্যাখ্যা দেননি। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন এর মধ্যে কোন বর্ণনাটি সঠিক।

ইয়াহূদী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অস্বীকার এবং এ সম্পর্কে যা নাযিল হয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইব্‌ন আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (র) বা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোহাই দিয়ে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে আওস ও খাযরাজের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত। তারপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের মধ্য থেকে তাঁকে নবীরূপে প্রেরণ করলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল এবং ইতিপূর্বে তারা তাঁর সম্পর্কে যা বলত, তাও অস্বীকার করল। তখন মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) এবং বনূ সালামার বিশর ইব্‌ন বারা'আ ইব্‌ন মা'রূর তাদের লক্ষ্য করে বললেন : হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। ইতিপূর্বে আমরা যখন পৌত্তলিক ছিলাম, তখন তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর দোহাই দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করতে এবং তোমরা তখন আমাদের বলতে যে, তাঁর

আবির্ভাবের সময় অত্যাসন্ন। তোমরা তাঁর গুণাবলী আমাদের কাছে বর্ণনা করতে। এ কথা শুনে বনূ নযীরের লোক সালাম ইব্ন মিশকাম বলল : সে আমাদের কাছে এমন কোন জিনিস নিয়ে আসেনি, যার সাথে আমরা পরিচিত। আর আমরা যার সম্পর্কে তোমাদের কাছে বলতাম, সে এ নয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে নাযিল করেন :

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ .

"তাদের নিকট যা আছে আল্লাহ্র নিকট থেকে যখন তার সমর্থক কিতাব এল, যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল তা যখন তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত।" (২ : ৮৯)

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত হলেন আর তাঁর সম্পর্কে তাদের নিকট থেকে আল্লাহ্ যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ্ তাদের যে হুকুম দিয়েছিলেন, তা যখন তাদের সামনে উল্লেখ করা হল, তখন মালিক ইব্ন সায়ফ বলল : আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদের ব্যাপারে আমাদের কোন হুকুম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর ব্যাপারে আমাদের থেকে কোন অংগীকারও নেওয়া হয়নি। তখন তার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল্ করেন :

اَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ

"যখনই তারা কোন অঙ্গীকার করেছে, তখন তাদের একদল তা নিক্ষেপ করেছে বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না" (২ : ১০০)

আবূ সালূবা ফাতয়ূনী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের কাছে এমন কোন বস্তু নিয়ে আসেননি যা আমাদের জ্ঞাত ছিল, আর না আল্লাহ্ আপনার কাছে এমন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করেছেন যে, আমরা এজন্য আপনার অনুসরণ করব। তখন আল্লাহ্ তার এ মন্তব্যের ব্যাপারে নাযিল করলেন :

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلاَّ الْفٰسِقُوْنَ

"এবং নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি (হে রাসূল) নাযিল করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী—আর একমাত্র অনাচারীরা ছাড়া আর কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে না।" (২ : ৯৯)

রাফি' ইব্ন হুরায়মালা ওয়াহব ইব্ন যায়দ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল : হে মুহাম্মদ! আমাদের কাছে এমন কোন কিতাব নিয়ে আসুন যা আসমান থেকে আমাদের কাছে নাযিল হবে আর আমরা দিব্যি তা পড়ব। আর আমাদের জন্যে প্রস্রবণধারা বইয়ে দিন,

তাহলেই আমরা আপনার অনুসারী হব এবং আপনাকে সত্য নবী বলে মেনে নেব। তখন তাদের দু'জনের এ বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

ঈমানের বদলে কুফর

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ۔

"তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ? আর যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করে, সে মধ্যপথ নিশ্চিতভাবেই হারিয়ে ফেলে।" (২ : ১০৮)

ইব্ন হিশাম বলেন : سواء হচ্ছে وسط سبيل বা মধ্যপথ। হাসসান ইব্ন সাবিত নিম্নোক্ত পংক্তিতে এ অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন :

ياويح انصار النبى ورهطه × بعد المسغيبب فى سواء الملحد

যথাস্থানে শীঘ্রই এ পংক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্!

ইয়াহূদীদের বিদ্বেষ

আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল (সা)-কে প্রেরণের মাধ্যমে আরবদেরকে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী করলেন, তখন ইয়াহূদীরা বিদ্বেষের অনলে দগ্ধীভূত হতে লাগল। এই বিদ্বেষে সর্বাধিক দগ্ধীভূত হচ্ছিল হুয়াই ইব্ন আখতাব এবং তার ভাই আবূ ইয়াসির ইবন আখতাব। তারা মানুষকে সাধ্যমত ফিরিয়ে রাখার চেষ্টায় নিরন্তর লিপ্ত থাকত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দু'জনের ব্যাপারে নাযিল করেন :

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔

"আহলে কিতাবদের অনেকেই এ আকাঙ্ক্ষা করে যে, যদি তারা তোমাদের ঈমান আনার পর তোমাদেরকে ফিরিয়ে কাফির বানাতে পারত। এটা তাদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষের বশে—তাদের কাছে হক প্রকাশিত হয়ে যাবার পর। সুতরাং আপনি তাদেরকে মার্জনা করুন ও উপেক্ষা করুন—যাবৎ না আল্লাহ্র নির্দেশ আসছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।" (২ : ১০৯)

রাসূল (সা) সকাশে ইয়াহূদী-নাসারাদের কলহ

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন নাজরানের খ্রিস্টানেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে উপস্থিত হয়, তখন ইয়াহূদী পণ্ডিতেরাও সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে

পরস্পরে কলহে প্রবৃত্ত হয়। তখন রাফি' ইবন হুরায়মালা বলে : তোমরা কোন সঠিক বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত নও। সে তখন ঈসা আলায়হিস সালাম ও ইনজীলের সত্যতা অস্বীকার করে। তখন জবাবে নাজরানবাসীদের মধ্য থেকে জনৈক খ্রিস্টান ইয়াহূদীদের উদ্দেশে বলে উঠল : তোমরা কোন সঠিক বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত নও। এ ব্যক্তি মূসা আলায়হিস্ সালাম ও তাওরাতের সত্যতার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ বাদানুবাদ সম্পর্কে নযিল করেন :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ·

"ইয়াহূদীরা বলে, খ্রিস্টানেরা আসলে কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং খ্রিস্টানেরা বলে, ইয়াহূদীরা আসলে কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অথচ তারা কিতাব পড়ে থাকে। অনুরূপভাবে যারা কিছুই জানে না, তারাও ওদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ই কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে সব ব্যাপারে বিচার-মীমাংসা করবেন—যা নিয়ে তারা মতবিরোধে লিপ্ত ছিল।" (২ : ১১৩)

অর্থাৎ তাদের উভয় পক্ষই তাদের কিতাবে সেসব ব্যাপারের সত্যতা সম্পর্কে পাঠ করে থাকে যেগুলোকে তারা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে থাকে। অর্থাৎ ইয়াহূদীরা ঈসা আলায়হিস সালামকে অস্বীকার করে অথচ তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাতে আছে যে, মূসা আলায়হিস সালামের মাধ্যমে ঈসা আলায়হিস্ সালামকে সত্য নবীরূপে মান্য করার অঙ্গীকার আল্লাহ্ তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আর ইনজীল কিতাবে মূসা আলায়হিস সালাম ও তাওরাত কিতাবের সত্যতার এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। অথচ তাদের প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষের সত্যতার কথা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে চলেছে।

ইয়াহূদীদের ভ্রান্ত ধারণা

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাফি' ইব্ন হুরায়মালা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলে : হে মুহাম্মদ! যদি আপনি সত্য সত্যই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূল হয়ে থাকেন, তবে আপনি আল্লাহ্কে বলুন, তিনি যেন আমাদের সাথে কথা বলেন—যা আমরা নিজেরাও শুনতে পাই। তখন তার এ বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَقَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ·

"আর যারা অজ্ঞ তারা বলে, আল্লাহ্ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না, অথবা আমাদের কাছে কেন নিদর্শন আসে না ? তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের মত ইতিপূর্বে বলেছে। তাদের

পরস্পরের অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। নিশ্চয়ই আমি আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি দৃঢ় প্রত্যয়শীল সম্প্রদায়ের জন্যে।" (২ : ১১৮)

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সূরিয়া আল-আ'ওয়ার আল-ফাতয়ূনী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলে : আমরা যে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, এটাই হচ্ছে সঠিক পথ। সুতরাং হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের অনুসরণ করুন, তাহলে সঠিক পথের সন্ধান পাবেন। খ্রিস্টানরাও অনুরূপ কথা বলে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সূরিয়া এবং খ্রিস্টানদের উক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত দাবি

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -

"তারা বলে : তোমরা ইয়াহূদী অথবা নাসারা হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে। হে রাসূল! আপনি বলুন, ইবরাহীমের মিল্লাত (আমরা অনুসরণ করি—যিনি) একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিক বা অংশীবাদী ছিলেন না।" (২ : ১৩৫)

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত আনুপূর্বিক কাহিনী বর্ণনা করেন :

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

"তারা ছিল এক উম্মত, অতীত হয়ে গেছে। তাদের জন্যে তাদের কৃত কাজের ফল, আর তোমাদের জন্যে তোমাদের কৃতকার্যের ফল। আর তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।" (২ : ১৪১)

কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তনকালে ইয়াহূদীদের বক্তব্য

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন সিরিয়ার দিক থেকে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তিত হল, এ কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাটি ঘটে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনা শরীফে শুভাগমনের সতের মাসের মাথায় রজব মাসে। তখন রিফাআ ইব্ন কায়স, কুরদম ইব্ন আমর, কা'ব ইব্ন আশরাফ, রাফি 'ইব্ন আবূ রাফি', কা'ব ইবন আশরাফের মিত্র হাজ্জাজ ইব্ন আমর, রবী' ইব্ন রবী' ইব্ন আবুল হুকায়ক ও কিনানা ইব্ন রবী' ইব্ন আবুল হুকায়ক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি যে কিবলার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা থেকে কে আপনাকে ফিরিয়ে দিল, অথচ আপনি দাবি করেন যে, আপনি ইবরাহীমের মিল্লাত ও দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন? আপনি যে কিবলাপন্থী ছিলেন, তাতে প্রত্যাবর্তন করুন, তাহলে আমরা আপনার অনুসারী হয়ে যাব এবং আপনাকে সত্য নবী বলে মানব। আর এ কথা দ্বারা তারা তাঁকে দীন থেকে সরিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়। তখন এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ -

"লোকদের মধ্যকার নির্বোধরা অচিরেই বলবে—ওদেরকে সেই কিবলা থেকে কিসে ফিরাল, যার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল ? আপনি বলুন, আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন পূর্বও, পশ্চিমও। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকেন। আর এভাবে আমি তোমাদের বানিয়েছি মধ্যবর্তী বা শ্রেষ্ঠ উম্মত—যাতে করে তোমরা সমগ্র মানব জাতির ব্যাপারে সাক্ষী হতে পার আর রাসূল হবেন তোমাদের সপক্ষে সাক্ষী। আর যে কিবলার উপর আপনি ছিলেন, তা এজন্যেই আমি কিবলারূপে নির্ধারিত করেছিলাম যেন পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের মধ্য থেকে রাসূলের প্রকৃত অনুসারীদেরকে আমি (তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে) চিনে নিতে পারি।" (২ : ১৪২-১৪৩)

অর্থাৎ এটা ছিল নিছক পরীক্ষা যে, কারা রাসূলের অনুসারী আর কারা তাঁর বিরোধী।

وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ

"এটা অত্যন্ত গুরুত্বের ব্যাপার, তবে তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।" (২ : ১৪৩)

অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ্ ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাদেরকে অবিচল রেখেছেন।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ

"আর আল্লাহ্ তোমাদের ঈমানকে বরবাদ করতে পারেন না।"

অর্থাৎ প্রথম কিবলার প্রতি এবং তোমাদের নবীর প্রতি তোমাদের ঈমানকে এবং পরবর্তী কিবলামুখী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর প্রতি তোমাদের আনুগত্যকে তিনি বিনষ্ট ও বাতিল করে দেবেন এমন হতে পারে না। অর্থাৎ উভয় কিবলার আনুগত্যের পুরস্কারই তিনি তোমাদের অবশ্যই প্রদান করবেন।

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অত্যন্ত মমতাময় ও পরম করুণাশীল।"

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ -

"আকাশের দিকে বারবার আপনার মুখ ফিরিয়ে তাকানোটা দেখে থাকি, অতএব তারপর অবশ্যই আমি সেই কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব—যা আপনার পসন্দনীয়। সুতরাং (হে রাসূল!) আপনি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং (হে মু'মিনগণ!) তোমরাও যে যেখানে থাক না কেন, তোমাদের মুখ সেদিকেই ফিরাও !" (২ : ১৪৪)

ইব্‌ন হিশাম বলেন: شَطْرَهُ শব্দের অর্থ نحوه সেদিকে।

আমর ইব্‌ন আহমার আল-বাহিলী আর বাহিলা ছিলেন ইয়াসূর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়লান-এর পুত্র। উক্ত আমর ইব্‌ন আহ্‌মার তাঁর একটি উষ্ট্রীর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন :

تعدو بنا شطر جمع وهى عاقدة × قد كارب العقد من ايفادها الحقبا

তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত এ شطر শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

উক্ত পংক্তিতে কবি বলেছেন : "সে (মানে উষ্ট্রীটি) আমাদেরকে নিয়ে মুজদালিফার দিকে দ্রুত চলে যায়। অথচ তার লেজকে সে রেখেছিল সংকুচিত করে। তার সংকুচিত লেজ তখন তার দ্রুতগতির দরুন তার পেটের সাথে হাওদা বাঁধার রশির সাথে জড়িয়ে রয়েছিল।

কায়স্ ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ হুযালী তার উষ্ট্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

ان النعوس بها داء مخامرها × فشطرها نظر العينين محسور

"নাউস নাম্নী উষ্ট্রীর শিরায় সংক্রামক রোগ প্রবাহিত। এজন্যে তার দিকে দৃষ্টিপাতে চক্ষুদ্বয়ে ক্লান্তি নেমে আসে—মানে এর পিঠে চড়ে সফরের ভরসা পাওয়া যায় না।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নাউস হচ্ছে তার উষ্ট্রী। তা ছিল রোগাক্রান্ত। সুতরাং তার দিকে কবি ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকান محسور শব্দটি এখানে حسير অর্থে ব্যবহৃত।

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۔

"যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জ্ঞাত আছে যে, (কিবলা পরিবর্তনের) ব্যাপারটি যথার্থই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত আর আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন।"

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ج وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ج وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۔

"আপনি যদি কিতাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের নিকট সমস্ত নিদর্শনও নিয়ে আসেন, তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না, আর আপনিও (হে রাসূল!) তাদের কিবলার অনুসরণ করবেন না। আর তারাও একে অপরের কিবলার অনুসরণ করবে না। আপনি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান এসে পৌঁছার পরও, তাহলে আপনি নিশ্চিতভাবে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।" (২ : ১৪৫)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মহান আল্লাহ্ বাণী اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ "প্রকৃত সত্য তো তা যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত। সুতরাং (এ ব্যাপারে) আপনি অবশ্যই সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" (২ : ১৪৭)

তাওরাতের সত্য গোপন

বনু সালামা গোত্রের মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বনু আবদুল আশহালের সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) ও বলোহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইয়াহূদী পণ্ডিতদের একটি দলকে তাওরাতে মওজুদ কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তারা তা গোপন করে এবং তারা সে সম্পর্কে তথ্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তখন এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ·

"আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত নাযিল করেছি মানুষের জন্যে, কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাদের লা'নত দেন এবং লা'নতকারীগণও তাদের লা'নত দেয়।" (২ : ১৫৯)

নবী করীম (সা) কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত ও ইয়াহূদীদের জবাব

বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আহ্‌ল কিতাব ইয়াহূদীদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি ও গযবের ব্যাপারে সতর্ক করেন। তখন নাফি' ইব্‌ন খারিজা এবং মালিক ইব্‌ন আওফ বলে :

হে মুহাম্মদ! বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে ধর্ম ও রীতিনীতি অনুসরণ করতে দেখেছি, তারই অনুসরণ করব। কেননা তাঁরা আমাদের তুলনায় অধিকতর বিজ্ঞ এবং উত্তম ছিলেন।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়ের বক্তব্যের জবাবে এ আয়াত নাযিল করেন :

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا ، اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلاَ يَهْتَدُوْنَ ·

"আর যখন তাদের বলা হয় যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে রীতি-নীতির অনুসারীরূপে পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব—যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই উপলব্ধি করত না আর তারা সঠিক পথের অনুসারীও ছিল না।" (২ : ১৭০)

বনূ কায়নুকার বাজারে ইয়াহূদীদের সমাবেশ

বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন কুরায়শদের উপর বিপদ অবতীর্ণ করলেন, তখন মদীনায় পদার্পণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহূদীদেরকে বনূ কায়নুকার বাজারে সমবেত করলেন।

এরপর তিনি তাদের লক্ষ্য করে বলেন : "হে ইয়াহূদী সমাজ! তোমাদের উপর কুরায়শদের মত আল্লাহ বিপদ অবতীর্ণ করার পূর্বেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর।"

তখন তারা বলল : হে মুহাম্মদ ! একদল আনাড়ী কুরায়শকে পরাজিত করেছেন বলে আপনি এ অহমিকায় মত্ত হবেন না যে, সর্বক্ষেত্রেই বুঝি এমনটি ঘটবে। এ আনাড়ীরা যুদ্ধ কি, তা জানত না। আল্লাহ্র কসম, আমাদের সাথে যদি আপনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তখন নিশ্চয়ই আপনি টের পাবেন যে, আমরা কি ধরনের লোক। আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে আমাদের মত আর কারো সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়নি। তখন তাদের এ মন্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ . قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ .

"আর যারা কুফরী করেছে, তাদের বলুন (হে রাসূল !) তোমরা অচিরেই পরাস্ত হবে এবং তোমাদের একত্র করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তা কতই না মন্দ অবস্থানস্থল! দুটো যুদ্ধমান দলের মধ্যে তোমাদের জন্যে ছিল নিদর্শন। একদল আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করছিল, আর অপর দলটি ছিল কাফির—ওরা তাদেরকে চাক্ষুষভাবে দ্বিগুণ প্রত্যক্ষ করছিল। আল্লাহ্ তাঁর সাহায্য দানে যাকে ইচ্ছা বলীয়ান করেন। নিশ্চয়ই এতে চক্ষুষ্মানদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় উপদেশ।" (৩ : ১২-১৩)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইয়াহূদী শিক্ষালয়ে প্রবেশ

বর্ণনাকারী বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহূদীদের একটি দলের কাছে তাদের শিক্ষাগারে প্রবেশ করে তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত প্রদান করলেন। তখন নু'মান ইব্ন আমর এবং হারিস ইব্ন যায়দ তাঁকে লক্ষ্য করে বলল : হে মুহাম্মদ ! আপনি কোন্ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ?

তিনি ইরশাদ করেন : عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ وَدِيْنِهٖ "ইবরাহীমের মিল্লাত ও তাঁর দীনের উপর।" তখন তারা উভয়ে বলে উঠল : 'ইবরাহীম তো ইয়াহূদী ছিলেন।' তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের লক্ষ্য করে বললেন : فهلم الى التوراة فهى بيننا وبينكم "বেশ, তাহলে আমার নিকট তাওরাত নিয়ে এস দেখি, তা-ই হবে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসাকারী।" তখন তারা উভয়ে তাতে অস্বীকৃতি জানাল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ . ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ .

"আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে ? তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহবান করা হয়েছিল। যাতে তা তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়। তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। তা শুধু এজন্যে যে, তারা বলে আমাদেরকে আগুন কখনই স্পর্শ করবে না, তবে গণনার কয়দিন মাত্র এবং তাদের ধোঁকায় ফেলেছে তাদের দীনের ব্যাপারে তাদের মনগড়া কথাবার্তা।" (৩ : ২৩-২৪)

ইবরাহীম (আ)-কে নিয়ে ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের কোন্দল

ইয়াহূদী পণ্ডিতবর্গ এবং নাজরানের খ্রিস্টানেরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একত্র হল, তখন তারা পরস্পরে কলহ ও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হল। ইয়াহূদী পণ্ডিতেরা বলল : ইবরাহীম ইয়াহূদী বৈ আর কিছু ছিলেন না। ওদিকে নাজরানের খ্রিস্টানেরা বলল : ইবরাহীম খ্রিস্টান বৈ কিছুই ছিলেন না। তখন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتْ التَّوْرٰةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلاَّ مِنْ بَعْدِهٖ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ. هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَالَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ. مَاكَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"হে কিতাবীগণ ! তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে কেন তর্ক করছ ? অথচ তাওরাত ও ইনজীল উভয় কিতাবই তার পরেই নাযিল হয়েছিল। তোমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? তোমরা তো সেই সব লোক—যে ব্যাপারে তোমাদের কিছু অবগতি আছে, সে ব্যাপারে তোমরা বাদানুবাদ করেছ। কিন্তু যে ব্যাপারে তোমাদের অবগতিমাত্র নেই, সে ব্যাপারে তোমরা তর্ক করছ কেন ? আর আল্লাহ্‌ই সম্যক অবগত এবং তোমরা কিছুমাত্র অবগত নও।

ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম আর তিনি অংশীবাদীও ছিলেন না।

ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম হচ্ছে ঐ সব লোক, যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে, আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক ও বন্ধু।" (৩ : ৬৫-৬৮)

সকালে তাদের ঈমান আনয়ন এবং সন্ধ্যায় কুফরী অবলম্বন সম্পর্কে যা নাযিল হয়

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ, আদী ইব্‌ন যায়দ ও হারিস ইব্‌ন আওফ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল : চল আমরা সকালে মুহাম্মদ এবং তার সাথীদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনয়ন করি, আর সন্ধ্যায়ই তার প্রতি অবিশ্বাস ঘোষণা করি, এভাবে আমরা তাদের দীনকে তাদের চোখে সন্দেহের বস্তুতে পরিণত করব। এমনও তো হতে পারে যে, আমাদের দেখাদেখি তারাও এরূপ করতে থাকবে এবং তাদের দীন থেকে তারা সরে আসবে।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন :

يَآهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ. وَلاَ تُؤْمِنُوْا اِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُتِيْتُمْ اَوْيُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"হে কিতাবীগণ ! তোমরা কেন হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করছ এবং হক গোপন করছ, অথচ তোমরা অবহিত রয়েছ ?

আর কিতাবীদের একটি দল বলল, ঈমানদারদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, দিনের শুরুর দিকে তার প্রতি ঈমান আন এবং দিনের শেষপ্রান্তে তার প্রতি অস্বীকৃতি ঘোষণা কর—হয়ত তারা (তাদের ধর্মমত থেকে) সরে আসবে। আর তোমাদের ধর্মের অনুসারী ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করবে না।

হে রাসূল ! আপনি বলুন, আল্লাহ্র হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। বিশ্বাস করো না যে, তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকেও দেওয়া হবে অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তারা তোমাদেরকে যুক্তিতে পরাভূত করবে।

(হে রাসূল !) আপনি বলুন, নিশ্চয়ই করুণারাশি আল্লাহ্রই হাতে—তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।" (৩ : ৭১-৭৩)

আবূ রাফি'র প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যা নাযিল হয়েছে

যখন ইয়াহূদী পণ্ডিতবর্গ এবং নাজরানের খ্রিস্টানেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে সমবেত হল, তখন আবূ রাফি' কুরাযী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইসলামের দাওয়াতের জবাবে বলল : হে মুহাম্মদ ! খ্রিস্টানেরা যেভাবে ঈসা ইব্ন মারইয়ামের পূজা করে থাকে, সেভাবে আমরা আপনার পূজা করব, এটাই কি আমাদের নিকট আপনার কামনা ?

নাজরানবাসী নাসারাদের রীস নামক এক ব্যক্তিও বলে উঠল : হে মুহাম্মদ! এটাই কি আপনি আমাদের কাছে কামনা করেন আর এটার দিকেই কি আপনি আমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন? কোন কোন রিওয়ায়াতে লোকটার নাম রীস আবার কোন রিওয়ায়াতে রঈসও এসেছে।

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

معاذ الله ان اعبد غير الله او امر بعبادة غيره فما بذلك بعثنى الله ولا امرنى (او كما قال)

"আমি মহান আল্লাহ্র আশ্রয় চাই এ ব্যাপার থেকে যে, আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি অথবা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতে বলি। না আল্লাহ্ আমাকে এ

জন্য প্রেরণ করেছেন, আর না এ আদেশ তিনি আমাকে দিয়েছেন (অথবা তিনি যেভাবে বলেছেন)।"

তাদের এ কথোপকথন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ. وَلاَ يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

"কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার অনুগত হয়ে যাও' তা তার জন্য শোভনীয় নয়; বরং সে বলবে : তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, কেননা তোমরা কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দিয়ে থাক এবং যেহেতু তোমরা জ্ঞান চর্চা কর (بعد اذ انتم مسلمون পর্যন্ত)।" (৩ : ৭৯-৮০)

ইব্ন হিশাম বলেন : ربانيـــون আল্লাহ্ওয়ালা অর্থে এখানে আলিমগণ, ফকীহ্গণ এবং নেতৃপর্যায়ের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বোঝানো হয়েছে। এর এক বচন ربانى ;

কবি এ অর্থেই বলেছেন :

لو كنت مرتهنا فى القوس افتتى × منها الكلام وربانى.احبار

"যদি আমি কোন সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমেও হতাম, তবুও প্রিয়ার কথা আমাকে এবং উক্ত সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীকে পর্যন্ত বিভ্রান্তিতে ফেলে দিত।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কবিতায় ব্যবহৃত القـــوس শব্দের অর্থ হচ্ছে সংসারত্যাগী সাধুর আশ্রম। وافتتى হচ্ছে তামীম গোত্রের ভাষা এবং فتتى হচ্ছে কায়স গোত্রের ভাষা।

কবি জারীর বলেছেন :

لا وصل اذ صرمت هند ولو وقفت × لاستنزلتنى وذالمسحين فى القوس

"প্রিয়া হিন্দ যখন বিচ্ছেদ গ্রহণ করল, তখন আর মিলনের সম্ভাবনা নেই। সে যদি থেকে যেত, তাহলে নিশ্চিতভাবেই সে আমাকে এবং গেরুয়া বসন পরিহিত আশ্রমের সাধু-সন্তের পদস্খলন ঘটিয়ে ছাড়ত।"

এখানে قـوس হচ্ছে সংসারত্যাগী সাধুর আশ্রম এবং ربانى শব্দটি رب থেকে উদগত যার অর্থ মনিব। আল্লাহ্র কিতাবে আছে : فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا

"সে তার রবকে অর্থাৎ মনিবকে শরাব পান করাত।"

ইব্ন ইসহাক বলেন :

وَلاَ يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

"আর সে তোমাদেরকে এ হুকুম দিতে পারে না যে, ফেরেশতাদেরকে ও নবীগণকে তোমরা প্রভুরূপে গ্রহণ করবে। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পরও কি সে তোমাদেরকে কুফরের আদেশ দিতে পারে?" (৩ : ৮০)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে নবীগণ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর তাদের এবং তাদের নবীগণের নিকট থেকে নবী আগমনের পর তাঁকে সত্য নবীরূপে বরণ করা সংক্রান্ত যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা যে সে অঙ্গীকারে আবদ্ধও হয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ·

"যখন আল্লাহ নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন এ মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এ শর্তে যে, তারপর যখন তোমাদের কাছে তোমাদের নিকটে রক্ষিত কিতাবের সমর্থনকারী নবী আসবেন, তখন তোমরা অবশ্যই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন : তোমরা কি অঙ্গীকার করছ এবং এর দায়িত্ব গ্রহণ করছ ? তারা তখন বলল : আমরা অঙ্গীকার করছি। তিনি বললেন : তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকছি।" (৩ : ৮১)

আনসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শাস ইব্‌ন কায়স ছিল বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। সে ছিল এক বদ্ধ কাফির এবং মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বিষ্ট ও শত্রুভাবাপন্ন। সে একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় সাহাবীগণের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তাঁরা একটি মজলিসে বসে পরস্পরে বাক্যালাপ করছিলেন। জাহিলিয়াতের যুগে তাঁদের মধ্যে বিরাজিত চরম বৈরিতার পর তাঁদের বর্তমান ঐক্য, সখ্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক লক্ষ্যে সে ক্রোধে ফেটে পড়ল। গরগর করে বলল : বনী কীলার সরদারেরা এ জনপদে বেশ মিলেমিশে বসেছে দেখছি। আল্লাহ্‌র কসম, এদের সরদারদের এ সমাবেশ আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। তখন সে তাঁদের সাথে বসা এক ইয়াহূদী যুবককে লক্ষ্য করে বলল : তুমি এদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং এদের সাথে মিলেমিশে বসবে। বু'আসের যুদ্ধের দিনের কথা এবং এরও পূর্বের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে তখন তারা যেসব বাগাড়ম্বরমূলক কবিতা প্রয়োগ করত, তা আবৃত্তি করে করে শুনাবে।

বু'আস যুদ্ধের দিন

বু'আস যুদ্ধের দিন আওস ও খাযরাজ গোত্র একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেদিন আওস গোত্র খাযরাজ গোত্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিল। সেদিন আওসের নেতৃত্বে ছিল

হুয়ায়র ইব্‌ন সাম্মাক আশ্‌হালী, আবূ উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র এবং খাযরাজের নেতৃত্বে ছিল আমর ইব্‌ন নু'মান বায়াযী। তারা উভয়েই সেদিন নিহত হয়েছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বু'আস যুদ্ধের বর্ণনা অনেক দীর্ঘ। সে সব বিবরণ দিতে গেলে মহানবী (সা)-এর সীরাত বর্ণনার ধারা ব্যাহত হবে বিধায় আমি সেসব বর্ণনা দান থেকে বিরত রইলাম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লোকটি তাই করল। তখন লোকজন পরস্পর বাকবিতণ্ডা ও ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হল। পরস্পরে বাগাড়ম্বর ও বাক্যবাণ প্রয়োগ চলল। এমনকি শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে এক-এক ব্যক্তি একে অপরের প্রতি আক্রমণ করতে উদ্যত হল।

আওসের বনূ হারিসা ইব্‌ন হারিস-এর আওস ইব্‌ন কুরাযী এবং খাযরাজের বনূ সালামা গোত্রের জাব্বার সাখার নামক দু'ব্যক্তি ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে একে অপরকে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ দিতে লাগলেন। একজন অপরজনকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন : তোমরা চাইলে আমরা এখনই সে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারি। মোটকথা উভয় পক্ষ উত্তেজনার চরমে পৌঁছলেন। এমনকি মুকাবিলার স্থানরূপে কাল পাথুরে জমি নির্ধারিতও হয়ে গেল। উভয় পক্ষে অস্ত্র অস্ত্র রব উঠল এবং উভয় পক্ষই সেদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ খবরটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছল। তিনি তাঁর কাছে যে মুহাজির সাহাবীরা ছিলেন, তাঁদেরকে নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হল। সেখানে পৌঁছে তিনি (সা) তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

يامعشر المسلمين الله الله ابدعوى الجاهلية وانا بين اظمركم بعد ان هداكم الله للاسلام واكرمكم به وقطع به عنكم امر الجاهلية واستنقذ به من الكفر والف به بين قلوبكم -

"দোহাই আল্লাহ্‌র, দোহাই আল্লাহ্‌র, হে মুসলিম সমাজ ! জাহিলিয়াতের আত্মগরিমা নিয়ে তোমরা কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে অথচ আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছি ? ইতিমধ্যেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন, তোমাদেরকে এর দ্বারা সম্মানিত মহিমামণ্ডিত করেছেন, এর দ্বারা তোমাদের মধ্য থেকে জাহিলিয়াতের উচ্ছেদ সাধন করেছেন, এর দ্বারা কুফরী থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দান করেছেন এবং এর দ্বারা তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য জন্মিয়ে দিয়েছেন।"

তখন লোকজন উপলব্ধি করতে সমর্থ হল যে, এটা ছিল শয়তানের একটা বড় চক্রান্ত এবং শত্রুদের ষড়যন্ত্র মাত্র। তখন তারা কান্না জুড়ে দিল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রীয়রা একে অপরকে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাধ্য-অনুগতরূপে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এভাবে আল্লাহ্‌র শত্রু শাস ইব্‌ন কায়সের প্রজ্বলিত ষড়যন্ত্রের আগুন আল্লাহ্ নির্বাপিত করে দিলেন। শাস ইব্‌ন কায়স এবং তার অপকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ - قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ -

"হে আহলি কিতাব ! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অগ্রাহ্য করছ অথচ আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করছেন। আপনি বলুন (হে রাসূল !) হে আহলি কিতাব ! যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে কেন আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিচ্ছ ? তোমরা তাদের বক্রতা কামনা কর অথচ তোমরা (সত্য) প্রত্যক্ষকারী। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ মোটেই অনবহিত নন।" (৩ : ৯৮-৯৯)

আর আওস ইব্‌ন কায়যী ও জাব্বার ইব্‌ন সাখার এবং তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাথীদের ব্যাপারে—যারা ইব্‌ন কায়সের প্ররোচনায় পড়ে জাহিলিয়াতের অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ. وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ. وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"হে বিশ্বাসীগণ ! যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দলবিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে ছাড়বে। আর তোমরা কেমন করে কুফরী করবে যখন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পঠিত হয় আর তোমাদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর রাসূল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে অবলম্বন করে, সে অবশ্যই সরল পথের দিশাপ্রাপ্ত হয়। হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত সেভাবে, আর তোমরা মৃত্যুবরণ করো না মুসলিম অবস্থায় ব্যতিরেকে। ... ... আর তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।" (৩ : ১০০-১০৫)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের অবমাননা প্রসঙ্গে যা নাযিল হয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম, সা'লাবা ইব্‌ন সা'য়া, উসায়দ ইব্‌ন সা'য়া, আসাদ ইব্‌ন উবায়দ এবং তাদের সাথে একত্রে ইসলাম গ্রহণকারী ইয়াহূদীরা ইসলাম গ্রহণ করে তাঁরা ঈমান আনলেন, সত্যকে গ্রহণ করলেন, ইসলামকে ভালবাসতে লাগলেন এবং

তাতে বেশ ব্যুৎপত্তিও অর্জন করলেন, তখন ইয়াহূদী ধর্মনেতারা—যারা তখনো কুফরীর মধ্যে ছিল, তারা বলতে শুরু করল :

"মুহাম্মদের প্রতি যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে, তারা আমাদের মধ্যকার দুষ্টলোক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। যদি তারা সত্যই আমাদের ধর্মীয় নেতা হত, তাহলে তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্মের দিকে ধাবিত হত না।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ বক্তব্য সম্পর্কে নাযিল করেন :

لَيْسُوْا سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ.

"তারা সকলে সমান নয়। আহলি কিতাবের মধ্যে অবিচলিত একদল এমনও আছে, যারা রাতের বেলায় আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তারা সিজদা করে।" (৩ : ১১৩)

ইব্ন হিশাম বলেন : اناء الليل মানে ساعات الليل রাতের প্রহরে প্রহরে। এর একবচন انًى

কবি মুতাখাল্লি হাযালী যাঁর আসল নাম মালিক ইব্ন উয়ায়মার—শব্দটি এভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর পুত্রশোকে লিখিত মর্সিয়া কবিতায় :

حلو ومر كعطف القدح شيمته × فى كل انى قضاء الليل ينتعل

আর কবি লবীদ ইব্ন রবী'আ একটি বন্য গাধার বর্ণনা দিতে গিয়েও শব্দটি ব্যবহার করেছেন এভাবে :

يطرب اناء النهار كأنه × غوى سقاه فى التجار نديم

আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান আনয়নকারী ইয়াহূদীদের সম্পর্কে উক্ত আয়াতে আরো বলেন :

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَاُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

"তারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে ঈমান রাখে এবং সৎকাজের আদেশ করে ও অসৎকাজে বারণ করে এবং কল্যাণকর কাজসমূহে প্রতিযোগিতা করে, আর তারাই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।"

ইয়াহূদীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা স্থাপনের বিরুদ্ধে যা নাযিল হয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : কয়েকজন মুসলমান কয়েকজন ইয়াহূদীর সাথে তাদের প্রতিবেশী ও চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কারণে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চলতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইয়াহূদীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করতে বারণ করে নাযিল করলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَ يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالاً وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. هٰاَنْتُمْ اُولاَءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلاَ يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ.

"হে মু'মিনগণ ! তোমাদের নিজেদের লোক ছাড়া অন্যদেরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের মধ্যে অনর্থ সৃষ্টিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের কাম্য হচ্ছে তোমাদেরকে বিব্রত রাখা। তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে, আর তাদের অন্তঃকরণ যা গোপন করে রেখেছে, তা আরো জঘন্যতম। আমরা তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি—যদি তোমরা বুদ্ধিমান হয়ে থাক। তোমরা হচ্ছ সেসব লোক, যারা তাদের ভালবেসে থাক। কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না। আর তোমরা সমগ্র কিতাবে বিশ্বাস পোষণ করে থাক।"

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কিতাবে এবং তোমাদের পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতিও বিশ্বাস পোষণ করে থাক, অথচ তারা তোমাদের কিতাবকে অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করে। সে হিসাবে তোমাদের তাদের তুলনায় বেশি বিদ্বেষ পোষণ করার কথা, অর্থাৎ তোমরাই বরং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণের অধিকতর হকদার।

وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ -

"তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি আর যখন নিভৃতে সংগোপনে থাকে, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে ক্রোধে অঙ্গুলি কামড়ায়। বলুন, তোরা তোদের ক্রোধ নিয়েই মর গিয়ে... ...।"

আবূ বকরের ইয়াহূদী শিক্ষালয়ে প্রবেশ

একদা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইয়াহূদীদের শিক্ষালয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে প্রচুর লোককে এক ব্যক্তির চতুষ্পার্শ্বে সমবেত দেখতে পেলেন। ঐ ব্যক্তিটি ফানহাস নামে পরিচিত ছিল। সে ছিল তাদের একজন পণ্ডিত ও ধর্মনেতা। তার কাছে তখন আশইয়া' নামক তাদের আরেকজন ধর্মীয় পণ্ডিতও উপস্থিত ছিল। আবূ বকর ফানহাসকে উদ্দেশ করে বললেন :

"তোমার জন্যে আক্ষেপ হে ফানহাস! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌র কসম তুমি সম্যক অবগত আছ যে, মুহাম্মদ (সা) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি তাঁরই পক্ষ থেকে রাসূলরূপে তোমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েছেন। তোমাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে তোমরা তাঁর কথা পেয়েছ।"

তখন জবাবে ফানহাস আবূ বকরকে লক্ষ্য করে বলল :

"আল্লাহ্‌র কসম হে আবূ বকর! আমাদের আল্লাহ্‌র কাছে কোন ঠেকা নেই। পক্ষান্তরে তাঁর অবশ্যই ঠেকা আছে আমাদের কাছে। আমরা তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করি না, যেমনটি তিনি করেন আমাদের কাছে। আমরা তাঁর নিকট থেকে দায়মুক্ত ও অনটনহীন, কিন্তু তিনি আমাদের দিক থেকে অনটন ও দায়মুক্ত নন। যদি তিনি আমাদের দিক থেকে অনটনমুক্তই হতেন, তবে আমাদের সম্পদ থেকে কর্জ চাইতেন না—যেমনটি তোমাদের নবী ধারণা করে

থাকেন। তিনি আমাদেরকে সুদ থেকে বারণ করেন আবার নিজে তিনি তা আমাদেরকে দিয়ে থাকেন।"

আবূ বকরের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া

তখন আবূ বকর (রা) নারাজ হলেন এবং তার গালে জোরে আঘাত হেনে বললেন : "যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম! যদি তোদের এবং আমাদের মধ্যে চুক্তি না থাকত, তবে আমি তোর মাথায় আঘাত করতাম হে আল্লাহ্‌র দুশমন।"

রাবী বলেন, তখন ফানহাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে নালিশ করল : হে মুহাম্মদ! আপনার সাথী আমার সাথে কী দুর্ব্যবহার করেছে তা লক্ষ্য করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমাকে তার সাথে এ কাজ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল?

আবূ বকর (রা) আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র শত্রুটি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে জঘন্য উক্তি করেছে। তার ধারণা আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত, ফকীর আর তারা অভাবমুক্ত ধনিক সমাজ। সে যখন এরূপ উক্তি করল, তখন তার এ উক্তিতে আমি অসন্তুষ্ট হই এবং আল্লাহ্‌রই (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে তার গালে আঘাত করি। কিন্তু ফানহাস সাথে সাথে তা অস্বীকার করে বসল।

সে বলল : আমি এমন উক্তি করিনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফানহাসের কথা রদ করে আবূ বকর (রা)-এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেন :

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ.

"আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই ঐসব লোকের উক্তি শ্রবণ করেছেন, যারা বলেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা ধনী। অচিরেই আমি তা লিপিবদ্ধ করে নেব যা তারা বলেছে এবং তাদের নবী-রাসূলদেরকে হত্যার ব্যাপারটিও—যা নাহকভাবে তারা করেছে, আর আমি বলব, দগ্ধকারী (আগুনের) শাস্তি ভোগ কর।" (৩ : ১৮১)

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও তাঁর অসন্তুষ্টি সম্পর্কে নাযিল হল :

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

"তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে, তাদের পক্ষ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক বক্তব্যই শুনতে পাবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তা হবে দৃঢ়তামূলক কাজ।" (৩ : ১৮৬)

ইয়াহূদী পণ্ডিতদের চরিত্র

তারপর ফানহাস এবং তার সাথী ইয়াহূদী পণ্ডিতদের বক্তব্যের জবাবে নাযিল হল :

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَاوْ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ. لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"(আর স্মরণ কর সেদিনের কথা) যখন আল্লাহ্ কিতাবধারী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তোমরা অবশ্যই লোক সমক্ষে তা প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না, তারা তা তাদের পেছনে ফেলে দিল (মানে তার ভ্রুক্ষেপমাত্র করল না) এবং স্বল্প মূল্যে তা বিক্রি করে দিল, তাদের এ বিনিময় কতই না মন্দ! আর তারা যা পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে এবং তারা যে যা করেনি তজ্জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে। তা তাদেরকে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করবে বলে কখনো ধারণা করবে না। তাদের জন্যে রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি।" (৩ : ১৮৭-১৮৮)

অর্থাৎ ফানহাস, আশ্ইয়া' প্রমুখ ইয়াহূদী পণ্ডিতবর্গ গুমরাহীকে চাকচিক্যময় করে লোকসমাজে উপস্থাপিত করে যে পার্থিব ফায়দা লুটেছে এবং এতে উল্লসিত হয়েছে, আর তারা যে গুণাবলীতে গুণান্বিত নয়, সেগুণে প্রশংসিত হতে ভালবাসে অর্থাৎ আসলে তারা পণ্ডিত নয়, কিন্তু লোকে পণ্ডিত বলে অভিহিত করুক এটা তারা কামনা করে, আর না তারা হিদায়াত ও সত্যের অনুসারী অথচ লোকে তাদেরকে তা বলুক এ কথা তারা কামনা করে।

মুসলমানদের প্রতি ইয়াহূদীদের কার্পণ্য অবলম্বনের উপদেশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্ন আশরাফের মিত্র কুরদাম ইব্ন কাযস, উসামা ইব্ন হাবীব, নাফি', বাহ্রী ইব্ন আমর, হুয়াই ইব্ন আখতাব ও রিফা'আ ইব্ন যায়দ ইব্ন তাবূত কতিপয় আনসার সাহাবীর কাছে আসা-যাওয়া ও তাঁদের সাথে মেলামেশা করত। তারা তাঁদের এ মর্মে উপদেশ দিত যে, তোমরা তোমাদের অর্থ ব্যয় করবে না। কেননা আমাদের আশঙ্কা হয় যে, অর্থ-সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেলে তোমরা দরিদ্র হয়ে পড়বে। আর অর্থ-সম্পদ ব্যয়ে তড়িঘড়ি করবে না—রয়েসয়ে খরচ করবে, কেননা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত নও।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا - وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ

قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا - وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ·

"যারা নিজেরা বখিলী করে এবং লোকজনকে বখিলী করতে বলে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন তা গোপন করে [অর্থাৎ তাওরাত–যা মুহাম্মদ (সা)-এর নিয়ে আসা সত্যকে স্বীকার করে] এবং আমি কাফিরদের জন্যে অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। আর যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আর আল্লাহ্র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে না... আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।" (৪ : ৩৭-৩৯)

ইয়াহূদী—যাদের প্রতি মহান আল্লাহ্র লা'নত–তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান

ইব্ন ইসহাক বলেন : রিফা'আ ইব্ন যায়দ ইব্ন তাবূত ছিল ইয়াহূদীদের অন্যতম প্রধান সরদার। যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আলাপ করত, তখন সে রসনা বাঁকিয়ে কথা বলত। সে বলত : ارعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك "আমাদের দিকে ভালমতে খেয়াল করে তাকাবেন হে মুহাম্মদ। যাতে আমরা আপনাকে আমাদের বক্তব্য বুঝাতে পারি।"

তারপর সে ইসলাম সম্পর্কে কটুক্তি করে এবং এর দুর্নাম রটনা করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারে নাযিল করেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ · وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا · مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ·

"আপনি কি দেখেননি ঐসব লোককে, যাদেরকে কিতাবের কতিপয় অংশ প্রদান করা হয়েছে, তারা গুমরাহী ক্রয় করে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অধিক অবগত এবং অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ইয়াহূদীদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা শব্দসমূহকে স্থানচ্যুত করে এবং বলে, سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ 'আমরা শুনলাম তবে মানলাম না এবং শোনা না শোনার মত এবং হে আমাদের রাখাল।'[১] (তারা এসব শব্দ বলে) তাদের জিহবা কুঞ্চিত করে দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে। অথচ তারা যদি বলত : سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا 'আমরা শুনলাম, আনুগত্য স্বীকার করলাম, শুনুন এবং আমাদের দিকে একটু নযর দিন'—

১. শব্দগুলো দ্ব্যর্থবোধক। এখানে প্রদত্ত অর্থ হচ্ছে দুষ্ট ইয়াহূদীদের মনের কথা। কিন্তু এর সদর্থ হচ্ছে–আমরা আপনার বক্তব্য শুনলাম এবং বিরোধীদের কথা অগ্রাহ্য করলাম, আপনাকে কোন অশ্রাব্য ও অনুত্তম কথা শুনতে না হোক, আমাদের দিকে সদয় দৃষ্টি দিন।—অনুবাদক

তবে অবশ্যই তা তাদের জন্যে উত্তম ও যথার্থ হত, কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কুফরীর জন্যে অভিসম্পাত করেছেন, তাই তারা ঈমান আনবেনা—তবে তাদের স্বল্প সংখ্যক।" (৪ : ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কতিপয় বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ইয়াহূদী পণ্ডিতের সাথে আলাপ করলেন। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুরিয়া আল-আ'ওয়ার এবং কা'ব ইব্ন আসাদও ছিল। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

يا معشر يهود اتقوا الله واسلموا فوالله انكم لتعلمون ان الذى جئتكم به لحق

"হে ইয়াহূদী সমাজ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহ্র কসম, তোমরা নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, আমি যা নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছি তা অবশ্যই হক।"

তারা বলল : হে মুহাম্মদ! আমরা তো তা জ্ঞাত নই। তখন তারা তাদের জ্ঞাত ব্যাপারটি অস্বীকার করে বসল এবং তাদের কুফরীর উপর অবিচল রইল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً.

"হে কিতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ! ঈমান আন সে বস্তুর উপর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি—তোমাদের কাছে যা সংরক্ষিত আছে তার সত্যায়নকারীরূপে—মুখমণ্ডলসমূহকে বিকৃত করে, পশ্চাদমুখী করে দেয়ার এবং শনিবারপন্থীদেরকে অভিশপ্ত করার মত অভিশপ্ত করে দেয়ার পূর্বেই, আর আল্লাহ্র নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর।" (৪ : ৪৭)

ইব্ন হিশাম বলেন : نطمس শব্দের অর্থ হচ্ছে نمسحها তাকে মিটিয়ে সমান বা নিশ্চিহ্ন করে দেব। ফলে তাতে চোখ, মুখ, নাক বা এমন কিছু দেখা যাবে না যা সাধারণত মুখমণ্ডলে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে فطمسنا عينهم আয়াতাংশেও ঐ একই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার দু'টি ভ্রূতে ছিদ্র নেই ঐ একই অর্থে তাকে বলা হয়ে থাকে مطموس العين। আরবীতে বলা হয় : طمست الكتاب والاثر فلا يرى منه شيئ অর্থাৎ আমি লেখা ও চিহ্ন এমনভাবে মিটিয়ে ফেলেছি যে, কিছুই দেখা যায় না।

কবি আখতাল—যাঁর আসল নাম গাওস ইব্ন হুবায়রা ইব্ন সুলত তাগলাবী—তার উটের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐ অর্থেই বলেছেন :

وتكليفنا ها كل طامسة الصوى × شطون ترى حرباءها يتململ

ইব্ন হিশাম বলেন : আরবরা বলে مسحت فاستوت بالارض فليس فيها شيئ ناتى "আমি এমনভাবে মুছে দিলাম যে, একেবারে মাটির সাথে মিশে গেল। এতে আর কিছুই ধরার মত রইল না।"

বিদ্রোহী দলসমূহ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শ, গাতফান ও বনূ কুরায়যার যেসব ব্যক্তি বিরোধী চক্র গড়ে তুলেছিল, তারা হচ্ছে—হুয়াই ইব্‌ন আখতাব, সালাম ইব্‌ন আবুল হুকায়ক; আবূ রাফি, রবী ইব্‌ন রবী ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, আবূ আম্মার উহূহ্ ইব্‌ন আমির, হাওযা ইব্‌ন কায়স। এদের মধ্যে উহূহ, আবূ আম্মার ও হাওযা ছিল ওয়ায়ল গোত্রোদ্ভূত আর বাদবাকী সবাই ছিল নযীর গোত্রের লোক। তারা যখন কুরায়শদের কাছে আসল, তখন কুরায়শরা বলল : এঁরা হচ্ছেন ইয়াহূদীদের মধ্যে জ্ঞানী এবং এঁদের পূর্বেকার কিতাবের ইল্‌ম রয়েছে। এঁদের জিজ্ঞেস করে দেখ, তোমাদের ধর্ম উত্তম, নাকি মুহাম্মদের ধর্ম ? তারা জিজ্ঞেস করল, তখন তারা জবাবে বলল : বরং তোমাদের ধর্মই উত্তম এবং মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের তুলনায় তোমরাই অধিকতর বিশুদ্ধ পথের অনুসারী। তখন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ -

"তুমি কি সে সব লোককে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ প্রদান করা হয়েছে, তারা মূর্তি এবং শয়তানকে বিশ্বাস করে থাকে ?" (৪ : ৫১)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যত কিছুর পূজা-অর্চনা করা হয়ে থাকে, সেগুলো আরবদের নিকট জিব্‌ত (جبت)। আর যতকিছু হক থেকে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করে, সেসবই তাগূত। جبت এর বহুবচন جبوت এবং طاغوت-এর বহুবচন طواغيت ।

ইব্‌ন হিশাম আরও বলেন : ইব্‌ন আবূ নুজায়হ্ এর প্রমুখাৎ আমি জ্ঞাত হয়েছি যে, তিনি বলেছেন : جبت হচ্ছে : سحر বা জাদু আর তাগূত হচ্ছে শয়তান।

وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا .

"তারা কাফিরদের সম্পর্কে বলে, এদের পথ মু'মিনদের তুলনায় অধিকতর সঠিক।" (৪ : ৫১)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্‌র বাণী :

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا .

"তারা কি এজন্যে মানুষকে ঈর্ষা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ কেন তাদের দান করলেন ? নিঃসন্দেহে ইতিপূর্বে আমি ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল রাজত্বও প্রদান করেছি।" (৪ : ৫৪)

ইয়াহূদীদের ওহী অস্বীকার

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাকীন ও আদী ইব্‌ন যায়দ বলল : হে মুহাম্মদ! মূসার পর আল্লাহ্ আর কোন মানবের প্রতি ওহী নাযিল করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তাদের এ উক্তির প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اِنَّا اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا . وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا . رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا .

"নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট ওহী নাযিল করেছি যেমন ওহী নাযিল করেছিলাম নূহ্ এবং তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি এবং ওহী নাযিল করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনূস, হারূন ও সুলায়মানের নিকট। আর আমি দাঊদকে যাবূর দিয়েছিলাম। আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা আপনাকে বলিনি। আর মূসার সাথে আল্লাহ্ সরাসরি বাক্যালাপ করেছিলেন। সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৪ : ১৬৩-১৬৪)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাদের একটি দল এসে হাযির হল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন :

اما والله انكم لتعلمون انى رسول من الله اليكم

"শোন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা অবশ্যই জান যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রেরিত রাসূল।"

তারা বলল : আমরা তো তা অবগত নই, আর না আমরা তার সাক্ষ্য দেব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে উক্তি সম্পর্কে নাযিল করেন :

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا .

"আপনার প্রতি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তা তিনি জেনেশুনে করেছেন। আল্লাহ্ এর সাক্ষী এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট।" (৪ : ১৬৬)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তাদের পাথর নিক্ষেপের ব্যাপারে ঐকমত্য

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বনূ আমিরের দুই ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে, যাদের আমর ইব্ন উমাইয়া যামারী হত্যা করেছিল, বনূ নাযীরের নিকট গমন করেন। তখন তারা গোপনে এরূপ বলাবলি করল যে, এ মুহূর্তের মতো মুহাম্মদকে এত নিকটে তোমরা আর কখনও পাবে না। সুতরাং এমন কে আছে, যে ঐ ঘরের উপর উঠে কোন বিরাট পাথরখণ্ড তাঁর উপর নিক্ষেপ করে তাঁর উপদ্রব থেকে আমাদের রক্ষা করবে ? তখন আমর ইব্ন জাহ্হাশ ইব্ন কা'ব বলল, আমি।

এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। এ সময় আল্লাহ্ তার ও তার সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দিয়ে নাযিল করেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হাত উত্তোলন করতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, আর আল্লাহ্র-ই প্রতি মু'মিনগণ নির্ভর করুক।" (৫ : ১১)

ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের আল্লাহ্র প্রিয়জন হওয়ার দাবি

একদা নু'মান ইব্ন আযা, বাহরী ইব্ন উমর এবং শাস ইব্ন আদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেন এবং তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে তাদের হুশিয়ার করে দেন। তারা বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের কিসের ভয় দেখান। আল্লাহ্র কসম! আমরা হলাম আল্লাহ্র পুত্র এবং তাঁর প্রিয়জন, যেমন খ্রিস্টানরা বলে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ -

"ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ বলে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তাঁর প্রিয়। আপনি বলুন, তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেন ? না, তোমরা মানুষ তাদেরই মত, যাদের আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন; আসমান ও যমীনের এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্র-ই। আর প্রত্যাবর্তন তাঁর-ই দিকে।" (৫ : ১৮)

মূসা (আ)-এর পর কোন কিতাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে তাদের অস্বীকৃতি

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহূদীদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন, এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করলেন এবং তিনি তাদের আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলেন। তখন তারা তাঁর কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং তাঁর আনীত শরীআতকে অগ্রাহ্য করল।

তখন মুআয ইব্ন জাবাল, সা'দ ইব্ন উবাদা এবং উক্বা ইব্ন ওয়াহ্ব (সা) তাদের লক্ষ্য করে বললেন : হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্র কসম, তোমরা নিশ্চয়ই

অবগত আছ যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তাঁর আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে তোমরা তাঁর কথা আমাদের কাছে বলাবলি করতে এবং তাঁর গুণাবলীর কথা আমাদের সামনে আলোচনা করতে।

তখন রাফি' ইব্‌ন হুরায়মলা এবং ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন ইয়াহূযা বলল : আমরা কস্মিনকালেও এ ব্যাপারে তোমাদের কাছে কিছু বলিনি। আর মূসার পর আল্লাহ্ কোন কিতাবও নাযিল করেননি। আর কোন সুসংবাদদাতা বা সতর্ককারীও তিনি আর প্রেরণ করেননি। তখন আল্লাহ্ তাদের দু'জনের উক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে নাযিল করেন :

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"হে কিতাবীগণ ! রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, যিনি তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যাতে তোমরা বলতে না পার, কোন সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসেননি; এখনতো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী এসেছেন। আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (৫ : ১৯)

এরপর তাদের কাছে মূসা (আ) এবং তাদের হাতে তাঁর দুর্ভোগ পোহানো, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার প্রতিফল ভোগ এবং দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের ভূ-পৃষ্ঠে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর কথা আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন।

প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডদানের ব্যাপারে তাদের নবী করীম (সা)-এর শরণাপন্ন হওয়া

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুযায়না গোত্রের জনৈক আলিম ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, তিনি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাবকে এ মর্মে বলতে শুনেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) তাঁদের কাছে বর্ণনা করেছেন : একদা ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ তাদের শিক্ষালয়ে একত্রিত হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করেছেন। তাদের জনৈক বিবাহিত পুরুষ জনৈকা বিবাহিতা ইয়াহূদী মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। তখন তারা বলল : এ পুরুষ ও মহিলাটিকে মুহাম্মদের কাছে পাঠিয়ে তাদের ব্যাপারে কি বিধান তা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস কর এবং তাঁকেই এদের সালিসীর দায়িত্ব প্রদান কর। তিনি যদি তাদের ব্যাপারে তোমাদের তাজবীহ, বিধান কার্যকরী করেন—আর তাজবীহ হচ্ছে খুরমা গাছের ছাল দ্বারা প্রস্তুত রশিকে আলকাতরা মাখিয়ে বেত বানিয়ে তার দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে প্রহার করা, এরপর তাদের চেহারায় কালি মাখিয়ে তাদের দুটি গাধার উপর এমনভাবে চড়িয়ে দেওয়া হত যে, তাদের মুখ থাকত গাধার পেছনের দিকে—তাহলে তোমরা তাঁকে মান্য করবে। কেননা এমতাবস্থায় তিনি একজন বাদশাহ বৈ কিছু নন। তোমরা তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনে নেবে। আর যদি তিনি তাদের ব্যাপারে রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডদানের বিধান কার্যকরী করার ফয়সালা দেন, তাহলে তোমরা মনে করবে নিশ্চয়ই তিনি একজন নবী।

তাহলে তোমাদের হাতে যা রয়েছে, সে ব্যাপারে তোমরা তাকে ভয় করবে। কেননা তিনি তা তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন।

এরপর তারা তাঁর কাছে এসে বলল : হে মুহাম্মদ ! এ ব্যক্তিটি বিবাহিত অবস্থায় একটি বিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। আপনি এদের ব্যাপারে ফয়সালা দিন। আমরা এ ব্যাপারে আপনাকেই সালিসীর দায়িত্ব দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের একটি শিক্ষালয়ে তাদের পণ্ডিতগণের কাছে গিয়ে বললেন :

يامعشر يهود اخرجوا الى علمائكم

"হে ইয়াহূদী সম্প্রদায় ! তোমাদের পণ্ডিতগণকে আমার সামনে আন।"

তারা তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সূরিয়াকে তাঁর সামনে উপস্থিত করল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বনূ কুরায়যার কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, সেদিন তারা ইব্ন সূরিয়ার সাথে আবূ ইয়াসির ইব্ন আখতাব এবং ওয়াহ্ব ইব্ন ইয়াহূযাকেও উপস্থিত করেছিল। তারা বলল : এরাই হচ্ছেন আমাদের আলিম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং তাদের জ্ঞানের গভীরতা জেনে নিলেন। এক পর্যায়ে তারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সূরিয়া সম্পর্কে বলল যে, ইনিই তাওরাত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।

ইব্ন হিশাম বলেন : বনূ কুরায়যার কেউ কেউ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইনিই তাওরাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। ইব্ন ইসহাকের বক্তব্য এবং পরবর্তী অংশটুকু পূর্ববর্তী বর্ণনারই অংশবিশেষ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথে একান্তে মিলিত হলেন। সে ছিল তরুণ যুবক এবং তাদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তাকিদ দিয়ে বললেন :

يا بن صوريا انشدك الله واذكرك بايامه عند بنى اسرائيل هل تعلم ان الله حكم فيمن زنى بعد احصانه بالرجم فى التوراة ؟ قال اللهم نعم اما والله يا ابا القاسم انهم ليعرفون انك لنبى مرسل ولكنهم يحسدونك -

"হে ইব্ন সূরিয়া! তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি এবং তোমাকে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্র নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তুমি কি জ্ঞাত আছ যে, তাওরাতে আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্যে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়েছেন ? সে বলল : ইয়া আল্লাহ্! হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! হে আবুল কাসিম! এরা নিশ্চিতরূপেই জ্ঞাত আছে যে, আপনি আল্লাহ্র প্রেরিত সত্য নবী। কিন্তু তারা আপনাকে ঈর্ষা করছে।"

রাবী বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেরিয়ে আসলেন এবং তাদের প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর দণ্ডাদেশ জারী করলেন। তখন বনূ গানাম ইব্ন মালিক নাজ্জারের পল্লীতে তাঁর মসজিদের দরজার সামনে সে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হল। এরপরও ইব্ন সূরিয়া কুফরী করল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়তকে অস্বীকার করল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন :

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِىْ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ -

"হে রাসূল! আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তারা, যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়—যারা মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে না। আর ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা অসত্য শ্রবণে তৎপর। তোমার নিকট আসে না এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে যারা কান পেতে থাকে।" (৫ : ৪১)

অর্থাৎ ঐসব লোকের পক্ষ থেকে, যারা তাদেরকে (গোয়েন্দারূপে) পাঠিয়েছে আর নিজেরা পিছনে রয়ে গেছে, নিজেরা আসে নি এবং তাদেরকে বিধান পরিবর্তনের আদেশ দিয়েছে।

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتَيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا - الخ

"শব্দগুলো যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরেও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে। তারা বলে : এ প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করবে এবং তা না দিলে (অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড) তা বর্জন করবে।" (৫ : ৫১)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকানা-ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দু'জনের প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিলে তা তাঁর মসজিদের দরজার নিকট কার্যকর করা হয়। ইয়াহূদী পুরুষটি যখন প্রস্তর বর্ষিত হতে দেখল, তখন সে ঐ মহিলার দিকে অগ্রসর হল এবং পাথর থেকে তাকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবশেষে তারা নিহত হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর প্রস্তর বর্ষিত হতে থাকল।

রাবী বলেন : আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের হাতে তাদের এ শাস্তির ব্যবস্থা এজন্য করেছিলেন যে, তাদের ক্ষেত্রে যিনার অপরাধ সাব্যস্ত হয়েছিল।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সালিহ ইব্‌ন কায়সান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের আযাদকৃত গোলাম নাফি', আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ দু'ব্যক্তির ব্যাপারে সালিস নিযুক্ত করল, তখন তিনি তাদের তাওরাত নিয়ে আসতে বললেন। তাদের জনৈক পণ্ডিত বসে তা তিলাওয়াত করতে লাগল। তখন ঐ পণ্ডিত প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ সম্বলিত আয়াতকে হাত দিয়ে চেপে রাখল।

রাবী বলেন : তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) ঐ পণ্ডিতের হাতে আঘাত করে বললেন : ইয়া নবীআল্লাহ্ ! এই যে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আয়াত। এ ব্যক্তি তা আপনার সামনে তিলাওয়াত করতে চাচ্ছে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : তোমাদের সর্বনাশ

হোক। হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমাদের হাতে আল্লাহ্‌র যে বিধান রয়েছে, তা পরিত্যাগ করতে কিসে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করল?

রাবী বলেন, তখন তারা বলল : আল্লাহ্‌র কসম, অতীতে আমাদের মধ্যে এর উপর আমল করার রীতি ছিল—যাবৎ না আমাদের রাজবংশের জনৈক পুরুষ বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তখন রাজা তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দান করতে নিষেধ করেন। তারপর আরেকটি পুরুষ ব্যভিচার করে। তখন রাজা তাকে প্রস্তরাঘাত মৃত্যুদণ্ড দানের জন্য মনস্থ করেন। তখন তারা বলল : আল্লাহ্‌র কসম ! যতক্ষণ না আপনি অমুককে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা হতে পারে না। যখন তারা তাকে এ কথা বলল, তখন তারা একত্রিত হয়ে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে 'তাজবীহ্' ব্যবস্থার ব্যাপারে একমত হল। আর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ মিটিয়ে দেয় এবং এর উপর আমলও রহিত করে।

রাবী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

فانا اول من احيا امر الله وكتابه وعمل به -

"সুতরাং আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র বিধান ও তাঁর কিতাব এবং সে অনুসারে আমলকে পুনর্জীবন দান করেছি।"

এরপর তিনি তাদের দু'জনকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দান করলেন এবং তাঁর মসজিদের দরজার সামনেই তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, সেদিন যারা তাদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছিলেন, আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম।

রক্তপণের ব্যাপারে ইয়াহূদীদের বৈষম্য

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট দাঊদ ইব্‌ন হুসায়ন ইকরামা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মায়িদার যে আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

"(তারা যদি আপনার কাছে আসে), তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবেন, অথবা তাদের উপেক্ষা করবেন। আপনি যদি তাদের উপেক্ষা করেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করেন, তবে তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করবেন; আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।" (৫ : ৪২)

এ আয়াতগুলো বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যার দীয়ত বা রক্তপণের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এটা এজন্যে যে, বনূ নযীরের নিহতরা সম্মানিত ও অভিজাত ছিল বিধায় তাদের রক্তপণ পুরোপুরি আদায় করা হত। পক্ষান্তরে বনূ কুরায়যার নিহতদের জন্যে অর্ধেক রক্তপণ আদায় করা হত। এ ব্যাপারে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফয়সালা প্রার্থনা করল। তখন আল্লাহ্

তা'আলা তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এ ব্যাপারে সত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং রক্তপণ সমান করে দেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এর কোন্‌টা যে যথার্থ, তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

ইয়াহূদীদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরীক্ষা করার অপপ্রয়াস

ইব্ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্ন আসাদ, ইব্ন সূরিয়া, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সূরিয়া এবং শাস ইব্ন কায়স নিজেদের মধ্যে এ মর্মে বলাবলি করল যে, চল আমরা মুহাম্মদের কাছে যাই। হয়তো বা ছলে-বলে আমরা তাঁকে তাঁর ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারব। কেননা তিনি তো একজন মানুষ। সেমতে তারা তাঁর কাছে এল এবং বলল : হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আপনি অবগত আছেন যে, আমরা ইয়াহূদীদের পণ্ডিত এবং তাদের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আমরা যদি আপনার ধর্ম গ্রহণ করে নিই, তাহলে সমগ্র ইয়াহূদী সমাজ আপনার অনুসারী হয়ে যাবে এবং তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। আমাদের এবং আমাদের সম্প্রদায়ের কিছু লোকের মধ্যে কলহ রয়েছে। আমরা যদি আপনাকে তাদের এবং আমাদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্যে বিচারক নিযুক্ত করি, আর আপনি যদি তাদের বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে রায় দেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আপনাকে সত্য নবী বলে মেনে নেব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। এ সময় আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَآئَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ - اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ -

"(আর আমি কিতাব নাযিল করেছি) যাতে আপনি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি করেন, আর তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ না করেন—এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন যাতে আল্লাহ্ যা আপনার প্রতি নাযিল করেছেন, তারা তার কিছু থেকে আপনাকে বিচ্যুত না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী। তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান চায় ? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর ?" (৫ : ৪৯-৫০)

ইয়াহূদী কর্তৃক ঈসা (আ)-এর নবুওয়তের অস্বীকৃতি

ইব্ন ইসহাক বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ইয়াহূদীদের একটি দল আসল। এদের মধ্যে ছিল আবূ ইয়াসির ইব্ন আখতাব, নাফি' ইব্ন আবূ নাফি', আযির ইব্ন আবূ আযির, খালিদ, যায়দ, আযার ইব্ন আবূ আযার ও আশইয়া'। তারা তাঁকে প্রশ্ন করল যে,

তিনি কোন্ কোন্ রাসূলের প্রতি ঈমান রাখেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্র প্রতি আর তার প্রতি যা আমাদের কাছে নাযিল হয়েছে, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে আর যা নবীগণকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

এ প্রসঙ্গে তিনি যখন ঈসা ইব্ন মারইয়াম-এর কথা উল্লেখ করেন, তখন তারা তাঁর নবুওয়তকে অস্বীকার করে বলে যে, আমরা ঈসা ইব্ন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাদের প্রতি ঈমান রাখি না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلاَّ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ -

"আপনি বলুন, হে কিতাবীগণ! একমাত্র এ কারণেই না তোমরা আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহ্ ও আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা পূর্বে নাযিল হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি ? আর তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।" (৫ : ৫৯)

ইয়াহূদীদের হকপন্থী হওয়ার দাবি

একদা রাফি' ইব্ন হারিসা, সালাম ইব্ন মিশকাম, মালিক ইব্ন সায়ফ ও রাফি' ইব্ন হুরায়মালা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি কি এরূপ দাবি করেন না যে, আপনি ইবরাহীমের মিল্লাত ও তাঁর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং আমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখেন, আর আপনি সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন যে, তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হক কিতাব? জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা তো অনেক নতুন ব্যাপার উদ্ভাবন করে নিয়েছ এবং ঐ কিতাবে আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের থেকে অংগীকার নেওয়ার যে বিষয় উল্লিখিত রয়েছে, তা তোমরা অস্বীকার করেছ। আর ঐ কিতাবের যে বিধান মানুষের কাছে বর্ণনা করার জন্য তোমরা আদিষ্ট হয়েছিলে, তোমরা তা গোপন করেছ।

তখন তারা বলল : আমাদের কাছে যা আছে, তা আমরা গ্রহণ করি এবং আমরা হক ও হিদায়াতের উপরই আছি। আমরা আপনার প্রতি ঈমান রাখি না এবং আপনার অনুসরণও আমরা করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন :

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا - فَلاَ تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

"আপনি বলে দিন, হে কিতাবীগণ! তাওরাত, ইনজীল ও যা তোমাদের রবের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই

নেই। তোমার রবের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস-ই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং আপনি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।" (৫ : ৬৮)

ইয়াহূদীদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে শির্‌ক

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদা নাহাম ইবন যায়দ, কুরদাম ইবন কা'ব ও বাহরী ইবন 'আমর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যও মানেন নাকি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ بِذَالِكَ بُعِثْتُ والى ذلك ادعو

"আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। এ দাওয়াত নিয়েই আমি প্রেরিত হয়েছি, আর এরই দিকে আমি সবাইকে আহবান করি।"

তখন আল্লাহ্ তাদের এবং তাদের এ বক্তব্যের ব্যাপারে নাযিল করেন :

قُلْ اَىُّ شَيْئٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ أَءِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى . قُلْ لاَ اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاِنَّنِىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ - اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآئَهُمْ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ -

"বলুন, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কী ? বলে দিন, আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এ কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদের এবং যার নিকট এটি পৌঁছবে তাদের এ দিয়ে আমি সতর্ক করি, তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহও আছে ? বলে দিন, 'আমি সে সাক্ষ্য দেই না'; বলুন, তিনি একক ইলাহ এবং তোমরা যে শরীক কর তা থেকে আমি মুক্ত। আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে সেরূপ চেনে, যেরূপ চেনে তাদের সন্তানদের; যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা বিশ্বাস করবে না। (৬ : ১৯-২০)

আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মু'মিনদের প্রতি ইয়াহূদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

রিফাআ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবূত এবং সুওয়ায়িদ ইব্‌ন হারিস বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করেছিল। মুসলমানদের অনেকে তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তখন আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ... ... وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ -

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদের ও কাফিরদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (৫ : ৫৭) ... তারা যখন তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি', কিন্তু তারা কুফর নিয়েই আসে এবং তা নিয়েই বের হয়ে যায়। তারা যা গোপন করে আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।" (৫ : ৬১)

কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে ইয়াহূদীদের জিজ্ঞাসা

জাবাল ইব্‌ন আবূ কুশায়র এবং শামুয়েল ইব্‌ন যায়দ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল : হে মুহাম্মদ। আপনি যেমন বলেন যে, আপনি নবী, তা যদি সত্য হয়, তাহলে আপনি আমাদের বলুন, কিয়ামত কবে হবে ? তখন আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لاَ يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لاَ تَاْتِيْكُمْ اِلاَّ بَغْتَةً - يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ -

"তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আপনি বলে দিন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার রবের-ই আছে। শুধু তিনি-ই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন, তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটা ভয়ংকর ঘটনা হবে। হঠাৎ তা তোমাদের উপর আসবে, আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র-ই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়।" (৭ : ১৮৭)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : اَيَّانَ مُرْسَاهَا অর্থ مَتى مرساها কবে তার সমাপ্তি বা শেষ সীমা। আর حَفِىٌّ বলতে সেই ঘনিষ্ঠজনকে বোঝানো হয়েছে, যিনি এতই ঘনিষ্ঠ যে, অন্যে তাদের যা বলবে না, তাই তিনি তাদের বলবেন। আর حفى শব্দটি مستحفى অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, যার অর্থ কোন ব্যাপারে সম্যক অবগত এবং যিনি কোন ব্যাপারে অনুসন্ধান করে প্রকৃত তথ্য অবগত হয়েছেন।

উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ইয়াহূদীদের দাবি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদা সালাম ইব্‌ন মিশকাম, নু'মান ইব্‌ন আওফা, আবূ আনাস, মাহমূদ ইব্‌ন দাহ্‌ইয়া, শাস ইব্‌ন কায়স এবং মালিক ইব্‌ন সায়ফ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তাঁকে বলল : আমরা আপনার কিভাবে অনুসরণ করতে পারি, যেখানে আপনি আমাদের কিবলা পরিত্যাগ করেছেন এবং আপনি উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে মানেন না ? তাদের এ বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ -

"ইয়াহূদীরা বলে, 'উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র'; আর খ্রিস্টানরা বলে, 'মাসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র', এটা তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা কুফরী করেছিল, তারা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন। তারা কেমন করে সত্য-বিমুখ হয় ?" (৯ : ৩০)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : يُضَاهِئُوْنَ -এর অর্থ হল–তারা এমন কথা বলছে, যেমন তাদের পূর্বেকার কাফিররা বলত।

আহলে কিতাব কর্তৃক আসমান থেকে কিতাব নাযিলের আহবান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মাহমূদ ইব্‌ন সায়হান, নু'মান ইব্‌ন আযা, বাহরী ইব্‌ন আমর, উযায়র ইব্‌ন আবূ উযাযর এবং সালাম ইব্‌ন মিশকাম আসে এবং তারা বলে : হে মুহাম্মদ! তুমি যা নিয়ে এসেছ, তুমি তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পেয়েছ, এটা কি সঠিক ? আমরা তো একে তাওরাতের মতো সুবিন্যস্ত দেখছি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : সাবধান, আল্লাহ্‌র শপথ! এটা যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে, তা তোমরা ভালো করেই জান এবং তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে তাতেও তোমরা এ কথা লিখিত দেখতে পাচ্ছ। সমস্ত জিন ও ইনসান যদি এ বাণীর অনুরূপ বাণী রচনা করতে একত্র হয়, তবু তারা তা রচনা করতে পারবে না। এ সময় সেখানে আরো যারা সমবেত হয়েছিল, যেমন : ফিনহাস, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সূরিয়া, ইব্‌ন সালুবা, কিনানা ইবন রবী ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, উশায়', কা'ব ইব্‌ন আসাদ, শামবীল ইব্‌ন যায়দ, জাবাল ইব্‌ন সাকীনা–এরা বলল : হে মুহাম্মদ! আপনাকে কি এ বাণী কোন জিন ও মানুষ শিখায় না ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে। তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে, তাতে তোমরা এ কথা লিখিত দেখতে পাচ্ছ। তারা বলল : হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ যখন কাউকে রাসূল বানিয়ে পাঠান, তখন তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত বিভিন্ন জিনিস ও ক্ষমতা দান করে থাকেন। অতএব আপনি আসমান থেকে আমাদের জন্য একখানা কিতাব নাযিল করান, যা আমরা পাঠ করব এবং আমরা সে সম্পর্কে অবহিত হব। নয়তো আপনি যে বাণী পেয়েছেন, সে ধরনের বাণী আমরাও আপনার কাছে নিয়ে আসবে। তখন আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে এবং তাদের এ উক্তির জবাবে নাযিল করেন :

"আপনি বলে দিন : যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবু তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না।" (১৭ : ৮৮)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাদের যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম নামক ইয়াহূদী পণ্ডিত যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন হুয়াই ইবন আখতাব, কা'ব ইব্ন আসাদ, আবূ রাফি', উশায়' এবং শামবীল ইব্ন যায়দ তাঁকে বলল : আরবদের মধ্যে তো নবী আসবে না, বরং তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) তো একজন বাদশাহ। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তাঁকে যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূল (সা)-এর কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে যে বিবরণ এসেছিল এবং যা তিনি ইতিপূর্বে কুরায়শদের কাছে পেশ করেছিলেন, সে বিবরণ তাদের শুনিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে যখন কুরায়শ নেতারা নাযর ইব্ন হারিস ও উকবা ইব্ন আবূ মুয়াইতকে মদীনার ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন উপরোক্ত ইয়াহূদী নেতারাই ঐ দুই ব্যক্তির মাধ্যমে কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, আপনারা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।

আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কে ইয়াহূদীদের ধৃষ্টতাপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমাকে সাঈদ ইব্ন জুবায়র জানিয়েছেন যে, একবার কতিপয় ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল : হে মুহাম্মদ। আল্লাহ্ তো সমগ্র সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন, তবে আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে ? এ প্রশ্ন শুনে রাসূল (সা) এত রেগে যান যে, তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র গযবের ব্যাপারে সাবধান করে দেন। এ সময়ে তাঁর কাছে জিবরীল (আ) আসেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : হে মুহাম্মদ! আপনি শান্ত হোন। এরপর তিনি ইয়াহূদীদের প্রশ্নের যে জবাব আল্লাহ্র কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তা তাঁকে শোনালেন। তা হল : "আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ্ একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন; তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি, তাঁর সমতুল্য কেউ-ই নেই।" (১১২ : ১-৪)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমবেত ইয়াহূদীদের সামনে উপরোক্ত সূরা পড়ে শোনানোর পর তারা বলল : হে মুহাম্মদ! আপনার এ বক্তব্য না হয় বুঝলাম। এখন বলুন তাঁর আকার-আকৃতি কেমন ? তাঁর হাত কেমন ? তাঁর বাহু কেমন ?"

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগের চাইতেও বেশি রাগান্বিত হলেন এবং তাদের পুনরায় সতর্ক করলেন। এ সময় জিবরীল (আ) তাঁর কাছে আসলেন এবং প্রথমবার তাঁকে যা বলেছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর এ প্রশ্নের যে জবাব আল্লাহ্র কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন তা তাঁকে শোনালেন। আল্লাহ্র সেই জবাব হল :

"তারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে।—পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।" (৩৯ : ৬৭)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট বনূ তায়মের আযাদকৃত গোলাম উত্‌বা ইব্‌ন মুসলিম, আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি : "এমন একদিন আসবে, যখন লোকেরা পরস্পরে নানা রকমের জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এমনকি কেউ এরূপ প্রশ্নও করবে যে, আল্লাহ্ তো সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা কিন্তু আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে? লোকেরা যখন এরূপ প্রশ্ন করবে, তখন তোমরা বলবে : আপনি বলুন, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" (১১২ : ১-২)।

এরূপ কথা শোনার পর শ্রবণকারীর উচিত তার বামদিকে তিনবার থুথু ফেলা এবং বিতাড়িত শায়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাওয়া।

নাজরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের বিবরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নাজরানের খ্রিস্টান অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ৬০ সদস্যবিশিষ্ট একটি অশ্বারোহী প্রতিনিধি দল একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসেন। এদের মধ্যে ১৪ জন ছিলেন তাদের সবচাইতে গণ্যমান্য ব্যক্তি। এ ১৪ জনের মধ্যে তিনজন ছিলেন সবচেয়ে শীর্ষ স্থানীয় নেতা। এঁরা হলেন :

১. আবদুল মাসীহ, ইনি গোটা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান সরদার ও সর্বোচ্চ উপদেষ্টা। তাঁর মত না নিয়ে তারা কোন কাজেই বেরুত না। এর উপাধি ছিল 'আকিব।
২. আয়হাম, এঁর উপাধি ছিল সায়্যিদ বা সরদার। তিনি দ্বিতীয় স্তরের সর্বোচ্চ নেতা এবং তাদের সভা-সমিতির ব্যবস্থাপক ও কাফেলার পরিচালক।
৩. আবূ হারিস ইব্‌ন আলকামা, ইনি বনূ বকর ইব্‌ন ওয়ায়লের সদস্য। ইনি ছিল তাদের বিশপ, বিজ্ঞ পণ্ডিত, শিক্ষক ও পুরোহিত। আবূ হারিস, নাজরানের খ্রিস্টানদের মধ্যে অতিশয় সম্মানিত ও ধর্মগ্রন্থ বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন। এ খবর রোম সম্রাটদের কাছে পৌঁছলে তারা তাকে বিশেষ মর্যাদা, অনেক অর্থ এবং সেবার জন্য বহু দাস-দাসী প্রদান করেন। তারা তার জন্য গীর্জা তৈরি করে দেন এবং তাকে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করেন।

কুয্ ইব্‌ন আল্‌কামার ইসলাম গ্রহণ

প্রতিনিধি দলটি যখন নাজরান থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল, তখন আবূ হারিসা তাঁর খচ্চরের পিঠে রাসূল (সা)-এর দিকে মুখ করে বসলেন। তার পাশেই বসে ছিল তার ভাই কূয ইব্‌ন আলকামা। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারো কারো মতে তার নাম হল কুরয। সহসা আবূ হারিসার খচ্চরটি হোঁচট খেলে কূয রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : "দূরবর্তী ব্যক্তিটি হতভাগা।" তখন আবূ হারিসা তাকে বললেন : "তুমিই বরং হতভাগা।" কূয বললেন : কেন, হে আমার ভাই? আবূ হারিসা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম,

ইনিই সেই নবী, যাঁর জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। তখন কূয তাঁকে বললেন : এ কথা জেনেও আপনি তাঁর প্রতি কেন ঈমান আনছেন না? আবূ হারিসা বললেন : খ্রিস্টান সম্প্রদায় আমাকে যেভাবে সম্পদ, সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে রেখেছে, তাতে তাদের সম্মতি না নিয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারছি না। খ্রিস্টানরা মুহাম্মদের বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর। আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে তারা যা দিয়েছে, সেসব আমার থেকে ছিনিয়ে নেবে। কূয ইব্‌ন আলকামা নিজের পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত নিজের ভাইয়ের কাছে গোপন রাখেন এবং পরে ইসলাম কবূল করেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে যে সব খবর আছে, তার মধ্যে এটি একটি যে, কূয ইব্‌ন আলকামা নিজে আবূ হারিসা সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করতেন।

নাজরানের এক নেতার ছেলের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি জানতে পেরেছি যে, নাজরানেরা নেতারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সীলকৃত কিছু কিতাব উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। যখন তাদের কোন নেতা মারা যেতেন এবং অন্য লোক নেতা নির্বাচিত হতেন, তখন তিনি আগের সীল না খুলে, তার উপর নতুন সীল মেরে দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময় যিনি নেতা ছিলেন, তিনি একবার হাঁটার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। এ সময় তাঁর ছেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি উদ্দেশ্য করে বলে : দূরবর্তী ব্যক্তিটি হতভাগা। এ কথা শুনে তার পিতা বললেন : এরূপ বলো না; কারণ তিনি একজন নবী। আমাদের কাছে সংরক্ষিত কিতাবে তাঁর নাম লেখা রয়েছে। যখন তার পিতা মারা গেলেন, তখন তার ছেলে ঐ কিতাবের সীল ভেঙে তা পড়ে দেখার আগ্রহ সংবরণ করতে পারল না। সে তা খোলামাত্রই তাতে নবী (সা)-এর নাম দেখতে পেল। ফলে, সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং একনিষ্ঠ মুসলামান হয়ে গেল। পরবর্তীকালে ইনি হজ্জও করেছিলেন। এ ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর প্রশংসা করে এক কবিতা আবৃত্তি করেন, যা হল :

"আমার উটনীও খ্রিস্টধর্ম পরিত্যাগ করে আপনার দিকে ছুটে চলেছে, এমনকি তার পেটে সন্তান নিয়েও সে দৌড়াচ্ছে।"

পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের সালাত আদায়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র আমাকে জানিয়েছেন যে, এ খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল যখন মদীনায় মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হল, তখন তিনি আসরের সালাত আদায় শেষ করেছিলেন। তাদের পরনে ছিল ইয়ামানী পোশাক এবং তারা বনূ হারিস ইব্‌ন কা'বের উটে সওয়ার হয়ে এসেছিল। প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবীদের কেউ কেউ বলেছিলেন : তাদের মত আর কোন প্রতিনিধি দল আমরা আর কখনো দেখিনি। তারা যখন এসেছিল, তখন তাদের সালাতের সময় হয়েছিল। তারা মসজিদে নববীতেই পূর্বদিকে মুখ করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন : তাদের সালাত আদায় করতে দাও। তখন তারা পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করল।

তাদের নাম ও আকীদা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আগন্তুকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় চৌদ্দজনের নাম হল :

আবদুল মাসীহ-যার উপাধি আকিব, আয়হাম-যার উপাধি সায়্যিদ, আবূ হারিসা ইব্‌ন আলকামা-ইনি বনূ বকরের সদস্য; আওস, হারিস, যায়দ, কায়স, ইয়াযীদ, নাবীহ, খুয়ায়লিদ, আমর, খালিদ, আবদুল্লাহ্, ইউহান্নাস। তাদের মোট সংখ্যা ছিল ষাট। এ দলের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলেন আবূ হারিসা ইব্‌ন আলকামা, আবদুল মাসীহ আকিব ও আয়হাম। এরা সকলে রোম সাম্রাজ্যের ধর্ম খ্রিস্টবাদের অনুসারী ছিল। তবে হযরত ঈসা সম্পর্কে তাদের কিছুটা মতপার্থক্য ছিল। কেউ কেউ বলত, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্, কেউ কেউ বলত, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। কেউ কেউ বলত, তিনি তিন খোদার তৃতীয় খোদা। ঈসা (আ) সম্পর্কে খ্রিস্টানরা এ ধরনের আকীদা পোষণ করত।

যারা তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ্ বলে আখ্যায়িত করত, তাদের যুক্তি ছিল এই যে, তিনি মৃতদের জীবিত করতেন, রোগীদের রোগমুক্ত করতেন, অদৃশ্য সম্পর্কে খবর দিতেন এবং মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি গঠন করে তাতে তিনি ফুঁক দিলে তা পাখি হয়ে যেত। এসবই তিনি আল্লাহ্‌র এ উক্তি অনুসারে করতেন যে, "তাকে আমি মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানাতে চাই।"

যারা তাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে মনে করত, তাদের যুক্তি ছিল এই যে, তাঁর কোন পিতা ছিল বলে জানা যায় না, অথচ তিনি দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলেছেন, যা ইতিপূর্বে আর কোন আদম সন্তান বলেনি।

পক্ষান্তরে, যারা বলত যে, হযরত 'ঈসা (আ) তিন খোদার তৃতীয়জন, তাদের যুক্তি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণত এভাবে কথা বলে থাকেন যে, "আমরা সৃষ্টি করেছি", "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি," ইত্যাদি। তিনি যদি একক হতেন, তা হলে বলতেন, "আমি সৃষ্টি করেছি", "আমি নির্দেশ দিয়েছি", "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি" এবং "আমি করেছি"-এ ধরনের একবচন শব্দ ব্যবহার করতেন; বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করতেন না। বস্তুত বিশ্বপ্রভু আসলে তিনজন : আল্লাহ্, মারইয়াম ও ঈসা (আ)। কুরআন তাদের এ তিনটি মতবাদই খণ্ডন করেছে। নাজরানী খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের সর্বোচ্চ নেতৃদ্বয় যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথা বললেন, তখন তিনি তাদেরকে বললেন : "তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর।" তারা বললেন : আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। রাসূল (সা) বললেন : "তোমারা ইসলাম গ্রহণ করোনি। এখন কর।" তারা বললেন : "আমরা আপনারও আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "তোমরা অসত্য বলছ। তোমাদের এ কথা যে, আল্লাহ্‌র পুত্র আছে, ক্রুশের পূজা করা এবং শূকর খাওয়া ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক।" তারা উভয়ে বললেন : "তা হলে ঈসার পিতা কে, হে মুহাম্মদ?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এ কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলেন।

এদের সম্পর্কে কুরআনে যা নাযিল হয়েছে

এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলে-ইমরানের প্রথম থেকে আশি আয়াতেরও ধিক আয়াত নাযিল করেন। সূরার শুরুতেই তিনি তাদের মিথ্যা ধারণা থেকে নিজের পবিত্রতা

ঘোষণা করেছেন। বিশ্বের সৃষ্টি ও পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নিজের একক কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করেছেন। খ্রিস্টানরা এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র যে শরীক নির্ধারণ করেছে, এ দ্বারা তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিজেকে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করেছেন। অথচ ঈসা মরণশীল ও স্থিতিহীন; অথচ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ্ এ সূরায় আরো বলেন : "তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন।" অর্থাৎ তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে, তার মীমাংসা তিনি এ কিতাবে করেছেন। তারপর তিনি বলেন : "এবং তিনি তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন।" অর্থাৎ মূসার উপর তাওরাত এবং ঈসার উপর ইনজীল, যেমন অন্যান্য কিতাব পূর্বেকার অন্যান্য নবীর উপর নাযিল করেছেন। তারপর আল্লাহ্ বলেন : "এবং ফুরকান নাযিল করেছেন" অর্থাৎ ঈসা (আ) ও অন্যান্য নবীর ব্যাপারে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাঝে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে কোনটি সঠিক তা নির্ধারণ করার জন্য সর্বশেষ কিতাব কুরআন নাযিল করেছেন।

তারপর আল্লাহ্ বলেন : "যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী দণ্ডদাতা।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর এবং তা জানার পর যারা সেগুলোকে অস্বীকার করেছে, তাদের উপর আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তারপর আল্লাহ্ বলেন : "আল্লাহ্! আসমান ও যমীনে কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।"

অর্থাৎ খ্রিস্টানরা যে দুরভিসন্ধি পোষণ করে, যে চক্রান্ত আঁটে এবং ঈসা (আ) যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল, তা জানা সত্ত্বেও তাকে যে খোদা ও উপাস্য হিসাবে মানে এবং এসবই তারা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ঔদ্ধত্য দেখানো ও তাঁকে অমান্য করার জন্যই করে। তাদের এ সকল অপতৎপরতা আল্লাহ্ অবগত আছেন। এরপর আল্লাহ্ বলেন : "তিনি-ই মায়ের গর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।" অর্থাৎ ঈসাও অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ। তাঁকে আল্লাহ্ অন্যান্য আদম সন্তানের মত মায়ের পেটে আকৃতি দান করেছেন। কোন মানুষ তা ঠেকাতে পারেনি এবং এ কথা কেউ অস্বীকার করে না। মায়ের পেটেই যার জন্ম, সে কিভাবে খোদা হতে পারে? এরপরই আল্লাহ্ নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করেন এবং মুশরিকরা তাঁর সঙ্গে যেসব জিনিসকে শরীক করে, তা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে বলেন : "তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" এর অর্থ এই যে, যারা তাঁর সংগে কুফরী করে, তাদের থেকে তিনি যখনই চান প্রতিশোধ গ্রহণে পরাক্রমশালী। আর তিনি মহাজ্ঞানী-এ কথার তাৎপর্য এই যে, তিনি তাঁর বান্দাদের বোঝানোর ব্যাপারে দলীল উপস্থাপনে সূক্ষ্ম কৌশল ও দক্ষতার অধিকারী। এরপর আল্লাহ্ বলেন : "তিনিই আপনার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন; এগুলো কিতাবের মূল অংশ আর অন্যগুলো রূপক।" দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য আয়াতগুলোতেই রয়েছে আল্লাহ্ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বিবরণ, যুক্তি, বান্দাদের আখিরাতের মুক্তির পথনির্দেশনা এবং বিরোধী

ও বাতিলপন্থীদের যুক্তি খণ্ডনকারী বক্তব্য। এসব আয়াতে কোন ঘোরপ্যাঁচের অবকাশ নেই, এগুলোর সুনির্দিষ্ট মর্মকেও বিকৃত করার কোন সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে, অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। এগুলো দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন। যেমন হালাল-হারামের বিধান দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। এগুলোর অর্থ বাতিলের পক্ষে ও সত্যের বিরুদ্ধে যায় এমন ব্যাখ্যা করা হয় কিনা, সেটাই পরীক্ষার বিষয়। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : "যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে, শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল বাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে।" অর্থাৎ যারা গুমরাহীর প্রতি আগ্রহী, তারা তাদের মনগড়া বাতিল ধ্যান-ধারণার পক্ষে দাঁড় করানোর জন্য দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাখ্যা দেয়। আল্লাহ্ বলেন : "ফিতনা অনুসন্ধানের জন্য এবং বিকৃত ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই" (তারা এ দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর অনুসরণ করে)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব আয়াতে "আমরা সৃষ্টি করেছি", "আমরা ফায়সালা করেছি" ইত্যাদি বলেছেন, তা দ্বারা বিভ্রান্তি ও গুমরাহী ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এ সবের অপব্যাখ্যা করে। আল্লাহ্ বলেন : "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না।" অর্থাৎ তারা যেসব আয়াতের অপব্যাখ্যা করে, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা শুধু আল্লাহ্ই জানেন। এরপর আল্লাহ্ বলেন : "আর জ্ঞানে যারা সুগভীর, তারা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, সমস্ত-ই আমাদের রবের নিকট থেকে আগত।" অর্থাৎ সকল আয়াতের উৎস যখন আল্লাহ্, তখন একটি অপরটির বিপরীত হয় কি করে? এরপর তারা স্পষ্ট আয়াতের বক্তব্যের আলোকেই অস্পষ্ট আয়াতেরও ব্যাখ্যা করে। ফলে আল্লাহ্র কিতাব সুসমন্বিত ও সুবিন্যস্ত কিতাবে পরিণত হয় এবং তা বাতিলের খণ্ডনকারী ও কুফরী অপনোদনকারী হিসাবে বহাল থাকে। তাই আল্লাহ্ পরবর্তী আয়াতে বলেন : "এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।"

তারা এ বলে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে : "হে আমাদের রব! সরল পথ দেখানোর পর আমাদের অন্তরকে সত্য-লংঘনপ্রবণ করো না।" অর্থাৎ আমরা আমাদের মতিভ্রমের কারণে গুমরাহীর দিকে ঝুঁকে পড়লেও তুমি আমাদের বিপথগামী করো না। তারা আরো বলে : "(হে আল্লাহ্!) আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে রহমত দান কর, তুমি-ই মহাদাতা।" এরপর আল্লাহ্ বলেন : "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(হে মুহাম্মদ ! আপনি যে ধর্মের উপর আছেন সেই) "ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দীন।" অর্থাৎ এক আল্লাহ্র অনুগত্য করা এবং নবীদের সত্য বলে স্বীকার করাই একমাত্র ধর্ম। আল্লাহ্ আরো বলেন : "আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করলে, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।" যদি তারা আপনার সংগে বিতর্কে লিপ্ত হয়।

এরপরও যদি তারা আপনার সংগে বিতর্কে লিপ্ত হয়, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উক্তি : "আমরা করেছি", "আমরা সৃষ্টি করেছি", "আমরা নির্দেশ দিয়েছি"-এর অজুহাত দেখিয়ে তারা আল্লাহ্‌র একত্বে সন্দেহ পোষণ করে, অথচ উক্তির প্রকৃত অর্থ তারা জানে! আপনি বলুন : "আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারীগণও।" আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের ও নিরক্ষরদের (যাদের কোন কিতাব নেই) বলুন : "তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ?" যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য

এরপর আল্লাহ্ তাওরাত ও ইনজীল উভয় কিতাবের অনুসারী অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের স্ব-উদ্ভাবিত গুমরাহী খণ্ডন করে বলেন : যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মাঝে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদের হত্যা করে, আপনি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।... ... বলুন : হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্ ! (অর্থাৎ বান্দাদের রব, যাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব তাদের উপর রয়েছে); তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতে-ই; (অর্থাৎ তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই), তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান, (অর্থাৎ একমাত্র তুমিই স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বলে উপরোক্ত সব কিছু করতে সক্ষম)। "তুমি-ই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত কর; তুমি-ই মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্‌ক দান কর।" অর্থাৎ এ কাজগুলোও তুমি ছাড়া আর কেউ করতে সক্ষম নয়। বস্তুত এসব বাণীর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ বলতে চাইছেন যে, নবুওয়তের প্রমাণ ও নিদর্শন হিসাবে তুলে ধরার জন্য মৃতকে জীবিত করা, রোগীকে রোগমুক্ত করা, কাদামাটি দিয়ে পাখি বানানো ও অদৃশ্য জগতের সংবাদ জানানোর ক্ষমতা যদিও আমি ঈসাকে দিয়েছি এবং এসব অলৌকিক ক্ষমতার কারণেই তারা ঈসাকে খোদা বা দেবতা মনে করে থাকে, তথাপি তাদের ভেবে দেখা উচিত যে, আমি আমার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনেক কিছুই ঈসাকে দেইনি। যেমন আমি কোন বাদশাহকে নবী বানাবার ক্ষমতা দেইনি, অথচ আমি যাকে ইচ্ছা তাকে নবী মনোনীত করি; দিনের শেষে রাত নিয়ে আসা এবং রাতের শেষে দিন নিয়ে আসা, মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটানো এবং জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটানো, আর নেককার ও বদকারদের যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্‌ক প্রদান, এসব কাজের কোন ক্ষমতা আমি ঈসাকে দেইনি এবং এসবে তার কোন কর্তৃত্বও ছিল না। এ থেকে তারা কি এ শিক্ষা ও উপদেশ পায় না যে, তাদের জানামতে ঈসা—যিনি রাজাদের অত্যাচারের ভয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতেন, তিনি যদি ইলাহ্ বা খোদা হতেন, তাহলে এ সকল গুণ ও ক্ষমতা তাঁর থাকত এবং তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হতনা।

কুরআনে মু'মিনদের জন্য নসীহত ও হুশিয়ারী

এরপর সূরা আলে-ইমরানে আল্লাহ্ মু'মিনদের উপদেশ দিয়ে ও সতর্ক করে বলেন : "হে নবী! আপনি বলুন : "তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাস" অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভক্তি করা ও ভালবাসার দাবিতে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, "তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।" অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের আগে শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত থাকার গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। "আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" বলুন : "তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর।" কেননা তোমরা তোমাদের কিতাবে লিখিত অবস্থায় তাঁর পরিচয় জানতে পেরেছ। "যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়" (অর্থাৎ কুফরী অব্যাহত রাখে) "তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ্ কাফিরদের পসন্দ করেন না।"

ঈসার জন্ম এবং মারইয়াম ও যাকারিয়ার ব্যাপারে কুরআনের বিবরণ

এরপর নাজরানী প্রতিনিধিদলের সামনে ঈসা (আ)-এর বৃত্তান্ত তুলে ধরা হল এবং তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ্র ব্যতিক্রমধর্মী পরিকল্পনার সূচনা কিভাবে হয়েছিল, তা বিবৃত করা হল। আল্লাহ্ বললেন : "আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে, ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। তারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" এরপর আল্লাহ্ ইমরানের স্ত্রী এবং তাঁর কথার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : "স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিলেন। "হে আমার রব ! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম।" অর্থাৎ তাকে আমি আমার সংসারের কোন কাজে খাটাবনা, বরং সার্বক্ষণিকভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতে তাকে নিয়োজিত রাখব। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে তা কবূল কর, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" এরপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন তিনি বললেন : 'হে আমার রব ! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।' সে যা প্রসব করেছে, আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত। 'আর ছেলে তো মেয়ের মত নয়।' অর্থাৎ আমি তাকে একান্তভাবে তোমার জন্য উৎসর্গ করেছি আর ছেলে তো মেয়ের মত নয়। 'আর আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম। এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে তারও তার বংশধরদের জন্য তোমার আশ্রয় চাই।' আল্লাহ্ বলেন : "এরপর তার প্রতিপালক তাকে সাগ্রহে কবূল করলেন, তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন এবং তিনি তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখলেন।" অর্থাৎ মারইয়ামের পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখলেন।

ইব্ন হিশাম "তত্ত্বাবধানে রাখার" ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এর অর্থ তাকে যাকারিয়ার পরিবারের সাথে যুক্ত করে দিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ সূরায় আল্লাহ্ মারইয়ামের ইয়াতীম হয়ে যাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তারপর মারইয়াম ও যাকারিয়ার বৃত্তান্ত, যাকারিয়ার দু'আ, আল্লাহ্ কর্তৃক যাকারিযাকে ইয়াহ্ইয়া নামক সন্তান দান, এরপর মারইয়ামের সংগে ফেরেশতাদের কথাবার্তার প্রসঙ্গ উল্লেখ

করেছেন। ফেরেশতারা তাঁকে বলেছিলেন : "হে মারইয়াম ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন" হে মারইয়াম ! তুমি তোমার রবের অনুগত হও, সিজদা কর, যারা রুকূ করে তাদের সঙ্গে রুকূ কর।"

মহান আল্লাহ্ বলেন : "এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ—যা আপনাকে ওহীযোগে অবহিত করছি। মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মাঝে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, আপনি তখন তাদের নিকট ছিলেন না।"

ইব্ন হিশাম বলেন : 'তাদের কলম' অর্থাৎ তাদের তীর, যার মাধ্যমে তারা মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে লটারি করেছিলেন। হাসান বসরী (রা)-এর মতে, এ লটারিতে যাকারিয়ার নাম ওঠে। ফলে তিনি মারইয়ামকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেন ও তার অভিভাবক হয়ে যান।

মারইয়ামের অভিভাবকত্বে জুরায়জ

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ লটারিতে অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে জুরায়জ পাদ্রীর নাম ওঠে, যিনি বনূ ইসরাঈলের একজন কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। তিনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যাকারিয়া। একবার বনূ ইসরাঈলে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যাকারিয়া মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতে অপারগ হন। তাই তার অভিভাবক নির্ধারণে লটারির প্রয়োজন দেখা দেয়। লটারিতে জুরায়জ দরবেশের নাম উঠলে তিনি তার অভিভাবক হয়ে যান। আল্লাহ্ বলেন : "তারা যখন বাদানুবাদ করছিল, তখনও আপনি তাদের নিকট ছিলেন না।"

নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল মারইয়াম সংক্রান্ত যেসব জানা কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গোপন করছিল, তা তাঁর কাছে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্ একথা বলেন, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, তাদের গোপন করা বিষয় যিনি তাদের সামনে প্রকাশ করে দিলেন, তিনি অবশ্যই একজন নবী।

এরপর আল্লাহ্ বলেন : "স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বললেন : 'হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তাঁর নাম মসীহ্, মারইয়াম পুত্র ঈসা।" অর্থাৎ ঈসার জন্মের ব্যাপারটি এরূপই ছিল; তোমরা যেরূপ বলে থাক, সেরূপ নয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "সে দুনিয়া ও আখিরাতে (আল্লাহ্র নিকট) সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হবে। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে এবং সে হবে পূণ্যবানদের একজন।" এখানে আল্লাহ্ অন্যান্য আদম সন্তানের ন্যায় তার জীবনেও বিবর্তন তথা শৈশব থেকে পরিণত বয়সে উত্তরণের কথা জানাচ্ছেন। পার্থক্য শুধু এই যে, আল্লাহ্ তাঁকে দোলনায় থাকাকালে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। ঈসার নবুওয়তের

নির্দশন প্রকাশ এবং আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা—এ উভয় উদ্দেশ্যেই এ অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্যটি সংঘটিত করা হয়েছিল। "সে (মারইয়াম) বলল : হে আমার রব! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কীভাবে? তিনি বললেন : এভাবেই, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।" অর্থাৎ তিনি যা চান তাই করেন। আর তিনি যা সৃষ্টি করতে চান তা করেন, মানুষ হোক বা অন্য কিছু। "তিনি যখন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন : 'হও', এবং তা হয়ে যায়।"

এরপর সেই অনাগত সন্তান ঈসার আগমনের উদ্দেশ্য কি, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বললেন : 'তিনি তাকে কি শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত ও তাওরাত, যা তাঁর আগে থেকেই বনূ ইসরাঈলের মাঝে চালু ছিল, আর ইনজীলেরও শিক্ষা দেবেন, আর আসমানী কিতাব যা আল্লাহ্ ঈসার ওপর নাযিল করেন। এতে উল্লেখ ছিল যে, হযরত ঈসার পরে আর একজন নবী আসবেন। "এবং তাকে বনূ ইসরাঈলের জন্য রাসূল করব, সে বলবে : আমি তোমাদের কাছে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি; যা দিয়ে আমার নবুওয়ত প্রমাণিত হয়। (সেই নির্দশন হল) আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ আকৃতি বানাব; এরপর তাতে আমি ফুঁক দেব; ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে তা পাখি হয়ে যাবে।" সেই আল্লাহ্‌ই আমাকে নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই তোমাদের রব।—"আর আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃতকে জীবিত করব। তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং যা জমা করে রাখ, তা আমি তোমাদের বলে দেব। তোমরা যদি মু'মিন হও, তবে এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" —এ মর্মে যে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে এসেছি। —"আর আমি এসেছি, আমার আগে তাওরাতের যা রয়েছে, তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল, তার কতককে বৈধ করতে"—অর্থাৎ এতে তোমাদের উপর আরোপিত বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি শিথিল হবে এবং তোমাদের জীবন যাপন সহজতর হবে।—"এবং আমি তোমাদের রবের নিকট থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদেরও রব।" অর্থাৎ কিছু লোক যে বলে, আল্লাহ্ আমার পিতা, তা মিথ্যা। তিনি আমার রব, যেমন তোমাদেরও রব।—"সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করবে। এটাই ঐ সরল পথ।" অর্থাৎ এটাই সরল পথ, যে পথে চলার জন্য আমি তোমাদের উদ্বুদ্ধ করছি, আর যে পথের সন্ধান নিয়ে আমি তোমাদের কাছে এসেছি।—"যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস করল (এবং তাঁর প্রতি শত্রুতার মনোভাব আঁচ করতে পারল), তখন সে বলল : 'আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী'? তখন শিষ্যরা বলল : আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি। এটাই হাওয়ারীদের সেই উক্তি, যার কারণে তারা আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। "আমরা আত্মসমর্পণকারী, আপনি এর সাক্ষী থাকুন।" আমরা তাদের মত নই, যারা আপনার সঙ্গে অহেতুক তর্ক-বির্তকে লিপ্ত হয়।—"হে আমাদের রব! তুমি যা নাযিল করেছ, তাতে

আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং তুমি আমাদের সাক্ষ্য বহনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।" অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর শিষ্যদের কথা ও ঈমান এরূপই ছিল।

ঈসা (আ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া

এরপর যখন ইয়াহূদীরা ঈসা (আ)-কে হত্যা করার জন্য সংঘবদ্ধ হল, তখন আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "এবং তারা চক্রান্ত করেছিল, আর আল্লাহ্ও কৌশল করেছিলেন; আল্লাহ্ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ।"—এরপর আল্লাহ্ ইয়াহূদীরা যে ঈসাকে শূলে বিদ্ধ করেছে, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে তিনি ঈসা (আ)-কে কিরূপে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং ইয়াহূদীদের চক্রান্ত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন, সে সম্পর্কে বলেন :

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বললেন : হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নিচ্ছি; আর যারা কুফরী করছে, তাদের মধ্য থেকে তোমাকে মুক্ত করছি।" অর্থাৎ তারা যখন তোমার ব্যাপারে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, তখন আমি তোমাকে তাদের চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করব। "আর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি।" এরপর কয়েকটি আয়াতে এ প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা বলার পর, আল্লাহ্ বলেন : "(হে মুহাম্মদ!) যা আমি আপনার কাছে বিবৃত করেছি, তা নিদর্শন ও সারগর্ভ বাণী থেকে।" অর্থাৎ ঈসা (আ) ও তাঁর ব্যাপারে তাদের মাঝে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, সে ব্যাপারে নির্ভুল ও সঠিক সিদ্ধান্ত এটাই। যাতে অসত্য ও বিভ্রান্তির বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সুতরাং আপনি ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে, এ তথ্য ছাড়া অন্য কোন তথ্যকে সত্য বলে কখনো গ্রহণ করবেন না।

"আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন : হও, ফলে সে হয়ে গেল। এ সত্য আপনার রবের নিকট থেকে। অর্থাৎ ঈসা সম্পর্কে আপনার কাছে আপনার রবের পক্ষ হতে যে খবর এসেছে, তা সঠিক। "সুতরাং আপনি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।"

যদি তারা বলে যে, পিতা ছাড়া কিভাবে ঈসা জন্ম নিলেন? এর জবাব এই যে, আমি আদমকে এর আগে পিতামাতা ছাড়াই আমার কুদরতে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি। ঈসার মতই আদমও রক্ত-মাংস, চুল-চামড়া ইত্যাদি সহকারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই পিতা ছাড়া ঈসার সৃষ্টি আদমের সৃষ্টির চেয়েও অধিক বিস্ময়কর কিছু নয়। "(হে নবী!) আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর যে কেউ আপনার সংগে তর্ক করে" অর্থাৎ আমি তার সম্পর্কে আপনার কাছে যা বিবৃত করেছি, এরপরও যদি সে আপনার সংগে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়, "তবে তাকে বলুন : এস, আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজদের ও তোমাদের নিজদের; এরপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্র লা'নত।"

"নিশ্চয়ই এটি সত্য বৃত্তান্ত" অর্থাৎ ঈসা সম্পর্কে যে খবর আমি বিবৃত করেছি, তা সত্য। "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আপনি বলুন, হে কিতাবীগণ ! এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই, যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।"

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে সকল যুক্তি-তর্কের অবসান ঘটান।

পারস্পরিক অভিসম্পাতের প্রস্তাব গ্রহণ করা থেকে খ্রিস্টানদের পিঠটান

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যখন ঈসা (আ) সম্পর্কে অকাট্য ও নির্ভুল তথ্য আসে এবং খ্রিস্টানরা তা মানতে অস্বীকার করে, তখন তিনি আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তাদের পারস্পরিক অভিসম্পাতের জন্য প্রস্তাব দেন। তখন খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে : হে আবুল কাসিম! আমাদের করণীয় সম্পর্কে আমাদের একটু ভাবতে দিন। তারপর আমরা আপনার দাওয়াত সম্পর্কে কর্তব্য স্থির করে আপনার কাছে আসব। এরপর তারা তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। তারা তাদের প্রধান উপদেষ্টা আকিবের সাথে সলা-পরামর্শে বসল। তারা তাকে বলল : হে আবদুল মাসীহ! তোমার অভিমত কি ?

সে বলল : হে খ্রিস্টান সম্প্রদায়! তোমরা অবশ্যই জেনে গেছ যে, মুহাম্মদ একজন প্রেরিত নবী। তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের নেতা ঈসা (আ) সম্পর্কে অকাট্য তথ্য নিয়ে এসেছেন। তোমরা এ কথাও জান যে, যখনই কোন জাতি কোন নবীর সঙ্গে পারস্পরিক অভিসম্পাতে লিপ্ত হয়েছে, তাদের ছোট-বড় সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা যদি প্রস্তাবিত এ পারস্পরিক অভিসম্পাতে লিপ্ত হও, তবে জেনে রেখ, তোমাদের সমূলে ধ্বংস করাই তাঁর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়। তোমরা যদি চাও যে, তোমাদের ধর্মের প্রতি তোমাদের আনুগত্য বজায় থাকুক এবং ঈসা সম্পর্কে তোমাদের নীতি অব্যাহত থাকুক, তাহলে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছ থেকে বিদায় নাও এবং দেশে ফিরে যাও।

এ পরামর্শ মুতাবিক প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলল : হে আবুল কাসিম! আমরা আপনার সঙ্গে পারস্পরিক অভিশাপ বিনিময়ের এ কাজে যোগ দিতে ইচ্ছুক নই। আমরা আপনাকে আপনার ধর্মে এবং নিজেদেরকে নিজেদের ধর্মে বহাল রেখে ফিরে যেতে চাই। তবে আমাদের সাথে আপনার পসন্দসই একজন লোককে পাঠিয়ে দিন, যিনি আমাদের ধনসম্পদের বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ নিষ্পত্তি করবেন। আমরা তাঁর কথা মেনে নেব।

আবূ উবায়দা (রা)- কে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ

মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর বলেন, তাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা বিকালে আমার কাছে এস, আমি একজন বিশ্বস্ত শক্তিশালী লোককে তোমাদের সাথে পাঠাব। রাবী বলেন : উমর ইব্‌ন খাত্তাব বলতেন যে, ঐ দিন আমি নেতৃত্বলাভের যতটা অভিলাষী হয়েছিলাম, তেমন আর কখনো হইনি—এ প্রত্যাশায় যে, আমি সেই দুর্লভ গুণের অধিকারী হব। তাই আমি প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে আগে থেকেই যোহরের সালাতের জন্য উপস্থিত হলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় শেষে সালাম ফিরিয়ে ডানে-বামে তাকাতে লাগলেন। তখন আমি উঁচু হয়ে দাঁড়াতে লাগলাম, যাতে তিনি আমাকে দেখতে পান। কিন্তু তিনি দৃষ্টি ফিরাতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা)-কে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন : তুমি নাজরানী খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের সাথে যাও এবং ন্যায়সংগতভাবে তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয় মীমাংসা করে ফিরে এস। উমর (রা) বলেন : ফলে আবূ উবায়দা (রা) তাদের সাথে গেলেন।

মুনাফিকদের সংবাদ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা যা বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় তাশরীফ আনেন, তখন সেখানকার অধিবাসীদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল আওফী, যে হুবলা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবদুল্লাহ্ এমন অবিসংবাদিত নেতা ছিল যে, তার নেতৃত্ব সম্পর্কে তার সম্প্রদায়ে কারো দ্বন্দ্ব ছিল না। ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে মদীনার দুই গোত্র—আওস ও খাযরাজ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির একক নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। তার সাথে আওস গোত্রের সর্বজনমান্য আর এক ব্যক্তি ছিল- আবূ আমির আব্‌দ আমর ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন নু'মান। বনূ যবীআ ইব্‌ন যায়দ শাখার এ ব্যক্তি ছিল উহুদ যুদ্ধের শহীদ, যাকে ফেরেশতারা গোসল দেন, সেই হানযালার পিতা। হানযালার পিতা আবূ আমির জাহিলী যুগে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে গেরুয়া পোশাক পরিধান করত। সেজন্য তাকে সন্ন্যাসী বলা হত। এ দু'জন তাদের সুনাম, সুখ্যাতি ও সামাজিক অহমিকার কারণে ইসলাম কবূল করা থেকে বঞ্চিত হয়।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়কে জাঁকজমকের সাথে মদীনার রাজা হিসাবে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য যখন অভিষেকের আয়োজন চলছিল, তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা)-কে তাদের কাছে পাঠান। ফলে মদীনার অধিবাসীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতে সে ঈর্ষান্বিত হয় এবং মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু সে যখন দেখল যে, তার গোত্র ইসলাম গ্রহণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু তার মুনাফিকী, ভণ্ডামি ও ঈর্ষা অব্যাহত থাকে।

কিন্তু আবূ আমিরের অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। তার গোত্র ইসলাম গ্রহণ করতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছে দেখে সে নিজের গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং কুফরীর ওপর অবিচল থাকার

সিদ্ধান্ত নিল। সে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, দশের অধিক সংখ্যক লোক নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ান হয়। (ইব্ন ইসহাক বলেন :) হানযালা ইব্ন আবূ আমিরের বংশের কারো বরাতে, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমামা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমরা তাকে 'রাহিব' না বলে, 'ফাসিক' বলবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : জা'ফর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ হাকাম, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস শ্রবণকারী ও বর্ণনাকারী সাহাবী ছিলেন, আমাকে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় এলে আবূ আমির তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলে, তুমি যে দীন নিয়ে এসেছ তার স্বরূপ কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি ইবরাহীমের একত্ববাদের দীন নিয়ে এসেছি। তখন সে বলল : আমি তো সেই ধর্মের অনুসারী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন : তুমি সেই ধর্মের অনুসারী নও। সে বলল : অবশ্যই। সে আরো বলল : হে মুহাম্মদ! তুমি ইবরাহীমের ধর্মে এমন অনেক জিনিস আমদানী করেছ, যা এতে ছিল না। তিনি (সা) বললেন : আমি এরূপ করিনি বরং আমি একে উজ্জ্বল পবিত্র অবস্থায় নিয়ে এসেছি। তখন সে বলল : আমাদের ভেতরে যে মিথ্যুক, তাকে আল্লাহ্ স্বদেশ থেকে বিতাড়িত, একাকী প্রবাসী অবস্থায় মৃত্যু দিক। এরদ্বারা সে আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কটাক্ষ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ, যে মিথ্যুক তার সাথে আল্লাহ্ যেন এরূপ আচরণই করেন। বস্তুত আল্লাহ্র এই দুশমনেরই সেই পরিণতি হয়েছিল। প্রথমে সে মক্কায় চলে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয় করলে সে তায়েফে চলে যায়। তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করলে সে সিরিয়ার চলে যায় এবং সেখানেই স্বদেশ থেকে বিতাড়িত নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা যায়।

আবূ আমিরের সাথে আলকামা ইব্ন আলাসা ও কিনানা ইব্ন আব্দ ইয়ালীল নামক আরো দু'ব্যক্তি গিয়েছিল। আবূ আমির মারা গেলে তারা দুজনে তার উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবি নিয়ে রোম সাম্রাটের কাছে আবেদন জানাল। রোম সম্রাট রায় দিলেন যে, নগরবাসীর উত্তরাধিকারী হবে নগরবাসী আর যাযাবরের উত্তরাধিকারী হবে যাযাবর। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিনানা ইব্ন আব্দ ইয়ালীল আবূ আমিরের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়।

আবূ আমিরের অনুসৃত নীতি সম্পর্কে কবি কা'ব ইব্ন মালিক বলেন : হে আব্দ আমর, তোমার অপকর্মের মত দুস্কৃতি থেকে আল্লাহ্ আমাকে পানাহ দিন। যদি তুমি বল : আমি তো সম্মান, প্রতিপত্তি ও খেজুর বাগানের মালিক; তবে জেনে রাখ, তুমি তো অনেক আগেই ঈমানকে কুফরীর বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলেছ।

ইব্ন ইসহাক বলেন : অপরদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় নিজ গোত্রে যে মান-মর্যাদা অবশিষ্ট ছিল, তাই নিয়েই কোন রকমে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে জীবন কাটাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইসলাম বিজয়ী হলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ইসলাম কবূল করে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম যুহরী উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) সূত্রে, নবী (সা)-এর স্নেহভাজন উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)-এর বর্ণনা আমাকে শুনিয়েছেন।

তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি গাধার পিঠে চড়ে, যার পিঠে ফিদাকী নকশীদার চাদর ছিল। তিনি আমাকে তাঁর পেছনে বসিয়ে নিয়ে রুগ্ন সাহাবী সা'দ ইব্ন উবাদাকে দেখতে যাচ্ছিলেন। তিনি পথিমধ্যে মুজাহিম নামক দুর্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়কে দেখলেন। তার সাথে তার গোত্রের কিছু লোকও ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামলেন এবং তাকে সালাম করলেন। আর স্বল্প সময়ের জন্য সেখানে বসলেন। এরপর তিনি কুরআন তিলাওয়াত করলেন এবং তাকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন। তিনি তাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করালেন, সতর্ক করলেন এবং সৎকাজের জন্য সুসংবাদ শোনালেন এবং অসৎকাজের জন্য অশুভ পরিণতির ভয় দেখালেন। রাবী বলেন : সে নিশ্চুপ থেকে সব কথা শুনল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন সে বলল : জনাব! আপনার কথাগুলো যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এর চাইতে সুন্দর কথা আর হতে পারে না। আপনি নিজের বাড়িতে বসে থাকুন। যে ব্যক্তি আপনার কাছে এ সব কথা শোনার জন্য আসবে, আপনি তার কাছে এসব বলবেন। আর যে আপনার কাছে আসবে না, তাকে এসব কথা বলবেন না। আর যে আপনার কাছে আসবে না, তার কাছে গিয়ে এসব কথা বলে তাকে কষ্ট দেবেন না। রাবী বলেন : এ সময় রাসূলাল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-সহ আরো কিছু মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বললেন : অবশ্যই, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আপনি আমাদের এ মহান উপদেশাবলী দ্বারা উপকৃত করতে থাকুন। আপনি আমাদের মজলিসে, বাড়ি-ঘরে এসে এসব কথা শোনাতে থাকুন। আল্লাহ্র শপথ! আমরা এসব পসন্দ করি। তিনি এদিয়েই আমাদের সম্মানিত করেছেন এবং এদিকেই আমাদের হিদায়াত দান করেছেন। যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় বুঝল যে, তার বিপক্ষে কথা বলার মত লোকও সমাজে আছে, তখন সে আক্ষেপের সাথে একটি কবিতা আবৃত্তি করল। যার অর্থ এরূপ :

"যখন তোমার বন্ধু তোমার বিরোধিতা করবে,
তখন তুমি অপমানিত হতেই থাকবে।
তুমি যাদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের জন্য আহবান করতে,
তারা তোমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের জন্য আহবান করবে।
ঈগল কি নিজের ডানা ছাড়া শূন্যে উড়তে পারে?
কোন দিন যদি তার ডানা কেটে দেওয়া হয়, তবে সে অবশ্যই নিচে পড়ে যাবে।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহরী উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে উসামা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এরপর রাসূল (সা) সা'দ ইব্ন উবাদাকে যখন দেখতে গেলেন, তখন তাঁর চেহারায় আল্লাহ্র দুশমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়ের অপ্রীতিকর আচরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সা'দ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার চেহারায় এমন কিছু আলামত দেখতে পাচ্ছি, যা দেখে মনে হয়, আপনি কোন অপ্রীতিকর

কথাবার্তা শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ। এরপর ইব্ন উবায়-এর কথাবার্তা তাঁকে শোনালেন। তখন সা'দ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তার প্রতি একটু কোমলতা প্রদর্শন করুন। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ এমন সময় আপনাকে আমাদের কাছে এনেছেন, যখন আমরা তাকে রাজমুকুট পরানোর আয়োজন করছিলাম। আল্লাহ্র শপথ! সে এ কারণে মনে করে করে যে, আপনি তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।

মদীনায় মহামারী আকারে জ্বরের প্রাদুর্ভাব

ইব্ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্ন উরওয়া ও উমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরওয়া উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনায় মহামারী আকারে জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের অনেকেই এ জ্বরে আক্রান্ত হন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে এ থেকে হিফাযত করেন।

আবূ বকর (রা) ও তাঁর দু'জন আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্ন ফুহায়রা ও বিলাল (রা) তাঁর সঙ্গে একই ঘরে ছিলেন। তাঁরা সবাই জ্বরে আক্রান্ত হন। আমি তাদের পরিচর্যা করতে তাদের ঘরে প্রবেশ করলাম। তখনো আমাদের জন্য পর্দার হুকুম নাযিল হয়নি। দেখলাম যে, তাঁরা খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। আমি আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আব্বা! আপনার কেমন লাগছে ? তখন তিনি কবিতার একটি চরণ আবৃত্তি করলেন :

"প্রত্যেকেই নিজের পরিবারের সাথে রাত কাটায় (আর আমরা স্বদেশ থেকে অনেক দূরে); অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতের চেয়েও নিকটবর্তী।"

আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! আমার আব্বা কি বলছেন, তা তিনি নিজেই জানেন না। তিনি বলেন : এরপর আমি আমির ইব্ন ফুহায়রার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কেমন লাগছে। তখন সে বলল :

"মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের আগেই মৃত্যুর সাক্ষাৎ পেলাম,
কাপুরুষের মৃত্যু তো তার মাথার উপর থেকেই আপাতিত হয়।
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সাধ্য অনুযায়ী আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করে,
যেমন ষাঁড় তার শিং দিয়ে নিজের চামড়া রক্ষা করে।"

আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ্র শপথ! আমি বললাম, আমির কি বলছে, তো সে নিজেই বুঝে না।

আর বিলাল-এর অবস্থা ছিল যে, তার জ্বর ছাড়তেই সে উঠানে শুয়ে চীৎকার করে বলত :

"হায় আক্ষেপ ! আমি কি একদিনও মক্কার উপকণ্ঠের ফাখখে গিয়ে একটি রাত কাটাতে পারব, যেখানে আমার চারপাশে ইযখির ও জালীল নামক সুগন্ধিযুক্ত তৃণলতা থাকবে। আর কোনও দিন কি আমি মাজান্নার বাজারে এবং শামা ও তুফায়ল পর্বতের পাদদেশে বিচরণ করতে পারব ?"

মদীনা থেকে মহামারী মাহিয়া (জুহফা) নামক স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ

আয়েশা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের এ অবস্থার কথা জানিয়ে বললাম, জ্বরের তীব্রতায় তারা আবোল-তাবোল বকছে। তিনি বলেন : আমার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ দু'আ করলেন : হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের কাছে মদীনাকে সেরূপ প্রিয় করে দিন যেরূপ আপনি মক্কাকে আমাদের কাছে প্রিয় করেছিলেন, বরং তার চাইতেও বেশি। আর আমাদের জন্য এর সর্বত্র বরকত দান করুন এবং এর মহামারীকে মাহিয়ার দিকে সরিয়ে নিন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইব্ন শিহাব যুহরী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনায় আসার পর তাঁর সাহাবীরা কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হন। আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা)-কে এ থেকে হিফাযত করেন। এ জ্বরে আক্রান্ত সাহাবীরা দুর্বলতার কারণে বসে বসে সালাত আদায় করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের অবস্থা তদারক করতে গিয়ে তাদেরকে বসে বসে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাদের বললেন : তোমরা জেনে রাখ, যে বসে সালাত আদায় করে, সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। রাবী বলেন : এ কথা শুনে সাহাবীগণ রোগ ও দুর্বলতা সত্ত্বেও অধিক ফযীলত লাভের আশায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন।

মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের সূচনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। আল্লাহ্ তাঁকে আশেপাশের মুশরিক এবং আরব মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দিয়েছিলেন। এ উদ্যোগ ও প্রস্তুতি গ্রহণ ছিল নবুওয়ত লাভের ১৩ বছর পরের ঘটনা।

হিজরতের তারিখ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ সোমবার দুপুরের প্রাক্কালে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে মদীনায় আগমন করেন। ইব্ন হিশামের মতেও এটিই হিজরতের তারিখ। ইব্ন ইসহাক বলেন : এ সময় রাসূল (সা)-এর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর এবং নবুওয়তের তের বছর অতিবাহিত হয়েছিল। এরপর তিনি রবিউল আউয়াল মাসের বাকী দিনগুলো, রবিউস সানী, জমাদিউল আওয়াল, জমাদিউস্ সানী, রজব, শাবান, রমযান, শওয়াল, যিলকদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম মাসগুলো মদীনাতেই কাটিয়ে দেন। ঐ বছর হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা যথারীতি মুশরিকরাই সম্পাদন করে। মদীনায় আগমনের এক বছর পর, সফর মাসের প্রথমদিকে তিনি যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য মদীনার বাইরে যান।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন।

ওদ্দান যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রত্যেক্ষ অংশগ্রহণে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে বের হয়ে কুরায়শ ও বনূ যামরার সন্ধানে ওদ্দানে গিয়ে উপস্থিত হন। একে আবওয়ার যুদ্ধও বলা হয়। এখানে বনূ যামরা তাঁর (সা) সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়, আর ঐ গোত্রের পক্ষ হয়ে তাদের নেতা মাখসা ইব্ন আমর যামরী তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন। এ অভিযানে কারো সঙ্গে মুকাবিলা হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর সফর মাসের অংশ ও রবিউল আউয়াল মাসের প্রথমাংশ তিনি সেখানে কাটান। ইব্ন হিশাম বলেন : এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধাভিযান।

উবায়দা ইব্ন হারিসের অভিযান

ইব্ন ইসহাক বলেন : ওদ্দান অভিযানের পর মদীনায় অবস্থানকালেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় চাচাতো ভাই উবায়দা ইব্ন হারিস ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাইয়ের নেতৃত্বে ৬০ অথবা ৮০ জন অশ্বরোহী মুহাজির সেনাকে এক অভিযানে পাঠান এবং এদের মধ্যে কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না। তাঁরা হিজাযের সানিয়াতুল মাররা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি জলাশয়ের কাছে পৌঁছলে সেখানে কুরায়শ বংশের বিপুল সংখ্যক লোকের এক সমাবেশ দেখতে পান। কিন্তু এ দু'দলের মধ্যে কোন যুদ্ধ হয়নি। তবে সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস একটি তীর নিক্ষেপ করেন, যা ছিল ইসলামী বাহিনীর পক্ষ থেকে তীর নিক্ষেপের প্রথম ঘটনা।

এরপর মুসলিম বাহিনী কুরায়শ সমাবেশ থেকে দূরে সরে যায়। এ সময় মুসলিম বাহিনীতে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এ সময় মুশরিকদের দল থেকে বনূ যুহরার মিত্র মিকদাদ ইব্ন আমর বাহরানী ও বনূ নওফাল ইব্ন আব্দ মানাফের মিত্র উতবা ইব্ন গায্ওয়ান ইব্ন জাবির মাযনী পালিয়ে মুসলমানদের কাছে আসেন। এঁরা দু'জন মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কাফিরদের সাথে সখ্যতা স্থাপনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। কাফিরদের নেতা ছিল আবূ জাহলের পুত্র ইকরামা। তবে ইব্ন হিশামের মতে ঐ দলের নেতা ছিল মিকরায ইব্ন হাফস। ইব্ন ইসহাক বলেন : এ পরিস্থিতিতে আবূ বকর (রা) উবায়দা ইব্ন হারিসের আভিযান সম্পর্কে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। ইব্ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদ পণ্ডিতের মতে আবূ বকর (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করেন নি।[১]

১. আয়েশা (রা) বলেন : যে ব্যক্তি বলে, আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর কবিতা আবৃত্তি করেছেন, সে মিথ্যা বলে। (বুখারী শরীফ দ্র.)

যা হোক, কবিতাটির অনুবাদ নিচে দেওয়া হল :

"মসৃণ যমীনের বালুময় জলাশয়ের পাশে অবস্থানকারিণী সালমার বিচ্ছেদ-বেদনায় এবং তোমার বংশের মধ্যে নতুন কোন বিপদের আশংকায়, তোমার নিদ্রা কি তিরোহিত হয়েছে? বনূ লুআঈয়ের মাঝে তুমি বিচ্ছিন্নতা দেখতে পাচ্ছ যাদের কোন উপদেশ এবং প্রেরণা দানকারীর কোন অনুপ্রেরণা কুফরী থেকে ফিরিয়ে রাখে না।

একজন সত্যবাদী নবী তাদের কাছে এলেন, কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং তারা তাঁকে বলল : তুমি আমাদের মাঝে বেশি দিন থাকতে পারবে না। যখনই আমরা তাদের সত্যের দিকে আহবান করেছি, তখনই তারা পেছনে ফিরে গেছে এবং নিজেদের বাড়িতে গিয়ে হাঁপানো জন্তুর মত হাঁপিয়েছে। আত্মীয়তার কারণে আমরা তাদের সাথে বারবার সদ্ব্যবহার করেছি। আর পরহেযগারী পরিত্যাগ করা তাদের জন্য আদৌ কোন চিন্তার ব্যাপার নয়।

যদি তারা তাদের কুফরী ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসে (তাহলে ভাল কথা), কেননা পবিত্র হালাল বস্তু অপবিত্র বস্তুর মত নয়। আর যদি তারা তাদের গুমরাহী ও বিদ্রোহিতায় অবিচল থাকে, তাহলে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র আযাব আসতে মোটেই বিলম্ব হবে না। আমরা তো বনূ গালিবের উঁচু স্তরের লোক। সেই সুবাদে তাদের শাখা গোত্রগুলোর কাছে আমাদের ইয্‌যত ও সম্মান রয়েছে। আমি সন্ধ্যার সময় নর্তন-কুর্দনরত উঁচু লম্বা আকৃতির উটনী, যার পিঠের উপরে বসার আসন পুরানো হয়ে গেছে, তার প্রভুর শপথ করছি।

যে সব উট সাদা পেট ও কালো পিঠধারী হরিণের মত ক্ষিপ্র এবং যারা মক্কার চারপাশে অবস্থান করে এবং কর্দমময় জলাশয়ে পানিপান করতে আসে, যদি তারা শীঘ্র তাদের গুমরাহী থেকে ফিরে না আসে (আর আমি কোন ব্যাপারে কসম খাই, তখন তা ভংগ করি না), তবে অচিরেই তাদের উপর এমন হামলা পরিচালিত হবে, যা নারীদের পবিত্র অবস্থায় পুরুষদেরকে তাদের কাছে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করবে। নিহত লোকদের চারপাশে পাখিরা ভিড় জমাবে এবং কাফিরদের প্রতি তা হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মত অনুকম্পা দেখাবে না। তুমি বনূ সাহম ও প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ ফিতনা সৃষ্টিকারী লোকদের কাছে একটি খবর পৌছে দাও; নির্বুদ্ধিতার কারণে যদি তোমরা আমার সম্মান বিনষ্ট করতে চাও, তবে আমি তোমাদের সম্মান নষ্ট করবনা।

এর জবাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাবআরী সাহমী যে কবিতা আবৃত্তি করেন, তার অনুবাদ নীচে দেওয়া হল :

ঐ ঘরের ধ্বংসস্তূপের কাছে বসে, যা বালুর নীচে চাপা পড়ে গেছে, তুমি কি এমনভাবে কাঁদছ যে, তোমার অশ্রু অবিরাম ধারায় ঝরছে ? যুগের আজব বিষয়ের মধ্যে এটিও একটি তাজ্জবের ব্যাপার; বস্তুত যুগের সকল বিষয়ই আশ্চর্যজনক, চাই তা নতুন হোক বা পুরাতন; (যা হল :) ঐ দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী, যা আমাদের মুকাবিলায় উবায়দা ইব্‌ন হারিসের নেতৃত্বে এ উদ্দেশ্যে এসেছে যে, আমরা যেন মক্কায় অবস্থিত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের মূর্তিগুলোর

সামনে নত হওয়ার অভ্যাস বর্জন করি। যখন আমরা রুদায়নার তৈরি বর্শা নিয়ে সেই দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হলাম, এমন দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে যা ধূলো উড়িয়ে চলছিল। আর আমরা এমন চকচকে তরবারি নিয়ে তাদের মুকাবিলা করেছিলাম, যার পিঠের উপর যেন লবণ লাগানো, আর সে তরবারিগুলো ছিল সিংহের মত দুর্ধর্ষ সিপাহীদের হাতে। আমরা সেই তরবারির সাহায্যে অহংকারবশে যে ঘাড় বাঁকা করে, তার ঘাড় সোজা করে দেই এবং অবিলম্বে আমাদের প্রতিশোধস্পৃহাকে শান্ত করি। তারা ভয়ে ও প্রচণ্ড ত্রাসে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। আর একজন দূরদর্শী সেনাপতির নির্দেশ তাদেরকে পুলকিত করে তুলেছে। তারা যদি সেই নির্দেশে পরিচালিত না হত (এবং আমাদের মুকাবিলায় আসত), তাহলে বিধবা নারীরা শুধু কেঁদেই বুক ভাসাত। আর তাদের নিহতরা এমনভাবে পড়ে থাকত যে, তাদের অনুসন্ধানকারী ও তাদের সম্পর্কে উদাসীনরা–তাদের খবর দিতে পারত। অতএব তুমি আবূ বকরকে আমার এ খবর জানিয়ে দাও যে, তুমি বনূ ফিহরের মান-ইয্যত রক্ষা করতে পারবে না। তুমি জেনে রাখ, আমার পক্ষ থেকে তুমি যে জবাব পাচ্ছ, তা একটি দৃপ্ত শপথ, যা একটা নতুন যুদ্ধের সূচনা করতে পারে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : আমরা এ কবিতার একটি চরণ বাদ দিয়েছি। তবে অধিকাংশ কাব্য বিশারদ পণ্ডিতেরা এটা ইব্ন যাবআরীর কবিতা বলে স্বীকার করেন না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস তাঁর তীর নিক্ষেপ সম্পর্কে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কবিতাটি নিম্নরূপ :

"আল্লাহ্র রাসূল (সা) কি জানতে পেরেছেন যে, আমি আমার সঙ্গীদেরকে আমার তীর দিয়ে রক্ষা করেছি? আমি তাদের প্রত্যেক প্রস্তরময় ও নরম যমীনে তাদের শত্রুদের অগ্রবর্তীদের প্রতিরোধ করতে থাকব। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমার পূর্বে আর কেউ দুশমনের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেনি। বস্তুত আপনার আনীত দীন সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের দীন। এ দ্বারা মু'মিনদের পরিত্রাণ দেওয়া হবে এবং কাফিরদের এ কারণে স্থায়ীভাবে লাঞ্ছিত করা হবে। হে আবূ জাহলের পুত্র ! তোমার জন্য আফসোস, তুমিতো বিপথগামী হয়েছ। এজন্য আমার প্রতি দোষারোপ করবে না। তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর (এবং দেখ তোমার পরিণতি কি হয়)।"

ইব্ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদ পণ্ডিতেরা এ কবিতা সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের বলে স্বীকার করেন না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট এ মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ হাতে মুসলমানদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যার হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেন, তিনি হল উবায়দা ইব্ন হারিস। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবওয়ার অভিযান থেকে ফিরে মদীনায় পৌঁছানোর আগেই আবূ উবায়দাকে ইসলামী ঝাণ্ডাসহ অভিযানে পাঠিয়েছিলেন।

হামযার নেতৃত্বে সায়ফুল বাহরের অভিযান

এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিমের নেতৃত্বে আরো একটি সেনাদলকে সায়ফুল বাহার অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ সেনাদলে ত্রিশজন অশ্বরোহী মুহাজির ছিলেন, কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না। এ দলটি ঈসের উপকূল ধরে যাওয়ার সময় মক্কার তিনশো অশ্বারোহী পরিবৃত্ত অবস্থায় আবূ জাহলের মুখোমুখি হল। উভয় পক্ষের মিত্র মাজদী ইব্ন আমর জুহানী এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে আড় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে কোন সংঘর্ষ ছাড়াই উভয় পক্ষ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায়।

কারো কারো মতে হামযা (রা)-এর কাছেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথম সামরিক ঝাণ্ডা তুলে দেন। আসল ব্যাপার হল উবায়দা ইব্ন হারিস এবং হামযার সেনাদল একই সময় প্রেরিত হয়। তাই ঘটনার দর্শকগণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেননি, কোন্‌টি আগে ঘটেছিল। অনেকে বলেন : এ সময় হামযা (রা) একটি কবিতাও আবৃত্তি করেছিলেন এবং তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনিই সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে সামরিক ঝাণ্ডা লাভ করেন। এরূপ কোন কবিতা যদি হামযা (রা) বলে থাকেন, তবে আল্লাহ্ চাহেন তো, তিনি সত্যই বলেছেন। কেননা তিনি কখনো অসত্য বলতেন না। আসলে কে প্রথম ঝাণ্ডা পেয়েছেন, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমাদের কাছে জ্ঞানীজনদের কাছ থেকে সংগৃহীত যে তথ্য বিদ্যমান, তা হল, উবায়দা ইব্ন হারিসই প্রথম সামরিক ঝাণ্ডা লাভ করেছিলেন।

জনশ্রুতি অনুসারে হামযা (রা) এ সময় যে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, [ইব্ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদ পণ্ডিতের মতে এটা হামযা (রা)-এর রচিত কবিতা নয়], তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :

"হে আমার জাতি ! তোমরা অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতা এবং আপন নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ মতামত ও বাচালতা থেকে সাবধান হও। সেই সব যুলুমবাজ থেকেও সাবধানও হও, যাদের যমীন বা ফসল অন্য কারো পশু বা মানুষে কখনো মাড়ায়নি। আমরা যেন তাদের সাথে শত্রুতা করছি, অথচ আমাদের তাদের সাথে কোন শত্রুতা নেই; বরং আমরা তাদের সততা ও ন্যায়বিচারের উপদেশ দিচ্ছি। আমরা তাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেই, যা তারা গ্রহণ তো করেই না, উপরন্তু তাকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত আমি ফযীলত লাভের আশায় তীব্রগতিতে তাদের উপর আক্রমণ করলাম। আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশে আমি এই (আক্রমণের) পথ বেছে নিয়েছি। যিনি আমার হাতে সর্বপ্রথম ঝাণ্ডা দিয়েছেন এবং আমার আগে আর কারো হাতে পতাকা শোভা পায়নি। এই পতাকা ছিল সেই মহাপরাক্রান্ত, সম্মানিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিজয়ের প্রতীক—যাঁর প্রতিটি কাজ সর্বোত্তম। একদিন বিকালে শত্রুরা যেই সমবেত হয়ে রওয়ান হল, তখন আমরা সকলেই ক্রোধে ও

উত্তেজনায় ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিলাম। যখন আমরা উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলাম, অমনি তারা তাদের চলা ক্ষান্ত করল এবং আমরাও আমাদের চলা থামিয়ে দিলাম এবং আমরা একে অপরের খুবই কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। তখন আমরা তাদের বললাম : আমাদের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ্‌র সঙ্গে এবং তোমাদের সম্পর্ক কেবলমাত্র গুমরাহীর সাথে। তখন আবূ জাহ্‌ল বিদ্রোহী হয়ে উগ্রমূর্তি ধারণ করল। কিন্তু আল্লাহ্ আবূ জাহ্‌লের দুরভিসন্ধি বানচাল করে দিলেন। আমরা ছিলাম মাত্র ৩০ জন অশ্বারোহী, আর তারা ছিল দু'শোর অধিক। অতএব হে লুআঈ-এর বংশধর! তোমরা তোমাদের বিপথগামী লোকদের অনুসরণ করো না এবং ইসলামের সহজ পথের দিকে ফিরে এস। কেননা আমার আশংকা, তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, তখন তোমরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌কে ডাকবে।"

তাঁর এ কবিতার জবাবে আবূ জাহ্‌ল একটি কবিতা আবৃত্তি করল। যা হল :

"আমি এ বিদ্বেষ ও গোঁয়ার্তুমি দেখে অবাক হয়ে যাই। আর অবাক হয়ে যাই বিরোধ ও গোলযোগ পাকানোর হোতাদের দেখে। আরো অবাক হই পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যমণ্ডিত রীতিনীতি বর্জনকারীদের দেখে, যারা ছিল সঠিক নেতৃত্ব ও আভিজাত্যের অধিকারী। এ দলটি আমাদের কাছে একটা মিথ্যা দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যাতে তারা আমাদের বিবেকবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করতে পারে। কিন্তু তাদের এ মিথ্যা দাবি কোন বিবেকবান লোকের বিবেককে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। আমরা তাদের বললাম : ওহে আমাদের স্বজাতিভুক্ত লোকগণ! তোমরা আপন জাতির ঐতিহ্যের সাথে বিরোধিতা করো না। কেননা ঐতিহ্যের বিরুদ্ধাচরণ চরম মূর্খতারই নামান্তর। কেননা যদি তোমরা এরূপ কর, তবে ক্রন্দনকারী মহিলারা হায় মুসীবত, হায় বিচ্ছেদের রোল তুলবে। আর তোমরা যা করেছ যদি তা পরিত্যাগ করে পৈতৃক ধর্মে ফিরে এস, তাহলে আমরা তো তোমাদেরই চাচাতো ভাই, অনুগ্রহ ও আনন্দের সাথে তোমাদের গ্রহণ করব। কিন্তু তারা জবাবে আমাদের বলল : আমরা তো মুহাম্মাদ (সা)-কে বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবানদের পসন্দমত পেয়েছি। এভাবে তারা যখন আমাদের বিরোধিতায় অটল রইল এবং ভাল ও মন্দকাজ একত্র করল, তখন আমরা সমুদ্রের পাড় থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু মাজদী ইব্‌ন আমর জুহানী এবং আমার অন্য সাথীরা আমাকে এ থেকে বিরত রাখল, অথচ এরাই আমাকে তরবারি ও তীর দিয়ে সাহায্য করেছিল। এ মহানুভবতার কারণ এই যে, আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি ছিল, যা পালন করা আমাদের জন্য জরুরী ছিল, একজন বিশ্বাসী একে দৃঢ় ও মযবূত করেছিলেন। যদি ইব্‌ন আমর না থাকত, তাহলে তাদের সংগে এমন যুদ্ধ হত যে, (ফলে) যুদ্ধের ময়দানে অবস্থানরত পাখিরা উড়ে যেত এবং এর প্রতিশোধ গ্রহণের কোন আশংকাও থাকত না। কিন্তু মাজদী এমন সম্পর্কের দোহাই দিল যে, হত্যার ব্যাপারে আমাদের হাতে তরবারির বাঁট সংকুচিত হয়ে গেল। যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে চকচকে শাণিত তরবারি নিয়ে অন্য সময় তাদের উপর হামলা করব। যে তরবারি বনূ লুআঈ ইব্‌ন গালিবের সাহায্যকারীদের হাতে থাকবে, দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগের সময় যাদের চেষ্টা সম্মানের দাবিদার।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কাব্যবিশারদ অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এ কবিতা আবূ জাহ্‌ল কর্তৃক রচিত নয়।

বুওয়াত অভিযান

ইব্‌ন ইসহাক জানান : রবিউল আউয়াল মাসেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় কুরায়শদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ সময় তিনি (সা) সাইব ইব্‌ন উসমান মাযউন (রা)-কে মদীনায় গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : চলার এক পর্যায়ে তিনি (সা) রেযা অঞ্চলের বুওয়াত[১] নামক স্থানে পৌঁছান কিন্তু কোন যুদ্ধ ছাড়াই তিনি মদীনায় ফিরে আসেন এবং এখানেই তিনি রবিউল আখিরের অবশিষ্ট অংশ এবং জুমাদিউল আউয়ালের কিছু অংশ অতিবাহিত করেন।

উশায়রা অভিযান

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুল আসাদকে গভর্নর নিয়োগ করে কুরায়শদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : প্রথমে বনূ দীনারের গিরিপথ দিয়ে এবং পরে খাব্বারের মরুভূমি অতিক্রম করে ইব্‌ন আযহারের প্রস্তরময় স্থানে একটি গাছের নিচে, যাকে 'যাতুস্-সাক' বলা হয়, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে তিনি সালাত আদায় করেন। পরবর্তীকালে সেখানে তাঁর (সা) নামে একটি মসজিদ তৈরি হয়। সেখানে তাঁর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। যা তিনি খান এবং তাঁর সঙ্গীরাও খান। এখানে রান্না-বান্নার জন্য যে চুলা নির্মিত হয়েছিল, সে স্থানটি এখনও পরিচিত। এরপর মুশতারাব নামক ঝর্ণা থেকে তাঁর জন্য খাবার পানি সংগ্রহ করা হয়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে রওয়ানা হলেন এবং খালায়েক নামক স্থানকে বাঁদিকে রেখে আবদুল্লাহ্ উপত্যকার পথ ধরে অগ্রসর হলেন, যা এখনও 'শো'বা আবদুল্লাহ্' নামে পরিচিত। এরপর তিনি বামদিকের নিচু ভূমি অতিক্রম করে ইয়ালীল নামক স্থানে পৌঁছেন এবং যাবূআ নামক মোহনায় যাত্রা বিরতি করেন। এখানকার একটি কূপ থেকে তিনি পানিপান করেন এবং মিলাল নামক মরূদ্যানের পথ ধরে সামনে চলতে থাকেন। অবশেষে তিনি সাহীরাতুল ইয়ামামের নিকট গিয়ে সাধারণের চলাচলের রাস্তায় উঠেন। তিনি (সা) সামনে অগ্রসর হয়ে ইয়াম্বু উপত্যকায় অবস্থিত আশীরা নামক স্থানে পৌঁছেন। সেখানে তিনি গোটা জুমাদিউল আউয়াল ও জুমাদিউস সানীর কয়েক দিন অবস্থান করেন। এখানে তিনি বনূ মাদলাজ ও তাদের মিত্র বনূ যামরার সংগে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে মদীনায় ফিরে যান। এখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এ অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে যা বলেছিলেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

---

১. বুওয়াত হল : জালসী ও গাওরী নামক দুটো পাহাড়ের নাম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খায়সাম মুহারিবী সূত্র পরম্পরায় আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি ও আলী আশীরা অভিযানে পরস্পরের সঙ্গী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সেখানে অবস্থান করলেন, তখন আমরা বনূ মাদলাজ গোত্রের কিছু লোককে তাদের একটি কুয়া ও খেজুরের বাগানে কাজ করতে দেখলাম। তখন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) আমাকে বললেন : হে আবূ ইয়াক্‌যান! তুমি কি আমার সঙ্গে ওদের কাছে যাবে, আমরা দেখে আসব তারা কিভাবে কাজ করে? আমি বললাম : ঠিক আছে। যেতে চান তো চলুন। আম্মার বলেন : তারপর আমরা তাদের কাছে গেলাম। কিছু সময় তাদের কাজকর্ম দেখার পর আমরা নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লাম। তখন আমরা কয়েকটি ছোট খেজুরের চারার ছায়ায় নরম যমীনের উপর নিদ্রা গেলাম। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে এসে না জাগানো পর্যন্ত আমরা জাগিনি। সেদিন তিনি আলী (রা)-এর গায়ে মাটি লেগে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তাকে বললেন : হে আবূ তুরাব ! (মাটির বাবা) তোমার এ কি দশা? তারপর তিনি বললেন : পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তিদ্বয় সম্পর্কে জানতে চাও কি? আমরা বললাম : হ্যাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) অবশ্যই জানতে চাই। তিনি বললেন : তাদের দু'জনের একজন হল : সামূদ জাতির সেই ব্যক্তি, যে সালিহ আলায়হিস সালামের উটনীকে হত্যা করেছিল। আর দ্বিতীয়জন হল সেই ব্যক্তি, যে তোমার এ ঘাড়ের উপর কোপ দিয়ে তোমাকে হত্যা করবে; ফলে তোমার এ দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হবে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কোন কোন জ্ঞানীজন আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলীকে আবূ তুরাব বলে এ জন্য ডাকতেন যে, যখন তিনি তাঁর সহধর্মিণী ফাতিমার উপর কোন ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হতেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলতেন না এবং তাঁর সঙ্গে কোন অপ্রিয় আচরণ করতেন না, বরং তিনি নিজের মাথায় কিছু ধুলোবালি মেখে চুপচাপ বসে থাকতেন। রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখনই আলী (রা)-এর মাথার ধুলোবালি দেখতে পেতেন, তখনই বুঝতেন যে, তিনি ফাতিমার উপর নাখোশ হয়েছেন। এ সময় তিনি বলতেন : হে আবূ তুরাব! তোমার কি হয়েছে? এ দু'টি বর্ণনার মাঝে কোন্‌টি সঠিক, তা আল্লাহ্-ই ভাল জানেন।

সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে আটজন মুহাজিরের একটি সেনাদল পাঠান, যাঁরা হিজাযের খাররার নামক স্থান পর্যন্ত যান এবং কোন সংঘর্ষ ছাড়াই নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, এ সেনাদলটি হামযা (রা)-এর সেনাদলের পরে প্রেরিত হয়েছিল।

সাফ্‌ওয়ান অভিযান বা প্রথম বদর অভিযান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশীরা অভিযান থেকে ফিরে এসে মদীনায় দশ দিনেরও কম কাটান। এ সময় কুরয ইব্‌ন জাবির ফিহ্‌রী মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত চারণভূমিতে

হামলা চালায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার পিছু ধাওয়া করেন। ইব্ন হিশাম বলেন : এ সময়ে তিনি যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)-কে মদীনায় ভারপ্রাপ্ত গভর্নর নিয়োগ করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তিনি তাকে ধাওয়া করতে করতে সাফ্ওয়ান নামক উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছেন। এ স্থানটি বদরের কাছাকছি অবস্থিত। তাই একে প্রথম বদর অভিযানও বলা হয়। তিনি কুরয ইব্ন জাবিরকে ধরতে পারেননি। ফলে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন এবং এখানেই জুমাদিউস সানীর বাকী অংশ এবং রজব ও শাবান মাস অতিবাহিত করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ

প্রথম বদর অভিযানের কিছুদিন পরই রজব মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শের নেতৃত্বে আটজন মুহাজিরের একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না। তিনি (সা) তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দিয়ে বললেন : একটানা দু'দিন চলার আগে এ চিঠি পড়বে না। আর পড়ার পর ঐ চিঠির নির্দেশ মুতাবিক কাজ করবে এবং সঙ্গীদের কাউকে সেই কাজ করতে বাধ্য করবে না।

মুহাজিরদের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ (রা)-এর সেনাদলে ছিলেন : (১) আবূ হুযায়ফা ইব্ন উত্বা ইব্ন রবী'আ ইব্ন আবদুশ শামস; (২) আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শ, বনূ আবদুশ্ শামস ও আবদুল মানাফের মিত্র এবং এ সেনাদলের নেতা; (৩) উক্কাশা ইব্ন মিহসান ইব্ন হুরসান, যিনি বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মার লোক ছিল; (৪) উত্বা ইব্ন গাযওয়ান ইব্ন জাবির যিনি বনূ নাওফালের মিত্র ছিলেন; (৫) সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, যিনি বনূ যোহরা ইব্ন কিলাবের লোক ছিলেন; (৬) আমির ইব্ন রবী'আ, যিনি বনূ আদী ইব্ন কা'বের অন্তর্ভুক্ত আনয ইব্ন ওয়ায়ল শাখার লোক ছিলেন; (৭) ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মানাফ ইব্ন আরীন ইব্ন সা'লাবা ইব্ন ইয়ারবু', যিনি বনূ তামীমের লোক ছিলেন; (৮) খালিদ ইব্ন বুকায়র, যিনি বনূ সা'দ ইব্ন লায়সের লোক ছিলেন এবং (৯) সুহায়ল ইব্ন বায়যা, যিনি বনূ হারিস ইব্ন ফিহরের লোক ছিলেন। এভাবে এ সেনাদলের সদস্য সংখ্যা হয় নয়জন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ দু'দিন চলার পর চিঠিখানা খুললেন। তাতে লেখা ছিল : "এ চিঠি পড়ার পর, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলার দিকে চলে যাও, সেখানে বসে কুরায়শের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ কর এবং তাদের খবর আমাকে জানাও। চিঠি পড়ে আবদুল্লাহ্ বললেন : "আদেশ শিরোধার্য।"—এরপর তিনি তাঁর সংগীদের বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে নাখলায় গিয়ে কুরায়শের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ ও তাদের খবর সংগ্রহের আদেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাকে তোমাদের কারো উপর যবরদস্তি করতে নিষেধ করেছেন। তোমাদের মাঝে যে শহীদ হতে চায় এবং যে এটা পসন্দ করে, সে আমার সঙ্গে চলুক। আর যে এটা অপসন্দ করে, সে ফিরে যাক। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পালন করব। এরপর তিনি রওয়ানা হলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর সঙ্গীরা সকলেই চললেন, কেউ পিছনে রইলেন না।

এরপর তিনি হিজাযের রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন যখন তারা বাহরান নামক স্থানে পৌছলেন, তখন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস এবং উত্‌বা ইব্‌ন গাযওয়ান তাদের স্ব-স্ব উট হারিয়ে ফেললেন। সেই উট খুঁজতে গিয়ে তারা পেছনে পড়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ ও তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গী-সাথীরা নাখলায় গিয়ে থামলেন। এ সময় তাঁদের পাশ দিয়ে একটি কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলা কিসমিস, চামড়া ও অন্যান্য বাণিজ্য পণ্য নিয়ে যাচ্ছিল। এ কাফেলার সদস্য ছিল : আমর ইব্‌ন হাযরামী, উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগীরা মাখযূমী, তার ভাই নাওফাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মাখযূমী এবং হিশাম ইব্‌ন মুগীরার আযাদকৃত গোলাম হাকাম ইব্‌ন কায়সান। ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ হাযরামীর নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাদ। অন্যমতে মালিক ইব্‌ন আব্বাদ, যে বনূ সাদাফের সদস্য। আর সাদাফের নাম হল আমর ইব্‌ন মালিক। সে ছিল বনূ সাকূন ইব্‌ন আশরাস ইব্‌ন কান্দার লোক। যাকে কান্দীও বলা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশের দলটি দেখে কুরায়শ দল ভীত হয়ে পড়ে। কেননা দলটি তাদের একেবারেই নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। উক্কাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান গিয়ে তাদের দেখলেন। তাঁর মাথা মুন্ডানো দেখে কুরায়শরা আশ্বস্ত হল এবং তারা বলল : এরা তো উমরাকারী লোক; এদের পক্ষ থেকে তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। এ ঘটনাটি ছিল রজব মাসের শেষ দিনের। মুসলিম সেনাদল কুরায়শ কাফেলা সম্পর্কে পরামর্শ করতে বসলেন। তারা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আজকের রাতে যদি এ কাফেলাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে এরা হারাম শরীফে প্রবেশ করবে এবং তখন তাদের উপর আক্রমণ করা যাবে না। আর যদি এখন তাদের হত্যা করা হয়, তবে তাও হবে নিষিদ্ধ মাসে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড। মুসলিম বাহিনী কুরায়শ কাফেলার উপর হামলা করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ও শংকিত হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠলেন এবং এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কুরায়শ কাফেলার যে কয়জনকে পারা যায় হত্যা করা হবে এবং তাদের সাথে যা আছে, তা নিয়ে নেওয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তামীমী একটি তীর নিক্ষেপ করে আমর ইব্‌ন হাযরামীকে হত্যা করলেন এবং উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও হাকাম ইব্‌ন কায়সানকে বন্দী করলেন। কুরায়শ কাফেলার অপর ব্যক্তি নাওফাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শ ও তাঁর সেনাদল কাফেলার উটের বহর ও বন্দী দু'জনকে নিয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির হলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশের বংশধরের মধ্যে থেকে কেউ কেউ জানিয়েছেন : আবদুল্লাহ্ তাঁর সঙ্গীদের কাছে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আমরা এই কাফেলা থেকে গনীমত হিসাবে যা পেয়েছি, এর এক-পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। এরপর রাসূল (সা)-এর অংশ আলাদা করে গনীমতের অবশিষ্ট মাল তিনি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আর এ ছিল গনীমতের মাল থেকে খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিধান নাযিল হওয়ার আগের ঘটনা।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর যখন তাঁরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "আমিতো তোমাদের নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে বলিনি।" এরপর তিনি কাফেলার উট ও দু'জন বন্দীর ব্যাপারটি মুলতবী রাখলেন এবং ঐ সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এ কথা বললেন, তখন এতে মদীনার মুসলিম সমাজে আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশের সম্মান ও ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হল। আর তিনি ও তাঁর দলের লোকেরা ভাবলেন যে, তাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। মুসলমানরা তাদের এ কাজের জন্য তাদের তিরস্কার করলেন। অপরদিকে কুরায়শরা বলতে লাগল, "মুহাম্মাদ ও তাঁর সহচররা নিষিদ্ধ মাসকে হালাল করে নিয়েছে। তারা এ মাসে রক্তপাত ঘটিয়েছে, অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন ও লোকদের বন্দী করেছে।" মক্কাতে অবস্থানকারী কিছু মুসলিম এর জবাবে বললেন : "মুসলমানরা যা কিছু করেছে, তা শাবান মাসে করেছে।" আর ইয়াহূদীরা এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য একটি অশুভ ঘটনা হিসাবে গণ্য করল। তারা বলল : আমর ইব্ন হাযরামীকে ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ হত্যা করেছে। আমর শব্দ থেকে স্পষ্ট যে, 'যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে', হাযরামী শব্দ থেকে স্পষ্ট যে, 'যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী' এবং ওয়াকিদ শব্দ থেকে স্পষ্ট যে, 'যুদ্ধের লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত হয়েছে।' এ অশুভ প্রচারণার প্রতিফল আল্লাহ্ তাদের উপর বর্তান এবং এতে তাদের কোন উপকার হয়নি। এ প্রচারণা যখন চরম আকার ধারণ করল, তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের (সা) উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন :

"পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে। বলুন, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে বাধা দেওয়া, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাদের এ থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট তার চাইতে অধিক অন্যায়।" অর্থাৎ যদি তোমরা নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করে থাক, তবে তো তারা তোমাদের, আল্লাহ্কে অস্বীকার করার পাশাপাশি আল্লাহ্র রাস্তা থেকে এবং মসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছে। আর তোমরা এর বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও এ থেকে তোমাদের বের করে দেওয়া, তাদের মধ্যে থেকে তোমরা যাকে হত্যা করেছ, তার হত্যার চাইতে আল্লাহ্র নিকট এ কাজ খুবই অন্যায়! "ফিতনা হত্যার চাইতে ভীষণ অন্যায়", অর্থাৎ কাফিররা তো মুসলমানদের ঈমান আনার পর তাদের পুনরায় কুফরীতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালাত, তাদের এ কাজ আল্লাহ্র নিকট হত্যার চাইতে অধিক গুনাহের কাজ। তারা সব সময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, অর্থাৎ আরো তাজ্জবের ব্যাপার এই যে, তারা এ ধরনের নিকৃষ্টতম অপরাধে অটল রয়েছে এবং তারা এ থেকে তাওবা করছে না এবং এ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না। কুরআনের এ স্পষ্ট বিধান যখন নাযিল হল এবং এ দিয়ে আল্লাহ্ মুসলমানদের ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাফেলার উট ও বন্দীদের গ্রহণ করলেন। কুরায়শরা উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও হাকাম ইব্ন কায়সানের মুক্তিপণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠালে

তিনি বললেন : আমরা এ দু'জনের মুক্তিপণ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করব না, যতক্ষণ না আমাদের দু'জন সঙ্গী সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ও উত্‌বা ইব্‌ন গাযওয়ান ফিরে আসে। কেননা আমরা তোমাদের দ্বারা তাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা করছি। যদি তোমরা তাদের হত্যা করে থাক, তবে আমরাও তোমাদের এ সাথীদ্বয়কে হত্যা করব। এরপর সা'দ ও উত্‌বা ফিরে আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও হাকাম ইব্‌ন কায়সানকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন। এরপর হাকাম ইব্‌ন কায়সান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাচ্চা মুসলমান হয়ে যান। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছেই থেকে যান এবং বীরে মাউনার ঘটনায় তিনি শহীদ হন। আর উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মক্কায় ফিরে যায় এবং সেখানে কাফির অবস্থায় মারা যায়।

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ (রা) এবং তাঁর সঙ্গীদের ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা যখন দূর হল, তখন তাঁরা বিনিময়প্রাপ্তির আশা করলেন।

তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা কি এখন আশা করতে পারি যে, যা ঘটে গেছে তা একটি অভিযান হিসাবে গণ্য হবে এবং এর বিনিময়ে আমাদের মুজাহিদদের মত পুরস্কার দেওয়া হবে? তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন :

"যারা ঈমান আনে এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত ও জিহাদ করে, তারাই আল্লাহ্‌র রহমত প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

মহান আল্লাহ্ তাদের এ ব্যাপারে বড়ই আশান্বিত করলেন।

এ সম্পর্কে যুহরী ও ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান (র) সূত্রে 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশের বংশধরদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)-কে হালাল করলেন, তখন যে বা যারা তা যুদ্ধ করে অর্জন করেছে, তাদের জন্য চার-পঞ্চমাংশ এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য এক-পঞ্চমাংশ বরাদ্দ করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ কুরায়শ কাফেলার উটের ব্যাপারে যেরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র বিধানেও সেরূপই হল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ গনীমতই ছিল মুসলমানদের যুদ্ধ করে পাওয়া প্রথম গনীমতের মাল। আমর ইব্‌ন হাযরামীই মুসলমানদের হাতে নিহত প্রথম ব্যক্তি এবং 'উসমান ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ও হাকাম ইব্‌ন কায়সান মুসলমানদের হাতে প্রথম যুদ্ধবন্দী।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শের লোকেরা যখন কুৎসা রটাতে লাগল যে, মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা নিষিদ্ধ মাসকে হালাল মনে করেছেন। এ মাসে তাঁরা রক্তপাত ঘটিয়েছেন এবং অন্যের সম্পদ কেড়ে নিয়েছেন, আর লোকদের বন্দী করেছেন, তখন আবূবকর সিদ্দীক (রা) এবং অন্য মতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ (রা) নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে তার জবাব দেন :

"নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ডকে তোমরা বিরাট অপরাধ মনে করছ অথচ বিবেকবান লোক সুবিবেচনার আলোকে যদি বিচার করে, তবে তার চেয়ে বড় অপরাধ হল তোমাদের মুহাম্মদের

দাওয়াতের বিরোধিতা করা এবং তাঁকে অস্বীকার করা। আল্লাহ্ সব কিছু দেখেন এবং এর সাক্ষী। আর আল্লাহ্র মসজিদ থেকে তার অধিবাসীদের এ উদ্দেশ্যে তোমাদের বের করে দেওয়া, যাতে আল্লাহ্র ঘরে আল্লাহ্কে সিজদাকারী কাউকে দেখা না যায়। যদি তোমরা এ হত্যাকাণ্ডের জন্য আমাদের দোষারোপ কর, আর তোমাদের কোন বিদ্রোহী ও হিংসুটে লোক এ ধরনের গুজবের মাধ্যমে ইসলামের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায়, তবে শুনে রাখ, যখন ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করল, তখন আমরা নাখলা নামক স্থানে ইব্ন হাযরামীর রক্তে আমাদের তীর রঞ্জিত করলাম। আর উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ আমাদের হাতে বন্দী রয়েছে; রক্তমাখা শিকলে সে বাঁধা আছে।"

কা'বার দিকে কিবলার পরিবর্তন

ইব্ন ইস্হাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আসার আঠার মাসের প্রথমদিকে শাবান মাসে কিবলার দিক পরিবর্তিত হয়।

বদর যুদ্ধ[১]

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনতে পেলেন যে, কুরায়শদের একটি বিরাট কাফেলা নিয়ে আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারব সিরিয়া থেকে আসছে। ঐ কাফেলার সাথে কুরায়শদের বহু ধন-সম্পদ ও বাণিজ্য-পণ্য রয়েছে। ঐ কাফেলায় মাখরামা ইব্ন নাওফাল, ইব্ন আহয়াব ইব্ন 'আবদ মানাফ ইব্ন যুহরা ও আমর ইব্ন 'আস ইব্ন ওয়ায়ল ইব্ন হিশামসহ ত্রিশ বা চল্লিশজন কুরায়শ রয়েছে। ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ খবর শোনার পর মুসলমানদের তাদের দিকে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বললেন যে, তোমরা এ কুরায়শ কাফেলার দিকে এগিয়ে যাও। আল্লাহ্ এ থেকে তোমাদের কিছু সম্পদ দান করবেন। অনেকে তাঁর প্রেরণায় তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন, অবশ্য কিছু লোক একটু গড়িমসি করলেন। কারণ তারা ধারণা করতে পারেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন। ওদিকে আবূ সুফইয়ান হিজাযের কাছাকাছি এসে খোঁজখবর নিতে লাগল। সে প্রত্যেক আরোহীকে জিজ্ঞেস করতে থাকল। কারণ মুসলমানদের নিয়ে সে ভীষণ সন্ত্রস্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু আরোহী তাকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিল যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর সহচরদের তোমার ও তোমার কাফেলার ওপর আক্রমণ চালাতে বলেছেন। এ কথা শুনে সে সতর্ক হয়ে গেল। সে যামযাম ইব্ন 'আমর গিফারীকে তৎক্ষণাৎ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিল। তাকে বলে দিল, সে যেন কুরায়শ গোত্রের কাছে গিয়ে বলে, তারা তাদের ধন-সম্পদ

১. গিফার গোত্রের বদর নামক এক ব্যক্তির খনন করা কুয়ার নাম বদর। কারো কারো মতে, বদর ছিল কুরায়শ বংশের অন্যতম পূর্বপুরুষ কুরায়শের ছেলের নাম। শা'বীর মতে বদর নামক এক ব্যক্তির মালিকানায় থাকার কারণে এই কুয়াটির নাম হয়েছে বদর।

নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু সশস্ত্র লোকসহ এগিয়ে আসে। আর সংবাদ দেবে যে, মুহাম্মদ তাঁর দলবল নিয়ে তাদের কাফেলাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। যামযাম দ্রুতগতিতে মক্কার দিকে রওয়ানা হল।

আতিকা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন আব্বাস ও উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে বর্ণিত আছে যে, যামযামের মক্কা পৌঁছার তিন দিন আগে আতিকা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব একটি স্বপ্ন দেখে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি তার ভাই আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকে ব্যাপারটা জানিয়ে বললেন : হে আমার ভাই! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আজ রাতে একটা স্বপ্ন দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। তোমার সম্প্রদায়ের ওপর কোন বিপদ নেমে আসে কিনা, তা ভেবে আমি শংকিত। সুতরাং আমি তোমাকে যা বলব, তা কাউকে বলো না।

আব্বাস তাকে বললেন : তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ?

আতিকা বললেন : দেখলাম, একজন উট সওয়ার মক্কার পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমিতে এসে নামল। এরপর সে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলল : সাবধান, হে কুরায়শ! তিন দিনের মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। তারপর দেখলাম, তার পাশে জনতা সমবেত হয়েছে। এরপর সে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করল এবং লোকজনও তার পেছনে পেছনে ঢুকল। সকল লোক যখন তার পাশে সমবেত হল, তখন হঠাৎ তার উটটি তাকে নিয়ে কা'বাগৃহের ভেতরে গিয়ে উঠল। তারপর সে পুনরায় চিৎকার করে বলল : "হে কুরায়শ, তিন দিনের মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।" এরপর তার উট তাকে নিয়ে আবূ কুবায়স পাহাড়ের উপর আরোহণ করল। তারপর সে আবার সেই একই কথা চিৎকার করে বলল। এরপর সে সেখানে থেকে বিরাট একটা পাথর গড়িয়ে ফেলল। পথরটা গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের পাদদেশে পড়তেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং মক্কার প্রত্যেক বাড়িতে তার কোন না কোন টুকরো গিয়ে পড়ল।

আব্বাস বললেন : এটা একটা ভয়াবহ স্বপ্ন। তুমি কাউকে এটা বলবে না, বরং তা সম্পূর্ণ গোপন রাখবে।

এরপর আব্বাস বাইরে বেরুতেই তাঁর বন্ধু ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আর সাথে তার দেখা হল। তিনি তাকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানালেন এবং তাকে সাবধান করে দিলেন, যেন কারো কাছে প্রকাশ না করে। ওয়ালীদ ব্যাপারটা তার পিতা 'উত্‌বাকে জানাল। এভাবে কথাটা সমগ্র মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল। কুরায়শ গোত্রের প্রত্যেক মজলিসে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

আব্বাস বলেন : আমি পরদিন সকালে কা'বা শরীফ তওযাফ করতে গেলাম। আবূ জাহ্‌ল সেখানে কুরায়শের একদল লোকের সাথে আতিকার স্বপ্ন নিয়ে কথা বলছিল। আবূ জাহ্‌ল আমাকে দেখেই বলল : হে আবুল ফযল। তওয়াফ শেষ করে এদিকে এস।" তওয়াফ শেষে

আমি যথারীতি তাদের কাছে গিয়ে বসলাম। আবূ জাহ্‌ল আমাকে বলল : হে বনূ আবদুল মুত্তালিব! এই মহিলা নবীর আবির্ভাব তোমাদের মধ্যে কবে ঘটল এবং কবেইবা সে এই সব কথাবার্তা বলেছে?

আমি বললাম : 'কিসের কথাবার্তা?'

আবূ জাহ্‌ল বলল : আতিকার দেখা সেই স্বপ্নের কথা।

আমি বললাম : সে কি স্বপ্ন দেখেছে?

আবূ জাহ্‌ল বলল : হে বনূ আবদুল মুত্তালিব! এ যাবৎ তো তোমাদের পুরুষরা নবুওয়তী করত, কিন্তু এখন দেখছি তোমাদের মহিলারাও নবুওয়তী শুরু করে দিয়েছে। আতিকা নাকি স্বপ্নে দেখেছে, কে বলেছে, তিন দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাও। আমরা তোমাদের জন্য তিন দিন অপেক্ষা করব। যদি কথা সত্য হয়, তাহলে তো যা হবার তাই হবে। আর যদি তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও কোন কিছু না ঘটে, তাহলে আমরা লিখিত ঘোষণা জারী করে দেব যে, সমগ্র আরবে তোমাদের মত মিথ্যুক পরিবার আর নেই।

আব্বাস বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি আবূ জাহ্‌লের কথার কোন জবাব দিলাম না, বরং আমি ঘটনা অস্বীকার করে বললাম, আতিকা কোন স্বপ্ন দেখেনি।

আব্বাস বলেন : এরপর আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। বিকালে বনূ আবদুল মুত্তালিবের সকল মহিলা আমার কাছে এসে বললেন : এই পাপিষ্ঠ খবিসকে (অর্থাৎ আবূ জাহ্‌ল) তোমরা কেন এত সহ্য করছ? এতদিন সে তোমাদের পুরুষদের যা ইচ্ছা তাই বলেছে, আর এখন সে তোমাদের নারীদেরকেও যা ইচ্ছা তাই বলতে শুরু করেছে! তুমি এ সব শুনছ, অথচ তোমার কোন সম্ভ্রমবোধ জাগছে না!

আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! আমি ভীষণ বিব্রতবোধ করছি। আমি বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখাইনি বটে, তবে ওকে আমি দেখে নেব। তোমাদের হয়ে যা করা দরকার তা আমি করবই।

রাবী বলেন : আতিকার স্বপ্নের তৃতীয় দিন আমি সেখানে গেলাম। আমি তখন ক্রোধে উন্মাদ প্রায় ছিলাম। ভাবছিলাম, ব্যাটার সাথে যে আচরণ করা দরকার ছিল, তার একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। আবার যদি সুযোগ পাই, তবে যা আমি করতে পারিনি, তা করে দেখাব। রাবী বলেন : আমি মসজিদে প্রবেশ করে আবূ জাহ্‌লকে দেখতে পেলাম। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার দিকে এগুতে লাগলাম, আর অপেক্ষা করতে লাগলাম যে, সে সেদিন যে সব কথা বলেছিল, তার কোন কথার আজ পুনরাবৃত্তি করলেই আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। আবূ জাহ্‌ল ছিল হালকা পাতলা গড়নের। কিন্তু তার চাহনি ছিল তীক্ষ্ণ, ভাষা ছিল ধারালো ও বলিষ্ঠ। সহসা কি যেন হল। সে দ্রুত মসজিদের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আমি মনে মনে বললাম : আল্লাহ্‌র অভিশাপ হোক ওর ওপর। ওর কি হয়েছে? ওর সমগ্র দেহ জুড়ে এরূপ ভীতি সন্ত্রাস কেন? এসব কি আমার গালমন্দের ভয়ে? কিন্তু অচিরেই আমি বুঝতে পারলাম, সে

যামযাম ইব্‌ন আমর গিফারীর হাঁকডাক শুনতে পেয়েছে, যা আমি শুনতে পাইনি। যামযাম মক্কার মরুভূমিতে এসে তার উটের উপর বসে চিৎকার করে বলছিল : "হে কুরায়শরা! মহাবিপদ! মহাবিপদ! তোমাদের মালামাল বহনকারী যে কাফেলা আবূ সুফইয়ান নিয়ে আসছে, মুহাম্মদ তাঁর অনুচরদের এর পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। মনে হয় তোমরা তা আর রক্ষা করতে পারবে না। সাহায্য করতে ছুটে যাও। সাহায্য করতে ছুটে যাও!"

গিফারী চিৎকার করে এ কথাগুলো বলার আগে উটের নাক রষি কেটে, হাওদা উল্টিয়ে দিয়ে এবং নিজের পরনের জামা ছিঁড়ে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

কুরায়শদের রণ-প্রস্তুতি

ভয়াবহ ঘটনার কারণে আমরা কেউ কারো প্রতি মনোযোগী হতে পারলাম না। লোকজন অতিদ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল। তারা বলতে লাগল : মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা আমাদের এ কাফেলাকে কি ইব্‌ন হাযরামীর কাফেলার মত মনে করেছে ? আল্লাহ্‌র কসম! কখনো এরূপ নয়। এবার তারা অবশ্যই অন্য রকম অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

কুরায়শের লোকজন এবার কেউ পিছিয়ে রইল না। প্রত্যেকেই হয় নিজে যোদ্ধার বেশে ময়দানে রওয়ানা হল, নয় নিজের বদলে কাউকে পাঠাল। একমাত্র আবূ লাহাব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ছাড়া কুরায়শের নেতৃস্থানীয় আর কোন ব্যক্তি বাদ থাকল না। সে 'আসী ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধ করতে পাঠাল। 'আসীর কাছে আবূ লাহাবের চার হাজার দিরহাম পাওনা ছিল। সে দারিদ্র্যের কারণে তা পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। সেই পাওনা টাকার বিনিময়ে তাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে আবূ লাহাব বাড়ি বসে থাকল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নুজায়হ বলেছেন যে, আবূ লাহাব ছাড়া আরো এক ব্যক্তি যুদ্ধে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর সে ছিল উমাইয়া ইব্‌ন খালফ। সে ছিল মোটা-সোটা এক রাশভারী বৃদ্ধ। সে যুদ্ধে যাবে না শুনে 'উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আইত তার কাছে এল। উমাইয়া তখন মাসজিদুল হারামে তার লোকজনের সাথে বসে ছিল। 'উক্‌বা উমাইয়ার সামনে একটি আগুন ভর্তি পাত্র রাখল, যাতে আগরবাতি ছিল; এরপর সে তাকে বলল : হে আবূ আলী, তুমি এর ঘ্রাণ নাও। কারণ তুমি তো মেয়ে মানুষ। তখন লজ্জায় ও অপমানে উত্তেজিত হয়ে উমাইয়া বলল : আল্লাহ্ তোমাকে অপদস্থ করুন এবং তোমার কাজকে অপসন্দ করুন। এরপর বুড়ো উমাইয়া যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল এবং সকলের সাথে রওয়ানা হয়ে গেল।

বনূ বাকর ও কুরায়শের মধ্যে যুদ্ধের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শ বাহিনীর রণসজ্জা ও যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন হল, তখন তারা বনূ বাকর ইব্‌ন আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানার সাথে তাদের অতীতে

সংঘটিত যুদ্ধের কথা মনে করে চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা বলল : আমরা আশংকা করছি যে, বনূ বাকর পেছন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে।

বনূ আমিরের কোন এক ব্যক্তি সাঈদ ইবন মুসায়্যাব সূত্রে আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন, সে প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, কুরায়শ এবং বনূ বাকরের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তার কারণ ছিল হাফস ইব্‌ন আখ্‌য়াফের ছেলের হত্যা। যে ছিল বনূ মু'আয়স্ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর সদস্য। সে একদা একটি হারানো উটের সন্ধানে যাজ্‌নান নামক স্থানে যায়। এ সময় সে ছিল অল্প বয়সের একটি ছেলে। তার মাথায় ছিল লম্বা চুল এবং পরিধানে ছিল সুন্দর পরিপাটি পোশাক, আর তার শরীরের রং ছিল উজ্জ্বল ফর্সা। সে আমির ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালূহ্-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল, যে বনূ ইয়ামার ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানার লোক ছিল এবং সে যাজনানে ছিল। এ সময় সে ছিল বনূ বাকরের সরদার। সে ছেলেটিকে দেখে বিস্মিত হল এবং জিজ্ঞেস করল : হে ছেলে, তুমি কে ? সে বলল : আমি হাফ্‌স ইব্‌ন আখ্‌য়াফ কুরায়শীর ছেলে। যখন সে ফিরে চলে গেল, তখন আমির ইব্‌ন ইয়াযীদ বলল : হে বনূ বাকর ! কুরায়শদের কাছে তোমাদের কোন খুন পাওনা নেই কি? তারা বলল : আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই, তাদের কাছে আমাদের অনেক খুন পাওনা আছে। সে বলল : যদি কেউ এ ছেলেটিকে তার নিজের কোন ব্যক্তির বদলে খুন করে, তবে সে তার নিজের খুনের পূর্ণ প্রতিশোধ নিতে পারবে।

একথা শোনার পর বনূ বাকরের এক ব্যক্তি ঐ ছেলেটির পিছু নিল এবং সে তাকে ঐ খুনের বদলায় হত্যা করল, যা কুরায়শের কাছে পাওনা ছিল। কুরায়শরা এ হত্যার ব্যাপারে কথাবার্তা বলায় আমির ইব্‌ন ইয়াযীদ বলল : হে বনূ কুরায়শ! তোমাদের কাছে আমাদের অনেক খুন পাওনা আছে। এ জন্য আমরা তাকে হত্যা করেছি! এখন তোমরা যা খুশি করতে পার। যদি তোমরা চাও, তবে তোমাদের যিম্মায় যা আছে, তা আদায় করে দাও এবং আমাদের যিম্মায় যা আছে, তা আমরা আদায় করে দেব। আসলে খুনের ব্যাপার তো এরূপ যে, একজনের বদলে আরেকজনকে খুন করা হয়। এখন যদি তোমরা আমাদের যিম্মায় তোমাদের যে খুন পাওনা আছে, এর দাবি পরিহার কর; তবে আমরাও তোমাদের যিম্মায় আমাদের যে খুন পাওনা আছে, সে দাবি পরিত্যাগ করব।

বস্তুত কুরায়শ গোত্রের মধ্যে এ ছেলেটির হত্যা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না হওয়ায় তারা বলল : 'আচ্ছা, জানের বদলে জান।' অবশেষে তারা ছেলেটির হত্যার কথা ভুলে যায় এবং তার রক্তের বিনিময় দাবি করল না।

এ ঘটনার কিছুদিন পর ঐ ছেলের ভাই মিকরায ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন আখ্‌রাফ 'মাররা-জাহ্‌রানের' পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিল। হঠাৎ সে আমির ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালূহ্‌কে উটের উপর আরোহিত অবস্থায় দেখল। যখন সে তাকে দেখল, তখন-ই সে তার কাছে চলে

গেল। সে তার উট তার পাশে নিয়ে বসাল। এ সময় আমিরের তরবারি কোষবদ্ধ ছিল। মিক্‌রায তরবারি নিয়ে তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করল এবং সে তরবারি তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তাকে মক্কায় নিয়ে এসে, রাতের মাঝেই কা'বার পর্দার সাথে ঝুলিয়ে রাখল। সকালবেলা কুরায়শরা জেগে দেখল যে, 'আমির ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আমিরের তরবারি কাবার পর্দার সাথে ঝুলছে। তখন তারা বলল : এটা তো 'আমির ইব্‌ন ইয়াযীদের তরবারি। মিক্‌রায ইব্‌ন হাফস তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করেছে। এটাই ছিল তাদের যুদ্ধের অবস্থা।

তারা যখন তাদের এ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তখন মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করে। ফলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় কুরায়শরা বদর প্রান্তরে যাওয়ার ইরাদা করে। সে সময় তাদের ও বনূ বাকরের মধ্যে যে তিক্ত সম্পর্ক ছিল, তা তাদের মনে পড়ে; ফলে তারা তাদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আশংকা করতে থাকে। আমির ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আমিরের হত্যায় মিকরায ইব্‌ন হাফ্‌সের কবিতা :

"আমি যখন আমিরকে দেখলাম, তখন আমার ভাইয়ের খণ্ডিত
দেহ-অংশের কথা আমার মনে পড়ল।
আমি মনে মনে বললাম : এই সেই আমির, তুমি এর
থেকে ভয় পেয়ো না, আর দেখ যে কোন ধরনের বাহন।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, যদি আমি তার উপর তরবারি দিয়ে যথাযথভাবে আঘাত করতে পারি, তাহলে সে অবশ্যই হালাক হবে।

আমি আমার মনকে শক্ত করলাম এবং এমন বীর যোদ্ধার
উপর আঘাত করলাম, যে ছিল অভিজ্ঞ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।
যখন আমরা উভয়ে মুখোমুখি হলাম, তখন একথা স্পষ্ট হয়ে
গেল যে, আমি চরিত্রহীন, কাপুরুষ মা-বাপের সন্তান ছিলাম না।
আমি তার থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং আমি প্রতিশোধ নেওয়ার
কথা ভুলতে পারিনি; আর এ ধরনের প্রতিশোধের কথা
কেবল অজ্ঞ লোকেরাই ভুলতে পারে।"

সুরাকার দায়িত্ব গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন রুমান 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যখন কুরায়শরা রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করল, তখন তাদের এবং বনূ বাকরের মধ্যকার খারাপ সম্পর্কের কথা মনে পড়ল। ফলে তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের নিকটবর্তী হল। এ সময় ইবলীস সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শাম মুদলাজীর আকৃতিতে তাদের সামনে হাযির হল, আর সুরাকা ছিল কিনানা বংশের অন্যতম সরদার। সে কুরায়শদের

লক্ষ্য করে বলল : তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, বনূ কিনানা যদি তোমাদের উপর এমন কোন কিছু করে, যা তোমরা অপসন্দ কর, তবে এর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি। এ কথা শুনে কুরায়শরা দ্রুত রওয়ানা দিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাত্রা

ইব্ন ইসহাক বলেন : রমযান মাসের কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বের হলেন। ইব্ন হিশাম বলেন : সে দিন ছিল রমযানের আট তারিখ, সোমবার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা)-কে লোকদের নিয়ে সালাতে ইমামতি করার দায়িত্বে রেখে যান। এরপর তিনি (সা) 'রাওহা' থেকে আবূ লুবাবা (রা)-কে মদীনার অস্থায়ী শাসক বানিয়ে ফেরত পাঠান।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ সময়ে তিনি মুস'আব ইব্ন উমায়র ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন আবদুদ্দার (রা)-এর হাতে একটি সাদা পতাকা তুলে দেন। ইব্ন ইসহাক আরো বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দু'টি কাল পতাকা ছিল। এর একটি ছিল আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর হাতে, এ পতাকার নাম ছিল উকাব বা ঈগল। আর অপরটি ছিল জনৈক আনসারী সাহাবীর হাতে।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের উটের সংখ্যা

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিনীতে সেদিন সত্তরটি উট ছিল। তারা পালাক্রমে এগুলোতে আরোহণ করতে লাগলেন, রাসূল (সা), আলী ও মারসাদ একটি উটের পিঠে পালাক্রমে চড়তে লাগলেন। আর হামযা, যায়দ ইব্ন হারিসা, আবূ কাব্শা ও আনাসা (রা) চড়লেন আর একটিতে। আর একটিতে চড়তে লাগলেন আবূ বকর, উমর ও আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সেনাবাহিনীর পশ্চাৎভাগে বনূ মাযিন ইব্ন নাজ্জারের সদস্য কায়স ইব্ন আবূ সা'সা'আকে নিযুক্ত করেন।

ইব্ন হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী আনসারদের পতাকা ছিল সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর হাতে।

বদরের পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে মক্কার পথ ধরে চলতে লাগলেন এবং মদীনার বাইরের পার্বত্য পথ ধরে পর্যায়ক্রমে 'আকীক, যুল-হুলায়ফা, উলাতুল জায়শ, তুরবান, মালাল, গামীসুল হাম্মাম, পরে সাখীরাতুল ইয়ামাম ও সাইয়ালা হয়ে ফজজুর রাওহাতে পৌঁছেন। এরপর তিনি (সা) শানুকায় পৌঁছে সমতল রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন।

সেখান থেকে তিনি (সা) আরকুয-যাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে এক বেদুঈনের সাথে তাঁদের দেখা হল। তাঁরা তাকে কুরায়শদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তাঁরা তার থেকে

কোন খবর পেলেন না। তখন ঐ বেদুঈনকে বলা হল : তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম কর। তখন সে জিজ্ঞেস করল :

"তোমাদের মধ্যে কি আল্লাহ্র রাসূল আছেন? বলা হল : হ্যাঁ। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করে বলল : আপনি যদি আল্লাহ্র রাসূল হয়ে থাকেন, তাহলে বলুন তো আমার এই উষ্ট্রীর গর্ভে কি আছে? তখন সালামা ইব্ন সুলামা (রা) তাকে বললেন : 'তুমি এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করো না। আমার কাছে এস। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। তুমি ঐ উষ্ট্রীটির সাথে সংগম করেছিলে। তাই এর পেটে তোমার ঔরসের একটা উটের বাচ্চা আছে।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ সাহাবীকে বললেন : তুমি চুপ কর। তুমি লোকটার সাথে অশ্লীল কথা বলেছ। এ কথা বলে তিনি (সা) সালামা (রা) থেকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাওহার সাজাজ নামক কূপের নিকট গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন। সেখান থেকে আবার রওয়ানা হলেন। একটা মোড়ে পৌঁছে তিনি (সা) মক্কার পথ বামে ছেড়ে নাযিয়াকে ডানদিকে রেখে, বদর অভিমুখে চলতে লাগলেন। বদরের নিকটবর্তী একটি জায়গায় পৌছে তিনি রাহকান নামক একটি উপত্যকা আড়াআড়িভাবে পাড়ি দিলেন। এই উপত্যকাটি নাযিয়া ও সাফ্রা গিরিপথের মাঝখানে অবস্থিত। এরপর তিনি (সা) সাফরার নিকট পৌঁছলেন। এখানে পৌঁছে তিনি (সা) বাস্বাস ইব্ন আমর জুহানী ও 'আদি ইব্ন আবূ যাগবা (রা) জুহানীকে আবূ সুফইয়ান ও অন্যদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর দিতে বদর এলাকায় পাঠালেন। তাদেরকে পাঠানোর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রওয়ানা হলেন। যখন দুই পর্বতের মধ্যবর্তী জনপদ সাফরার কাছে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি পর্বতদ্বয়ের নাম জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন : একটির নাম মুসাল্লাহ্, অপরটির নাম মুখ্যি। এরপর তিনি (সা) সেখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন তাঁকে বলা হল : তারা হল বনূ গাফ্ফারের দু'টি শাখা-বনূ নার এবং বনূ হুরাক। এই নাম দুটো শুনে তিনি (সা) বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং এই দুই পর্বতের মাঝখান দিয়ে যেতে চাইলেন না। বস্তুত তিনি (সা) এ পর্বতদ্বয়ের এবং এর অধিবাসীদের নামকে অশুভ হিসাবে গণ্য করলেন।[১] এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় পর্বত এবং সাফরা জনপদটি বামে রেখে, ডানদিকের যাফ্রান নামক উপত্যকা আড়াআড়ি পাড়ি দিয়ে অপর পারে গিয়ে যাত্রা বিরতি করল।

এই সময় তিনি জানতে পারলেন যে, কুরায়শ গোত্র তাদের বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করতে সদলবলে মক্কা থেকে যাত্রা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ খবর তাঁর সাহাবীদের জানালেন এবং এ মুহূর্তে তাঁদের কি করা উচিত, সে সম্পর্কে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন। সর্বপ্রথম আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর মতামত অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যক্ত করলেন। তারপর দাঁড়ালেন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এবং তিনিও চমৎকারভাবে নিজের বক্তব্য পেশ

১. এর অর্থ এ নয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন শুভাশুভ বা মঙ্গলামঙ্গল সংক্রান্ত কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়েছেন; বরং তিনি শুধু খারাপ নামের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

করল। এরপর মিকদাদ ইব্‌ন আমর (রা) উঠে বললেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্ আপনাকে যা করতে নির্দেশ দেন, আপনি তা-ই করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আল্লাহ্‌র কসম! বনূ ইসরাঈল যেমন মূসা (আ)-কে বলেছিল : তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে রইলাম, আমরা সে রকম কথা আপনাকে বলব না, বরং আমরা বলব : আপনি এবং আপনার রব যুদ্ধে যান আমরাও আপনার ও আপনার রবের সহযোদ্ধা হয়ে যুদ্ধ করব। সেই মহান আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সুদূর ইয়ামানের (মতান্তরে আবিসিনিয়ার) বারকুল গিমাদেও যান, তাহলেও আমরা আপনার সঙ্গী হয়ে সেখানে যাব।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিকদাদ (রা)-কে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁর কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।

আনসার সাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরামর্শ চাওয়া

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারদের সম্বোধন করে বললেন : "তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।" আনসারদের এত গুরুত্ব দানের কারণ ছিল এই যে, তাঁরা ছিলেন মুসলমানদের সাহায্যকারী। তাঁরা যখন আকাবাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে-বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি যতদিন আমাদের আবাসভূমিতে না যাবেন, ততদিন আমরা আপনার দায়দায়িত্ব বহন করতে অপারগ। যখন আপনি আমাদের কাছে যাবেন, তখন আপনি আমাদের দায়িত্বে থাকবেন। আমরা আমাদের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদের যেভাবে সব রকমের বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকি, ঠিক সেইভাবে আপনাকে রক্ষা করব।" এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশংকা করেছিলেন যে, আনসাররা হয়তো মনে করতে পারে যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হলেই কেবল তাঁদের উপর তাঁর সাহায্য করার ও তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের আবাসভূমির বাইরে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে যেতে চাইলে, তাঁর সাথে যাওয়া তাঁদের দায়িত্ব নয়। এ প্রেক্ষিতে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারদের কাছে পরামর্শ চাইলেন, তখন সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) তাঁকে বললেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি বোধহয় আমাদের মতামত জানতে চাইছেন।" তিনি (সা) বললেন : হ্যাঁ। সা'দ (রা) বললেন : "আমরা তো আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার দাওয়াতকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা পরম সত্য। আর এই প্রত্যয়ের ভিত্তিতেই আমরা আপনার কাছে অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমরা আপনার নির্দেশ মানব ও আপনার আনুগত্য করব। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! তাই আপনি যা ভালো মনে করেন, তা-ই করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি এবং থাকব। আল্লাহ্‌র কসম! আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে যান এবং তাতে ঝাঁপ দেন, তবে আমরাও আপনার সঙ্গে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের একটি লোকও আপনাকে ছেড়ে পেছনে থাকবে না। আগামীকাল যদি আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুর

মুকাবিলা করতে চান, তবে তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। আমরা যুদ্ধে ধৈর্যশীল এবং শত্রুর মুকাবিলায় অবিচল। আশা করি, আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের এমন কৃতিত্ব দেখবার সুযোগ দেবেন যাতে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আপনি আল্লাহ্র রহমতের উপর নির্ভর করে আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলুন।"

সা'দ (রা)-এর বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুশি হলেন এবং খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে। তোমরা বেরিয়ে পড়। আল্লাহ্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, দুই দলের একদল আমাদের আয়ত্তাধীন হবে।[১] আল্লাহ্র কসম! শত্রুরা যে যেখানে মারা যাবে, আমি তাদের সে স্থানগুলো এখন দেখতে পাচ্ছি।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাফ্রান থেকে রওয়ানা হলেন। আসাফির নামক উঁচু পার্বত্য পথ ও দাব্বা নামক নিম্নভূমি অতিক্রম করে হিনান নামক বিরাট পার্বত্য এলাকা ডানে রেখে বদরের কাছাকাছি গিয়ে থামলেন। এরপর তিনি (সা) তাঁর সাহাবীদের একজনকে সাথে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ইব্ন হিশামের মতে : তিনি ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তাঁরা কিছুদূর গিয়ে আরবের জনৈক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁরা বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন : সে কুরায়শ গোত্রের কোন তৎপরতার কথা জানে কিনা, কিংবা মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের কোন খবর রাখে কিনা? বৃদ্ধ বলল : তোমরা কারা বল। তা নাহলে বলব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "আমরা যা জানতে চেয়েছি, সেটা আগে বল। তারপর আমরা আমাদের পরিচয় দেব।" বৃদ্ধ বলল : "খবরের বিনিময়ে পরিচয়?" তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন বৃদ্ধ বলল : "শুনেছি মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা অমুক দিন যাত্রা শুরু করেছেন। এটা সত্য হলে, তাদের এখন অমুক জাগায় থাকার কথা। আর আমি এও খবর পেয়েছি যে, কুরায়শরা অমুক দিন বের হয়েছে। এখবর যদি সঠিক হয়, তবে তারা আজ অমুক স্থানে রয়েছে। বস্তুত কুরায়শরা তখন সেখানেই ছিল, বৃদ্ধ লোকটি যে স্থানের কথা বলেছিল। বৃদ্ধ তার খবর দেওয়া শেষ করে জিজ্ঞেস করল : তোমরা কোথা থেকে এসেছ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমরা পানি থেকে এসেছি। এ কথা বলে তিনি বৃদ্ধের কাছ থেকে চলে আসলেন।

রাবী বলেন : বৃদ্ধ লোকটি নিজে নিজে বলতে লাগল যে, "আমরা পানি পান থেকে এসেছি" –এর তাৎপর্য কি? ইরাকের পানি থেকে?

ইব্ন হিশাম বলেন : এ বৃদ্ধ লোকটি ছিল সুফইয়ান যামরী।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের নিকট ফিরে গেলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব, যুবায়র ইব্ন আওয়াম ও সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে একদল সাহাবীসহ বদরের জলাশয়ের কাছে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য পাঠালেন। সেখানে তাঁরা কুরায়শ গোত্রের একপাল পানি বহনকারী উট দেখতে পেলেন এবং তার মধ্যে

১. একদল আবূ সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফেলা, অন্যদল আবূ জাহ্লের নেতৃত্বে কাফিরদের সশস্ত্র বাহিনী।

হাজ্জাজ গোত্রের গোলাম আসলাম এবং বনূ 'আস ইব্‌ন সাঈদের গোলাম আবূ ইয়াসার 'আরীযকে দেখতে পেলেন। তারা ঐ লোক দুটিকে সাথে নিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। এসময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তাঁরা তাদের জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কারা ? তারা বলল : আমরা কুরায়শ গোত্রের পানি সরবরাহকারী। তারা আমাদের খাবার পানি নিতে এখানে পাঠিয়েছে। মুসলমানরা তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। তাদের ধারণা ছিল, এরা আবূ সুফইয়ানের লোক। এরপর তাঁরা তাদের কিছু মারপিট করলেন। প্রচণ্ড পিটুনি খেয়ে তারা বলল যে, আমরা আবূ সুফইয়ানের লোক। এরপর সাহাবীরা তাদের আর কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত শেষ করে বললেন : ওরা যখন সত্য বলল, তখন তোমরা ওদের প্রহার করলে। যখন মিথ্যা বলল, তখন তোমরা জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বিরত হলে! আল্লাহ্‌র কসম! এরা নিশ্চয়ই কুরায়শের লোক। তখন নবী (সা) নিজে তাদের জিজ্ঞেস করা শুরু করলেন : ওহে যুবকদ্বয়, তোমরা আমাকে কুরায়শের খবর বল। তখন তারা উভয়ে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! ঐ যে দূরে বালুর টিলাটা দেখছেন, ওর পেছনে তারা রয়েছে। ঐ টিলার নাম ছিল আকানকাল। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জিজ্ঞেস করলেন : ওরা সংখ্যায় কত? আসলাম ও আরীদ বলল : অনেক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তাদের সাজসরঞ্জাম কিরূপ? তারা বললেন : আমরা জানি না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ওরা প্রতিদিন কয়টা উট যবেহ করে? তারা বলল : কোনদিন নয়টা, কোনদিন দশটা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাহলে ওদের সংখ্যা নয় শো থেকে হাজারের মধ্যে হবে। তারপর তিনি (সা) তাদের জিজ্ঞেস করলেন: কুরায়শ নেতাদের মধ্য থেকে কে কে এসেছে ? তারা বলল : 'উতবা ইব্‌ন রবীআ, শায়বা ইব্‌ন রবী'আ, আবুল বুখ্‌তারী ইব্‌ন হিশাম, হাকীম ইব্‌ন হিযাম, নাওফাল ইব্‌ন খুয়ায়লিদ, হারিস ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন নাওফাল, তুআয়মা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফাল, নযর ইব্‌ন হারিস, যাম্'আ ইব্‌ন আসওয়াদ, আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, উমায়্যা ইব্‌ন খালফ, হাজ্জাজের দুইপুত্র নবীহ ও মুনাব্বিহ, সুহায়ল ইব্‌ন আমর, উমর ইব্‌ন আব্দে 'উদ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন : মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলো তোমাদের মুকাবিলায় পাঠিয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইতিপূর্বে বাস্‌বাস্ ইব্‌ন আমর ও আদী ইব্‌ন আবূ যাগবা (রা) টহল দিতে দিতে বদর প্রান্তরে এসে থেমেছিলেন। তারা জলাশয়ের নিকবর্তী একটি টিলার কাছে গিয়ে উট থেকে নামলেন এবং একটা মশকে করে খাবার পানি নিলেন। তখন মাজদী ইব্‌ন আমর জুহানী জলাশয়ের পাশেই ছিল। জলাশয়ের কাছে অজ্ঞাত লোকদের দুটো বাঁদী ছিল। তাদের একজন অপরজনকে তার পাওনা পরিশোধ করতে বলল। তখন ঋণগ্রস্ত বাঁদীটি বলল : কাফেলা কাল কিংবা পরশুই আসবে। তখন আমি তাদের কাজ করে তোমার পাওনা দিয়ে দেব। মাজদী বলল : তুমি ঠিকই বলেছ। তারপর সে উভয়ের বিবাদ মিটিয়ে দিল। 'আদী ও

বাস্‌বাস্ (রা) এ কথোপকথন শুনে তাঁদের উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে গেলেন এবং যা তারা শুনলেন, তা তাঁকে জানালেন।

আবূ সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে নিরাপদে চলে যাওয়া

এদিকে আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হার্‌ব সতর্কতার খাতিরে কাফেলা পেছনে রেখে নিজে আগে আগে এল। সে জলাশয়ের কাছে গিয়ে মাজদী ইব্‌ন 'আমরকে জিজ্ঞেস করল : কারো আনাগোনা টের পেয়েছ কি? সে বলল : সন্দেহজনক কাউকে দেখিনি। তবে দু'জন উট সওয়ারকে দেখলাম এ টিলাটার কাছে এসে উট থেকে নাম্‌ল। তারপর মশকে পানি ভরে নিয়ে চলে গেল। এ কথা শুনে আবূ সুফইয়ান বাস্‌বাস্ ও 'আদী (রা)-এর উট বসাবার জায়গাটিতে উপস্থিত হল। সেখানে তাদের উটদ্বয়ের খানিকটা গোবর পেয়ে তা তুলে নিয়ে সেটা ভেঙ্গে ফেলল। তার ভেতরে সে কতকগুলো খেজুরের আঁটি পেল। ঐ আঁটি দেখে সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! এটা ইয়াসরিবের পশুর গোবর। সে দ্রুতবেগে নিজের কাফেলার কাছে ছুটে গেল। সে কাফেলাকে ভিন্নপথে পরিচালিত করল এবং বদর প্রান্তর বামে রেখে, সমুদ্র কিনারের পথ ধরে দ্রুত চলে গেল।

ওদিকে কুরায়শরা অগ্রসর হয়ে জুহ্‌ফাতে যাত্রা বিরতি করল। তখন তাদের দলের জুহায়ম ইব্‌ন সাল্‌ত ইব্‌ন মাখরামা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ স্বপ্নে দেখল, যেন একটি লোক ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসে থামল। তার সাথে একটা উটও ছিল। তারপর সে বলল : উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ, শায়বা ইব্‌ন রবী'আ, আবুল হাকাম ইব্‌ন হিশাম (আবূ জাহ্‌ল), উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ এবং অমুক অমুক নিহত হয়েছে। এভাবে বদরের যুদ্ধে কুরায়শের যে সব নেতা নিহত হয়েছিল, তাদের নাম সে উল্লেখ করল। এরপর আমি দেখলাম, সে ব্যক্তি তার উটটিকে রক্তাক্ত করে কুরায়শ বাহিনীর মধ্যে ছেড়ে দিল। বাহিনীর কোন একটি শিবিরও অবশিষ্ট থাকল না, যাকে সে নিজের রক্তে রঞ্জিত করল না। জুহায়ম ইব্‌ন সালত তার এই স্বপ্নের বিষয় আবূ জাহলের কাছে বর্ণনা করলে সে বলল : এ দেখি মুত্তালিব গোষ্ঠীর আর এক নবী! যদি মুকাবিলা হয় তবে কালই জানা যাবে কে নিহত হয়।

আবূ জাহলের হঠকারিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সুফইয়ান যখন নিশ্চিত হল যে, তার কাফেলাকে সে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে, তখন সে কুরায়শ বাহিনীর কাছে এ মর্মে বার্তা পাঠাল যে, তোমরা তো তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলা, লোকজন ও ধনসম্পদকে রক্ষা করার জন্যই এসেছিলে। এখন এগুলোকে আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। কিন্তু আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম বলল : আল্লাহ্‌র কসম! বদরে না গিয়ে ফিরব না। ওখানে তিন দিন থাকব, পশু যবেহ করে খাওয়াব, মদ পান করাব, গায়িকারা বাদ্য বাজিয়ে গান গাইবে, আরবে আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের সমাবেশ ও অভিযানের কথা প্রচারিত হবে; ফলে তাদের মনে আমাদের ভীতি ও প্রতাপ চিরদিনের জন্য বদ্ধমূল হয়ে যাবে। অতএব তোমরা চল।

উল্লেখ্য যে, বদরের প্রান্তরে প্রতি বছর একটি মেলা বসত এবং তা ছিল আরবের বিখ্যাত মেলা ! আর এই যুদ্ধের সময়টাও ছিল মেলার মওসুম।

আখ্‌নাস ইব্‌ন শুরায়ক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়াহব সাকাফী, যে ছিল বনূ যুহ্‌রার মিত্র, সে জুহফাতে থাকাকালীন সময়ে তাদের বলল : হে বনূ যুহ্‌রা! তোমরা তো তোমাদের বন্ধু মাখ্‌রামা ইব্‌ন নাওফাল এবং তার সম্পদ রক্ষার জন্য বের হয়েছিলে; আল্লাহ্ যখন তাকে ও তার সম্পদকে রক্ষা করেছেন, তখন তোমরা ফিরে যাও। এর জন্য যদি কেউ তোমাদের উপর ভীরুতার দুর্নাম চাপায়, তবে সেটা আমার উপর চাপিয়ে দিও। কারণ তোমাদের ক্ষতির যখন কোন আশংকা নেই, তখন তোমাদের যুদ্ধের জন্য যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা আবূ জাহ্‌ল যা বলে, তার অনুসরণ করবে না। অবশেষে তারা ফিরে যায় এবং বদর যুদ্ধে বনূ যুহরার কেউ উপস্থিত থাকল না। তাদের সকলেই আখনাসের কথা মেনে নিল। আর আখনাস ছিল তাদের মধ্যে সর্বজনমান্য ব্যক্তি।

আর বনূ যুহরার যে কয়জন গিয়েছিল, সকলে ফিরে এসেছিল। কুরায়শ গোত্রের প্রতিটি শাখা থেকে এ যুদ্ধে কিছু না কিছু লোক অংশগ্রহণ করেছিল। তবে বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব ও বনূ যুহ্‌রা এতে অংশগ্রহণ করেনি। এ অভিযানে তালিব ইব্‌ন আবূ তালিব কুরায়শদের সঙ্গে ছিল। তাকে তাদের কেউ বিদ্রূপ করে বলল : তোমরা বনূ হাশিমীরা আমাদের সাথে এলেও তোমাদের মন রয়েছে মুহাম্মদের সাথে। এ কথা শুনে তালিব যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে মক্কায় ফিরে যায়।

আর সে কবিতায় বলে : ইয়া আল্লাহ্! যদি তালিব এমন দলের সাথে যুদ্ধে বের হয়, যারা আমার বিরোধী; তাহলে তুমি তাদের ওদের মত কর, যাদের মাল লুণ্ঠিত হয়েছে। তারা যেন বিজয়ী না হয়ে পরাজিত হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর কুরায়শ বাহিনী তাদের আয়োজন ও প্রস্তুতি অব্যাহত রাখল। তারা বদর প্রান্তরের অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী মরুময় টিলার অপর পাশে গিয়ে তাঁবু ফেলল এবং মুসলমানরা বদর প্রান্তরে তাদের ছাউনি স্থাপন করল। এ সময়ে আল্লাহ্ প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। প্রান্তরের মাটি ছিল নরম ভিজা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা পর্যাপ্ত বৃষ্টি পেলেন, যার ফলে তাদের যমীন শক্ত হয়ে গেল। ফলে চলাচলে তাদের কোন অসুবিধার সৃষ্টি হল না। পক্ষান্তরে কুরায়শ পক্ষের মাটি এত স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেল যে, তাদের চলাচল কঠিন হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলিম বাহিনীকে আরো বেশি পানি আছে এমন জায়গায় সারিয়ে নিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সালমার কিছু লোক আমাকে জানিয়েছেন যে, হুবাব ইব্‌ন মুন্‌যির ইব্‌ন জামূহ (রা) বলেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! এই জায়গাটা কি আপনি আল্লাহ্‌র নির্দেশেই বাছাই করেছেন, যার থেকে আমরা একচুলও এদিক-ওদিক সরতে পারি না, না এটা আপনার নিজের রণ-কৌশলগত অভিমত? তিনি বললেন : "এটা নেহাৎ একটা

রণকৌশল এবং আমার নিজস্ব অভিমত।" তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ জায়গা ভাল নয়। অতএব আপনি সবাইকে নিয়ে এখান থেকে এগিয়ে যান। আমরা ঐ কূপের কাছে গিয়ে ছাউনি স্থাপন করব, যা কুরায়শদের অতি নিকটে। এরপর আমরা সেই জায়গার আশেপাশে যে কূপ আছে, তা বন্ধ করে দেব। সেখানে একটি হাওয তৈরি করে তাতে পানি ভরে রাখব। পরে আমরা শত্রুপক্ষের সাথে লড়াই করব। তখন আমরা পানি পান করতে পারব, কিন্তু ওরা পারবে না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ। এরপর তিনি সবাইকে নিয়ে উঠলেন এবং কুরায়শদের নিকটে অবস্থিত কূপের কাছে পৌছলেন, আর সেখানে তাঁবু ফেললেন। তারপর নবী (সা)-এর নির্দেশে অন্যান্য কূপ বন্ধ করে দেওয়া হল। তিনি যে কূপের কাছে তাঁবু ফেললেন, তার কাছে একটি হাওয তৈরি করে পানি ভরে রাখলেন এবং তাতে পানির পাত্র ফেলে রাখলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সা'দ ইব্ন মু'আয বললেন হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আমাদের অনুমতি দিন, আমরা আপনার জন্য একটা সুরক্ষিত তাঁবু বানাই, আপনি তার ভেতরে থাকবেন। আমরা আপনার কাছে আপনার সওয়ারী জন্তুগুলো প্রস্তুত রাখব। তারপর আমরা শত্রুর মুকাবিলা করব। আল্লাহ্ যদি আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন, তাহলে আমাদের আশা পূরণ হবে। আর যদি তা না হয়, তবে আপনি আপনার সওয়ারী জন্তুর পিঠে চড়ে অন্য মুসলমানদের কাছে চলে যাবেন। হে আল্লাহ্র নবী! বহু সংখ্যক মুসলমান, যারা আমাদের চেয়ে আপনাকে কম ভালোবাসেন না, তারা শুধু এ জন্য আসতে পারেননি যে, আপনি যুদ্ধে যাবেন তা তারা জানেন না। তারা যদি এটা জানতেন, তাহলে তারা অবশ্যই আপনার সঙ্গে জিহাদে শরীক হতেন। আল্লাহ্ তাদের দ্বারা আপনাকে রক্ষা করবেন। তারা আপনার কল্যাণকামী হবেন এবং আপনার সঙ্গী হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ-এর কথা শুনে খুশি হলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য সুরক্ষিত তাঁবু তৈরি করা হল এবং তিনি তার মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সকালবেলা কুরায়শ বাহিনী তাদের অবস্থান থেকে বেরিয়ে এল। তাদের নামতে দেখেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন : "ইয়া আল্লাহ্ ! এই সেই কুরায়শ, যারা অহংকারের সাথে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আপনার রাসূলকে অস্বীকার করে, আজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। হে আল্লাহ্! আপনি যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, আমি তার প্রার্থী। হে আল্লাহ্! আজ সকালেই ওদেরকে ধ্বংস করে দিন।"

একটা লাল উটের পিঠে চড়া উত্বা ইব্ন রবী'আকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মন্তব্য করলেন : গোটা কুরায়শ গোত্রের কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি কিছুমাত্র শুভবুদ্ধি থেকে থাকে, তবে এই লোকটার মধ্যে তা আছে। লোকেরা যদি তার কথা শোনে, তাহলে তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

কুরায়শ বাহিনী বদরের ময়দানে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে খুফাফ ইব্‌ন আয়মা ইব্‌ন রাহাযা গিফারী তার ছেলের মাধ্যমে কয়েকটি যবেহ করা জন্তু তাদের জন্য উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিল এবং বলল : তোমাদের প্রয়োজন থাকলে আমরা কিছু অস্ত্র ও যোদ্ধা দিয়ে সাহায্য করতে পারি। এর জবাবে কুরায়শ নেতারা তার ছেলের মাধ্যমে বলে পাঠাল : আত্মীয়তার খাতিরে তোমার যা করণীয় ছিল, তা তুমি করেছ, আমার জীবনের কসম! এখন আমরা যে যুদ্ধে যাচ্ছি, তা যদি মানুষের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের শক্তির কোন কমতি নেই। আর যদি মুহাম্মদের কথামত এ যুদ্ধ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করার শক্তি কারো নেই।

এরপর সবাই যখন ময়দানে নামল, তখন কুরায়শের একটি দল সামনে অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বানানো হাওযের পানি নিতে লাগল। তাদের মধ্যে হাকীম ইব্‌ন হিযামও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের বললেন : ওদেরকে বাধা দিও না। বস্তুত সেদিন ঐ হাওয থেকে যে-ই পানি পান করেছে, সে-ই নিহত হয়েছে। একমাত্র হাকীম ইব্‌ন হিযাম ছাড়া। সে নিহত হয়নি। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ভালো মুসলমান হন। এ ঘটনাকে তিনি আজীবন মনে রেখেছিলেন। কখনো জোরদার কসম খেতে হলে তিনি বলতেন : সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আমাকে বদর যুদ্ধের দিন ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন কুরায়শরা নিশ্চিত হয়ে তাদের শিবিরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন তারা উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব জুমাহীকে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা নির্ণয় করতে পাঠাল। সে ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম বাহিনীর চারপাশ দিয়ে একটা চক্কর দিয়ে ফিরে গিয়ে বলল : তিন'শর সামান্য কিছু বেশি বা কম হতে পারে। তবে আমাকে আর একটু সময় দাও, দেখ আমি ওদের কোন গুপ্ত ঘাঁটি বা সাহায্যকারী আছে কিনা। এরপর সে সমস্ত প্রান্তর ঘুরে দেখল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। অবশেষে সে ফিরে গিয়ে বলল : কোন কিছুর সন্ধান পেলাম না। তবে তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, তারা একেবারে মরণপণ করে এসেছে। ইয়াসরিবের উটগুলো সুনিশ্চিত মৃত্যু বহন করে এনেছে। ওরা এমন একটা দল, যাদের তরবারিই একমাত্র সহায় ও রক্ষক। আল্লাহ্ কসম! আমি নিশ্চিত যে, ওদের একজন নিহত হলে, তার বদলায় তোমাদের একজন নিহত হবেই। তারা কুরায়শের মধ্য থেকে যখন তাদের সম-সংখ্যক মানুষকে হত্যা করবে, তখন তা আর আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে না। কাজেই তোমরা এখনো ভেবে দেখ।

হাকীম ইব্‌ন হিযাম এ কথা শুনে কুরায়শ বাহিনীর নেতাদের কাছে গেল। প্রথমে সে উত্‌বা ইব্‌ন রাবী'আকে গিয়ে বলল : "হে ওয়ালীদের পিতা! আপনি কুরায়শের একজন প্রবীণ নেতা। আপনাকে সবাই মানে। আপনি কি এমন একটা কাজ করতে রাযী হবেন, যা করলে আপনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন? সে বলল : হাকীম, তুমি কি বলতে চাচ্ছ? হাকীম বলল : আপনি কুরায়শ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আপনার মিত্র আমর ইব্‌ন হাযরামীর

হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা মিটিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিন। উত্‌বা বলল : তা আমি করতে রাযী। সে ব্যাপারে আমি তোমার অনুরোধ রাখতে প্রস্তুত। হাযরামী আমার মিত্র এবং তার রক্তপণ আদায় করার এবং তার সম্পদের ক্ষতিপূরণ করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। তুমি আবূ জাহ্‌লের কাছে যাও। আমি মনে করি, কুরায়শের বিনাযুদ্ধে ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্নে সে ছাড়া আর কেউ বিরোধিতা করবে না। এরপর উত্‌বা দাঁড়িয়ে কুরায়শ বাহিনীর উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ভাষণ দিল :

"আল্লাহ্‌র কসম ! হে কুরায়শ জনতা! মুহাম্মদ ও তাঁর সংগীদের সাথে লড়াই করে তোমাদের কোন লাভ হবে না। আজ যদি তোমরা তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হও, তা হলে তোমাদের ভেতরে কোন সদ্ভাব থাকবে না। একজন আর একজনের মুখ দেখা পসন্দ করবে না। কেননা সে তার চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই কিংবা অন্য কোন না কোন আত্মীয়ের হত্যাকারী বলে চিহ্নিত হবে। সুতরাং চল আমরা ফিরে যাই এবং মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের পথ থেকে সরে দাঁড়াই। তাদের ব্যাপারটা তোমরা আরব জনগণের উপর ছেড়ে দাও। যদি তারা তাঁকে হত্যা করে, তা হলে তো তোমাদের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। আর তা না হলে মুহাম্মদের কাছে আমরা অন্তত নির্দোষ থাকব।"

হাকীম বলে : তারপর আমি আবূ জাহ্‌লের কাছে গেলাম এবং দেখলাম যে, সে তার বর্ম সিন্দুক থেকে বের করে পরিষ্কার করছে। সে তাকে বলল : "হে আবুল হাকাম! উত্‌বা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। এরপর আমি উত্‌বা আমাকে যা বলেছিলেন, তা তাকে জানালাম। আবূ জাহ্‌ল বলল : আল্লাহ্‌র শপথ! উত্‌বার মাথা তখন থেকে খারাপ হয়ে গেছে, যখন সে মুহাম্মদ এবং তাঁর সংগীদের দেখেছে। আল্লাহ্‌র কসম! এটা কখনো হতে পারে না। যতক্ষণ আল্লাহ্ আমাদের ও মুহাম্মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা না করে দেন, ততক্ষণ আমরা ফিরে যাব না। উত্‌বা যা বলেছে, ওটা তার মনের কথা নয়। যেহেতু মুহাম্মদ ও তাঁর অনুচররা সংখ্যায় খুব নগণ্য এবং তাদের ভেতরে তার ছেলেও রয়েছে। যুদ্ধ হলে তার ছেলের জীবন বিপন্ন হবে ভেবে সে এ কথা বলেছে।" এরপর আবূ জাহ্‌ল নিহত আমর ইব্‌ন হাযরামীর ভাই আমির ইব্‌ন হাযরামীর কাছে খবর পাঠাল যে,

"তোমার মিত্র উত্‌বা কুরায়শ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তোমার ভাইয়ের হত্যার বদলার ব্যাপারটা তোমার নাগালের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং তুমি উঠ এবং ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিশ্রুতির কথা কুরায়শ বাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দাও।"

আমির ইব্‌ন হাযরামী উঠে দাঁড়াল এবং তার ভাইয়ের হত্যার ঘটনা বর্ণনা করার পর সে হায় আমর, হায় আমর বলে চীৎকার করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি হল এবং সন্ধির সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। তারা যে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে মক্কা থেকে বের হয়েছিল, তার জন্য তারা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেল। ফলে উত্‌বা যে শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, সে তা নস্যাৎ করে দিল।

উত্‌বা যখন আবূ জাহ্‌লের এ উক্তি শুনল যে, 'উত্‌বার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তখন সে বলল : অচিরেই সে ভীরু জানতে পারবে, আমার মাথা খারাপ হয়েছে, না তার মাথা খারাপ হয়েছে। এরপর উত্‌বা তার মাথার পরিধানের জন্য লৌহ শিরস্ত্রাণ খোঁজ করল। কিন্তু তার মাথা বড় ছিল। গোটা সেনাদলের মধ্যে খোঁজ করে তার মাথায় পরিধানের মত কোন লৌহ শিরস্ত্রাণ পাওয়া গেল না। ফলে সে তার মাথায় চাদর বেঁধে নিল।

আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল আসাদ মাখযূমীর হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল আসাদ মাখযূমী ছিল কুরায়শ বংশের একজন দুশ্চরিত্র ও গুন্ডা স্বভাবের লোক। সে বের হয়ে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই মুসলমানদের হাওয হেকে পানি পান করব, কিংবা তা ভেঙে ফেলব। আর প্রয়োজন হলে এর জন্য মারাও যাব। এই বলে সে ময়দানে নামলে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তলিব (রা) তার দিকে অগ্রসর হলেন। যখন তারা মুখোমুখি হল, তখন হামযা (রা) আসওয়াদের পায়ে তরবারির আঘাত হানলেন। এতে তার পা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এ সময় সে হাওযের কাছেই ছিল। সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল এবং তার পা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। এরপর সে হামাগুড়ি দিয়ে হাওযের দিকে এগুলো এবং নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য হাওযের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হামযা (রা) তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং হাওযের মধ্যেই তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করলেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য উত্‌বার আহবান

এরপর ময়দানে অবতীর্ণ হল উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ। তার ভাই শায়বা ও ছেলে ওয়ালীদ তার সঙ্গে এল। কুরায়শ বাহিনীর ব্যূহ ছেড়ে সামনে গিয়ে সে হুংকার ছেড়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানালে আনসারদের মধ্য হতে তিনজন যুবক-আওফ ও মুআববিয ইব্‌ন হারিস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রওয়াহা তাদের মুকাবিলায় এগিয়ে গেলেন। কুরায়শ যোদ্ধারা জিজ্ঞেস করল : তোমরা কারা? তাঁরা বললেন : আমরা আনসার। তারা বলল : তোমাদের দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তারপর তাদের একজন চিৎকার করে বলল : হে মুহাম্মদ, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা আমাদের সমকক্ষ, তাদেরকে পাঠাও। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উবায়দা ইব্‌ন হারিস, হামযা ও আলী (রা)-কে তাদের মুকাবিলায় যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারা গিয়ে নিজ নিজ পরিচয় দিলে প্রতিপক্ষ খুশি হয়ে বলল : ঠিক আছে। এবার মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিপক্ষ মিলে গেছে। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সব চাইতে বয়স্ক মুজাহিদ উবায়দা উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আর বিরুদ্ধে, হামযা শায়বার বিরুদ্ধে এবং আলী ওয়ালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। হামযা শায়বাকে এবং আলী ওয়ালীদকে পাল্টা আঘাত হানার সুযোগই দিলেন না। প্রথম আঘাতেই তাদের হত্যা করলেন। আর উবায়দা ও উত্‌বা উভয়ে একটি করে আঘাত বিনিময় করে, একে অপরকে আহত করলেন। হামযা ও আলী দ্রুত ছুটে গিয়ে নিজ নিজ তরবারির আঘাতে উত্‌বাকে হত্যা করলেন। এরপর তারা উবায়দাকে কাঁধে তুলে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে পৌঁছে দিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হল এবং একদল অপর দলের নিকটবর্তী হল। ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত তারা যেন আক্রমণ না করেন। তিনি এও বলেন : কুরায়শ পক্ষ তোমাদের ঘিরে ফেললে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হাটিয়ে দিও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সময় মুসলিম বাহিনীকে সারিবদ্ধ করে আবূ বকর সিদ্দীকসহ তাঁর তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ই রমযান জুমু'আর দিন সকাল বেলা, মুতাবিক ১৩ই মার্চ, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ইব্‌ন গাযীয়াকে গুঁতা দেওয়া

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের কাতার ঠিক করেন। এ সময় তাঁর হাতে একটি তীর ছিল, যা দিয়ে তিনি কাতার ঠিক করছিলেন। যখন তিনি আদী ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের মিত্র, সাওয়াদ ইব্‌ন গাযীয়ার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সে তার কাতার থেকে সামনে এসেছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তীর দিয়ে তার পেটে গুঁতা দিয়ে বললেন : হে সাওয়াদ! তুমি কাতারে ঠিক হয়ে দাঁড়াও।

তখন সাওয়াদ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আপনি আমাকে কষ্ট দিলেন? অথচ আল্লাহ্ আপনাকে সত্য ও ন্যায়সহ প্রেরণ করেছেন? আপনি আমাকে এর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দিন। এ সময় রাসূলাল্লাহ্ (সা) তাঁর পবিত্র পেটের কাপড় সরিয়ে নিলেন এবং তাঁকে প্রতিশোধ নিতে বললেন। তখন সাওয়াদ নবী (সা)-কে জড়িয়ে ধরে তাঁর পেটে চুমা খেলেন। তখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করেন : হে সাওয়াদ ! তুমি কেন এরূপ করলে? সাওয়াদ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমাদের সামনে যে ভয়াবহ অবস্থা। তাতো আপনি দেখছেন। তাই আমার মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, জীবনের এ শেষ মুহূর্তে আমার শরীর আপনার পবিত্র শরীরের স্পর্শে ধন্য হোক।

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাতার ঠিক করে তাঁর তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। এ সময় তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিশ্রুত সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য দু'আ করছিলেন। তিনি বলছিলেন : ইয়া আল্লাহ্! আজ যদি আপনি এ দলকে ধ্বংস করেন, তা হলে আপনার ইবাদত করার জন্য পৃথিবীতে কেউ থাকবে না। এ সময় আবূ বকর (রা) বললেন : হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি কম দু'আ করুন। কারণ আল্লাহ্ আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন।

এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর তাঁবুর মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এরপর তিনি জাগ্রত হয়ে বলেন : "হে আবূবকর। সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে গেছে। এই তো জিবরীল, তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন, আর তাঁর ঘোড়ার সামনের দাঁতগুলো ধূলাময়লাযুক্ত।"

মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ সময় কাফিরদের পক্ষ থেকে একটি তীর এসে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম মিহজা'-এর শরীরে বিদ্ধ হয়। ফলে তিনি শহীদ হন। ইনি হলেন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ। এরপর আদী ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের হারিসা ইব্‌ন সুরাকা নামক সাহাবীর প্রতি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। এ সময় তিনি হাওযে পানি পান করছিলেন। নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর গলায় বিদ্ধ হলে তিনিও শহীদ হন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাহিদ বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁদের যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করে বললেন : "ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন! আজ যে ব্যক্তি কাফিরদের বিরুদ্ধে সবরের সঙ্গে, সাওয়াবের প্রত্যাশায় যুদ্ধ করবে এবং সামনে অগ্রসব হবে, কোন অবস্থায় পিছু হটবে না, এমতাবস্থায় যদি সে শহীদ হয়, তবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" এ সময় সালামা গোত্রের উমর ইব্‌ন হুমাম (রা) হাতে কয়েকটি খোরমা নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শুনেই বললেন : বাহ্! বাহ! আমি দেখছি যে, আমার এবং জান্নাতের মাঝে এতটুকু ব্যবধান রয়েছে যে, আমি কাফিরদের হাতে শহীদ হয়ে যাই।

রাবী বলেন : এই বলেই তিনি তাঁর হাত থেকে খোরমাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুদ্ধের ময়দানে এক পর্যায়ে আওফ ইব্‌ন হারিস (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর কোন্ কাজে বেশি খুশি হন? তিনি বললেন : যখন সে বর্মহীন হয়ে তার দুশমনদের উপর সর্বাত্মকভাবে আক্রমণ করে। এ কথা শুনে তিনি নিজের শরীর থেকে বর্ম খুলে ফেলে দিলেন; এরপর তাঁর তরবারি নিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : দুই পক্ষে যখন ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হল, তখন আবূ জাহ্‌ল এইরূপ দু'আ করল : "হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে এবং এক অজানা ধর্ম নিয়ে এসেছে, তাকে তুমি আজ সকালে ধ্বংস করে দাও।" এভাবে সে নিজেই নিজের ধ্বংসের দরজা উন্মোচন করে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মুঠ কাঁকর হাতে কুরায়শদের প্রতি মুখ করে "তাদের মুখ বিকৃত হয়ে যাক" বলে তাদের প্রতি তা নিক্ষেপ করলেন।

এরপর তিনি সাহাবীদের প্রতি নির্দেশ দিলেন : জোর হামলা চালাও। অল্পক্ষণের মধ্যেই কুরায়শ বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটল। আল্লাহ্ মুসলমানদের হাতে বড় বড় কুরায়শ নেতাকে হত্যা করালেন এবং তাদের অনেক নেতাকে বন্দী করালেন। যখন মুসলিম মুজাহিদরা কাফিরদের বন্দী করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। এ সময় সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা) একদল আনসার সাহাবী নিয়ে তার তাঁবুর সামনে তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছিলেন,

যাতে শত্রুরা তাঁর উপর হামলা না করতে পারে। মুসলিম মুজাহিদদের কাফিরদের বন্দী করতে দেখে সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টি ফুটে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : হে সা'দ! আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে হচ্ছে, মুসলিম মুজাহিদদের এ কাজে তুমি খুশি নও ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আজ মুশরিকদের খতম করার প্রথম সুযোগ আল্লাহ্ দিয়েছিলেন। আজ ওদের বন্দী করার চেয়ে বেশি করে হত্যা করাই ছিল আমার কাছে পসন্দনীয় কাজ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন : আমি জানি যে, বনূ হাশিমসহ আর কিছু লোককে কুরায়শ নেতারা জোর-জবরদস্তি করে যুদ্ধে নিয়ে এসেছে। আমাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন তারা অনুভব করে না। কাজেই বনূ হাশিমের কেউ তোমাদের সামনে পড়লে তাকে হত্যা করো না। আবুল বুহ্‌তারী ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ-কে কেউ পেলে হত্যা করো না। কেননা তাকে জবরদস্তিভাবে যুদ্ধে আনা হয়েছে। আর আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব কারো সামনে পড়লে তাকেও হত্যা করো না। কেননা তাকেও জোর করে যুদ্ধে আনা হয়েছে। এ কথা শুনে মুসলিম বাহিনীর আবূ হুযায়ফা (রা) বললেন : আমরা আমাদের বাপ, ভাই, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করব, আর আব্বাসকে কেন ছেড়ে দেব ? আল্লাহ্‌র কসম! আমার সামনে পড়লে আমি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করবই। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌছলে তিনি উমর (রা)-কে বললেন : ওহে আবূ হাফ্‌স! আল্লাহ্‌র রাসূলের চাচার উপর কি তরবারি চালানো যায়? উমর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেই। আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিশ্চিত যে, আবূ হুযায়ফা মুনাফিক হয়ে গেছে। এ ঘটনার জন্য পরবর্তীকালে আবূ হুযায়ফা প্রায়ই আফসোস করে বলতেন : বদর যুদ্ধের দিন আমার ঐ কথাটা বলার জন্য কি শাস্তি হয়, তাই ভেবে আমি শংকিত। শাহাদাত লাভের দ্বারা এর কাফ্‌ফারা না হওয়া পর্যন্ত আমার এ ভীতি দূর হবে না। পরবর্তীকালে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবুল বুহতারীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন, তার কারণ এই যে, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কায় থাকাকালে তাঁর বিরোধিতায় অন্যদের তুলনায় অধিক সংযত ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দিত না। আর তার থেকে এমন কোন কাজ প্রকাশ পায়নি, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপসন্দ করতেন। আর বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে আবূ তালিবের গিরিসংকটে অন্তরীণ রেখে যে নির্দেশনামা কুরায়শ নেতারা জারী করেছিল, সে নির্দেশনামা ছিন্নকারী নেতাদের মধ্যে আবুল বুহ্‌তারী ছিল অন্যতম। এরপর মুজাযযার ইব্‌ন যিয়াদ বালাবী (রা) নামক এক মুসলিম যোদ্ধার সংগে রণাঙ্গণে আবুল বুহ্‌তারীর সাক্ষাৎ হল। তিনি আবুল বুহ্‌তারীকে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে হত্যা করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। তখন আবুল বুহ্‌তাবীর সাথে তার এক বন্ধুও ছিল। সেও

মক্কা থেকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে একই উটের পিঠে চড়ে বদরের ময়দানে এসেছিল। তার নাম ছিল জুনাদা ইব্‌ন মুলায়হা। তখন আবুল বুহ্‌তারী বলল : আর আমার বন্ধুর কি হবে? মুজাযযার (রা) তাকে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমার বন্ধুকে কিছুতেই ছাড়ব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু তোমাকে ছাড়তে বলেছেন। তখন আবুল বুহ্‌তারী বলল : আল্লাহ্‌র কসম! তা হলে আমরা দু'জনই মরব। নচেৎ মক্কার মহিলারা বলবে যে, আমি বাঁচার লোভে নিজের সহযোদ্ধা বন্ধুকে অসহায় ছেড়ে দিয়েছি। এরপর যখন মুজাযযার (রা) আবুল বুহ্‌তারীকে মুকাবিলার জন্য আহবান করল এবং যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প আর কিছুই রইল না, তখন আবুল বুহ্‌তারী রণ-উদ্দীপক কবিতার অংশ আবৃত্তি করল : একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার সন্তান কখনো তার বন্ধুকে অসহায়ভাবে তার শত্রুর হাতে সমর্পণ করবে না; হয় সে নিজে মারা যাবে, নয়তো তার বন্ধুর জন্য বাঁচার কোন পথ বের করবে। এরপর মুজাযযার (রা) এবং আবুল বুহ্‌তারীর মধ্যে লড়াই হলে মুজাযযার (রা) তাকে হত্যা করেন।

মুজায্‌যার (রা) আবুল বুহ্‌তারীর হত্যা সম্পর্কে বলেন (কবিতা) : "যদি তুমি আমার বংশ সম্পর্কে না জান বা ভুলে থাক, তবে তুমি আমার বংশ সম্পর্কে ভালভাবে জেনে রাখ যে, আমি বালাবী সম্প্রদায়ের লোক। যারা ইয়াযানে তৈরি তীর দ্বারা যুদ্ধ করে থাকে এবং প্রতিপক্ষের নেতারা পরাভূত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের উপর আঘাত হানতে থাকে। বুহ্‌তারীর সন্তানদের ইয়াতীম হওয়ার সংবাদ জানিয়ে দাও কিংবা আমার সন্তানদের এ ধরনের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। আমি সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, আমার আসল বংশ হল—বালাবী গোত্র। আমি তীর দিয়ে ততক্ষণ যুদ্ধ করি, যতক্ষণ না তা বাঁকা হয়ে যায়। আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রাচ্যের তৈরি তরবারি দিয়ে হত্যা করি। আর আমি মৃত্যুর জন্য ঐ উষ্ট্রীর মত ছটফট করি, যার স্তনে দুধ জমাট বেঁধে গেছে। তুমি মুজায্‌যার-কে বেহুদা কথা বলতে দেখবে না (অর্থাৎ আমি যা বলি, তা বাস্তবে করে থাকি)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর মুজায্‌যার (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন : "ঐ যাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাকে বন্দী করে আপনার কাছে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে শ্রেয় মনে করে। ফলে আমি তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং তাকে হত্যা করি।"

ইব্‌ন হিশামে বলেন : আবুল বুহ্‌তারীর নাম হল—'আস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ।

উমাইয়া ইব্‌ন খালফের হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ বলেন, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ মক্কায় আমার বন্ধু ছিল। আমি মুসলমান হওয়ার পর যখন আমার আগের নাম আব্‌দ আমর বদলে আবদুর রহমান রাখলাম, তখন উমাইয়া আমাকে বলল : তুমি তোমার বাপ-মার রাখা নামটা

বাদ দিলে? আমি বললাম : হ্যাঁ। সে বলল : আমি রহমানকে জানি না। কাজেই তুমি তোমার এমন একটা নাম রাখ, যে নামে আমি তোমাকে ডাকতে পারি। তোমার অবস্থা এই যে, আমি যদি তোমাকে তোমার আগের নামে ডাকি, তবে সে ডাকে তুমি সাড়া দাও না। আর আমার অবস্থা এই যে, তোমাকে আমি এমন নামে ডাকতে প্রস্তুত নই, যে নামের সাথে আমার পরিচয় নেই। আবদুর রহমান (রা) বলেন : বস্তুত সে যখন আমাকে আব্দ আমর বলে ডাকত, তখন সে ডাকে আমি সাড়া দিতাম না। এরপর আমি তাকে বললাম : হে আবূ আলী! তোমার পসন্দ মত একটা নাম নির্ধারণ করে নাও। তখন সে বলল : তা হলে তোমার নাম হল–আব্দ ইলাহ। তখন আমি বললাম : ঠিক আছে। এরপর আমি যখনই তার পাশ দিয়ে যেতাম, তখন সে বলত : হে আবদ ইলাহ্! আমি তার এ ডাকে সাড়া দিতাম এবং তার সাথে কথা বলতাম। বদরের যুদ্ধের দিন আমি যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সে তার ছেলে আলী ইব্ন উমাইয়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় আমার সঙ্গে কয়েকটি লৌহবর্ম ছিল, যা আমি নিহত শত্রুর থেকে পেয়েছিলাম। এগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় সে আমাকে দেখে আব্দ আমর বলে ডাক দিলে আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম না। এরপর সে আমাকে আব্দ ইলাহ্ বলে ডাকলে আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। তখন সে আমাকে বলল : তুমি আমার ব্যাপারে কি চিন্তা করছ? তোমার সঙ্গে যে বর্মগুলো আছে তার চাইতে আমি তোমার জন্য উত্তম না? আমি বললাম হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! এতো খুশির কথা। তখন বর্ম ফেলে দিয়ে উমাইয়া এবং তার ছেলের হাত ধরলাম। তখন সে বলল : আজকের দিনের মত আর কোনদিন আমি দেখিনি। তোমাদের কি দুগ্ধবতী উটের প্রয়োজন নেই? আবদুর রহমান (রা) বলেন : এরপর আমি এদের দু'জনকে নিয়ে চললাম। এ সময় উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ আমাকে জিজ্ঞেস করল : ঐ ব্যক্তি কে, যে তার বুকে উটপাখির পালক লাগিয়ে রেখেছে? আমি বললাম : তিনি হলেন হামযা ইব্ন আবদুর মুত্তালিব (রা)। তখন সে বলল : এতো সেই ব্যক্তি, যে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। আবদুর রহমান (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! এরপর আমি তাদের উভয়কে যখন টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ বিলাল (রা) তাকে আমার সঙ্গে দেখলেন। আর এ ছিল সে ব্যক্তি, যে বিলাল (রা)-কে ইসলাম পরিত্যাগ করার জন্য বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত। তাকে মরুভূমিতে নিয়ে যেত এবং তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখে বলত : তুমি এ অবস্থায় থাকবে, নয় মুহাম্মদের দীন পরিত্যাগ করবে। এ সময় বিলাল (রা) 'আহাদ', 'আহাদ' বলতেন। যখন বিলাল (রা) তাকে দেখলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন : এই তো কুফরীর মূল হোতা-উমাইয়া ইব্ন খালফ। সে বেঁচে গেলে আমার বাঁচা অর্থহীন। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ বলেন, আমি বললাম : হে বিলাল! তুমি আমার বন্দীদ্বয় সম্পর্কে এরূপ বলছ? তখন বিলাল (রা) বললেন : "সে বেঁচে গেলে আমার বাঁচার কোন অর্থ হয় না।"

এরপর বিলাল (রা) চিৎকার করে বললেন : হে আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারীরা! এই তো কুফরীর মূল নায়ক, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ সে বেঁচে গেলে আমার বাঁচা অর্থহীন। আবদুর

রহমান (রা) বলেন : এরপর লোকেরা আমাদের ঘিরে ফেলল। আর আমি উমাইয়াকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম। ইতিমধ্যে একজন মুজাহিদ তার তরবারি বের করে উমাইয়ার ছেলের পায়ে আঘাত করলে সে পড়ে গেল। তা দেখে উমাইয়া এমন জোরে চিৎকার করল যে, আমি অমন চিৎকার আর কখনো শুনিনি। আমি বললাম : উমাইয়া তুমি নিজের চিন্তা কর। তোমার নিস্তার নেই। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। অবশেষে লোকেরা তাদের উভয়কে তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। পরে আবদুর রহমান (রা) বলতেন : আল্লাহ্ বিলালের উপর রহম করুন। আমি বর্ম ফেলে দিয়ে যাকে গ্রেফতার করলাম, তাকে সে হত্যা করল।

বদর যুদ্ধের ফেরেশতাদের উপস্থিতি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) ইবন আব্বাস (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : বনূ গিফারের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, বদরের দিন আমি ও আমার এক চাচাতো ভাই বদরের পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ে উঠে বদর যুদ্ধের দৃশ্য দেখছিলাম যে, কারা হারে ও কারা জেতে। তখনও আমরা ছিলাম মুশরিক। আমরা লুটেরাদের সাথী হয়ে লুটতরাজ করার অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা পাহাড়ে থাকা অবস্থায় এক টুকরো মেঘ আমাদের কাছে এল। আমরা সেই মেঘের ভেতর ঘোড়ার ডাক শুনতে পেলাম। আর জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম : হায়যুম![1] সামনে এগিয়ে যাও। এ সময় আমার চাচাতো ভাইয়ের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে মারা যায়। আমিও মরার উপক্রম হয়ে কোন রকমে বেঁচে যাই।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর বনূ সাঈদার জনৈক ব্যক্তি সূত্রে আমার কাছে আবূ উসায়দ মালিক ইব্‌ন রবী'আ থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি বলতেন : আজ যদি আমার দৃষ্টিশক্তি থাকত এবং আমি বদর প্রান্তরে থাকতাম, তাহলে আমি তোমাদের সেই গিরিপথটি দেখাতাম, যেখান থেকে ফেরেশতারা বেরিয়ে এসেছিল। এ ব্যাপারে আমার কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বনূ মাযিন ইব্‌ন নাজ্জারের কতিপয় ব্যক্তির বরাতে আবূ দাঊদ মাযিনী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধের দিন আমি এক মুশরিককে হত্যা করার জন্য তাকে ধাওয়া করলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, আমার তরবারির আঘাত তার শরীরে লাগার আগেই, ধড় থেকে তার মাথা পড়ে গেল। ফলে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ তাকে হত্যা করেছে।

---

১. হায়যুম হল-জিব্‌রীল (আ)-এর ঘোড়ার নাম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিসের আযাদকৃত গোলাম মিকসাম থেকে জনৈক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতারা সাদা পাগড়ী এবং হুনায়ন যুদ্ধের দিন তাঁরা লাল পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। আর তাদের পাগড়ীর পিছনের অংশ তাদের পিঠের উপর ঝুলে ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেছেন : পাগড়ী হল আরবদের তাজ। আর বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতারা সাদা পাগড়ী পরিহিত ছিলেন, যা তারা তাদের পিঠের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তবে জিব্‌রীল (আ) হলুদ পাগড়ী পরে ছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মিকসাম সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে জনৈক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ফেরেশতারা বদর ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। তবে তারা অন্যান্য যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও সাহায্যকারী হিসাবে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁরা কাউকে হত্যা করতেন না।

আবূ জাহলের হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধের দিন আবূ জাহ্‌ল যুদ্ধ করতে করতে এবং যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টিকারী এ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সামনে এগিয়ে আসে :

(কবিতা) "যে যুদ্ধে বারবার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, এরূপ যুদ্ধও আমার থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে না। আমি দু'বছর বয়সের যুবক পুরুষ উটের মত শক্তিশালী, আর আমার মাতা আমাকে এ ধরনের কাজের জন্যই জন্ম দিয়েছে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল : আহাদ, আহাদ, অর্থাৎ আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন দুশমনদের মুকাবিলা থেকে মুক্ত হলেন, তখন তিনি নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশামকে অনুসন্ধান করতে বললেন। যুদ্ধের ময়দানে যে মুসলিম সৈনিকের সাথে সর্বপ্রথম আবূ জাহ্‌লের সাক্ষাৎ হয়, তিনি হলেন বনূ সালামার মু'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ। তিনি বলেন, আবূ জাহ্‌লের যখন খোঁজাখুঁজি হচ্ছিল, তখন আমি শুনলাম, সে একটি ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে আছে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক তাকে খুঁজে বের করব-ই। আমি যখন তার কাছে পৌঁছলাম, তখন তার উপর আক্রমণ চালিয়ে তার পা কেটে ফেললাম। তখন তার ছেলে ইকরামা আমাকে আঘাত করে আমার হাত কেটে ফেলল হাতখানা কেবল চামড়ার সাথে ঝুলছিল। এতে আমার যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। অগত্যা ঝুলন্ত হাতখানা পা দিয়ে চেপে ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এই বীর মুহাজিদ উসমান (রা)-এর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মুআয বলেন : এরপর মুয়াওয়ায ইব্‌ন আফরা এসে আর এক আঘাত করে আবূ জাহ্‌লকে ধরাশায়ী করল। মুয়াওয়ায (রা) পরে লড়াই করে বদরেই শহীদ হন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন : আমি যখন আবূ জাহ্‌লকে ময়দানে শায়িত দেখলাম, তখনো সে বেঁচে ছিল। সে ইতিপূর্বে আমাকে মক্কায় অপদস্থ করেছিল। আমি তার ঘাড়ে পা দিয়ে চেপে ধরলাম এবং বললাম : হে আল্লাহ্‌র দুশমন! আল্লাহ্ তোকে অপদস্থ করেছেন তো? সে বলল, যাকে তোমরা প্রায় হত্যা করেছ, তার আর অপদস্থ হবার প্রশ্ন উঠে নাকি? আমাকে বল, আজ কাদের জয় হচ্ছে? আমি বললাম : "জয় হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের।" ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলতেন : আবূ জাহ্‌ল মৃত্যুর পূর্বে আমাকে বলেছিলেন, হে মেষের রাখাল! তুই অনেক দুর্লভ মর্যাদা লাভ করেছিস। তিনি বলেন : তারপর আমি তার মাথা কেটে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এই যে আল্লাহ্‌র দুশমন আবূ জাহ্‌লের মাথা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সত্যি নাকি? আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! সত্যি তাই। এরপর তার মাথাটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে রেখে দিলাম। তিনি তা দেখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর করলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) একবার সাঈদ ইব্‌ন আস (রা)-কে বললেন, যখন তিনি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন : "মনে হয়, তোমার মনে এরূপ ধারণা বিদ্যমান যে, আমি তোমার পিতা আসকে হত্যা করেছি। যদি তা করে থাকতাম, তবে সে জন্য তোমার কাছে কোনরূপ ওযর পেশ করতাম না। আসলে আমি আমার মামা 'আস ইব্‌ন মুগীরাকে হত্যা করেছিলাম। তোমার আব্বাও আমার সামনে পড়েছিল। তবে সে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মত আমার দিকে এগিয়ে আসায় আমি দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ি। এরপর তাকে তার চাচাতো ভাই আলী (রা) হত্যা করেন।

উকাশা ইব্‌ন মিহসানের ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উকাশা ইব্‌ন মিহসান ইব্‌ন হারসান আসাদী বদরের দিন যুদ্ধ করতে করতে তাঁর তরবারি তাঁর হাতে ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে আসলে তিনি তাকে একটি গাছের শেকড় দিয়ে বললেন : যাও, এটি দিয়ে যুদ্ধ কর। উকাশা সেটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত থেকে নিয়ে যেই নাড়া দিলেন, অমনি তা একটি চকচকে ধারালো লম্বা তরবারিতে পরিণত হল। মুসলমানদের পরিপূর্ণ বিজয় হওয়া পর্যন্ত তিনি সেই তরবারি দিয়ে যুদ্ধ চালালেন। ঐ তরবারিটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'আল-আওন' অর্থাৎ সাহায্য। এই তরবারি নিয়ে উকাশা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিয়ে তিনি তুলায়হা ইব্‌ন খুয়ায়লিদ আসাদীর হাতে শহীদ হন। এ সময়ও সে তরবারিটি তাঁর কাছে ছিল। তুলায়হা এ সম্পর্কে বলে :

"ঐ লোকদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি, যখন তোমরা তাদের হত্যা করছ? যদিও তারা ইসলাম কবূল করেনি, তবুও কি তারা মানুষ (বাহাদুর) নয়? যদি তারা মহিলা হত, অথবা তাদের সংখ্যা দশের কম হত, তবে তারা বিষাদগ্রস্ত হত (কিন্তু ব্যাপারটি তো এরূপ নয়)। কাজেই, তোমরা আমার পুত্র হিবালকে হত্যা করে বিনা প্রতিশোধে কখনো যেতে পারবে না। আমি আমার হামালা নাম্নী-ঘোটকীর বৃক্ষকে এ ধরনের লোকদের মুকাবিলার জন্য অনেক কষ্ট দিয়েছি। নিঃসন্দেহে এ ঘোটকী অস্ত্রসজ্জিত নেতাদের বারবার মুকাবিলার জন্য আহবান করে। কোনদিন তাকে তুমি পোশাকের মাঝে নিরাপদ, আবার কোনদিন তাকে পোশাকবিহীন অবস্থায় দেখতে পাবে। সেই সন্ধ্যার কথা স্মরণ কর, যখন আমি ইব্‌ন আকরাম এবং উকাশা গানামীকে যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করেছিলাম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধের পর এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক কিয়ামতের দিন পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে বেহেশ্‌তে যাবে। তখন উকাশা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ্ আমাকে এঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি তাদেরই একজন। অথবা তিনি বলেছিলেন : ইয়া আল্লাহ্! আপনি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এ কথা শুনে জনৈক আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমার জন্যও আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমার আগে উকাশা এ সম্মান অর্জন করেছে এবং এই দু'আ কার্যকর হয়েছে।

আর একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আরবের শ্রেষ্ঠ ঘোড় সওয়ার যোদ্ধা আমাদের কাছে রয়েছে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সেই লোকটি কে? তিনি বললেন : উকাশা ইব্‌ন মিহসান। এ সময় উকাশার সগোত্রীয় সাহাবী যিরার ইব্‌ন আযওয়ার আসাদী বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এই ব্যক্তি তো আমাদের গোত্রের লোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সে তোমাদের নয়; বরং মৈত্রী সূত্রে সে আমাদের লোক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যুদ্ধের ময়দানে আবূ বকর (রা) তাঁর ছেলে আবদুর রহমানকে ডেকে বলেন : "ওহে দূরাত্মা, আমার জিনিসপত্র কোথায়?" সেদিন আবদুর রহমান মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে এসেছিল। আবদুর রহমান বলে : তেজী ঘোড়া, হাতিয়ার এবং বিভ্রান্ত বৃদ্ধদের হত্যাকারী তরবারি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বদর কূপে মুশরিকদের লাশ নিক্ষেপ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন রুমান উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশমত নিহত মুশরিকদের বদর কূপে নিক্ষেপ করা হল। তবে উমাইয়া ইব্‌ন খালফের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা হল না। কেননা তার লাশ তার বর্মের মধ্যে ফুলে ফেঁপে আটকে গিয়েছিল।

সাহাবীগণ তার লাশ সরাবার জন্য চেষ্টা করলে তার গোশ্‌ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল। এ অবস্থা দেখে তাঁরা তাকে যেমন ছিল তেমনভাবে রেখে মাটি ও পাথর চাপা দিলেন। কূয়ার মধ্যে লাশগুলো নিক্ষেপ করার পর রাসূলুল্লাহ্ দাঁড়িয়ে বললেন :

হে কূপের অধিবাসীগণ! তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা ওয়াদা করেছিলেন, তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? আমার সঙ্গে আমার রব যা ওয়াদা করেছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি। রাবী বলেন : তখন সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আপনি কি মৃতদের সাথে কথা বলছেন? তখন তিনি তাদের বললেন : তারা এখন ভালভাবে জেনেছে যে, তাদের রব তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সত্য।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হামিদ তবীল আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ তাঁকে মধ্যরাতে এরূপ বলতে শোনেন : হে কূপবাসীরা! হে উত্‌বা ইব্‌ন রবী 'আ, হে শায়বা ইব্‌ন রবী'আ, হে উমাইয়া ইব্‌ন খালফ, হে আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম! এভাবে তিনি কূপের মধ্যকার সকলের নাম উল্লেখ করে বলেন : তোমাদের রব তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা কি সত্য পেয়েছ? আমার রবের প্রতিশ্রুতি আমি সত্য পেয়েছি। তখন মুসলমানগণ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! মরে পচে যাওয়া ঐসব লোককে আপনি সম্বোধন করছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি যা বলছি, তা তোমরা তাদের চাইতে বেশি শুনছ না। কিন্তু তারা আমার কথার জবাব দিতে পারছে না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কোন কোন বিজ্ঞজন আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ কথাগুলোও বলেছিলেন : হে কূয়ার অধিবাসীরা। তোমরা তোমাদের নবীর সঙ্গে আত্মীয় হিসাবেও জঘন্যতম আচরণ করেছিলে। তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে কিন্তু দেশবাসী আমাকে মেনে নিয়েছে। তোমরা আমাকে আমার জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করেছিলে, কিন্তু অন্য লোকেরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলে, কিন্তু অন্য লোকেরা আমাকে সাহায্য করেছিল। তারপর তিনি বললেন : তোমাদের রব তোমাদের সঙ্গে যা ওয়াদা করেছিলেন, তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? এ সম্পর্কে কবি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন :

"আমি টিলার উপর অবস্থিত যয়নবের আবাসস্থল এমনভাবে চিনলাম, যেমন খারাপ কাগজের উপর হস্তাক্ষর চেনা যায়। সে বাসগৃহের উপর বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তার উপর কালমেঘ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করে। তার চিহ্ন পুরাতন হয়ে গেছে এবং তা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এখানেই এক সময় আমার প্রেমিকা বসবাস করত। সব সময় সে বাসগৃহের কথা স্মরণ রাখার অভ্যাস পরিহার কর এবং নিজের ব্যথিত হৃদয়ের বেদনা প্রশমিত কর। ঐ সমস্ত কল্পকাহিনী বাদ দিয়ে সত্য ঘটনা শোনাও, যা শোনাতে কোন আপত্তি নেই। শুনিয়ে দাও যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বদর যুদ্ধে আমাদের মুশরিকদের মুকাবিলায় বিজয়ী করেছেন। সেদিন তাদের দলকে হেরা পর্বতের মত মনে হচ্ছিল, কিন্তু তার ভিত অপরাহ্নে ঝুঁকে পড়ল। আমরা

এমন এক বাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলা করেছি, যাদের যুবক ও বৃদ্ধ সকলে জঙ্গলের সিংহের মত ছিলেন। এঁরা যুদ্ধের লেলিহান শিখার মধ্যে মুহাম্মদ (সা)-কে হিফাযত করেন। তাঁদের হাতে ছিল বাঁটওয়ালা তরবারি এবং মোটা মোটা গিরাবিশিষ্ট বল্লম। বনূ আওসের সর্দারদের সত্য দীনের ব্যাপারে বনূ নাজ্জার সাহায্য করেছে। আর আমরা আবূ জাহ্লকে ধরাশায়ী করেছি এবং উতবাকে মাটির উপর ফেলে রেখেছি। আর শায়বাকে আমরা এমন লোকদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি, যদি তাদের বংশ পরিচয় দেওয়া হয়, তবে তারা সম্ভ্রান্ত বংশের লোক হিসাবে পরিগণিত হবে; (কিন্তু আক্ষেপ ! এখন তাদের বংশ পরিচয় কে জিজ্ঞেস করবে?) আমরা যখন তাদের সবাইকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সম্বোধন করে বলেন : তোমাদের কি জানা ছিল না যে, আমার কথা সত্য ছিল; আর আল্লাহ্র নির্দেশ হৃদয়কে প্রভাবিত করে। কিন্তু তারা কিছুই বলল না, যদি তারা কথা বলত তবে অবশ্যই বলত যে, আপনি সত্যই বলেছিলেন এবং আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুশরিকদের লাশ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন, তখন উত্বা ইব্ন রবী'আর লাশ টেনে কূপের কাছে আনা হল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার ছেলে আবূ হুযায়ফার (যিনি ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন) মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সে মর্মাহত এবং তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। তখন নবী (সা) বললেন : সম্ভবত তোমার পিতার অবস্থা দেখে তোমার অন্তরে কিছু ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বললেন : না, আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আমার পিতার কুফরী ও হত্যার ব্যাপারে কখনো সন্দেহ করিনি; তবে আমি আমার পিতাকে যথেষ্ট জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সহিষ্ণু এবং উন্নত গুণের অধিকারী বলে জানতাম। সে জন্য আশা করেছিলেনাম যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য আমার পিতাকে ইসলামের পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি যখন দেখলাম যে, আমার পিতা শেষ পর্যন্ত কুফরী নিয়েই মারা গেল, তখন আমার মনের আশা পূর্ণ না হওয়ায় আমি মর্মাহত হলাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন এবং তাঁর প্রশংসা করলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় থাকাকালে কতিপয় যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর তাদের বাপ-দাদা ও বংশের লোকেরা তাদের বন্দী করে রাখে এবং দীন-ইসলাম পরিত্যাগের জন্য তাদের উপর নির্যাতন চালায়। ফলে তারা ইসলাম ত্যাগে বাধ্য হয়। পরে তারা তাদের গোত্রের লোকদের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং সকলে মারা যায়। তাদের সম্পর্কে সূরা নিসার এই আয়াত নাযিল হয় :

"যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, "তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?" তারা বলে "দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।" ফেরেশতারা বলে, দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম আর তা কত মন্দ আবাস !" (৪ : ৯৭)

এসব যুবকের পরিচয় হচ্ছে : বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই-এর হারিস ইব্‌ন যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ; বনূ মাখ্‌যূমের আবূ কায়স ইব্‌ন ফাকিহ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম; আবূ কায়স ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম আর বনূ যুমাহের আলী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব হুযাফা ইব্‌ন যুমাহ এবং বনূ সাহমের আস ইব্‌ন মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম।

বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনীমত

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সৈন্যদের মধ্যে যে গনীমতের মাল ছিল, তা একত্র করার নির্দেশ দিলেন। তখন তা একত্র করা হল। গনীমতের মালের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। যারা ঐ সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা বললেন, এ সম্পদ আমাদের প্রাপ্য। যারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা বললেন : এগুলো আমাদের পাওনা। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যদি যুদ্ধ না করতাম, তা হলে তোমরা এগুলো সংগ্রহ করার সুযোগই পেতে না। কুরায়শ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় আমরা তোমাদের সাথে গনীমত কুড়ানোর কাজে যোগ দিতে পারিনি। আর তোমরা এগুলো সংগ্রহ করতে পেরেছ। শত্রুরা ভিন্ন পথ দিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর হামলা করতে পারে, এই আশংকায় যারা তাঁর পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন, তাঁরা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা আমাদের চেয়ে এর বেশি হকদার নও। শত্রুকে আমরাও বাগে পেয়েছিলাম এবং আমরা তাদের হত্যা করতে পারতাম। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা বিনাবাধায় গনীমতের মাল লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম; কিন্তু শত্রুরা নতুন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আক্রমণ চালাতে পারে, এই আশংকায় আমরা তাঁর পাহারায় নিয়োজিত ছিলাম। সুতরাং এই সম্পদে তোমাদের অধিকার আমাদের চেয়ে বেশি নয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : গনীমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন : আমরা যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তাদের মধ্যে মালে গনীমত নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। আমাদের মতবিরোধ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তখন আল্লাহ্ তা আমাদের হাত থেকে নিয়ে তাঁর রাসূলের হাতে সমর্পণ করেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেন। এ সম্পর্কে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মালিক ইব্‌ন রবী'আ বলেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিন বনূ আইয মাখযূমীর 'মরাযযুবান' নামক তরবারিটি আমার হস্তগত হয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন গনীমতের প্রতিটি জিনিস জমা দেওয়ার আদেশ দিলেন তখন আমি ঐ তরবারিটিও জমা দিলাম। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কেউ কিছু চাইলে, তিনি তা দিতে অস্বীকার করতেন না। আরকাম ইব্‌ন আবিল আরকাম নবী (সা)-এর এ অভ্যাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ফলে তিনি তরবারিটি চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা তাঁকে দিয়ে দেন।

বিজয়ের সুসংবাদ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রওয়াহাকে মদীনার উঁচু এলাকায় মুসলমানদের কাছে এবং যায়দ ইব্‌ন হারিসাকে মদীনার নিম্ন এলাকায় মুসলমানদের কাছে বিজয়ের সুসংবাদ জানাতে পাঠালেন। উসামা ইব্‌ন যায়দ বলেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মেয়ে ও উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর স্ত্রী রুকায়্যার দাফনের কাজ সম্পন্ন করছিলাম, তখন সংবাদ পেলাম যে, যায়দ ইব্‌ন হারিসা এসেছেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি সালাত আদায় শেষ করে বসে আছেন এবং লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। আর তিনি বলছিলেন : উত্‌বা, শায়বা, আবূ জাহ্‌ল, যামআ ইব্‌ন আসওয়াদ, আবুল বাখতারী, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ, হাজ্জাজের পুত্রদ্বয় নবীহ ও মুনাব্বিহ–এরা সবাই নিহত হয়েছে। আমি বললাম : আব্বা! ঘটনা কি সত্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র কসম! হে আমার প্রিয় পুত্র।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) সদলবলে মুশরিক যুদ্ধবন্দীদের সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মুয়াইত ও নাযর ইব্‌ন হারিসও ছিল। তিনি মুশরিকদের কাছ থেকে পাওয়া গনীমতের জিনিসপত্রও সাথে নিয়ে চললেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'বকে গনীমতের মাল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এ সময় মুসলমানদের মধ্য থেকে আদী ইব্‌ন আবূ জাগ্‌বা (রা) নামক কবি রণোদ্দীপনামূলক নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন :

"হে বাস্‌বাস! যু-তাল্‌হা নামক স্থানে এ কাফেলার রাত্রি যাপনের কোন অবকাশ নেই। কাজেই উটদের চলার জন্য প্রস্তুত রাখ এবং গুমায়র প্রান্তরেও থামার কোন অবকাশ নেই। এ ধরনের লোকদের বাহনগুলোকে অনুপযুক্ত স্থানে থামিয়ে অসম্মানিত করা যায় না। কাজেই সে উটগুলোকে নিয়ে রাস্তায় চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহ্ তো আমাদের সাহায্য করেছেন, আর আখনাস পালিয়ে গেছে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফরা গিরিপথ থেকে বেরিয়ে উক্ত গিরিপথ ও নাযিয়ার মধ্যবর্তী সায়র নামক বালুর টিলার উপর এক বড় গাছের কাছে অবতরণ করলেন। সেখানে বসে তিনি মুসলমানদের মধ্যে গনীমতের মাল সমভাবে বন্টন করলেন। এরপর নবী (সা) যাত্রা করে যখন রাওহা নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের আল্লাহ্ যে বিজয় দান করেছেন, সেজন্য অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। তখন সালামা ইব্‌ন সুলামা (রা) বললেন : তোমরা কি জন্য আমাদের মুবারকবাদ দিচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো কতকগুলো ঝানু বৃদ্ধ লোকের সাথেই যুদ্ধ করে এলাম। তারা কুরবানীর উটের মত হীনবল হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাদের যবেহ করে রেখে আসলাম। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হেসে বললেন : ভাতিজা, ওরাই তো এক সময় হর্তাকর্তা ছিল।

নাযর ও উক্‌বার হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাফরা নামক স্থানে ছিলেন, তখন নাযর ইব্‌ন হারিস নিহত হয়। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তাকে হত্যা করেন। এরপর তিনি (সা) সেখান থেকে বের হয়ে যখন আরকু যাবিয়াতে পৌছেন, তখন উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মুয়াইত নিহত হয়। তাকে বনূ আজলানের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা (রা) বন্দী করেছিলেন। হত্যার নির্দেশ দেয়ার পর উকবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল : হে মুহাম্মদ! আমার ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার জন্য কে রইল? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আগুন। এরপর বনূ আমর ইব্‌ন আওফের আসিম ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আবূ আফলাহ আনসারী (রা) উকবাকে হত্যা করলেন। এ স্থানে ফারওয়া ইব্‌ন আমর বায়াযীর আযাদকৃত গোলাম আবূ হিন্দ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তার সাথে এক ব্যাগ 'হায়স' (পণির, খেজুর ও ঘি মিশ্রিত এক ধরনের খাবার) ছিল। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তবে পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে শরীক হন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চিকিৎসায় শিংগা লাগাতেন। তখন তিনি (রা) বললেন : আবূ হিন্দ একজন আনসারী। তোমরা তার বিয়ের ব্যবস্থা কর। সাহাবীরা নবী (সা)-এর নির্দেশ পালন করেন এবং এবং তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাত্রা শুরু করেন এবং তিনি যুদ্ধবন্দীদের মদীনায় পৌঁছার একদিন আগেই সেখানে পৌঁছলেন। তবে ইব্‌ন ইসহাক আরো বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আস'আদ ইব্‌ন যারারা সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধবন্দীদের সাথেই মদীনায় পৌঁছেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী সাওদা বিন্‌ত যামআ (রা), আওফ ও মুয়াওয়ায (রা), যারা বদর যুদ্ধে শহীদ হন, তাদের মা আফ্‌রা (রা) ও তার পরিবারের লোকদের কাছে শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগের। উম্মুল মু'মিনীন সাওদা (রা) বলতেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তখনো আফরা পরিবারে ছিলাম। তখন জানলাম যে, যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আসা হয়েছে। আমি তখন আমার বাড়িতে ফিরে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন সেখানে ছিলেন। দেখলাম, পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা অবস্থায় একটি কক্ষে রয়েছে আবূ ইয়াযীদ সুহায়ল ইব্‌ন আমর! আল্লাহ্‌র কসম! আবূ ইয়াযীদকে এ অবস্থায় দেখে আমি আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। বললাম : হে আবূ ইয়াযীদ! তোমরা আত্মসমর্পণ করলে কেন? সম্মানের সাথে মরতে পারলে না? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন : হে সাওদা! তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছ? আমি অনুতপ্ত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। আমি আবূ ইয়াযীদকে পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা দেখে নিজকে সম্বরণ করতে পারিনি, তাই এরূপ বলে ফেলেছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মদীনায় পৌছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধবন্দীদের সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং বলেন : তোমরা কয়েদীদের সাথে ভাল ব্যবহারের কথা স্মরণ রাখবে। রাবী

বলেন : সাহাবী মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর সহোদর ভাই আবূ আযীয ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম বন্দীদের মধ্যে ছিল। আবূ আযীয বলে : এ সময় আমার ভাই মুস'আব আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন জনৈক আনসার সাহাবী আমাকে বন্দী করে রেখেছিল। আমার ভাই আনসারকে বলেন : একে শক্ত করে বেঁধে রাখ, এর মা বিত্তশালী। সে ফিদ্‌য়া দিয়ে একে ছাড়িয়ে নেবে। আবূ আযীয আরো বলে : বদর প্রান্তর থেকে বন্দী হয়ে আসার সময় আমি আনসারদের সঙ্গে ছিলাম। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশমত খাবার সময় আমাকে রুটি খেতে দিতেন এবং নিজেরা খেজুর খেতেন। তিনি আরো বলেন : আমি লজ্জার খাতিরে রুটি তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতাম; কিন্তু তারা তা স্পর্শ না করে আমার কাছে ফেরত পাঠাতেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ আযীয ছিল নাযর ইব্‌ন হারিসের পরেই কুরায়শ বাহিনীর পতাকাবাহী সেনাধ্যক্ষ। মুস'আব (রা) যখন তার ভাই আবূ আযীযকে বন্দীকারী আনসার সাহাবী আবূ ইয়াসার (রা)-কে শক্ত করে তার হাত বাধার জন্য বলেন, তখন সে মুস'আব (রা)-কে জিজ্ঞেস করে : হে আমার ভাই! আমার ব্যাপারে এরূপ করার কি নির্দেশ পেয়েছেন? তখন মুস'আব (রা) বলেন : তুমি আমার ভাই নও; সে আমার ভাই।

এরপর আবূ আযীযের মা মুসলমানদের কাছে জানতে চায় যে, কত অধিক ফিদয়ার বিনিময়ে কুরায়শ বন্দীকে ছাড়া হচ্ছে? তখন তাকে বলা হল : চার হাজার দিরহাম। সে অনুযায়ী তার মা চার হাজার দিরহাম ফিদয়া স্বরূপ পাঠিয়ে তাকে মুক্ত করে নেয়।

পরাজয়ের সংবাদ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এদিকে হায়সুমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খুযাঈ কুরায়শের শোচনীয় পরাজয়ের দুঃসংবাদ নিয়ে সর্বপ্রথম মক্কায় উপনীত হল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল : সেখানকার খবর কি? সে বলল : উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ, শায়বা ইব্‌ন রবীআ, আবুল হাকাম ইব্‌ন হিশাম, উমায়া ইব্‌ন খাল্‌ফ, যামআ ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ, নবীহ ও মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ, আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম-এরা সবাই নিহত হয়েছে। হায়সুমান যখন নিহত কুরায়শ নেতাদের নাম এক এক করে বলছিল, তখন হাতীমে বসে থাকা সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা বলল : আল্লাহ্‌র কসম ! যদি তার জ্ঞানবুদ্ধি ঠিক থেকে থাকে, তবে তোমরা একে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। তখন তারা তাকে জিজ্ঞেস করল : আচ্ছা সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমায়্যার খবর কি ? সে বলল : সে তো হাতীমের মধ্যে বসে আছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার বাপ ও ভাইকে স্বচক্ষে নিহত হতে দেখেছি।

মক্কার ঘরে ঘরে আর্তনাদ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি বলেন, আমি এক সময় আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের গোলাম ছিলাম। এই পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করেছিল। আব্বাস, তাঁর স্ত্রী উম্মুল ফযল ও আমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। আব্বাস

কুরায়শদের ভয় পেতেন এবং তাদের বিরোধিতা করা অপসন্দ করতেন এবং নিজের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারটা তিনি গোপন রাখতেন। তাঁর অনেক সম্পদ ছিল এবং বহু লোককে তিনি অর্থ দিয়ে রেখেছিলেন। আবূ লাহাব বদর যুদ্ধে নিজে অংশগ্রহণ না করে, সে তার পরিবর্তে আসী ইব্‌ন হিশাম ইবন্ মুগীরাকে পাঠিয়েছিল। অন্য লোকেরাও এরূপ করেছিল। যে নিজে যায়নি, সে তার বদলে অন্য একজনকে পাঠিয়েছিল। আবূ লাহাব যখন বদরের পরাজয়ের কথা জানল, তখন আল্লাহ্ তাকে ভীষণ অপমানিত করলেন। কিন্তু আমরা সম্মানিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করেছিলাম। আমি দুর্বল ছিলাম। তীর বানাবার কাজ করতাম। যমযমের পাশে অবস্থিত তাঁবুতে বসে সেগুলো ঠিক করতাম। একদিন আমি ঐ কক্ষে বসে কাজ করছিলাম। তখন আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফযল আমার কাছেই বসা ছিলেন। আমরা কুরায়শের পরাজয়ের খবরে আনন্দিত হয়েছিলাম। এ সময় আবূ লাহাব শোচনীয় অবস্থায় পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে তাঁবুর এক কোণে আমার দিকে পিঠ দিয়ে বসল। হঠাৎ আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব সেখানে এল। তখন আবূ লাহাব তাকে বলল : আমার কাছে এস। তুমি তো সব খবর জান। ফলে সে সেখানে তার পাশে বসে পড়ল এবং অন্য লোকেরা তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আবূ লাহাব জিজ্ঞেস করল : বাবা ! তুমি তাদের খবর আমাকে বল। সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যেন সেখানে শত্রুদের কাছে নিজেদের সোপর্দ করেছি। তারা যেমন খুশি আমাদের বধ করেছে ও বন্দী করেছে। আমি আমাদের লোকদের ভর্ৎসনা করিনি। কারণ আমরা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ধূসর বর্ণের ঘোড়ার উপর অসংখ্য ফর্সা রঙের সিপাহী দেখেছি। যারা কাউকে রেহাই দেয়নি এবং কেউ তাদের সামনে টিকে থাকতে পারেনি। আমি বললাম : "তারা নিশ্চয়ই ফেরেশতা ছিলেন।" এ কথা বলামাত্রই আবূ লাহাব আমার মুখে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মারল। আমিও এর বদলা নিলাম। এরপর সে আমাকে উপরে উঠিয়ে যমীনে আছাড় দিল এবং আমার শরীরের ওপর বসে আমাকে মারতে লাগল। আর আমি ছিলাম একজন দুর্বল ব্যক্তি। এ সময় উম্মুল ফযল তাঁবুর একটি খুঁটি নিয়ে আবূ লাহাবের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং খুঁটি দিয়ে আঘাত করে তার মাথা ফাটিয়ে দিলেন। তিনি বললেন : আবূ রাফি'র মনিব এখানে নেই বলে তাকে দুর্বল ভেবেছ?

এরপর আবূ লাহাব সেখান থেকে উঠে অপমানিত হয়ে বেরিয়ে গেল। আল্লাহ্‌র কসম! তারপর তার শরীরে বড় বড় ফোস্‌কা দেখা দিল এবং তাতেই সে সাত দিনের মধ্যেই মারা গেল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শ গোত্র তাদের নিতহদের জন্য খুবই বিলাপ করল। কিন্তু অচিরেই সংযত হয়ে বলতে লাগল : বেশি বিলাপ করো না। মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা এ খবর জানলে উল্লসিত হবে, আর বন্দীদের মুক্তির জন্য কাউকে পাঠাবে না এখন কিছু বিলম্ব কর। অন্যথায় মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা কড়াকড়ির সাথে মুক্তিপণ আদায় করবে। আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব, তার দুই ছেলে–যাময়া' ইব্‌ন আসওয়াদ এবং আকীল ইব্‌ন আসওয়াদ এবং

এক নাতি–হারিস ইব্‌ন যাম'আকে হারিয়েছিল। সে তার সন্তানদের বিয়োগ ব্যথায় কাঁদতে চাচ্ছিল। এ সময় গভীর রাতে সে এক শোকাহত নারীর কান্নার শব্দ শুনল। অন্ধ আসওয়াদ তার এক ভৃত্যকে বলল : "যাও তো, দেখে এস, এখন উচ্চস্বরে বিলাপ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে কিনা? দেখতো, কুরায়শরা তাদের নিহতদের জন্য কাঁদছে কিনা? তা হলে আমিও যামআর জন্য কাঁদব। কেননা আমার কলিজা জ্বলে যাচ্ছে।" গোলাম ফিরে এসে বলল : এক মহিলা তার উট হারিয়ে কাঁদছে। এ কথা শুনে আসওয়াদ একটি কবিতা আবৃত্তি করে বিলাপ করল। ঐ কবিতার অনুবাদ নিম্নরূপ :

"ঐ মহিলা একটি উটের জন্য এমন করে রাত জেগে বিলাপ করছে, এ কেমন কথা? হে মহিলা! তুমি জওয়ান উট হারানোর জন্য কেঁদো না, বরং বদরের মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে কাঁদো, যেদিন আমাদের ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটেছে। তুমি কাঁদো বদর যুদ্ধে নিহত নেতাদের স্মরণে—বনূ হুসায়ন, বনূ মাখযূম এবং আবুল ওয়ালীদের লোকদের জন্য। যদি তুমি কাঁদতেই চাও, তবে আকীল এবং বীর কেশরী হারিসের জন্য কাঁদো। এঁদের জন্য কাঁদতেই থাক, কাঁদায় বিরতি দিও না। আবূ হাকীমার তো কোন সমকক্ষই ছিল না। জেনে রাখ! ওদের মৃত্যুর পর এমন সব লোক নেতা হয়েছে, যদি বদর যুদ্ধ সংঘটিত না হত, তবে এরা কখনো নেতা হতে পারত না।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে আবূ ওদা'আ ইব্‌ন যবীরা সাহমীও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : মক্কায় তার একটা চতুর ছেলে আছে, যে ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী। মনে হয় সে তার পিতাকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য এসেছে।

ওদিক কুরায়শরা বলাবলি করেছিল যে, তোমরা তোমাদের বন্দীদের ফিদ্‌য়া দিয়ে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না, তাতে মুহাম্মদ এবং তাঁর সাথীরা কঠোর হবে। এদিকে মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওদা'আ—যার কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, বলল : তোমরা ঠিকই বলেছ। তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না। কিন্তু সে গোপনে গভীর রাতে মক্কা থেকে বেরিয়ে গেল এবং মদীনায় পৌঁছে চার হাজার দিরহাম দিয়ে তার পিতাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। এরপর কুরায়শরা তাদের বন্দীদের মুক্তির জন্য লোক পাঠাল। তখন মিকরায ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন আখয়াফ-সুহায়ল ইব্‌ন আমরের মুক্তির জন্য এল। তাকে বনূ সালিম ইব্‌ন আওসের মালিক ইব্‌ন দাখশাম (রা) বন্দী করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি সুহায়লকে বন্দী করেছি। তার পরিবর্তে অন্য কাউকে বন্দী করতে আমি পসন্দ করিনি। বনূ খিন্‌দাফের এ কথা জানা আছে যে, সুহায়লই সে গোত্রের সাহসী পুরুষ। যখন যুলুমের বিনিময় গ্রহণের সময় আসে, তখন একমাত্র সাহসী যুবকই এর প্রতিশোধ নিতে পারে। আমি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলে সে ঝুঁকে পড়ে এবং আমি ঐ ঠোঁটকাটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হই (উল্লেখ্য যে, সুহায়লের নীচের ঠোঁট কাটা ছিল)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি অনুমতি দিলে আমি সুহায়লের সামনের উপর-নীচের দুটো করে দাঁত উপড়ে ফেলব। যাতে তার জিহবা বেরিয়ে আসে এবং আপনার বিরুদ্ধে আর বক্তৃতা দিতে না পারে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি তার মুখ বিকৃত করব না। তা হলে নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ আমার মুখ বিকৃত করবেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে এ কথাও বলেছিলেন যে, এক সময় সুহায়ল এমন ভূমিকাও পালন করতে পারে যা তেমন নিন্দনীয় নয়। এ ভূমিকার কথা পরে উল্লেখ করা হবে (হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরায়শ পক্ষের প্রধান আলোচক ছিল এই সুহায়ল ইব্‌ন আমর)। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন মিকরায তাদের সঙ্গে সুহায়লের মুক্তির ব্যাপারে কথাবার্তা বলে তাদের সন্তুষ্টই করল, তখন তাঁরা বললেন : যা দেওয়ার আমাদের দিয়ে দাও। সে বলল : তার পরিবর্তে আমাকে বন্দী করে রাখুন। আর তাকে ছেড়ে দিন, যাতে সে আপনাদের কাছে তার ফিদ্‌য়া পাঠাতে পারে। তখন তারা সুহায়লকে ছেড়ে দিলেন এবং মিকরাযকে বন্দী হিসাবে রেখে দিলেন। এ সময় মিকরায বলে : আমি সে যুবককে ছাড়াবার জন্য আটটি দামী উট দিয়েছি, জরিমানা গোলামরা নয়, শরীফরা আদায় করে থাকেন। আমি আমার হাতকে বন্দী রাখলাম। অথচ নিজকে বন্দী রাখার পরিবর্তে মাল বন্ধক রাখা সহজ ছিল। কিন্তু আমি অপমানিত হওয়াকে ভয় করেছি। আমি বললাম : সুহায়ল আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। এজন্য আমাদের বাচ্চাদের জন্য তাকে নিয়ে যাও। যাতে আমি আশার আলো দেখতে পারি।

আমর ইব্‌ন আবূ সুফইয়ানের বন্দীদশা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বন্দী হয়েছিল, আমর ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারবও ছিল তাদের একজন। সে ছিল উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আয়তের দৌহিত্র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমর ইব্‌ন আবূ সুফইয়ানের মা ছিল আবূ আমরের কন্যা এবং আবূ মু'আয়ত ইব্‌ন আবূ আমরের বোন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে বন্দী করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফইয়ানকে বলা হত, তোমার ছেলে আম্‌রকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আন। সে বলল : আমার উপর একই সাথে আমার রক্ত ও আমার মাল একত্রিত হবে? তারা হানযালাকে হত্যা করেছে; এখন আবার আমরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনব? থাকতে দাও তাকে তাদের হাতে। তারা তাকে যতদিন ইচ্ছা, বন্দী করে রাখুক।

রাবী বলেন : সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মদীনায় বন্দী অবস্থায় কাটাচ্ছিল। ইত্যবসরে একদিন আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের শাখা বনূ মু'আবিয়ার সা'দ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন আক্‌কাল

উমরার উদ্দেশ্যে বের হন। সাথে ছিল তার যুবতী পত্নী। তিনি নিজে ছিলেন একজন বয়স্ক মুসলিম। মদীনার নিকটবর্তী নাকী'তে নিজ বকরীপাল নিয়ে থাকতেন। সেখানে থেকেই তিনি উমরার উদ্দেশ্যে বের হন। যে আচরণ তাঁর সাথে করা হয়, তার কোন আশংকা তাঁর মনে ছিল না। তিনি ধারণাই করতে পারেন নি যে, তাঁকে মক্কায় বন্দী করা হবে। কারণ তিনি যে উমরা করতে বের হয়েছেন! কুরায়শদের সাথে চুক্তি ছিল, যে কেউ হজ্জ বা উমরা করতে আসবে, তার সাথে তারা ভাল ছাড়া কোন মন্দ আচরণ করবে না। কিন্তু সুফইয়ান ইব্‌ন হারব ঠিকই আমরের প্রতি যুলুম করল এবং তার পুত্র আমরসহ তাকে মক্কায় বন্দী করে রাখল। এরপর আবূ সুফইয়ান বলল (কবিতা) :

"হে ইব্‌ন আক্‌কালের দল! তোমরা সাড়া দাও তার ডাকে—

তোমরা তো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলে যে, এই বুড়ো সরদারকে দুশমনদের হাতে সোপর্দ করবে না। কেননা বনূ আমর অভদ্র ও নীচাশয় সাব্যস্ত হবে যদি না তারা মুক্তি দেয় তাদের শক্ত বাঁধনে আঁটা বন্দীকে।"

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) এর জবাবে বলেন (কবিতা) :

"সে দিন মক্কায় সা'দ যদি মুক্ত থাকত,

তবে নিজে বন্দী হওয়ার আগে সে তোমাদের বহুজনকে হত্যা করত,

সে হত্যা করত তার তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে, নয়ত সেই তীর দিয়ে যা নাবআ কাঠের তৈরি, যখন তা নিক্ষেপের সময় ধনুক থেকে সশব্দে বেরিয়ে যায়।"

বনূ আমর ইব্‌ন আওফ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করল এবং তাঁকে সা'দ ইব্‌ন নু'মানের সংবাদ জানিয়ে আবেদন করল যে, তিনি যেন আমর ইব্‌ন আবূ সুফইয়ানকে তাদের হাতে সোপর্দ করেন। তাহলে তার বিনিময়ে তারা তাদের লোককে ছাড়িয়ে আনবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের অনুরোধ রক্ষা করলেন। তারা তাকে আবূ সুফইয়ানের কাছে পাঠিয়ে দিল। ফলে আবূ সুফইয়ানও সা'দকে মুক্তি দিল।

নবী-দুহিতা যয়নব ও তাঁর স্বামী আবুল আস-এর কাহিনী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জামাতা, তাঁর কন্যা যয়নাব (রা)-এর স্বামী আবুল আস ইব্‌ন রবী' ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আব্‌দ শামস-ও বন্দীদের মধ্যে ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে বন্দী করেছিলেন বনূ হারাম্ গোত্রের খিরাশ ইব্‌ন সিম্‌মা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবুল আস ধনে, বিশ্বস্ততায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মক্কার একজন গণ্যমান্য লোক ছিল। সে ছিল হালা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদের পুত্র। খাদীজা (রা) ছিল তার খালা। খাদীজা (রা)-ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিলেন, যেন তাকে জামাতা করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও খাদীজা (রা)-এর কথা প্রত্যাখ্যান করতেন না। এটা ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বের কথা। সুতরাং তিনি আবুল আসের সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। খাদীজা (রা) তাকে নিজ

সন্তানতুল্য মনে করতেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন নবূওয়াতের মর্যাদার ভূষিত করলেন, তখন খাদীজা (রা) ও তাঁর কন্যাগণ তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন ও তাঁকে বিশ্বাস করলেন। তারা সকলেই সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। মোটকথা তাঁরা তার দীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু আবুল আস তার শির্কের উপরই অটল থাকল।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ লাহাবের পুত্র উতবার কাছে রুকায়্যা (রা) অথবা উম্মু কুলসুম (রা)-কে বিবাহ দিয়েছিলেন। অবশেষে যখন তিনি কুরায়শদের কাছে খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্র দীন ও তজ্জনিত শত্রুতা প্রকাশ করলেন, তখন তারা বলল : তোমরা মুহাম্মদকে সর্ব প্রকার চিন্তা হতে মুক্ত করে দিয়েছ। তোমরা তাঁর মেয়েদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে দাও এবং তাদের চিন্তায় তাঁকে ডুবিয়ে রাখ। সেমতে তারা আবুল আসের কাছে গেল এবং তাকে বলল : তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ কর। এরপর তুমি কুরায়শের যে নারীকেই চাও, আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দেব। আবুল আস বলল : না, আল্লাহ্র কসম! আমি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করব না। আর আমি তার পরিবর্তে আর কোন কুরায়শ রমণী চাই না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে এ বর্ণনা পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জামাতা হিসাবে আবুল আসের প্রশংসা করতেন। এরপর তারা আবূ লাহাবের পুত্র উত্বার কাছে গেল। তারা তাকে বলল : তুমি মুহাম্মদের কন্যাকে তালাক দাও, তুমি কুরায়শদের যে মহিলাকে বিয়ে করতে চাও আমরা তার সাথে তোমাকে বিয়ে দেব। সে বলল : তোমরা যদি আমাকে আবান ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস অথবা সাঈদ ইব্ন আসের কন্যার সাথে বিয়ে দিতে পার, তাহলে আমি তাকে ত্যাগ করব। সুতরাং তারা তার সাথে সাঈদ ইব্ন আসের কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দিল। ফলে সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করল। উল্লেখ্য তখনও নবী দুহিতার সাথে তার মিলন হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্মান রক্ষার্থে উত্বার হাত থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিলেন। আর উত্বাকে করলেন লাঞ্ছিত। পরে উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়।

মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) (এরূপ আত্মীয়তাকে) না বৈধ করতেন, না অবৈধ। কেননা তিনি ছিলেন শত্রুদের চাপের মুখে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যয়নব (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর ও আবুল আস ইব্ন রাবী'-এর মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম ছিলেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে যয়নব ইসলামে বহাল থেকে তার সাথে বসবাস করতে থাকলেন; আর আবুল আস শির্কের উপর অটল থাকল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হিজরত করেন এবং কুরায়শরা বদর পর্যন্ত এগিয়ে যায়, তখন এদের সাথে আবুল আস ইব্ন রাবী'ও যোগ দেয়। আবুল আস বদর যুদ্ধে অন্য বন্দীদের সাথে বন্দী হয় এবং মদীনাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা আব্বাদ (র)-এর সূত্রে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন :

মক্কাবাসীরা যখন তাদের বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ দিয়ে পাঠাল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যয়নব (রা) তাঁর স্বামী আবুল আস ইব্ন রাবী'র মুক্তির জন্য কিছু মালামাল পাঠিয়ে দিলেন। সে মালের মধ্যে ছিল একখানি হার, যা খাদীজা (রা) তাঁর বিদায়ের সময় তাঁর গলায় পরিয়ে আবুল আসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হারখানি দেখলেন, তখন তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেন এবং বললেন : যদি তোমরা ভাল মনে কর, তবে বন্দীকে বিনাপণে মুক্তি দিয়ে দাও এবং তার মাল তাকে ফেরত দিয়ে দাও। তখন সাহাবীগণ বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এরপর তাঁরা আবুল আসকে মুক্তি দিলেন এবং যয়নব (রা)-এর সমস্ত মালামাল ফেরত পাঠালেন।

মদীনার পথে যয়নব (রা)

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবুল আসের কাছে থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন বা আবুল আস নিজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে যয়নবকে মদীনায় আসার সুযোগ দেবে। এমনও হতে পারে যে, এটা আবুল আসের মুক্তির শর্ত ছিল, কিন্তু বিষয়টি না তার থেকে এবং না রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে স্পষ্ট হওয়ায় আমরা জানতে পারিনি প্রকৃত ঘটনা কি ছিল। আবুল আস মুক্তি পেয়ে যখন মক্কার উদ্দেশে বের হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক আনসারী সাহাবীসহ যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)-কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাদের বললেন: তোমরা 'বাত্ন ইয়াজাজ' নামক স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করবে। যয়নব সেখানে এসে পৌছবে, তখন তোমরা তাকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। নির্দেশমত তারা বের হয়ে পড়লেন। এ ঘটনাটি ছিল বদর যুদ্ধের একমাস পরে বা তার কাছাকাছি সময়ে।

আবুল আস মক্কায় এসে যয়নবকে তার পিতার কাছে চলে যেতে বলল। সুতরাং তিনি যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বর্ণনা করেন যে, আমি যয়নব (রা)-এর সূত্রে জানতে পেরেছি, তিনি বলেছেন : আমি আমার পিতার কাছে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এ সময় একদিন উত্বার কন্যা হিন্দ এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করল এবং বলল : হে মুহাম্মদ-তনয়া! শুনলাম আপনি নাকি পিতার কাছে চলে যেতে চাচ্ছেন? যয়নব (রা) বলেন : আমি বললাম, এমন ইচ্ছা আমার নেই। সে বলল : হে আমার চাচাত বোন, এমনটি করবেন না। যদি যেতে চান, আর পথ খরচার জন্য অর্থ-কড়ি দরকার পড়ে, তবে তা আমার কাছে বলবেন। আমি আপনার প্রয়োজন পূরণ করব। আমার কাছে কিছু চাইতে লজ্জাবোধ করবেন না। পুরুষদের মাঝে যা-কিছু চলছে, তা যেন আমাদের নারীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করে।

যয়নব (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমি জানতাম সে যা বলে তা করবে, কিন্তু তবু আমি তার ব্যাপারে সতর্ক থাকলাম। তাই আমি মদীনা-যাত্রার ইচ্ছার কথা তার কাছে অস্বীকার করলাম এবং ভিতরে ভিতরে আমার প্রস্তুতি সম্পন্ন করলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যখন প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত করে ফেললেন, তখন তাঁর দেবর অর্থাৎ তাঁর স্বামীর ভাই কিনানা ইব্ন রাবী' একটি উট নিয়ে এল। তিনি তাতে সওয়ার হলেন। কিনানা তার তীর-ধনুক সাথে নিল এবং তাকে নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রওয়ানা হল। কিনানা উটের রশি টেনে আগে আগে চলছিল, আর যয়নব (রা) ছিলেন হাওদার ভেতর। কুরায়শদের কতিপয় লোক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল এবং তারা তাদের ধরার জন্য বের হয়ে গেল। 'যু-তুওয়া' নামক স্থানে পৌঁছে তারা তাদের ধরে ফেলল। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তাদের সামনে এল, সে ছিল হুবার ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ফিহ্রী। হুবার তার বর্শা দ্বারা যয়নাব (রা)-কে ভয় দেখাল। তিনি ছিল হাওদার ভিতর। বলা হয় : তিনি অন্তঃসত্তা ছিলেন। ফলে প্রচণ্ড ভয়ে তাঁর গর্ভপাত ঘটে যায়। তখন তাঁর দেবর কিনানা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং তূণীর হতে তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করল। এরপর বলল : আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে যে-ই আসবে, আমি তাকে আমার তীরের নিশানা বানাব। এ অবস্থা দেখে সবাই তার থেকে পিছিয়ে গেল। আবূ সুফইয়ান একদল কুরায়শসহ তার সামনে এসে বলল : ওহে! তুমি আমাদের থেকে তোমার তীর সংযত কর। আমরা তোমার সাথে কথা বলি। কিনানা সংযত হল। তখন আবূ সুফইয়ান আরও কাছে এসে তার সামনে দাঁড়াল এবং বলল : তুমি কিন্তু কাজটি ঠিক করনি। তুমি প্রকাশ্য দিবালোকে এ মহিলাকে নিয়ে সকলের সামনে দিয়ে বের হলে, অথচ তুমি জান, আমরা কি মুসীবত ও বিপাকে আছি; মুহাম্মদের কারণে আমাদের মাঝে কী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে! তুমি যেভাবে প্রকাশ্যে সকলের চোখের সামনে তার মেয়েকে নিয়ে বের হয়ে এলে, তাতে লোকে ভাববে, বদরে আমাদের যে সর্বনাশ ঘটে গেল, তদ্দরুন আমরা নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়েছি। আমাদের চরম দুর্বলতা ও পর্যুদস্ত হওয়ার কারণেই তুমি এমনটি করতে পেরেছ। আমার জীবনের কসম! তার বাপ থেকে তাকে আটকে রাখার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। এভাবে প্রতিশোধ গ্রহণেরও কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। কিন্তু তবু তুমি মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এরপর যখন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যাবে এবং লোকে বলবে, আমরা তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি, তখন গোপনে তুমি তাঁকে নিয়ে বের হয়ে যাবে এবং তাঁকে তাঁর পিতার কাছে পৌঁছে দেবে।

কিনানা তাই করল। এরপর যয়নব আরো কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করলেন। অবশেষে যখন পরিস্থিতি শান্ত হল, তখন এক রাতে কিনানা তাকে নিয়ে বের হল এবং যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) ও তাঁর সঙ্গীর কাছে তাঁকে সোপর্দ করল। তাঁরা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে আসলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) কিংবা বনূ সালিম ইব্ন আওফের ভ্রাতা আবূ খায়সামা (রা) যয়নব (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, ইব্ন হিশাম বলেন : কবিতাটি আবূ খায়সামার :

"আমার কাছে এসে পৌঁছেছে যয়নবের প্রতি তাদের জঘন্য অন্যায় আচরণের সংবাদ, তাঁর সঙ্গে তারা এমন অমানবিক ব্যবহার করেছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। তাঁকে মক্কা থেকে নিয়ে আসায় মুহাম্মদ (সা)-এর কোন অসম্মান হয়নি, যদিও এ সময় আমাদের মাঝে যুদ্ধের অশুভ পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল।

যামযামের সাথে মৈত্রী, আর আমাদের সাথে যুদ্ধের কারণে আবূ সুফইয়ানকে চরমভাবে ব্যর্থ ও লজ্জিত হতে হয়েছে। আমরা তার পুত্র আমর এবং তার মিত্রকে ঝনঝন করে এমন মযবূত শেকলে বেঁধে ফেলেছি। আমি শপথ করে বলছি, আমাদের ছোট-বড় সেনাদল, সেনাপতি ও বিশেষ চিহ্নধারী সিপাহীর কোনদিন অভাব হবে না।

তারা কাফির কুরায়শদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে এবং উপর্যুপরি আক্রমণে তারা তাদের নাক ফুঁড়িয়ে রশি লাগাবে। আমরা নাজ্‌দ ও নাখলার আশেপাশে তাদের সাথে লড়াই করতে থাকব। তারা পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে যদি তিহামায় ছাউনি ফেলে, তবে আমরাও সেখানে পৌঁছে যাব।

আর তাদের সাথে আমাদের এ যুদ্ধ চলবে যুগ যুগ ধরে। আমরা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না। আমরা তাদের 'আদ' ও 'জুরহামের' দশা ঘটিয়ে ছাড়ব।

এ সম্প্রদায় মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ না করার দরুন নিজেদের অবস্থার উপর এক সময় অনুতপ করবে, কিন্তু সে সময়ের অনুতাপ কোন কাজে আসবে না।

হে পথিক! আবূ সুফইয়ানের সাক্ষাৎ পেলে তাকে এ বার্তা পৌঁছে দিও যে, যদি তুমি আন্তরিকভাবে অবনত না হও এবং ইসলাম গ্রহণ না কর, তাহলে এ সুসংবাদ গ্রহণ কর, ইহকালে তুমি হবে লাঞ্ছিত, আর জাহান্নামে তোমাকে পরানো হবে আলকাতরা মিশ্রিত স্থায়ী পোশাক।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনায় আছে, سربال نار অর্থাৎ আগুনের পোশাক।

এ কবিতায় আবূ সুফইয়ানের মিত্র বলে আমির ইব্‌ন হাযরামীকে বোঝান হয়েছে। সেও বদরের বন্দীদের মধ্যে ছিল। হারব ইব্‌ন উমাইয়ার সাথে তার মৈত্রী-চুক্তি ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এখানে আবূ সুফইয়ানের মিত্র বলে বরং উক্‌বা ইব্‌ন আবদুল হারিস ইব্‌ন হাযরামীকে বোঝান হয়েছে। আর আমির ইব্‌ন হাযরামী বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

যয়নব (রা)-কে ফিরিয়ে আনতে যারা গিয়েছিল, তারা মক্কায় ফিরে আসলে হিন্দ বিন্‌ত উত্‌বা তাদের কাছে গিয়ে বলল :

انى السلم اعيار جفاء وغلظه × وفى الحرب اشباه النساء العوارك

"এসব লোক কি শান্ত পরিবেশে গাধার মত নির্দয় ও কঠোর? আর যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিক ঋতুমতী নারী?"

[রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত] ব্যক্তিদ্বয়ের কাছে যয়নব (রা)-কে বুঝিয়ে দেওয়ার সময় কিনানা ইব্‌ন রাবী' বলেছিল :

"আমি হুবার ও তার গোত্রের দুর্বৃত্তদের আচরণে বিস্মিত হয়ে যাই যে, তারা চায় আমি মুহাম্মদ (সা)-তনয়ার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি!

যতদিন আমি বেঁচে থাকব, ততদিন আমি তাদের সংখ্যাধিক্যের কোন পরওয়া করব না। আর যতক্ষণ আমার হাত হিন্দুস্তানের তৈরি সুতীক্ষ্ণ তরবারি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকবে, ততক্ষণ আমি তাদের কোন তোয়াক্কা করব না।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব বর্ণনা করেছেন—বুকায়র ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আশাজ্জ থেকে, তিনি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার থেকে, তিনি আবূ ইসহাক দাওসী থেকে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি সেনাদল প্রেরণ করেন, যাতে আমিও ছিলাম। তিনি আমাদের এরূপ নির্দেশ দেন :

"তোমরা হুবার ইব্‌ন আসওয়াদ কিংবা তার সাথে যে লোকটি যয়নাবের দিকে সবার আগে অগ্রসর হয়েছিল, তাদের যদি পাকড়াও করতে পার, তবে তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দিও।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন ইসহাক তার বর্ণনায় অপর সেই লোকটির নাম বলেছেন নাফি' ইব্‌ন আব্‌দ কায়স।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : কিন্তু পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন : আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, লোক দু'টিকে ধরতে পারলে আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু পরে আমি চিন্তা করলাম, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও পক্ষে কাউকে আগুনে জ্বালিয়ে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। অতএব তোমরা যদি তাদের নাগালের মধ্যে পাও, তবে তাদের হত্যা করবে।

আবুল 'আস ইব্‌ন রবী'আর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবুল আস মক্কায় ফিরে গেলেন এবং যয়নব মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে থাকতে লাগলেন। ইসলাম তাদের বিচ্ছেদ ঘটাল। পরে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে আবুল আস ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া চলে গেলেন। তার কাছে নিজের ও কুরায়শের ব্যবসার অর্থ ছিল। তা তাকে মূলধন হিসাবে দেয়া হয়েছিল। তিনি কেনাবেচা সম্পন্ন করে যখন ফিরে আসছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি সেনাদল তার পণ্যদ্রব্য কেড়ে নিল এবং আবুল আস পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। সেনাদল যখন তার পণ্যদ্রব্য নিয়ে মদীনায় পৌঁছল, তখন তিনি রাতের অন্ধকারে মদীনায় পৌঁছলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যয়নবের নিকট উপস্থিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। যয়নব (রা) তাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি তার জিনিসপত্র ফেরত চাইতে এসেছিলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার সময় যয়নব (রা) নারীদের কক্ষ থেকে চিৎকার করে বললেন : "হে জনগণ! শুনে রাখুন, আমি আবুল আস ইব্‌ন রবী'কে আশ্রয় দিয়েছি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম

ফেরানোর পর সবার দিকে মুখ করে বললেন : হে জনগণ! "আমি যে কথা শুনেছি, তা কি তোমরাও শুনেছ?" সবাই বললেন : হ্যাঁ, শুনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "আল্লাহ্র কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন, এ ঘোষণা শুনবার আগে আমি কিছুই জানতাম না। চুক্তি অনুসারে যে কোন ব্যক্তি, যে কোন মুসলমানের নিকট আশ্রয় নিতে পারে।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নবের কাছে গিয়ে বললেন : হে আমার প্রিয় কন্যা! আবুল আ'সকে সযত্নে রাখ। কিন্তু সে যেন নির্জনে তোমার কাছে না আসে। কেননা তুমি এখন তার জন্য হালাল নও।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : যে সেনাদলটি আবুল আসের পণ্য কেড়ে নিয়ে এসেছিল, তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বার্তা পাঠালেন যে, এ ব্যক্তি তো আমাদের লোক, যা তোমরা জান। তোমরা তার মাল নিয়ে নিয়েছ। তোমরা ইচ্ছা করলে তার পণ্য ফেরত দিতে পার। আর আমি এটা পসন্দ করি। সেটা হবে তোমাদের মহানুভবতা। আর ইচ্ছা করলে গনীমত হিসাবে রেখেও দিতে পার। এটা তোমাদের হক। তখন তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা তার মাল ফিরিয়ে দেব। এরপর তাঁরা তার প্রতিটি জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন তিনি সেগুলো মক্কায় বহন করে নিয়ে গেলেন এবং কুরায়শের প্রতিটি জিনিস বুঝিয়ে ফেরত দিলেন। তারপর বললেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদের আর কারো কোন জিনিস কি আমার কাছে পাওনা আছে ?

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমাকে দাউদ ইব্ন হুসায়ন ইকরিমা থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস থেকে এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নব (রা)-কে পূর্ব বিবাহের ভিত্তিতে, ছয় বছর পর তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন, বিবাহ দোহরাননি।[১]

ইব্ন হিশাম বলেন : আমাকে আবূ উবায়দা শুনিয়েছেন যে, যখন আবুল আস ইব্ন রবী' মুশরিকদের দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে আগমন করলেন, তখন তাকে বলা হয়, তুমি কি চাও যে, ইসলাম গ্রহণ করবে এবং সেই সব দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে নেবে? কেননা এগুলো মুশরিকদের সম্পদ? আবুল আস বলেন : আমি কি আমার ইসলাম গ্রহণের শুরুতেই আমানতের খেয়ানত করব? এটা তো খুবই নিকৃষ্ট কাজ।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমাকে আবদুল ওয়ারিস ইব্ন সাঈদ তান্নুরী, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ থেকে, তিনি আমির শা'বী থেকে একই তথ্য শুনিয়েছেন যেমন শুনিয়েছেন আবূ উবায়দা আবুল আস সম্পর্কে।

---

১. আমর ইব্ন শুআয়বের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নব (রা)-কে আবুল আসের কাছে, তার ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় বিবাহ দিয়েছিলেন। শরী'আতের আমল এ হাদীসের উপর ।

মুক্তিপণ ছাড়াই যাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদরের বন্দীদের মধ্যে যাদের বিনা মুক্তিপণে অনুগ্রহ পূর্বক মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তাদের যে নাম আমাদের জানানো হয়েছে, তারা হল : বনূ আব্‌দ শামস্ ইবন আবদ মানাফ-এর আবুল আস ইবন রবী' ইবন আবদুল উযযা ইবন আবদ শামস। যয়নব (রা) তাঁর মুক্তিপণ পাঠানোর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন।

বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা-এর মুত্তালিব ইব্‌ন হানতাব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উবায়দা ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম। তিনি হারিস ইব্‌ন খাযরাজ বংশীয় কয়েকজনের হাতে বন্দী ছিলেন। সুতরাং তাকে তাঁদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হলে তাঁরা তাকে মুক্ত করে দেন। এরপর তিনি তার সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে বনূ নাজ্জারের লোক খালিদ ইব্‌ন যায়দ আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বন্দী করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর সায়ফী ইব্‌ন আবূ রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম। তাকে তার গ্রেফতারকারীদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তার মুক্তিপণ নিয়ে কেউ না আসায় তারা তাকে এই শর্তে মুক্তি দেন যে, সে ফিরে গিয়ে নিজেই মুক্তিপণ পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সে কিছুই আদায় করেনি।

হাস্‌সান সাবিত (রা)-এ সর্ম্পকে বলেন : "অঙ্গীকার পুরা করার লোক সায়ফী নয়, সে তো ক্লান্ত শৃগালের মত কোন জলাশয়ের কাছে পড়ে আছে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতাটি তার একটি দীর্ঘ কবিতায় অংশবিশেষ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ ইয্‌যা আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ্ ছিল অভাবী, অনেক কন্যা সন্তানের পিতা। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তার দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করে তাঁর করুণা চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই শর্তে তার প্রতি অনুগ্রহ করলেন যে, তাঁর বিপক্ষে গিয়ে কাউকে সাহায্য করবে না। আবূ উয্‌যা স্বগোত্রীয় লোকদের কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন :

কেউ কি আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদকে আমার এই বার্তা পৌঁছে দেবে যে, আপনি হক এবং আল্লাহ্ প্রশংসার অধিকারী।

আপনি সত্য ও সরল পথের দিকে আহবানকারী। আপনার সত্যতার প্রমাণে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাক্ষী রয়েছে।

মর্যাদায় আপনি এমন ব্যক্তি যে, আমাদের মাঝে অনেক উঁচু মর্যাদা হাসিল করে নিয়েছেন। যার স্তরগুলো অতিক্রম করা সহজ আবার কঠিনও।

আপনি এমন যে, যার সাথে আপনি যুদ্ধ করেন সে দুর্ভাগা শত্রু। আর যার সাথে আপনি সন্ধি করেন, সে সৌভাগ্যবান।

কিন্তু যখন আমাকে বদর ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন আমার হৃদয় অনুতাপ ও বেদনায় ভরে উঠে।

মুক্তিপণের পরিমাণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তখন মুশরিকদের মুক্তিপণ ছিল জনপ্রতি চার হাজার দিরহাম থেকে এক হাজার পর্যন্ত। কিন্তু যাদের কিছুই ছিল না, তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুগ্রহ করেছিলেন।

উমায়র ইব্‌ন ওয়াহ্‌বের ইসলাম গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যার জন্য তাকে সাফওয়ানের প্ররোচনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের সূত্রে এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের বিপর্যস্ত হওয়ার কিছুদিন পর উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব জুমাহ্ হাতীমের কাছে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার সাথে বসে। উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব ছিল কুরায়শদের মধ্যে একজন দুষ্ট লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কায় অবস্থানকালে তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে যারা নির্যাতন করত, সে ছিল তাদের অন্যতম। তার ছেলে ওয়াহব ইব্‌ন উমায়রও বদরের বন্দীদের মধ্যে ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যুরায়ক গোত্রের রিফা'আ ইব্‌ন রাফি' (রা) তাকে বন্দী করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) সূত্রে শুনিয়েছেন যে, তিনি বদরের গর্তে নিক্ষিপ্তদের মর্মান্তিক পরিণতির আলোচনা করলে সাফ্‌ওয়ান বলল : আল্লাহ্‌র শপথ! এদের নিহত হওয়ার পর বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। উমায়র তাকে বলল : আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি সত্যই বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি ঋণী না হতাম, যা আদায়ের কোন পথ আমার কাছে নেই, আর আমার সন্তানগুলো যদি না থাকত, যাদের আমার পর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি, তবে আমি অবশ্যই গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেলতাম। আরো কারণ হল আমার ছেলে তাদের হাতে বন্দী রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন : সাফওয়ান সুযোগ বুঝে বলল : তোমার ঋণের দায়িত্ব আমার, আমি তা পরিশোধ করব। তোমার সন্তানরা আমার সন্তানদের সাথে থাকবে। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে, আমি তাদের সাহায্য করব। এমনটি হবে না যে, কোন কিছু আমার রয়েছে আর তারা পায়নি। তখন উমায়র তাকে বলল : তবে তুমি আমাদের এ বিষয়টি গোপন রাখ। সাফওয়ান বলল : তাই করব।

বর্ণনাকারী বলেন : উমায়র তার তরবারি ধারালো ও বিষাক্ত করিয়ে নিল। তারপর মদীনায় গিয়ে পৌঁছল। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তখন কয়েকজন মুসলমানের সাথে বদরের বিষয়েই আলোচনা করছিলেন। তাঁরা আলোচনা করছিলেন, আল্লাহ্ যে সম্মান মুসলমানদের

দিয়েছেন এবং তাদের শত্রুদের যে বিপর্যয় তাদের দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে। এমন সময় উমর (রা) দেখতে পেলেন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব মসজিদের দরজায় তার উট বসিয়েছে এবং কাঁধে তার তরবারি। তখন উমর (রা) বললেন : এই যে আল্লাহ্‌র দুশমন কুকুর উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব, আল্লাহ্‌র শপথ! সে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া আসেনি। সেইতো আমাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল এবং বদর যুদ্ধে আমাদের সৈন্য সংখ্যার অনুমান করে কুরায়শদের জানিয়ে দিয়েছিল। এরপর উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে বললেন : হে আল্লাহ্‌র নবী! এই যে আল্লাহ্‌র দুশমন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে এসেছে। নবী (সা) বললেন : তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

বর্ণনাকারী বলেন : উমর (রা) এসে তার তরবারি তার ঘাড়ের সাথে ধরে ফেললেন। আর তাঁর সাথী আনসারদের বললেন : তোমরা ভিতরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বস এবং তার ব্যাপারে সাবধান থেক। এ খবিসকে বিশ্বাস করা যায় না। তারপর তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাকে এ অবস্থায় দেখলেন যে, উমর (রা) ঘাড়েই তার তরবারি ধরে আছেন, তখন তিনি বললেন : ارسله يا عمر ادنا يا عمير "হে উমর তাকে ছেড়ে দাও, হে উমায়র, আমার কাছে এস।" সে কাছে এল এবং বলল : انعموا صباحًا "সুখে থাকুন।" এটাই ছিল তাদের মধ্যে জাহিলী যুগে পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণ।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হে উমায়র ! আল্লাহ্ আমাদের তোমার অভিবাদনের চেয়ে উত্তম অভিবাদন তথা সালাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, যা জান্নাতবাসীদের অভিবাদন। সে বলল : আল্লাহ্‌র শপথ ! হে মুহাম্মদ, আমি তা এখনই জানলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি কেন এসেছ? সে বলল : আমি আপনাদের হাতে আটকে পড়া এই বন্দীটির মুক্তির জন্য এসেছি। তার ব্যাপারে দয়া করুন। তখন নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাঁধে তরবারি কেন? সে বলল : আল্লাহ্ তরবারির অমঙ্গল করুন। তা আমাদের কিইবা কাজে এসেছে? তিনি বললেন : আমার কাছে সত্য করে বল, কেন এসেছ? সে বলল : আমি তো কেবল এজন্য এসেছি। তখন নবী (সা) বললেন : এরূপ মোটেই নয়, বরং তুমি আর সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়া হাতীমের পাশে বসে (বদরের) গর্তে নিক্ষিপ্ত নিহত কুরায়শদের সম্পর্কে আলোচনা করছিলে। তুমি বলেছিলে, আমার ঋণের বোঝা এবং সন্তান-সন্তুতির ভরণ পোষণের দায়িত্ব না থাকলে আমি অবশ্যই বেরিয়ে গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করতাম। তখন সাফওয়ান তোমার ঋণ ও সন্তান-সন্তুতির দায়িত্ব এ শর্তে গ্রহণ করে নিল যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে, অথচ আল্লাহ্ তোমার এবং তোমার ইচ্ছার মাঝে অন্তরায়। উমায়র বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আকাশের যেসব সংবাদ আমাদের কাছে পেশ করতেন এবং যে ওহী আপনার উপর অবতীর্ণ হত, আমরা এ যাবৎ তা অবিশ্বাস করে এসেছি। কিন্তু আমাদের এ বিষয়টিতে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। কাজেই আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিশ্চিত যে, এ সংবাদ আপনাকে আল্লাহ্ ছাড়া

কেউ দেননি। সকল প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন এবং আমাকে এই পথে পরিচালিত করেছেন। তারপর তিনি সত্যের সাক্ষ্য দেন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা তোমাদের ভাইকে দীনী শিক্ষা দাও, তাকে কুরআন পড়াও আর তার সৌজন্যে তার বন্দীকে মুক্তি দাও। তাঁরা তাই করলেন। এরপর তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ যাবৎ আমি আল্লাহ্‌র নূর নির্বাপিত করার ব্যাপারে ছিলাম সচেষ্ট এবং আল্লাহ্‌র দীনের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত, তাদের কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর ছিলাম, এখন আমার ইচ্ছা আমাকে অনুমতি দিন, মক্কায় গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং ইসলামের দিকে দাওয়াত দেই। সম্ভবত আল্লাহ্ তাদেরকে হিদায়েত দান করবেন। অন্যথায় তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেব, যেমন কষ্ট দিতাম আপনার সাথীদেরকে তাদের দীনের ব্যাপারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি মক্কার চলে গেলেন। এদিকে উমায়র যখন মক্কা থেকে বের হয়েছিল, তখন থেকেই সাফওয়ান বলে বেড়াচ্ছিল, হে লোক সকল! সু-সংবাদ গ্রহণ কর, কয়েকদিনের মধ্যেই এমন সংবাদ পাবে, যা তোমাদের বদরের বিপর্যয়ের কথা ভুলিয়ে দেবে। সে মদীনা থেকে আগত প্রতিটি কাফেলার কাছেই উমায়রের খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। পরিশেষে এক আরোহী এসে তাকে উমায়রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিল। তখন সে শপথ করল যে, সে তার সাথে কোনদিন কথা বলবে না, তার কোন উপকার করবে না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমায়র (রা) মক্কায় এসে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। কেউ বিরোধিতা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দিতেন। ফলে তাঁর হাতে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব অথবা হারিস ইব্‌ন হিশাম দু'জনের যে কোন একজনের কথা আমাকে বলা হয়েছে, যিনি ইবলীসকে দেখেছিলেন। যখন সে বদরের দিন পশ্চাদপসরণ করছিল। তখন তিনি বলেন : হে সুরাকা! কোথায় যাচ্ছ। আল্লাহ্‌র দুশমন তখন পালিয়ে গেল। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّى جَارٌ لَّكُمْ -

"স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, আজ মানুষের মধ্যে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না। আমি তোমাদের পাশেই থাকব।" (৮ : ৪৮)

আল্লাহ্ তাদের কাছে ইবলীসের ধোঁকা দেওয়ার কথা এবং সে সময় তার সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জুশাম-এর আকৃতি ধারণ করার কথা উল্লেখ করেন, আর যখন তারা আলোচনা করছিল সে বিপর্যয়ের কথা নিয়ে, যা ঘটেছিল তাদের ও বনূ বকর ইব্‌ন মানাত ইব্‌ন কিনানার মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের সময়।

আল্লাহ্ পাক বলেন :

فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ

"এরপর দু'দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল", আল্লাহ্‌র দুশমন আল্লাহ্‌র সিপাহী ফেরেশতাদের দেখলে পেল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দ্বারা নিজ রাসূল ও মু'মিনদের তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় শক্তিশালী করলেন।

نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْ اَرٰى مَالاَ تَرَوْنَ -

"তখন সে সরে পড়ল ও বলল : তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইল না। তোমরা যা দেখতে পাওনা, আমি তা দেখি।"

আল্লাহ্‌র দুশমন সত্যিই বলেছে, সে এমন কিছু দেখেছিল যা তারা দেখতে পাচ্ছিল না। সে আরও বলল :

اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, আর আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।" (৮ : ৪৮)

রাবী বলেন : আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা তাকে প্রত্যেক স্থানেই তাদের পরিচিত সুরাকার আকৃতিতে দেখতে পেত। এরপর বদরের দিন যখন উভয় দল মুখোমুখি হল, তখন সে পিছনের দিকে সরে পড়ল। মোটকথা সে তাদেরকে (যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত) এনে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : نكص অর্থ رجع (ফিরে গেল)। বনূ আসাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন তামীমের আউস ইব্‌ন হাজার বলেন :

"তোমরা পিছনের দিকে ফিরে গেলে, যেদিন বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসেছিলে।"

এই কবিতাটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব প্রকাশে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেছেন :

"আমার কাওম-ই আশ্রয় দিয়েছে তাদের নবীকে এবং গোটা ভূ-পৃষ্ঠে যখন কুফরীতে ছেয়েছিল, তখন তারা তাঁকে বিশ্বাস করেছে।

পূর্বপুরুষের মত এরা হলেন নেককার। তারা সহযোগিতাকারীদের সাথে সহযোগিতা করেন।

যখন তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ বংশের শ্রেষ্ঠ নবী এলেন, তখন আল্লাহ্ কর্তৃক এ বন্টনে তারা সন্তুষ্ট হলেন।

(তাদের মুখে ছিল) আহ্‌লান সাহ্‌লান অর্থাৎ স্বাগতম, এখানে আপনি নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবেন। কতইনা উত্তম নবী আপনি, কতই না উত্তম প্রতিবেশী আপনি, কতই না উত্তম সৌভাগ্য আমাদের।

তারা তাঁকে থাকতে দিল এমন ঘরে, যেখানে কোন ভয় ছিল না। এদের যে প্রতিবেশী হবে, সেই প্রকৃত প্রতিবেশী।

যখন তাঁরা হিজরত করে এলেন, তখন এঁরা নিজ প্রতিবেশীকে যাবতীয় সম্পদের অংশীদার বানিয়ে নিলেন। আর অস্বীকারকারীদের ভাগ্যে তো রয়েছে জাহান্নাম।

আমরা এগিয়ে গেলাম, আর তারাও বদর প্রান্তরে তাদের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে এল, তারা যদি (তাদের মৃত্যুর কথা) নিশ্চিতভাবে জানত, তবে তারা অগ্রসর হত না।

(ইবলীস) তাদের ধোঁকা দিয়ে পথ দেখাল এবং তাদের নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে গেল। নিঃসন্দেহে খবীস তার বন্ধুদের সাথে প্রতারণাই করে থাকে।

আর সে বলল : আমি তোমাদের পাশেই থাকব, এভাবে সে তাদের এক নিকৃষ্ট ঘাঁটিতে এনে ফেলল, যাতে শুধু লাঞ্ছনা ও অপমানই ছিল।"

ثُمَّ التقينا فولوا عن سراتهم × من منجدين ومنهم فرقة عادوا

"এরপর যখন আমরা পরস্পরের মুখোমুখি হলাম, তখন শয়তান তার দলবল নিয়ে তাদের নেতাদের ছেড়ে সরে পড়ল। আর তাদের কেউ উপরের দিকে, আর কেউ নিচের দিকে পালাল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবির এ কবিতার অংশটি—

لما أتاهم كريم الأصل مختارا

আমাকে আবূ যায়দ আনসারী আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

কুরায়শদের মধ্যে আপ্যায়নকারী ব্যক্তিবর্গ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর হাজীদেরকে আহার দানকারীরা হল কুরায়শের শাখা বংশ বনূ হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম।

বনূ আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের-এর উতবা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আব্‌দ শামস্।

বনূ নাওফল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের হারিস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাওফল ও তুআয়মা ইব্‌ন আদি ইব্‌ন নাওফল-এর দু'জন পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করত।

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যার আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ ও হাকীম ইব্‌ন হিযাম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ-এরা পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করত।

বনূ আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই-এর নযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালদা ইব্‌ন 'আলকামা ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে নাযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন কালদা ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকযা-এর আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম।

বনূ জুমাহ্-এর উমায়া ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন ওয়াহব ইবন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ্।

বনূ সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর-এর হাজ্জাজ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম-এর দু'ছেলে নুযায়হ ও মুনাব্বাহ, এরা দু'জন পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করত।

বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ–এর সুহায়ল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন শামস্ ইব্‌ন আব্‌দ ওদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যবহৃত ঘোড়ার নাম

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে এ তথ্য দিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যবহৃত ঘোড়ার নাম হল : মারসাদ ইব্‌ন আবূ মারসাদ গানাবী (রা)-এর ঘোড়া, তাকে 'সাবাল' বলা হত। মিকদাদ ইব্‌ন আমর বাহরানী (রা)-এর ঘোড়া, তাকে 'বা'যাজা' বলা হত। অনেকের মতে 'সাবাহা' বলা হত। যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-এর ঘোড়া, তাকে 'ইয়াসুব' বলা হত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : পক্ষান্তরে, এ যুদ্ধে মুশরিকদের ঘোড়ার সংখ্যা ছিল একশো।

সূরা আনফাল অবতরণ

গনীমতের মাল বন্টন সম্পর্কে যা নাযিল হয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন বদর যুদ্ধ শেষ হল, তখন এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ সূরা আনফাল নাযিল করেন। গনীমতের মাল নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

"লোকে আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের; সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মু'মিন হও।" (৮ : ১)

আমার কাছে যে তথ্য পৌঁছেছে, তা হল এই যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)-কে সূরা আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন : এ সূরাটি আমাদের বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বদরের দিন যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল এবং তা জটিল আকার ধারণ করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তা আমাদের হাত থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে অর্পণ করলেন এবং তিনি তা আমাদের

মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেন। আর এর মধ্যেই নিহিত ছিল আল্লাহ্‌র ভয় ও আনুগত্য এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য, সেই সাথে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক।

কুরায়শদের মুকাবিলা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাহাবীদের বের হওয়া সম্পর্কে যা নাযিল হয়

এরপর তাদের অবস্থা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে তাদের এই সময় বের হওয়ার কথা আল্লাহ্ উল্লেখ করেন, যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে, কুরায়শরা তাঁদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু তাঁরা তো নিছক কাফেলার আশায়, গনীমতের মোহে বেরিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ - يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ -

"এটা এরূপ, যেমন আপনার প্রতিপালক আপনাকে ন্যায়ভাবে আপনার ঘর থেকে বের করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এটা পসন্দ করেনি। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়; মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে, আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে।" (৮ : ৫-৬)

অর্থাৎ যখন তাদের সামনে উল্লেখ করা হল যে, কুরায়শরা রওয়ানা হয়েছে, তখন তাদের সাথে মুকাবিলা করার ইচ্ছা না থাকার কারণে এবং কুরায়শদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ স্বীকার না করার কারণে, তাঁদের মধ্যে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ -

"স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক।" (৮ : ৭)

অর্থাৎ বিনাযুদ্ধে গনীমত লাভ হোক।

وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ -

"আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদের নির্মূল করেন।" অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন কুরায়শ নেতাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল, এর মাধ্যমে।

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে।"

অর্থাৎ যখন তাঁরা শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য এবং নিজেদের সংখ্যালঘুতা লক্ষ্য করে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেছিলেন।

فَاسْتَجَابَ لَكُمْ "তখন তিনি তা কবূল করেছিলেন।"

অর্থাৎ তিনি তোমাদের ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ কবূল করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন : اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ এবং বলেছিলেন, "আমি তোমাদের সাহায্য করব এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে।" (৮ : ৯)

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ

"স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আছন্ন করেন।"

অর্থাৎ যখন তোমাদের উপর স্বস্তি নাযিল করা হয়, তখন তোমরা নির্ভয়ে শুয়ে পড়লে।

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً "এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন।"

অর্থাৎ সে রাতে তাঁদের উপর যে বৃষ্টি হয়েছিল, এর ফলে মুশারিকরা জলাশয়ে যেতে পারছিল না; পক্ষান্তরে মুসলমানদের জন্য জলাশয়ে যাওয়ার পথ সহজ হয়ে যায়।

لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ

"তা দ্বারা তোমাদের পবিত্র করার জন্য, তোমাদের হতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য।" (৮ : ১১)।

অর্থাৎ তোমাদের মনের শয়তানী ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য; কেননা শয়তান তাঁদের শত্রুর ভয় দেখিয়েছিল। আর তাদের নিমিত্তে যমীন মযবূত করে দেওয়ার জন্য, ফলে তারা পৌছে গেলেন তাদের গন্তব্যস্থানে, যেখানে শত্রু পক্ষ তাদের আগে পৌঁছে গিয়েছিল।

মুসলমানদের সুংবাদ ও উৎসাহ প্রদান সম্পর্কে যা নাযিল হয়

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

"স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ; যারা কুফরী করে, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; সুতরাং তাদের কাঁধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর, তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।" (৮ : ১২-১৩)।

আল্লাহ্ আরো বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ - وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না, সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত কেউ তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্র বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট!" (৮ : ১৫-১৬)

অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্ তাঁদের শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করছেন, যাতে তাঁরা মুকাবিলার সময় পশ্চাদ্পসরণ না করেন। এছাড়া আল্লাহ্ তাঁদের আরো বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কংকর নিক্ষেপ

এরপর আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজ হাতে মুশারিকদের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করা সম্পর্কে বলেন :

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

"এবং আপনি নিক্ষেপ করেননি যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন।"

অর্থাৎ তাদের পরাজয় কেবল আপনার কংকর নিক্ষেপ করার দ্বারাই হয়নি, বরং এ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সাহায্য করেন এবং আপনার শত্রুর মনে ভয়-ভীতির সঞ্চার করেন ; ফলে তারা পরাজিত হয়।

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا

"এবং এটা মু'মিনগণকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য।" (৮ : ১৭) অর্থাৎ মু'মিনরা তাদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের জয়ী করার ব্যাপারে আল্লাহ্র নি'য়ামতের সঠিক মর্ম বুঝে যাতে এ দ্বারা তাঁর হক বুঝে শোকর আদায় করে।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ -

"যদি তোমরা মীমাংসা চাও, তবে তো তা তোমাদের নিকট এসেছে।"

অর্থাৎ আবূ জাহ্লের ঐ উক্তির জবাব দেওয়া হচ্ছে যখন সে বলেছিল : আয় আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং একটি অপরিচিত নতুন বিষয় পেশকারী, তাকে আজ ভোরে ধ্বংস করে দিন।

استفتاح অর্থ ইনসাফ কামনা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ

"যদি তোমরা বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় কর, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দেব।"

অর্থাৎ বদরের দিন আমি যেমন তোমাদের উপর মুসীবত আপতিত করেছিলাম, তেমন মুসীবতে তোমাদের ফেলব।

وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

"এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না, এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের সংগে রয়েছেন।" (৮ : ১৯)

অর্থাৎ তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসবে না; কেননা আমি মু'মিনদের সঙ্গী, আমি তাঁদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাঁদের সাহায্য করতে থাকব।

আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য প্রসঙ্গে

আল্লাহ্ বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ -

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শ্রবণ করছ, তখন তা হতে মুখ ফিরিও না।" (৮ : ২০)

অর্থাৎ তাঁর হুকুম অমান্য করো না, অথচ তোমরা তাঁর কথা শুনছ এবং দাবি করছ যে, তোমরা তাঁর দলভুক্ত।

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُوْنَ -

"এবং তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা বলে, 'শুনলাম', বস্তুত তারা শোনে না।" (৮ : ২১)

অর্থাৎ মুনাফিকদের মত হয়ো না। যারা প্রকাশ্যে আনুগত্য প্রকাশ করে আর গোপনে তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করে।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ -

"আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যারা কিছুই বুঝে না।" (৮ : ২২)

অর্থাৎ আমি সে সব মুনাফিকের মত হতে তোমাদের নিষেধ করেছি, তারা মূক—কেননা ভাল কথা তাদের মুখ থেকে বের হয় না, তারা বধির—কেননা তারা সত্য কথা শুনতে পায় না এবং বুঝে না—কেননা এসব আচরণের কারণে তাদের যে শাস্তি ভোগ করতে হবে, তা তারা জানে না।

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ -

"আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখতেন তবে তিনি তাদেরকেও শোনাতেন।" (৮ : ২৩)

অর্থাৎ আমি তাদের মুখের কথাই তাদের জন্য কার্যকর করে দিতাম। কিন্তু তাদের মন ছিল এর বিরুদ্ধে। যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ "তারা অবশ্যই উপেক্ষা করে মুখ ফিরাত।"

অর্থাৎ যে কাজে তারা বের হত তার কিছুই করত না।

প্রাণবন্তকারী দাওয়াত

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ -

"হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহবান করেন যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে।" (৮ : ২৪)

অর্থাৎ সে যুদ্ধের দিকে—যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদের লাঞ্ছনার পর মর্যাদা দান করেছেন, দুর্বলতার পর শক্তি দান করেছেন এবং তোমরা তাদেরকে পরাজিত করার পর, এই যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে তোমাদের থেকে প্রতিহত করেছেন।

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

"স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে; তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদের অকস্মাৎ ধরে নিয়ে যাবে, এরপর তিনি তোমাদের আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করেন এবং তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। হে মু'মিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও না।" (৮ : ২৬-২৭)

অর্থাৎ এমনটি কারো না যে, রাসূলের সামনে সত্য প্রকাশ কর, যাতে তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আর অন্যের সাথে নিভৃতে মিলিত হলে বিরোধিতা কর। এটা তোমাদের আমানতের জন্য ক্ষতিকর এবং তোমাদের নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা স্বরূপ।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ - وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করবার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপমোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।" (৮ : ২৯)

অর্থাৎ হক ও বাতিলের পার্থক্য দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের জয়ী করবেন, আর তোমাদের বিরোধীদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দেবেন।

আল্লাহ্ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত নি'য়ামতের বর্ণনা

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র সেই সময়ে প্রদত্ত নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যখন কাফিররা গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিল তাঁকে হত্যা করার, গ্রেফতার করার বা দেশান্তর করার।

وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ -

"তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্‌ও কৌশল করেন, আর আল্লাহ্‌ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" (৮ : ৩০)

অর্থাৎ আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সুন্দর ব্যবস্থা করলাম যে, আপনাকে তাদের থেকে মুক্ত করে দিলাম।

কুরায়শদের মূর্খতা প্রসঙ্গে

এরপর আল্লাহ্ কুরায়শদের মূর্খতার কথা এবং তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে দু'আ করার কথা উল্লেখ করে বলেন :

وَاِذْ قَالُوا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ -

"স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ্! তা [যা মুহাম্মদ (সা) নিয়ে এসেছেন] যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর।"

অর্থাৎ যেমন তুমি ইতিপূর্বে কওমে লূতের উপর বর্ষণ করেছিলে,

اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

"কিংবা আমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।"

অর্থাৎ আমাদের উপর এমন কোন আযাব দাও, যা ইতিপূর্বে কাওমসমূহকে দিয়েছিলে। আর তারা বলল : আমরা আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত করতে থাকলে, তিনি আমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না। কোন উম্মতের মাঝে তাদের নবী বর্তমান থাকাকালীন আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব নাযিল করেন নি—যতক্ষণ না তাদের মাঝ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়েছেন। এ কথা তারা তখন বলেছিল, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্

তাঁর নবীকে জানিয়ে দিচ্ছেন তাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কথা এবং নিজেদের বিরুদ্ধে দু'আ করার কথা এবং সেই সাথে তাদের মন্দ আমলের পরিণতির কথা :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

"এবং আল্লাহ্ এমন নন যে, তাদের মাঝে আপনার বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাদের আযাব দেবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।" (৮ : ৩৩)

অর্থাৎ তাদের সে কথার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, তারা বলত : আমরা মাগফিরাত কামনা করছি, আর মুহাম্মদ (সা)-ও আমাদের মাঝে আছেন।

এরপর আল্লাহ্ বলেন : وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ "এবং তাদের কীবা বলবার আছে যে, আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন না।"

(যদিও আপনি তাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন এবং যদিও তারা ইস্তিগফার করছে, যেমন তারা বলে)। وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "যখন তারা লোকদের মাসজিদুল হারাম হতে নিবৃত্ত করে?" অর্থাৎ আপনি ও আপনার অনুসারীদের।

وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهُ ط اِنْ اَوْلِيَاؤُهُ اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ -

"যদিও তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুত্তাকীগণই এর তত্ত্বাবধায়ক।"

হারাম শরীফের যথাযথ সম্মান করে এবং এর কাছে উত্তমরূপে সালাত আদায় করে অর্থাৎ আপনি এবং যারা আপনার উপর ঈমান এনেছে।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ - وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلاَّ مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً

"কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নয়। কা'বাগৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই তাদের সালাত।" (৮ : ৩৪)

অর্থাৎ যে সম্মানিত ঘর সম্পর্কে তাদেরও দাবি যে, তার কারণে নিরাপত্তা লাভ হয়।

ইব্ন হিশাম বলেন : مكاء অর্থ বাঁশী, تصدية অর্থ হাততালি দেওয়া।

আনতারা ইব্ন আমর (ইব্ন শাদ্দাদ) আব্বাসী বলেন :

"আর আমি কতক বিপক্ষকে এমনভাবে ধরাশায়ী করেছি যে, তাদের কণ্ঠনালি থেকে ঠোঁট-কাটা উটের মত শব্দ বের হচ্ছিল।"

অর্থাৎ বর্শার আঘাতে ক্ষতস্থান হতে বাঁশীর আওয়াযের মত রক্ত বের হওয়ার আওয়ায। এ পংক্তিটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

তিরমাহ ইব্ন হাকীম তাঈ বলেন :

"যখনই সে (জংলী বক্‌রী) 'শামাম' নামক পাহাড়ের চূড়ায় বিচরণ করে, তখন সে মাঝে মাঝে শব্দ করে এবং কোন কোন সময় চুপ থাকে।"

এ লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবশিষ। অর্থাৎ যখন সে বকরী বিচরণের সময় পাথরের উপর সজোরে পা নিক্ষেপ করে এবং পরে থেমে যায়, তখন তার পায়ের শব্দ তোমার কাছে হাতের তালির মত মনে হবে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদের এ কাজে না আল্লাহ্ সন্তুষ্ট, না তা তাঁর কাছে পসন্দনীয়; আর না তিনি এ কাজ তাদের উপর ফরয করেছেন, না তাদের তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

"সুতরাং কুফরীর জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কর।" (৮ : ৩৫)

অর্থাৎ বদরের দিন তাদের উপর নিহত হওয়ার যে শাস্তি আপতিত হয়েছে।

সূরা মুয্‌যাম্মিল ও বদর যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তার পিতার সূত্রে বলেছেন যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন : يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ এবং এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পরপরই কুরায়শদের উপর আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বদরে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। আয়াতটি হল :

وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً - اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالاً وَّ جَحِيْمًا - وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا -

"ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখানকারীদের, আর কিছুকালের জন্য তাদের অবকাশ দাও, আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্জ্বলিত আগুন, আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।" (৭৩ : ১১-১৩)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : اَنْكَال হল نكل-এর বহুবচন, অর্থ কড়া শৃংখল।

রূবা ইব্‌ন আজ্জাজ বলেন :

"অবাধ্যতার জন্য আমার শৃংখল তোমার জন্য যথেষ্ট।"

এ লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

যারা আবূ সুফইয়ানকে সাহায্য করেছিল তাদের প্রসঙ্গে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্‌র তা'আলা বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ - ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ -

"আল্লাহ্‌র পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিররা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে; এরপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, তারপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে, তাদের জাহান্নামে একত্র করা হবে।" (৮ : ৩৬)

অর্থাৎ যে দলটি আবূ সুফইয়ানের কাছে গেল এবং সেইসব কুরায়শের কাছে গেল, যাদের সেই ব্যবসায়ে পণ্য সামগ্রী ছিল, তারা তাদের কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আর্থিক সাহায্য চাইল, তখন তারাও তাই করল।

এ সময় আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْلَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ - وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ -

"যারা কুফরী করে তাদের বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে যা অতীতে হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করবেন; কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে, তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে।" (৮ : ৩৮)

অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বদরে নিহত হয়েছিল, তাদের দৃষ্টান্ত।

কাফিরদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ -

"এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে, যতক্ষণ না ফিত্‌না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (৮ : ৩৯)

অর্থাৎ মু'মিনদের দীনে ইলাহী থেকে বিমুখ করার লক্ষ্যে নির্যাতন না করা হয়, আল্লাহ্‌র জন্য নিরঙ্কুশ একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন শরীক না থাকে।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ -

"এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। আর যদি তারা মুখ ফিরায় (আপনার দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে কুফরীর উপর অটল থাকে), তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌ই তোমাদের অভিভাবক।" (৮ : ৩৯-৪০)।

যিনি বদরের দিন তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের সাহায্য করেছেন ও জয়ী করেছেন।

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

"কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।" (৮ : ৪০)

গনীমতের মাল বন্টন প্রসঙ্গে

এরপর তাদেরকে আল্লাহ্ গনীমত বন্টনের পদ্ধতি শিক্ষা দেন এবং গনীমত সংক্রান্ত নির্দেশ তাদের জানিয়ে দেন, যখন তাদের জন্য তিনি তা হালাল করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْئٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

"আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্‌তে এবং তাতে যা আমি আমার বান্দার প্রতি মীমাংসার দিন অবতীর্ণ করেছিলাম, যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (৮ : ৪১)

অর্থাৎ যেদিন আমি নিজ কুদরতে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছিলাম, যেদিন তোমাদের এবং তাদের দল মুখোমুখি হয়েছিল।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ -

"স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকটপ্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে।" (৮ : ৪২)

অর্থাৎ আবূ সুফইয়ানের কাফেলা, যার সম্পর্কে সংবাদ লাভ করার জন্য তোমরা বের হয়েছিলে। আর তারা তার হিফাযতের জন্য বের হয়ে ছিল। না তোমাদের পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত নির্ধারিত ছিল, আর না তাদের পক্ষ থেকে।

وَلَوْتَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعَادِ

"যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করতে চাইতে, তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটত।" (৮ : ৪২)

যদি এ মুকাবিলা তোমাদের এবং তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হত, এরপর তোমাদের কাছে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তোমাদের সংখ্যালঘুতার খবর পৌঁছত, তবে তোমরা তাদের মুকাবিলা করতে না।

وَلٰكِنْ لِّيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا

"কিন্তু বস্তুত, যা ঘটবার ছিল, আল্লাহ্ তা সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করলেন।" (৮ : ৪২)

অর্থাৎ যাতে তিনি তাঁর কুদরতে সে ইচ্ছাটি পূরণ করেন। অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করেন, আর কুফর ও কাফিরদের লাঞ্ছিত করেন। এভাবে তিনি তাঁর ইচ্ছা সূক্ষ্মভাবে বাস্তবায়ন করেন।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

"যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে, সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে, সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে; আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (৮ : ৪২)

অর্থাৎ যাবতীয় নির্দশন দেখার পর কোন আপত্তি না থাকা সত্ত্বেও যারা কুফরী করতে চায়, তারা যেন কুফরী করে। তদ্রূপ যারা ঈমান আনতে চায়, তারা যেন ঈমান আনে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রসঙ্গে

এরপর আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি নিজ অনুগ্রহ এবং তাঁর জন্য নিজ সূক্ষ্ম কৌশলের কথা বর্ণনা করে বলেন :

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلاً ط وَلَوْ اَرٰكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ -

"স্মরণ করুন, আল্লাহ্ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় অল্প, যদি আপনাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক, তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করেছেন এবং অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত।" (৮ : ৪৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনাকে এ সম্পর্কে যা কিছু দেখিয়েছেন, এতে আপনার সাহাবীদের জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে এক বিরাট নি'য়ামত ছিল। যার মাধ্যমে তিনি তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় সাহসী করে তোলেন এবং এভাবে তিনি তাদের থেকে দুর্বলতা দূর করে দেন, যার আশংকা আপনি তাদের ব্যাপারে করছিলেন। কেননা তাদের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত ছিল, তা তাঁর জানা ছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : تخوف শব্দটি অন্য একটি শব্দের পরিবর্তে এসেছে, যে শব্দটি ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমি করিনি।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَّ يُقَلِّلُكُمْ فِىْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً ط

"স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন আল্লাহ্র তরফ থেকে যা ঘটবার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য।" (৮ : ৪৪)

অর্থাৎ যাতে তিনি যুদ্ধের জন্য উভয় দলকে একত্র করেন এবং যাদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার, প্রতিশোধ নেন এবং তাঁর প্রিয়জনদের মধ্য থেকে যাদের উপর তাঁর নি'য়ামত পূর্ণ করার ইচ্ছা করেছিলেন, তাদের উপর অনুগ্রহ করেন।

যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র নসীহত

তারপর তিনি মুসলমানদের নসীহত করেছেন, বুঝিয়েছেন এবং যুদ্ধে যে পথ অবলম্বন করা উচিত তা তাঁদের বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً "হে মু'মিনগণ। তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে"—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا "তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে।" অর্থাৎ সেই সত্তাকে স্মরণ করবে, যাঁর জন্য তোমরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছ, আর সেই অঙ্গীকার তোমরা পূরণ করবে, যে অঙ্গীকার তোমরা তাঁর সঙ্গে করেছ।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

"যাতে তোমরা সফলকাম হও। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না (যদি কর, তবে তোমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হবে), করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে; আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (৮ : ৪৫-৪৬)

অর্থাৎ তোমরা যদি এরূপ কর, তবে আমি তোমাদের সাথে রয়েছি।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ

"আর তোমরা তাদের ন্যায় হবে না, যারা দম্ভভরে ও লোক দেখাবার জন্য স্বীয় গৃহ হতে বের হয়েছিল।" (৮ : ৪৭)

অর্থাৎ তোমরা আবূ জাহ্‌ল ও তার সংগীদের মত হবে না, যারা বলেছিল, আমরা বদর পর্যন্ত না পৌঁছে ফিরে যাব না, সেখানে পশু বলি দেব, মদপান করব এবং মেয়েদের দ্বারা গান-বাজনা করাব। আরব বিশ্ব আমাদের এ খবর জানবে। অর্থাৎ তোমাদের কাজ যেন লোক দেখানো এবং প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে না হয়। অনুরূপভাবে কারো কাছ থেকে কিছু অর্জন করার উদ্দেশ্য যেন না হয়, বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নিজেদের নিয়্যতকে খালেস করে নেবে এবং তোমাদের যাবতীয় কাজ দীনের সাহায্য ও নবী করীম (সা)-এর সহযোগিতার উদ্দেশ্যে হবে। একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কাজ করবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ -

"স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, আজ মানুষের মাঝে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আমি তোমাদের পাশেই থাকব।" (৮ : ৪৮)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই আয়াতের তাফসীর ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের এবং তারা মৃত্যুর সময় যে পরিণতির সম্মুখীন হবে, তার উল্লেখ করেন। তারপর তিনি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়ে তাঁর নবীকে তাদের সম্পর্কে অবহিত করেন। তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ শেষ পর্যায়ে বলেন :

فَامَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ -

"যুদ্ধে তাদের তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও, তবে তাদেরকে তাদের পশ্চাতে যারা আছে, তাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে, যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে।" (৮ : ৫৭) অর্থাৎ তাদের এমন শাস্তি দেবে যা তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় হয়।

এরপর আল্লাহ বলেন :

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ - لاَ تَعْلَمُوْنَهُمْ - اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْئٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ -

"তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এদিয়ে তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে—যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন; আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।" (৮ : ৬০)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে আখিরাতে তোমাদের প্রতিদান বিনষ্ট হবে না এবং দুনিয়াতেও না।

তারপর আল্লাহ্ বলেন :

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

"তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন।"

অর্থাৎ যদি তারা আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণ করার শর্তে সন্ধির প্রস্তাব দেয়, তবে আপনি তাদের সাথে সন্ধি করবেন।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবেন; (তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট)। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (৮ : ৬১)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : جَنَحُوا لِلسَّلْمِ অর্থাৎ যদি তারা সন্ধি করার জন্য আপনার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

الجنوح অর্থ হল الميل ঝুঁকে পড়া। লাবীদ ইব্‌ন রবী'আ বলেন :

"সে এমনভাবে ঝুঁকে আছে, যেমন কর্মকার তীরের জং পরিষ্কার করার জন্য মাথা নীচু করে তার হাতের উপর ঝুঁকে থাকে।"

এ লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ। কবির উদ্দেশ্য ঐ কর্মকার যে নিজের কাজে ঝুঁকে থাকে। السلم -এর অর্থ সন্ধিও হতে পারে। যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে :

فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ -

"সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না; তোমরাই প্রবল।" (৪৭ : ৩৫)।

অন্য কিরা'আতে الى السَّلم রয়েছে, তারও একই অর্থ। যুহায়র ইব্‌ন আবূ সালমা বলেন :

"অথচ তোমরা বলেছিলে, যদি আমরা মাল এবং ভাল আচরণের মাধ্যমে সন্ধি করতে পারি, তবে আমরা অনর্থক রক্তপাত হতে নিরাপদ হব।"

এই লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরীর তরফ থেকে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি وَاِنْ جَنَحُوا لِلسِّمْ اَى للاسلام এ আয়াতের অর্থ—"যদি তারা ইসলামের দিকে ঝুঁকে", এরূপ করতেন।

আল্লাহ্‌র কিতাবে আছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।" (২ : ২০৮)

অনেকে فِى السِّلْمِ পড়েন, যার অর্থ ইসলাম। কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সালত বলেন :

"আর যখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদের ভীতি প্রদর্শন করেন, তখন তারা ইসলামের দিকে ধাবিত হয় না এবং তাঁর সাহায্যকারীও হয় না।"

এই লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

যে বালতি লম্বা করে বানানো হয়, আরবের লোকেরা তাকে سلم বলে থাকে।

বনূ কায়স ইব্‌ন সা'লাবার কবি তারাফা ইব্‌ন আব্‌দ তার উষ্ট্রীর প্রশংসায় বলেন :

"সেই উষ্ট্রীর সামনের দু'টি পা এমনভাবে মুড়ে আছে, যেন সে কূপ থেকে পানি নিয়ে হাওযে জমাকারী কঠিন পরিশ্রমীর দু'টি বালতি নিয়ে পথ অতিক্রম করছে।" যেমন স্বল্প দূরত্বে পানি নিয়ে গমনকারী অধিক পরিমাণ পানি নেয়ার জন্য দু'টি বালতি ভরে নিয়ে যায় এবং

কাপড়ে যাতে পানি না লাগে সেজন্য তাকে দূরে সরিয়ে রাখে, তদ্রূপ তার দু'টি পায়ের জোড়া বাইরের দিকে বেরিয়ে রয়েছে।

এই লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ

"যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে আপনার জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট।" (৮ : ৬২)।

অর্থাৎ তাদের ধোঁকা থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ্ই রয়েছেন (তাদের ধোঁকা দেওয়ার পর আল্লাহ্র কলাকৌশলও তো রয়েছে)।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

هُوَ الَّذِىْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ - وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ط لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

"তিনি আপনাকে নিজ সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন (দুর্বলতার পরে) এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন (তাঁর দীনের মাধ্যমে), তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৮ : ৬২-৬৩)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ط اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ -

"হে নবী! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারী মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। হে নবী! মু'মিনদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন; তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকলে এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই।" (৮ : ৬৫)

অর্থাৎ তাদের যুদ্ধ না কোন বিশেষ নিয়্যতে হয়ে থাকে, না কোন হক বিষয়ের ভিত্তিতে, না ভাল-মন্দের পার্থক্যকরণের ভিত্তিতে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুজায়হ আতা ইব্ন আবূ রাবাহ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানদের জন্য বিষয়টি কঠিন মনে হল এবং দু'শর মুকাবিলায় বিশজনের এবং হাজারের মুকাবিলায় একশ'জনের যুদ্ধ করা তাদের কাছে কঠিন মনে হল। তখন আল্লাহ্

তা'আলা তাদের জন্য সহজ করে দিলেন এবং পরবর্তী আয়াত এ আয়াতটিকে রহিত করে দেয় :

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ط فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

"আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশ'জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশ'জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহ্র হুকুমে তারা দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সংগে রয়েছেন।" (৮ : ৬৬)

রাবী বলেন : এরপর তাদের অবস্থা এমন হল যে, তারা সংখ্যায় শত্রুপক্ষের অর্ধেক হলে ভাবতেন এখন ভেগে যাওয়া সমীচীন হবে না। তার চেয়েও কম হলে ভাবতেন, এখন যুদ্ধ করা ওয়াজিব নয় এবং মুকাবিলা না করে সরে যাওয়া বৈধ হবে।

বদরের বন্দী এবং গনীমতের মাল প্রসঙ্গে

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ শত্রুপক্ষকে বন্দী করে গনীমত হাসিল করার জন্য তাঁর রাসূলের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আর তাঁর পূর্বের কোন নবী শত্রুপক্ষ থেকে গনীমত অর্জন করে তা ভোগ করেন নি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আমাকে সাহায্য করা হয়েছে ত্রাসের মাধ্যমে, আর ভূ-পৃষ্ঠকে আমার জন্য সিজদার স্থান ও পবিত্র করা হয়েছে। আর আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক কথা দান করা হয়েছে। আর আমার জন্য গনীমতের সম্পদ হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বের কোন নবীর জন্য হালাল করা হয়নি। আমাকে শাফা'আতে কুব্রা দান করা হয়েছে। এই পাঁচটি বিষয় আমার পূর্বের কোন নবীকে দেওয়া হয়নি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ বলেন :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ (اى قَبْلَكَ) اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى (مِنْ عَدُوِّهٖ) حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত ছিল না—আপনার আগে।" (৮ : ৬৭)

অর্থাৎ শত্রুদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে দেশ থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত।

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا "তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ।"

অর্থাৎ লোকদের বন্দী করে মুক্তিপণ লাভ করার ইচ্ছা কর।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ط

"এবং আল্লাহ্ চান পরলোকের কল্যাণ।" অর্থাৎ তিনি তাদের হত্যার মাধ্যমে ঐ দীনের বিজয় চান, যার বিনিময়ে আখিরাত হাসিল করা যেতে পারে।

لَوْلاَ كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

"আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত।" (৮ : ৬৮)

অর্থাৎ যদি পূর্ব থেকেই এ বিধান না থাকত যে, আমি কোন বিষয়েই পূর্ব থেকে বাধা প্রদান না করে শাস্তি প্রদান করি না, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের এ কৃতকর্মের কারণে শাস্তি প্রদান করতাম; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বন্দী ছেড়ে দিয়ে মাল গ্রহণ করতে নিষেধ করেন নি। এরপর আল্লাহ্ তাঁর জন্য এবং তাঁর উম্মতের জন্য নিজ রহমতে গনীমতের মাল জায়েয করে দেন এবং বলেন :

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلاً طَيِّبًا - وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর ও আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الاَسْرٰى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"হে নবী ! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদের বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের নিকট হতে যা নেওয়া হয়েছে, তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৮ : ৭০)

মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রসঙ্গে

এরপর আল্লাহ্ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ধর্মীয় বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। তদ্রূপ কাফিরদের মধ্যেও একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ -

"যদি তোমরা তা না কর তবে দেশে ফিত্‌না ও মহা-বিপর্যয় দেখা দেবে।" (৮ : ৭৩)

অর্থাৎ মু'মিনরা মু'মিনদের ছেড়ে কোন কাফিরের সাথে বন্ধুও স্থাপন করবে না, যদিও সে তার নিকটাত্মীয় হয়। যদি তোমরা তা না কর, তবে দেশে ফিত্‌না ও মহা-বিপর্যয় দেখা দেবে। অর্থাৎ হক ও বাতিলের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হবে এবং মু'মিনকে ছেড়ে কাফিরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার কারণে যমীনে ফিত্‌না-ফাসাদের সৃষ্টি হবে।

এরপর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সৃষ্টি করার পর মীরাসকে আত্মীয়েরই হক হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লাহ্ বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ط وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

"যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে থেকে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধানে (মীরাসের ব্যাপারে) একে অন্যের অপেক্ষা অধিক হকদার। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।" (৮ : ৭৫)

বদরে অংশগ্রহণকারী মুসলমানগণ

বনূ হাশিম থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুসলমানদের মধ্য থেকে যাঁরা বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন :

কুরায়শের শাখা গোত্র হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহর ইব্ন মালিক ইব্ব নযর ইব্ন কিনানা থেকে :

১. সাইয়িদুল মুরসালীন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম (সা);

২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিংহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম;

৩. আলী ইব্ন আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম;

৪. যায়দ ইব্ন হারিসা ইব্ন শুরাহবীল ইব্ন কা'ব ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন ইমরাউল কায়স কালবী। যাঁকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল পুরস্কৃত করেছিলেন।

ইব্ন হিশামের মতে : যায়দ ইব্ন হারিসা ইব্ন শারাহীল ইব্ন কা'ব ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন আমির ইব্ন নু'মান ইব্ন আমির ইব্ন আব্দ উদ ইব্ন আওফ ইব্ন কিনানা ইব্ন বকর ইব্ন আওফ ইব্ন উয্রা ইব্ন যায়দুল্লাহ্ ইব্ন রুফায়দা ইব্ন সাওর ইব্ন কা'ব ইব্ন ওয়াবরাহ।

৫. ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আনাসা;

৬. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ কাব্শা;

ইব্ন হিশাম বলেন : আনাসা হল হাবশী আর আবূ কাবশা হল পারসিক।

৭. ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ মারসাদ কান্নায ইব্ন হিসন ইব্ন ইয়ারবূ ইব্ন আমর ইব্ন ইয়ারবূ ইব্ন যুরাশা ইব্ন সা'দ ইব্ন সা'দ জারীফ ইব্ন জিল্লান ইব্ন গানম ইব্ন গনী ইব্ন ইয়াসূর ইব্ন সা'দ ইব্ন কায়স ইব্ন আয়লান।

ইব্ন হিশামের মতে : কান্নায ইব্ন হুসায়ন।

৮. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তার ছেলে মারসাদ ইব্‌ন আবূ মারসাদ, হামযাহ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মিত্র;

৯. উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব;

১০. তুফায়ল ইব্‌ন হারিস;

১১. হুসায়ন হারিস; (এরা তিন ভাই)

১২. মিসতা, ওরফে আউফ ইব্‌ন উসাসাহ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন মুত্তালিব।

(এঁরা মোট বারজন ছিলেন)

বনূ আব্‌দ শামস থেকে

আর বনূ আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ থেকে :

১. উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস। তিনি তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা রুকাইয়া (রা)-এর কাছে তাঁর শুশ্রূষার জন্য রয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকেও মালে গনীমতের অংশ দিয়েছিলেন। তিনি আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার সওয়াবের কি হবে ? তিনি বললেন : তুমিও সওয়াব পাবে।

২. আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স;

৩. আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ হুযায়ফার নাম হল মিহশাম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সালিম হল সুবায়তা বিন্‌ত ইয়ার ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ওবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস-এর আযাদকৃত গোলাম। তাকে এ শর্তে আযাদ করা হয়েছিল যে, সে মনিবের উত্তরাধিকার হবে না। তিনি নিঃস্ব অবস্থা আবূ হুযায়ফার কাছে আসলে আবূ হুযায়ফা তাঁকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, সুবায়তা বিন্‌ত ইয়ার আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বার স্ত্রী ছিলেন। এজন্যই সালিমকে উল্লিখিত শর্তে আযাদ করার পর, সালিমকে আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম বলা হত।

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লোকদের ধারণা যে, আবুল আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামসের আযাদকৃত গোলাম সুবায়হও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আবূ সালামা ইব্‌ন আব্‌দ আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম তাকে নিজের উটে বহন করে নিয়ে যান। এরপর সুবায়হ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা থেকে

১. বনূ আব্‌দ শামস-এর মিত্রদের শাখা বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শ ইব্‌ন রি'আব ইব্‌ন ইয়ামার ইব্‌ন সব্‌রা ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দু'দান ইব্‌ন আসাদ;

২. উকাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান ইব্‌ন হুরসান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দু'দান ইব্‌ন আসাদ;

৩. শুজা' ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সুহায়ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ;

৪. সুজা'-র ভাই উকবা ইব্‌ন ওয়াহব;

৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকায়শ ইব্‌ন রি'আব ইব্‌ন ইয়ামার ইব্‌ন সুবরা ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ;

৬. আবূ সিনান ইব্‌ন মিহসান ইব্‌ন হুরসান ইব্‌ন কায়স (উকাশাহ্ ইব্‌ন মিহসানের ভাই);

৭. তাঁর ছেলে সিনান ইব্‌ন আবূ সিনান;

৮. মুহরিয ইব্‌ন নাযলা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ;

৯. রবী'আ ইব্‌ন আকসাম ইব্‌ন সাখবারা ইব্‌ন আমর লুকায়য ইব্‌ন আমির ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ।

বনূ কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ-এর মিত্রদের থেকে

১. সাকফ্ ইব্‌ন আমর,

২. মালিক ইব্‌ন আমর,

৩. মুদলিজ ইব্‌ন আমর, এরা তিন ভাই ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মিদলাজ ইব্‌ন আমর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এঁরা হলেন বনূ হাজর-এর শাখা সুলায়ম গোত্রের লোক। আর আবূ মাখশী ছিলেন তাদের মিত্র। এঁরা ছিলেন সর্বমোট ষোলজন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ মাখশী ছিলেন তাঈ বংশের লোক। তাঁর নাম ছিল সুওয়াদ ইব্‌ন মাখশী।

বনূ নাওফাল থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ থেকে দু'জন :

১. উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন নুসায়ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা ইব্‌ন খাসাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়লান;

২. উত্‌বা ইব্‌ন গাযওয়ান-এর আযাদকৃত গোলাম খাব্বাব।

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা থেকে

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুযাই-এর থেকে :

১. যুবায়র ইব্‌ন আউয়াম ইব্‌ন খুয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ;

২. হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আ;

৩. হাতিবের আযাদকৃত গোলাম সা'দ, এই তিনজন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাতিবের পিতা আবূ বালতা'আর নাম হল আমর। তিনি লাখম গোত্রের লোক ছিলেন, আর সা'দ ছিলেন কালব গোত্রের।

বনূ আবদুদ্দার থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই থেকে দুই ব্যক্তি :

১. মুসআব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই;

২. সুওয়াইবিত ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হুরায়মালা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন উমায়লা ইব্‌ন সাব্বাক্ ইব্‌ন আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই।

বনূ যুহরা থেকে

বনূ যুহরা ইব্‌ন কিলাব থেকে আট ব্যক্তি :

১. আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আব্‌দ আউফ ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহরা।

২. সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, আর আবূ ওয়াক্কাসের নাম হল মালিক ইব্‌ন উহায়বা ইব্‌ন আব্‌দ মনাফ ইব্‌ন যুহরা।

৩. তাঁর ভাই উমায়র ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস।

৪. এঁদের মিত্রদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন সুমামা ইব্‌ন মাতরূদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন সাওর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন শারীদ ইব্‌ন হাযল ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন দুরায়ম ইব্‌ন কাঈন ইব্‌ন আহওয়াদ ইব্‌ন বাহ্‌রা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাফ ইব্‌ন কুযা'আ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে হাযল ইব্‌ন কাস ইব্‌ন যর ও দাহির ইব্‌ন হাওর।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন শামখ ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন সাহিলা ইব্‌ন কাহিল ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হুযায়ল।

৬. মাসঊদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন হামালা ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন মুহাল্লিম ইব্‌ন আয়িযা ইব্‌ন সুবাঈ ইব্‌ন হুন ; কারা উপাধিধারী লোক ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারা তাদের উপাধি ছিল। তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছিল :

قَدْ اَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا "এরা তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন।"

৭. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুশ্-শিমালায়ন ইব্‌ন আব্‌দ আমর ইব্‌ন নায়লা ইব্‌ন গুব্‌শান ইব্‌ন সুলায়ম ইব্‌ন মালকান ইব্‌ন আফসা ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির। তিনি ছিল খুযা'আ গোত্রের।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, তাকে যুশ্‌-শিমালায়ন কলার কারণ হল—তিনি বাঁ-হাতে কাজ করতেন। তাঁর নাম ছিল উমায়র।

৮. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খাব্বাব ইব্‌ন আরাত। এরা ছিলেন আটজন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, খাব্বাব ইব্‌ন আরাত ছিলেন তামীম গোত্রের লোক। তাঁর সন্তান-সন্তুতিও ছিল। আর তারা কূফায় বসবাস করলেন। অনেকের মতে তিনি খুযা'আ গোত্রের লোক ছিলেন।

বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা থেকে ছিল পাঁচজন :

১. আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ওরফে আতীক ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ বকর (রা)-এর নাম ছিল আবদুল্লাহ্; আর আতীক ছিল তাঁর উপাধি। সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের কারণে তিনি এ উপাধি লাভ করেন।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম বিলাল (রা)। তিনি ছিল বনূ জুমাহ-এর ক্রীতদাস। বিলালের পিতার নাম ছিল রাবাহ। আবূ বকর (রা) তাঁকে উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ থেকে খরিদ করেছিলেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

৩. আমির ইব্‌ন ফুহায়রা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তিনি বনূ আসাদের ক্রীতদাস ছিলেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে তাদের থেকে খরিদ করেছিলেন;

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুহায়ব ইব্‌ন সিনান। তিনি নামর ইব্‌ন কাসিতের বংশধর ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : النمر হল কাসিত ইব্‌ন হানব ইব্‌ন আফ্‌সা ইব্‌ন জাদীলা ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন নাযরের পুত্র। মতান্তরে আফ্‌সা ইব্‌ন দু'মী ইব্‌ন জাদীলা ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন নাযর।

অনেকের মতে সুহায়ব হলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুদ'আন ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম-এর আযাদকৃত গোলাম। অনেকের মতে তিনি ছিলেন রোম দেশীয়। ভিন্ন মতে তিনি ছিলেন নামর ইব্‌ন কাসিত বংশীয়। তিনি রোমকদের হাতে বন্দী হয়ে ছিলেন। তাদের কাছ থেকেই তাকে খরিদ করা হয়েছিল। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে : صحيب سابق الروم "সুহায়ব সকল রোমীয়র মধ্যেই অগ্রগামী।"

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম, তিনি সিরিয়ায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর থেকে ফিরে আসার পর, তিনি মদীনায় আগমন করেন এবং তাঁর সাথে আলোচনা করলে তিনি তাকে গনীমতের অংশ

দেন। তিনি আরয করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার সওয়াবের কি হবে ? তিনি বলেন : তুমি অবশ্যই সওয়াব পাবে।

বনূ মাখযূম থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ মাখযূম ইব্ন ইয়াকযা ইব্ন মুররা থেকে পাঁচ ব্যক্তি :

১. আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ ওরফে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম;

২. শাম্মাস ইব্ন উসমান ইব্ন শারীদ ইব্ন সুওয়াইদ ইব্ন হারমী ইব্ন আমির ইব্ন মাখযূম;

শাম্মাস নামকরণের কারণ

ইব্ন হিশাম বলেন : শাম্মাসের নাম ছিল উসমান। শাম্মাস নামকরণের কারণ হল, জাহিলী যুগে শাম্মামীসাহ বংশীয় এক ব্যক্তি মক্কায় এসেছিল। সে খুবই সুন্দর ছিল। লোকেরা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল। শাম্মাসের মামা উত্বা ইব্ন বরী'আ বললেন : আমি তোমাদের কাছে এর চেয়েও সুন্দর একজন শাম্মাস নিয়ে আসছি। এই বলে তিনি তার ভাগ্নে উসমান ইব্ন উসমানকে নিয়ে এলেন। সেখান থেকেই তার নাম হল শাম্মাস। ইব্ন শিহাব যুহরী প্রমুখ এ তথ্য শুনিয়েছেন।

৩. ইব্ন ইসহাক বলেন : আরকাম ইব্ন আবুল আরকাম, আবুল আরকামের নাম হল আব্দ মানাফ ইব্ন আসাদ। আসাদের কুনিয়াত ছিল আবূ জুন্দুব। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযূমের ছেলে।

৪. আম্মার ইব্ন ইয়াসির। ইব্ন হিশাম বলেন : আম্মার ইব্ন ইয়াসির আনাসী ছিলেন মাদহাজ গোত্রের লোক।

৫. ইব্ন ইসহাক বলেন : মুআত্তিব ইব্ন আউফ ইব্ন আমির ইব্ন ফাযল ইব্ন আফীফ ইব্ন কুলায়ব ইব্ন হুব্শিয়া ইব্ন সালূল ইব্ন কা'ব ইব্ন আমর। তিনি ছিলেন খুযা'আ বংশীয়, বনূ মাখযূমের হালীফ। তাকেই আয়হামা বলা হত।

বনূ আদী ইব্ন কা'ব থেকে

বনূ আদী ইব্ন কা'ব থেকে ছিলেন চৌদ্দজন :

১. উমর ইব্ন খাত্তাব ইব্ন নূফায়ল ইব্ন আবদুল উযযা ইব্ন রিয়াহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুরত ইব্ন রাযাহ ইব্ন আদী (রা);

২. তাঁর ভাই যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা);

৩. উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম মিহজা'। তিনি ছিল ইয়ামানবাসী। উভয় কাতারের মুসলমানদের প্রথম শহীদ। তাঁর গায়ে তীরের আঘাত লেগেছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মিহজা' হলেন আক্ ইব্‌ন আদনান বংশীয়।

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমর ইব্‌ন সুরাকা ইব্‌ন মু'তামির ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন আযাত ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুরত ইব্‌ন রিয়াহ ইব্‌ন রাযাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব;

৫. তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুরাকা;

৬. ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আরীন ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ইয়ারবূ' ইব্‌ন হানযালা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীম। ইনি ছিলেন তাদের মিত্র।

৭. খাউলী ইব্‌ন আবূ খাউলী;

৮. এবং মালিক ইব্‌ন আবূ খাউলী—এরা দু'জন তাদের মিত্র ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ খাউলী ছিলেন আজল ইব্‌ন লুযায়ম ইব্‌ন সা'ব ইব্‌ন আলী ইব্‌ন বকর ইব্‌ন ওয়ায়ল বংশীয়।

৯. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমির ইব্‌ন রবী'আ, ইনি ছিলেন খাত্তাব পরিবারের মিত্র এবং আন্‌য ইব্‌ন ওয়ায়ল বংশীয়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আন্‌য ইব্‌ন ওয়ায়ল ইব্‌ন কাসিত ইব্‌ন হান্‌ব ইব্‌ন আফসা ইব্‌ন জাদীলা ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন নাযর। মতান্তরে আফ্‌সা ইব্‌ন দু'মী ইব্‌ন জাদীলা।

১০. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমির ইব্‌ন বুকায়র ইব্‌ন আব্‌দ ইয়ালায়ল ইব্‌ন নাশিব ইব্‌ন গাইরা, ইনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন লায়স বংশীয়।

১১. আকীল ইব্‌ন বুকায়র;

১২. খালিদ ইব্‌ন বুকায়র;

১৩. ইয়াস ইব্‌ন বুকায়র; এঁরা ছিলেন আদী ইব্‌ন কা'ব গোত্রের মিত্র।

১৪. সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুরত ইব্‌ন রিয়াহ ইব্‌ন রাযাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদর থেকে ফেরার পর সিরিয়া থেকে আগমন করেন এবং তাঁর কাছে আরয করলে তিনি তাঁকে গনীমতের মালের অংশ প্রদান করেন। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমিও কি সওয়াব পাব ? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই সওয়াব পাবে।

বনূ জুমাহ ও তাদের মিত্রদের থেকে

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব থেকে ছিলেন পাঁচ ব্যক্তি :

১. উসমান ইব্‌ন মায'উন ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ;

২. তাঁর ছেলে সায়িব ইব্‌ন উসমান;

৩. কুদামাহ ইব্‌ন মায'উন ও

৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মায'উন, এঁরা দু'জন হলেন উসমান ইব্‌ন মায'উন (রা)-এর ভাই।

৫. মা'মার ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফাহ ইব্‌ন জুমাহ।

বনূ সাহম ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব ইব্ন খুনায়স ইব্ন হুযাফাহ ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম-এর একজন;

বনূ আমির থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ আমির ইব্ন লুআঈ-এর শাখা বংশ বনূ মালিক ইব্ন হিস্ল ইব্ন আমির থেকে ছিলেন পাঁচজন :

১. আবূ সাবরা ইব্ন আবূ রুহস ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন আবূ কায়স ইব্ন আব্দ ওদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হিসল।

২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাখরামা ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন আবূ কায়স ইব্ন আব্দ ওদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক।

৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আমর ইব্ন আব্দ শাম্স ইব্ন আব্দ ওদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হিসল। তিনি তাঁর পিতা সুহায়ল ইব্ন আমরের সাথে বের হয়েছিলেন। এরপর যখন সকলে বদর প্রান্তরে সমবেত হল, তখন তিনি পালিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে আসেন এবং তাঁর সঙ্গী হয়ে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৪. সুহায়ল ইব্ন আমরের আযাদকৃত গোলাম উমায়র ইব্ন আউফ;

৫. আর তাঁদের মিত্র সা'দ ইব্ন খাওলা;

৬. ইব্ন হিশাম বলেন : সা'দ ইব্ন খাওলা ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন।

বনূ হারিস থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ হারিস ইব্ন ফিহ্র থেকে ছিলেন পাঁচজন :

১. আবূ উবায়দা ইব্ন জার্রাহ ওরফে আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাররাহ ইব্ন হিলাল ইব্ন উহায়ব ইব্ন যব্বাহ ইব্ন হারিস;

২. আমর ইব্ন হারিস ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ শাদ্দাদ ইব্ন রবী'আ ইব্ন হিলাল ইব্ন উহায়ব ইব্ন যব্বাহ ইব্ন হারিস;

৩. সুহায়ল ইব্ন ওয়াহব ইব্ন রবী'আ ইব্ন হিলাল ইব্ন আবূ উহায়ব ইব্ন যব্বাহ ইব্ন হারিস;

৪. তাঁর ভাই সাফ্ওয়ান ইব্ন ওয়াহ্ব এরা দু'জন ছিলেন বায়যা এর ছেলে;

৫. আমর ইব্ন আবূ সারহ ইব্ন রবী'আ ইব্ন হিলাল ইব্ন উহায়ব ইব্ন যব্বাহ ইব্ন হারিস।

মোটকথা, যে ক'জন মুহাজির সাহাবী বদরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং যাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গনীমতের মালের অংশ ও সওয়াব প্রাপ্তির আশা দিয়েছিলেন, এঁরা সংখ্যায় ছিলেন ৮৩ জন। ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন ইসহাক ব্যতীত অন্যান্য অনেক আলিম বদরে অংশগ্রহণকারী

মুহাজিরদের মধ্যে বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সার্‌হ ও হাতিব ইব্‌ন আমর এবং বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌র-এর আইয়ায ইব্‌ন যুহায়র-এর নামও উল্লেখ করেছেন।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ

বনূ আবদুল আশহাল থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আনসার মুসলমান আওস ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির গোত্রের শাখা বনূ আবদুল আশ্‌হাল ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস থেকে ১৫ জন :

১. সা'দ ইব্‌ন মু'আয ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবদুল আশহাল;

২. আমর ইব্‌ন মু'আয ইব্‌ন নু'মান;

৩. হারিস ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মু'আয ইব্‌ন নু'মান;

৪. হারিস ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন ইমরাউল কায়স।

বনূ উবায়দ ইব্‌ন কা'ব এবং তাঁদের মিত্র থেকে

৫. উবায়দ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবদুল আশহাল-এর সা'দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন উবায়দ।

ইব্‌ন হিশামের মতে : বনূ যা'উরা ইব্‌ন আবদুল আশহালের পরিবর্তে বনূ যা'উরা ইব্‌ন আবদুল আশহাল।

৬. সালমা ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন ওয়াকাশ ইব্‌ন যুগবা ইব্‌ন যা'উরা;

৭. আব্বাদ ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন ওয়াকাশ ইব্‌ন যুগবাহ ইব্‌ন যা'উরা;

৮. সালামা ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন ওয়াকাশ;

৯. রাফি' ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন কুরয ইব্‌ন সাকান ইব্‌ন যা'উরা;

১০. হারিস ইব্‌ন খাযামা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন খাযরাজ। তিনি বনূ আউফ ইব্‌ন খাযরাজ থেকে বনূ আশহালের মিত্র ছিলেন;

১১. বনূ হারিসাহ ইব্‌ন হারিসের মধ্যে থেকে তাদের মিত্র মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মাজদাআ হারিসা ইব্‌ন হারিস;

১২. বনূ হারিসাহ ইব্‌ন হারিসের থেকে তাদের মিত্র সালামা ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন হারীশ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মাজদাআ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন হারিস;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আসলাম ছিলেন হারীস ইব্‌ন আদী-এর ছেলে।

১৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবুল হায়সাম ইব্‌ন তাইয়্যাহান;

১৪. উবায়দ ইব্‌ন তাইয়্যাহান;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে উতায়ক ইব্‌ন তাইয়্যাহান।

১৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল বনূ যা'উরার লোক ছিলেন। অন্য মতে তিনি গাস্‌সানের লোক ছিলেন।

বনূ সাওয়াদ থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ যাফর-এর শাখা বংশ সাওয়াদ ইব্‌ন কা'ব (কা'বের নামই হল যাফর)-এর দুই ব্যক্তি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যাফর হলেন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক আওসের ছেলে।

১. কাতাদা ইব্‌ন নূ'মান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সাওয়াদ ও

২. উবায়দ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সাওয়াদ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উবায়দ ইব্‌ন আওসকে মুকাররিন বলা হত। কেননা তিনি বদরের দিন চারজন বন্দীকে একত্র করেছিলেন। আর তিনিই আকীল ইব্‌ন আবূ তালিবকে গ্রেফতার করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আব্‌দ ইব্‌ন রিযাহ ইব্‌ন কা'ব-এর তিন ব্যক্তি :

১. নাসর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আব্‌দ;

২. মুআত্তিব ইব্‌ন আব্‌দ এবং

৩. তাদের মিত্রদের থেকে বালী বংশের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তারিক।

বনূ হারিসা থেকে

বনূ হারিসা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আওস-এর তিন ব্যক্তি :

১. মাসঊদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন মাজদাআ ইব্‌ন হারিসা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে মাসঊদ ইব্‌ন আব্‌দ সা'দ।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ আব্‌স ইব্‌ন জাব্‌র ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন মাজদা'আ ইব্‌ন হারিসা;

৩. তাদের মিত্র বালী বংশীয় আবূ বুরদা ইব্‌ন নাইয়ার-ওরফে হানী ইব্‌ন নাইয়ার ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন দুহ্‌মান ইব্‌ন গানম ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌ন হুমায়ম ইব্‌ন কাহিল ইব্‌ন যুহ্‌ল ইব্‌ন হুনাই ইব্‌ন বালী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযা'আ।

বনূ আমর থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আমর ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আউসের শাখা বংশ যুবায়'আহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ-এর পাঁচ ব্যক্তি :

১. আসিম ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন কায়স-ওরফে আবূল আফলাহ ইব্‌ন ইসমা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমাহ ইব্‌ন যুবায়আহ;

২. মুআত্তিব ইব্‌ন কুশায়র ইব্‌ন মুলায়ল ইব্‌ন আত্‌তাফ ইব্‌ন যুবায়আ;

৩. আবূ মুলায়ল ইব্‌ন আয্‌'আর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আত্‌তাফ ইব্‌ন যুবায়আ;

৪. আমর ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন আয'আর ইব্‌ন আত্‌তাফ ইব্‌ন যুবাযআ;

ইব্‌ন হিশামের মতে উমায়ব ইব্‌ন মা'বাদ।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাহ্‌ল ইব্‌ন হানীফ ইব্‌ন ওয়াহিব ইব্‌ন আল-উকায়ম ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মাজদাআ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আমর ওরফে বাহযাজ ইব্‌ন হানাস ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ।

বনূ উমাইয়া থেকে

বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিকের নয় ব্যক্তি :

১. মুবাশশির ইব্‌ন আবদুল মুনযির ইব্‌ন যামবর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উমাইয়া;

২. রিফা'আ ইব্‌ন আবদুল মুন্‌যির ইব্‌ন যামবর;

৩. সা'দ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উমাইয়া;

৪. উয়ায়ম ইব্‌ন সাঈদা;

৫. রাফি' ইব্‌ন 'আনজাদা; (ইব্‌ন হিশামের মতে 'আনজাদা তাঁর মা ছিলেন);

৬. উবায়দ ইব্‌ন আবূ উবায়দ;

৭. সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব;

৮. আবূ লুবাবা ইব্‌ন আবদুল মুন্‌যির এবং

৯. হারিস ইব্‌ন হাতিব।

বর্ণিত আছে যে, শেষোক্ত দু'জন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বের হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং আবূ লুবাবা (রা)-কে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং বদরী সাহাবীদের সাথে এ দু'জনকেও দু'টি হিস্‌সা প্রদান করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এঁদেরকে রাওহা এলাকা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাতিব ছিলেন আমর ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমাইয়ার ছেলে। আর আবূ লুবাবার নাম ছিল বশীর।

বনূ উবায়দ ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক বংশের সাতজন :

১. উনায়স ইব্‌ন কাতাদা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উবায়দ;

২. তাঁদের মিত্রদের থেকে বালী বংশীয় মা'আন ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জাদ্দ ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন যুবায়'আ;

৩. সাবিত ইব্‌ন আকরাম ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আজলান;

৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আজলান;

৫. যায়দ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আজলান;

৬. রিবঈ ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন জাদ্দ ইব্‌ন আজলান;

৭. আসিম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জাদ্দ ইব্‌ন আজলানও বের হয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ফিরিয়ে দেন এবং বদরী সাহাবীদের সাথে তাঁকে গনীমতের হিস্‌সা প্রদান করেন।

বনূ সা'লাবা থেকে

বনূ সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ-এর সাতজন :

১. আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন বারক–ওরফে ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা;

২. আসিম ইব্‌ন কায়স;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আসিম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা;

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ যাইয়্যাহ ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা;

৪. আবূ হান্নাহ;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তিনি ছিল আবূ যাইয়্যাহ্–এর ভাই। মতান্তরে তাকে আবূ হাব্বাহ বলা হত। ইমরাউল কায়সকে বুরক ইব্‌ন সা'লাবা বলা হত।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সালিম ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে সাবিত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা।

৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা;

৭. খাওওয়াত ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নু'মান। একে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরী সাহাবীদের সঙ্গে গনীমতের হিস্‌সা দিয়েছিলেন।

বনূ জাহজাব ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

বনূ জাহ্জাব ইব্ন কুল্ফা ইব্ন আউফ ইব্ন আমর ইব্ন আউফের দু'জন :

১. মুনযির ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উকবা ইব্ন উহায়হা ইব্ন জাল্লাহ্ ইব্ন হারীশ ইব্ন জাহজাব ইব্ন কুল্ফা;

ইব্ন হিশাম বলেন : মতান্তরে হারীস ইব্ন জাহজাব।

২. ইব্ন ইসহাক বলেন : তাঁদের মিত্র বনূ উনায়ফের আবূ আকীল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন বায়হান ইব্ন আমির ইব্ন হারিস ইব্ন মালিক ইব্ন আমির ইব্ন উনায়ফ ইব্ন জুশাম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তায়ম ইব্ন ইরাশ ইব্ন আমির ইব্ন উমায়লা ইব্ন কাস্মীল ইব্ন ফারান ইব্ন বালী ইব্ন আমর ইব্ন ইল্হাফ ইব্ন কুযাআ।

ইব্ন হিশাম বলেন : মতান্তরে তামীম ইব্ন ইরাশা ও কিস্মীল ইব্ন ফারান।

বনূ গান্ম থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ গান্ম ইব্ন সালম ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন আওস-এর পাঁচ ব্যক্তি :

১. সা'দ ইব্ন খায়সামা ইব্ন হারিস ইব্ন মালিক ইব্ন কা'ব ইব্ন নাহ্হাত ইব্ন কা'ব ইব্ন হারিসা ইব্ন গান্ম;

২. মুনাযির ইব্ন কুদামা ইব্ন আরফাজা;

৩. মালিক ইব্ন কুদামা ইব্ন আরফাজা;

ইব্ন হিশাম বলেন : আরফাজা ছিলেন কা'ব ইব্ন নাহ্হাত ইব্ন কা'ব ইব্ন হারিসা ইব্ন গান্ম-এর পুত্র।

৪. ইব্ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্ন আরফাজা এবং

৫. বনূ গান্ম-এর আযাদকৃত গোলাম তামীম।

ইব্ন হিশাম বলেন : তামীম ছিলেন সা'দ ইব্ন খায়সামার আযাদকৃত গোলাম।

মু'আবিয়া ইব্ন মালিক ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ মু'আবিয়া ইব্ন মালিক ইব্ন আউফ ইব্ন আমর ইব্ন আউফের তিন ব্যক্তি :

১. জাবর ইব্ন আতীক ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন হায়শা ইব্ন হারিস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন মু'আবিয়া;

২. মালিক ইব্ন নুমায়লা। ইনি ছিলেন মুযায়না বংশের এবং তাঁদের মিত্র।

৩. তাঁদের মিত্র বনূ বালী থেকে নু'মান ইব্ন আসার।

মোটকথা, বদরের যুদ্ধে আউস বংশের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদেরকে তিনি গনীমতের হিস্সা দিয়েছিলেন এবং সাওয়াবের নিশ্চিত সংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন একষট্টিজন।

বনূ ইমরাউল কায়স থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন আনসার মুসলমান খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির-এর শাখা বংশ বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর গোত্র ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর চার ব্যক্তি :

১. খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবূ যুহায়র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন ইমরাউল কায়স;

২. সা'দ ইব্‌ন রবী' ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবূ যুহায়র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন ইমরাউল কায়স;

৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইমরাউল কায়স এবং

৪. খাল্লাদ ইব্‌ন সুওয়াইদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন ইমরাউল কায়স।

বনূ যায়দ থেকে

বনূ যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ থেকে দুই ব্যক্তি :

১. বশীর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খিলাস ইব্‌ন যাযদ;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে জুলাস; আর আমাদের দৃষ্টিতে তা ভুল।

২. বশীর-এর ভাই সিমাক ইব্‌ন সা'দ।

বনূ আদী থেকে

বনূ আদী ইব্‌ন কা'র ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর তিন ব্যক্তি :

১. সুবাঈ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন 'আয়্যাশা ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আদী;

২. আব্বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়্যাশা (সুবাঈ-এর ভাই);

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে কায়স ছিলেন আবাসা ইব্‌ন উমাইয়ার ছেলে।

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্‌স।

বনূ আহমার থেকে

বনূ আহমার ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ থেকে এক ব্যক্তি :

ইয়াযীদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আহ্‌মার। তাঁকে ইব্‌ন ফুসহুমও বলা হত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ফুসহুম ছিলেন তার মা। তিনি ছিলেন কায়স ইব্‌ন জাস্‌র বংশের মহিলা।

বনূ জুশাম ও বনূ যায়দ থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ জুশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ও বনূ যায়দ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খায্‌রাজ (এঁরা দু'জন যমজ ভাই)-এর চার ব্যক্তি :

১. খুবায়ব ইব্‌ন ইসাফ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন খাদীজ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন জুশাম;

২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহী ইব্‌ন যাযদ;

৩. তাঁর ভাই হুরায়স ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা;

৪. অনেকের ধারণায় সুফইয়ান ইব্‌ন বিশর অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সুফইয়ান ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন যায়দ।

বনূ জিদারা থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ জিদারা ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর চার ব্যক্তি :

১. তামীম ইব্‌ন ই'য়ার ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন জিদারা;

২. বনূ হারিসার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমায়র;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন আদী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন জিদারা;

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্‌ন মুযাইয়্যান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন জিদারা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যাযদ ইব্‌ন মুরায়ী

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আরফাতা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন জিদারাহ।

বনূ আবজার থেকে

বনূ আবজার—ওরফে বনূ খুদরা ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর এক ব্যক্তি :

১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রবী' ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন আব্‌জার।

বনূ আউফ থেকে

বনূ আউফ ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ উবায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গান্‌ম আউফ ইব্‌ন খাযরাজ ওরফে বনূ হুবলা-এর দু'ব্যক্তি :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হুবলার নাম হল সালিম ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন আউফ। তার পেট বড় হওয়ার কারণে তাকে হুবলা বলা হত।

১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উবায়দ ওরফে ইব্‌ন সালূল। আর সালূল ছিল জনৈকা মহিলা, আর সে ছিল উবায়-এর মা।

২. আওস ইব্‌ন খাওলা ইব্‌ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উবায়দ।

বনূ জাযা ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

বনূ জাযা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন গান্‌ম-এর ছয় ব্যক্তি :

১. যায়দ ইব্‌ন ওয়াদী'আ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন জাযা;

২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন গাতফান গোত্র থেকে তাদের মিত্র উক্‌বা ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন কালদা;

৩. রিফা'আ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন গান্‌ম;

৪. তাঁদের ইয়ামানী মিত্র আমির ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন আমির;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে আমর ইব্‌ন সালামা তিনি ছিলেন কুযা'আর শাখা গোত্র বালী গোত্রের লোক।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ হুমায়যা মা'বাদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন কুশায়র ইব্‌ন মুকাদ্দাম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন গান্‌ম;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মা'বাদ ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন কাশাআর ইব্‌ন মুকাদ্দাম; ভিন্নমতে উবাদা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন কুদম।

৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাঁদের মিত্র আমির ইব্‌ন বুকায়র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমির ইব্‌ন উকায়র। মতান্তরে আসিম ইব্‌ন উকায়র।

বনূ সালিম থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সালিম ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ আজলান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালিম-এর এক ব্যক্তি :

১. নওফাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নায্‌লা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন আজলান।

বনূ আসরাম থেকে

বনূ আসরাম ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আউফ-এর দুই ব্যক্তি :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইনি ছিলেন গান্‌ম ইব্‌ন আউফ, সালিম ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ, ইব্‌ন খাযরাজ-এর ভাই।

১. উবাদা ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আসরাম;

২. তাঁর ভাই-আওস ইব্‌ন সামিত।

বনূ দা'দ থেকে

বনূ দা'দ ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম-এর এক ব্যক্তি :

১. নু'মান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'ল্লাবা ইব্‌ন সা'দ ওরফে কাওকাল।

বনূ কুরয়ূশ থেকে

বনূ কুরয়ূশ ইব্‌ন গানম ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন সালিমের এক ব্যক্তি :

১. সাবিত ইব্‌ন হায্‌যাল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কুরয়ূশ।

ইব্‌ন হিশামের মতে কুরয়ূশ ইব্‌ন গান্‌ম।

বনূ মারযাখা থেকে

বনূ মারযাখা ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালিম-এর এক ব্যক্তি :

১. মালিক ইব্‌ন দুখশুম ইব্‌ন মারযাখা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মালিক ইব্‌ন দুখশুম।

বনূ লাওযান ও তাদের মিত্রদের থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ লাওযান ইব্‌ন সালিমের তিন ব্যক্তি :

১. রবী ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন লাওযান;

২. তাঁর ভাই অরাকা ইব্‌ন ইয়াস এবং

৩. তাঁদের ইয়ামানী মিত্র আমর ইব্‌ন ইয়াস।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ভিন্ন মতে, আমর ইব্‌ন ইয়াস রবীও অরাকার ভাই ছিলেন।

বনূ গুসায়না থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন তাদের মিত্র বালীর শাখা বংশ বনূ গুসায়নার পাঁচ ব্যক্তি :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : গুসায়না ছিল তাঁদের মা, আর তাঁদের পিতা ছিল আমর ইব্‌ন উমারা।

১. মুজায্‌যার ইব্‌ন ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যুমযুমা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমারা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গুসায়না ইব্‌ন আমর ইব্‌ন বুসায়রা ইব্‌ন মাশনূ ইব্‌ন কাসর ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন ইরাশ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উমায়লা ইব্‌ন কিসমীল ইব্‌ন ফারান ইব্‌ন ইব্‌ন বালী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযা'আ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে কাসর ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন ইরাশা ও কিসমীল ইব্‌ন ফারান এবং মুযায্‌যার এর নাম ছিল আবদুল্লাহ্।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবাদা ইব্‌ন খাশ্‌খাশ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যুমযুমা।

৩. নাহহাব ইব্‌ন সালাবা ইব্‌ন হায্‌মা ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমারা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে রাহ্‌হা ইব্‌ন সা'লাবা।

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হাযামাহ্ ইব্‌ন আসরাম। লোকদের ধারণা এই যে, বাহ্‌রা বংশীয় তাঁদের মিত্র উতবা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মু'আবিয়াও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উতবা ইব্‌ন বাহ্‌য ছিলেন সুলায়ম গোত্রের লোক।

বনূ সাঈদা থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ সা'লাবা ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন সাঈদা-এর দু'ব্যক্তি :

১. আবূ দুজানা সিমাক ইব্‌ন খারাশা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ দুজানা সিমাক ইব্‌ন আওস ইব্‌ন খারাশা ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ ইব্‌ন যাযদ ইব্‌ন সা'লাবা।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুনযির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খুনায়স ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ ইব্‌ন যাযদ ইব্‌ন সা'লাবা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে মুনযির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খানবাশ।

বনূ বাদী ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

বনূ বাদী ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন সাঈদা-এর দু ব্যক্তি :

১. আবূ উসায়দ মালিক ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন বাদী এবং

২. মালিক ইব্‌ন মাসঊদ, তিনি বাদী বংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন জ্ঞানী লোক থেকে এ তথ্য পেয়েছি যে, মালিক ইব্‌ন মাসঊদ ইব্‌ন বাদী।

বনূ তারীফ ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ তারীফ ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন সাঈদা-এর এক ব্যক্তি :

১. আব্‌দ রাব্বিহী ইব্‌ন হাক ইব্‌ন আওস ইব্‌ন ওয়াকাশ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন তারীফ।

বনূ জুহায়না থেকে

জুহায়না বংশীয় তাদের মিত্রদের মধ্যে থেকে পাঁচ ব্যক্তি :

১. কা'ব ইব্‌ন হিমার ইব্‌ন সা'লাবা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে কা'ব ইব্‌ন জাম্মায, আর তিনি ছিলেন গুব্‌শান বংশীয়।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যাম্‌রা;

৩. যিয়াদ;

৪. বাসবাস;

এঁরা ছিলেন আমরের ছেলে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যাম্‌রা ও যিয়াদ বিশ্‌রের পুত্র ছিলেন।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বালী বংশীয় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমীর।

বনূ জুশাম থেকে

বনূ জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ সালিমা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা গোত্র বনূ হারাম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালিমার ১২ ব্যক্তি :

১. খারাশ ইব্‌ন সাম্মাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম;
২. হুবাব ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম;
৩. উমায়র ইব্‌ন হুমাম ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম;
৪. খারাশ ইব্‌ন সাম্মাহর আযাদকৃত গোলাম তামীম;
৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারাম;
৬. মু'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ;
৭. মু'আউ'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম;
৮. খাল্লাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম;
৯. উকবা ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম;
১০. তাঁদের আযাদকৃত গোলাম হাবীব ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ;
১১. সাবিত ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হারাম এবং
১২. উমায়র ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হারাম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এখানে যে কয়বার জামূহ উল্লিখিত হয়েছে, তার দ্বারা জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারামকে বোঝানো হয়েছে। তবে সাম্মাহ ইব্‌ন আমরের পূর্বপুরুষ জামূহ অর্থে জামূহ ইব্‌ন হারাম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উমায়র ছিলেন হারিস ইব্‌ন লাব্‌দা ইব্‌ন সা'লাবার ছেলে।

বনূ উবায়দ ও তাদের মিত্রদের থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালিমার শাখা গোত্র বনূ খান্‌সা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ-এর নয়জন।

১. বিশ্‌র ইব্‌ন বারা ইব্‌ন মা'রূর ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খান্‌সা;
২. তুফায়ল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খান্‌সা;
৩. তুফায়ল ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন খান্‌সা;
৪. সিনান ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন খান্‌সা;
৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাদ্দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন খান্‌সা;
৬. উতবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন খান্‌সা;
৭. জাব্বার ইব্‌ন সাখ্‌র ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খান্‌সা;
৮. খারিজা ইব্‌ন হুমায়য়্যির ও
৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুমায়য়্যির।

শেষোক্ত দুই ব্যক্তি ছিল তাদের আশাজা অঞ্চলের দুহমান গোত্রের মিত্র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ভিন্ন মতে জাব্বার ছিল সাখ্‌র ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খুনাসের ছেলে।

বনূ খুনাস থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ খুনাস ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ থেকে সাত ব্যক্তি :

১. ইয়াযীদ ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন সারাহ ইব্‌ন খুনাস;

২. মা'কিল ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন সারাহ ইব্‌ন খুনাস;

৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন বালদামা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে বালযুমা ও বালদুমা

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : দাহ্‌হাক ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী;

৫. সাওয়াদ ইব্‌ন জুরায়ক ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ভিন্ন মতে সাওয়াদ ছিল রিযন ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবার পুত্র।

৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মা'বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালিমা, মতান্তরে মা'বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন সাখ্‌র ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন রবী'আ। এ মত হল ইব্‌ন হিশামের;

৭. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গান্‌ম।

বনূ নু'মান থেকে

বনূ নু'মান ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ থেকে চার ব্যক্তি :

১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন নু'মান;

২. জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রিআব ইব্‌ন নু'মান;

৩. খুলায়দা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন নু'মান;

৪. তাঁদের আযাদকৃত গোলাম নু'মান ইব্‌ন সিনান।

বনূ সাওয়াদ থেকে

বনূ সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম কা'ব ইব্‌ন সালিমার শাখা বংশ বনূ হাদীদা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সাওয়াদ থেকে চার ব্যক্তি :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমর ইব্‌ন সাওয়াদ গান্‌ম নামে সাওয়াদের কোন ছেলে ছিল না।

১. আবুল মুনযির-ওরফে ইয়াযীদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা;

২. সুলায়ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাদীদা;

৩. কুত্‌বা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা;

৪. সুলায়ম ইব্‌ন আমর-এর আযাদকৃত গোলাম আনতারা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'আনতারা ছিলেন সুলায়ম ইব্‌ন মানসূর-এর শাখা গোত্র বনূ যাক্‌ওয়ানের লোক।

বনূ আদী ইব্‌ন নাবী থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আদী ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম-এর ছয় ব্যক্তি :

১. আবস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আদী;

২. সা'লাবা ইব্‌ন গানামা ইব্‌ন আদী;

৩. আবুল ইয়াসার ওরফে কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সাওয়াদ;

৪. সাহ্‌ল ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আবূ কা'ব ইব্‌ন কায়ন ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সাওয়াদ;

৫. আমর ইব্‌ন তালক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গান্‌ম এবং

৬. মু'আয ইব্‌ন জাবাল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওস ইব্‌ন আয়িয ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আদী ইব্‌ন উদায় ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আওস ছিলেন আব্বাদ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উদায় ইব্‌ন সা'দ-এর ছেলে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মু'আয ইব্‌ন জাবাল সাওয়াদ বংশীয় না হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকতেন বলে ইব্‌ন ইসহাক তাঁকে সাওয়াদ বংশীয় বলে গণ্য করেছেন।

বনূ সালামার মূর্তি যাঁরা ভাঙ্গেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সালামার মূর্তি যাঁরা ভেঙ্গেছিলেন, তাঁরা হলেন : মু'আয ইব্‌ন জাবাল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স, সা'লাবা ইব্‌ন গানামা (রা)।

এঁরা সকলেই ছিলেন সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম বংশীয়।

বনূ যুরায়ক থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ যুরায়ক ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক ইব্‌ন আব্‌দ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গয্‌ব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক-এর সাত ব্যক্তি :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে আমির ইব্‌ন আযরাক।

১. কায়স ইব্‌ন মিহসান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্যমতে কায়স ইব্‌ন হিস্‌ন।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ খালিদ হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ;

৩. যুবায়র ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ;

৪. আবূ উবাদা সা'দ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ;
৫. তাঁর ভাই উকবা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ;
৬. যাক্‌ওয়ান ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ এবং
৭. মাসঊদ ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মুখাল্লাদ।

বনূ খালিদ থেকে

বনূ খালিদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুবায়ক-এর এক ব্যক্তি :
১. আব্বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমির ইব্‌ন খালিদ।

বনূ খালদা থেকে

বনূ খালদা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক থেকে পাঁচ ব্যক্তি :
১. আস'আদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন ফাকিহা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন খালদা;
২. ফাকিহা ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন ফাকিহা ইব্‌ন যাযদ ইব্‌ন খালদা;
ইব্‌ন হিশাম বলেন : বুসর ইব্‌ন ফাকিহা;
৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মু'আয ইব্‌ন মায়িস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালদা;
৪. তাঁর ভাই আয়িয ইব্‌ন মায়িস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালদা এবং
৫. মাসঊদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালদা।

বনূ আজলান থেকে

বনূ আজলান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক-এর তিন ব্যক্তি :
১. রিফা'আ ইব্‌ন রাফি ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান;
২. তাঁর ভাই খাল্লাদ ইব্‌ন রাফি ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান এবং
৩. উবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন 'আজলান।

বনূ বায়াযা থেকে

বনূ বায়াযা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক-এর ছয় ব্যক্তি :
১. যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন বায়াযা;
২. ফারওয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়ায্‌ফা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন বায়াযা;
ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে ওয়াদাফা।
৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খালিদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বায়াযা;
৪. রুজায়লা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বায়াযা;
ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে রুখায়লা;

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আতিয়্যা ইব্‌ন নুওয়াইবা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আতিয়্যা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বায়াযা এবং

৬. খুলায়ফা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমির ইব্‌ন ফুহায়রা ইব্‌ন বায়াযা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে উলায়ফা।

বনূ হাবীব থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হাবীব ইব্‌ন আব্‌দ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গয্‌ব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর এক ব্যক্তি :

১. রাফি ইব্‌ন মু'আল্লা ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন হারিসা আদী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মানাত ইব্‌ন হাবীব।

বনূ নাজ্জার থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাজ্জার তায়মুল্লাহ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ-গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার-এর শাখা বংশ-বনূ সা'লাবা ইব্‌ন আব্‌দ আউফ ইব্‌ন গান্‌ম-এর এক ব্যক্তি :

১. আবূ আইয়ূব খালিদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কুলায়ব ইব্‌ন সা'লাবা।

উসায়রা থেকে

বনূ উসায়রা ইব্‌ন আব্‌দ আউফ ইব্‌ন গান্‌ম-এর এক ব্যক্তি :

১. সাবিত ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন উসায়রা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ উসায়রাকে উশায়রা বলেছেন।

বনূ আমর থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আমর ইব্‌ন আব্‌দ আউফ ইব্‌ন গান্‌ম-এর দু'ব্যক্তি :

১. উমারা ইব্‌ন হাযম্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন আমর এবং

২. সুরাকা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন গাযিয়া ইব্‌ন আমর।

বনূ উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা থেকে

বনূ উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম-এর দু ব্যক্তি :

১. হারিসা ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উবায়দ এবং

২. সুলায়ম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন কাহাদ, কাহাদ হলেন : খালিদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন উবায়দ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হারিসা ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন নাফ্ ইব্‌ন যায়দ।

বনূ আ'য়িয ও তাঁর মিত্রদের থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আয়িয ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম-এর দু'ব্যক্তি ;

ইব্‌ন হিশামের মতে আয়িযের পরিবর্তে আবিদ। এঁরা হলেন :

১. সুহায়ল ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন আবূ আমর ইব্‌ন আয়িয এবং

২. জুহায়না বংশীয় তাঁদের মিত্র-আদী ইব্‌ন যাগ্‌বা।

বনূ যায়দ থেকে

বনূ যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম-এর তিন ব্যক্তি :

১. মাসউদ ইব্‌ন আউস ইব্‌ন যায়দ;

২. আবূ খুযায়মা ইব্‌ন আওস ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন যায়দ এবং

৩. রাফি' ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন যায়দ।

বনূ সাওয়াদ ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

বনূ সাওয়াদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গান্‌ম-এর দশ ব্যক্তি :

১. আউফ;

২. মুআওবিয;

৩. মু'আয;

এঁরা হলেন হারিস ইব্‌ন রিফা'আ ইব্‌ন সাওয়াদ-এর পুত্র। এঁদের মা হলেন আফ্‌রা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আফ্‌রা হলেন উবায়দ ইব্‌ন সালাবা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জারের মেয়ে। অন্য মতে রিফা'আ হলেন হারিস ইব্‌ন সাওয়াদ- এর ছেলে।

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নু'মান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন রিফা'আ ইব্‌ন সাওয়াদ;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে তিনি ছিল নু'আয়মান।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমির ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সাওয়াদ;

৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সাওয়াদ;

৭. আশ্‌জা গোত্রীয় তাঁদের মিত্র-উসায়মা;

৮. জুহায়না গোত্রীয় তাঁদের মিত্র-ওয়াদী'আ ইব্‌ন আমর;

৯. সাবিত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সাওয়াদ এবং

১০. জনশ্রুতি এই যে, হারিস ইব্‌ন আফরার আযাদকৃত গোলাম আবুল হামরাও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবুল হামরা ছিলেন হারিস ইব্‌ন রিফা'আর আযাদকৃত গোলাম।

বনূ আমির ইব্‌ন মালিক থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আমির (ওরফে মাবযূল) ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার-এর শাখা বংশ বনূ উতায়ক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাবযূল-এর তিন ব্যক্তি :

১. সা'লাবা ইব্ন আমর ইব্ন মিহ্সান ইব্ন আমর ইব্ন উতায়ক;

২. সাহ্ল ইব্ন উতায়ক ইব্ন আমর ইব্ন নু'মান ইব্ন উতায়ক এবং

৩. হারিস ইব্ন সাম্মাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন উতায়ক। রাওহা নামক এলাকায় তাঁর পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে গনীমতের হিস্সা দিয়েছিলেন।

বনূ আমর ইব্ন মালিক থেকে

বনূ আম্র ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার (তারা বনূ হুদায়লা নামে পরিচিত) তাঁর শাখা গোত্র বনূ কায়স ইব্ন উবায়দ ইব্ন যায়দ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার-এর দু'ব্যক্তি :

ইব্ন হিশাম বলেন : হুদায়লা বিন্ত মালিক ইব্ন যায়দুল্লাহ্ ইব্ন হাবীব ইব্ন আব্দ হারিসা ইব্ন মালিক ইব্ন গয্ব ইব্ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ ছিলেন মু'আবিয়া ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জারের মা। এ জন্যই মু'আবিয়া বংশীয়দেরকে তার দিকে সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে।

১. ইব্ন ইসহাক বলেন : উবায় ইব্ন কা'ব ইব্ন কায়স এবং

২. আনাস ইব্ন মু'আয ইব্ন আনাস ইব্ন কায়স।

বনূ আদী ইব্ন আমর থেকে

বনূ আদী ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার-এর তিন ব্যক্তি :

ইব্ন হিশাম বলেন : এঁরা হলেন মাগালা বিন্ত আউফ ইব্ন আব্দ মানাত ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন কিনানা ইব্ন খুযায়মা বংশীয়।

অন্য মতে মাগালা ছিলেন যুরায়ক বংশীয়া এবং আদী ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার এর মাতা। এ জন্যই বনূ আদী তার দিকেই সম্পর্কিত হয়ে থাকে।

১. আওস ইব্ন সাবিত ইব্ন মুনযির ইব্ন হারাম ইব্ন আমর ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন আদী;

২. আবূ শায়খ উবায় ইব্ন সাবিত ইব্ন মুনযির ইব্ন হারাম ইব্ন আমর ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন আদী;

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ শায়খ উবায় ইব্ন সাবিত হল হাস্সান ইব্ন সাবিতের ভাই।

৩. ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ তালহা যায়দ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন হারাম ইব্ন আমর ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন আদী।

বনূ আদী ইব্ন নাজ্জার থেকে

বনূ আদী ইব্ন নাজ্জার-এর শাখা বংশ বনূ আদী ইব্ন আমির ইব্ন গানম ইব্ন নাজ্জারের আট ব্যক্তি :

১. হারিসা ইব্‌ন সুরাকা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির;

২. আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ হাকীম;

৩. সালীত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উতায়ক ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির;

৪. আবূ সালীত উসায়রা ইব্‌ন আমর। আমরের কুনিয়াত ছিল আবূ খারিজা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির;

৫. সাবিত ইব্‌ন খান্‌সা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির;

৬. আমির ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হাস্‌হাস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির;

৭. মুহ্‌রিয ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির এবং

৮. বালী বংশীয় তাঁদের মিত্র-সাওয়াদ ইব্‌ন গাজীয়্যা ইব্‌ন উহায়ব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে সাওয়াদ।

বনূ হারাম ইব্‌ন জুন্দুব থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হারাম ইব্‌ন জুন্দুব ইব্‌ন আমির ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাজ্জার-এর চার ব্যক্তি :

১. আবূ যায়দ কায়স ইব্‌ন সাকান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন যা'উরা ইব্‌ন হারাম;

২. আবুল আওয়ার ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যালিম ইব্‌ন আব্‌স ইব্‌ন হারাম;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে আবুল আওয়ার হলেন হারিস ইব্‌ন যালিম।

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুলায়ম ইব্‌ন মিল্‌হান।

৪. হারাম ইব্‌ন মিল্‌আন, মিলহানের নাম ছিল মালিক ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম।

বনূ মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

বনূ মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার-এর শাখা বংশ বনূ আওফ ইব্‌ন মাবযূল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার-এর তিন ব্যক্তি :

১. কায়স ইব্‌ন আবূ সা'সা'আ; আবূ সা'সা'আর নাম ছিল আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আওফ;

২. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ এবং

৩. আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা বংশীয় তাঁদের মিত্র উসায়মা।

বনূ খানসা ইব্‌ন মাবযূল থেকে

বনূ খানসা ইব্‌ন মাবযূল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন মাযিন-এর দু'ব্যক্তি :

১.আবূ দাউদ উমায়র ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খান্‌সা এবং

২. সুরাকা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতিয়্যা ইব্‌ন খান্‌সা।

বনূ সা'লাবা ইব্ন মাযিন থেকে

বনূ সা'লাবা ইব্ন মাযিন ইব্ন নাজ্জার-এর এক ব্যক্তি :

১. কায়স ইব্ন মুখাল্লাদ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন সাখ্র ইব্ন হাবীব ইব্ন হারিস ইব্ন সা'লাবা।

বনূ দীনার ইব্ন নাজ্জার থেকে

বনূ দীনার ইব্ন নাজ্জার-এর শাখা বংশ বনূ মাসউদ ইব্ন আবদুল আশহাল ইব্ন হারিসা ইব্ন দীনার ইব্ন নাজ্জার-এর পাঁচ ব্যক্তি :

১. নু'মান ইব্ন আব্দ আমর ইব্ন মাসউদ;

২. দাহ্হাক ইব্ন আব্দ আমর ইব্ন মাসউদ।

৩. সুলায়ম ইব্ন হারিস ইব্ন সা'লাবা ইব্ন কা'ব ইব্ন হারিসা ইব্ন দীনার। তিনি ছিলেন আব্দ আমরের দুই পুত্র দাহ্হাক ও নু'মান–এর বৈপিত্রেয় ভাই;

৪. সা'দ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আবদুল আশহাল এবং

৫. জাবির ইবন খালিদ ইবন আবদুল আশহাল ইবন হারিসা।

বনূ কায়স থেকে

বনূ কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন কা'ব ইব্ন হারিসা ইব্ন দীনার ইব্ন নাজ্জার-এর দুই ব্যক্তি :

১. কা'ব ইব্ন যায়দ ইব্ন কায়স এবং

২. তাঁদের মিত্র, বুজায়র ইব্ন আবূ বুজায়র।

ইব্ন হিশাম বলেন : বুজায়র ছিলেন বনূ আব্স্ ইব্ন বাগীয ইব্ন রায়স ইব্ন গাতফান–এর শাখা গোত্র বনূ জাযীমা ইব্ন রাওয়াহা বংশীয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : খাযরাজ বংশের যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন একশ সত্তরজন।

আরও কিছু বদরী সাহাবী (রা) ইব্ন ইসহাক যাঁদের কথা উল্লেখ করেন নি

ইব্ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ আলিম খাযরাজ বংশীয় বদরে অংশগ্রহণকারী আরও কিছু সাহাবীর কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন : বনূ 'আজলান ইব্ন যায়দ ইব্ন গান্ম ইব্ন সালিম ইব্ন আউফ ইব্ন আমর ইব্ন আউফ ইব্ন খাযরাজ–এর :

১. ইতবান ইব্ন মালিক ইব্ন আমর ইব্ন আজলান;

২. মুলায়ল ইব্ন ওবারা ইব্ন খালিদ ইব্ন আজলান;

৩. ইসমা ইব্ন হুসায়ন ইব্ন ওবারা ইব্ন খালিদ ইব্ন আজলান।

আর বনূ হাবীব ইব্ন আবদ্ হারিসা ইব্ন মালিক ইব্ন গয্ব ইব্ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ যুরায়ক-এর হিলাল ইব্ন মু'আল্লা ইব্ন লাওযান ইব্ন হারিসা ইব্ন আদী ইব্ন যায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন হাবীব।

বদরী সাহাবীদের সর্বমোট সংখ্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদরের যুদ্ধে মুসলমান মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁরা গনীমত ও সওয়াবপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁরা ছিল সর্বমোট তিনশত চৌদ্দজন।

এঁদের মধ্যে তিরাশিজন ছিলেন মুহাজির, একষট্টিজন ছিলে নআওস গোত্রের এবং একশ' সত্তর জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের।

বদরের যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন

বনূ আবদুল মুত্তালিব থেকে

বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন কুরায়শের শাখা বংশ বনূ মুত্তালিব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর এক ব্যক্তি :

১. উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব, তাঁকে উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ শহীদ করেছিল। উত্‌বা তাঁর পা কেটে দিয়েছিল; ফলে তিনি সাফ্‌রা নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

বনূ জুহ্‌রা থেকে

বনূ জুহ্‌রা ইব্‌ন কিলাব-এর দু'ব্যক্তি :

১. উমায়র ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন জুহ্‌রা;

ইব্‌ন হিশামের মতে : তিনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের ভাই।

২. বনূ খুযা'আর শাখা বংশ গুব্‌শান বংশীয় তাঁদের মিত্র যুশ্‌-শিমালায়ন ইব্‌ন আব্‌দ আমর ইব্‌ন নায্‌লা।

বনূ আদী থেকে

বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ-এর দু'ব্যক্তি :

১. আকিল ইব্‌ন বুকায়র। ইনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আব্‌দু মানাত ইব্‌ন কিনানা বংশীয় ও বনূ আদীর মিত্র এবং

২. উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম মিহ্‌জা'।

বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌র থেকে

বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌র এর এক ব্যক্তি :

১. সাফওয়ান ইব্‌ন বায়যা।

আনসারদের থেকে

আর আনসার সাহাবীদের মধ্যে বনূ আমর ইব্‌ন আউফ-এর দু'ব্যক্তি :

১. সা'দ ইব্‌ন খায়সামা এবং

২. মুবাশশির আবদুল মুনযির ইব্‌ন যাম্বার।

বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ থেকে

বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর এক ব্যক্তি :

১. ইয়াযীদ ইব্‌ন হারিস ওরফে ইব্‌ন ফুসহুম।

বনূ সালামা থেকে

বনূ সালামার শাখা গোত্র বনূ হারাম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামার একজন :

১. উমায়র ইব্‌ন হুমাম।

বনূ হাবীব থেকে

বনূ হাবীব ইব্‌ন আব্‌দ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গয্‌ব ইব্‌ন জুশাম-এর এক ব্যক্তি :

১. রাফি ইব্‌ন মু'আল্লা।

বনূ নাজ্জার থেকে

বনূ নাজ্জারের এক ব্যক্তি : হারিসা ইব্‌ন সুরাকা ইব্‌ন হারিস।

বনূ গান্‌ম থেকে

বনূ গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার-এর দুই ব্যক্তি : হারিস ইব্‌ন রিফা'আ ইব্‌ন সাওয়াদ এর দুই ছেলে ১. আউফ ও ২. মুআউ'আয। আনসারদের থেকে মোটি আটজন শহীদ হয়েছিলেন।

বদরে যেসব মুশরিক নিহত হয়েছিল

বনূ আব্‌দ শামস্ থেকে

বদরে যেসব মুশরিক নিহত হয়েছিল, তারা হল : কুরায়শের শাখা বংশ বনূ আব্‌দ শামস্ ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর ১২ ব্যক্তি :

১. হান্‌যালা ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স;

ইব্‌ন হিশামের মতে : তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন হারিসা হত্যা করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম আরও বলেন : অনেকের মতে, তাকে হামযা, আলী ও যায়দ (রা) সম্মিলিতভাবে হত্যা করেছিলেন।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্‌ন হাযরামী;

৩. আমির ইব্‌ন হাযরামী;

শেষোক্ত দু'জন ছিল তাদের মিত্র। ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমিরকে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) আর হারিসকে আওস গোত্রের মিত্র নু'মান ইব্‌ন আস্‌র হত্যা করেন।

৪-৫ উমায়র ইব্‌ন আবূ উমায়র ও তার ছেলে-এরা দু'জন ছিল তাদের আযাদকৃত গোলাম। ইব্‌ন হিশামের মতে উমায়র ইব্‌ন আবূ উমায়রকে হত্যা করেন আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম।

৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবায়দা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আ'স ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস, তাকে হত্যা করেছিলেন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)।

৭. আস ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন উমাইয়া, তাকে হত্যা করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

'উকবা ইব্‌ন মুঈত ইব্‌ন আবূ আমর ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স, তাকে বনূ আমর ইব্‌ন আউফ-এর লোক আসিম ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আবুল আফলাহ বন্দী অবস্থায় হত্যা করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে তাকে হত্যা করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

৯. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উতবা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আব্‌দ শামস; তাকে হত্যা করেছিলেন উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব।

ইব্‌ন হিশামের মতে : তাঁকে উবায়দা, হামযা ও আলী (রা) মিলে হত্যা করেছিলেন।

১০. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শায়বা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আব্‌দ শামস্‌, তাকে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) হত্যা করেছিলেন।

১১. ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবী'আ, তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

১২. আন্‌মার ইব্‌ন বাগীয বংশীয় তাদের মিত্র আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ। তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)

বনূ নাওফাল থেকে

বনূ নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর দুই ব্যক্তি :

১. হারিস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাওফাল। কথিত আছে যে, তাকে হত্যা করেছিলেন বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর লোক খুবায়ব ইব্‌ন ইসাফ।

২. তুয়ায়মা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফাল, তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। মতান্তরে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব।

বনূ আসাদ থেকে

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই-এর পাঁচ ব্যক্তি :

১. যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন বনূ হারামের লোক সাবিত ইব্‌ন জিয'আ মতান্তরে হামযা, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ও সাবিত (রা) তার হত্যায় শরীক ছিলেন।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্‌ন যাম'আ ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির।

৩. উকায়ল ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব, ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন হামযা ও আলী (রা) উভয়ে মিলে।

৪. আবুল বাখতারী আস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ, তাকে হত্যা করেন মুযায্‌যার ইব্‌ন যিয়াদ বালাবী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবুল বাখতারী আস ইব্‌ন হাশিম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নাওফাল ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ, তার নাম হল ইব্‌ন আদাউইয়্যা আদী খুযাআ। আবূ বকর (রা) ও তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন সে-ই তাদেরকে এক রশিতে বেঁধেছিল, সে কারণে তাদের দু'জনকে এক রাশিতে বাঁধা দু'সাথী বলা হত। নাওফাল ছিল কুরায়শ শয়তানদের একজন। তাকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হত্যা করেন।

বনূ আবদুদ্দার থেকে

বনূ আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাঈ এর দু'জন :

১. নযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালদা ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার। কথিত আছে যে, তাকে সাফরা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে বন্দী অবস্থায় আলী (রা) হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উসায়ল[১] নামক এলাকায় তাকে হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে, নাযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন কালদা ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন মুলায়স।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যায়দ ইব্‌ন মুলায়সকে আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম বিলাল ইব্‌ন রবাহ হত্যা করেন। আর যায়দ ছিল বনূ মাযিন ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন তামীমের লোক এবং বনূ আবদুদ্দারের মিত্র। কথিত আছে যে, তাকে মিকদাদ ইব্‌ন আমর (রা) হত্যা করেন।

বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররার দু' ব্যক্তি :

১. উমায়র ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। মতান্তরে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ তাকে হত্যা করেন।

---

১. উসায়ল মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উসমান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব, তাকে হত্যা করেন সুহায়ব ইব্‌ন সিনান।

বনূ মাখযূম থেকে

বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা ইব্‌ন মুররার সূত্রের ব্যক্তি :

১. আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, তার নাম হল আমর ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাখযূম। মু'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ (রা) তার পা কেটে দিয়েছিলেন। ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল আক্রমণ করে মু'আয-এর হাত ছিন্ন করে দিয়েছিল। এরপর মু'আওয়ায্ ইব্‌ন আফরা মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে আবূ জাহ্‌লকে মাটিতে ফেলে দেন। তখনও তার দেহে প্রাণের স্পন্দন ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নিহতদের মধ্যে তালাশ করার নির্দেশ দিলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) তার মাথা কেটে নেন।

২. আস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম, তাকে হত্যা করেন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)।

৩. ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তামীম বংশীয় এবং বনূ মাখযূমের মিত্র ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সে বনূ তামীম-এর শাখা বংশ বনূ আমর ইব্‌ন তামীমের লোক ছিল এবং সে বীর যোদ্ধা ছিল। তাকে হত্যা করেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)।

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদের মিত্র আবূ মুসাফিহ আশ'আরী। ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আবু দুজানা সাঈদী (রা)।

৫. তাদের মিত্র হারমালা ইব্‌ন আমর;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর ভাই খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবূ যুহায়র হত্যা করেন। মতান্তরে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তাকে হত্যা করেন। আর হারমালা ছিল আসাদ বংশীয়।

৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মাসউদ ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

৭. আবূ কায়স ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে হত্যা করেন হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)।

৮. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ কায়স ইব্‌ন ফাকিহ ইব্‌ন মুগীরা;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। ভিন্ন মতে, তাকে হত্যা করেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)।

৯. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রিফা'আ ইব্‌ন আবূ রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম।

ইব্‌ন হিশামের মতে, তাকে হত্যা করেছিলেন বালাহারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর ভাই সা'দ ইব্‌ন রবী'।

১০. মুনযির ইব্‌ন আবূ রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেছিলেন বনূ উবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ-এর মিত্র মা'ন ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আদী জাদ্দ ইব্‌ন আজলান।

১১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন আবূ রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

১২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সায়িব ইব্‌ন আবূ সায়িব ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সায়িব ইব্‌ন আবূ সায়িব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যবসায়ে শরীক ছিল। তার সম্পর্কেই হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

نعم الشريك السائب لايشارى ولايمارى

"সায়িব অত্যন্ত উত্তম শরীক। না সে কোন প্রকার হঠকারিতা করে, আর না সে ঝগড়া করে।"

আমাদের পাওয়া তথ্যমতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলিম হিসাবে ভাল মুসলমান ছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন শিহাব যুহরী, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উত্‌বার সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, সায়িব ইব্‌ন আবূ সায়িব ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণকারী কুরায়শদের অন্যতম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে যী'রানার দিন হুনায়নের গনীমতের মালের হিস্‌সা প্রদান করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন ইসহাক ছাড়াও অনেকে উল্লেখ করেছেন যে, তাকে যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম হত্যা করেছিলেন।

১৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম; তাকে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) হত্যা করেন।

১৪. হাজিব ইব্‌ন সায়িব ইব্‌ন উওয়াইমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আইয ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন মাখযূম;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে আইয ছিল ইমরান ইব্‌ন মাখযূমের ছেলে। আর অনেকের মতে হাজিয ইব্‌ন সায়িব। হাজিব ইব্‌ন সায়িবকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হত্যা করেন।

১৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উওয়াইমির ইব্‌ন সায়িব ইব্‌ন উওয়াইমির;

ইব্‌ন হিশামের মতে, তাকে নু'মান ইব্‌ন মালিক মল্লযুদ্ধে হত্যা করেন।

১৬. আমর ইব্‌ন সুফইয়ান;

১৭. জাবির ইব্‌ন সুফইয়ান-এরা দু'জন তাদের তাঈ বংশীয় মিত্র ছিল।

ইব্‌ন হিশামের মতে আমরকে ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকায়শ ও জাবিরকে আবূ বুরদা ইব্‌ন নায়্যার (রা) হত্যা করেন।

বনূ সাহম থেকে

বনূ সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন হুদায়দ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ এর পাঁচজন :

১. মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম। তাকে বনূ সালিমার লোক আবুল ইয়াসার (রা) হত্যা করেন।

২. তার ছেলে, আস ইব্‌ন মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হত্যা করেন।

৩. নুবায়হ ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন আমির;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ও সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সম্মিলিতভাবে হত্যা করেন।

৪. আবুল আস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হত্যা করেন। অন্যমতে তাকে নু'মান ইব্‌ন মালিক কাওকালী (রা) হত্যা করেন। ভিন্ন মতে আবূ দুজানা (রা) তাকে হত্যা করেন।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন যুবায়রা ইব্‌ন সুআঈদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম।

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে বনূ সালিমার লোক আবুল ইয়াসার (রা) হত্যা করেন।

বনূ জুমাহ থেকে

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ-এর তিন ব্যক্তি :

১. উমাইয়া ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ; তাকে মাযিন বংশীয় জনৈক আনসার সাহাবী হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বরং তাকে মু'আয ইব্‌ন আফরা, খারিজা ইব্‌ন যায়দ ও খুবায়ব ইব্‌ন ইসাফ সম্মিলিতভাবে হত্যা করেন।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তার ছেলে আলী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খালফ; তাকে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) হত্যা করেন।

৩. আওস ইব্‌ন মি'য়ার ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন জুমাহ;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হত্যা করেন। অন্যমতে হুসায়ন ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব ও উসমান ইব্‌ন মায'উন (রা) সম্মিলিতভাবে তাকে হত্যা করেন। ইব্‌ন হিশাম এরূপ বলেছেন।

বনূ আমির থেকে

বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর দুই ব্যক্তি :

১. আব্‌দ কায়স বংশীয় তাদের মিত্র মু'আবিয়া ইব্‌ন আমির;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা), মতান্তরে উক্কাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান তাকে হত্যা করেন। ইব্‌ন হিশাম এরূপ বলেছেন।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কালব ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন কা'ব; আমির ইব্‌ন লায়স বংশীয় তাদের মিত্র মা'বাদ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব।

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে বুকায়রের দু'ছেলে খালিদ ও ইয়াস মতান্তরে আবূ দুজানা হত্যা করেন। ইব্‌ন হিশাম এরূপ বলেছেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বদরে নিহত কুরায়শদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল পঞ্চাশজন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে আবূ উবায়দা আবূ আমর-এর সূত্রে জানিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের সংখ্যা ছিল সত্তরজন এবং বন্দীর সংখ্যাও ছিল সত্তরজন। ইব্‌ন আব্বাস ও সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা)-এর অভিমতও এরূপ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا -

"কি ব্যাপার যখন তোমাদের উপর (উহুদ যুদ্ধে) মুসীবত এসে পৌঁছাল অথচ তোমরা তো তার দ্বিগুণ বিপদ (বদর যুদ্ধে শত্রুদের উপর) ঘটিয়েছিলে।" (৩ : ১৬৫)

এ আয়াতে উহুদের যুদ্ধে নিহত সত্তরজনের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে তোমাদের যে ক'জন নিহত হয়েছিল, বদরের যুদ্ধে তোমরা শত্রুদেরকে এর দ্বিগুণ বিপদে ফেলেছিলে, তাদের সত্তরজন নিহত এবং সত্তরজন বন্দী হয়েছিল।

আবূ যায়দ আনসারী আমাকে কা'ব ইব্‌ন মালিকের এ কবিতা শুনিয়েছেন :

فا قام بالعطن المعطن منهم × سبعون عتبه منهم والاسود

"পানির গর্তে, যেখানে উট বসে, সেখানে তাদের সত্তর ব্যক্তি পড়েছিল, যার মধ্যে উতবা এবং আস্‌ওয়াদও ছিল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবি এখানে বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ পক্তিটি তার উহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ। যথাস্থানে তা ইনশা আল্লাহ্ আলোচনা করব।

বদর যুদ্ধে নিহত অন্যান্য কাফির যাদের কথা ইব্‌ন ইসহাক আলোচনা করেননি

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নিহত সত্তরজনের মধ্যে ইব্‌ন ইসহাক যাদের নাম উল্লেখ করেন নি, তারা হল :

বনূ আব্‌দ শামস্ থেকে

বনূ আব্‌দ শামস্ ইব্‌ন মানাফ এর দুই ব্যক্তি :

১. ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন হারিস; সে ছিল আনমার ইব্‌ন বাগীয গোত্রীয় এবং তাদের মিত্র।

২. তাদের ইয়ামানী মিত্র আমির ইব্‌ন যায়দ।

বনূ আসাদ থেকে

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যার দুই ব্যক্তি :

১. তাদের ইয়ামানী মিত্র উকবা ইব্‌ন যায়দ এবং

২. তাদের আযাদকৃত গোলাম উমায়র।

বনূ আবদুদ্দার থেকে

বনূ আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই-এর দুই ব্যক্তি :

১. নুবায়হ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মুলায়স ও

২. কায়স বংশীয় তাদের মিত্র উবায়দ ইব্‌ন সালীত।

বনূ তায়ম থেকে

বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররার দুই ব্যক্তি :

১. মালিক ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান (সে ছিল তাল্‌হা ইব্‌ন উবাযদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান-এর ভাই) তাকে বন্দী করা হয়েছিল এবং সে বন্দী থাকা অবস্থায় মারা যায়। এ জন্য তাকেও নিহতদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

২. কারো কারো মতে, আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুদ'আন।

বনূ মাখযূম থেকে

বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকযার সাত ব্যক্তি :

১. হুযায়ফা ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা; সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তাকে হত্যা করেন।

২. হিশাম ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা; সুহায়ব ইব্‌ন সিনান (রা) তাকে হত্যা করেন।

৩. যুহায়র ইব্‌ন আবূ রিফা'আ; তাকে হত্যা করেন আবূ উসায়দ মালিক ইব্‌ন রাবী'আ।

৪. সায়িব ইব্‌ন আবূ রিফা'আ; তাকে হত্যা করেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)।

৫. আয়িয ইব্‌ন সায়িব ইব্‌ন উওয়াইমির; সে বন্দী হওয়ার পর মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর প্রদত্ত আঘাতের কারণে পথিমধ্যে মারা যায়।

৬. তাঈ বংশীয় তাদের মিত্র উমায়র এবং

৭. কারাহ গোত্রীয় তাদের মিত্র খিয়ার।

বনূ জুমাহ থেকে

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর এর এক ব্যক্তি :

১. তাদের মিত্র সাবরা ইব্‌ন মালিক।

বনূ সাহ্‌ম থেকে

বনূ সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর এর দুই ব্যক্তি :

১. হারিস ইব্‌ন মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ; তাকে হত্যা করেন সুহায়ব ইব্‌ন সিনান।

২. আসিম ইব্‌ন যুবায়রার ভাই আমির ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন যুবায়রা; তাকে হত্যা করেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা আজলানী। মতান্তরে আবূ দুজানা তাকে হত্যা করেন।

বদর যুদ্ধে বন্দী মুশরিকদের বিবরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদরের দিন যেসব মুশরিক বন্দী হয়েছিল, তারা হল :

বনূ হাশিম থেকে

১. আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম ও

২. নাওফাল ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম।

বনূ মুত্তালিব থেকে

বনূ মুত্তালিব ইব্‌ন আবদ মানাফের দুই ব্যক্তি :

১. সায়িব ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াযীদ ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন মুত্তালিব ও

২. নু'মান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব।

বনূ আব্‌দ শামস্ ও তাদের মিত্রদের থেকে

বনূ আব্‌দ শামস্ ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর সাত ব্যক্তি :

১. আমর ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস্;

২. হারিস ইব্‌ন আবূ উযযা ইব্‌ন আবূ আমর ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস্ ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে ইব্‌ন আবূ অহ্‌রা।

৩. আবুল আস ইব্‌ন রাবী ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আব্‌দ শামস্;

৪. আবুল আস ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ শামস্;

৫. তাদের মিত্রদের থেকে আবূ রীশাহ ইব্‌ন আবূ আমর;

৬. আমর ইব্‌ন আযরাক এবং

৭. উক্‌বা ইব্‌ন আবদুল হারিস ইব্‌ন হাযরামী।

বনূ নাওফাল ও তাদের মিত্রদের থেকে

বনূ নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর তিন ব্যক্তি :

১. আদী ইব্‌ন খিয়ার ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফাল;

২. উসমান ইব্‌ন আব্‌দ শামস্‌ ইব্‌ন উখায় গাযওয়ান ইব্‌ন জাবির (মাযিন ইব্‌ন মানসূর বংশীয় তাদের মিত্র) এবং

৩. আবূ সাওর (তাদের মিত্র)।

বনূ আবদুদ্দার ও তাদের মিত্রদের থেকে

বনূ আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাঈ-এর দু'ব্যক্তি :

১. আবূ আযীয ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার এবং

২. আসওয়াদ ইব্‌ন আমির, তাদের মিত্র। তারা বলে : আমরা আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সাব্বাকের বংশধর।

বনূ আসাদ ও তাদের মিত্রদের থেকে

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই-এর তিন ব্যক্তি :

১. সায়িব ইব্‌ন আবূ হুবায়শ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ;

২. হুয়াইরিস ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আসাদ;

ইব্‌ন হিশামের মতে সে হল হারিস ইব্‌ন আইয ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আসাদ।

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সালিম ইব্‌ন শাম্মাখ তাদের মিত্র।

বনূ মাখযূম থেকে

বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকযা ইব্‌ন মুর্‌রা থেকে নয় ব্যক্তি :

১. খালিদ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম;

২. উমাইয়া ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা;

৩. ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা;

৪. উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম;

৫. আবুল মুনযির ইব্‌ন আবূ রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাখযূম;

৬. সায়ফী ইব্‌ন আবূ রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম;

৭. আবূ আতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ সায়ব ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম;

৮. মুত্তালিব ইব্‌ন হান্‌তাব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাখযূম এবং

৯. খালিদ ইব্‌ন আলাম, তাদের মিত্র। লোকেরা তার সম্পর্কে এরূপ বলে থাকে যে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্বক পালিয়েছিল এবং এই কবিতা আবৃত্তি করে ছিল :

ولسنا على الادبار تدمى لكومنا × ولكن على اقدامنا يقطر الدم

"আমরা এমন যোদ্ধা নই যে, আমাদের পৃষ্ঠদেশের যখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে বরং আমাদের রক্ত প্রবাহিত হয় সামনের দিক থেকে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় لسنا على الاعقاب রয়েছে। খালিদ ইব্‌ন আলাম ছিল খুযা'আ গোত্রীয়। অন্য মতে সে ছিল আকীল বংশীয়।

বনূ সাহম থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব–এর চার ব্যক্তি :

১. আবূ বিদা'আ ইব্‌ন যুবায়রা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম; বদরের বন্দীদের মধ্যে সে ছিল প্রথম ব্যক্তি, যাকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করা হয়েছিল। আর তার মুক্তিপণ তার ছেলে মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ বিদা'আ আদায় করেছিল।

২. ফার্‌ওয়া ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম;

৩. হানযালা ইব্‌ন কুবায়সা ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম ও

৪. হাজ্জাজ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম।

বনূ জুমাহ থেকে

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব-এর পাঁচ ব্যক্তি :

১. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ্‌;

২. আবূ ইয্‌যা আমর ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন উহীব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ্‌;

৩. ফাকিহ, উমাইয়া ইব্‌ন খালফ-এর আযাদকৃত গোলাম। তার আযাদ হওয়ার পর রাবাহ ইব্‌ন মুগ্‌তারিফ তাকে নিজের বংশভুক্ত বলে দাবি করে। আর সে নিজে দাবি করত যে, সে শাম্মাখ ইব্‌ন মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌র বংশের লোক। অনেকের মতে, ফাকিহ্‌ ছিল জারওল ইব্‌ন হিযম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন গাযব ইব্‌ন শাম্মাখ ইব্‌ন মুহারিব ইব্‌ন ফিহরের পুত্র;

৪. ওয়াহব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ ও

৫. রবী'আ ইব্‌ন দার্‌রাজ ইব্‌ন আনবাস ইব্‌ন উহবান ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ।

বনূ আমির থেকে

বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ থেকে তিন ব্যক্তি :

১. সুহায়ল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ শামস্‌; ইব্‌ন আব্‌দ 'উদ্দ' ইব্‌ন নযর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির; তাকে বন্দী করেছিলেন সালিম ইব্‌ন আউফ বংশীয় মালিক ইব্‌ন দুখ্‌শুম।

২. আব্‌দ ইব্‌ন যাম'আ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আব্‌দ শামস্‌ ইব্‌ন আব্‌দ 'উদ্দ ইব্‌ন নযর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির এবং

৩. আবদুর রহমান ইব্‌ন মাশ্‌নূ ইব্‌ন ওয়াকদান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আব্‌দ শামস্‌ ইব্‌ন আব্‌দ 'উদ্দ ইব্‌ন নযর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিসল ইব্‌ন 'আমির।

বনূ হারিস থেকে

বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌রের দু'ব্যক্তি :

১. তুফায়ল ইব্‌ন আবূ কুনায় ও

২. উতবাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাহ্‌দাম্‌।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাদের কাছে সর্বমোট ৪৩ জন বন্দীর নাম সংরক্ষিত আছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সর্বমোট সংখ্যায় একটি নাম বাদ পড়েছে। ইব্‌ন ইসহাক তার নাম উল্লেখ করেননি। আর ইব্‌ন ইসহাক বন্দীদের থেকে যাদের নাম উল্লেখ করেছেন, তারা হল :

বনূ হাশিম থেকে

১. বনূ হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের এক ব্যক্তি-উত্‌বা। সে ফিহ্‌র বংশীয় এবং তাদের মিত্র ছিল।

বনূ মুত্তালিব থেকে

বনূ মুত্তালিব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের তিন ব্যক্তি :

১. আকীল ইব্‌ন আমর। সে তাদের মিত্র ছিল;

২. আকীলের ভাই তামীম ইব্‌ন আমর এবং

৩. তামীমের ছেলে।

বনূ আব্‌দ শাম্‌স থেকে

বনূ আব্‌দ শামস্‌ মানাফের দু'ব্যক্তি :

১. খালিদ ইব্‌ন উসায়দ ইব্‌ন আবুল 'ঈস ও

২. আস ইব্‌ন উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম আবুল আরীয ইয়াসার।

বনূ নাওফাল থেকে

বনূ নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের এক ব্যক্তি :

১. তাদের আযাদকৃত গোলাম নাবহান।

বনূ আসাদ থেকে

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যার এক ব্যক্তি :

১. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন হারিস।

বনূ আবদুদ্দার থেকে

বনূ আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাইয়ের এক ব্যক্তি :

১. তাদের ইয়ামানী মিত্র আকীল।

বনূ তায়ম থেকে

বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররার দু'ব্যক্তি :

১. মুসাফি' ইব্‌ন ইয়ায (ইব্‌ন সখ্‌র ইব্‌ন আমির ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম) এবং

২. জাবির ইব্‌ন যুবাইয়র, তাদের মিত্র।

বনূ মাখযূম থেকে

বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াক্‌যার এক ব্যক্তি :

১. কায়স ইব্‌ন সায়িব।

বনূ জুমাহ থেকে

বনূ জুমাহ্ ইব্‌ন আমর–এর পাঁচ ব্যক্তি :

১. আমর ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন খালফ;

২. আবূ রুহম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, তাদের মিত্র;

৩. তাদের আর একজন মিত্রের নাম আমার সংগ্রহ থেকে হারিয়ে গেছে।

৪. উমাইয়া ইব্‌ন খালফের আযাদকৃত দুই ব্যক্তি যাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল নিস্‌তাস।

৫. উমাইয়া ইব্‌ন খালফের গোলাম আবূ রাফি'।

বনূ সাহ্‌ম থেকে

বনূ সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর-এর এক ব্যক্তি :

১. নুবায়হ ইব্‌ন হাজ্জাজ-এর আযাদকৃত গোলাম আসলাম।

বনূ আমির থেকে

বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর দুই ব্যক্তি :

১. হাবীব ইব্‌ন জাবির ও

২. সায়িব ইব্‌ন মালিক।

বনূ হারিস থেকে

বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহর-এর দুই ব্যক্তি :

১. শাফি' ও

২. শাফী', তাদের ইয়ামানী মিত্রদ্বয়।

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা

(১)

হামযা (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাঁক বলেন : বদর যুদ্ধ সম্পর্কে যে সব কবিতা আবৃত্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে পরস্পর যে কবিতা প্রতিযোগিতা হয়েছিল, তার মধ্যে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর কবিতাও রয়েছে। ইব্‌ন হিশামের মতে অধিকাংশ কাব্য বিশেষজ্ঞ এসব কবিতা এবং তার বিপক্ষে যে সব কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছে, এগুলোকে অস্বীকার করেন।

الم تر امرا كان من عجب الدهر × وللحين اسباب مبينة الامر

"তুমি কি যুগের বৈচিত্র্যময় কালচক্রের প্রতি লক্ষ্য করনি; আর মৃত্যুর বিভিন্ন উপকরণ রয়েছে; যা স্পষ্ট।

আর এ ঘটনা এ ছাড়া আর কিছু ছিল না যে, কওমকে নসীহত করা হয়েছিল; কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও অস্বীকারের মাধ্যমে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

যে সন্ধ্যায় তারা সদলবলে বদরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, সেদিন তারা বদরের প্রস্তরময় গুহায় চিরদিনের জন্য রয়ে গেল।

আমরা শুধু কাফেলার সন্ধানেই বেরিয়েছিলাম। এছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আর তারাও আমাদের দিকে এগিয়ে এল, তখন আমরা ভাগ্যের নির্ধারিত স্থানে পরস্পর মুখোমুখি হলাম।

এরপর যখন আমরা পরস্পর মুখোমুখি হই, তখন আমাদের জন্য ধূসর বর্ণের সোজা তীর নিক্ষেপ করা ছাড়া ফিরে যাওয়ার আর কোন পথ ছিল না।

আর শিরশ্ছেদকারী ধারাল শ্বেতশুভ্র অলংকার শোভিত ঝলমলে তরবারি দ্বারা আমাদের আক্রমণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

আর আমরা ভ্রান্তির দহলিজ (উতবাহ)-কে মাটির সাথে মিশিয়ে দেই। আর শায়বাকে বড় কূপে নিহতদের মাঝে উপুড় করে ফেলে দেই।

তাদের মিত্ররা, যারা মাটির সাথে মিশে গিয়েছে, তার মধ্যে আমরও মাটির সাথে মিশে গিয়েছে, ফলে বিলাপকারিণীদের জামা আমরের শোকে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

আর তারা ছিল লুআঈ ইব্‌ন গালিব ও ফিহ্‌রের উর্ধতন শাখার সম্ভ্রান্ত মহিলা।

এরা সেই সব লোক, যারা নিজেদের গুমরাহীতে নিহত হয়েছে। আর তাদেরকে এমন অবস্থায় ঝাণ্ডা ছাড়তে হয়েছে যে, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের কাছে কোন সাহায্যকারী পৌঁছতে পারেনি।

গুমরাহীর ঝাণ্ডা, যে ঝাণ্ডাওয়ালাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ইবলীস। পরিশেষে সে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। বস্তুত সে খবীস বিশ্বাসঘাতকতা করেই থাকে।

যখন সে মুসলমানদের সাহায্যপ্রাপ্তির বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখতে পেল, তখন সে বলল, আমি তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলাম, আজ ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা আমার নেই।

কেননা আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখছ না; আর আমি আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় করছি, আর আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী।

পরিশেষে সে তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে এনেছে। ফলে তারা সেখানে আটকে গিয়েছে, যে কথা সে তাদের জানায়নি, তা সে ভাল করেই জানত।

তারা সেই বদরের কুয়ায় পৌঁছার সকালে এক হাজার ছিল, আর আমাদের দলে ছিল শ্বেতশুভ্র নর উটের মত তিনশত লোক।

আর আমাদের সাথে ছিল আল্লাহ্‌র সৈনিক, যখন তিনি তাদের দ্বারা আমাদের বিরোধীদের মুকাবিলায় সাহায্য করছিলেন, তখন লোকেরা আমাদের কাছে জানতে চাইত, এরা কারা?

মোটকথা, আমাদের পতাকাতলে থেকে জিবরাঈল (আ) এক সংকীর্ণ স্থানে তাদেরকে এমন কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন যে, সেখানে তাদের লাগাতার মৃত্যুই হচ্ছিল।"

এর জবাবে হারিস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা বলে :

الايا القومى للصبابة والهجر × وللحزن منى والحرارة فى الصدر

"শোন, হে জাতি! প্রেম ও বিরহ, আমার দুঃখ ও মনের জ্বালার কথা শোন।

আর আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা ঝরার অবস্থা শোন, যেন তা ছিঁড়ে যাওয়া মালা, যা থেকে মুক্তা দ্রুত ঝরে পড়ছে।

মিষ্টি স্বভাবের, মহান বীর লোকটির জন্য (চক্ষু ক্রন্দন করছে)। কেননা সে বদর প্রান্তরে প্রস্তরময় কূপে আজীবনের জন্য মাটির সাথে মিশে রয়েছে।

হে আমর! তুমি ছিলে উদার স্বভাবের, তুমি আপনজন ও সাথীদের অন্তর থেকে দূরে সরে যেও না।

যদি কোন জাতি ঘটনাক্রমে তোমার উপর জয়ী হয়, তবে কালের চক্রে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কেননা অতীতের কালচক্রে তুমি বীরত্বের সাথে তাদেরকে অপদস্থতার ভয়ংকর পথ দেখিয়ে আসছিলে।

হে আমর! যদি মরে না যাই, তবে তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব এবং কোন আত্মীয় ও কুটুম্বের প্রতি লক্ষ্য করে কোন প্রকার দয়া করব না।

তারা যেমন আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে, আমিও তাদের আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করে তাদের কোমর ভেঙ্গে দেব।

তারা কতগুলো নোংরা আগাছা জমা করেই আত্মম্ভরিতায় মেতে উঠেছে, আর আমরা হলাম নির্ভেজাল বনূ ফিহ্‌র গোত্রীয়।

হে বনূ লুআঈ শোন! নিজের সম্ভ্রম ও উপাস্য দেব-দেবীদের হিফাযত কর এবং অহংকারীদের হাতে তাদের ছেড়ে দিও না।

তোমরা এবং তোমাদের পূর্বসূরীরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের পেয়েছ, আর পেয়েছ ছাদ ও পর্দাবিশিষ্ট ঘর।

সে বলিষ্ঠ সুপুরুষটির কি হল, যে তোমাদের ধ্বংসের ইচ্ছা করেছে। কাজেই হে গালিব বংশীয়রা! তোমরা তাকে মোটেই অপারগ মনে করো না।

যাদের সাথে তোমরা শত্রুতা করছ, তাদের মুকাবিলায় সচেষ্ট হও। পরস্পরের সহযোগিতা করো, ধৈর্য ও সহ্যের সাথে একতাবদ্ধ থাক।

সম্ভবত তোমরা তোমাদের ভাইয়ের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হবে। তোমরা যদি তার প্রতিশোধ না নাও, তবে আমরের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্কই থাকবে না।

বিজলীর ন্যায় ঝলসানো, হাতে ঝুলানো ও শিরশ্ছেদকারী, অলংকার শোভিত তরবারি দ্বারা।

সে তরবারিকে যখন শত্রুর জন্য উন্মুক্ত করা হয়, তখন তার পৃষ্ঠদেশে শোভিত অলংকারগুলো পিঁপড়ার পদচিহ্ন বলে মনে হয়।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই কাসীদায় ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা থেকে আমি দু'টি শব্দ পরিবর্তন করেছি। তা হল : কবিতার শেষে "الفخز" আর কবিতার শুরুতে "الحليم" কেননা সে-এ শব্দ দু'টিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আপত্তিকর কথা বলেছে।

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার সাথে এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটেনি যে এ কবিতাগুলো বা এর জবাবী কবিতাগুলো সম্পর্কে জানে। তবে এ কবিতাগুলো উল্লেখ করার কারণ এই যে, অনেকের মতে বদর যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুদ'আন-এর কথা ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেননি। অথচ তার উল্লেখ এ কবিতায় রয়েছে :

الم تر ان الله ابلى رسوله × بلاء عزيزذى اقتدار وذى فضل

"তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে পরীক্ষা করেছেন যেমন, পরীক্ষা করা হয় শৌর্য-বীর্য ও সম্ভ্রমের অধিকারীর শৌর্য-বীর্য ও সম্ভ্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

যে পরীক্ষার কারণে কাফিরদের অবতরণ করানো হয়েছে লাঞ্ছনার স্থানে; অবশেষে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে বন্দী ও নিহত হওয়ার লাঞ্ছনার সাথে।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্যকারীদেরও সম্মান অর্জিত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো ইনসাফের সাথেই প্রেরিত হয়েছেন।

আর তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী কিতাব নিয়ে এসেছেন, যার আয়াতগুলো বিবেকবানদের জন্য সুস্পষ্ট।

ফলে কিছু লোক তার উপর ঈমান এনেছে ও তা বিশ্বাস করে নিয়েছে; আলহামদু লিল্লাহ্, এর ফলে তারা তাদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র করতে সক্ষম হয়েছে।

আর কিছু লোক তা অস্বীকার করেছে; ফলে তাদের অন্তর বক্র হয়ে গেছে; আর আরশের অধিপতি (আল্লাহ্) তাদের বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি বদরের দিন তাঁর রাসূলকে কাফিরদের উপর শক্তি দিয়েছেন, আর তিনি শক্তি দিয়েছেন ক্রোধান্বিত জাতিকে, যাদের কাজ ছিল উত্তম; কেননা তাদের ক্রোধ ছিল আল্লাহ্র জন্য।

তাদের হাতে ছিল চকচকে সাদা হালকা (তরবারি), যা দিয়ে তারা হামলা করে। আর সে তরবারিগুলোকে পোড়াতে এবং শাণিত করতে তারা অনেক সময় ব্যয় করেছে।

ফলে তারা ভূপতিত করেছে কত যে বীর সেনা ও শৌর্য-বীর্যের অধিকারীকে—তাদের শোকে বিলাপকারিণীরা অশ্রু ঝরিয়েছে—মুষলধারে বৃষ্টির মত তারা রাতভর অশ্রু ঝরিয়ে বদান্যতা দেখিয়েছে।

বিলাপকারিণীরা পথভ্রষ্ট উতবা, তার ছেলে শায়বা ও আবূ জাহ্লের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়ে বেড়াচ্ছে।

আর তারা লেংড়ার (আসওয়াদ ইব্ন আবদুল আসাদ মাখযূমী) মৃত্যু সংবাদ শোনাচ্ছে; ইব্ন জুদ'আনও তাদের মধ্যে রয়েছে। বিলাপকারিণীরা শোকের কাল পোশাক পরে আছে, তাদের হৃদয়ে শোকের আগুন জ্বলছে, আপনজনদের বিরহের বেদনার ছাপ তাদের চেহারায় স্পষ্ট।

আর তুমি তাদের একটি শক্তিশালী যুদ্ধবাজ ও দুর্ভিক্ষে সাহায্যকারী দলকে বদরের কুয়ায় পড়ে থাকতে দেখতে পাবে।

তাদের অনেককে গুমরাহীর দিকে আহবান করেছে, আর তারাও সে ডাকে সাড়া দিয়েছে। ভ্রান্তির দিকে আকর্ষণকারী অনেক রশি রয়েছে, যদিও সেগুলোর আকর্ষণ খুবই দুর্বল।

পরিশেষে, তারা আলু-থালু অবস্থায় চীৎকার করতে করতে জাহান্নামের অগ্নি শিখায় দুপুর বেলা পৌঁছে গেছে।"

এর জবাবে হারিস ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা বলে :

عجبت لا قوام تغنى سفيههم × بامرسفاه ذى اعتراض وذى بطل

"আমি আশ্চর্যবোধ করি সেসব লোকের আচরণে, যাদের নির্বোধ একটি লোক সমালোচনার যোগ্য ও মিথ্যা কতগুলো কথা কবিতার আকারে গেয়ে বেড়াচ্ছে।

বদরের সেই নিহতদের ব্যাপারে কবিতা গেয়ে বেড়াচ্ছে, যাদের তরুণ ও বৃদ্ধদের ভদ্র আচরণ অব্যাহত ছিল।

তারা ছিল বনূ গালিবের উর্ধ্বতন শাখার উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট বীর পুরুষ এবং যুদ্ধে বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী আর দুর্ভিক্ষে আহার প্রদানকারী।

তারা সম্মানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে। তারা দূরের ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন বংশের লোকদের জন্য নিজ বংশকে বিক্রয় করে দেয়নি।

বনূ গাস্‌সান আমাদের পরিবর্তে তোমাদের একান্ত আপনজন হয়ে গেল! আশ্চর্যের ব্যাপার, এমন কাণ্ডও কি ঘটতে পারে!

তোমাদের এ ধরনের কাজ-ন্যায়ের বিরোধিতা, স্পষ্ট অপরাধ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে হয়েছে, যা বিবেক ও বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা সীমালংঘন হিসাবে গণ্য করছে। যদি কিছু লোক মারা গিয়ে থাকে (তবে তাতে কিঁছু যায় আসে না); কারণ মৃত্যুর মধ্যে উত্তম মৃত্যু হল হত্যার মাধ্যমে মৃত্যু।

তোমরা তাদের হত্যা করে উৎফুল্লবোধ করো না।

কেননা তাদের হত্যা তোমাদের জন্য স্থায়ী ধ্বংসের কারণ।

কেননা তাদের হত্যার পর তোমরা তোমাদের ঈপ্সিত বস্তু থেকে সর্বদা দূরেই থাকবে। আর বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলোকে একত্র করতে পারবে না।

প্রশংসারযোগ্য কাজের অধিকারী ইব্‌ন জুদ'আন উতবা এবং তোমাদের মধ্যে আবূ জাহ্‌ল —এদের অবর্তমানে (উপরোক্ত অসুবিধা দেখা দেবে)।

তাদের মাঝে আছে শায়বা, ওলীদ, যাচ্ঞাকারীদের আশ্রয়স্থল উমাইয়া, আর এক পারিশিষ্ট আস্‌ওয়াদ।

আপনজনের বিচ্ছেদে এবং বিপদে চীৎকার করে বিলাপকারিণীদের উচিত এদের জন্য ক্রন্দন করা। আর এদের পর কারো মৃত্যুতে ক্রন্দন না করা।

মক্কার দু'পাশের বাসিন্দাদের বলে দাও যে, তোমরা সৈন্য-সামন্ত একত্র করে নাও এবং খেজুর বাগানে ঘেরা ইয়াসরিবের কিল্লার দিকে এগিয়ে চল।

সকলে মিলে চল। বনূ কা'বকে ঘেরাও কর। স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রঙের সদ্য শান দেওয়া তরবারি দ্বারা তাদের প্রতিহত কর।

অন্যথায় ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন কর, আর জুতা দিয়ে পদদলিতকারীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে দিন কাটাও।

হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা একথা জেনে রাখ, লা'ত প্রতিমার কসম : তোমাদের উপর পূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও (বলছি যে,) তোমরা লৌহ বর্ম চমকানো বর্শা, তীক্ষ্ণ–শাণিত তরবারি, আর তীর না নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়াবে না।"

বনূ মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌রের লোক যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ইব্‌ন মিরদাস বদর যুদ্ধ সম্পর্কে বলে :

عجبت لفخر الاوس والحين دائر × عليهم غدا والدهر فيه بصائر

"আমি আশ্চর্যবোধ করি আওসের অহংকার দেখে, অথচ আগামীকাল তারাও মৃত্যুর চাকায় পিষ্ঠ হবে। আর যামানার মধ্যে রয়েছে অনেক শিক্ষাপ্রদ ঘটনা।

আরও আশ্চর্য হই বনূ নাজ্জারের অহংকারে (যাদের অহংকার শুধু এ কারণেই যে,) বদর যুদ্ধে গোটা একটি বংশ বিপদগ্রস্ত হয়েছে, আর সে সময় তারা অবিচল রয়েছে।

এ বংশের মৃতদেহগুলো যদিও ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে, তাতে কিছুই আসে যায় না, কেননা তার পরেও তো আমরা আছি, আমরা অচিরেই ধ্বংস নিয়ে আসব।

হে বনূ আওস! ক্ষুদ্র কেশবিশিষ্ট দীর্ঘ ও তেজস্বী ঘোড়া আমাদের বহন করে তোমাদের মথিত করবে, যাতে প্রতিশোধের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে শান্তি আসে।

আর অচিরেই সেই ঘোড়াগুলোর সাহায্যে আমরা বনূ নাজ্জারের উপর দ্বিতীয় হামলা চালাব, যেগুলো বর্শা ও বর্মধারীদের ভার বহনকারীও হবে।

আমরা তাদের এমনভাবে ধরাশায়ী করব যে, পাখির দল তাদের চারপাশে ঘিরে থাকবে। আর মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া তাদের আর কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

তাদের শোকে কাঁদবে ইয়াসরিবের মহিলারা, তারা সেখানে বিনিদ্র রজনী কাটাবে।

আর সে অবস্থা এজন্য হবে যে, আমাদের তরবারির আঘাতে তাদের রক্ত সব সময় প্রবাহিত হতে থাকবে, যাদের সাথে এ তরবারি যুদ্ধ করবে।

যদি তোমরা বদর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে থাক, তবে তার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদেরই এক ব্যক্তি আহমদ তোমাদের ভাগ্যে জুটে গেছে, আর এ কথা সুস্পষ্ট।

আর সে এমন সব মনোনীত লোকদের সাথে মিশে গেছে, যারা তার আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু তার মৃত্যু তো অনিবার্য।

তাদের মধ্যে রয়েছে আবূ বকর ও হামযা, আর তোমার উল্লিখিত লোকদের মাঝে আলী নামে পরিচিত লোকটিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

আর তাদের মধ্যে রয়েছে আবূ হাফ্‌স উমর, উসমান ও সা'দ; যখন সে [আহমদ (সা)] কোন যুদ্ধে হাযির হয়, তখন এরা তার সঙ্গে থাকে।

এরাই তারা, যাদের কারণে বিজয় লাভ সম্ভব হয়েছে, আওস ও নাজ্জার বংশীয়দের কারণে নয়, যাদের অনেক সন্তান-সন্ততি রয়েছে যা নিয়ে তারা অহংকার করে।

যখন বনূ কা'ব ও বনূ আমিরের বংশনামা গণনা করা হয়, তখন তাদের উর্ধতন পুরুষ হবে লুআঈ ইব্‌ন গালিব।

এঁরা হলেন প্রত্যেক যুদ্ধেই অশ্বারোহীদের প্রতি বর্শা নিক্ষেপকারী, আর কঠিন বিপদের সময় তারা উত্তম আচরণকারী ও অনেক পূণ্য অর্জনকারী।"

এর জবাবে সালামা গোত্রের কা'ব ইব্‌ন মালিক বলেন :

"আমি মহান আল্লাহ্‌র যাবতীয় কর্মে সত্যি বিস্মিত। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে সক্ষম, আল্লাহ্‌কে বাধ্য করার কেউ নেই।

বদরের দিন তাঁর ফয়সালা এ ছিল যে, আমরা এমন এক বংশের সম্মুখীন হই, যারা ছিল ধর্মদ্রোহী, আর ধর্মদ্রোহিতা মানুষকে বাঁকাপথে নিয়ে যায়।

তারা সৈন্য-সামন্ত একত্র করেছিল এবং তাদের পাশে বসবাসকারী লোকদের যুদ্ধের জন্য বের হতে আহবান করেছিল, ফলে তাদের দলের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যায়।

তারা সকলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে এবং আমরা ছাড়া আর কেউ তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল না। বনূ কা'ব ও বনূ আমরের সকল সদস্য আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।

আর আমাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! যাঁর চারপাশে রয়েছে কিল্লার ন্যায় আওস গোত্র, যারা বিজয়ী ও সাহায্যকারী।

আর তাঁর ঝাণ্ডাতলে রয়েছে বনূ নাজ্জারের দল, তারা সাদা ও নরম বর্ম পরিধান করে বীর বিক্রমে, ধূলি উড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

আমরা যখন তাদের মুকাবিলায় দাঁড়াই তখন আমাদের প্রত্যেকেই নিজ সাথীর জন্য বীর হতে নিজকে উদ্বুদ্ধ করি এবং অবিচল থাকি।

আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন রব নেই। আর আল্লাহ্‌র রাসূল সত্য বার্তা বাহক, বিজয়ী।

আর সাদা চোখ ঝলসানো হালকা তরবারি খাপমুক্ত করা হল, মনে হচ্ছিল তা যেন অগ্নি শিখা, তরবারি উত্তোলনকারী তা তোমার চোখের সামনে নাড়াচ্ছে।

এই তরবারি দিয়ে আমরা তাদের দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে, আর তাদের নাফরামানরা মারা গেছে।

পরিশেষে, আবূ জাহ্‌ল উপুড় হয়ে পড়ে গেছে। আর উতবাকে তারা হোঁচট খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে গেছে।

আর তারা শায়বা ও তায়মীকে চীৎকার করা অবস্থায় পরিত্যাগ করেছে। এরা উভয়ই আরশের অধিপতিকে অস্বীকার করেছিল।

ফলে তারা অগ্নিস্থলে অগ্নির ইন্ধন হয়ে গেল, আর জাহান্নামই হল অস্বীকারকারীদের গন্তব্যস্থল।

উষ্ণতার পূর্ণ যৌবন নিয়ে সে অগ্নিশিখা তাদের উপর বর্ধিত হচ্ছে, যা লোহার তক্তা ও পাথরে ভরপুর।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বলেছিলেন : তোমরা আমার দিকে এস, কিন্তু তারা 'আপনি তো যাদুকর' বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

কেননা আল্লাহ্র ইচ্ছাই ছিল তারা ধ্বংস হোক,

আর আল্লাহর ইচ্ছা খণ্ডন করার মত কেউ নেই।"

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা

(২)

বদর যুদ্ধে নিহতদের উদ্দেশ্যে শোকগাথা

বদরে নিহতদের প্রতি কেঁদে কেঁদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাবা'রী সাহমী বলে :

ইব্ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে এ কবিতাগুলো হল আ'শা ইব্ন যুরারা ইব্ন নাব্বাশের। সে ছিল উসায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন তামীম বংশীয় এবং নাওফাল ইব্ন আব্দ মানাফের মিত্র। ইব্ন ইসহাকের মতে সে ছিল বনূ আবদুদ্দারের মিত্র।

ماذا على بدر وماذا حوله × من فتية بيض الوجوه كرام

"বদর ও তার চারপাশের উপর কি বিপদ আপতিত হয়েছে যে, উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট ভদ্র যুবকেরা—

ছেড়ে গেল নুবায়হ, মুনাব্বিহ আর রবী'আর দুই ছেলেকে, যারা ছিল তাদের ঘোর বিরোধী।

আর ছেড়ে গেল দানবীর হারিসকে, যার মুখখানা পূর্ণিমার চাঁদের মত, যা অন্ধকার রাতকে আলোকিত করে দেয়।

আর ছেড়ে গেল মুনাব্বিহ-এর ছেলে আসীকে, যে ছিল শক্তিশালী, লম্বা-সোজা বর্শার ন্যায় দোষত্রুটিমুক্ত।

আর এ আসীর কারণে মুনাব্বিহের আসল গুণ, তার যোগ্যতা, মাতৃকূল ও পিতৃকূলের যাবতীয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

যখন কোন ক্রন্দনকারী কাঁদে এবং উচ্চস্বরে নিজের শোক প্রকাশ করে (তখন বুঝে নেবে যে,) ইযযত ও মর্যাদার অধিকারী ইব্ন হিশামের জন্যই এ ক্রন্দন।

আবুল ওয়ালীদকে তাঁর দলসহ আল্লাহ্ বাঁচিয়ে রাখুন এবং সৃষ্টির প্রতিপালক বিশেষভাবে তাদেরকে শান্তিতে রাখুন।"

এর জবাবে হাস্সান ইব্ন সাবিত আনসারী (রা) বলেন :

ابك بكت عيناك ثم تبادرت × بدر تعلُّ غُروبها سجامٌ

"তুমি কাঁদ, তোমার চোখ সর্বদাই কাঁদতে থাকুক, এরপর তা থেকে প্রবাহিত হোক শোণিতধারা, আর চোখের কোণাকে তা বারবার তৃপ্ত করুক।"

এ শোকগাথার দ্বারা তুমি সেইসব লোকের জন্য কেঁদেছ, যারা একের পর এক চলে গেছে। তুমি তাদের প্রশংসনীয়, কাজগুলোর উল্লেখ করলে না কেন ?

আর তুমি আমাদের সম্মানিত সাহসী, উত্তম চরিত্র ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তির উল্লেখ করলে না কেন ?

আমার উদ্দেশ্য সেই নবী (সা), যিনি দাতা এবং উত্তম চরিত্রের, আর শপথকারীদের মধ্যে অধিক শপথ পূরণকারী।

নিঃসন্দেহে তাঁর মত মহান ব্যক্তিত্ব, আর যে জিনিসের প্রতি তিনি আহবান করছেন, তা প্রশংসার যোগ্য; দূর্বলতা মুক্ত।"

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা) আরও বলেছেন :

تبت فؤادت في المنام خريدة × تشفى الصجيع ببار ديسام

"তোমার হৃদয়কে স্বপ্নে এমন যুবতী রুগ্ন করে ফেলেছে, যে তার পাশে শয়নকারীকে মুচকি হাসির দ্বারা চাংগা করে তোলে।

যেমন যদি তুমি বৃষ্টির পানির সাথে মিশক মিশ্রিত কর (তবে তা দ্বারা শেফা হাসিল হয়), যবেহকৃত পশুর রক্তের মত পুরাতন মদের দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়।

সে যুবতী স্ফীত বক্ষবিশিষ্টা, তার কটিদেশ যেন ভাঁজ করে রাখা রয়েছে, সে সাদাসিধা, মিথ্যা কসম খায় না।

তার কটিদেশ অস্থি ছাড়া বানানো হয়েছে, যখন সে নির্ধারিত পোশাক ছেড়ে অর্ধ নগ্ন হয়ে বসে, তখন মনে হয় সে যেন মর্মর পাথরের মূর্তি।

দেহের লাবণ্য, কোমলতা এবং স্বভাবগত সৌন্দর্যে তার অবস্থা এরূপ যে, বিছানায় আসা তার জন্য কঠিন।

আমার সারাটি দিন তার স্মরণ ছাড়া অতিবাহিত হয় না। আর সারাটি রাত আমার স্বপ্ন তার জন্য আমাকে পাগলপারা করে।

এ গুণের অধিকারিণী মেয়েকে দেখে আমি শপথ করি যে, আমি তাকে কখনো ভুলব না, সর্বদা তাকে স্মরণ করব। যতদিন না আমার হাড় কবরে মিশে যায়।

এমন কেউ আছে কি, যে বোকার মত তিরস্কারকারিণীকে তিরস্কার থেকে বাধা দেবে ? আসলে প্রেমের ব্যাপারে তিরস্কারকারীদের কোন তিরস্কারের আমি পরোয়া করিনি।

(এক রাতে) কাল চক্রের (বদরের ঘটনার) নিকটবর্তী সময়, (আমার) সামান্য তন্দ্রার পর, ভোরের আগে সে মেয়েটি আমার কাছে আসে।

সে দাবির সাথে বলে যে, উটের পাল না থাকায় মানুষের জীবন বিভীষিকাময় হয়ে উঠে। (আমি তাকে বললাম) তুমি যা আমার কাছে বলছ, তা যদি মিথ্যা হয়, তবে তুমি আমার থেকে এভাবে বেঁচে গেলে, যেভাবে হারিস ইব্‌ন হিশাম বেঁচে গেছে।

আপন বন্ধুদের জন্য জীবনপণ করে যুদ্ধ করার পরিবর্তে সে তাদের পরিত্যাগ করল এবং তেজস্বী ঘোড়ার মস্তকের কেশ ও বলগা ধরে পালিয়ে গেল।

উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়াসমূহ খালি ময়দান পেছনে ফেলে এমনিভাবে চলে যাচ্ছিল, যেমন পাথরে বাঁধা শক্ত রশিকে দ্রুতগামী চরখা ছেড়ে চলে যায়।

ঘোড়াগুলো এই দৌড়ে খুরের ফাঁক ভরে নিল। এতে তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল; অথচ তার বন্ধু জঘন্য মন্দ জায়গায় পড়ছিল।

তার ভাই এবং তার দল এমন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, যাতে প্রকৃত মা'বূদ মুসলমানদের বিজয়ী করেছিলেন।

এমন যুদ্ধ তাদের পিষে ফেলেছিল, যার শিখাকে ইন্ধন দ্বারা প্রজ্বলিত করা হচ্ছিল।

আর আল্লাহ্ তো তাঁর নির্দেশ অবশ্য বাস্তবায়িত করেন।

যদি প্রকৃত মা'বূদ তাকে বাঁচানোর ইচ্ছা না করতেন, আর যদি সে ঘোড়াগুলো না দৌড়াত, তবে হারিস ইব্ন হিশামকে হিংস্র জন্তুর খোরাক বানিয়ে ছাড়ত, অথবা খুর দ্বারা পিষে দিত।

হয়ত সে বন্দী হত, যার গিরাগুলো এমন বীরপুরুষ কষে বেঁধে দিত, যে বর্শার মুকাবিলায়ও সহযোগিতা করে।

অথবা সে যমীনে পড়ে থাকত, আর পাহাড় তার স্থানচ্যুত হলেও কারো ডাকে সে সাড়া দিত না।

সে স্পষ্ট লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে পড়ে থাকত, যখন যে দেখতে পেত শ্বেত-শুভ্র চমকানো তরবারি দৃঢ় সংকল্প সরদারদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

(সে তরবারিগুলো) হত এমন উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট লোকদের হাতে, যাদের বংশে ভীরুতার কোন কালিমা নেই এবং তা এমন সরদারের হাতে থাকত, যে শত্রুর পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে যায়।

ঐ শ্বেত-শুভ্র (নয়ন ঝলসানো) তরবারিগুলো এমন, যখন তা দিয়ে লোহার উপর আঘাত করা হয়, তখন লোহা কেটে ঐ তারবারি নিচে পড়ে যায়। মনে হয় যেন একখণ্ড মেঘের নীচে বিজলী চমকাচ্ছে।"

হাস্সানের কবিতার জবাবে হারিসের কবিতা

ইব্ন হিশামের মতে হারিস ইব্ন হিশাম এ কবিতার জবাবে বলে :

الله اعلم ما تركت قتالهم × حتى حبوا مهرى ماشقرمذبد

"আল্লাহ্ ভাল জানেন, আমি ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করিনি, যতক্ষণ না তারা আমার বক্ষদেশকে রক্তে রঞ্জিত করেছে।

আমি বুঝে ছিলাম যে, আমি যদি এ লড়াই করি, তবে আমি মারা যাব। আর যুদ্ধে আমার উপস্থিতি শত্রুর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না।

আমার বন্ধুরা তাদের পড়ে থাকা সত্ত্বেও আমি তাদের ফেলে চলে আসি। এ আশায় যে, অন্য কোন যুদ্ধের দিন তাদের প্রতিশোধ নেব।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস বদরের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর ওযর-স্বরূপ এ কবিতা আবৃত্তি করে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাস্‌সান (রা)-এর কাসীদার শেষ তিনটি লাইন অশালীন হওয়ার কারণে আমি তা ছেড়ে দিয়েছি।

এ সম্পর্কে হাস্‌সান (রা)-এর আরো কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন : বদর যুদ্ধের দিন কুরায়শরা জেনে নিয়েছিল যে, তা বন্দী ও ব্যাপকভাবে নিহত হওয়ার দিন, যখন বর্শার অগ্রভাগ পরস্পর মিলিত হয়, তখন আমরা যুদ্ধের সংরক্ষণকারী হই, বিশেষ করে আবুল ওয়ালীদের হত্যার দিন।

قتلنا ابنى ربيعة يوم سارا × الينافى مضاعفة الحديد

"যে দিন রবী'আর দুই ছেলে লৌহ বর্ম পরিধান করে আমাদের মুকাবিলায় এগিয়ে এল, তখন আমরা তাদের হত্যা করলাম।

আর যখন বনূ নাজ্জার সিংহের ন্যায় হুংকার ছাড়তে লাগল, তখন হাকীম সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

তখন গোটা ফিহ্‌র গোত্র পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করল, আর হুয়াইরিস তো দূর থেকে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

তোমরা লাঞ্ছনা ও এমন দ্রুত হত্যার সম্মুখীন হলে, যা তোমাদের গলার শিরার মধ্যে ঢুকে গেল।

আর গোটা জাতিটাই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করল এবং বাপ-দাদার মান-সম্মানের দিকে ফিরেও তাকাল না।"

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরো বলেন :

يا حارقد عولت غير معول × عند الهياج وساعه الاحساب

"হে হারিস! যুদ্ধ ও দুর্যোগের সময় তুমি এমন লোকদের উপর নির্ভর করলে, যারা নির্ভরযোগ্য ছিল না।

যখন তুমি প্রশস্ত পা, অভিজাত, দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং দীর্ঘ পিঠবিশিষ্ট ঘোড়ার উপর আরোহণ করছিলে।

বেঁচে যাওয়ার আশায় তুমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত ছিলে, অথচ লোকেরা তোমার পিছনেই ছিল, আর সে সময়টি তোমার পলায়ন করার সময় ছিল না।

তুমি আপন মায়ের ছেলের দিকেও ফিরে তাকালে না—যখন সে বর্শার নিচে মাটির সাথে মিশে মৃত্যুমুখো ছিল। আর তার কাছে যা কিছু ছিল তাই ধ্বংস হচ্ছিল।

রাজাধিরাজ তাকে আক্রান্ত করলেন। লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় আর তড়িৎ জঘন্য শাস্তিতে। আর তার দলকে ধ্বংস করে দিলেন।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তার এ কাসীদার একটি পংক্তি ছেড়ে দিয়েছি, কেননা সেটি ছিল অশালীন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেছেন :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বলা হয়, বরং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস সাহ্‌মী তা বলেছেন :

مستشعرى حلق الماذى يقدمهم × جلد النحيزة ماض غير رعديد

"তাদের সামনে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি শুভ্র ও গায়ের সাথে লাগানো কমল কড়াবিশিষ্ট লৌহবর্ম পরিহিত কঠোর, দৃঢ় সংকল্প ছিলেন, ভীতু ছিলেন না।

আমার উদ্দেশ্য, সৃষ্টির উপাস্যের রাসূল, যাঁকে তিনি সৎকর্ম, তাকওয়া বদান্যতার কারণে সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

তোমাদের দাবি ছিল, তোমরা নিজ দায়িত্বের যত্ন নেবে। তার বদলে বদরের গুহা সম্পর্কে তোমাদের দাবি ছিল তা অবতরণযোগ্য নয়।

তারপর আমরা সে জলাশয়ে পৌঁছলাম এবং আমরা তোমার কথা শুনতে পাইনি, এমনকি আমরা এতটুকু তৃপ্ত হলাম যে, পানির মোটেই অভাব হল না।

আমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকলাম, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছেড়ে দেয়া মযবূত রশি।

আমাদের মাঝেই রয়েছেন রাসূল আর আমাদের মাঝেই রয়েছে সত্য, মৃত্যু পর্যন্ত যার অনুসরণ আমরা করতেই থাকব—আর এটা অসীম সাহায্য।

পরিপূর্ণ, দ্রুত, উজ্জ্বল নক্ষত্র যার থেকে আলো গ্রহণ করা হয়, পূর্ণিমার চাঁদ সেসব মাহাত্ম্য ও মর্যাদাশীলদের আলোকিত করে দিয়েছে।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কবি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

خابت بنواسد واب غزيهم × يوم القليب بسئوة وقضوح

"গুহার দিন (বদরের যুদ্ধের দিন) বনূ আস্‌দ আর তাদের জঙ্গী সৈন্য বিফল হয়ে জঘন্য লাঞ্ছনার সাথে ফিরে গেল।

আবুল আসও তাদের মাঝে ছিল যে তেজস্বী ঘোড়ার পিঠ থেকে তড়িৎ মৃত্যুর জন্য ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে গেল।

যবেহ স্থলে যখন সে গিয়ে পড়ল, তখন তাকে মারণাস্ত্রের আঘাত থেকে হিফাযতকারী শুধু তার মৃত্যুই ছিল।

আর যাম'আ-র মত সুপুরুষকে তারা এমন অবস্থায় ছেড়ে গেল যে, তার গলা থেকে অনবরত টাটকা রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে।

তার কোমল কপাল ধূলি ধূসরিত যমীনে পড়েছিল আর তার নাকের ডগায় মাখা ছিল আবর্জনা।

আর ইব্‌ন কায়স্ অবশিষ্ট দল নিয়ে আহত অবস্থায় জীবনের শেষ মুহূর্তে পশ্চাদপসরণ করে বেঁচে গেল।"

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

الاليت شعرى هل اتى اهل مكة × ابادتنا الكفار فى ساعه العسر

"হায়! হায়! আমার কি হল যদি আমি জানতাম কঠিন মুহূর্তে আমাদের কর্তৃক কাফিরদেরকে ধ্বংস করার সংবাদ মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছেছে কিনা।

আমাদের আক্রমণে তাদের বীরপুরুষেরা ধরাশায়ী হল, ফলে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল এবং বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

আমরা আবূ জাহ্‌লকে, উতবাকে ও শায়বাকেও হত্যা করেছি। তারা উপুড় হয়ে পড়েছিল। আর আমরা সুওয়ায়দকে তারপর উতবাকে আর ধূলি উড়ার মুহূর্তে তুমাহকেও হত্যা করেছি।

মোটকথা বিপদে ফেলে কত সে বড় হোমরা-চোমরাকে আমরা নিহত করেছি, আপন সমাজে যাদের প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর।

আমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলাম গর্জনকারী চিতাবাঘের সামনে, যারা বার বার তাদের কাছে আসছে। তারপর তারা প্রবেশ করবে এমন অগ্নিতে যার গভীরতায় রয়েছে তপ্ত বিপদ। তোমার জীবনের শপথ! বদরের দিন আমাদের সাথে মুকাবিলার সময় না মালিকের অশ্বারোহীরা কোন সাহায্য করল, আর না তার অন্য সাথীরা।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তার এ পংক্তিটি আবূ যায়দ আনসারী (রা) আমাকে শুনিয়েছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

نجى حكيما يوم بدر شده × كنجاء مهرمن بنات الاعوج

"বদরের দিন হাকীমের দৌড় তাকে বাঁচিয়ে নিল যেমন বেঁচেছিল আল-আওয়াজ নামের ঘোড়াটির একটি বাচ্চা।

বদরের দিন যখন দেখতে পেল যে, উপত্যকার কিনারা থেকে খাযরাজ বংশীয় সৈন্যদল দৌড়ে এগিয়ে আসছে, তখন তারা পালিয়ে গেল।

বনূ খাযরাজ শত্রুর মুকাবিলার সময় ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না এবং রাজপথ ছেড়ে অন্য কোন পথ ধরে না। তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক শৌর্য-বীর্যের অধিকারী, যারা নিজেই নিজেদের হিফাযত করতে সক্ষম ; বীর পাহ্লোয়ান—ভীতুদের ধ্বংসকারী।

আর কত যে সরদার, যারা স্বহস্তে প্রচুর দানকারী রক্তপণের দায়িত্বভার বহনকারী তাজের অধিকারী।

মজলিসের সৌন্দর্য, যুদ্ধের সময় বরাবর বীর সেনাদের উপর শুভ্র ধারালো তরবারি দ্বারা আক্রমণকারী।"

ইব্ন হিশাম বলেন : তার বক্তব্য সালজাজ-এর বর্ণনা ইব্ন ইসহাক ব্যতীত অন্যদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) আরও বলেছেন :

فما نخش بحول الله قوما × وان كثروا واجمعت الزحوف

"আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আমরা কোন জাতিকে ভয় করি না। যদিও তারা সংখ্যায় অনেক বেশি হয় এবং দলকে দল একত্রিত হয়ে যায়।

যখন তারা কোন দলকে আমাদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে সমবেত করে, তখন মেহেরবান পরওয়ারদিগার তাদের শক্তির মুকাবিলায় আমাদের জন্য যথেষ্ট।

বদরের দিন আমরা উঁচু উঁচু বর্শা নিয়ে দ্রুত ধেয়ে গেলাম। মৃত্যুর ভয়জনিত কোন দুর্বলতা আমাদের মাঝে ছিল না।

তারপর যখন অনাগ্রহী উটনী অন্তঃসত্তা হয়ে গেল (কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল), তখন তারা শত্রুদের কাছে এমন পরাস্ত হল যে, তাদের মত এমন পরাস্ত হতে তুমি হয়ত কাউকেই দেখনি।

কিন্তু আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম এবং বললাম, আমাদের প্রশংসনীয় কাজ এবং আশ্রয়স্থল হল তরবারি।

আমরা তাদেরকে দূর থেকে দেখে তাদের মুকাবিলা করলাম। অথচ আমাদের দলটি ছিল অতি ক্ষুদ্র। আর তারা ছিল হাজার হাজার।"

হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) বনূ জুমাহ্র নিন্দায় এবং নিহতদের সম্পর্কে বলেন :

جمعت بنوجمح بشقوة جدهم × ان الذليل موكل بذليل

"বনূ জুমাহ তাদের পূর্ব-পুরুষের দুর্ভাগ্যের কারণে ভাগ্যাহত হয়।

নিঃসন্দেহে লাঞ্ছিত ব্যক্তি নিজেকে লাঞ্ছনার হাতেই সঁপে দেয়।

বনূ জুমাহ্ বদরের দিন পরাস্ত হল, তারা একে অপরের সাহায্য ছেড়ে যার যার পথে দ্রুত পালিয়ে গেল।

তারা কুরআনকে অস্বীকার করেছে আর মুহাম্মদ (সা)-কে অবিশ্বাস করেছে আর আল্লাহ্ তো প্রত্যেক রাসূলের দীনকে জয়ী করে থাকেন। মা'বূদ পরাস্ত করলেন আবূ খুযায়মা ও তার ছেলেকে। আর খালিদদ্বয় ও সাঈদ ইব্ন আকীলকে।"

উবায়দা ইব্ন হারিসের কবিতা তাঁর নিজ পা কাটা সম্পর্কে

ইব্ন ইসহাক বলেন : উবায়দা ইব্ন হারিস ইব্ন মুত্তালিব (রা) বদরের যুদ্ধে তাঁর পা কেটে যাওয়া সম্পর্কে বলেন যে, পায়ে ঐ সময় আঘাত লেগেছিল যখন তিনি, হামযা ও আলী (রা) শত্রুর মুকাবিলায় বেরিয়েছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : কোন কোন জ্ঞানীজন এই কবিতাগুলো উবায়দার নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

ستبلغ عنا اهل مكة وقعة × يهب لها من كان ذاك نائيا

"অচিরেই মক্কাবাসীদের কাছে আমাদের সম্পর্কে একটি ঘটনার সংবাদ পৌঁছবে, যা শুনে এ স্থান থেকে যেই দূরে রয়েছে, সেই বিচলিত হয়ে যাবে।

উতবা সম্পর্কে, যখন সে পশ্চাদপসরণ করেছিল, তারপর শায়বাও। আর সে অবস্থা সম্পর্কে (তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছবে) যে অবস্থায় উতবার প্রথম ছেলেটি থাকতে রাযী হয়ে গেল।

যদি তারা আমার পা কেটে দেয় (তবে কিছু আসে যায় না, কেননা) আমি তো মুসলমান, এর পরিবর্তে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অচিরেই এক মহান জীবনের আমি আশাবাদী।

(সে জীবন হবে) চোখের মণির মত হূরদের সাথে, যারা শুধু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী জান্নাতীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়দের জন্য হবে।

আমি তাদের জন্য এমন এক জীবনকে বিক্রয় করে দিয়েছি যার স্বচ্ছতা আমার জানা ছিল এবং আমি তাতে (এতটা) সাধনা করেছি যে, নিকটতমদের হারিয়ে বসেছি।

আর পরম দয়ালু আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে আমাকে ইসলামের পোশাক দান করেছেন যা আমার সকল অন্যায়কে ঢেকে দিয়েছেন।

তাদের সাথে যুদ্ধ করা আমার অপসন্দ লাগেনি। যেদিন আহবায়ক নিজ সমপর্যায়ীদেরকে (মুকাবিলার জন্য) আহবান করেছে।

যখন তারা নবী করীম (সা)-এর কাছে দাবি করল, তখন তিনি আমাদের তিনজন ছাড়া আর কাউকে তলব করেন নি। ফলে আমরা আহবায়কদের কাছে উপস্থিত হলাম।

আমরা বর্শা নিয়ে সিংহের ন্যায় গর্জনের সাথে তাদের সামনে উপস্থিত হলাম। আর যারা নাফরমান ছিল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলাম।

আমরা তিনজন স্থানেই অনড় থেকে তাদেরকে মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলাম।"

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা

(৩)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উবায়দা (রা) যখন পায়ে আঘাত পেয়ে বললেন : শোন হে! আল্লাহ্‌র শপথ! আজ আবূ তালিব থাকলে তিনি ভালোভাবেই জেনে নিতেন যে, এ কথার আমিই অধিক যোগ্য যা তিনি কোন সময় বলেছিলেন :

كذبتم وبيت الله يبزى محمد × ولما نطاعن دونه وتناضل

"বায়তুল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা মিথ্যা বলছ যে, মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া হবে। এখনো তো আমরা তার হিফাযতের জন্য বর্শা ও তীর নিক্ষেপ করিনি। এও মিথ্যা যে, আমরা তাকে (তোমাদের হাতে) সঁপে দেব। যতক্ষণ না আমরা তার চারপাশে পরাস্ত হয়ে নিজ স্ত্রী-কন্যাদের থেকে গাফিল হয়ে যাই।"

পংক্তি দুটো আবূ তালিবের একটি কাসীদার অংশবিশেষ—যা ইতিপূর্বে আমি এ কিতাবে উল্লেখ করেছি।

উবায়দা ইব্‌ন হারিসের জন্য কা'বের শোকগাথা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবায়দা ইব্‌ন হারিস (রা) যখন পায়ে আঘাত পেয়ে বদরের দিন শহীদ হয়ে গেলেন, তখন কা'ব ইব্‌ন মালিক আনসারী তাঁর শোক প্রকাশ করে এ কবিতা বলেন :

اياعين جودى ولاتبخلى بدمعك حقاولاتنزرى

"হে চক্ষু! তুমি অশ্রু বিসর্জন কর, তার জন্য এটাই শোভনীয়। আর কার্পণ্য ও অবহেলা করো না এমন ব্যক্তিত্বের প্রতি, যার মৃত্যু আমাদের দুর্বল করে দিয়েছে। বংশ ও যুদ্ধে কৃতিত্বের ক্ষেত্রে যিনি ছিল অত্যন্ত ভদ্র ও সভ্য।

অগ্রগামী হওয়ার ক্ষেত্রে বীর; ধারালো অস্ত্রবাহী খুবই প্রশংসনীয় যাচাই বাছাই করার পরও উত্তম প্রমাণিত যিনি।

উবায়দার উপর, যিনি এখন এমন হয়ে গিয়েছেন যে, আমাদের উপর সচ্ছলতা বা দুরাবস্থা হলে তার কাছ থেকে কিছুই আশা করতে পারি না।

অথচ যুদ্ধের সকালে তিনি তরবারি নিয়ে সৈন্যদের সাহায্যে ব্যস্ত ছিলেন।"

বদর সম্পর্কে কা'বের কবিতা

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বদর সম্পর্কে এও বলেছেন :

الاهل انى غسان فى نای دارها × واخبر شيئ بالامور عليمها

"শোন হে! বনূ গাস্‌সানের ঘরবাড়ি দূরে হওয়া সত্ত্বেও কি তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে? আর কোন বিষয়ের সংবাদ সেই উত্তমভাবে দিতে পারে, যে তা ভালভাবে জানে। যে বনূ মা'আদ এর অজ্ঞ ও স্থূলকায় উভয় প্রকার লোকেরা শত্রুতাবশত আমাদেরকে তীরের নিশানা বানিয়েছে।

এ জন্য যে, যখন রাসূল আমাদের কাছে আগমন করলেন, আমরা জান্নাতের আশায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। তিনি ছাড়া আর কারও কাছে আশা করি না।

তিনি এমন নবী যে, আপন জাতির মাঝে তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে মর্যাদার অধিকারী। সৎ গুণের অধিকারী যাঁকে তাঁর পূর্ব সূত্র ভদ্র করে দিয়েছে।

তারাও এগিয়ে এল, আমরাও এগিয়ে গেলাম এবং পরস্পরে এভাবে মুখোমুখি হলাম যেন মুকাবিলার জন্য এমন সিংহ যার থাবা থেকে বাঁচার আশা করা যায় না।

আমরা তাদের উপর তরবারির হামলা করি, আমাদের হামলায় লুআঈ বংশীয়রা উপুড় হয়ে জঘন্যভাবে গর্তে গিয়ে পড়ল।

ফলে তারা পশ্চাদপসরণ করল। আর আমরা নয়ন ঝলসানো তরবারি দ্বারা তাদের পিষে দিলাম। আমাদের জন্য তাদের মূল ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের মিত্ররা বরাবর ছিল।"

কা'ব ইব্‌ন মালিক আরও বলেন

لعمرا بيكما يابنى لوى × على زهولديكم وانتخاء

"হে লুআঈ-এর তনয়দ্বয়! তোমাদের পিতার শপথ, তোমাদের আত্মম্ভরিতা ও অহংকার সত্ত্বেও—

বদরে তোমাদের অশ্বারোহীরা তোমাদেরকে কোনই হিফাযত করেনি, আর না মুকাবিলার সময় তারা সেখানে অনড় হতে পেরেছে।

আমরা আল্লাহ্‌র নূর নিয়ে সে স্থানে উপস্থিত হলাম। যিনি দূর করেছিলেন আমাদের থেকে অন্ধকার রাতের অন্ধকার আর পর্দা।

(তিনি ছিলেন) আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আল্লাহ্‌র কোন এক নির্দেশে আমাদের সম্মুখে চলছিলেন। যা ফয়সালার মাধ্যমে সুদৃঢ় করে দেয়া হয়েছিল।

বদরে তোমাদের আরোহীরা না জয়ী হয়েছে, আর না তোমাদের কাছে সুস্থ ফিরে গেছে। কাজেই হে আবূ সুফইয়ান, তাড়াহুড়া করো না, কেদা এলাকা থেকে উত্তম ঘোড়ায় চড়ে আসার অপেক্ষা কর।

সে বাহনের সাথে হবে আল্লাহ্‌র মদদ, তাদের মাঝে হবে রূহুল কুদুস ও মিকাঈল, কতই উত্তম সে দল।"

রাসূলের প্রশংসায় তালিবের কবিতা

তালিব ইব্‌ন আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসায় এবং বদরের যুদ্ধে গুহায় পড়ে থাকা কুরায়শদের শোক প্রকাশে বলেন :

الا ان عينى انفدت دمعها سكبا × تبكى على كعب وما ان ترى كعبا

"শোন হে! আমার চক্ষু বনূ কা'ব-এর জন্য কেঁদে অশ্রু শেষ করে দিয়েছে কিন্তু বনূ কা'বের কোন ব্যক্তি তার দৃষ্টিতে পড়েনি। জেনে রাখ! বনূ কা'ব যুদ্ধসমূহে পরস্পরের সহযোগিতা ছেড়ে দিল। আর তারা গুনাহ করেছে তাই কালের চক্র তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে।

আর বনূ আমির-এর অবস্থা হল ভোরবেলা বিপদ আপতিত হওয়ার কারণে কাঁদতে থাকা। হায়! যদি আমি জানতাম যে, সে দু'গোত্রকে কখনো কি কাছে থেকে দেখতে পাব ?

সে দু'গোত্র আমার ভাই, যাদের সম্পৃক্তি তাদের পিতা ছাড়া অন্য কারও দিকে কস্মিনকালেও করা হয় না। যাদের পড়শীর আসবাব-পত্র ছিনিয়ে নেওয়ার কোন প্রশ্নও উঠানো হয় না।

কাজেই হে আমার ভায়েরা। হে বনূ আব্‌দ শামস ও বনূ নাওফাল! আমি তোমাদের উভয়ের জন্য উৎসর্গ, আমাদের পরস্পরে যুদ্ধ বাঁধিও না।

আর পরস্পর হৃদ্যতা ও একতার পর শিক্ষণীয় ঘটনার পরিস্থিতি করে দিও না যাতে তোমাদের প্রত্যেকেই ধ্বংসের অভিযোগ করতে থাকে।

তোমাদের কি জানা নেই 'দাহিস' যুদ্ধের কথা, আর আবূ ইয়াকসূমের সৈন্যদলের কথা— যখন তারা পাহাড়ের মাঝের পথ জমজমাট করে দিল।

যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হিফায়ত না হত যিনি ছাড়া আর কোন কিছু নেই, তবে তোমাদের পরিস্থিতি এমন হত যে, তোমরা স্ত্রীদের হিফাযত করতে সক্ষম হতে না।

আমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারীদের উত্তম ব্যক্তির হিফাযত ছাড়া কুরায়শের সাথে আর কোন অপরাধ করিনি।

যিনি হলেন সম্ভ্রান্ত, বিপদের ভরসা, প্রশংসা ও গুণের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, না তিনি কৃপণ–ফাসাদী। তাঁর দুয়ারে যাদের ভীড় লেগে থাকে তারা এমন নহরের কাছে এসে ফিরে যায় যার পানি না সামান্য, না শুকিয়ে যায়।

আল্লাহ্‌র শপথ! আমার অন্তর ততক্ষণ চিন্তিত ও বিচলিত থাকবে, যতক্ষণ তোমরা খাযরাজ-এর উপর এক আঘাত না করবে।"

কবি যিরার-এর আবূ জাহ্‌ল সম্পর্কে শোকগাথা

যিরার ইব্‌ন খাত্তাব আল-ফিহরী আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশামের শোক প্রকাশে বলে :

الامن لعين باتت الليل لم تنم × تراقب نجما فى سواد من الظلم

"হে লোকসকল! আছে কি কেউ সেই চক্ষুটির জন্য সে অন্ধকার রাতে তারকা গুণে রাত কাটিয়ে দিয়েছে, ঘুমায়নি।

যেন তাতে কোন খড়কুটো পড়েছে অথচ তাতে সেই জ্বালা ছাড়া—যা অশ্রুকে উপচিয়ে দিচ্ছে—অন্য কোন খড়কুটো নেই।

কুরায়শদের কাছে সংবাদ পৌঁছে দাও, তাদের মজলিসের উত্তম ব্যক্তি এবং যে হাঁটুর উপর ভর করে চলে, বদরের দিন সংকীর্ণ গর্তে আটকা পড়ে গিয়েছে—যে ছিল ভদ্র, সভ্য, চেষ্টা-সাধনাকারী আর না ছিল নির্বোধ, না কৃপণ।

আমি শপথ করছি যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত সরদার আবুল হাকামের পর আর কারো জন্য আমার চক্ষু অশ্রু ঝরাবে না।

ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকটির উপর, যিনি বনূ লু'আঈ ইব্ন গালিবের বীরতম ব্যক্তি ছিলেন, বদরের দিন মৃত্যু তার কাছে এসে গেল আর তিনি সেখান থেকে পৃথক হলেন না।

তুমি তার বাছুরের গলায় বর্শার টুকরা ঐ স্থানে দেখবে যে স্থানে গোশত ভিন্ন হয় আর সে স্থানে একখণ্ড গোশত রয়েছে।

ঝাড়িতে বাত্হা থেকে ভেসে আসা নালার কাছে সিংহের জংগলে এমন কোন সিংহ ছিল না যে—

তার থেকেও অধিক সাহসী যখন উভয় দিক থেকে বর্শা চলতে থাকে আর সেনাপতিদের মাঝে "ময়দানে মুকাবিলার জন্য ময়দানে আসো" ধ্বনি চলতে থাকে।

হে আল-মুগীরা! অস্থির ও বিচলিত হয়ো না আর ধৈর্যধারণ করো আর এ ব্যাপারে কেউ অস্থির হলেও তাকে ভর্ৎসনা করা হবে না।

আর সাধনা করে যাও, কেননা মৃত্যু তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। মৃত্যুর পরও সেই জীবনে তোমাদের জন্য আফসোসের কোন কারণ নেই।

আর আমি বলে দিয়েছি, বিবেকবানদের কাছে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বাতাস তোমাদের জন্যই উত্তম থাকবে আর উচ্চ মর্যাদা তোমাদের জন্যই রয়েছে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কতিপয় কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো জিরারের বলে অস্বীকার করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্ন হিশাম আপন ভাই আবূ জাহ্লের শোকে এই কবিতা বলে :

الايالهف نفسى بعد عمرو × وهل يعنى التلهف من قتيل

"মনে রেখ ! উমরের পর তোমার বেঁচে থাকার উপর আফসোস, কিন্তু মৃত ব্যক্তির উপর আফসোস করায় তার কি উপকারে আসে।

সংবাদদাতা আমাকে সংবাদ দিচ্ছে যে, আমর কওমের সামনে এক বিধ্বংসী গর্তে পড়েছিল।

আমি প্রথমেই এ কথা সত্য মনে করতাম। আর তুমি প্রথম থেকেই ভ্রান্ত মতের অধিকারী ছিলে।

যখন তুমি জীবিত ছিলে আমি নি'য়ামতের মধ্যে ছিলাম আর এখন তো তোমাকে অপদস্থতায় ছেড়ে দেয়া হল।

যখন আমার এ পরিস্থিতি হল যে, আমি তোমাকে দেখছি না, তখন পরিস্থিতি এমন হল যেন আমার মাঝে কোন দৃঢ়তাই নেই। আর বড়ই চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। যদি কোনদিন আমরকে স্মরণ করি, তখন তার স্মরণে আমার চক্ষুদ্বয় ক্লান্ত মনে হয় (তার স্মরণ ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না)।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কোন কোন কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো হারিস ইব্ন হিশামের বলে অস্বীকার করেছেন। আর যে কবিতা রয়েছে তা ইব্ন ইসহাক ছাড়া অন্যদের থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

বদরে নিহতদের সম্পর্কে আবূ বকর ইবন আল-আসওয়াদের বিলাপ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর ইব্ন আল-আসওয়াদ ইব্ন শুউব লায়সী ওরফে শাদ্দাদ ইব্ন আসওয়াদ বলে :

تحى بالسلامة ام بكر × وهل لى بعد قومى سلام

"উম্মু বকর নিরাপদে বেঁচে থাকবে। আর আমার সম্প্রদায়ের (ধ্বংসের) পর আমার কি শান্তি-নিরাপত্তা আছে?"

فما ذابا القليب قليب بدر × من القينات والشرب الكرام

"বদরের গুহার কাছে গায়িকা দাসী এবং কি যে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ছিল।

বদরের গুহার কাছে আবলুস কাঠের পাত্রে কুঁজের গোশত কেমন উঁচু করে পূর্ণ ছিল।

বদরের মযবূত গুহার কাছে রাখাল ছাড়া মুক্ত বিচরণকারী উট ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর কত যে পাল ছিল।

বদরের মযবূত গুহার কাছে কি পরিমাণ অসীম শক্তি আর বড় বড় দান ছিল।

আর সম্ভ্রান্ত আবূ আলীর কত যে সঙ্গী ছিল; যারা উত্তম মদ পানকারী ও বন্ধু ছিল।

তুমি যদি আবূ আকীলকে না'আম নামক এলাকার পাহাড়দ্বয়ের মাঝে অবস্থানকারীদের সাথে দেখতে।

তবে উটের বাচ্চার মায়ের মত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাদের উপর মেতে উঠতে।

আমাদেরকে রাসূল সংবাদ দিচ্ছেন যে, আমাদেরকে অচিরেই পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (আমাদের আশ্চর্য হয়) বিদীর্ণ হাড় আর নিহতদের মস্তক থেকে বের হওয়া পাখির সাক্ষাৎ কিভাবে সম্ভব।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা নাহবী উপরোক্ত কবিতাটি আমাকে এভাবে শুনিয়েছেন :

يخبرنا الرسول لسوف نحى × وكيف لقاء رضداء وهام

"রাসূল আমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, আমাদেরকে অচিরেই পুনরুজ্জীবিত করা হবে (আশ্চর্য) বিদীর্ণ হাড়, নিহত ব্যক্তির মস্তক থেকে নির্গত পাখির জীবন কি করে সম্ভব ?"

তিনি বলেন : সে ইসলাম কবূল করে পুনরায় মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

বদরে নিহতদের সম্পর্ক উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সালতের শোকগাথা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদরের দিন কুরায়শের নিহতদের মৃত্যু শোকে উমাইয়া ইব্‌ন সালত বলে :

الا بكيت على الكرام × بنى الكرام اولى الممادح

"তুমি কেন ক্রন্দন করলে না, সম্ভ্রান্ত সন্তানদের উপর, যারা হল প্রশংসার যোগ্য। যেমন ক্রন্দন করে বনের গাছের ডালার উপর ঝুঁকে থাকা কবুতর।

ভিতরের জ্বালায় সেগুলো অসহায় হয়ে ক্রন্দন করে আর সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তনকারীদের সাথে প্রত্যাবর্তন করে। চীৎকার করে ক্রন্দনকারিণী ও নাওহাকারিণীরাও ওগুলোর মতই।

তাদের উপর যেই ক্রন্দন করে সে দুঃখে ক্রন্দন করে। আর তাদের প্রত্যেক প্রশংসাকারীই সত্য বলে।

বদরের ময়দানে আর টিলার উপর নেতা ও সরদারদের কি যে পরিণতি হয়ে গেল। বারাকাইন এলাকার নিম্নস্থানগুলোতে আর আওয়াশিহ এলাকার টিলাগুলোতে কি যে কাণ্ড ঘটল।

কিশোর ও যুবক সরদার আর রূঢ় মেজাজ বিধ্বংসকারীদের কি পরিণতি যে হল।

তুমি কি তা দেখছ না যা আমি দেখছি ? অথচ তা প্রত্যেক দর্শকের সামনেই সুস্পষ্ট।

মক্কা উপত্যকার কায়াই বদলে গেছে এবং তার পাথরময় নীচু যমীনগুলো ভয়ানক হয়ে গিয়েছে।

দম্ভের সাথে বিচরণকারী সরদারদের কি পরিণতি হল যাদের রং ছিল স্বচ্ছ ও শুভ্র।

যারা ছিল বাদশার দরজার জন্য কীট। প্রশস্ত ভূমি সফর করে বিজয়কারী।

যারা গর্জনের সাথে কথা বলেন, বৃহৎ দেহবিশিষ্ট সফলকাম সরদার ছিলেন।

যারা ছিলেন সুবক্তাকর্মী, সদুপদেশদাতা, রুটির উপর মাছের পেটির মত তৈলাক্ত গোশত রেখে আপ্যায়নকারী।

যারা বড় বড় পাত্রসহ ছোট কুয়ায় ন্যায় পাত্র হাউযের মত পাত্রে প্রত্যাবর্তনকারী ছিলেন। সে পাত্রগুলো যাচকদের জন্য শূন্য ছিল না আর না শুধু ছড়ানো ছিল (বরং প্রশস্ত ও গভীর ছিল)।

এসব ছিল অতিথিদের জন্য আর অতিথিও এমন যারা একের পর এক আগমন করেছেন তাদের বিছানাপত্রও দীর্ঘ ও চওড়া।

যারা শত শত গাভীন উটওয়ালাকে শত শত থেকে শত শত এইভাবে দান করে দেন।

যেমন, বালাদিহ্ স্থান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী অনেকগুলো উটকে হাঁকানো হয়।

তাদের সম্ভ্রান্তদের অন্য সম্ভ্রান্তদের উপর এমন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে ঝুঁকে যাওয়া পাল্লার ওজনের।

যেমন পাল্লায় বদান্য হাতের দ্বারা ওজন অনেক ভারী হয়ে যায়।

একটি দল তাদের সাহায্য ছেড়ে দিল ? অথচ তারা লুক্কায়িত লাঞ্ছনা থেকে হিফাযত করছিল।

যারা হিন্দী তরবারি দ্বারা অগ্রগামী সৈন্যদলের উপর আক্রমণ করছিল। তাদের চীৎকারগুলো আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তাদের কেউ তো পানি চাইছিল, কেউ চীৎকার করছিল।

আল্লাহ্ই হল রক্ষক বনূ আলীর, যাদের মাঝে কুমারীও ছিল এবং বিবাহিতও ছিল।

যদি তারা এমন কোন বিচ্ছিন্ন আক্রমণ করেনি যা ঘেউ ঘেউকারীকে গর্তে লুকাতে বাধ্য না করে দেয়।

(এমন আক্রমণ) যা ভদ্র ও দূর-দূরান্তে সফরকারিণী এবং মস্তক উত্তোলনকারিণী ঘোটকীর মুকাবিলায় মস্তক উত্তোলনকারীদের দ্বারা হয়। লোম ছাটা ঘোড়ার পৃষ্ঠে ... ... গোঁফ-দাড়িহীন তরুণদের মাধ্যমে যারা কুকুরের মত রুষ্ট হিংস্র সিংহের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সমপর্যায়ের লোকেরা পরস্পরে এভাবে মুখোমুখি হয় যেমন একজন করমর্দনকারী অন্য করমর্দনকারীর দিকে এগিয়ে যায়।

যারা সংখ্যায় এক হাজার তার উপর আরও এক হাজার, যারা ছিল লৌহবর্ম পরিহিত বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : উমাইয়া ইব্ন আবূ সালত যামআ' ইব্ন আসওয়াদ আর বনূ আসাদের নিহতদের মৃত্যু শোকে কেঁদে এই কবিতা বলে :

عين بكي بالمسبلات ابا الحارث لاتذخر على زمعه

"হে চক্ষু, প্রবাহিত অশ্রু দ্বারা আবুল হারিসের উপর ক্রন্দন কর। (একটু অশ্রুও) বাঁচিয়ে রেখ না। আর যাম'আর জন্যও।

আরও ক্রন্দন কর আকীল ইব্ন আসওয়াদের উপর যে লহর ও ধূলি ধূসরিত দিনে যুদ্ধের ময়দানের সিংহ ছিল।

সে ছিল আসাদ বংশীয়, জাওযার ভাই, সে খেয়ানতকারী, ধোঁকাবাজ ছিল না।

এরা ছিল বনূ কা'বের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবার। আর তাঁর ছিল কুজ ও উচ্চস্থানের শীর্ষের মত।

এরা লালিত-পালিত হয়েছে মাথায় চুলওয়ালাদের মাঝে। আর তারা তাদের সম্মানে আরও সম্মান বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

তাদের চাচাত ভাইদের পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে, যখন যুদ্ধ হত তখন তাদের কলিজা ব্যথিত হয়ে যেত।

তারা (লোকদেরকে) এমন সময় আহার দান করত যখন বৃষ্টির দুর্ভিক্ষ হত আর (আকাশের পরিস্থিতি এমন) বিকৃত হয়—যে, তুমি তাতে একখণ্ড মেঘও দেখবে না"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই কবিতাগুলো কার, তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু আবূ মিহরায খালফ আহমারসহ অনেকে আমাকে এই কবিতা শুনিয়েছেন। কেউ শুনিয়েছেন, কেউ শুনান নি (এর মধ্যে কিছু কবিতা কোন এক বর্ণনার, আর কিছু কবিতা অন্য বর্ণনার)।

"হে চক্ষু, প্রবাহিত অশ্রু দ্বারা আবূ হারিসের উপর ক্রন্দন কর (একটু অশ্রুও) বাঁচিয়ে রেখোনা।

আর যামআর জন্যও।

আরও ক্রন্দন করো আকীল ইব্‌ন আসওয়াদের উপর যে লহর ও ধূলি-ধূসরিত দিনে যুদ্ধের ময়দানের সিংহ ছিল।

সুতরাং এদের মত এ ধ্বংসলীলার কারণে যদি জাওযা বরবাদ হয়ে যায় (তবে তা সংগতই বটে) যারা না ছিল খেয়ানতকারী, না ধোঁকাবাজ।

এরা বনূ কা'বের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবার। আর তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যিনি ছিলেন কোন উঁচুস্থানের শীর্ষভাগের মত।

মাথার কেশবিশিষ্ট পরিবারে তারা লালিত পালিত হয়েছেন। তারা তাদের স'ম্মানে আরও সম্মান বৃদ্ধি করেছে। তাদের চাচাত ভাই-এর পরিস্থিতি হল, যখন তাদের উপর কোন যুদ্ধ এসে পড়ে, তাদের কলিজা ব্যথিত হয়ে যায়।

তারা (লোকদেরকে) এমন সময় আহার দান করেন যখন বৃষ্টির দুর্ভিক্ষ হয়। (আকাশের পরিস্থিতি এমন) বিকৃত হয় যে, তুমি তাতে একখণ্ড মেঘ দেখতে পাবে না।"

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা
(৪)

আবূ উসামার কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ মাখযূমের মিত্র আবূ উসামা মু'আবিয়া ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুবায়'আহ ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন জাশ্‌ম ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন হিশামের বর্ণনামতে সে মুশরিক ছিল এবং হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহবের কাছ থেকে অতিক্রম করল, যখন তারা বদরের দিন পরাজিত হচ্ছিল হুবায়রা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন

মু'আবিয়া উঠে লৌহবর্ম ফেলে দিল। ... ... তাকে উঠিয়ে চলে গেল। ইব্‌ন হিশাম বলেন : বদরের সাহাবীগণের সম্পর্কে এই কবিতাগুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

ولـمـا ان رأيت القوم خفوا × وقد زالت نعامتهم لنفر

"যখন আমি দেখলাম এরা হালকা হয়ে গিয়েছে এবং পলায়ন করতে করতে তাদের পায়ের পাতা উঠে গিয়েছে।

আর কওমের সরদারকে চিতপাত করে এমনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের উত্তম ব্যক্তিবর্গ দেবদেবীর নামে বলী দেয়া জন্তুর মত পড়ে রয়েছে।

আর নিকটতমরা মৃত্যুর সাথে আপস করে নিয়েছে—আর বদরের দিন মৃত্যু আমাদের বিপক্ষ হয়ে গেল। আমরা পথ থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম, তারা আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল, তাদের সংখ্যাধিক্য সমুদ্রের সয়লাবের মত ছিল।

বক্তারা বলল, ইব্‌ন কায়স কে ? তখন আমি বিনা গর্বে বললাম, আবূ উসামা।

(আমি বললাম যে) আমি জুশামী, আমি আমার বংশ পরিচয় পূর্ণ চেষ্টায় বলতে লাগলাম যাতে তারা আমাকে চিনে নেয়।

যদি তুমি কুরায়শের উচ্চ বংশের হয়ে থাক তবে আমি মু'আবিয়া ইব্‌ন বকর বংশীয়।

মালিককে এই বার্তা পৌঁছে দাও যে, শত্রু যখন আমাদের উপর ছেয়ে গেল, তখন হে মালিক! তোমাকে সংবাদ পৌঁছানো হয়নি (যে, আমাদের পরিণতি কি হয়ে গিয়েছিল)।

তুমি তার কাছে পৌঁছলে আমাদের পক্ষ থেকে তাকে সংবাদ পৌঁছে দিও, তার নাম হল হুবায়রা আর সে ইল্‌ম ও সম্মানের অধিকারী।

সে যখন আমাকে উফায়দ নামক লোকটির কাছে আহবান করল, তখন আমি আক্রমণ করে বসলাম—আর আক্রমণ করতে আমার বুকে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করলাম না। সন্ধ্যাবেলা, যখন কোন অসহায় আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর আক্রমণ করা হয় না, আর না তাদের মাঝে কোন নি'য়ামতওয়ালার উপর, আর না শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দের উপর।

কাজেই হে বনূ লাবী (বনূ লুআঈ)! নিজ ভাইয়ের খবর নাও। আর হে উম্মু আমর! মালিকের খবর নাও।

আমি যদি না হতাম তবে কাল দাগবিশিষ্ট পা-ওয়ালী বাচ্চার মা (তার গোশত খাওয়ার জন্য) তার উপর এসে দাঁড়িয়ে যেত।

যে স্বহস্তে কবরের মাটি সরিয়ে দেয় আর তার চেহারায় যেন পাতিলের দাগ (কালি) লেগে রয়েছে।

সুতরাং আমি সেই মহান সত্তার কসম খাচ্ছি যিনি আমাকে লালন-পালন করে আসছেন এবং ঐসব দেবদেবীর কসম খাচ্ছি যেগুলো জামরার কাছে (বলী দেওয়া জন্তুর) রক্তে রঞ্জিত।

অচিরেই যখন (পোশাক পরিবর্তন বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের কারণে লোকদের) চামড়া চিতাবাঘের ন্যায় হয়ে যাবে, তখন তুমি দেখতে পাবে আমার ভদ্র ব্যবহার কেমন।

'তারজ' এলাকার জঙ্গলের কোন সাহসী সিংহ শক্ত ঘন জঙ্গলে সন্তান রাখার নয়।

সে কুলাফ (এলাকার) জঙ্গলের এতটুকু সংরক্ষণ করেছে যে, কেউ তালাশ করে তার কাছেও যেতে পারবে না।

বালুকাময় পথে এমন লোকও অপারগ হয়ে যায় যারা অঙ্গীকার ও কসমের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করা স্বীকার করে নিয়েছে। যারা যে কোন হুমকি সত্ত্বেও আক্রমণ করে।

যে আমার থেকেও অনেক দ্রুত আক্রমণকারী, যখন আমি উত্তেজিত উট নিয়ে তার কাছে পৌঁছলাম। বর্ষার ন্যায় তীর দ্বারা—যার অগ্রভাগ যেন অগ্নিশিখা।

কাল পিঠবিশিষ্ট ঢেকে ফেলে এমন ঢাল দ্বারা, যা বলদের চামড়া নির্মিত আর হলুদ রংয়ে রঞ্জিত (যখন তার উপর তীর পড়ে) আর অত্যন্ত মযবূত ছিল।

শুভ্র কূপের পানির ন্যায় তরবারি দ্বারা যার উপর 'ওমায়ের' শান দেওয়ার যন্ত্র দ্বারা অর্ধমাস তাতে মেহনত করেছিল।

এই তরবারিকে বহন করে আমি এমন দম্ভের সাথে বিচরণ করছিলাম যেমন বড় একটি সিংহ নিজ জঙ্গলে বিচরণ করছে।

আমাকে যুবক সা'দ বলছিল যে, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। তখন আমি বললাম, সম্ভবত এটা বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা।

আর আমি বললাম, হে আবূ আদী! তাদের প্রাচীরের কাছে যেয়ো না। আজ যদি তুমি আমার কথা মেনে নাও, তবে তো ভাল, অন্যথায়—

তাদের ব্যবহার অনেকটা যেন 'ফারওয়াহ'র মত (তোমার সাথেও তাই ঘটবে)। সে যখন তাদের কাছে এলো, পাকানো রশি দ্বারা তার কাঁধ বেঁধে দেয়া হল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ মিহরাজ খালাফ আমাকে এ কবিতাটি এভাবে শুনিয়েছেন :

نصد عن الطريق وادركونا × كان سراعهم تيار بحر

"আমরা পথ থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম আর তারা আমাদেরকে পেয়ে বসল, তাদের এমন দ্রুতগতি ছিল যেন সমুদ্রের বড় তরঙ্গ।"

আর তার বক্তব্য ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্য কারো থেকে বর্ণিত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ উসামা এও বলেছে :

الا من مبلغ عنى رسولا × مغلغله يثبتها لطيف

"কেউ আছে কি—যে আমার পথ থেকে এক হৈ চৈ সৃষ্টিকারী পয়গাম পৌঁছে দেবে যার সত্যাসত্য নির্ণয় করবে বিচক্ষণ কোন ব্যক্তি।

বদরের দিন আমার মুকাবিলার খবর কি তুমি পাওনি ? অথচ তোমার উভয় দিকে (এমন) হাত (যাতে তরবারি) ঝলমল করছিল।

অথচ কওমের সরদার এমনভাবে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল যে, তার মস্তকটি যেন ভাঙ্গা হাঞ্জল ফল।

অথচ কওমের বিরোধিতার কারণে বদর উপত্যকায় তোমার উপর বিভিন্ন বিপদ এসে পড়েছিল।

সেই বিপদগুলো থেকে আমার দৃঢ়তা, সুদৃঢ় তদবীর আর আল্লাহ্‌র সাহায্য তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে।

আর 'আবওয়া' নামক জায়গায় আমার একা ফিরে আসায় তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। যখন তোমার কাছে শত্রুদল দাঁড়িয়েছিল।

আর যে তোমার ইচ্ছা করেছিল (তোমার উপর আক্রমণ করতে চেয়েছিল) তুমি তার মুকাবিলায় অপারগ আর 'কুরাশ' এলাকায় আহত, রক্তঝরা অবস্থায় পড়েছিলে।

আর আমার কোন কঠিন মুহূর্তে আমার কোন অসহায় বন্ধু যদি থাকত।

আর এমন সময় কোন ভাই না মিত্র নিজ আওয়ায আমাকে শুনতে দিত, যদিও আমার জীবন আমার কাছে অনেক প্রিয়।

কিন্তু আমি (তার ডাকে) সাড়া দিতাম, (তার) কঠিন পরিস্থিতির সুরাহা করতাম, আর (নিজেকে তাতে) সঁপে দিতাম। যখন (অন্যদের) ঠোঁট আর নাক সংকুচিত হয়ে যেত।

আর আমি কোন বিপক্ষকে এমন করে দিয়েছি যে, সে নিজ হাতের সাহায্যে খুব কষ্টে উঠত। (তার অবস্থা এমন হয়ে এগিয়েছিল) যেন একটি ভগ্ন ডালা।

যখন লোকেরা পরস্পরে মিলে গেল, তখন আমি (বর্শা দ্বারা) কঠিন হামলা করে তার নিকটে গেলাম যে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত করত যে, ফিনকি মেরে তার রগ থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।

এই ছিল বদরের দিন আমার কৃতিত্ব, আর তার পূর্বে ছিলাম সবার সাথে অমায়িক এবং অপমানজনক কাজ থেকে বিরত।

দুর্দিনে আমি তোমাদের সাহায্যকারী যেমন তোমরা জানতে, আর আমার (আপাদ মস্তক) যুদ্ধে লিপ্ত, আওয়ায সর্বদা থাকে।

আর তোমাদের জন্য রাতের অন্ধকারে লোকের ভীড়ে অগ্রগামী হতে ভীতু নই।

কঠিন শীতে আমি (পানিতে) ডুব দেই। যখন কুকুরকে বৃষ্টিজনিত শীত আশ্রয় নিতে বাধ্য করে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আবূ উসামার লাম-অন্ত একটি কাসীদা আমি ছেড়ে দিয়েছি, যাতে প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি ছাড়া কোথাও বদরের উল্লেখ নেই।

হিন্দ বিন্‌ত উতবার কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিন্দ বিন্‌ত 'উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ বদরের দিন তার পিতার মৃত্যুতে এই শোকগাথা আবৃত্তি করে :

اعينى جودا بدمع سرب × على خير خندف لم ينقلب

"হে আমার চক্ষুদ্বয়! প্রবাহিত অশ্রু দ্বারা বনূ খিনদিফের উত্তম ব্যক্তির উপর উদার হও, যে ফিরে আসেনি।

তার দলকে বনূ হাশিম আর বনূ আবদুল মুত্তালিব সকালবেলা এজন্য ডেকেছে—

যে, তাকে তরবারির ধারের স্বাদ আস্বাদন করাবে এবং তার ধ্বংস হওয়ার পর, পুনরায় তাকে তার এক চুমুক পান করাবে।

তারা তাকে এইভাবে টেনে নিচ্ছিল যে, তার চেহারায় ছিল মাটির ধূলা এবং সে ছিল বিবস্ত্র; এবং তার সবকিছু ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল।

অথচ সে ছিল আমাদের জন্য মযবূত পাহাড় (আশ্রয়স্থল), সুদর্শন এবং পরম উপকারী। কিন্তু বুরাই নামের ব্যক্তিটির কি অবস্থা ছিল—সেটা আমার জানার ব্যাপার নয়। সে তো এই পরিমাণ কল্যাণ হাসিল করেছিল যা তার প্রতিদানের জন্য যথেষ্ট ছিল।"

হিন্দ এই কবিতাও বলে :

يريب علينا دهرنا فيسوء ناوبابى فما ناتي بشئ نغالبه

"আমাদের কাল আমাদের জন্য অশুভ পরিণতি নিয়ে এলে তা আমাদের কাছে খারাপ মনে হয়।

আর সে আমাদের এছাড়া অন্য অবস্থায় রাখতে চায় না; এমতাবস্থায় আমরা কি এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারি না, যাতে আমরা তার উপর জয়ী হতে পারি?

লুআঈ ইব্‌ন গালিবের এমন ব্যক্তিটির নিহত হওয়ার পরও কি কেউ নিজের বা নিজের কোন আপনজনের মৃত্যুতে ভীত হবে?

শোন! একদিন এমনও হয়েছে যে, আমার কাছ থেকে এমন এক দানশীল ব্যক্তিকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার দয়া-দাক্ষিণ্য দিবারাত্রি অব্যাহত ছিল।

হে আবূ সুফইয়ান! আমার পক্ষ থেকে মালিককে এই বার্তা পৌঁছে দাও। আর তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমিও অচিরেই তার কাছে অভিযোগ করব।

কেননা হারব এমন ব্যক্তি ছিল, যে যুদ্ধকে উদ্দীপ্ত করত। আর ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক লোকেরই কোন না কোন অভিভাবক রয়েছে, সে তার কাছেই নিজ দাবি পেশ করে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো হিন্দের রচিত বলে অস্বীকার করেছেন।

হিন্দের দ্বিতীয় শোকগাথা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিন্দ আরও বলে :

لله عينا من راى × هلكاكهلك رجاليه

"যে ব্যক্তির চোখ এমন ধ্বংস দেখেছে, যেমন ধ্বংস আমার লোকদের হয়েছে, আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

হে অনেক ক্রন্দনকারী পুরুষ ও ক্রন্দনকারিণী মহিলা! যারা আগামীকাল বিপদে পড়ে আমার জন্যও কাঁদবে, (তোমরা শোন) :

সেই চীৎকারের দিন সকালে এই কূপ (ভর্তি হওয়ার) দিন কতজন যে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

যারা দুর্ভিক্ষের সময় বর্ষণমুখর মেঘ ছিল, যখন তারকারাশি নিষ্প্রভ হয়ে ডুবে যাচ্ছিল।

যে ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করছি, আমি এর-ই আশংকা করছিলাম। আমার আশংকা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

যে ঘটনা আমি দেখছি, আমি এর-ই আশংকা করছিলাম। আজ তো আমি পাগল হয়ে গেছি।

হে মহিলারা শোন! তোমরাই তো আগামীকাল বলবে : আফসোস মু'আবিয়ার মায়ের জন্য।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কতক কবিতা বিষেশজ্ঞ এই কবিতাগুলো হিন্দ বিনত 'উতবার রচিত বলে স্বীকার করেননি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হিন্দ বিনত 'উতবা এ কবিতাও বলেছে :

يا عين بكى عتبه × شيخا شديد الرقبه

"হে চোখ, 'উতবার জন্য কাঁদো। যিনি ছিলেন সুদৃঢ় ঘাড়বিশিষ্ট বৃদ্ধ।

যিনি ক্ষুধার (দুর্ভিক্ষের) সময় লোকদের আহার করাতেন, আর পরাজিত হওয়ার মুহূর্তে মুকাবিলা করতেন।

তার জন্য আমার দুঃখ এবং ক্ষোভ, সীমাহীন অনুতাপ, আর আমি জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছি। আমরা অবশ্যই মদীনার উপর এক দুর্বার আক্রমণ চালাব, যাতে থাকবে লম্বা লম্বা গৃহপালিত ঘোড়ার দল।"

সুফিয়্যা বিন্ত মুসাফিরের শোকগাথা

সুফিয়্যা বিন্ত মুসাফির ইব্ন আবূ আমর ইব্ন উমাইয়া ইব্ন শাম্দ ইব্ন আব্দ মানাফ কূপে ফেলে দেওয়া ঐসব কুরায়শের মৃত্যুতে এই কবিতা বলে, যাদের উপর বদরের দিন মুসীবত নাযিল হয়েছিল :

يا من لعين قذا ها عائر الرمد × حد النهار وقرن الشمس لم يقد

"সেই চোখের ফরিয়াদ শোনার কি কেউ আছে, যার খড়কুটা, দিনের শেষভাগেও চোখের যখম হয়ে দাঁড়িয়েছে; আর তা সূর্যের সামান্য আলোও সহ্য করতে পারেনি।

আমি সংবাদ পেয়েছি যে, মৃত্যু সম্ভ্রান্ত সরদারদের বিশেষ সময়ে একত্র করেছে।

আরোহীরা তাদের লোকদের নিয়ে ভেগে গেল, আর সেদিন সকালে কোন মা তার বাচ্চার দিকে ফিরেও তাকায়নি।

হে সুফিয়্যা, উঠ! তাদের আত্মীয়তার কথা ভুলে যেও না। যদি তুমি কাঁদ, তাহলে দূর থেকে কেঁদো না।

তারা ছিল ঘরের ছাদের খুঁটি স্বরূপ, তা ভেঙ্গে গেলে তার উপরের অংশ খুঁটিশূন্য হয়ে গেল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'তারা ছিল ঘরের ছাদের খুঁটি'—যে কবিতায় রয়েছে, তা আমি কতক কবিতা বিশেষজ্ঞের কাছে পেয়েছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুফিয়্যা বিন্‌ত মুসাফির আরো বলেছে :

الا يا من لعين للتبكى دمعها فان

"এমন চক্ষু যার অশ্রু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, তার ফরিয়াদ শোনার কেউ আছে কি ?

যে চক্ষুর অবস্থা এমন, যেমন কূপ থেকে হাউযে পানি বাহকের দু'টি বালতি, যা বাগান এবং হাউযের মাঝে পানি সরবরাহ করছে। নখর ও দাঁতবিশিষ্ট জঙ্গলের সিংহকে তুমি কি মনে করেছ ? সে দু'টি অল্প বয়সী সিংহের বাপ, আক্রমণে পারদর্শী, কঠিন পাকড়াওকারী, অভুক্ত।

সে সিংহ আমার বন্ধুর মত, তার ফিরে আসায় মানুষের চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

যার হাতে রয়েছে ইস্পাতের তৈরি শুভ্র-শাণিত তরবারি। (হে আমার বন্ধু!) তুমি বর্শা দিয়ে মারাত্মক যখম করে দাও, যা থেকে তপ্ত শোণিত প্রবাহিত হয়।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন বর্ণনায় আছে, শেষোক্ত পাঁচটি পংক্তি প্রথম দুটি পংক্তি থেকে আলাদা।

হিন্দ বিন্‌ত উসাসার শোকগাথা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিন্দ বিন্‌ত উসাসা ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন মুত্তালিব, 'উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিবের মৃত্যুতে নিম্নোক্ত শোকগাথা আবৃত্তি করে :

لقد ضمن الصفراء مجد او سوددا × وحلما اصيلا وافر اللب ولعقل

"সফ্‌রা এলাকাটি বুযুর্গী নেতৃত্ব, উত্তম সহনশীলতা, বিবেক-বুদ্ধির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নিজের মধ্যে রেখেছে।

(সে) উবায়দাকে (নিজের মাঝে রেখেছে), সুতরাং মুসাফির মেহমান এবং সেইসব বিধবার জন্য, যারা (তার কাছে) বিপদে এসে থাকত; তুমি তার উপর ক্রন্দন কর; যিনি ছিলেন গাছের একটি ডালার ন্যায়।

আর তুমি তার উপর ক্রন্দন কর সেসব লোকের জন্য, যারা প্রত্যেক শীতের মৌসুমে দুর্ভিক্ষের কারণে আকাশের কিনারা লাল হয়ে যাওয়ার সময় তার কাছে আসত।

আর তুমি ইয়াতীমদের জন্য ক্রন্দন কর, যখন ঝড়-ঝঞ্ঝা আসত, তখন এরা তার কাছেই আশ্রয় নিত। আর ডেগের নীচে আগুন জ্বালানোর জন্য ক্রন্দন কর, যা দীর্ঘদিন ধরে টগবগ করে ফুটত।

যদি আগুন নিভে যেত, তবে তিনি সে আগুনকে মোটা মোটা কাঠের দ্বারা জ্বালিয়ে দিতেন।

(উপরোক্ত আসবাবপত্র) রাতে আগমনকারী বা আপ্যায়নের প্রত্যাশী বা পথ হারিয়ে যাওয়া লোকের জন্য হত, যারা ধীরে ধীরে কুকুরের আওয়ায শুনে তার কাছে গিয়ে হাযির হত।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কবিতা বিশেষজ্ঞ এ কবিতাগুলো হিন্দের রচিত বলে স্বীকৃতি দেননি।

কুতায়লা বিন্‌ত হারিসের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নাযর ইব্‌ন হারিস-এর বোন কুতায়লা বিনত হারিস তার মৃত্যুতে বিলাপ করে বলে :

يار اكيا ان الاثيل مظنة × من صبح خامسة وانت موفق

"হে আরোহী! উসায়ল নামক এলাকা সম্পর্কে পাঁচদিন থেকে আমার মধ্যে একটি খারাপ ধারণা ছিল। আর তুমি যথাসময়ে এসেছ (অর্থাৎ যখন তোমার প্রয়োজন ছিল, তুমি তখন অর্থাৎ একেবারেই এসে পৌঁছেছ)।

উসায়ল নামক স্থানের মৃত ব্যক্তিকে আমার দু'আ পৌছে দেবে, একজন মৃতকে—যতক্ষণ পর্যন্ত উন্নত শ্রেণীর উটগুলো সেখান থেকে দ্রুত যাতায়াত করতে থাকে।

আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য দু'আ সব সময় থাকুক, আর এমন অশ্রু পৌঁছুক যা অব্যাহত অকৃপণভাবে প্রবাহিত; আর যা কমে আসছে।

আমি ডাকলে নাযর কি আমার ডাক শুনবে, যে মৃতব্যক্তি কথা বলতে পারে না, সে কি করে শুনবে?

হে মুহাম্মদ (সা)! হে নিজ জাতির সম্ভ্রান্ত মহিলার উত্তম সন্তান! ভদ্ররা তো বংশের কারণেই ভদ্র হয়ে থাকে।

আপনার কি ক্ষতি হত যদি আপনি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিতেন, এমনও তো দেখা গেছে যে, একজন বিদ্বেষী এবং ক্রোধান্বিত যুবক ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছে।

অথবা আপনি মুক্তিপণ গ্রহণ করতেন; এমতাবস্থায় যদিও তা আদায় করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হত, তবুও আমরা তা আদায় করতাম।

কেননা আপনি যাদের বন্দী করেছিলেন, তাদের মধ্যে নাযর তো আপনার নিকটাত্মীয় ছিল, যদি কাউকে মুক্তি দেওয়া হত, তবে সে ছিল মুক্তি পাওয়ার অধিক হকদার।

তার ভাইদের তরবারি তাকে টুকরা টুকরা করছিল; আল্লাহ্‌র জন্য এখানে রক্তের সম্পর্কের লোকেরা টুকরা টুকরা হচ্ছে।

তাকে মৃত্যুর দিকে এমনভাবে টেনে নেওয়া হচ্ছিল যে, তার হাত-পা ছিল বাঁধা, সে ছিল ক্লান্ত, শ্রান্ত। বেড়ী পরা, শিকলে বাঁধা পা সে কষ্টের সাথে উঠাচ্ছিল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ বলেন যে, রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যখন এ কবিতার সংবাদ পৌছল, তখন তিনি বললেন : তার হত্যার আগে যদি আমার কাছে لو بلغني এ কবিতা পৌঁছত, তবে অবশ্যই আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করতাম।

বদর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার তারিখ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধ থেকে রমযানের শেষে অথবা শাওয়ালের প্রথমে নিষ্ক্রান্ত হন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উ) ২০০৭-২০০৮/অঃসঃ ৪৩৪৪—৩,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাতুন্ নবী (সা.)

তৃতীয় খণ্ড

ইবন হিশাম (র.)

السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ

সীরাতুন নবী (সা)

তৃতীয় খণ্ড

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআফিরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

সীরাতুন নবী (সা) তৃতীয় খণ্ড
সীরাতুন নবী (সা) প্রকল্প
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৮৮
গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ইফাবা প্রকাশনা : ১৭৭৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0167-9

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৯৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী ২০০৮
ফাল্গুন ১৪১৪
সফর ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন ঃ মুহাম্মদ আবদুস সামাদ আযাদ

প্রচ্ছদ : সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ১৪০.০০ (একশত চল্লিশ) টাকা

SIRATUNNABEE (3rd Volome) [The life of Hazrat Muhammad (Sm)] : written by Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham Muafiree in Arabic, translated into Bangla under the Supervision of the editorial board and published by Muhammad Shamsul Haqu, Director, Translation and compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394.

February 2008

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 140.00 ; US Dollar : 5.50

মহাপরিচালকের কথা

রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের নিশ্চয়তা। তিনি দীন ইসলামের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর পবিত্র জীবন কুরআন পাকেরই বাস্তব রূপ। ইসলামী জীবন গঠনের জন্য তাই তাঁর সীরাত সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য। এ গুরুত্ব অনুধাবন থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও সংকলিত হয়েছে অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ।

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআফিরী (র) (মৃত্যু ২১৮ হি.) সীরাত শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। তাঁর সংকলিত 'সীরাতুন নববিয়্যাহ' সংক্ষেপে 'সীরাতে ইব্‌ন হিশাম' সুপ্রাচীন, মৌলিক, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষীদের সামনে এ অমূল্য গ্রন্থের তরজমা পেশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

সীরাতে ইব্‌ন হিশাম মূলত আল্লামা ইব্‌ন ইসহাকের সর্বাধিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'সীরাত ইব্‌ন ইসহাক'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আল্লামা ইব্‌ন ইসহাক এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন আব্বাসী খলীফা মামুনের শাসনামলে। এতে রয়েছে হযরত আদম (আ) থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা। এর মধ্যে থেকে ইব্‌ন হিশাম তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে হযরত হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত ঘটনাবলী।

চারখণ্ডে সমাপ্ত এ-সীরাত গ্রন্থখানি ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। সংশোধিত ও পুনঃসম্পাদনাকৃত এ সংস্করণটিও সুধী পাঠকমহলের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমরা এ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলী, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মিগণকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ এ মহতী কাজে আমাদের সবার খিদমত কবূল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীনের প্রতি। নবী করীম (সা)-এর কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই নয়, অমুসলিম লেখক ও গবেষকদের মধ্যেও অনেকেই নবীজীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়ার বুকে যতদিন মানব সন্তানের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সীরাত চর্চাও অব্যাহত থাকবে।

সীরাত গ্রন্থের মধ্যে ইব্‌ন হিশাম রচিত 'সীরাতুন নবী' একটি বুনিয়াদী গ্রন্থ। সর্বজন সমাদৃত এ গ্রন্থকে অনুসরণ করেই পরববর্তীকালে সীরাত গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকটি অনূদিত হলেও ১৪১৫ হি. উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে বাংলা ভাষায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

চার খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতের এ প্রাচীনতম গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ ব্যাপক পাঠক চাহিদার দরুন অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এক্ষণে সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে এ খণ্ডটি পুনঃ সম্পাদনা করা হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব মুহাম্মদ আবদুস সামাদ আযাদ। আশা করি প্রথম সংস্করণের মত সীরাতুন নবী (সা)-এর দ্বিতীয় সংস্করণটিও সুধী পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

এ সংস্করণেও পুস্তকটি নির্ভুল করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞ পাঠকের চোখে যদি এতে কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, মেহেরবানী করে আমাদের অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব!

পুস্তকটির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক আমাদের এ শ্রমকে ইবাদত হিসাবে কবূল করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার — সভাপতি
২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী — সদস্য
৩. অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক — সদস্য
৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক — সদস্য
৫. জনাব মুহাম্মদ লুতফল হক — সদস্য সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা আকরাম ফারূক
২. মাওলানা সাঈদ মেসবাহ
৩. মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
৪. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদনায়

মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
কুদর নামক স্থানে বনূ সুলায়মের সাথে যুদ্ধ	২১
সাবীক যুদ্ধ	২১
আবূ সুফিয়ানের কবিতা	২২
যী-আমরের যুদ্ধ	২৩
বাহরানের ফারআ যুদ্ধ	২৩
বনূ কায়নুকার ঘটনা	২৩
ইয়াহূদী ও নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্কে	২৫
যায়দ ইব্‌ন হারিসার বাহিনী	২৬
কা'ব ইব্‌ন আশরাফের নিহত হওয়ার ঘটনা	২৭
হাস্‌সনা ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা	২৯
মায়মূনা বিন্‌ত আবদুল্লাহ্‌র কবিতা	৩০
কা'ব ইব্‌ন আশরাফের কবিতা	৩০
মুসলমানদের অন্তরে কষ্ট দেওয়ার জন্য কা'ব ইব্‌ন আশরাফের ভূমিকা	৩১
আনসারদের অভিসন্ধি	৩২
কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা	৩৪
মুহায়্যসা ও হুয়াইসার ঘটনা	৩৫
মুহায়্যসা (রা)-এর কবিতা	৩৬
বনূ কুরায়যার ঘটনা	৩৬
হুয়াইসার ইসলাম গ্রহণ	৩৬
উহুদ যুদ্ধ	৩৮
কুরায়শদের বিরোধিতা	৩৮
কুরায়শদের সংঘবদ্ধ হওয়া প্রসংগে	৩৮
আবূ উয্‌যা প্রসংগে	৩৯
আবূ উয্‌যার অংগীকার ভংগ প্রসংগে	৩৯
মুসাফি' ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ প্রসংগে	৩৯
ওয়াহশী প্রসংগে	৪০
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর স্বপ্ন এবং সাহাবীদের সংগে তার পরামর্শ	৪১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
মুনাফিকদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া	৪২
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উহুদে শিবির স্থাপন	৪৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তরুণ যুবকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি	৪৪
আবূ দুজানা এবং তাঁর বীরত্ব প্রসংগে	৪৫
আবূ সুফিয়ান ও তার স্ত্রী কর্তৃক কুরায়শদের উত্তেজিত করা প্রসংগে	৪৬
হামযা (রা)-এর শাহাদত	৪৮
মুসায়লামা কায্যাবের হত্যা	৫১
মুস'আব ইব্ন উমায়ের (রা)-এর শাহাদত	৫১
আসিম ইব্ন সাবিত (রা)-এর ঘটনা	৫২
ফেরেশতা কর্তৃক হানযালা (রা)-এর গোসল প্রসংগে	৫৩
হানযালার মৃত্যুতে ইবনুল আসওয়াদ ও আবূ সুফিয়ানের কবিতা	৫৩
হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) আবূ সুফিয়ানের কবিতার জবাবে বলেন	৫৫
সুআবের বীরত্ব সম্পর্কে হাস্সানের বর্ণনা	৫৭
আমরা বিন্ত আলকামা হারিসীর বীরত্ব সম্পর্কে হাস্সানের কবিতা	৫৮
উহুদ যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহত হওয়া প্রসংগে	৫৮
আঘাত পর আঘাত	৫৯
জীবন্ত শহীদ	৫৯
হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর কবিতা	৬০
ইব্ন সাকানের আত্মত্যাগ	৬০
উম্মু আম্মারা (রা)-এর বাহাদুরী	৬১
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিফাযতে আবূ দুজানা ও সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ভূমিকা	৬১
কাতাদা (রা) এবং তাঁর চোখ প্রসংগে	৬১
আনাস ইব্ন নযর (রা)-এর রাসূলপ্রীতি	৬২
আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর বীরত্ব	৬২
উবায় ইব্ন খালফের হত্যা	৬৩
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পার্বত্য ঘাঁটিতে উপনীত হওয়া প্রসংগে	৬৫
সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের ঈমানী জযাব	৬৫
কুরায়শদের পশ্চদ্ধাবন প্রসংগে	৬৫
তালহা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহায্যকরণ	৬৫
ইয়ামান ও ওয়াকাশ (রা)-এর নিহত হওয়া সম্পর্কে	৬৬
ইয়াযীদ (রা) ও তাঁর পিতা হাতিব প্রসংগে	৬৭
মুনাফিক অবস্থায় কুযমানের মৃত্যু	৬৭

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
মুখায়রীকের ঘটনা সম্পর্কে	৬৭
উসায়রাম (রা) শহীদ হওয়া সম্পর্কে	৬৯
আমর ইব্‌ন জামূহ (রা)-এর শাহাদত প্রসংগে	৬৯
আবূ সুফিয়ান ও হামযা (রা)	৭২
উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ও আবূ সুফিয়ান	৭২
আবূ সুফিয়ানের হুমকি	৭৩
আলী (রা) কর্তৃক মুশরিক বাহিনীর অনুসরণ	৭৩
শহীদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর	৭৩
সা'দ ইব্‌ন রাবী'আ (রা)-এর মরতবা	৭৪
হামযা (রা)-এর শাহাদতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুমকি	৭৪
কুরআন আয়াত নাযিল হওয়া এবং সবরের নির্দেশ	৭৫
শহীদদের জানাযার সালাত আদায় প্রসংগে	৭৬
সুফিয়া (রা)-এর দুঃখ বেদনা	৭৬
শহীদদের দাফন প্রসংগে	৭৬
হামনা (রা)-এর শোক	৭৭
আনসার মহিলাদের বিলাপ	৭৭
দীনারী মহিলার ঘটনা	৭৮
তরবারি ধোয়া প্রসংগে	৭৯
হামরাউল আসাদের যুদ্ধ	৭৯
মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের উদ্দীপনা	৮০
মা'বাদ খুযায়ীর ঘটনা	৮০
আবূ সুফিয়ানের পয়গাম	৮২
সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার পরামর্শ	৮২
আবূ উয্‌যার হত্যা	৮৩
মা'আবিয়া ইব্‌ন মুগীরার হত্যা	৮৩
আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়ের অবস্থা	৮৩
উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের অগ্নি-পরীক্ষা	৮৪
আল্লাহ্ তা'আলা উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে যে সব আয়াত নাযিল করেন	৮৪
আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা	৮৫
ফেরেশতা দিয়ে সাহায্যের সুসংবাদ	৮৬
সাহায্য কেবল আল্লাহ্‌রই	৮৭
সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে	৮৯
আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য	৮৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ	৯১
মুজাহিদীনদের জন্য জান্নাত	৯২
মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল	৯৩
মৃত্যুর সময় নির্ধারিত	৯৩
পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাদের সহচর	৯৪
কাফিরদের আনুগত্যের পরিণতি	৯৫
আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবনদান সম্পর্কে	১০০
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোমল স্বভাব সম্পর্কে	১০০
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা	১০১
নবী (সা)-এর বিশেষ মর্যাদা	১০১
মুসলমানদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ	১০২
উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয় প্রসংগে	১০৩
মুনাফিকদের অবস্থা	১০৪
জিহাদের প্রেরণা	১০৪
উহুদ যুদ্ধে শহীদদের মর্যাদা	১০৫
আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি	১০৬
যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়েছিল	১০৭
দুঃখিত না হওয়া প্রসংগে	১০৮
উহুদ যুদ্ধে যে সব মুহাজির শহীদ হন	**১০৮**
আনসার সাহাবীদের মধ্যে	১০৯
উহুদ যুদ্ধে যে সব মুশরিকরা নিহত হয় তাদের সম্পর্কে	**১১৪**
উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কিত কবিতা	১১৫
উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে কবিতা	১২৪
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা)-এর জবাব	১২৬
কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা	১২৮
যিবারের কবিতা	১২৯
ইব্‌ন যাবআরীর কবিতা	১৩১
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা	১৩৩
আমর ইব্‌ন 'আসের কবিতা	১৩৫
কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা	১৩৫
যিরার ইব্‌ন খাত্তাবের কবিতা	১৩৬
আমর ইব্‌ন 'আসের কবিতা	১৩৮
কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর জবাবে বলেন	১৩৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা	১৪১
হাজ্জাজ সুলামীর কবিতা	১৪৪
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা	১৪৫
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর আরো কবিতা	১৪৯
হযরত হামযার শোকে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা	১৫১
কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) হামযা (রা)-এর শোকে আরো বলেন	১৫৩
কা'ব (রা) উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে আরো বলেন	১৫৪
কা'ব (রা)-এর আরো কবিতা	১৫৭
ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর কবিতা	১৫৮
কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা	১৬০
যিরার ইব্‌ন খাত্তাবের কবিতা	১৬০
আবূ যা'আনার কবিতা	১৬২
আলী (রা)-এর কবিতা	১৬৩
ইকরামা ইব্‌ন জাহলের রণোদ্দীপক কবিতা	১৬৩
আ'শা তামীমীর কবিতা	১৬৩
আবদুল্লাহ্‌র ইব্‌ন যাব'আরীর কবিতা	১৬৪
সাফিয়্যার মাতম	১৬৪
নু'আমের মাতম	১৬৫
আবুল হাকামের কবিতা	১৬৬
হিনদার কবিতা	১৬৬
রাজী'র ঘটনা	**১৬৭**
খুবায়ব (রা) ও তাঁর সংগীদের শাহাদত প্রসংগে	১৬৭
আয্‌ল ও কারাহ্ গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা	১৬৭
রাজী'র ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত	১৭১
রাজী'র হৃদয়বিদারক ঘটনা	১৭৩
খুবায়ব (রা)-এর জন্য শোকগাথা	১৭৪
খুবায়ব (রা)-এর শাহাদতের সময় উপস্থিত কাফিরবৃন্দ	১৭৬
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর আরো কবিতা	১৭৭
হুযায়ল গোত্রের নিন্দায় হাস্‌সান (রা)-এর কবিতা	১৭৯
হাস্‌সান (রা)-এর কবিতা	১৮০
খুবায়ব (রা) ও তাঁর সংগীদের জন্য মাতম	১৮১
বি'রে মাউনার ঘটনা—	**১৮২**
আমর ইব্‌ন তুফায়লের বিশ্বাসঘাতকতা	১৮৩
ইব্‌ন উমাইয়া ও মুনযিরের কর্মস্পৃহা	১৮৩

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিষণ্নতা	১৮৪
বনূ সুলামীর ইসলাম গ্রহণের কারণ	১৮৪
হাকাম ইব্ন সা'দ ও উম্মুল বানীনের বংশ পরিচয়	১৮৫
ইব্ন ওয়ারাকার হত্যা	১৮৬
শহীদদের স্মরণে শোকগাথা	১৮৬
বনূ নাযীরের উৎখাত	১৮৮
বনূ আমিরের দিয়্যাতের ব্যাপার	১৮৮
গোপন ষড়যন্ত্র	১৮৮
অবরোধ এবং খেজুর বৃক্ষ কর্তন	১৮৯
কিছু সংখ্যক মুনাফিকের প্ররোচনা	১৮৯
বনূ নাযীর সম্পর্কে কুরআনে যা নাযিল হয়	১৯০
বনূ নাযীর সম্পর্কিত কবিতাবলী	১৯৩
এর জবাবে ইয়াহূদী সিমাকের কবিতা	১৯৯
সুলায়ম গোত্রের কবি আব্বাস ইব্ন মিরদাস বনূ নাযীরের প্রশংসায় নিম্নের কবিতাটি রচনা করে	২০০
খাউওয়াতের উক্ত কবিতার প্রতিউত্তরে আব্বাস ইব্ন মিরদাস আরো বলে	২০২
যাতুর রিকা' অভিযান	২০৪
সালাতুল খাওফ	২০৪
দ্বিতীয় বদর অভিযান	২০৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মাখশী যামরী	২০৯
দুমাতুল জানদাল অভিযান	২১৩
খন্দকের যুদ্ধ	২১৪
ইয়াহূদী কর্তৃক বিভিন্ন দলকে সুসংগঠিত করা	২১৪
সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা	২১৫
পরিখা খনন	২১৬
পরিখা খননকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত	২১৬
খনন কার্যের সময় মুসলিম মুজাহিদগণ যে, কবিতা আবৃত্তি করেন	২১৭
পরিখা খননের সময় মুজিযার প্রকাশ	২১৭
কুরায়শ বাহিনীর আগমন	২১৯
হুয়াঈ ইব্ন আখতাব কর্তৃক কা'ব ইব্ন আসাদকে প্ররোচনাদান	২২০
কা'ব ইব্ন আসাদের অংগীকার ভংগ সম্পর্কে	২২১
গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধির চেষ্টা	২২২

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
আলী কর্তৃক আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দের হত্যা	২২৩
হাস্‌সান (রা) কর্তৃক ইকরামার নিন্দা	২২৪
সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর শাহাদত	২২৫
খন্দকের সম্পর্কে হাস্‌সান (রা)-এর বিবরণ	২২৬
মু'আয়ম (রা) কর্তৃক মুশরিকদের প্রতারণা প্রসংগে	২২৭
মুশরিকদের প্রতি আল্লাহ্ যা নাযিল করেন	২২৮
মুশরিকদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর	২২৯
আবূ সুফিয়ান কর্তৃক প্রস্থানের নির্দেশ	২৩০
বনূ কুরায়যা অভিযান	২৩১
বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধে নির্দেশ নিয়ে জিবরাঈল (আ)-এর আগমন	২৩১
আলী (রা) বনূ কুরায়যার কটুক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেন	২৩১
দাহ্‌ইয়া কালবীর আকৃতিতে জিবরাঈল (আ)-এর আগমন	২৩২
বনূ কুরায়যার অবরোধ	২৩২
নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি কা'ব ইব্‌ন আসাদের উপদেশ	২৩২
আবূ লুবাবার তাওবা প্রসংগে	২৩৩
বনূ হাদলের কতিপয় লোকের ইসলাম গ্রহণ	২৩৫
আমর ইব্‌ন সূ'দা কুরাযীর ঘটনা	২৩৫
বনূ কুরায়যার ব্যাপারে সা'দ (রা)-এর ফয়সালা	২৩৫
হুয়াঈ ইব্‌ন আখতাবের কতল	২৩৭
যুবায়র ইব্‌ন বাতা কুরাযীর ঘটনা	২৩৮
আতীয়া কুরাযী ও রিফা'আ ইব্‌ন সামাইলের ঘটনা	২৪০
বনূ কুরায়ষার গনীমতের মাল বণ্টন প্রসংগে	২৪০
রায়হানার ইসলাম গ্রহণ	২৪১
খন্দক ও বনূ কুরায়যা সম্পর্কে কুরআনে যা নাযিল হয়	২৪১
সা'দ (রা) ইন্তিকালে তার প্রতি প্রদর্শিত সম্মান	২৪৭
খন্দকের যুদ্ধের শহীদান	২৪৯
মুশরিকদের মধ্যে যারা নিহত হয়	২৪৯
বনূ কুরায়যা অভিযানে যাঁরা শহীদ হন	২৫০
কুরায়শদের সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি	২৫০
বনূ কুরায়যা যুদ্ধের শহীদগণ	২৫১
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী	২৫১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
খন্দক ও বনূ কুরায়যার ব্যাপারে রচিত কবিতাবলী	**২৫২**
কা'ব (রা)-এর কবিতা	২৫৩
ইব্‌ন যিব'আরীর কবিতা	২৫৫
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা	২৫৬
কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা	২৫৮
খন্দক যুদ্ধের দিন কা'ব (রা) কবিতা	২৬০
খন্দক যুদ্ধের দিন কা'ব (রা) আরো কবিতা	২৬৩
মুসাফি'র শোকগাথা	২৬৭
মুসাফি'র আরো ভর্ৎসনাগাথা	২৬৮
হুবায়রার কৈফিয়ত ও আমরের জন্যে তার বিলাপগাথা	২৬৯
হুবায়রার আরো বিলাপগাথা	২৭০
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর গৌরবগাথা	২৭১
বনূ কুরায়যার ঘটনা সম্পর্কে কবিতা	২৭৩
সা'দ এবং শহীদের স্মরণ ও তাঁদের সদগুণাবলী প্রসংগে	২৭৪
বনূ কুরায়যার দিন হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর আরো কবিতা	২৭৫
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বনূ কুরায়যা সম্পর্কে আরে কবিতা	২৭৬
বনূ কুরায়যার ব্যাপারে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরো বলেছিলেন	২৭৬
আবূ সফিয়ানের কবিতা	২৭৭
জাবাল ইব্‌ন জাওয়াল ছা'লাবীর কবিতা	২৭৭
সালাম ইব্‌ন আবুল হাকীকের হত্যা	**২৭৯**
হাসসান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা	২৮১
আমর ইব্‌ন 'আস ও খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের ইসলাম গ্রহণ	**২৮২**
উসমান ইব্‌ন তালহার ইসলাম গ্রহণ	২৮৪
বনূ লিহ্‌ইয়ানের যুদ্ধ—	**২৮৫**
কা'ব ইব্‌ন মালিকের কবিতা	২৮৬
যী-কারদের যুদ্ধ—	**২৮৭**
অশ্বারোহী মুজাহিদদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা	২৮৮
মুহরিয ইব্‌ন নাযলার শাহাদত	২৮৯
মুসলমানদের ঘোড়াসমূহের নাম	২৯০
মুশরিকদের মধ্যে যারা নিহত হয়	২৯০
গনীমত বণ্টন	২৯১
পাপ কাজের মানত নেই	২৯১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
যী-কারদের যুদ্ধের দিনে কথিত কবিতা	২৯১
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর আরো কবিতা	২৯৩
কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা	২৯৪
শাদ্দাদ ইব্‌ন আরিয (রা)-এর কবিতা	২৯৫
বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধ	**২৯৬**
যুদ্ধের ইতিহাস	২৯৬
যুদ্ধের কারণ	২৯৬
ভুলক্রমে ইব্‌ন সুবাবা (রা)-এর শাহাদত লাভ	২৯৬
আনসার ও মুহাজিরদের কলহ	২৯৬
আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়ের তৎপরতা	২৯৭
ইব্‌ন উবায়ের মুনাফিকী	২৯৮
উসায়দ ইব্‌ন হুযায়লের পরামর্শ	২৯৮
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা	২৯৮
ইব্‌ন উবায়ের ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ হলো	২৯৯
পিতার ব্যাপারে ইব্‌ন উবায়ের পুত্র আবদুল্লাহ্‌র ভূমিকা	২৯৯
ইব্‌ন উবায়ের সম্প্রদায় সম্পর্কে	৩০০
মুকীস ইব্‌ন সুবাবার বাহানা	৩০০
বনূ মুস্তালিকের নিহতগণ	৩০১
জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস (রা)	৩০২
হারিসের ইসলাম গ্রহণ এবং স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কন্যাদান	৩০৩
ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা ও বনূ মুস্তালিক ঃ একটি ভুল বুঝাবুঝি	৩০৪
বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে	**৩০৫**
আয়েশা (রা)-এর হার পড়ে যাওয়া প্রসংগে	৩০৫
সাফওয়ান ইব্‌ন মুআত্তাল (রা)	৩০৬
অপবাদের প্রতিক্রিয়া	৩০৭
প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ	৩০৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তৃতা	৩০৮
ইব্‌ন উবায় এবং হামনা বিন্‌ত জাহাশ প্রসংগে	৩০৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জিজ্ঞাসাবাদ	৩০৯
আয়েশা (রা)-এর অবস্থা	৩১০
চরম ধৈর্য	৩১০
নির্দোষের সুসংবাদ	৩১১
আবূ বকর (রা) ও মিসতা প্রসংগে	৩১৩

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সাফওয়ান ও হাস্‌সান প্রসংগে	৩১৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে	৩১৫
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কৈফিয়তমূলক কবিতা	৩১৭
হাস্‌সান ও মিসতার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ	৩১৮
হুদায়বিয়া ও বায়'আতে রিদওয়ানের ঘটনা	**৩১৯**
রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সুহায়ল ইব্‌ন আমরের সন্ধি	৩১৯
সাধারণ আহ্বান	৩১৯
সর্বমোট সংখ্যা	৩১৯
সংঘাত পরিহার প্রসংগে	৩২০
নাজিয়ার কবিতা	৩২২
বুদায়ল ও খুযায়া গোত্রের লোকদের প্রসংগে	৩২২
মিকরায ও হুলায়সের আগমন	৩২৩
উরওয়া ইব্‌ন মাস'উদের ভূমিকা	৩২৪
খিরাশ ইব্‌ন উমাইয়ার কুরায়শদের নিকট গমন	৩২৬
কুরায়শের লোকজন ধৃত হওয়া প্রসংগে	৩২৬
কুরায়শদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)	৩২৭
উসমান (রা)-এর হত্যার গুজব	৩২৭
বায়'আতে রিদওয়ান	**৩২৮**
যুদ্ধের জন্য বায়'আত	৩২৮
সর্বপ্রথম বায়'আত গ্রহণকারী ব্যক্তি	৩২৮
শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস	৩২৮
সন্ধির শর্তাবলী	৩৩০
বনূ খুযায়া ও বনু বকরের মৈত্রী গ্রহণ	৩৩১
আবূ জুন্দল ইব্‌ন সুহায়লের ঘটনা	৩৩১
সন্ধির সাক্ষিগণ	৩৩২
কুরবানীর উট যবাই	৩৩২
নাকে রূপার আংটা লাগানো উট	৩৩৩
সূরা ফাত্‌হ নাযিলের প্রেক্ষাপট	৩৩৩
সাফল্যের সুসংবাদ	৩৩৫
সন্ধি উত্তরকালে মক্কার দুর্বলদের অবস্থা	**৩৩৭**
আবূ বসীরের কাহিনী	৩৩৭
সুহায়লের প্রতিজ্ঞা	৩৩৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
আবূ আনীসের কবিতা	৩৪০
সন্ধির পর হিজরতকারিণীদের প্রসংগে—	৩৪১
উম্মু কুলছুমের হিজরত	৩৪১
মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ	৩৪৩
খায়বর যাত্রা প্রসংগে—	৩৪৪
খায়বরের অভিযান	৩৪৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ	৩৪৫
খায়বরবাসীদের পলায়ন	৩৪৬
পথের মঞ্জিলসমূহ	৩৪৭
গাতফানীদের সাহায্য করার চেষ্টা	৩৪৭
দুর্গসমূহের অধিকার	৩৪৭
খায়বর দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সব জিনিস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন	৩৪৮
বনূ সাহমের অবস্থা	৩৪৯
মারহাবের হত্যা	৩৫১
ইয়াসিরের হত্যা	৩৫১
আলী (রা)-এর হাতে খায়বর বিজয়	৩৫২
আবূ ইয়াসারের কাহিনী	৩৫৩
উম্মুল মু'মিনীন সুফিয়্যার ঘটনা	৩৫৪
কিনানা ইব্ন রবী'র শাস্তি	৩৫৪
খায়বরের সন্ধি	৩৫৫
বিষাক্ত ছাগীর কাহিনী	৩৫৫
গনীমত আত্মসাতের শাস্তি	৩৫৬
চর্বির থলের ঘটনা	৩৫৭
আবূ আইউবের প্রহরা	৩৫৭
বিলালের নিদ্রাচ্ছন্নতা	৩৫৮
খায়বর বিজয় প্রসংগে ইব্ন লুকায়মের কবিতা	৩৫৯
খায়বর যুদ্ধে মহিলাদের অংশ গ্রহণ	৩৬০
খায়বর শহীদগণ	৩৬১
বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা থেকে	৩৬১
খায়বর আসওয়াদ রাখালের ঘটনা	৩৬২
হাজ্জাজ ইব্ন আল্লাত সুলামীর ঘটনা	৩৬৩
খায়বার সম্পর্কে হাস্সানের কবিতা	৩৬৬
আয়মনের পক্ষ থেকে কৈফিয়ত	৩৬৬

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
নাজিয়া ইব্‌ন জুনদাব আসলামীর কবিতা	৩৬৭
খায়বর সম্পর্কে কা'বের কবিতা	৩৬৭
খায়বরের অর্থ-সম্পদের ভাগ-বণ্টন	৩৬৮
আঠারটি ইউনিট	৩৬৯
নবী সহধর্মিণীগণের জন্য বরাদ্দপত্র	৩৭২
ইন্তিকালের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওসীয়ত	৩৭২
ফিদাক সমাচার	৩৭২
দারীদের নামের তালিকা	৩৭৩
যাদের জন্য খায়বরের সম্পদ দানের ওসীয়ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) করেছিলেন	৩৭৩
অনুমানের ভিত্তিতে ভাগাভাগি	৩৭৩
আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহলের হত্যাকাণ্ড	৩৭৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফয়সালা	৩৭৪
উমর (রা) কর্তৃক ইয়াহূদীদের নির্বাসিত করা	৩৭৫
ওয়াদীউল কুরার ভাগ-বণ্টন	৩৭৭
হাবশা থেকে জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এবং তার সহযাত্রী মুহাজিরদের প্রত্যাগমন	৩৭৮
আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবিগণের নাম	৩৭৯
সাঈদ ইব্‌ন 'আসের কবিতা	৩৭৯
আবান ইব্‌ন সাঈদের কবিতা	৩৮০
খালিদ ইব্‌ন সাঈদ তার জবাবে বলেন	৩৮০
আবিসিনিয়ায় গমনকারী অবশিষ্ট মুহাজিরগণ যাঁরা পরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন	৩৮২
হাবশাতে মৃত্যুবরণকারী মুহাজিরীন	৩৮৫
মুহাজিরীনদের সন্তানদের মধ্য থেকে মৃত্যুবরণকারী	৩৮৬
হাবশায় হিজরতকারিণী মুসলিম মহিলাদের নামের তালিকা	৩৮৬
হাবশায় জন্মগ্রহণকারী মুহাজির সন্তানদের নামের তালিকা	৩৮৭

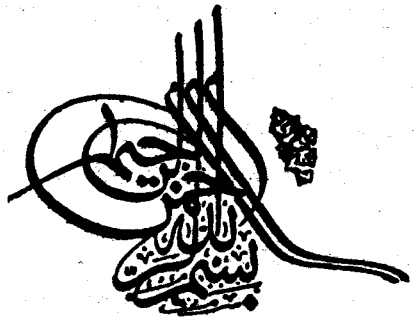

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلٰوةُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি রব সারা জাহানের। দুরূদ ও সালাম আমাদর নেতা মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সকল পরিবার-পরিজনের ওপর।

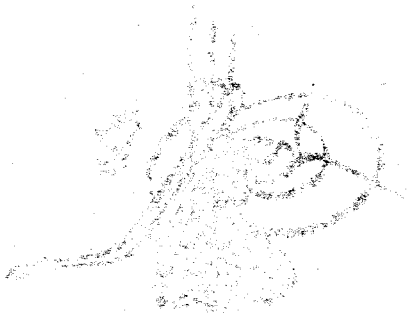

কুদর নামক স্থানে বনূ সুলায়মের সাথে যুদ্ধ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করলেন, সাতদিন অবস্থান না করতেই স্বয়ং তিনি বনূ সুলায়মের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সিবাআ ইব্‌ন উরফুতা আল-গিফারী কিংবা ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা)-কে মদীনার শাসক নিযুক্ত করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) (বনূ সুলায়মের) কুদর নামে একটি প্রস্রবণে পৌঁছলেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করে মদীনা শরীফে ফিরে আসেন। কোন প্রকার সংঘর্ষ হয়নি। এরপর শাওয়ালের অবশিষ্ট দিনগুলো ও যিলকাদ মাসে তিনি মদীনা শরীফে অবস্থান করেন। এ অবস্থানকালে কুরায়শের বন্দীদের বিরাট এক অংশ ফিদ্‌ইয়া (মুক্তিপণ) নিয়ে মুক্ত করে দেন।

সাবীক যুদ্ধ

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমাকে যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বুকাঈ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : এরপর আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব্ যিলহাজ্জ মাসে সাবীকের যুদ্ধ করেন। সে বছর মুশরিকরাই হজ্জের তত্ত্বাবধান করে। মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র, ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান এবং আরও কিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি ছিলেন আনসারগণের শ্রেষ্ঠতম আলিম। আবূ সুফিয়ান যখন মক্কায় ফিরে এলো এবং কুরায়শের পরাজিত ব্যক্তিবর্গ বদর থেকে প্রত্যাবর্তন করল, তখন আবূ সুফিয়ান মান্নত মানল, মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত জানাবাতের গোসলে মাথায় পানি ব্যবহার করবো না। কাজেই তার শপথ পুরা করার উদ্দেশ্যে সে কুরায়শদের মধ্য থেকে দু'শ আরোহীর দল নিয়ে বের হল এবং নজদের পথ ধরে একটি নহরের উপরি অংশে এক পাহাড়ের কাছে অবতরণ করলো। পাহাড়টির নাম 'ছায়িব', আর তা মদীনা থেকে এক রাবীদ (মানযিল) কিংবা তার কাছাকাছি দূরত্বে ছিল। তারপর বেরিয়ে রাতের বেলায় বনূ নযীরের কাছে পৌঁছলো এবং হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের ঘরে এসে দরজায় আঘাত করলো। সে ভয় পেয়ে দরজা খুলতে অস্বীকার করলো। আবূ সুফিয়ান সেখান থেকে ফিরে সাল্লাম ইব্‌ন মিশকামের কাছে পৌঁছল। সে সে সময় বনূ নযীরের নেতা ও কোষাধ্যক্ষ ছিল, সে তার কাছে এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে অনুমতি দিল এবং আপ্যায়ন করাল,

পানাহার করল, লোকদের গোপন তথ্য জানিয়ে দিল। এরপর আবূ সুফিয়ান রাতের শেষাংশে বেরিয়ে সাথীদের কাছে পৌঁছলো এবং কুরায়শদের কতক ব্যক্তিকে তারা মদীনার দিকে পাঠালো। তারা মদীনার কাছে এলো, যার নাম 'উরায়েজ'। (সেখানে এসে) সেখানকার খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিল এবং সেখানে জনৈক আনসারী ও তার এক মিত্রকে পেল, যারা ঐ বাগানেই ছিল। তারা তাদের উভয়কে হত্যা করে ফেললো। এরপর তারা ফিরে গেল। লোকেরা এ সংবাদ পেয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সন্ধানে বের হলেন, এদিকে মদীনায় বাশীর ইব্‌ন আবদুল মুনযির ওরফে আবূ লুবাবাকে শাসক নিযুক্ত করলেন। এ তথ্য ইব্‌ন হিশামের। তারপর কারকারাতুল কুদর এলাকায় পৌঁছে ফিরে গেলেন। আবূ সুফিয়ান ও তার অনুচরদের ধরতে সক্ষম হলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগীরা দেখতে পেলেন, তারা পলায়ন করার সুবিধার্থে বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে কিছু আসবাবপত্র ক্ষেত্রে ফেলে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুসলমানদের নিয়ে ফিরলেন, তখন তারা আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি চান যে, আমাদের লাভের জন্য যুদ্ধ হোক। ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে আবূ উবায়দা এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, সাবীক যুদ্ধের এ নামকরণের কারণ; তারা যে সব আসবাবপত্র ফেলে গিয়েছিল, তার অধিকাংশই ছিল ছাতু। মুসলমানরা ছাতুর (বস্তা) দখল করল। এখান থেকেই এ যুদ্ধের নাম হয় গাযওয়ায়ে সাবীক ('সাবীক' অর্থ ছাতু)।

আবূ সুফিয়ানের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব ফিরার সময় সাল্লাম ইব্‌ন মিশকামের অতিথিপরায়ণতা সম্পর্কে বলেন,

وانى تخيرت المدينة واحدا * لحلف فلم أندم ولم أتلوم

سقانى فروانى كميتا مدامة * على عجل منى سلام بن مشكم

ولما تولى الجيش قلت ولم أكن * لأفرحه أبشر بعز ومغنم

تأمل فان القوم سر وانهم * صريح لؤى لا شماطيط جرهم

وما كان ألا بعض ليلة راكب * أتى ساعيا من غير خلة معدم

আমি মদীনায় মিত্রতার জন্য এক ব্যক্তিকে মনোনীত করলাম, এতে আমি লজ্জিত ও নিন্দিত হইনি।

সাল্লাম ইব্‌ন মিশকাম আমাকে লাল ও কালো মদ পান করালো, অথচ তখন আমার তাড়াহুড়া ছিল।

যখন তাকে সৈন্যদলের নেতৃত্ব দেয়া হলো। আমি বললাম, সম্মান ও গনীমতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। অবশ্য তাকে অনর্থক খুশি করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

এ কথা ভেবে নিও যে, এরা নির্ভেজাল বংশের লোক। খাঁটি লুআঈ এর সন্তান। জুরহুমের আজেবাজে লোক নয়।

ইব্‌ন মিশকামের সাথে আমার সাক্ষাৎ কোন এক আরোহীর রাত্রের সামান্য সময় অবস্থানের মত ছিল যে, নিছক খেতে এসেছে নিঃস্ব ব্যক্তির প্রয়োজন মিটানোর জন্য নয়।

যী-আমরের যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাবীক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যিলহাজ্জের অবশিষ্ট দিনগুলো অথবা প্রায় যিলহাজ্জের শেষ পর্যন্ত মদীনা শরীফে অথবা তার কাছাকাছি অবস্থান করেন। এরপর গাতফানের উদ্দেশ্যে নজ্‌দ এলাকায় যুদ্ধে রওনা হন। এ যুদ্ধের নাম যী-আমর যুদ্ধ। ইব্‌ন হিশামের বক্তব্য মতে তিনি মদীনা শরীফে উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে শাসক নিযুক্ত করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর তিনি সম্পূর্ণ সফর মাস কিংবা সফরের প্রায় শেষ পর্যন্ত নজদেই অবস্থান করে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং কোন প্রকার সংঘর্ষের সম্মুখীন হননি। এরপর সম্পূর্ণ রবিউল আউয়াল মাস কিংবা রবিউল আউয়াল শেষ হওয়ার কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদীনা শরীফে রয়ে গেলেন।

বাহরানের ফারআ যুদ্ধ

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কুরায়শের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে রওনা হলেন। আর মদীনা শরীফে ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা)-কে শাসক নিযুক্ত করে গেলেন। এ তথ্য ইব্‌ন হিশামের।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রওনা হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহরান পৌছলেন। বাহরানি হলো ফুরু জনপদের পাশে হিজাজ অঞ্চলের একটি খনি। সেখানে তিনি রবিউস্ সানী ও জুমাদাল উলা অবস্থান করে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তিনি কোন প্রকার যুদ্ধের সম্মুখীন হননি।

বনূ কায়নুকার ঘটনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উল্লিখিত যুদ্ধগুলোর মাঝে বনূ কায়নুকার ঘটনাও সংঘটিত হয়, যার বিবরণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বনূ কায়নুকার বাজারে সমবেত করে বললেন : "হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, কুরায়শদের মত তোমাদের উপরও যেন শাস্তি না আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই তোমাদের জানা রয়েছে, আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত নবী, এর প্রমাণ তোমাদের কিতাবেও পাবে আর আল্লাহ্‌ও তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।

তারা বলল : হে মুহাম্মদ! তুমি ভেবেছো আমরাও তোমার সম্প্রদায়ের মত! তুমি ধোঁকায় পড় না। তুমি এমন সম্প্রদায়ের সাথে মুকাবিলা করেছো, যাদের যুদ্ধ সম্পর্কে আদৌ জ্ঞান নেই। কাজেই, তাদের উপর সুযোগ পেয়ে বসেছিলে আর আমরা, আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমার সাথে যুদ্ধ করি, তবে বুঝে নিবে যে, আমরাও বীর পুরুষ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর বংশধরদের জনৈক গোলাম সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র কিংবা ইকরিমার সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য শুনিয়েছেন, তিনি বলেন যে, নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় :

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ . قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ
الْتَقَتَا ط فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ط وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ
مَنْ يَّشَاءُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ .

যারা কুফরী করে, তাদেরকে বল, 'তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদের জাহান্নামে একত্র করা হবে। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল! দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবাগণের মধ্যে বদরী সাহাবীরা আর কুরায়শরা) একদল আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করছিল, অন্যদল কাফির ছিল; ওরা তাঁদেরকে (মুসলমানগণকে) চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই তাতে অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রয়েছে (৩ : ১২-১৩)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, বনূ কায়নুকা ইয়াহূদীদের প্রথম সম্প্রদায় যারা তাদের মাঝে ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে যুদ্ধ করে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা আবূ আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, বনূ কায়নুকার ঘটনা এই যে, আরবের জনৈকা মহিলা কিছু পণ্য নিয়ে বনূ কায়নুকার বাজারে তা বিক্রি করলো। তারপর সেখানে এক স্বর্ণকারের কাছে বসে পড়লো। তারা মহিলাকে তার চেহারা খুলতে বললো। মহিলা তাতে অসম্মত হলে স্বর্ণকার মহিলার কাপড়ের এক কোণ তার পিছনের দিকে বেঁধে দিল। ফলে মহিলা উঠার সময় তার কাপড় উঠে গেল। এ কাণ্ড দেখে সকলে হাসতে লাগলো। মহিলা চীৎকার করে উঠলো। তখন জনৈক মুসলমান স্বর্ণকারের উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেললো। লোকটি ছিল ইয়াহূদী। তাই ইয়াহূদীরা মুসলমান লোকটির উপর চড়াও হয়ে তাকে শহীদ করে দিল। মুসলমান ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য অন্যান্য মুসলমানদের কাছে সাহায্য চইলো, আর মুসলমানগণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এখান থেকেই তাদের মাঝে ও বনূ কায়নুকার মাঝে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা (র) বলেছেন যে, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে অবরোধ করলেন। ফলে, তারা তাঁর কথা মানতে প্রস্তুত হলো। তারপর যখন আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে তাঁর অধীনস্থ করে দিলেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল উঠে বললেন : হে মুহাম্মদ (সা)! আমার বন্ধুদের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। তারা খাযরাজ গোত্রের মিত্র। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাব দিতে বিলম্ব করলেন। সে পুনরায় বলল : 'হে মুহাম্মদ (সা)! আমার বন্ধুদের ব্যাপারে ভাল ব্যবহার করুন। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লৌহবর্মের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, ঐ সংঘর্ষের যাতুল ফুযূল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমাকে যেতে দাও এবং তার আচরণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন নারায হলেন যে, লোকেরা তাঁর চেহারা ছায়ার মত দেখতে পেল। তিনি পুনরায় বললেন, 'দুর্ভাগ্য তোমার! আমাকে যেতে দাও। সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আপনাকে যেতে দিব না। যতক্ষণ না আপনি আমার বন্ধুদের ব্যাপারে ভাল ব্যবহার করেন। চারশত নিরস্ত্র ও তিনশত সশস্ত্র স্বাধীন ও গোলাম (অথবা চারশত নিরস্ত্র আর তিনশত সশস্ত্র সুযোগে দুর্যোগে) আমার হিফাযত করেছে, আর আপনি এক সকালেই তাদেরকে শেষ করে দিবেন? আল্লাহ্‌র কসম! দুর্দিনের ভয় পাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "(যাও) তারা তোমার জন্য মুক্ত।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাদের অবরোধকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাশীর ইব্‌ন আবদুল মুনযিরকে মদীনা শাসক নিযুক্ত করেন। তাদের এ অবরোধকাল ছিল পনের দিন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে আবূ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার, উবাদা ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন সামিত সূত্রে এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, বনূ কায়নুকা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল তাদের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে লাগলো এবং তাদের পক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। বর্ণনাকারী বলেন : উবাদা ইব্‌ন সামিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলো, সে ছিল বনূ আওফের এক ব্যক্তি। বনূ কায়নুকার উবাদা ইব্‌ন সামিতের সাথে মিত্রতার সেই সম্পর্ক ছিলো, যে সম্পর্ক ছিল তাদের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূলের সাথে। উবাদা ইব্‌ন সামিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাদের থেকে মিত্রতার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের ভালবাসি এবং এসব কাফিরদের বন্ধুত্ব ও মিত্রতা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্কে

বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনা প্রসঙ্গেও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই সম্পর্কে সূরা মায়দার নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ـ

হে মু'মিনগণ! ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই একজন হবে। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না, আর যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে (৫ : ৫১ - ৫২)।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ও তার উক্তি "আমি দুর্দিনের ভয় করছি"

يُسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ ط فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ ج اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ـ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ـ

তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদের ব্যাপারে দ্রুত অগ্রসর হয়ে বলছে, আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে। তো হয়তো আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ হতে দান করবেন বিজয় কিংবা এমন কিছু, যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তজ্জন্য তারা অনুতপ্ত হবে। এবং মু'মিনগণ বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল (৫ : ৫২-৫৩)।

এরপর পূর্ণ ঘটনার বিবরণে আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ـ

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ-যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় (৫ : ৫৫)।

এ কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, উবাদা ইব্ন সামিত আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের ভালবাসতেন এবং বনূ কায়নুকার সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ـ

কেউ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহ্র দলই তো বিজয়ী হবে (৫ : ৫৬)।

যায়দ ইব্ন হারিসার বাহিনী

ইব্ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্ন হারিসার বাহিনী যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারদায় পাঠিয়েছিলেন, যখন তিনি কুরায়শের একটি কাফিলাকে পান, যাতে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হার্বও ছিল। কারদা হল নজ্দের জলাশয়গুলোর একটি।

ঘটনার বিবরণ এই যে, বদরের ঘটনার পর কুরায়শরা যে পথে সিরিয়ায় গমন করতো, সে পথ ধরতে আশংকাবোধ করে তারা ইরাকের পথ ধরলো এবং তাদের কতক বণিক রওনা হলো, যাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌বও ছিল। তাদের সাথে প্রচুর পরিমাণে রূপা ছিল এবং রূপাই ছিল তাদের বাণিজ্য পণ্যের সিংহভাগ। তারা বনূ বকর ইব্‌ন ওয়ায়েল এর জনৈক ব্যক্তি ফুরাত ইব্‌ন হাইয়ানকে পথ দেখানোর জন্য অর্থের বিনিময়ে সাথে নিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ফুরাত ইব্‌ন হাইয়ান ছিলো বনূ ইজল এর লোক ও বনূ সাহমের মিত্র।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিসাকে পাঠালেন। তিনি সেই জলাশয়ের কাছে গিয়ে তাদের পেলেন এবং তাদের সাথে যা কিছু ছিল সব হস্তগত করলেন। কিন্তু কাফিলার লোকেরা তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। এরপর তিনি এসব মালামাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) উহুদের পর দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের এ পথ অবলম্বন করার কারণে ভর্ৎসনা করে বলেন :

دعوا فلجات الشام قد حال دونها * جلاد كأفواه المخاض الأوارك

بأيدى رجال هاجروا نحو ربهم * وأنصاره حقًا وأيدى الملائك

أذا سلكت للغور من بطن عالج * فقولا لها ليسر الطريق هنالك

তোমরা সিরিয়ার ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীগুলো এখন ছেড়ে দাও, কেননা তার (এবং তোমাদের) মাঝে এমন তীক্ষ্ণ (তরবারি) অন্তরায় হয়ে গিয়েছে, যা পিলু বৃক্ষ ভক্ষণকারিণী, গাভীন উটনীর মুখের ন্যায় ভয়ংকর।

(সে সব তরবারি) ঐসব লোকদের হাতে রয়েছে, যারা আপন প্রতিপালক ও নিজ প্রকৃত সাহায্যকারীদের দিকে হিজরত করেছেন এবং তা রয়েছে ফেরেশতাদের হাতে।

মরু এলাকার নিম্নভূমির দিকে যে কাফিলা চলবে, তাদের বলে দাও, এদিকে পথ নেই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই কবিতাগুলো হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর। যার খণ্ডনে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব জবাব দেন। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে সেসব কবিতা ও তার জবাব উল্লেখ করা হবে।

কা'ব ইব্‌ন আশরাফের নিহত হওয়ার ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন আশরাফের ঘটনা এই যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের উপর যখন বিপর্যয় এসে পড়লো এবং যায়দ ইব্‌ন হারিছা (মদীনার) নিম্নভূমির লোকদের কাছে, আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা উচ্চভূমির লোকেদের কাছে, বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আগমন করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার মুসলমানদের কাছে বিজয়ের সুসংবাদ এবং

মুশরিকদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছিল তাদের সংবাদ দিয়ে পাঠালেন। যেমন আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগীস ইব্ন আবূ বুরদা যাফারী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম, আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা ও সালিহ্ ইব্ন আবূ উমামা ইব্ন সাহল বর্ণনা করেন, এঁরা সকলেই নিজ নিজ বর্ণনার অংশ আমাকে শুনিয়েছেন। তারা বলেন : কা'ব ইব্ন আশরাফ ছিল বনূ তাঈ-এর শাখা বংশ, বনূ নাবহানের লোক। আর তার মা ছিল বনূ নযীরের লোক। এ সংবাদ পেয়ে সে বলল : এ কথা কি সত্য? তোমাদের কি মনে হয় যে, মুহাম্মদ -এ সকল লোকদের হত্যা করেছে, যাদের কথা এঁরা দু'জন অর্থাৎ যায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা বলছে? এরা তো আরবের অভিজাত পরিবারের লোক এবং লোকদের রাজা। আল্লাহ্র কসম! যদি সত্যিই মুহাম্মদ এদের হত্যা করে থাকে। তবে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ভূ-গর্ভই উত্তম! আল্লাহ্র দুশমন যখন এ সংবাদ সম্পর্কে নিশ্চিত হলো, তখন সে বেরিয়ে মক্কায় গেল এবং আবদুল মুত্তালিব ইব্ন আবূ ওয়াদাআ ইব্ন যুবায়রা সাহমীর ঘরে উঠলো। তার স্ত্রী আতিকা বিন্ত আবূ আয়স ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আব্দ শামস্ ইব্ন আব্দ মানাফ কা'বের সেবাযত্ন ও সম্মান করলো। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে লোকদের প্ররোচিত করতে লাগলো এবং বিভিন্ন কবিতা শুনাতে লাগলো। আর বদরের নিহত কুরায়শদের এবং গর্তে পড়ে থাকা লাশসমূহের শোক গাথা গাইতে লাগলো। সে বলল :

طحنت رحى بدر لمهلك أهله * ولمثل بدر تستهل و تدمع
قتلت سراة الناس حول حياضهم * لا تبعدو أن الملوك تصرع
كم قد اصيب به من ابيض ماجد * ذى بهجة يأوى إليه الضيّع
طلق اليدين إذا الكواكب اخلفت * حمال أثقال يسود ويربع
ويقول أقوام أسر بسخطهم * إن ابن الأشرف ظل كعبًا يجزع
صدقوا فليت الارض ساعة قتلوا * ظلت تسوخ بأهلها و تصدع
صار الذى أثر الحديث بطعنه * أو عاش أعمى مرعشًا لايسمع
نُبئت أن بنى المغيرة كلهم * خشعوا لقتل أبى الحكيم وجدعوا
وابنا ربيعة عندة ومنبه * مانال مثل المهلكين و تبع
نُبِّئت ان الحارث ابن هشامهم * فى الناس يبنى الصالحات ويجمع
ليزور يشرب بالجموع وإنما * يحمى على الحسب الكريم الأروع

বদরের জাঁতা আপন লোকেদেরকেই ধ্বংস করার জন্য পিষতে লাগলো। বদরের মত ঘটনায় চক্ষুগুলো অশ্রু ঝরায় এবং ঝরতে থাকে।

লোকদের সরদাররা নিজেদেরই হাউজের আশেপাশে নিহত হলো। তবে এতে অস্বাভাবিক কিছু মনে করো না; কেননা, বাদশাহও পরাস্ত হয়ে থাকে।

কত যে সম্ভ্রান্ত, শুভ্র চেহারাবিশিষ্ট ও জাঁকজমকপূর্ণ ব্যক্তিরা বিপদগ্রস্ত হয়েছে, যাদের কাছে নি:স্ব লোক আশ্রয় নিয়ে থাকে।

অনাবৃষ্টির সময় (দুর্ভিক্ষে) দু'হাতে দানকারী অন্যের বোঝা নিজের মাথায় বহনকারী সরদার, যারা খাজনা আদায় করে থাকে।

অনেকে বলে যে, তাদের ক্ষোভে আমি সন্তুষ্ট হই (তা মোটেই ঠিক নয় বরং) কা'ব ইব্‌ন আশরাফ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

তারা ঠিকই বলেছে, কিন্তু যখন তারা নিহত হয়েছিল, তখন যমীন যদি তার লোকদের ধসিয়ে দিত এবং টুকরা টুকরা হয়ে যেত, তবে কতই না ভাল হতো!

একথা যে প্রচার করেছে, হায়, যদি সেই বর্শার লক্ষ্য হয়ে যেতো, কিংবা অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকতো, বা বধির হয়ে যেতো, কিছুই শুনতে না পেতো, তবে কতই না ভাল হতো!

সংবাদ পেয়েছি যে, আবুল হাকামের নিহত হওয়ার কারণে গোটা মুগীরা বংশের নাক কাটা গিয়েছে এবং এরা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়েছে।

এবং ববী'আর উভয় ছেলে ও তার কাছে চলে গেছে, আর মুনাব্বিহও। এ নিহতরা (ছিল এমন যে, কেউ) তাদের মত (মর্যাদা ও গুণ) অর্জন করেনি, আর না (ইয়ামানের বাদশা) তুব্বাও। শুনতে পেলাম যে, তাদের মধ্যেকার হারিছ ইব্‌ন হিশাম লোকদের মাঝে সৎকাজ করছেন এবং লোকদের একত্রিত করছেন।

সৈন্যদল নিয়ে ইয়াসরিবের মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে, আর (সত্য কথা এই যে), অভিজাত, মহৎ লোকেরাই পিতৃপুরুষের মর্যাদা রক্ষা করে থাকে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তার বক্তব্য تُبَّع ও وأَسَرُّ بِسَخطِهِم -এর বর্ণনা ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্যদের।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইস্‌হাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা) তার এ কবিতার জবাবে বলেন :

ابكى لكعب ثم عل بعبرة * منه وعاش مجدعًا لايسمع

ولقد رأيت ببطن بدر منهم * قتلى تسح لها العيون و تدمع

فابكى فقد ابكيت عبدًا واضعًا * شبه الكليب إلى الكليبة يتبع

ولقد شفى الرحمن منا سيدًا * وأهان قومًا قاتلوه وصرعوا

ونجا وانلت منهم من قلبه * شغف يظل لحوفه يتصدع

কা'ব তার শোকগাথা পাঠ করছে। এরপরও তাকে আবার অশ্রু ঝরাতে হয়েছে এবং সে এমন লাঞ্ছনায় জীবন যাপন করে যে, সে কিছুই শোনে না।

আমি বদরের নিম্নভূমিতে তাদের এমন সব নিহতদের দেখেছি, যাদের জন্য চক্ষু ক্রন্দন করছে এবং অশ্রুধারা ঝরছে।

তুমি তো ইতর গোলামদের বেশ কাঁদালে, এবার তুমি নিজেই কাঁদো, যেমন ছোট কুকুর ছোট কুকুরীর জন্য চীৎকার করে ডাকে।

আমাদের সরদারের অন্তর আল্লাহ্ রহমান শান্ত করে দিয়েছেন, আর যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের লাঞ্ছিত করেছেন, আর তারা পরাস্ত হয়েছে।

তাদের মধ্যে যে বেঁচে গেছে এবং পালিয়ে গেছে, তার অন্তর দগ্ধিভূত হচ্ছে, আর (আমাদের এই সরদারের) ভয়ে তার অন্তর বিদীর্ণ হচ্ছে।

ইব্ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কবিতাবিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো হাসান (রা)-এর নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর তাঁর বক্তব্য : ابكى لكعب -এর বর্ণনা ইব্ন ইসহাক ছাড়া অন্য কারো।

মায়মূনা বিন্ত আবদুল্লাহ্র কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুসলমানদের জনৈকা মহিলা, যিনি বনূ বালীর শাখা বনূ মুরীদের লোক ছিলেন। এরা ছিলেন বনূ উমাইয়া ইব্ন যায়দের মিত্র। তাদের "জুআদারা" বলা হতো। তিনি কা'বের কবিতার জবাবে বলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তার নাম ছিল মায়মূনা বিন্ত আবদুল্লাহ্। অধিকাংশ কবিতা-বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো তার বলে অস্বীকার করেছেন এবং তার জবাবী কবিতাগুলোকেও কা'ব এর উদ্দেশ্যে নয় বলেছেন :

تحنن هذا العبد كل تحنن * يبكى على قتلى وليس بناصب
بكت عين من يبكى لبدر وأهله * وعلت بمثليها لوى بن غالب
فليت الذين ضرجوا بدمائهم * يرى مابهم من كان بين الاخاشب
فيعلم حقًا عن يقين ويبصروا * مجرهم فوق اللحى والحواجب

এই গোলাম নিহতদের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বিলাপ করেছে এবং অন্যদেরকেও কাঁদিয়েছে, অথচ প্রকৃত পক্ষে সে আদৌ চিন্তিত ও দু:খিত নয়।

বদর ও বদরযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের যাদের উপর সে কাঁদিয়েছে, তাদের চক্ষু তো কেঁদেছে, কিন্তু লুআঈ ইব্ন গালিবদের তাদের অশ্রুর দ্বিগুণ পান করানো হয়েছে।

হায়! যারা নিজ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, মক্কার দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী লোকেরা যদি তাদের দুরবস্থা দেখতে পেত! তবে তারা প্রকৃত পক্ষেও নিশ্চিতভাবে জানতে সক্ষম হতো এবং তারা তাদের দাড়ি ও ভ্রূসমূহের উপর উপুড় অবস্থায় দেখতে পেতো।

কা'ব ইব্ন আশরাফের কবিতা

মায়মূনার এ কবিতার জবাবে কা'ব ইব্ন আশরাফ বলে :

ألا نازجروا منكم سفيها لتسلموا * عن القول يأتى منه غير مقارب
اتشتمنى أن كنت أبكى بعبرة * لقوم أتانى ودهم غير كاذب

فإنى لباك ما بقيت وذاكر * مآثر قوم مجدهم بالجباجب
لعمرى لقد كان مريد بمعزل * عن الشر فاحتالت وجوه الثعالب
فحق مريد أن تجد انوفهم * بشتمهم حيى لوى بن غالب
وهبت نصيبى من مريد لجعدر * وفاء وبيت الله بين الأخاشب

শোন! আপন নির্বোধদের তিরস্কার করো, যাতে এমন সব উক্তি থেকে বাঁচতে পার, যা অসঙ্গত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

সে কি আমাকে এজন্য তিরস্কার করছে যে, আমি ঐ সম্প্রদায়ের জন্য অশ্রু প্রবাহিত করছি, যাদের প্রতি আমার ভালবাসা কৃত্রিম নয়?

আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন কাঁদবই এবং তাদের গুণাবলী স্মরণ করবো, যাদের শান-শওকত মক্কার প্রতিটি স্থানে সুস্পষ্ট।

আমার জীবনের শপথ! নিঃসন্দেহে মুরীদ গোত্র যাবতীয় অনিষ্ট থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিল। কিন্তু এখন সে তার রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে নিয়েছে। শৃগালের মত চেহারাবিশিষ্টদেরকে তো আমি (অত্যন্ত) ভর্ৎসনা করি।

হায়ই ইব্‌ন গালিবের দুই গোত্রকে তিরস্কার করার কারণে বনূ মুরীদের নাক কান কাটা যাওয়াই সঙ্গত।

আল্লাহর ঐ ঘরের কসম, যা মক্কার পাহাড়ের মাঝে রয়েছে। বিশ্বস্ততার সুবাদে বনূ মুরীদের প্রতিশোধ নেয়ার আমার অধিকার, আমি বনূ জাদারকে দিয়ে দিয়েছি।

মুসলমানদের অন্তরে কষ্ট দেওয়ার জন্য কা'ব ইব্‌ন আশরাফের ভূমিকা

এরপর কা'ব ইব্‌ন আশরাফ মদীনায় ফিরে এসে মুসলিম নারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রেমসুলভ কবিতা বলে, তাদের কষ্ট দিতে লাগলো। ফলে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগীস ইব্‌ন আবূ বুরদার বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন :

مَن لِى بِابنِ أشرَف

কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে আমার পক্ষ থেকে কে দমন করতে পারবে?

বনূ আবদুল আশহালের মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি এর জন্য প্রস্তুত আছি। আমি তাকে হত্যা করব। রাসূল (সা) বললেন : 'সম্ভব হলে তাই করো'। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা ফিরে এসে তিনদিন পর্যন্ত এমন হয়ে গেলেন যে, কোন মতে জীবন বাঁচনোর মত সামান্য আহার পানি ছাড়া একেবারেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলে কেন? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার সামনে একটি কথা বলে ফেলেছি সত্য, কিন্তু জানি না তা পূরণ করতে পারব কি না। তখন নবী (সা) বললেন : "তোমার দায়িত্ব শুধু চেষ্টা করা। তিনি বললেন : এর জন্য আমাদের কিছু অসমীচীন কথা বলতে হতে পারে। রাসূল (সা) বললেন : 'তোমাদের যা ভাল মনে হয়—বলবে তা তোমাদের জন্য হালাল।"

আনসারদের অভিসন্ধি

মোটকথা, তাকে হত্যা করার জন্য মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা, সিলকান ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন ওয়াকশ ওরফে আবূ নায়লা বনূ আবদুল আশহালের জনৈক ব্যক্তি, আর কা'ব ইব্‌ন আশরাফের দুধ ভাই, আব্বাদ ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন ওয়াকশ বনূ আবদুল আশহালের জনৈক ব্যক্তি। আরো ছিলেন হারিস ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মু'আয, বনূ আবদুল আশহালের লোক! আরো ছিলেন আবূ আব্‌স ইব্‌ন জাব্‌র বনূ হারিসার জনৈক ব্যক্তি এরা মোট পাঁচজন একমত হলেন। তারপর আল্লাহ্‌র দুশমন কা'ব ইব্‌ন আশরাফের কাছে তাঁরা যাওয়ার পূর্বে সিলকান ইব্‌ন সালামা ওরফে আবূ নায়লা (রা)-কে আগে পাঠালেন। তিনি তার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করলেন এবং একে অপরকে কবিতা শুনাতে লাগলেন। আবূ নায়লা (রা) কবিতা আবৃত্তি করার মাঝে বললেন : আরে বোকা ইব্‌ন আশরাফ! আমি তোমার কাছে বিশেষ প্রয়োজনে এসেছিলাম, তা তোমাকে বলতে চাই। তবে আমার কথা যেন গোপন থাকে। সে বলল : তাই করব। তিনি বললেন : এই লোকটির (রাসূলুল্লাহ্ সা) আগমন আমাদের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা আরব বিশ্ব আমাদের জন্য শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা একই ধনুকে আমাদের উপর তীর নিক্ষেপ করছে, অর্থাৎ সকলে মিলে আমাদের বিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। এক কথায়, আমরা ও আমাদের সন্তান-সন্ততিরা বিপদগ্রস্ত। কা'ব বললো : আমি আশরাফ তনয়, আমি তোমাকে প্রথম থেকেই বলে আসছি : হে সালামার পুত্র, আমি যা বলছি তাই ঘটবে। সিলকান (রা) তাকে বললেন : আমি চেয়েছিলাম, তুমি আমাদের কাছে কিছু খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করবে। আমরা তোমার কাছে কিছু বন্ধক রাখবো এবং তোমাকে নিশ্চয়তা দিব। এ ব্যাপারে আমরা তোমার সাথে সদাচারণ করবো। সে বলল : তোমরা তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখবে কি? সিলকান (রা) জবাব দিলেন : তুমি আমাদের অপমানিত করতে চাচ্ছো। আমার সাথে আমার অন্যান্য বন্ধুরাও রয়েছেন, তাদের মতও আমার মতের অনুরূপ। তাদের তোমার কাছে নিয়ে আসতে চাই, তাদের হাতে তুমি কিছু শস্য বিক্রয় করো এবং কিছু দয়াও করো। আমরা তোমার কাছে এতগুলো হাতিয়ার বন্ধক রাখবো, যার দ্বারা শস্যের মূল্য পূর্ণ হতে পারে। সিলকান (রা) এ কৌশল এজন্য অবলম্বন করেছেন, যাতে তারা যখন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসবেন, তখন সে যেন সন্দেহ না করে। এরপর সিলকান (রা) ফিরে গিয়ে সাথীদের কাছে তার বৃত্তান্ত শুনালেন এবং তাদেরকে হাতিয়ার নিয়ে আসতে বললেন। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে কা'ব বলেছিল : তোমরা কি তোমাদের স্ত্রীদের আমার কাছে বন্ধক রাখবে? সিলকান (রা) বললেন : আমাদের স্ত্রীদের তোমার কাছে কিভাবে বন্ধক রাখতে পারি, তুমি হলে ইয়াসরাববাসীদের সেরা যুবক এবং সব চাইতে বেশী সুগন্ধে ভূষিত। এরপর সে বলেছিল : তোমরা তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখবে কি?

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে সওর ইব্‌ন যায়দ ইকরিমা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের সাথে 'বাকীউল গারাকাদ' পর্যন্ত গিয়ে তাদেরকে রওনা করিয়ে দেন এবং বলেন : আল্লাহ্‌র নামে রওনা হও। ইয়া আল্লাহ্! আপনি এদের সাহায্য করুন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ঘরে ফিরে আসেন। সে রাতটি ছিল পূর্ণিমার রাত। তাঁরা সকলে কা'বের দুর্গে পৌঁছলেন। আবূ নায়লা (রা) তাকে আওয়াজ দিলেন। সে সদ্য বিবাহিত ছিল। আওয়াজ শুনতেই লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লো। তার স্ত্রী তাকে ধরে বললেন : তুমি যোদ্ধা, আর যোদ্ধারা এমন সময় বের হয় না। সে বলল : এতো আবূ নায়লা, আমাকে ঘুমন্ত পেলে জাগ্রত করত না। তার স্ত্রী বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার আওয়াজে অনিষ্টের ঘ্রাণ অনুভব করছি। বর্ণনাকারী বলেন : কা'ব বললো, নওজোয়ান তো সেই, যে বর্শাবাজীর জন্য ডাকা হলেও প্রত্যাখ্যান করে না।

এরপর সে নেমে এসে কিছুক্ষণ তাদের সাথে গল্প করলো। তারাও তার সাথে গল্প করলো। এরপর তিনি বললেন : হে আশরাফ তনয়, চলো, শিবুল আজুয পর্যন্ত যাই। বাকী রাতটা সেখানেই গল্প করে কাটিয়ে দেই। সে বলল : তোমাদের যা ইচ্ছা।

তারা সকলে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলো। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আবূ নায়লা (রা) তার মাথার কানের কাছে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তারপর হাত শুঁকে বললেন : আজকের মত সুগন্ধে মোহিত এমন রাত আমি আর কখনো দেখিনি। তারপর আরও কিছুদূর এগিয়ে পুনরায় তাই করলেন, ফলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তারপর আরও কিছুদূর এগিয়ে তার মাথার চুল ধরে বললেন : মারো আল্লাহ্‌র দুশমনকে। সকলে মিলে তার উপর আক্রমণ করলেন। কিন্তু তাদের তরবারিগুলো একটির উপর আরেকটি পড়ছিল; ফলে, কোন কাজ হলো না। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) বলেন : যখন আমি লক্ষ্য করলাম। আমাদের তরবারিগুলো কোনই কাজে আসছে না, তখন আমার তরবারিতে রাখা ছুরিটির কথা মনে হলো, আমি তা বের করলাম। আল্লাহ্‌র দুশমন এমনভাবে চীৎকার করলো যে, আশেপাশের দুর্গগুলোর এমন কোন দুর্গ বাকী রইলো না, যাতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়নি। আমি ছুরি তার নাভির নীচে চেপে পূর্ণ বল প্রয়োগ করলাম, এমন কি তা নাভির নীচ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আল্লাহ্‌র দুশমন পড়ে গেল। হারিছ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মু'আয (রা)ও আহত হলেন। তাঁর মাথা কিংবা পায়ে আঘাত লাগলো। এ আঘাত ছিল আমাদের তরবারিরই। এরপর আমরা রওনা হয়ে বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ, বনূ কুরায়যা ও বু'আছ এর এলাকাগুলো অতিক্রম করে হাররাতুল উরায়জ পর্যন্ত চলে এলাম। আমাদের সংগী হারিছ ইব্‌ন আওস (রা) পিছনে রয়ে গেলেন এবং রক্তক্ষরণের কারণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাই আমরা তার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তিনি আমাদের পদচিহ্নগুলো লক্ষ্য করে আমাদের কাছে পৌঁছে গেলেন। এরপর আমরা তাকে উঠিয়ে নিলাম এবং রাতের শেষাংশে তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমরা সালাম আরয করলে তিনি বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে আল্লাহ্‌র দুশমনকে

কতল করার সংবাদ শুনালাম। তিনি আমাদের সাথীর যখমের উপর পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ফিরে গেলেন এবং আমরাও নিজ নিজ ঘরে ফিরে এলাম। সকালবেলা লক্ষ্য করলাম, আল্লাহ্‌র দুশমনের উপর রাতে আমাদের এ আক্রমণের কারণে গোটা ইয়াহূদী সম্প্রদায় আতংকিত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক ইয়াহূদী নিজ জীবনের আশংকা করতে লাগলো।

কা'ব ইব্‌ন মলিক (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) এই কবিতা আবৃত্তি করেন :

فغودر منهم كعب صريعًا * فذلت بعد مصرعه النضير
على الكفين ثم وقد علته * بأيدينا مشهرة ذكور
بأمر محمد إذ دس ليلاً * إلى كعب أخا كعب يسير
فماكره فأنزله بمكر * ومحمود أخو ثقة جسور

পরিশেষে তাদের কা'বকে ধরাশায়ী করা হলো এবং তার ধরাশায়ী হওয়ার পর বনূ নযীর লাঞ্ছিত হলো।

সে সেখানে তার দু'হাতের উপর পড়েছিল এবং আমাদের হাতের তীক্ষ্ম তরবারি তার উপর ছেয়ে ছিল।

(সে সময়ের কথা স্মরণ কর), যখন মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশে বনূ কা'বের এক ব্যক্তি রাতের বেলা গোপনে কা'ব (ইব্‌ন আশরাফ)-এর দিকে যাচ্ছিল।

সে তার সাথে ফন্দি করে তাকে ঘর থেকে বের করে আনে। আত্মনির্ভরশীল ও সাহসী ব্যক্তি প্রশংসার যোগ্য হয়ে থাকে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই কবিতাগুলো তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ, যা বনূ নযীরের যুদ্ধসংক্রান্ত। ইনশা-আল্লাহ্ সে যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এর উল্লেখ করবো।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন আশরাফ ও সালাম ইব্‌ন আবুল হাকীক-এর হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন :

لله درُّ عصابة لاقيتهم * يابن الحقيق وأنت يابن الأشرف
يسرون بالبيض الخفاف إليكم * مرحًا كأسد في عرين مغرف
حتى أتوكم في محل بلادكم * فسقوكم حتفا ببيض ذنف
مُسْتَنصرين لنصر دين نبيهم * مستصغرين لكل أمر مجحف

হে ইব্‌ন হাকীক, আর হে ইব্‌ন আশরাফ, তোমরা যাদের মুকাবিলা করেছো, সে সম্প্রদায়ের উত্তম প্রতিদান আল্লাহ্ তা'আলার হাতেই ন্যস্ত।

তারা শুভ্র (ঝলমলে) হালকা তরবারি নিয়ে ঘন বনের সিংহের ন্যায় দম্ভের সাথে তোমাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এভাবে তারা তোমাদের কাছে, তোমাদের বসতির বাড়িগুলোতে আসে এবং শুভ্র ঝলমলে দ্রুত হত্যাকারী তরবারিসমূহ দ্বারা তোমাদের মৃত্যুর পেয়ালা পান করায়।

যারা তাদের নবীর দীনের সাহায্যের লক্ষ্যে একে অপরের সাহায্য চাচ্ছিল এবং তারা জান-মাল ধ্বংসকারী যে কোন আশংকাকে তুচ্ছ মনে করছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সালাম ইব্‌ন আবুল হাকীকের হত্যার ঘটনা ইনশা-আল্লাহ্ আমি অচিরেই যথাস্থানে বর্ণনা করবো। তার বক্তব্য ذنف -এর বর্ণনা ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্যদের।

মুহায়্যসা ও হুয়াইসার ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُوْدَ فَاقْتُلُوْهُ

তোমরা ইয়াহূদীদের যাকেই পারে, তাকে হত্যা করবে। এ নির্দেশ পেয়ে মুহায়্যসা ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন সুনায়নার উপর আক্রমণ করেন।

ইব্‌ন হিশাম তার নাম মাহীসা বলেছেন। অনেকের মতে মুহায়্যসা ইব্‌ন মাসউদ (ইব্‌ন কা'ব) ইব্‌ন আমির ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন মাজদা'আ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস।

ইব্‌ন হিশাম আরো বলেন : অনেকে ইব্‌ন সুনায়নার স্থলে ইব্‌ন শুনায়না বলেছেন।

ইব্‌ন সুনায়না ছিল একজন ইয়াহূদী ব্যবসায়ী। তাদের সাথে তার মেলামেশা ও লেনদেন ছিল। মুহায়্যসা (রা) তাকে হত্যা করেন। মুহায়্যসা (রা)-এর ভাই হুয়াইসা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং তিনি ছিলেন মুহায়্যসা (রা)-এর বড় ভাই। হত্যাকাণ্ডের পর হুয়াইসা (রা) তার ভাইকে মারধর করে বলতে লাগলেন : হে আল্লাহ্‌র দুশমন! তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে। আল্লাহ্‌র কসম! তার মাল দ্বারা কিছু হলেও তোমার পেটে চর্বি জন্মেছে। তখন মুহায়্যসা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! তাকে হত্যা করার নির্দেশ আমাকে এমন এক ব্যক্তি দিয়েছেন, যদি তিনি তোমাকেও হত্যা করার নির্দেশ দেন, তবে আমি তোমাকেও হত্যা করে ফেলবো। একথা শুনে প্রথমবারের মত হুয়াইসার অন্তরে ইসলামের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হলো। তখন তিনি বললেন : যদি মুহাম্মদ (সা) তোমাকে আমার হত্যার নির্দেশ দিতেন, তবে কি তুমি আমাকে হত্যা করতে? মুহায়্যসা (রা) বললেন : অবশ্যই! আল্লাহ্‌র কসম! যদি তিনি আমাকে তোমার হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিতেন, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করতাম। একথা শুনে হুয়াইসা বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! যে দীন তোমাকে এ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে তা নি:সন্দেহে এক বিস্ময়ের বিষয়। এরপর হুয়াইসা ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ বর্ণনা আমাকে বনূ হারিসার জনৈক আযাদকৃত গোলাম শুনিয়েছেন। তিনি তা শুনেছেন মুহায়্যসা (রা)-এর কন্যা থেকে এবং তিনি তা শুনেছেন তাঁর পিতা মুহায়্যসা (রা) থেকে।

মুহায়্যসা (রা)-এর কবিতা

মুহায়্যসা (রা) এই সম্পর্কেই বলেন :

يلوم ابن أمى لو آمر بقتله * لطبقت ذفراه بابيض قاضب

حسام كلون الملح اخلص صقلة * متى ما أصوبه فليس بكاذب

وماسرّنى أنى قتلتك طائعًا * وأن لنا مابين بصرى ومأرب

(আমি ইব্‌ন সুনায়নাকে হত্যা করেছি বলে) আমার মার ছেলে অর্থাৎ আমার ভাই আমাকে তিরস্কার করছে। অথচ যদি তাকেও হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে আমি তার কানের পেছনের উভয় হাড় শ্বেতশুভ্র ঝলমলে কর্তনকারী তরবারি দ্বারা অবশ্যই কেটে দেবো।

এমন তরবারি দিয়ে যা লবণের রংয়ের মত সাদা এবং এটি খাঁটি ইস্পাতের তৈরী। যখন আমি আঘাত করবো, তখন তা ব্যর্থ হবে না।

আর তখন আমার কি যে আনন্দ হবে যে, আনুগত্যের বশবর্তী হয়ে আমি তোমাকে হত্যা করবো এবং আমাদের উভয়ের মাঝে বসরা ও মারিবের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে।

বনূ কুরায়যার ঘটনা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে আবূ উবায়দা (রা) আবূ আমর মাদানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার উপর বিজয় লাভ করেন, তখন তিনি তাদের প্রায় চারশো ইয়াহূদী পুরুষকে গ্রেফতার করেন। এরা বনূ খাযরাজের বিপক্ষে বনূ আওসের মিত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাদের শিরশ্ছেদের নির্দেশ দেন, তখন বনূ খাযরাজ তাদের শিরশ্ছেদ করতে থাকে এবং এতে তারা বেশ আনন্দবোধ করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লক্ষ্য করলেন, খাযরাজের লোকদের চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত, আর বনূ আওসের প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, তাদের মাঝে এর কোন চিহ্ন নেই। তখন তিনি বুঝতে পারলেন, আওস ও বনূ কুরায়যার মাঝে বিদ্যমান মিত্রতাই এর কারণ। তখন বনূ কুরায়যার মাত্র বারো জন অবশিষ্ট ছিল, তিনি তাদেরকে আওসের হাতে সমর্পণ করলেন। তিনি দুই দুই ব্যক্তিকে বনূ কুরায়যার এক একজনকে দিয়ে বললেন :

لِيَضْرِبْ فُلاَنٌ وَلْيُذْنِفْ فُلاَنٌ

"তার হত্যাকার্য অমুকে আরম্ভ করবে, আর অমুকে শেষ করবে।"

হুয়াইসার ইসলাম গ্রহণ

তাদেরকে দেওয়া লোকদের মধ্যে ইয়াহূদীদের কা'ব ইব্‌ন ইয়াহ্‌যাও ছিল। সে ছিল বনূ কুরায়যার উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন একজন। তাকে মুহায়্যসা ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ও আবূ বুরদা ইব্‌ন নাইয়ার (রা)-এর হাতে সমর্পণ করলেন। আবূ বুরদা (রা) হলো : যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরবানীর জন্য এক বছরের বকরী যবাই করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বললেন :

لِيَضْرِبْهُ مُحَيِّصَةُ وَلِيُذَفِّفْ عَلَيْهِ اَبُوْ بُرْدَةَ

মুহায়্যসা তার হত্যাকার্য আরম্ভ করবে এবং আবূ বুরদা তা শেষ করবে।

তখন মুহায়্যসা (রা) তার উপর আঘাত করলেন, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করতে পারলেন না। তখন আবূ বুরদা তার হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করলেন। এ সময় হুয়াইসা যিনি তখন কাফির ছিলেন, নিজ ভাই মুহায়্যসাকে বললেন : তুমি কা'ব ইব্‌ন ইয়াহুযাকে হত্যা করলে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, হুয়াইসা বললেন : শোন হে! আল্লাহ্‌র কসম! তার সম্পদ দ্বারা তোমার পেটে বেশ কিছু চর্বি জমেছে। হে মুহায়্যসা! তুমি তো একটা অপদার্থ। তখন মুহায়্যসা (রা) তাকে বললেন : তাকে হত্যা করতে আমাকে এমন এক মহান ব্যক্তি নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি তোমাকেও হত্যা করার নির্দেশ দিলে, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করে ফেলব। মুহায়্যসা (রা)-এর এ কথায় তিনি অত্যন্ত অভিভূত হন এবং তার কাছ থেকে বিস্মিত হয়ে ফিরে যান। জনশ্রুতি এই যে, তিনি সারারাত অনিদ্রা অবস্থায় তার ভাইয়ের এ কথায় বিস্ময়বোধ করতে লাগলেন।

এরপর সকালবেলা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! নিঃসন্দেহে এটাই সত্যধর্ম। অবশেষে তিনি নবী (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ সম্পর্কেই মুহায়্যসা (রা) কিছু কবিতা রচনা করেন, যা আমি আগেই বর্ণনা করেছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাজরান থেকে ফিরে আসার পর, জুমাদাল উখরা, রজব, শাবান ও রমযান মাসে মদীনায় অবস্থান করেন। আর কুরায়শরা তাঁর বিরুদ্ধে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে উহুদের ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

উহুদ যুদ্ধ

উহুদ যুদ্ধের ঘটনা এরূপ যেমন আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম যুহ্‌রী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাব্বান, আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা ও হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মু'আয প্রমুখ আলিম বর্ণনা করেছেন। এঁদের সকলেই উহুদের ঘটনার কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন। এখানে আমি উহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত যেসব ঘটনা উল্লেখ করেছি, তাতে তাদের সকলের বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে।

কুরায়শদের বিরোধিতা

বদরের যুদ্ধে যখন কুরায়শরা পরাজিত হল এবং তাদের পরাজিত দল মক্কায় ফিরে গেল, আর এদিকে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব ও তার বাণিজ্যিক কাফিলা নিয়ে মক্কায় ফিরে এল, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাবী'আ, ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া প্রমুখ কুরায়শের আরও কিছু ব্যক্তি, যাদের পিতা-পুত্র কিংবা ভাই বদরের দিন নিহত হয়েছিল, তারা আবূ সুফিয়ান ও কুরায়শদের মধ্যে সেই কাফিলায় যাদের বাণিজ্যিক পণ্য ছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন :

'হে কুরায়শ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ তোমাদের শিকড় শুদ্ধ উৎপাটন করে দিয়েছে, তোমাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করেছে। সুতরাং তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ধন-সম্পদ দ্বারা আমাদের সাহায্য কর, যাতে আমরা তাদের থেকে আমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে, তাদের প্রতিশোধ নিতে পারি। তখন তাদের কথা মত কুরায়শরা তাই করল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কতক আলিম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয় :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ -

আল্লাহ্‌র পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিররা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে; এরপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, তারপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে (৮ : ৩৬)।

কুরায়শদের সংঘবদ্ধ হওয়া প্রসংগে

আবূ সুফিয়ান এবং বাণিজ্যিক কাফিলার উসকানিতে গোটা কুরায়শ সম্প্রদায় ও তাদের মিত্ররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কেবল ঐক্যবদ্ধই হল না বরং কিনানার গোত্রগুলো এবং তিহামার লোকেরা, যারা তাদের অনুগত ছিল, তারাও তাদের সহযোগিতার জন্য তৈরি হল :

আবূ উয্যা প্রসংগে

আবূ উয্যা আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ জুমাহী নামে এক ব্যক্তি ছিল, বদর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যার উপর অনুগ্রহ করেছিলেন। তার অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল এবং সে অভাবী ছিল। সে বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বলল : আপনি তো জানেন, আমার অনেক সন্তান-সন্ততি এবং আমি একজন অভাবী মানুষ। আপনি আমার উপর অনুগ্রহ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে, তাকে ছেড়ে দেন। এরপর সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া তাকে বললেন : হে আবূ উয্যা! তুমি তো কবি। তুমি তোমার কবিতা ও বাকশক্তি দিয়ে আমাদের সাহায্য কর এবং আমাদের সাথে যুদ্ধে চল। সে জবাব দিল : মুহাম্মদ (সা) বদর যুদ্ধে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন, তাই আমি তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে প্রস্তুত নই।

তখন সাফওয়ান বললেন : আচ্ছা, সে কথা থাক, তুমি তো নিজের জীবন দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পার। আমি অংগীকার করছি, যদি তুমি নিরাপদে ফিরে আসতে পার, তবে আমি তোমাকে প্রচুর সম্পদ দিয়ে ধনী করে দিব। আর যদি তুমি যুদ্ধে মারা যাও, তবে আমি এ দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তোমার মেয়েরা আমার মেয়েদের সাথে জীবন যাপন করবে এবং সুখে-দুঃখে তারা আমার মেয়েদের মতই থাকবে।

আবূ উয্যার অংগীকার ভংগ প্রসংগে

আবূ উয্যা এতে সম্মত হয়ে গেল এবং তিহামার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে সে বনূ কিনানাকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানিয়ে এই কবিতা বলল :

إيها بنى عبد مناف الرزام * أنتم حماة وابو كم حام

لا تعدونى نصركم بعد العام * لا تسلمونى لايحل إسلام

হে অবিচল যোদ্ধা বনূ আব্দ মানাফ! তোমরা হলে গোত্র মার্যদা সংরক্ষণকারী, যেমন ছিল তোমাদের পিতৃ পুরুষেরা গোত্র মর্যাদা রক্ষাকারী (সুতরাং এ কঠিন পরিস্থিতিতে তোমরা আমাদের সাহায্য কর)।

এ বছরের পর আর আমাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতির কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের শত্রুর হাতে ছেড়ে দিও না; কেননা, এরূপ করা আদৌ উচিত নয়।

মুসাফি' ইব্ন আবদ মানাফ প্রসংগে

এ ছাড়াও মুসাফি ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমাহ্ বনূ মালিক ইব্ন কিনানার কাছে পৌঁছে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতি প্ররোচিত করে এই কবিতা আবৃত্তি করলেন :

يا مال مال الحسب المقدم * أنشد ذا القربى وذا التذمم

من كان ذارحم ومن لم يرحم * الحلف وسط البلد المحرم

عند حطيم الكعبة المعظم

হে বনূ মালিক ইব্‌ন কিনানা! তোমাদের সেই আগেকার আভিজাত্যবোধের কি হলো যে, আমি এখন সেই আত্মীয়-স্বজনকে, প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তাদানকারীদের তালাশ করে বেড়াচ্ছি ?

তোমরা বল তো, দয়াবান রহম দিলের অধিকারী কারা ছিল? সম্মানিত শহরের মাঝে, পবিত্র কা'বা ঘরের হাতীমের পাশে, কে মিত্রদের প্রতি অনুগ্রহ করেনি ? (অর্থাৎ তোমরাই এরূপ করেছিলে, এখন তোমাদের কি হলো?)

ওয়াহশী প্রসংগে

জুবায়র ইব্‌ন মুতঈমের ওয়াহশী নামে এক হাবশী গোলাম ছিল। সে হাবশীদের মত বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী ছিল। তার লক্ষ্য খুব কমই ভ্রষ্ট হতো। জুবায়র তার গোলামকে বলল : তুমিও সকলের সাথে যুদ্ধে চলো। যদি তুমি আমার চাচা তু'মা ইব্‌ন 'আদীর হত্যার প্রতিশোধে মুহাম্মদের চাচা হামযাকে হত্যা করতে পার, তবে তুমি আমার পক্ষ হতে আযাদ হয়ে যাবে।

কুরায়শ তাদের অনুসারী ও তাদের সাথে যোগদানকারী বনূ কিনানা ও তিহামার লোকদের নিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রসহ পূর্ণ সাজ-সজ্জায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রণাঙ্গনের দিকে বেরিয়ে পড়ল। আর কেউ যাতে পলায়ন না করে, সেই সাথে নিজেদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয়, সে জন্য তারা নিজেদের মহিলাদেরকে হাওদায় বসিয়ে সাথে নিয়ে নিল।

কুরায়শদের সেনাপতি আবূ সুফিয়ান হিন্দা বিন্‌ত উতবাকে সাথে নিল। অনুরূপভাবে ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল, উম্মু হাকীম বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরাকে, হারিস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা ফাতিমা বিন্‌ত উয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরাকে ও সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া বুরযা বিন্‌ত মাসঊদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন উমায়ের সাকাফীকে সাথে নিয়ে নিল। বুরযা ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার মা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে তার নাম রুকাইয়া।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর আমর ইব্‌ন 'আস রায়তা বিন্‌ত মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজকে। রায়তা ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমরের মা। অনুরূপভাবে তালহা ইব্‌ন আবূ তালহা সুলাফা বিন্‌ত সা'দ ইব্‌ন শুহায়দ আনসারীকে সাথে নিল।

আবূ তালহা হল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবদুদ্‌দার এর কুনিয়াত আর সুলাফা হল তালহার ছেলে মুসাফি', জুল্লাস ও কিলাবের মা। তাদের পিতাসহ তারা সকলে উহুদে নিহত হয়। বনূ মালিক ইব্‌ন হিসল গোত্রের খুন্নাস বিন্‌ত মালিক ইব্‌ন মাযরাব নামক জনৈক মহিলা তার ছেলে আবূ আযীয ইব্‌ন উমায়েরসহ যুদ্ধে বেরিয়েছিল। সে মাসআব ইব্‌ন উমায়েরেরও মা ছিল। অনুরূপভাবে আমরা বিন্‌ত আলকামা এ অভিযানে অংশগ্রহণ করে। সে ছিল বনূ হারিস ইব্‌ন আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানার একজন মহিলা।

হিন্দ বিন্‌ত উতবা যখনই ওয়াহ্‌শীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করত, কিংবা ওয়াহ্‌শী যখন তার পাশে আসত, তখন সে তাকে বলত : হে আবূ দাসমা, আমার কলিজা শীতল কর। আবূ দাসমা ছিল ওয়াহ্‌শীর কুনিয়াত। মোটকথা, তারা যুদ্ধের জন্য রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছে আয়নায়ন পর্বতে আস্তানা গাড়ল, যা মদীনার বিপরীত দিকে কানাত উপত্যকার পাশে বতনে সাবখার নিম্নভূমিতে অবস্থিত ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বপ্ন এবং সাহাবীদের সংগে তাঁর পরামর্শ

বর্ণনাকারী বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শদের অবস্থা শুনলেন, আর মুসলমানরা তাদের স্থানে অবতরণ করলেন, তখন তিনি মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি একটি আজব স্বপ্ন দেখেছি। আমি একটি গাভী দেখলাম, আর দেখলাম আমার তরবারির ধারে ভঙ্গুরতা পড়ে গেছে, আর দেখলাম আমার হাত একটি মজবুত লৌহবর্মে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমার ধারণা, এর দ্বারা মদীনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে কতক জ্ঞানী ব্যক্তি একথা শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : رايت بقراً لى تذبح অর্থাৎ আমি দেখলাম, আমার কিছু গাভী যবাই করা হচ্ছে।

তিনি আরও ইরশাদ করেন : গাভী দ্বারা উদ্দেশ্য আমার কিছু সাহাবী, যারা নিহত হবে। আর তরবারিতে করাতের দাঁত দ্বারা উদ্দেশ্য আমার বংশের এক ব্যক্তি, যে নিহত হবে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যদি তোমরা মনে কর যে, আমরা মদীনাতে অবস্থান করি, আর কুরায়শরা যেখানে ছাউনি গেড়েছে, তারা সেখানেই থাক; তবে এটা তাদের জন্য খুবই খারাপ হবে, আর তোমাদের জন্য ভাল হবে। কেননা, যদি তারা সেখানেই থাকে, তবে তারা অত্যন্ত ভুল জায়গায় থাকবে। আর যদি তারা মদীনায় এসে আমাদের উপর আক্রমণ করে, তবে আমরা সকলে সেখানে থেকে তাদের বিরুদ্ধে লড়ব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে বের হওয়া সমীচীন মনে করছিলেন না। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সম্পূর্ণ একমত ছিল। সে জোরালোভাবে মদীনায় অবস্থান করা ও বাইরে বেরিয়ে আক্রমণ না করার প্রতি তাকীদ করছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমান যারা বদরে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হননি এবং পরবর্তীতে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে শহীদ হওয়ার মর্যাদা দান করেন, তারা জোর দাবি করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বাইরে বেরিয়ে দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ আমাদেরকে দিন, যাতে তারা এ ধারণা করতে না পারে যে, আমাদের মধ্যে কোন প্রকার কাপুরুষতা ও দুর্বলতা রয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় (তার কথা খণ্ডন করে) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! মদীনায়ই অবস্থান করুন, তাদের দিকে বের হবেন না। আল্লাহ্‌র কসম! যখনই আমরা মদীনা থেকে কোন শত্রুকে লক্ষ্য করে বের হয়েছি, তখনই আমরা পরাভূত হয়েছি। আর যখনই মদীনায় তারা আমাদের উপর চড়াও হয়েছে, তখন তারা পরাস্ত হয়েছে। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কুরায়শদের তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন। যদি তারা স্বস্থানেই ছাউনি গেড়ে বসে থাকে তবে সে

স্থান হবে তাদের জন্য নিকৃষ্ট জেলখানা স্বরূপ। আর যদি তারা মদীনায় প্রবেশ করে, তবে পুরুষেরা তাদের সাথে তুমুল মুকাবিলা করবে, আর মহিলা ও শিশুরা ছাদের উপর থেকে তাদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করবে। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে যেমন এসেছিল তেমনি বিফল হয়ে ফিরে যাবে।

কিন্তু যারা বের হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বারবার আব্দার করতে লাগলেন। ফলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং লৌহবর্ম পরিধান করে বেরিয়ে আসলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল শুক্রবার জুমাআর সালাত আদায়ের পর। ঐ দিনই বনূ নাজ্জারের আনসার সাহাবী মালিক ইব্ন আমর (রা)-এর ইন্তিকাল হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন, তারপর দুশমনদের উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ কষ্ট দেয়ার কারণে লজ্জাবোধ করতে লাগলেন। তারা বলতে লাগলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনর্থ কষ্টে ফেলে দিলাম, এটা আমাদের জন্য সমীচীন ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁদের কাছে বেরিয়ে এলেন, তখন তারা আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা শুধু শুধু আপনাকে কষ্টে ফেলে দিলাম। এটা আমাদের জন্য মোটেই সমীচীন হয়নি। আপনি ইচ্ছা করলে এখানেই অবস্থান করুন, আপনার যাওয়ার দরকার নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কোন নবীর জন্য শোভা পায় না একবার লৌহবর্ম পরিধান করার পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক হাজার সাহাবীর একটি দল সংগে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্ন উম্মু মাকতূমকে লোকেদের নিয়ে সালাত আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

মুনাফিকদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন মুসলিম সৈন্যদল মদীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী 'শাওত' নামক স্থানে পৌঁছলো, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল এক-তৃতীয়াংশ লোক নিয়ে ফিরে গেল এবং বলতে লাগল : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কথা শুনলেন, আমার কথা শুনলেন না। হে লোক সকল! আমার বুঝে আসছে না, এখানে নিজেকে ধ্বংস করার কি অর্থ, মোটকথা সে তার দলের যে সব লোকদের অন্তরে কপটতা ও সংশয় ছিল, তাদেরকে নিয়ে ফিরে গেল।

বনূ সালামার লোক আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম তাদের পিছু পিছু গিয়ে বললেন : হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের নিজ সম্প্রদায় ও নবীকে শত্রুর মুখোমুখি রেখে এভাবে চলে যেও না। জবাবে তারা বলল : যদি জানতাম, তোমরা যুদ্ধের সম্মুখীন হবে, তবে তোমাদেরকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করতাম না। কিন্তু আমাদের ধারণায় যুদ্ধ ঘটবে না। যখন মুনাফিকরা তাঁর কথা মানল না এবং ফিরে যেতেই চাইলো, তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : হে আল্লাহ্র

দুশমনেরা! আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ রহমত থেকে দূরে রাখুন। অচিরেই আল্লাহ্ তাঁর নবীকে তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : যিয়াদ ছাড়া সকলেই মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আনসার সাহাবিগণ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা আমাদের ইয়াহূদী মিত্রদের সাহায্য নিব কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমাদের জন্য তাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই।

যিয়াদ বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আমার কাছে বলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) অগ্রসর হয়ে বনূ হারিসার হাররা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন একটি কাণ্ড ঘটল যে, জনৈক ব্যক্তির ঘোড়া মাছি তাড়ানোর জন্য সজোরে লেজ নাড়ল, আর তা যেয়ে তার তরবারির কব্জির উপর পড়লো; ফলে তরবারি খাপ থেকে বেরিয়ে আসলো।

ইব্ন হিশাম বলেন : অনেকে (كلاب سيف এর স্থলে) كلاب سيف বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুলক্ষণ নেওয়াকে পছন্দ করতেন, আর কুলক্ষণ নেওয়াকে অপছন্দ করতেন। তিনি তরবারির মালিককে বললেন : তরবারি খাপে ভরে নাও। আমার ধারণা, আজ তরবারি খাপ থেকে বের হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : কে আছো যে, আমাদেরকে শত্রুর কাছে এমন পথ ধরে নিয়ে যাবে, যা শত্রুর সামনে দিয়ে অতিক্রম করে না। আবূ খায়ছামা বনূ হারিসা ইব্ন হারিসের লোক বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি নিয়ে যাব। এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বনূ হারিসার হাররায় নিয়ে চললেন। পথে লোকদের বাগান ইত্যাদির কথাও আলোচনা করলেন। এক সময় তারা মিরবা' ইব্ন ফায়যা-এর বাগানের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সে মুনাফিক ছিল এবং অন্ধ ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের আগমনের কথা অনুভব করে তাদের চেহারার উপর মুঠ ভরে ভরে মাটি ছুড়তে লাগল এবং বলতে লাগল : তুমি যদি আল্লাহ্র রাসূল হয়ে থাক, তবে তোমার আমার বাগানে আসার অনুমতি নেই। আরো বর্ণিত রয়েছে যে, সে হাতে মাটি নিয়ে বলতে লাগলেন : হে মুহাম্মদ, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি জানতে সক্ষম হতাম যে, এই মাটি তুমি ছাড়া আর অন্য কারো চেহারায় লাগবে না, তবে অবশ্যই আমি তা তোমার চেহারার উপর ছুড়ে মারতাম। এ কথা শুনে সকলেই তাকে হত্যা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) গিয়ে বললেন : তাকে হত্যা করো না। সে একই সাথে চক্ষু ও অন্তরের অন্ধ। কিন্তু সা'দ ইব্ন যায়দ, বনূ আবদুল আশহালের লোক, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করার আগেই তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং ধনুক উঠিয়ে তার মাথায় নিক্ষেপ করে তাকে আহত করে দেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উহুদে শিবির স্থাপন

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) অগ্রসর হয়ে উহুদের এক ঘাঁটিতে গিয়ে অবতরণ করলেন। স্থানটি ছিল পাহাড়ের পাশে উপত্যকার উঁচুতে, তিনি উট ও সৈন্য দলকে উহুদ পাহাড়ের দিকে রাখলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমাদের কেউ যেন যুদ্ধ না করে,

যতক্ষণ না আমি তাকে এর নির্দেশ দেই। তখন কুরায়শরা নিজেদের উট ও ঘোড়া সমগাহ নামক স্থানের ক্ষেতে চরাচ্ছিল, যা মুসলমানদের মালিকানাধীন 'কানাত' উপত্যকার একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ করতে নিষেধ করলে জনৈক আনসার সাহাবী (রা) বললেন : বনূ কায়লাহ (অর্থাৎ আওস ও খাযরাজ)-এর ক্ষেতে পশু চরানো হচ্ছে অথচ আমরা এর প্রতিরোধে এখনো তরবারি হাতে নিলাম না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করলেন, তাঁর সংগে তখন সাত শত লোক ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা), বনূ আমর ইব্ন আওফের লোককে তীরন্দাজদের দলপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি তখন সাদা পোশাক পরিহিত ছিলেন। তীরন্দাজদের মোট সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : তোমরা তীর দ্বারা অশ্বারোহীদেরকে প্রতিরোধ করবে, যাতে শত্রুদল পিছন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ না করতে পারে। যুদ্ধের পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল কিংবা প্রতিকূল যাই হোক না কেন, তোমরা তোমাদের স্থানে অটল থাকবে। তোমাদের ঐ দিক থেকে আমাদের উপর যেন কোন আক্রমণ না হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন দু'টি লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি মুস'আব ইব্ন উমায়ের এর হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করলেন। তিনি ছিলেন বনূ আবদুদ্দারের লোক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তরুণ যুবকদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি

ইব্ন হিশাম বলেন : উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সামুরা ইব্ন জুন্দুব ফাযারী এবং বনু হারিসা গোত্রের রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা)-কে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দিলেন। তখন তাদের উভয়ের বয়স ছিল পনের বছর। তিনি প্রথমে তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এরপর যখন তাঁর কাছে এ মর্মে বলা হলো যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! রাফি' তীর নিক্ষেপে অত্যন্ত পারদর্শী, তখন তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। রাফি' (রা)-কে অনুমতি দেওয়ার পর সামুরা ইব্ন জুন্দুর (রা)-এর ব্যাপারে বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সামুরা তো রাফিকে কুস্তিতে পরাস্ত করতে পারে। কাজেই তাঁকেও অনুমতি দিন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকেও অনুমতি দিলেন। আর নিম্নোক্ত লোকদের ফিরিয়ে দিলেন : (১) উসামা ইব্ন যায়দ (রা), (২) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা), (৩) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা), যিনি ছিলেন মালিক ইব্ন নাজ্জার গোত্রের লোক; (৪) বারা ইব্ন আযিব (রা), যিনি বনূ হারিসার লোক ছিলেন; (৫) আমর ইব্ন হাযম, যিনি মালিক ইব্ন নাজ্জার গোত্রের লোক ছিলেন।

এরপর তিনি খন্দকের যুদ্ধে এঁদের সকলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তখন এঁদের বয়স ছিল পনের বছর।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এদিকে কুরায়শরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করল। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার, যার মধ্যে অশ্বারোহী ছিল দু'শ। এদেরকে তারা একপাশে রেখে দিয়েছিল, প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। অশ্বারোহীদের ডান দিকে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ, আর বাম দিকে ইকরামা ইব্ন আবূ জাহলকে নিযুক্ত করা হল।

আবূ দুজানা এবং তাঁর বীরত্ব প্রসংগে

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) (নিজ তরবারি হাতে নিয়ে সাহাবাদের লক্ষ্য করে) বললেন :

من يأخذ هذا السيف بحقه

কে আছে, যে এই তরবারি নিয়ে এর হক আদায় করবে? একথা শুনে অনেকেই তরবারি নেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা কাউকেই দিলেন না। পরিশেষে বনূ সা'দার লোক আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন খারাশা তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এর হক কি? তখন তিনি বললেন :

أن تضرب به العدوّ حتى ينحنى

এর হক এই যে, তা দ্বারা শত্রুকে এমনভাবে মারবে, যাতে তা বাঁকা হয়ে যায়।

তখন দুজানা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) এই তরবারি আমি নেব। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তা দিয়ে দিলেন।

আবূ দুজানা (রা) ছিলেন অত্যন্ত সাহসী পুরুষ এবং যুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশলে পারদর্শী। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সময় তিনি একটি লাল পট্টি চিহ্নস্বরূপ মাথায় বেঁধে নিতেন। এর দ্বারা বুঝা যেত, তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত থেকে তরবারি নিয়ে, সেই লাল পট্টি বেঁধে নিলেন এবং বীরত্বের সাথে উভয় কাতারের মাঝে হাটতে লাগলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম জা'ফর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আসলাম বনূ সালামার জনৈক আনসার সাহাবী থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ দুজানা (রা)-কে বীরত্বের সাথে চলতে দেখে বললেন :

انها لمشية يبغضها الله الاّ فى مثل هذا الموطن

এ অহংকারসুলভ চলা আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ঘৃণা করেন, তবে এ ধরনের মুহূর্ত ছাড়া।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা আমাকে শুনিয়েছেন যে, আমর ইব্ন মালিক ইব্ন নু'মান এর গোলাম আমির ইব্ন সায়ফী যে ছিল বনূ যুবাআর লোক, সে আওস গোত্রের পঞ্চাশ জন তরুণ, অন্য বর্ণনা মতে, পনের জন তরুণকে সাথে নিয়ে মক্কায় চলে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দূরে থাকার জন্য। সে কুরায়শদের সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার করেছিল যে, যুদ্ধের ময়দানে তার সম্প্রদায়ের সাথে দেখা হলে কেউ-ই তার বিরুদ্ধে যাবে না। সেমতে মুকাবিলার সময় মক্কার গোলাম ও হাবশীদেরকে নিয়ে এই আবূ আমরই সর্বপ্রথম অগ্রসর হল। সে তার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল : হে আওস গোত্র! আমি আবূ আমির। জবাবে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল : হে ফাসিক! আল্লাহ্ তোকে চক্ষু থেকে মাহরুম করুন। জাহিলী যুগে আবূ আমিরকে 'রাহিব' বলা হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নাম

রাখেন ফাসিক। সে তার সম্প্রদায়ের জবাব শুনে বললেন : আমার সম্প্রদায়কে ছেড়ে আসার পর তারা বিগড়ে গেছে। এরপর সে তাদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করল এবং প্রস্তর বর্ষণ করল।

আবূ সুফিয়ান ও তাঁর স্ত্রীকর্তৃক কুরায়শদের উত্তেজিত করা প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সুফিয়ান আব্‌দুদ্‌দারের পতাকাবাহীদেরকে যুদ্ধের প্রতি উত্তেজিত করার জন্য বলছিলো : শোন হে বনূ আবদুদ্‌দার! বদর যুদ্ধেও ঝাণ্ডা তোমাদের হাতেই ছিল। তখন আমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা তোমাদের জানা আছে। মনে রেখ, ঝাণ্ডা দেখেই লোকেরা অগ্রসর হয়, ঝাণ্ডা স্থানচ্যুত হলে লোকদের পা পিছলে যায়। সুতরাং এখনও সময় আছে, হয়ত তোমরা আমাদেরকে নিশ্চয়তা দাও যে, এ ঝাণ্ডা উত্তোলিত রাখবে অথবা ঝাণ্ডা ছেড়ে দাও, আমরা নিজেরাই তা সামলে নেব।

একথা শুনে তারা অবিচল থাকার অঙ্গীকার করে বলল : ঝাণ্ডা তোমাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি, তবে কালকে যুদ্ধের ময়দানে দেখে নিবে আমাদের কৃতিত্ব। আবূ সুফিয়ান এটাই চাচ্ছিল।

উভয় দলের লোকেরা যখন যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হলো তখন হিন্‌দা তার সঙ্গিনীদের নিয়ে উঠে পড়লো এবং ঢোল বাজিয়ে ও গান গেয়ে পুরুষদের উত্তেজিত করতে লাগলো। হিন্দা এ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল :

ويها بنى عبد الدار * ويها حماة الادبار

ضربًا بكل بتار ـ

উঠ হে বনূ আবদুদ্‌দার।

উঠ, হে পিছনের লোকদেরকে রক্ষণাবেক্ষণকারীরা।

শাণিত তরবারি নাও এবং হামলা করো।

আরো বলছিল :

إن تقبلوا نعانق * ونفرش النمارق

او تدبروا نفارق فراق غير وامق

তোমরা যদি অগ্রসর হও, তবে আমরা মহিলারা তোমাদেরকে বুকে জড়িয়ে নিব এবং তোমাদের জন্য উত্তম বিছানা ও বালিশ বিছিয়ে অভ্যর্থনা করবো।

আর যদি তোমরা পশ্চাদপসারণ করো, তবে আমরা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো, যেমন বিচ্ছিন্ন হয় প্রেমহীন ব্যক্তি।

ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করেন :উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের ধ্বনি ছিল : أمت أمت মার, মার।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লোকেরা যুদ্ধ আরম্ভ করল এবং তা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করল। আবূ দুজানা (রা) লড়াই করতে করতে শত্রুদলের কাতারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : একাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে তাঁর তরবারি চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা আমাকে না দিয়ে আবূ দুজানাকে দেওয়ার কারণে আমি এই ভেবে মনঃক্ষুণ্ন হলাম যে, আমি তাঁর ফুফু সুফিয়া (রা)-এর ছেলে ও কুরায়শের লোক এবং আবূ দুজানার পূর্বে আমি তা চাইলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বাদ দিয়ে তাঁকে দিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি দেখব সে কি করে। এই বলে আমি তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম। দেখলাম, তিনি তাঁর সেই লাল পট্টি বের করে মাথায় বেঁধে নিলেন। এটা দেখে কোন কোন আনসার সাহাবী (রা) বললেন : আবূ দুজানা (রা) তো মৃত্যুর পট্টি বেঁধে নিয়েছে, তিনি এই কবিতা পড়া অবস্থায় রণাঙ্গনে ঝাপিয়ে ছিলেন :

انا الذى عاهدنى خليلى * ونحن بالسفح لدى النخيل

ألا أقوم للدهر فى الكيول * أضرب بسيف الله والرسول

আমি সেই ব্যক্তি, যার থেকে আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ (সা) খেজুর বৃক্ষের নীচে, পাহাড়ের কাছে, প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন।

আমি উঠে কাতারের শেষ পর্যন্ত মুকাবিলা করতে থাকবো। আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সা)-এর তরবারি সমানে চালিয়ে যাব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় الكيول শব্দের স্থলে الكبول শব্দ রয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ দুজনা (রা) যাকেই সামনে পেলেন, তাকেই হত্যা করলেন। মুশরিকদের মধ্যেও এমন একজন ছিল, যে আমাদের মুসলমানদের যাকেই পেত তাকেই শেষ করে দিত। আমি লক্ষ্য করলাম, সে আর আবূ দুজানা (রা) পরস্পরের কাছাকাছি হতে লাগলো। আমি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলাম, তিনি যেন এদের পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেন।' তাই ঘটল এবং তারা পরস্পরের মুখোমুখি হল। উভয় দিক থেকে তরবারি চলতে লাগল। মুশরিক ব্যক্তিটি আবূ দুজানা (রা)-এর উপর তরবারির আঘাত করল, কিন্তু আবূ দুজানা (রা) তরবারি দিয়ে তা প্রতিহত করে বেঁচে গেলেন। এরপর আবূ দুজানা (রা) কঠোর আঘাত করে তাকে শেষ করে দিলেন। এরপর আমি লক্ষ্য করলাম, আবূ দুজানা (রা) হিন্দা বিন্‌ত উতবার মাথার উপর তরবারি উত্তোলন করলেন, কিন্তু তিনি তাঁর উপর থেকে তরবারি সরিয়ে নিলেন।

যুবায়র (রা) বলেন : আমি ভাবতে লাগলাম, (এর রহস্য) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন, স্বয়ং আবূ দুজানা সিমাক ইব্‌ন খারাশা (রা)-এ সম্পর্কে নিজেই বর্ণনা করেন : আমি লক্ষ্য করলাম, এক ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য লোকদের উত্তেজিত করছে। আমি তার দিকে অগ্রসর হলাম এবং তাকে শেষ করার জন্য তার উপর তরবারি উঠালাম, তখন সে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। দেখলাম সে একজন মহিলা। ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র তরবারি দ্বারা একজন মহিলাকে হত্যা করে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করব না।

হামযা (রা)-এর শাহাদত

হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)ও যুদ্ধে তৎপর ছিলেন এবং এক এক করে শত্রু নিধন করে চলছিলেন। এমন কি তিনি আরতাত্ ইব্‌ন আব্‌দ শুরাহ্‌বিল ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্‌দারকেও মৃত্যুর ঘাঁটিতে পৌঁছে দিলেন। আরতাত ছিল পতাকাবাহীদের একজন। তারপর সিবা ইব্‌ন আবদুল উযযা গুবশানী হামযা (রা)-এর কাছে আসলো। তার কুনিয়াত ছিল আবূ নিয়ার। হামযা (রা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন : এসো, হে খতনাকারিণীর ছেলে। তার মার নাম ছিলো উম্মু আনমার। সে শুরায়ক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়াহাব সাকাফীর বাঁদী ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : শুরায়ক ইব্‌ন আখনাছ ইব্‌ন শুরায়ক। উম্মু আনমার মক্কায় মহিলাদের খতনা করতো। মোট কথা, যখন তারা পরস্পর মুখোমুখি হলো। তখন হামযা (রা) তাকে হত্যা করলেন।

যুবায়র ইব্‌ন মুতঈম এর গোলাম ওয়াহশী (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম ! আমি দেখতে লাগলাম, হামযা (রা) তরবারি দ্বারা লোকদেরকে নিধন করে চলেছেন। তাঁর তরবারি থেকে কেউই রেহাই পাচ্ছে না। হামযা (রা)-কে তখন ঈষৎ লালিমা মিশ্রিত কালো রঙের উটের মত দেখাচ্ছিল। ওয়াহশী (রা) বলেন : ততক্ষণে দেখলাম সিবা' ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা আমার সামনে দিয়ে হামযা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাকে দেখে হামযা (রা) বললেন : হে খতনাকারিণীর ছেলে, এদিকে এসো। এই বলে তিনি তার উপর শক্ত আঘাত হানলেন, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ঐ মুহূর্তে আমি আমার বর্শা ঘুরিয়ে সোজা তার উপর ছুঁড়লাম, যা একেবারে তার নাভীর উপরের অংশে বিদ্ধ হলো এবং তাঁর উভয় পায়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। হামযা (রা) আমার দিকে এগিয়ে আসতে চাইলেন, কিন্তু তিনি কাবু হয়ে গিয়েছিলেন এবং মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি তাঁকে ছেড়ে দিলাম এবং এভাবেই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। এরপর আমি এসে আমার বর্শা নিয়ে নিলাম এবং নিজ বাহিনীর এক দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। এরপর আমার আর কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট রইলো না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন হারিস, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার-এর সূত্রে জা'ফর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরী থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের শাসনামলে আমি এবং বনূ নওফল ইব্‌ন মানাফের লোক উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন খিয়ার সফরে বের হলাম এবং লোকদের সাথে পাহাড়ী পথ অতিক্রম করলাম। আমরা ফেরার পথে হিমস এলাকার উপর দিয়ে যখন অতিক্রম করছিলাম, তখন যুবায়র ইব্‌ন মুতঈমের আযাদকৃত গোলাম ওয়াহশী সেখানে ছিলেন। সেখানে পৌঁছে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আদী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলো ? আমরা ওয়াহশী (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে হামযা (রা)-এর হত্যার ঘটনাটি জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি তাঁকে কিভাবে হত্যা করেছিলেন ? আমি বললাম : আপনার ইচ্ছা হলে চলুন। আমরা

বেরিয়ে হিমস শহরে ওয়াহশী (রা)-এর খোঁজ করতে লাগলাম। আমরা যখন তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলাম, তখন এক ব্যক্তি আমাদেরকে বলল : তোমরা তাঁকে ঘরের সামনের উঠানে পাবে। তিনি এখন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছেন। যদি তোমরা তাঁকে এমন অবস্থায় পাও, যে তিনি নেশগ্রস্ত নন, তবে দেখবে তিনি আরবী ভাষায় কথা বলছেন, তখন তাঁর কাছে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। এ সময় তোমরা তাঁকে যা জিজ্ঞাসা করবে, তার জবাব পেয়ে যাবে। আর যদি তাঁকে এমন অবস্থায় পাও যা সাধারণত হয়ে থাকে (অর্থাৎ তিনি যদি নেশাগ্রস্ত থাকেন) তবে তাঁকে ছেড়ে ফিরে আসবে। আমর ইব্ন উমাইয়া (রা,) বলেন : আমরা বেরিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। দেখতে পেলাম, তিনি তাঁর ঘরের সামনের উঠানে একটি চাটাইয়ের উপর বসে আছেন। তিনি বোগাস (কালো চীল)-এর মত একেবারেই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি কোন কারণ ছাড়াই চীৎকার করছিলেন। আমরা তাঁর কাছে পৌঁছে তাঁকে সালাম দিলাম। তখন তিনি মাথা উঠিয়ে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আদী ইব্ন খিয়ারের ছেলে ? উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী জবাব দিলেন : হ্যাঁ।

ওয়াহশী বললেন : আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে ঐ সময়ে পর থেকে দেখিনি, যখন আমি তোমাকে তোমার মা সা'দিয়ার কাছে দিয়েছিলাম, যিনি তোমাকে যীতুয়া নামক স্থানে দুধ পান করিয়েছিলেন। আমি যখন তোমাকে তাঁর হাতে উঠিয়ে দিলাম। তখন তিনি উটের উপর বসে ছিলেন। তিনি তোমাকে যখন নীচ থেকে উঠিয়ে নেন, তখন তোমার পা দুটো কাপড়ের বাইরে ঝলমল করছিল। আল্লাহ্র কসম! তুমি এখানে এসে দাঁড়াতেই তোমার পাগুলো চিনে ফেলেছি।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমাইয়া বলেন, আমরা উভয়েই ওয়াহশীর পাশে বসে তাঁকে বললাম : আমরা আপনার কাছে এসেছি হামযা (রা)-এর ঘটনা জানার জন্য। আপনি তাঁকে কিভাবে হত্যা করেছিলেন ? ওয়াহশী (রা) বললেন : আমি তোমাদেরকে সে ঘটনা ঠিক সেভাবেই শুনাবো, যেভাবে আমি তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুনিয়ে ছিলাম, যখন তিনি আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি যুবায়র ইব্ন মুতঈম-এর গোলাম ছিলাম। তার চাচা তুমা ইব্ন আদী বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। কুরায়শরা যখন উহুদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন যুবায়র আমাকে বললেন : যদি তুমি আমার চাচার প্রতিশোধে মুহাম্মদ (সা)-এর চাচা হামযা (রা)-কে হত্যা করতে পার, তবে আমি তোমাকে আযাদ করে দেব। সুতরাং কুরায়শদের সাথে (উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য) আমি বেরিয়ে পড়লাম। আমি হাবশী ছিলাম। হাবশীদের মত বর্শা নিক্ষেপে আমি এমন দক্ষ ছিলাম যে, আমার বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট কমই হতো। যখন উভয় সৈন্যদলের মাঝে তুমুল লড়াই শুরু হলো, তখন আমি বেরিয়ে হামযা (রা)-এর তাকে রইলাম। আমি দেখলাম, তিনি ধূলায় ধূসরিত হয়ে লাল মিশ্রিত কৃষ্ণ উটের মত হয়ে গেছেন এবং তিনি তার তরবারি দ্বারা বরাবর লোকদেরকে নিধন করে যাচ্ছেন। তার তরবারির সামনে কেউই রেহাই পাচ্ছে না। আমি প্রস্তুত হয়ে দ্রুত তাঁর কাছে পৌঁছার জন্য গাছ কিংবা পাথরের আড়াল হতে লাগলাম। যাতে তিনি আমার নাগালের মধ্যে এসে যান। সেই মুহূর্তেই সীবা ইব্ন

আবদুল উয্যা আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে হামযা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। হামযা (রা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন : এসো হে খতনাকারিণীর ছেলে। এরপর হামযা (রা) সীবা এর উপর তরবারির একটি আঘাত করলেন কিন্তু তা লক্ষ্য ভ্রষ্টহলো। এ সময় আমি বর্শা ঘুরিয়ে ঠিকমত সোজা করে ছুঁড়ে মারলাম। বর্শাটি হামযা (রা)-এর নাভীর উপরের অংশে, পেটে বিদ্ধ হয়ে উভয় পায়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। হামযা (রা) এ অবস্থাতেই আমার দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি কাবু হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই পড়ে গেলেন। আমি তাঁকে তার জান বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এভাবেই ছেড়ে দিলাম। তারপর আমি তার কাছে গিয়ে বর্শা নিয়ে সেনা ছাউনিতে ফিরে এলাম এবং সেখানেই বসে রইলাম। এরপর আমার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি নিছক আযাদ হওয়ার জন্যই তাঁকে হত্যা করেছিলাম। সুতরাং যখন মক্কায় ফিরে এলাম, তখন আমাকে আযাদ করে দেওয়া হলো।

আমি মক্কায় অবস্থানরত ছিলাম, কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র মক্কা নগরী জয় করলেন, তখন আমি পালিয়ে তায়েফে চলে গেলাম এবং সেখানেই অবস্থান করতে লাগলাম। যখন তায়েফের প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে গেল, তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। একবার ভাবলাম সিরিয়া, ইয়ামান কিংবা অন্য কোন দেশে চলে যাব। আল্লাহ্র কসম! আমি এই পেরেশানীর মধ্যেই ছিলাম, এ সময় এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললেন : হে হতভাগা! আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন কাউকে হত্যা করেন না, যে তাঁর দীন গ্রহণ করে এবং কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে নেয়। ওয়াহশী (রা) বলেন : তার এ কথার পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মদীনায় আগমন করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁর মাথার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ানো দেখে বিস্মিত হলেন। এ সময় আমি কালিমায়ে শাহাদাত পড়ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি ওয়াহশী ? আমি বললাম : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। তিনি বললেন : বস্ এবং আমাকে বল তো তুমি কিভাবে হামযাকে হত্যা করেছিলে ?

ওয়াহশী (রা) বলেন : আমি পূর্ণ ঘটনা যেভাবে তোমাদের কাছে বর্ণনা করলাম, সেভাবে তাঁর কাছে বর্ণনা করে শুনিয়েছিলাম। আমার কথা শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন :

ويحك ! غيب عنى وجهك ، فلا أرينك

হতভাগা! তোমার চেহারা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। আর যেন কোনদিন আমি তোমাকে না দেখি।

ওয়াহশী (রা) বলেন : তারপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানে থাকতেন, আমি আমার মুখ অন্য দিকে লুকিয়ে ফেলতাম, যাতে তিনি আমাকে না দেখতে পান। তার ইন্তিকাল পর্যন্ত আমি এরূপই করতাম।[১]

---

১. ইসলাম গ্রহণের পর তিনি 'সাহাবী'-এর মর্যাদা লাভ করেছেন, সুতরাং তাঁর সম্পর্কে নেশাগ্রস্ত হওয়ার বর্ণনা গ্রহণযোগ নয় (—সম্পাদক)।

মুসায়লামা কায্যাবের হত্যা

ওয়াহশী বলেন : এরপর মুসলিম বাহিনী যখন ইয়ামামার অধিপতি মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যা করার জন্য রওনা হয়, তখন আমিও তাদের সংগে বের হই এবং ঐ বর্শাই সাথে নিয়ে নেই যা দ্বারা আমি হামযা (রা)-কে হত্যা করেছিলাম। যখন উভয় দলের মাঝে সংঘর্ষ শুরু হয়, তখন আমি মুসায়লামা কায্যাবকে দেখলাম, সে তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে চিনতাম না, তাই কাউকে জিজ্ঞাসা করে তার সম্পর্কে জেনে নিলাম এবং তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। অন্যদিক থেকে জনৈক আনসার সাহাবীও তাকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হন। আমরা উভয়ই তার উপর আঘাত করার ইচ্ছা করি। আমি আমার বর্শা ঘুরিয়ে ঠিক করে তার দিকে ছুঁড়ে মারি যা তার গায়ে গিয়ে বিঁধে যায়। এদিকে আনসার সাহাবী তরবারি দিয়ে তার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। আল্লাহ্-ই ভাল জানেন আমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছি। যদি আমি তাকে হত্যা করে থাকি, তাহলে মনে করবো, (আমি একদিকে যেমন) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। তেমনি (অন্যদিকে) সব চাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তিটিকেও আমিই হত্যা করেছি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ফযল, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার-এর সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন : সেদিন আমি শুনতে পেলাম, জনৈক ব্যক্তি চীৎকার করে বলছে, মুসায়লামা কায্যাবকে একজন হাবশী গোলাম হত্যা করেছে।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমি এ তথ্য পেয়েছি যে, ওয়াহশীকে মদ পানের দায়ে বার বার শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল, এমনকি তাকে চাকরী থেকে বরখাস্তও করা হয়। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলতেন : আমি জানতাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা হামযা (রা)-এর হত্যাকারীকে ছাড়বেন না।

মুস'আব ইব্ন উমায়ের (রা)-এর শাহাদত

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুস'আব ইব্ন উমায়ের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হিফাযত করার জন্য লড়তে থাকেন। এভাবে তিনি শহীদ হন। তাকে যে শহীদ করেছিলেন, সে হলো ইব্ন কামীআ লায়ছী। সে ভেবেছিল ইনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তাই সে কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়ে বলে যে, আমি মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করেছি। মুস'আব ইব্ন উমায়ের (রা) শহীদ হওয়ার পর, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঝাণ্ডা আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর হাতে অর্পণ করেন। আলী (রা)ও অন্যান্য মুসলমানদের সংগে মিলিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার কাছে মাসলামা ইব্ন আলকামা মাযিনী বর্ণনা করেন যে, উহুদের দিন লড়াই যখন তীব্র আকার ধারণ করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারদের ঝাণ্ডার নীচে বসে গেলেন এবং তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন : তুমি ঝাণ্ডা নিয়ে সামনে অগ্রসর হও। সুতরাং তিনি অগ্রসর হয়ে বললেন : আমিই আবুল ফুসাম। ইব্ন হিশামের বর্ণনা মতে, মতান্তরে আবুল কুসাম। তখন মুশরিক

সেনাবাহিনীর পতাকাবাহী আবূ সা'দ ইব্ন আবূ তালহা তাঁকে ডেকে বললেন : হে আবুল কুসাম! ময়দানে এসে লড়বে কি? আলী (রা) বললেন : হ্যাঁ! এই বলে তিনি দুই কাতারের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দু'দিক থেকে তরবারি চলতে লাগলো। এক সময় আলী (রা) তরবারির আঘাত করে আবূ সা'দকে ভূপাতিত করলেন। কিন্তু তিনি তাকে একবারেই খতম না করে ফিরে এলেন। তাঁর সাথীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি তাকে খতম করলেন না কেন? জবাবে তিনি বললেন : সে আমার সামনে নগ্ন হয়ে পড়ায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাছাড়া আমি মনে করেছিলাম, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মৃত্যু দিয়েছেন।

অন্য বর্ণনামতে আবূ সা'দ ইব্ন আবূ তালহা উভয় কাতারের মাঝে এসে গর্জন করতে লাগল : "আমি কাসিম! কে আছ আমার সাথে মুকাবিলা করবে?" কেউ যখন বেরিয়ে এলো না, তখন সে বলতে লাগল : "হে মুহাম্মদ (সা)-এর সাথীরা, তোমরা ধারণা কর যে, তোমাদের নিহতরা জান্নাতে, আর আমাদের নিহতরা জাহান্নামে যাবে। লাতের কসম! তোমাদের ধারণা মিথ্যা, যদি সত্যি তোমাদের এ বিশ্বাস হতো, তাহলে অবশ্যই তোমাদের কেউ না কেউ মুকাবিলা জন্য বেরিয়ে আসত।" একথা শুনে আলী (রা) তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উভয়ের মাঝে তরবারি চলতে লাগলো। অবশেষে আলী (রা) তাঁকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে ফেললেন।

আসিম ইব্ন সাবিত (রা)-এর ঘটনা

আসিম ইব্ন সাবিত ইব্ন আবূ আকলা (রা)ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি মুসাফি ইব্ন তালহা ও তার ভাই জুল্লাস ইব্ন তালহাকে হত্যা করেন। আসিম ইব্ন সাবিত (রা) উভয় ভাইয়ের উপর একের পর এক তীর নিক্ষেপ করেন। তাদের এক একজন (মারাত্মকভাবে আহত হয়ে) তাদের মা সুলাফার কাছে পৌঁছে নিজের মাথা তার কোলে রাখলো। তাদের মা তাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে বৎস! কে তোমাদের আহত করেছে। তারা প্রত্যেকে বললেন : তা তো জানি না, তবে আমি আমার উপর তীর নিক্ষেপ করার সময় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি : এই নাও, আর আমি আবূল আকলার ছেলে। তখন তাদের মা প্রতিজ্ঞা করলো যে, আল্লাহ্ যদি তাকে সুযোগ দেন, তবে সে আসিমের মাথার খুলিতে মদ পান করবে। আসিম (রা) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এরূপ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি নিজেও কোন মুশরিক কে স্পর্শ করবেন না, আর তাকেও কোন মুশরিক স্পর্শ করতে না পারে।

উসমান ইব্ন আবূ তালহা উহুদের যুদ্ধের সময় এই কবিতা আবৃত্তি করে, তখন সে মুশরিকদের পতাকাবাহী ছিল :

إن على اهل اللّواء حقًا * أن يخضبوا الصعدة أو تندق

মনে রেখ! পতাকাবাহীদের দায়িত্ব হলো, তারা নিজ তীরগুলোকে (শত্রুর রক্তে) ক্রমাগত রঞ্জিত করতে থাকবে, যতক্ষণ না তা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়।

উসমান ইব্‌ন আবূ তালহা এ কবিতা আবৃত্তি করছিল, তখন হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) তাকে হত্যা করেন।

ফেরেশতা কর্তৃক হানযালা (রা)-এর গোসল প্রসংগে

তুমুল যুদ্ধ চলাকালে হানযালা ইব্‌ন আবূ আমির গাসীল (রা) ও আবূ সুফিয়ান পরস্পর মুখোমুখী হল। হানযালা আবূ সুফিয়ানকে কাবু করে ফেললেন। এমন সময় শাদ্দাদ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন শাউব লক্ষ্য করলো, হানযালা (রা) আবূ সুফিয়ানকে কাবু করে ফেলছেন। তখন সে হানযালা (রা)-কে তরবারি দিয়ে আঘাত করে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমাদের সংগী অর্থাৎ হানযালাকে এখন ফেরেশতাগণ গোসল দিচ্ছে। সাহাবীরা তাঁর পরিবারস্থ লোক ও তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন : হানযালা কি অবস্থায় ছিলেন। তাঁর স্ত্রী জবাব দিলেন : তিনি যখন যুদ্ধের ঘোষণা শোনেন, তখন তিনি গোসল ফরয থাকা অবস্থায় বেরিয়ে পড়েন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় الهاتفة এর স্থলে الهائعة রয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে উত্তম ব্যক্তি হলো সে, যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে অপেক্ষা করে এবং যুদ্ধের ঘোষণা শুনামাত্রই যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়।

তিরিম্মাহ ইব্‌ন হাকীম আত্‌তাঈ বলেন : (তিরিম্মাহ অর্থ দীর্ঘকায় ব্যক্তি)

أنا ابن حماة المجد من آل مالك * إذا جعلت خور الرجال تهيع

আমি মালিক বংশের ঐ লোকদের সন্তান যারা মর্যাদা সংরক্ষণকারী, যখন কাপুরুষেরা আত্মসমর্পণ করে।

الهيعة অর্থ ভয়ংকর আওয়াজ।

ইব্‌ন ইসকাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) (হানযালা (রা)-এর বিবরণ শুনে) বললেন, এজন্যই তো তাকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছেন,

হানযালার মৃত্যুতে ইবনুল আসওয়াদ ও আবূ সুফিয়ানের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শাদ্দাদ ইব্‌ন আসওয়াদ হানযালা (রা)-কে শহীদ করার সময় এই কবিতা আবৃত্তি করেছিল :

لأحمين صاحبى ونفسى * بطعنة مثل شعاع الشمس

আমি আমার বন্ধুকে এবং আমার নিজেকে এমন বর্শা দ্বারা হিফাযত করবো, যা সূর্যের কিরণের মত ঝলমলে হবে।

এদিকে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব সেদিন তার ধৈর্য ধারণের কথা ও হানযালা (রা)-এর বিরুদ্ধে ইব্‌ন শা'উবের তাকে সাহায্য করার কথা উল্লেখ করে বলে :

ولو شئت نَجَّتنِى كُمَيت طمرة * ولم أحمِل النَّعماء لابن شعوب

وَما زال مُهرِى مزجر الكلب منهم * لدُن غدوةٍ حتى دنت لغُروب

أُقاتِلهم وأدَّعِى يَا لغَالِبٍ * وَأدفعهُمْ عَنى بُركن صلِيب
فبكى ولاَتَرعىَ مَقَالَةُ عَاذِلٍ * ولاتَسأمى من عبرة وَنحيب
أباك وَإخوانا لـه قد تَتَابعوا * وحُق لَهُم من عبرة بنصيب
وَسَلى الذى قَد كَانَ فى النَّفسِ أنى * فتلتُ من النَّجَّار كُل نَجيب
ومن هاشمٍ قَرمًا كَرِيْمًا وَمُصعبا * وكان لدى الهيجاء غير هيوب
ولو أننى لم أشفِ نفسى منهم * لكانت شجا فى القَلب ذات نُدُوب
فآبوا وقد أودى الجلابيبُ منهم * بهم خَدَب من مُعطِب وكَئيب
أصابهم من لم يكُن لدمائهم * كِفاء ولاَ فى خُطَّه بِضَرِيب

যদি আমি চাইতাম, তবে আমার তেজস্বী সাদা-কালো ঘোড়া আমাকে উদ্ধার করে নিত। আর আমার ইব্‌ন শা'উবের অনুগ্রহ নেয়ার প্রয়োজন হত না। আমার এ ঘোড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলমানদের থেকে এতটুকু দূরত্বে দৃঢ় অবস্থায় ছিল, যতটুকু দূরত্ব থেকে কুকুরকে তাড়া দেওয়া হয়।

আমি তাদের সাথে লাগাতার লড়তে থাকি এবং হে বনূ গালিব বলে আহবান করতে থাকি এবং আমি দৃঢ় শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করি।

সুতরাং আহাজারি করে নাও। আর তিরস্কারকারীর তিরস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না।

হে বনূ গালিব! তোমাদের বাপ ও ভাইদের প্রতি খুব আহাজারি করে নাও। যারা একের পর এক নিহত হচ্ছিল, (এতে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নয়), আর না অশ্রু ঝরাতে ক্লান্ত হওয়া উচিত। কেননা এরা কিছু হলেও তোমাদের অশ্রুর হকদার ছিল।

আর ঐসব লোকদের সান্ত্বনা দাও, যাদের মনে একথা রয়েছে যে, আমরা বনূ নাজ্জারের সকল সম্ভ্রান্ত লোকদের কেন হত্যা করে ফেললাম এবং বনূ হাশিমের অভিজাত এক ব্যক্তিকে কেন মৃত্যুর ঘাঁটিতে পৌঁছে দিয়েছি, যিনি ছিলেন, অত্যন্ত কঠোর এবং যুদ্ধের ময়দানে নির্ভয়ে লড়াইকারী (অর্থাৎ হামযা (রা)।

অথচ তাকে হত্যা করে আমার অন্তর যদি ঠাণ্ডা না করে নিতাম; তবে আমার অন্তরে এমন ক্ষত থেকে যেত, যার দাগ কখনও মুছতো না।

মুসলমানরা এমন অবস্থায় ফিরে গেল যে, তাদের বড় বড় তেজস্বী ব্যক্তি পেট এফোঁড় ওফোঁড়কারী বর্শার আঘাতে ধ্বংস হয়েছিল। তাদের কতকের শরীর থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল শোণিত ধারা, আর তাদের কতক দুঃখ ও বিষন্নতায় জর্জরিত হয়েছিল। তাদেরকে আবূ সুফিয়ান পরীক্ষায় ফেলে দেয়, যার কারণে তাদের রক্তের প্রতিশোধ কেউ নিতে পারছিল না, আর না তার কৃতিত্বে কেউ তার সমকক্ষ ছিল।

جَلاَبِيبُ বহুবচন, এক বচনে جِلبَاب । جِلباب-এর অর্থ হলো : মোটা ও অমসৃণ পায়জামা। কাফিররা মুসলমানদেরকে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ছিল, তাদেরকে এই উপাধি দিয়ছিল।

হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) আবু সুফিয়ানের কবিতার জবাবে বলেন

ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা মতে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আবূ সুফিয়ানের কবিতার জবাবে এই কবিতা বলেন :

ذكرت القروم الصيد من آل هاشمٍ * ولَستَ لزُورٍ قُلتَه بمُصيب

أُتعجب أن أقصدت حمزة منهم * نجيبا وقد سمَّيتَه بنَجيب

ألم يقتُلوا عمراً وعُتَبة وابنه * وشيبة والحجَّاج وابنَ حَبيب

غداةَ دعا العاصِي عليًا فَراعَه * بضَربة غضب بَلَّه بِخَضيبِ

তুমি হাশিম বংশীয় বীর-বাহাদুর শিকারীদের কথা উল্লেখ করেছো। (নিঃসন্দেহে তুমি ভুল বলোনি, সত্যিই বলেছো) তাই বলে তোমার মিথ্যা কথা সত্য হতে পারে না।)

তুমি কি এ ব্যাপারে গর্বিত যে, তুমি হাশিম বংশীয় হামযা (রা)-এর মত অভিজাত ব্যক্তিকে অভিজাত বলে স্বীকার করেও হত্যা করেছো ?

বল তো, মুসলমানরা কি আমর, উতবা ও উতবার ছেলে শায়বা, হাজ্জাজ ও ইব্‌ন হাবীবকে হত্যা করেনি ?

এই ঘটনা কি সেদিন সকালের নয় যেদিন 'আস আলী (রা)-কে যুদ্ধের আহবান করেছিল। আর আলী (রা) তাকে এমন তরবারির আঘাতে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, যা রঙীন রক্তে সিক্ত হচ্ছিল ?

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শা'উব আবূ সুফিয়ানের প্রতি অনুগ্রহের খোটা দিয়ে বলে :

ولو لادفاعى يابن حرب ومشهَدى * لألفيت يوم النَّعف غَيرَ مُجيبٍ

ولو لامكرَّى المُهر بالنَّعف قرقرت * ضباع عَليه أوضِرَاءَ كَليب

হে ইব্‌ন হার্‌ব! আমি যদি উপস্থিত থেকে তোমাকে রক্ষা না করতাম, তবে উহুদ যুদ্ধের সময় তোমাকে এমন অবস্থায় পাওয়া যেত যে, তোমার আওয়াজ শোনার মত কোন লোকই থাকতো না।

যদি আমি উহুদ পাহাড়ে আমার ঘোড়া না ছাড়তাম, তবে শৃগাল আবূ সুফিয়ানের উপর চারদিক থেকে ঝাপিয়ে পড়ত এবং খেয়ে ফেলত।

ইবন হিশাম বলেন, তার বক্তব্যে (عليه او ضراء) ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্য কারো সূত্রে বর্ণিত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্‌ন হিশাম আবূ সুফিয়ানের কবিতার জবাবে বলেন :

جزيتهم يومًا ببدر كمثله * على سابح ذى ميعة وشبيب

لدى صحن بدر أو اقمت نوائحًا * عليك ولم تحفل مصاب حبيب

وانك لو عاينت ماكان منهم * لأبت يقلب مابقيت نخيب

তেজস্বী, ফুর্তিবাজ ও তরুণ ঘোড়ার পিঠে বসে আমি এমন এক যুদ্ধে সেই কাফিরদের প্রতিশোধ নিয়েছি, যেমন বদরের যুদ্ধে নেওয়া হয়েছিল। অথবা ধরে নাও, আমি তোমার উপর বিলাপকারিণীদের নির্ধারিত করে দিয়েছি, যারা কোন বন্ধুর বিপদেও সমবেত হওয়ার ছিল না।

যদি তুমি স্বচক্ষে ঐ দৃশ্য দেখতে, যা মুসলমানরা দেখিয়েছিল, তবে তুমি চিরদিনের জন্য ভীতু ও সন্ত্রস্ত এক অন্তর নিয়ে ফিরে আসতে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হারিস ইব্‌ন হিশাম এই কবিতা এজন্য বলেছিলেন যে, তার এ ধারণা হয়েছিল, আবূ সুফিয়ান তার কবিতা :

وما زال مهرى مزجر الكلب منهم

তাকেই লক্ষ্য করে বলেছিল। কেননা, তিনি বদর যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্য করে তাঁর পতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। মুসলমানরা কাফিরদের তরবারি দিয়ে ব্যাপকভাবে হত্যা করেন; এমনকি তাদের সৈন্যদলকে সেনাছাউনি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন, ফলে, চূড়ান্তভাবে তারা পরাজিত হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করেন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তার পিতা আব্বাদ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে, তিনি যুবায়র (রা) থেকে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ জানেন, আমি হিন্দা বিন্‌ত উতবা ও তার সঙ্গিনীদের কাপড় গুটিয়ে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পলায়ন করতে দেখেছি। আর তাদেরকে পাকড়াও করাটা কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু আমরা যখন কাফিরদের সৈন্যদলকে (পরাস্ত করে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলাম) তখন আমাদের তীরন্দাজরা (রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ছেড়ে দিয়ে) কাফিরদের পরাজিত সৈন্যদলের পিছু ধাওয়া করল, ফলে আমাদের পিঠ অশ্বারোহীদের দিকে হয়ে গেল। এই সুযোগে শত্রুরা আমাদের পিছন থেকে আক্রমণ করলো। অন্যদিকে জনৈক ঘোষক এরূপ ঘোষণা দিতে লাগল : ألا إن محمداً قد قتل শোন! শোন! মুহাম্মদ নিহত হয়েছে। তখন আমরা মুসলমানরাও তাদের দিকে ফিরলাম। আর তারাও আমাদের দিকে ফিরল। এ পরিস্থিতির উদ্ভব তখন হলো, যখন কাফিরদের ঝাণ্ডাবাহীদের নিঃশেষ করে ফেলেছিলাম এবং তাদের একজনও ঝাণ্ডার কাছে আসার সাহস পাচ্ছিল না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : الصارخ অর্থ-গিরিপথে চীৎকারকারী, এখানে এ দ্বারা শয়তানকে বুঝান হয়েছে।

সুআবের বীরত্ব সম্পর্কে হাস্সানের বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : কিছু সংখ্যক বিজ্ঞজনের বর্ণনামতে এ সময় কাফিরদের ঝাণ্ডা একেবারেই অবনমিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে যখন 'আমরাহ বিন্ত আলকামা হারিসী কুরায়শদের উদ্দেশ্যে তা উত্তোলন করল তখন কুরায়শরা পুনরায় ঝাণ্ডার চারপাশে সমবেত হলো। এক পর্যায়ে এই ঝাণ্ডা সুআব নামের হাবশীর হাতে এসে গেল। সে ছিল আবূ তালহার গোলাম এবং কাফিরদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি যে এই ঝাণ্ডা উঠিয়েছিল। সুআব এই ঝাণ্ডা রক্ষা করতে গিয়ে ক্রমাগত লড়ে যেতে লাগল এমনকি যখন তার উভয় হাত কেটে দেওয়া হলো, তখন সে হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে বুক ও গলার দ্বারা ঝাণ্ডাকে ধরলো এবং নিহত না হওয়া পর্যন্ত তা ধরে রাখলো। সে তখন বলছিল : اللهم هل اعــزرت আয় আল্লাহ্! আমি কি কোন ওযর অবশিষ্ট রেখেছি।

এ সম্পর্কে হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) বলেন :

فخرتم باللواء وشرفخر * لـواء حيـن رد إلى صـؤاب

جعلتم فخركم فيه بعبد * وألاأم من يطا عفر التراب

طننتم والسفيه له ظنون * وما إن ذاك من أمر الصواب

بأن جلادنا يوم التقينا * بمكة بيعكم حمر العياب

أقر العين أن عصبت يداه * وما ان تعصبان على خضاب

তোমরা তোমাদের ঝাণ্ডা নিয়ে গর্ব করো, অথচ তোমাদের এ গর্ব ঘৃণ্যতম গর্ব, কেননা, এ ঝাণ্ডা সবশেষে সুআব (নামের গোলামের) মত ব্যক্তির হাতে পৌঁছেছে।

এ ঝাণ্ডা নিয়ে তোমরা গর্ব করছো এক গোলামের কারণে যার মায়ের অবস্থা এই যে, তাকে ধূসর বর্ণের লোকেরা ব্যবহার করে থাকে। (এখানে লোক দ্বারা বনূ আবূ তালহার দিকে ইংগিত করা হয়েছে।)

তোমরা ধারণা করছো, আর বোকাদের কাজ হলো নিছক ধারণা করা। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাস্তবতার সাথে ধারণার সম্পর্কে খুব কমই থাকে।

যেদিন আমরা এবং তোমরা (উহুদ যুদ্ধে) মুখোমুখী হয়েছিলাম, (সেদিন তোমাদের ধারণা ছিল যে) তোমরা আমাদের চামড়া মক্কায় (বাণিজ্যিক পণ্য রাখার) লাল থলে বানিয়ে বিক্রি করবে।

তার হাত লাল দেখে চক্ষু শীতল হতো, আর এ লাল রং মাখানো লাল নয় (বরং রক্তের কারণে লাল)।

ইব্ন হিশাম বলেন : এর শেষ পংক্তিটি আবূ খুরাশ হুযালীর নামে বর্ণনা করা হয়। খালাফ আহমার আমাকে হুযালির নামে এ পংক্তিটি আরো কিছু পংক্তিটি শুনিয়ে দেন :

أقر العين أن عصبت يداها * وما إن تعصبان علي خضاب

অর্থাৎ এখানে يداه-এর স্থলে يداها রয়েছে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁর স্ত্রী, উহুদ যুদ্ধের সাথে এর সম্পর্ক নেই। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এ পংক্তিগুলো মা'কিল ইব্ন খুয়ায়লিদ হুযালী রচিত।

আমরাহ বিন্ত আলকামা হারিসীর বীরত্ব সম্পর্কে হাস্সানের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাসান ইব্ন সাবিত, আমরাহ বিন্ত আলকামা হারিসী ও তার ঝাণ্ডা উত্তোলন সম্পর্কে বলেন :

اذا عضل سيقت إلينا كأنها * جداية شرك معلمات الحواجب

اقمنا لهم طعنا مبيراً منكلا * وجزناهم بالضرب من كل جانب

فلو لا لواء الحارثية أصبحوا * يباعون فى الأسواق بيع الجلائب

যখন বনূ আযল শিরক এলাকার হরিণের বাচ্চার মত আমাদের দিকে ধেয়ে এসেছিল, যাদের ভ্রুর উপর চিহ্ন ছিল ; তখন আমরা তাদের প্রতি দৃষ্টান্তমূলক বিধ্বংসী বর্শা নিক্ষেপ শুরু করি এবং চারিদিক থেকে তরবারির আঘাত করে তাদের লাশের স্তূপে পরিণত করি। যদি আমরাহ হারিসীর ঝাণ্ডা না হতো, তবে তারা বাজারে বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায় বিক্রি হতো।

ইব্ন হিশাম বলেন : হাস্সান ইব্ন সাবিতের এই কবিতাগুলো প্রথম কবিতাগুলোর অংশ বিশেষ।

উহুদ যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহত হওয়া প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন মুসলমানগণ ছত্রভংগ হয়ে পড়েছিলেন, আর দুশমনরা তাদের উপর কঠিন আঘাত হানছিল, তখন ছিল মুসলমানদের অত্যন্ত দুর্যোগ ও কঠিন পরীক্ষার সময়। মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চাচ্ছিলেন তাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করছিলেন। এরপর শত্রুদল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাঁর উপর পাথর বর্ষণ করতে আরম্ভ করলো। ফলে, তিনি একপাশে পড়ে গেলেন, তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল, চেহারা মুবারক যখমী হলো এবং তাঁর ঠোঁটও কেটে গেল। যে ব্যক্তি তাঁকে আহত করেছিল, সে ছিল উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে হুমায়দ তাবীল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর পবিত্র চেহারাও যখমী হয়, মাথার যখম হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে এবং তিনি এই বলে রক্ত মুছতে থাকেন :

كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ -

ঐ জাতি কিভাবে সফলকাম হতে পারে যারা তাদের নবীর চেহারা রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করছেন।

এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ.

"তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন কিংবা তাদের শাস্তি দিবেন—এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই ; কারণ তারা তো যালিম" (৩ : ১২৮)।

আঘাতের পর আঘাত

ইব্ন হিশাম বলেন : রুবায়হ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তার পিতা থেকে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এ তথ্য বর্ণনা করেছেন যে, উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর পাথর নিক্ষেপ করে তার সামনের ডান দিকের নীচের দাঁত ভেঙ্গে দেয় এবং নীচের ঠোঁট যখমী করে দেয়, আবদুল্লাহ্ ইব্ন শিহাব যুহরী তার ললাট যখমী করে দেয়, আর ইব্ন কামিয়া তাঁর পবিত্র চেহারার উপরিঅংশ এমনভাবে আঘাত করে যে, তাঁর শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া মাথার ভিতরে ঢুকে যায় এবং তিনি একটি গর্তে পড়ে যান, এই গর্তটি আবূ আমির নামক জনৈক ব্যক্তি খনন করেছিল, যাতে মুসলমানরা না জেনে তার মধ্যে পড়ে। এ সময় আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরেন, তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) তাঁকে ভর দিয়ে উঠান এবং সোজা দাঁড়া করিয়ে দেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর পিতা মালিক ইব্ন সিনান (রা) তার চেহারা থেকে রক্ত চুষে গিলে ফেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

مَنْ مَسَّ دَمِى دَمَهُ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ

আমার রক্ত যার রক্তের সাথে মিশেছে, দোজখের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না।

জীবন্ত শহীদ

ইব্ন হিশাম বলেন, আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ দারাওয়ারদী (র) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন :

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى شَهِيْدٍ يَمْشِى عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ -

যে ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী শহীদকে দেখতে চায়, সে যেন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্কে দেখে।

আবদুল আযীয দারাওয়ারদী আরও বর্ণনা করেছেন : ইসহাক ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন তালহা, ঈসা ইব্ন তালহা থেকে, তিনি আয়েশা (রা)-এর সূত্রে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ উবায়দা ইব্ন জার্রাহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা থেকে দু'টি কড়ার একটি টেনে বের করার সাথে সাথে তাঁর সামনের দিকে একটি দাঁত পড়ে যায়। তারপর তিনি অন্য কড়াটি বের করেন, তখন তার সামনের আরেকটি দাঁত পড়ে যায়। এভাবে তার দু'টি দাঁত পড়ে গিয়েছিল।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) উতবা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসকে লক্ষ্য করে বলেন :

إذا الله جازى معشراً بفعالهم * وضرهم الرحمن رب المشارق
فاخزاك ربى ياعتيب بن مالك * ولقاك قبل الموت احدى الصواعق
بسطت يمينا للنبى تعمداً * فأدميت فاه ، قطعت بالبوارق
فهلا ذكرت الله والمنزل الذى * تصير اليه عند إحدى البوائق

যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন গুমরাহ শ্রেণীকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তির ফয়সালা শুনান এবং যখন মাশরিকের রব রহমান তাদের অনিষ্টের মধ্যে ফেলেন, সে সময় হে উতবা ইব্‌ন মালিক ! আমার রব তোমাকে দারুণভাবে লাঞ্ছিত করুন এবং মৃত্যুর আগেই তোমার কোন না কোন বজ্রাঘাতের সাথে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিন। স্বেচ্ছায় তুমি নবী (সা)-এর উপর হাত উঠিয়েছ এবং তার পবিত্র চেহারা রক্তাক্ত করেছ, আল্লাহ্ করুন ! তোমার হাত যেন তরবারি দিয়ে টুকরা টুকরা করা হয়।

তোমার কি আল্লাহ্‌র এবং সেই স্থানের কথা স্মরণ হয়নি, যে দিকে তোমাকে এক কঠিন বিপদের মুহূর্তে ফিরে যেতে হবে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি এই কবিতার দুটি লাইন ছেড়ে দিয়েছি, যাতে তিনি খারাপ ভাষা ব্যবহার করেছেন।

ইব্‌ন সাকানের আত্মত্যাগ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মাআয মাহমূদ ইব্‌ন আমর থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যখন শত্রুরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘিরে ফেলে, তখন তিনি বলেন : কে আছো, যে আমার জন্য তার জীবন বিক্রি করবে ? এ কথা শুনে যিয়াদ ইব্‌ন সাকান (কারো কারো মতে তিনি উমারা ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন সাকান) পাঁচজন আনসার সাহাবীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করতে গিয়ে একের পর এক শহীদ হয়ে যান। তাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন যিয়াদ (রা) কিংবা আম্মারা (রা)। তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করতে থাকেন, যতক্ষণ না আঘাতে জর্জরিত হয়ে এক স্থান পড়ে যান। এরপর মুসলমানদের একটি দল দাঁড়িয়ে যায় এবং কাফিরদের পিছু ধাওয়া করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : ادنوه منى তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিয়াদ কিংবা আম্মারা (রা)-কে তাঁর পবিত্র উরুতে শুইয়ে দেন। এরপর তিনি তাঁর গণ্ডদেশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উরুতে থাকা অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

উম্মু আম্মারা (রা)-এর বাহাদুরী

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উম্মু আম্মারা নাসীবা বিন্‌ত কা'ব মাযিনী (রা) উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে সাঈদ ইব্‌ন আবূ যায়দ আনসারী বলেন যে, উম্মু সা'দ বিন্‌ত সা'দ ইব্‌ন রাবী বলতেন : আমি উম্মু আম্মারার কাছে গিয়ে বললাম : খালা, আপনার অবস্থা বলুন ? তিনি বললেন : আমি দিনের প্রথমাংশে বেরিয়ে পড়ি এবং লোকেদের কাজ-কর্ম দেখতে থাকি এ সময় আমার সাথে পানির মশক ছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর সংগীদের মাঝে ছিলেন, আর বিজয় ও আল্লাহ্‌র মদদ তখন মুসলমানদের পক্ষেই ছিল। কিন্তু যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং মুসলমানরা পরাজিত হতে লাগল, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে গিয়ে সরাসরি কাফিরদের মুকাবিলা করতে লাগলাম, তরবারি দিয়ে তাঁকে হিফাযত করতে লাগলাম এবং ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। এমন কি আমার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

উম্মু সা'দ আরও বলেন : আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর কাঁধে একটি গভীর ক্ষত রয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনাকে এ আঘাত কে করেছে ? তিনি জবাব দিলেন : ইব্‌ন কামিআ। আল্লাহ্ তাকে অপদস্থ করুন ! লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ছেড়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগলো, তখন ইব্‌ন কামিআ অগ্রসর হয়ে বলছিল, মুহাম্মদকে দেখিয়ে দাও। সে যদি আজ বেঁচে যায়, তবে আমার রক্ষা নেই। ইব্‌ন কামিআর এ কথা শুনে আমি, মুসআব ইব্‌ন উমায়ের ও আরও কিছু লোক যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলেন, তাকে প্রতিহত করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। ঐ সময় ইব্‌ন কামিআ আমাকে এই আঘাতটি করে, আমিও তাকে তরবারি দ্বারা কয়েকটি আঘাত করি, কিন্তু আল্লাহ্‌র দশমন দু'টি লোহ বর্ম পরিহিত ছিল। তাই তার গায়ে আঘাত লাগেনি।

রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর হিফাযতে আবূ দুজানা ও সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ভূমিকা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর দুজানা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর উপুড় হয়ে পড়ে ঢালের মত হয়ে যান এবং তীরের পর তীর পিঠে পেতে নিতে থাকেন ; এবং তাঁর পিঠে অসংখ্য তীরের আঘাত লাগে। সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিফাযতের জন্য তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন। তিনি বলেন : আমি লক্ষ্য করলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এই বলে তীর দিচ্ছিলেন : ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي। আমার পিতামাতা তোমার উপর উৎসর্গ, তীর নিক্ষেপ করে যাও।

এমনকি তিনি আমাকে এমন একটি তীর দিলেন, যার ফলক ছিল না। তবুও তিনি বললেন : নাও এটাকেও নিক্ষেপ কর।

কাতাদা (রা) এবং তাঁর চোখ প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধনুক থেকে নিক্ষেপ করছিলেন, এমন কি ধনুকের এক পাশ ফেটে গেল।

কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা) তা নিয়ে নিলেন এবং তা তার হাতেই ছিল, সেদিন কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা)-এর চোখে আঘাত লাগে, যার ফলে তাঁ চোখ বেরিয়ে এসে গালের উপর ঝুলে পড়ে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা (রা) আরও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চোখটি নিজ পবিত্র হাত দিয়ে স্বস্থানে বসিয়ে দিলেন ; ফলে তাঁর এ চোখটি আগের চাইতে অধিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ও সুন্দর হয়ে গেল।

আনাস ইব্‌ন নযর (রা)-এর রাসূলপ্রীতি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কাসিম ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন রাফি' (বনী 'আদী ইব্‌ন নাজ্জারের লোক) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন নযর (রা) যিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর চাচা ছিলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব ও তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে পৌঁছলেন। সেখানে আরও কিছু মুহাজির ও আনসার সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। সকলেই হাতের উপর হাত রেখে বসে ছিলেন। তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা এখানে কেন বসে আছেন ? তারা জবাব দিলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো শহীদ হয়ে গিয়েছেন। একথা শুনে তিনি তাদের বললেন : তবে তাঁর অবর্তমানে তোমরা এ জীবন দিয়ে কি করবে ? ওঠো, যে উদ্দেশ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবন উৎসর্গ করেছেন, তোমরাও সে উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করো। এরপর আনাস ইব্‌ন নযর (রা) কাফিরদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর বীরত্ব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুমায়দ তাবীল আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি সেদিন আনাস ইব্‌ন নযর (রা)-এর শরীরে তরবারির ৭০টি জখম দেখেছি। তাঁকে তাঁর বোন ছাড়া আর কেউ চিনতে পারেনি। তাঁর বোন তাঁকে তার আংগুল দেখে চেনেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ আলিম বর্ণনা করেছেন যে, উহুদের যুদ্ধে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর মুখে একটি পাথর লেগেছিল যার ফলে তাঁর সামনের একটা দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর দেহে বিশ বা তার চেয়েও অধিক আঘাত লাগে। কিছু আঘাত লেগেছিল তাঁর পায়ে, যার কারণে তিনি খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী বর্ণনা করেন যে, মুসলমানদের বিপর্যয় ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিহত হওয়ার গুজব ছড়িয়ে যাওয়ার পর যিনি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খোঁজ পেয়েছিলেন তিনি হলেন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)। তিনি বলেন : আমি শিরস্ত্রাণের নীচে থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উভয় চক্ষু ঝলমল করতে দেখে তাঁকে চিনে ফেললাম। তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে আহবান করতে লাগলাম : হে মুসলিম সম্প্রদায় ! তোমাদের

জন্য সুসংবাদ। এই তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)আমাকে চুপ থাকতে ইংগিত করলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর যখন মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিনতে পারলেন, তখন তিনি মুসলমানদের সাথে নিয়ে ঘাঁটির দিকে চলে গেলেন। এ সময় তাঁর সংগে ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক, উমর ইব্ন খাত্তাব, আলী ইব্ন আবূ তালিব, তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্, যুবায়র ইব্ন আওয়াম, হারিস ইব্ন সাম্মা (রা)-সহ আরও কিছু মুসলমান।

উবায় ইব্ন খালফের হত্যা

ইব্ন ইসহাক আরও বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ঘাটির উপর উঠলেন, তখন সেখানে উবায় ইব্ন খালাফ তাঁর সন্ধান পেয়ে পৌঁছে গেল এবং বলল : হে মুহাম্মদ ! তুমি বেঁচে গেলে আমার রক্ষা নেই। তখন মুসলমানরা জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমরা কেউ কি তার দিকে অগ্রসর হব ? তিনি বললেন : তাকে ছেড়ে দাও। এরপর সে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে গেল, তখন তিনি হারিস ইব্ন সাম্মা থেকে বর্শা নিলেন। (ইব্ন ইসহাক বলেন,) আমি জানতে পেরেছি, অনেকের বক্তব্য এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাম্মা থেকে বর্শাটি নিয়ে তা এমন জোরে ঝাড়া দিলেন যে, আমরা এমনভাবে ছিটকে পড়লাম, যেমন ভীমরুলের ঝাঁক উটের তাড়া খেয়ে, উটের পিঠ থেকে উড়ে যায়। [ইব্ন হিশাম বলেন : الشعراء অর্থ দংশনকারী মাছি]

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) উবায় ইব্ন খাল্ফের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তার ঘাড়ের উপর এমন জোরে বর্শার আঘাত হানলেন, যার ফলে সে ঘোড়ার উপর থেকে ছিটকে পড়লো এবং কয়েকবার গড়াগড়ি খেল।

[ইব্ন হিশাম বলেন : تدأدأ অর্থাৎ تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج ঘোড়ার পিঠে থেকে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেল।]

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে সালিহ্ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ বর্ণনা করেছেন যে, উবায় ইব্ন খাল্ফ মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে বলতেন : হে মুহাম্মদ ! আমার একটি আশ্রয়স্থল রয়েছে। তা হলো একটি ঘোড়া, যাকে আমি দৈনিক এক ফরক (প্রায় ৫ সের) দানা আহার দেই। তার উপর আরোহণ করে আমি তোমাকে হত্যা করব।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাবে বলতেন : ইন্শাআল্লাহ আমিই তোমাকে হত্যা করব। তাই উবায় ইব্ন খালফ যখন কুরায়শদের মাঝে ফিরে এলো, তখন তার ঘাড়ে সামান্য মাত্র আঘাত লেগেছিল, যার কারণে রগে রক্ত জমে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল : আল্লাহ্র কসম ! মুহাম্মদ আমাকে খুন করেছে। কুরায়শরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল : আল্লাহ্র কসম ! তুমি অনর্থক মন খারাপ করছো। তোমার তো তেমন কিছু হয়নি। উবায় ইব্ন খাল্ফ বলল : মুহাম্মদ আমাকে মক্কা থাকতেই বলেছিল : আমি তোমাকে হত্যা করব। তাই আল্লাহ্র কসম ! সে আমার উপর

শুধু থুথু ফেললেও আমি মরে যেতাম। এরপর কুরায়শরা তাকে নিয়ে মক্কায় ফেরার পথে, 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছলে আল্লাহ্‌র দুশমন মারা যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ সম্পর্কে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এই কবিতা রচনা করেন :

لقد ورث الضلالة عن ابيه * أبى يوم يارزه الرسول
أتيت اليه تحمل رم عظم * وتوعده وأنت به جهول
وقد قتلت بنو الجار منكم * أمية إذ يغوث يا عقيل
وتبّ ابنا ربيعة اذا أطاعا * أبا جهل ، لأ مهما الهبول
وافلت حارث لما شغلنا * بأسر القوم ، اسرته فليل

তার পিতার উত্তরাধিকার সূত্রেই উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ গুমরাহী পেয়েছিল। আর সে উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মুকাবিলার জন্য এগিয়ে এসেছিল।

হে উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ ! তুমি তোমার ধ্বংসশীল হাড় নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে এগিয়ে আসছিলে, আর তুমি তাঁর আসল পরিচয় না জেনে তাকে হুমকি দিচ্ছিলে।

বনূ নাজ্জার তোমাদের মধ্য থেকে উমাইয়াকে এমনভাবে হত্যা করেছে যে, সে হে আকীল! হে আকীল ! বরে ফরিয়াদ করছিল !

রাবীআর পুত্রদ্বয় আবূ জাহলের আনুগত্য করে ধ্বংস হলো, আর এখন তাদের মা ধ্বংস হোক। আমরা বন্দীদের গ্রেফতার করায় ব্যস্ত ছিলাম, এ সুযোগে হারিস উধাও হয়ে গেল ; আর তার গোত্র পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : أسرته এর অর্থ قبيلته অর্থাৎ তার গোত্র। হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) এ সম্পর্কে আরও বলেন :

ألا من مبلغ عنى أبيا * لقد ألقيت فى سحق السعير
تمنى بالضلالة من بعيد * وتقسم أن قدرت مع النذور
تمنيك الأمانى من بعيد * وقول الكفر يرجع فى غرور
فقد لا قتك طعنة ذى حفاظ * كريم البيت ليس بذى فجور
له فضل على الاحياء طراً * إذا نابت ملمات الأمور

এমন কেউ আছে কি, যে উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফের কাছে আমার পক্ষ থেকে এই বার্তা পৌঁছে দেবে যে, তোমাকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

তুমি দীর্ঘদিন যাবত ভ্রান্ত আশা করছিলে, আর সেই সাথে কসমও খাচ্ছিলে যে, তুমি অবশ্যই সফলকাম হবে।

তুমি অত্যন্ত দুরাশা করছিলে, অথচ কুফর সুলভ উক্তির ফলাফল নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই নয়।

তাই তোমার উপর এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের বর্শা বিদ্ধ হলো ; যিনি মর্যাদাশীল, নেতৃস্থানীয়, অভিজাত পরিবারের লোক। যিনি মর্যাদাহীন অনাচারী নন।

কঠিন বিপদ-আপদের সময়ে সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পার্বত্য ঘাঁটিতে উপনীত হওয়া প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন পার্বত্য ঘাঁটিতে উপনীত হলেন, তখন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) পানির সন্ধানে বের হয়ে উহুদের পার্শ্ববর্তী মিহরাস জলাশয় থেকে তাঁর ঢাল ভরে পানি নিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে পান করার জন্য তা পেশ করলেন। তিনি তাতে দুর্গন্ধ অনুভব করে অপছন্দ করলেন, তা পান করলেন না, বরং তা দিয়ে তাঁর পবিত্র চেহারার রক্ত ধৌত করলেন। আর তিনি তাঁর মাথায় এ পানি ঢালার সময় বলতে লাগলেন : সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্র গযব খুবই কঠোর, যে তাঁর নবীর চেহারা রক্তে রঞ্জিত করেছে।

সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের ঈমানী জযবা

আমার কাছে সালিহ্ ইব্ন কায়সান জনৈক ব্যক্তির সূত্রে সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : আল্লাহ্র কসম ! আমার অন্তরে কোন মানুষকে হত্যা করার তীব্র ইচ্ছা কখনো জন্মেনি, যতটা আমার ভাই উতবাকে হত্যা করার ব্যাপারে জন্মেছিল। যদিও আমি জানতাম যে, এ কারণে আমি আমার সম্প্রদায়ের কাছে ঘৃণিত হয়ে যাব। কিন্তু আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ ইরশাদই যথেষ্ট যে, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্র গযব খুবই কঠোর, যে তাঁর রাসূলের চেহারা রক্তে রঞ্জিত করেছে।

কুরায়শদের পশ্চাদ্ধাবন প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথীদের সংগে ঘাঁটিতে ছিলেন, এমন সময় কুরায়শের কিছু লোক পাহাড়ের চূড়ায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে উঠে গেল।

ইব্ন হিশামের বর্ণনা মতে, এ দলের দলপতি ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ لَهُمْ اَنْ يَعْلُوْنَا

হে আল্লাহ্ ! তাদের জন্য আমাদের উপর চড়াও হওয়া উচিত হবে না। অবশেষে উমর (রা)-সহ মুহাজিরদের একটি দল তীব্র মুকাবিলা করে তাদের পাহাড় থেকে নামিয়ে দেন।

তালহা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্যকরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাহাড়ের একটি টিলায় আরোহণ করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি আহত হওয়ার কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, এছাড়া তিনি দুটো লৌহ বর্ম পরিহিত ছিলেন, এ কারণে তিনি সেখানে আরোহণ করতে সক্ষম হলেন না। তখন তালহা

ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) এসে তাঁর কাছে বসে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ তাঁর সাহায্যে টিলার উপর চড়ে নিজেকে সামলে নিলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন : তালহা নিজের উপর জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে, যখন সে আল্লাহ্‌র রাসূলের জন্য এ খিদমতটি আঞ্জাম দিয়েছে।

এ তথ্য আমি পেয়েছি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি ইকরামা (রা)-এর সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এ তথ্য পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সেদিন সেই ঘাঁটির ধাপে চড়তে পারেন নি।

ইব্‌ন হিশাম আরও বলেন : গুফরা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম উমর বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন আহত হওয়ার কারণে সালাত বসে পড়িয়েছিলেন। আর মুসলমানরাও তাঁর পিছনে বসেই সালাত আদায় করেছিলেন।

ইয়ামান ও ওয়াকাশ (রা)-এর নিহত হওয়া সম্পর্কে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সেদিন মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল, এমন কি অনেকে মুনাক্কা এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, যা আওয়ায[১] এলাকার কাছে ছিল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা মাহমূদ ইব্‌ন লবীদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উহুদ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন, তখন হুসায়েল ইব্‌ন জাবির ওরফে ইয়ামান, হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামানের পিতা ও সাবিত ইব্‌ন ওয়াকাশ (রা)-কে মহিলা ও শিশুদের সাথে গুহায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এঁরা দু'জন অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁরা একে অপরকে বললেন : এরে হতভাগা ! কিসের অপেক্ষা করছো ? আল্লাহ্‌র কসম ! আমাদের দু'জনের কারোই বয়স এর চাইতে বেশি বাকী নেই, যতটুকু গাধার দু'বার পানি পান করার সময়ে হয়ে থাকে। আজ না হয় কাল আমরা মরে যাব। আমরা তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলে যাচ্ছি না কেন ? তবেই তো আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন। এ কথা বলে উভয়ই তরবারি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং লোকদের মাঝে ঢুকে গেলেন। তাদের এ ব্যাপারে কেউই কিছু জানতো না। সাবিত ইব্‌ন ওয়াকাশ (রা)-কে তো মুশরিকরা শহীদ করলো। আর হুসায়েল ইব্‌ন জাবির (রা)-কে মুসলমানরা চিনতে না পারায়, তার উপর তরবারির আঘাত করে, ফলে তিনি মারা যান। তখন হুযায়ফা (রা) বলে উঠলেন : ইনি তো আমার আব্বা। মুসলমানরা বললেন। আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা তো বুঝতে পারিনি। তাদের কথা সত্যই ছিল। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের সকলকে ক্ষমা করুন, তিনি অত্যন্ত দয়াবান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার দিয়্যত (রক্তপণ) দিতে চাইলেন ; কিন্তু

১. আওয়ায-মদীনার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।

হুযায়ফা (রা) মুসলমানদের জন্য তা ক্ষমা করে দিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেল।

ইয়াযীদ (রা) ও তাঁর পিতা হাতিব প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে হাতিব ইব্ন উমাইয়া ইব্ন রাফির ইয়াযীদ নামে এক ছেলে ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি আহত হলেন। তাকে ঘরে আনা হলো। তখন তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। পরিবারস্থ সকলেই তাঁর চারিপাশে সমবেত হল। মুসলমান নরনারী সকলেই তাকে বলতে লাগলেন : হে হাতিব তনয় ! জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। হাতিব ছিল এক বৃদ্ধ ব্যক্তি। তার অন্তরে তখনও জাহিলিয়াত বর্তমান ছিল। তখন তার নিফাক তথা কপটতা প্রকাশ পেয়ে গেল। সে বলে উঠলো : তোমরা তাকে কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ ; হারমাল[১] জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছ ? আল্লাহ্র কসম ! তোমরা প্রতারণা করে এই তরুণের জীবন ধ্বংস করলে।

মুনাফিক অবস্থায় কুযমানের মৃত্যু

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল যার সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না যে, সে কোন গোত্রের। তার নাম ছিল কুযমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে তার সম্পর্কে আলোচনা হলে তিনি বলতেন : اِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ সে তো জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

উহুদের যুদ্ধ কুযমান বেশ উদ্যমের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এমনকি সে একাই সাত/আট জন মুশরিককে হত্যা করে। সে অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলো। অবশেষে সে নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হয়, যার কারণে উঠতে পারছিল না। তাকে উঠিয়ে বনূ যাফারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মুসলমানরা বলতে লাগলেন : কুযমান আজ তোমার পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বলল : আমাকে কিসের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে। আমি তো নিছক আমার কওমের মর্যাদা রক্ষার্থে লড়েছি। অন্যথায় কখনো আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম না। এরপর যখন তার জখমের যন্ত্রণা তীব্র হলো, তখন সে তূণীর থেকে তীর বের করে আত্মহত্যা করলো।

মুখায়রীকের ঘটনা সম্পর্কে

ইব্ন ইসহাক বলেন : উহুদের নিহতদের মধ্যে মুখায়রীক নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল বনূ ছা'লাবা ইব্ন ফিতূয়নের লোক। সে উহুদ যুদ্ধের দিন ইয়াহূদীদের লক্ষ্য করে বলল : হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! আল্লাহ্র কসম! তোমরা জানো যে, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। তারা বললো : আজ তো শনিবার। মুখায়রীক বলল : শনিবার বলতে

---

১. হারমাল হলো এমন একটি গাছের নাম, যার থেকে ছোট কাল দানা উৎপন্ন হয়। সাধারণত ঃ এ গাছ কবরস্থানে জন্মে।

তোমাদের কিছুই নেই। এরপর মুখায়রীক তার আসবাবপত্র ও তরবারি নিয়ে বলল : যদি আমি নিহত হয়ে যাই, তবে আমার সম্পদ মুহাম্মদ (সা)-এর। তিনি তা যেভাবে চান সেভাবে ব্যবহার করবেন। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর সংগে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো এবং নিহত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমার জানামতে মুখায়রীক একজন ভাল ইয়াহূদী ছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্ন সুওয়াইদ ইব্ন সামিত নামে এক মুনাফিকও উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে বের হয়। যখন উভয় দল মুখোমুখি হল, তখন হারিস ইব্ন সুওয়াইদ মুজায্যার ইব্ন যিয়ার বালাভী ও বনু যুবায়আর জনৈক কায়স ইব্ন যায়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং উভয়কে হত্যা করলো। তারপর সে মক্কায় গিয়ে কুরায়শদের সাথে মিলে গেল। জনশ্রুতি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাকে হাতের নাগালে পেলে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু তিনি তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলেন না। সে মক্কায় ছিল। এরপর সে তার ভাই জুল্লাস ইব্ন সুওয়াইদের কাছে তাওবার আবেদন করে পাঠালো যেন সে নিজ কওমের লোকেদের কাছে ফিরে আসতে পারে। ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর যে বর্ণনা পেয়েছি, সে মতে এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

কিভাবে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করবেন ঐ সম্প্রদায়কে যারা কুফরি করেছে তাদের ঈমান আনয়নের পর এবং এই সাক্ষ্যদানের পর যে, রাসূল সত্য, আর তাদের কাছে এসেছে নিদর্শনাদি, আর আল্লাহ্ তো যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না (৩ : ৮৬)।

ইব্ন হিশাম বলেন, যাদের উপর আমার আস্থা রয়েছে এমন কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হারিস ইব্ন সুওয়াইদ মুজায্যার ইব্ন যিয়াদকে হত্যা করে। সে কায়স ইব্ন যায়দকে হত্যা করেনি। এর প্রমাণ হলো, ইব্ন ইসহাক কায়স ইব্ন যায়দকে উহুদ যুদ্ধে নিহতদের তালিকায় উল্লেখ করেননি। আর হারিস মুজায্যারকে এজন্যই হত্যা করেছিল যে মুজায্যার তার পিতা সুওয়াইদকে আওস ও খাযরাজের মধ্যে সংঘটিত কোন এক যুদ্ধে হত্যা করেছিল। ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম দিকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাহাবাদের সংগে অবস্থানরত ছিলেন। এমন সময় হারিস ইব্ন সুওয়াইদ মদীনার কোন এক বাগান থেকে বেরিয়ে এলো। তখন তার গায়ে দু'টি লাল রং এর কাপড় ছিল। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে অন্য বর্ণনা মতে, জনৈক আনসার সাহাবীকে তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে তিনি তার শিরশ্ছেদ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুওয়াইদ ইব্‌ন সামিতকে মু'আয ইব্‌ন আফরা কোন প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই অতর্কিতভাবে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। এটি ছিল বু'আছ যুদ্ধের আগের ঘটনা।

উসায়রাম (রা)-এর শহীদ হওয়া সম্পর্কে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মু'আয ইব্‌ন আবূ আহমদের আযাদকৃত গোলাম আবূ সুফিয়ান সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : তিনি লোকদের জিজ্ঞাস করতেন : আচ্ছা আমাকে এমন একজন লোকের কথা বলতো, যে জান্নাতে প্রবেশ করলো, অথচ সে কোনদিন সালাত আদায় করিনি।

লোকেরা বলতে না পারলে, তারা তাকেই জিজ্ঞাসা করত, আপনিই বলুন, তিনি কে ? আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন : তিনি হলেন, বনূ আবদুল আশহালের উসায়রাম আমর ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন ওয়াকাশ।

(ইব্‌ন ইসহাক বলেন,) হুসায়ন বলেন : আমি মাহমূদ ইব্‌ন আসাদকে জিজ্ঞাসা করলাম, উসায়রামের ঘটনাটি কি ছিল : তিনি বললেন, উসায়রাম নিজ কওমের সামনে ইসলামকে অস্বীকার করত। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ যুদ্ধের জন্য বের হলেন, তখন তার ইসলামের প্রতি আগ্রহ জন্মালো এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর তরবারি হাতে নিয়ে মুসলমানদের সাথে শামিল হয়ে গেলেন এবং লড়তে থাকলেন ; এমন কি জখম তাকে অসহায় করে দিল। বনূ আবদুল আশহালের লোকেরা যখন যুদ্ধের ময়দানে তাদের নিহতদের খুঁজতে গিয়ে তাকে দেখতে পেল, তখন তারা বললেন : এ যে উসায়রাম ? সে এখানে কি করে এলো ? আমরা তো তাকে এ বিষয়ে অস্বীকারকারী অবস্থায় ছেড়ে এসেছি, তারপর তারা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলেন :

কি হে আমর, এখানে কি করে এলে? তোমার কওমের প্রতি দরদী হয়ে, না ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে? তিনি জবাব দিলেন : ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং ইসলাম গ্রহণ করেছি। তারপর আমি তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে যুদ্ধে শরীক হয়েছি এবং লড়তে লড়তে এই অবস্থায় পৌঁছেছি। একথা বলার পরই তিনি তাদের সামনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তখন তিনি বললেন : اِنَّهُ لَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ সে নিঃসন্দেহে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

আমর ইব্‌ন জামূহ (রা)-এর শাহাদত প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বনূ সালামার কিছু প্রবীণ লোক থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইব্‌ন জামূহ (রা) খুবই খোঁড়া ছিলেন। তাঁর

সিংহের মত সাহসী চারজন ছেলে ছিল। তাঁরা সব যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে উপস্থিত থাকতেন। উহুদ যুদ্ধে তাঁরা তাঁদের পিতাকে যুদ্ধে যেতে বারণ করতে চাইলেন এবং বললেন : আপনাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা অক্ষম করেছেন। আমর ইব্ন জামূহ (রা) ছেলেদের এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে গিয়ে আরয করলেন : আমার ছেলেরা খোঁড়া হওয়ার কারণে আমাকে আপনার সংগে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে বারণ করছে। আল্লাহ্র কসম ! আমার আকাঙ্ক্ষা, আমি এই খোঁড়া পা নিয়েই জান্নাতের ভূমিতে বিচরণ করব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা অপারগ করেছেন ; সুতরাং তোমার উপর জিহাদ ফরয নয়। আর তিনি তাঁর ছেলেদেরকে বললেন : তোমাদের জন্যও তাকে বাঁধা দেওয়া ঠিক নয়। হতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাহাদত নসীব করবেন। পরিশেষে আমর ইব্ন জামূহ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়লেন এবং উহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে সালিহ্ ইব্ন কায়সান বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহাবীদের মধ্যে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, হিন্দা বিন্ত উতবা ও তার সঙ্গিনীরা তাঁদের নাক-কান কাটতে লাগলো। এমন কি হিন্দা পুরুষদের কর্তিত নাক-কানগুলো দিয়ে পায়ের নুপুর, গলার হার বানাল; আর নিজের গলার হার, কানের দুল ও পায়ের নুপুর খুলে যুবায়র ইব্ন মুতঈমের গোলাম ওয়াহশীকে দিয়ে দিল। হিন্দা হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর কলিজা ছিঁড়ে চিবাতে ও গিলতে চেষ্টা করলো কিন্তু গিলতে না পেরে তা থু করে ফেলে দিল। এরপর সে উঁচু একটি পাথরে চড়ে চীৎকার করে এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল :

نحن جزيناكم بيوم بدر * والحرب بعبد الحرب ذات سعر

ماكان عن عتبة لى من صبر * ولا أخى وعمه وبكرى

شفيت نفسى وقضيت نذرى * شفيت وحشى غليل صدرى

فشكر وحشى على عمرى * حتى ترم اعظمى فى قبرى

আজ আমরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি। আর প্রথম যুদ্ধের পর দ্বিতীয় যুদ্ধ আরো উত্তেজনা পূর্ণ হয়ে থাকে। উতবার বেদনা বরদাশত করা না আমার পক্ষে সম্ভব ছিল, না আমার ভাইয়ের পক্ষে, আর না ছিল সম্ভব উতবার চাচা ও আমার প্রথম সন্তানের পক্ষে। আমি আমার প্রাণ জুড়িয়েছি, আমি আমার মান্নত পূরণ করেছি। হে ওয়াহশী ! তুমি আমার মনের দাহ নির্বাপিত করেছো।

সুতরাং আমি আজীবন ওয়াহশীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো, যতদিন না আমার হাঁড় কবরে জীর্ণ হয়ে যায়।

উপরোক্ত কবিতার জবাবে হিন্দা বিন্‌ত আছাছাহ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন মুত্তালিব বলেন :

خزيت فى بدر وبعد بدر * يابنت وقاع عظيم الكفر

صبحك الله غداة الفجر * ملها شميين الطوال الزهر

بكل قطاع حسام يفرى * حمزة ليثى وعلى صقرى

إذ رام شيب وأبوك غدرى * فخضبا منه ضواحى النحر

وندرك السوء فشرنذر

হে লঞ্ছিত, পতিত ও কট্টর কাফিরের মেয়ে ! বদর যুদ্ধেও তুমি অপদস্থ হয়েছো, আর বদরের পরেও। আল্লাহ্ করুন, সকাল সকালেই কর্তনশীল তরবারিসহ দীর্ঘকায় বিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর হাশিমীদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ ঘটুক। হামযা হলেন আমার সিংহ, আর আলী হলেন আমার বাজপাখী।

যখন শায়বা আর তোমার বাপ আমার সাথে গাদ্দারী করেছে, তখন হামযা ও আলী তাদের বক্ষের বাইরের অংশগুলোকে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে। তোমার এ মন্দ প্রতিজ্ঞা, অত্যন্ত ঘৃণিত প্রতিজ্ঞা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি এ কবিতাগুলোর তিনটি পংক্তি ছেড়ে দিয়েছি। কেননা তাতে মন্দ গালি-গালাজ বলেছে :

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিন্দা বিন্‌ত উতবা এ সময় এ পংক্তিগুলোও আবৃত্তি করেছিল :

شفيت من حمزة نفسى بأحد * حتى بقرت بطنة عن الكبد

أذهب عنى ذاك ماكنت أجد * من لدعة الحزن الشديد المعتمد

والحرب تعلوكم بشؤبوب برد * تقدم إقدامًا عليكم كا لأسد

উহুদের মাঠে হামযাকে নিহত করে আমার কলিজা ঠাণ্ডা করেছি এবং তার পেট ফেড়ে তাঁর কলিজা পর্যন্ত বের করে নিয়েছি।

এর দ্বারা এক কঠিন জীবননাশক মর্মপীড়ার সেই ধড়ফড়ানি শেষ হয়ে গিয়েছে, যা আমি আমার বক্ষে অনুভব করছিলাম।

এ যুদ্ধ তোমাদের উপর শিলাবৃষ্টির ন্যায় উছলিয়ে পড়ছিল এবং তা রক্ত পিপাসু সিংহের ন্যায় তোমাদের উপর চড়াও হচ্ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে সালিহ্ ইব্‌ন কায়সান বর্ণনা করেন যে, আমি শুনেছি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন : হে ইব্‌ন ফরীআ : (ইব্‌ন হিশাম বলেন : ফরীআ হলেন খালিদ ইব্‌ন খুনায়সের কন্যা। আর খুনায়স হলো : হারিসা ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন আব্‌দ ওদ্দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খায়রাজ ইব্‌ন সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খায়রাজের ছেলে)।

যদি শুনতে হিন্দা বিন্‌ত উতবার উক্তি এবং দেখতে তার সেই দম্ভ যা সে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কবিতা পড়ে এবং হামযা (রা)-এর সাথে তার আচরণের কথা উল্লেখ

করে দেখাচ্ছিল। হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) তাঁকে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! আমার চোখের সামনে সেই বর্শাটি এখনো ভাসছে যা তখন পড়ছিল, তখন আমি উঁচু স্থানে বসা ছিলাম। আমি ভাবতে লাগলাম, আল্লাহ্‌র কসম! এই হাতিয়ার তো আরবদের হাতিয়ার নয়। এই বর্শাই হামযা (রা)-এর উপর পড়েছিল, কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু তবুও হিন্দার এই কথা : "নাও, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট" আমি শুনেছিলাম।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে হিন্দার কিছু কবিতা ও শুনালেন। তখন হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) এই পংক্তিটি আবৃতি করলেন :

اشرت لكاع وكان عادتها * لؤما إذا اشرت مع الكفر

অপদার্থ মহিলা দর্প দেখাচ্ছে। তার এ স্বভাব অত্যন্ত ঘৃণ্য যে কাফির হয়েও সে দর্প দেখাচ্ছে। ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই পংক্তিটি তাঁর দীর্ঘ কবিতার অংশ বিশেষ, যা আমি এখানে ছেড়ে দিয়েছি। আরও কিছু কবিতা ছেড়ে দিয়েছি, যার শেষ অক্ষর দাল (د) ও যাল (ذ)। কেননা এগুলোতে তিনি মন্দ গালি গালাজ করেছেন।

আবূ সুফিয়ান ও হামযা (রা)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হারিছ ইব্‌ন মানাতের লোক হুলায়স ইব্‌ন যাব্‌বান সে সময় হাবায়শ গোত্রের সরদার ছিলেন। তিনি আবূ সুফিয়ানের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আর তখন সে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মাড়িতে তার বর্শার ফলা দ্বারা এই বলে আঘাত করছিল : (ذق عـــقـــق) মজাটা বুঝো, হে নাফরমান কোথাকার। এ অবস্থা দেখে হুলায়স বললেন : হে বনূ কিনানা ! কুরায়শদের এই সরদার আপন চাচাত ভাই (হামযা (রা)-এর মরা লাশের সাথে যে আচরণ করছে, তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ। তখন আবূ সুফিয়ান বললেন : হতভাগা, আমার এ আচরণ গোপন করো, কারণ এটা ছিল একটা বিচ্যুতি।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ও আবূ সুফিয়ান

যুদ্ধ শেষে আবূ সুফিয়ান যখন ফেরার ইচ্ছা করলো, তখন সে পাহাড়ের উপর চড়ে চীৎকার করে (নিজেকে সম্বোধন করে) বলতে লাগলেন :

আবূ সুফিয়ান ! কাজের কাজ করলে ? যুদ্ধে আবর্তন বিবর্তন ঘটেই। এক যুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধের প্রতিশোধ হয়ে যায়।

أعل هبل হে হুবাল ! তোমার ধর্মের জয় হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, উঠ, তার জবাব দাও এবং বল :

الله أعلى وأجل لاسواء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار

আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ ও মহান। আমরা আর তোমরা সমান নই। আমাদের নিহতরা জান্নাতে আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে।

এ জবাব শুনে আবূ সুফিয়ান বললেন : হে উমর এদিকে এসো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে বললেন : তুমি তার কাছে যাও এবং দেখ তার কি হয়েছে। উমর (রা) তার কাছে গেলে আবূ সুফিয়ান তাঁকে বললেন : আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, হে উমর ! বলতো আমরা কি মুহাম্মাদ (সা)-কে হত্যা করেছি ? উমর (রা) জবাব দিলেন : মোটেই নয়। তিনি তো এখনও তোমার সব কথা শুনছেন। আবূ সুফিয়ান বললেন : তোমাকে আমি ইব্ন কামিআ থেকে অধিক সত্যবাদি, বিশ্বস্ত মনে করি। সে তো বলছিল, আমি মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করে ফেলেছি।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন কামিআর নাম ছিল আবদুল্লাহ্।

আবূ সুফিয়ানের হুমকি

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর আবূ সুফিয়ান ঘোষণা করলেন : হে মুসলিম সম্প্রদায় ! তোমাদের নিহতদের কতকের মুছলা করা হয়েছে, (নাক, কান কেটে দেওয়া হয়েছে)। কিন্তু আল্লাহ্র কসম ! আমি এতে সন্তুষ্টও নই এবং অসন্তুষ্টও নই। আমি এ ব্যাপারে নির্দেশও দেইনি, এ থেকে নিষেধও করিনি।

আবূ সুফিয়ান তার সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় বললেন : আগামী বছর বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে আমাদের আবার যুদ্ধ হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক সাহাবীকে বললেন : বল, ঠিক আছে। তোমাদের ও আমাদের মাঝে এই কথা রইলো।

আলী (রা) কর্তৃক মুশরিক বাহিনীর অনুসরণ

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে নির্দেশ দিলেন : তাদের পিছু পিছু গিয়ে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য কর। যদি তুমি দেখ তারা অশ্বপাল এক পাশে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর নিজেরা উটে আরোহণ করেছে, তবে মনে করবে, তারা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। আর যদি তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে, উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তবে মনে করবে, তারা মদীনার দিকে রওনা হয়েছে। ঐ সত্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার জীবন, যদি তারা মদীনা আক্রমণ করার ইচ্ছা করে, আমি নিজেই তাদের দিকে অগ্রসর হব এবং তাদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করব।

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন : আমি তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম যে, তারা তাদের ঘোড়াগুলো একপাশে রেখে, নিজেরা উটের উপর আরোহণ করেছে এবং মক্কার দিকে রওনা হয়েছে।

শহীদদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর

এবার মুসলমানরা নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের শহীদদের খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বনূ নাজ্জারের লোক মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সা'সাআ মাযিনী, বর্ণনা করেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কে আছ,

যে আমার পক্ষ থেকে দেখে আসবে সা'দ ইব্‌ন রাবী'আর কি অবস্থা ? সে কি জীবিতদের মাঝে, না মৃতদের মাঝে ? জনৈক আনসার সাহাবী বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমি দেখে আসি, সা'দ কি হালে আছে। তিনি গিয়ে তাঁকে নিহতদের মাঝে আহত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখনও তাঁর দেহে জীবনের স্পন্দন ছিল। তিনি বলেন : আমি সা'দ (রা)-কে বললাম : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দেখতে বলেছেন : তুমি কি জীবিতদের মাঝে, না মৃতদের মাঝে। তখন সা'দ (রা) বললেন : আমি মৃতদের মাঝে, আমার সময় আর বেশী বাকী নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে বলবে ঃ সা'দ ইব্‌ন রাবী'আ আপনাকে বলছে :

جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزٰى نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ

আল্লাহ্ নবীদেরকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে যে প্রতিদান দিয়েছিলেন, আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে তার চেয়েও উত্তম প্রতিদান দিন।

আর তোমার কওমকেও আমার সালাম পৌঁছাবে এবং তাদের বলবে : সা'দ ইব্‌ন রাবী'আ তোমাদের বলছে, তোমাদের চোখের পলক অবশিষ্ট থাকাকালে যদি তোমাদের নবীর কোন কষ্ট হয়, তবে আল্লাহ্‌র সামনে তোমরা কোন ওযর পেশ করতে পারবে না। আনসার সাহাবী আরও বলেন : আমি তাঁর ইন্তিকাল না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছেই অপেক্ষা করতে থাকলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে সব খবর জানালাম।

সা'দ ইব্‌ন রাবী'আ (রা)এর মরতবা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে আবূ বকর যুবায়রী বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি প্রবেশ করলো। এসময় তিনি সা'দ ইব্‌ন রাবী'আ (রা)-এর ছোট একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে চুমু খাচ্ছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : এ মেয়েটি কে ? আবূ বকর (রা) জবাব দিলেন : আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি সা'দ ইব্‌ন রাবী'আ (রা)-এর মেয়ে। বায়আতে আকাবার দিন তিনি প্রতিনিধি দলের অন্যতম ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।

হামযা (রা)-এর শাহাদাতে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর হুমকি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি এ তথ্য পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে তালাশ করতে বেরিয়ে তাঁকে 'বাতনে ওয়াদীতে পেলেন। দেখলেন, বুক ফেড়ে কলিজা বের করা হয়েছে এবং তাঁর নাক ও কান কাটা হয়েছে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দৃশ্য দেখে বললেন : সুফিয়া দুঃখ পাবে এবং আমার পর এক প্রথা জারী হয়ে যাবে, যদি আমি এ আশংকা না করতাম তবে আমি হামযা (রা)-কে এভাবেই ছেড়ে যেতাম, আর সে হিংস্র জন্তু ও পাখির খোরাক হতো। যদি কোনদিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কুরায়শের উপর বিজয় লাভ করার সুযোগ দান করেন, তবে আমি তাদের মধ্য থেকে অন্তত ত্রিশ জনের মুছলাহ করব।

হামযা (রা)-এর সংগে এ আচরণকারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুঃখ ও ক্রোধ দেখে মুসলমানরা বললেন : আল্লাহ্র কসম ! যদি তিনি কোনদিন আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করেন, তবে আমরা তাদের এমন মুছালাহ করব যে, আরবের বুকে এমন মুছলাহ কেউ করেনি।

ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামযা (রা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন : আপনার কারণে আমার উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে, এরূপ বিপদ ভবিষ্যতে আর কোন দিন আসবে না। এ স্থানের চাইতে অধিক ঘৃর্ণিত কোন স্থানে আমি কখনো দাঁড়াইনি। এরপর তিনি বললেন : জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে সংবাদ দিয়েছেন যে, সপ্ত আকাশের অধিবাসীদের মাঝে হামযা (রা) সম্পর্কে এরূপ লেখা হয়ে গেছে :

حَمْزَةُ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَسَدُ اللّٰهِ وَ أَسَدُ رَسُوْلِهٖ

হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্র সিংহ, আল্লাহ্র রাসূলের সিংহ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, হামযা (রা) ও আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ, এঁরা তিনজন দুধভাই ছিলেন। এঁদের তিনজনকে আবূ লাহাবের বাঁদী (সুয়ায়বা) দুধ পান করিয়েছিলেন।

কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়া এবং সবরের নির্দেশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বুরায়দা ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন ফারওয়া আসলামী মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযীসহ অন্যান্য আরও কিছু লোক থেকে, যাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মুছলাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও সাহাবাদের এ উক্তির প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ - وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ، وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ، وَلاَتَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ -

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর; তবে ঠিক ততখানি করবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে ; তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই উত্তম। ধৈর্যধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহ্রই সাহায্যে। তাদের কারণে দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না (১৬ : ১২৬-১২৭)।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্ষমা করে দিয়ে ধৈর্যধারণ করেন এবং মুছলাহ করতে নিষেধ করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হুমায়দ তাবীল হাসান সূত্রে সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন জায়গায় অবস্থান করে, আমাদেরকে দান খয়রাতের নির্দেশ এবং মুছলাহ সম্পর্কে বারণ না করা পর্যন্ত, সে স্থান ত্যাগ করতেন না।

শহীদদের জানাযার সালাত আদায় প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, এমন এক ব্যক্তি আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছের আযাদকৃত গোলাম মিকসাম সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে হামযা (রা)-কে একটি চাদরে মুড়িয়ে দেওয়া হলো। তারপর তিনি তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন। এতে তিনি সাতটি তাকবীর বললেন। তারপর অন্যান্য শহীদদের এনে একের পর এক হামযা (রা)-এর পাশে রাখা হলো, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের জানাযার সালাত আদায় করতে থাকলেন। সাথে হামযা (রা)-এর জানাযার সালাতও আদায় হতে লাগলো। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামযা (রা)-এর উপর বাহাত্তরবার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

সুফিয়া (রা)-এর দুঃখ বেদনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি এ তথ্য পেয়েছি যে, সুফিয়া বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব হামযা (রা)-কে দেখার জন্য অগ্রসর হলেন, তিনি পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে তাঁর আপন ভাই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ছেলে যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে বললেন : তুমি সুফিয়াকে গিয়ে বাঁধা দাও। তাঁর ভাইয়ের এ দুরাবস্থা যেন তিনি না দেখেন। যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) তাঁকে গিয়ে বললেন : আম্মা ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে ফিরে যেতে বলেছেন। সুফিয়া (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : কেন ? শুনেছি আমার ভাই (হামযা)-এর মুছলাহ করা হয়েছে। এসব আল্লাহ্‌র পথে হয়েছে। যা কিছু ঘটেছে আল্লাহ্ আমাদেরকে তার উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করেছেন। আল্লাহ্ চাহে ত আমি সওয়াবের আশা করবো এবং ধৈর্যধারণ করবো।

যুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে এ খবর তাঁকে জানালেন। তখন তিনি বললেন : আচ্ছা তাকে আসতে দাও। সুফিয়া (রা) এসে তাঁকে দেখলেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করলেন ; আর اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশে তাঁকে দাফন করা হলো।

শহীদদের দাফন প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শের লোকেরা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শ (রা)-কে হামযা (রা)-এর সংগে একই কবরে দাফন করেন। তিনি ছিলেন উমায়মা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিবের ছেলে, (আর উমায়মা ছিলেন হামযা (রা)-এর বোন, এই হিসাবে) হামযা (রা) ছিলেন তাঁর মামা। হামযা (রা)-এর মত আবদুল্লাহ (রা)-কেও মুছলাহ করা হয়েছিল। তবে তাঁর পেট ফেড়ে কলিজা বের করা হয়নি। আমি এই বর্ণনা আবদুল্লাহ্ (রা)-এর পরিবারস্থ লোক ছাড়া আর কারো কাছে শুনিনি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুসলমানরা কতক শহীদকে বহন করে নিয়ে মদীনায় দাফন করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবশিষ্ট লাশ মদীনায় নিয়ে যেতে নিষেধ করে বলেন : তারা যেখানে শহীদ হয়েছে সেখানেই তাদের দাফন কর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম যুহ্‌রী, বনূ যুহ্‌রার মিত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন সুআইর উযরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের শহীদদের লক্ষ্য করে বললেন : আমি এদের সকলের ব্যাপারে সাক্ষী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র পথে যে আহত হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, তার জখম থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে, যার রং হবে রক্তের কিন্তু ঘ্রাণ হবে মিশকের।

তোমরা লক্ষ্য কর, এদের মধ্যে কে অধিক কুরআন হিফ্‌যকারী। তাকে সকলের আগে কবরে রাখো। তাঁরা একই কবরে দু'জন, তিনজন করে দাফন করতে লাগলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার চাচা মূসা ইব্‌ন ইয়াসার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আবূল কাসিম (সা) বলেছেন : আল্লাহ্‌র পথে যে কোন ব্যক্তি আহত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, তার যখম থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। যার রং হবে রক্তেরই কিন্তু ঘ্রাণ হবে মিশকের।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার আব্বা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বনূ সালামার কতক শায়েখের কাছ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন শহীদদের দাফন করার নির্দেশ দেওয়ার সময় বলেছিলেন, আমার ইব্‌ন জামূহ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারামের প্রতি লক্ষ্য রাখ। দুনিয়াতে এদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিল আন্তরকিতাপূর্ণ। সুতরাং এদের একই কবরে দাফন কর।

হামনা (রা)-এর শোক

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি এ তথ্য পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরার পথে হামনা বিন্‌ত জাহ্‌শ নাম্নী এক মহিলা তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করলেন। লোকেরা তাঁকে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যুর সংবাদ শুনালো। তখন তিনি اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে তাঁর জন্য মাগফিরাত চাইলেন। তারপর তাঁকে তাঁর মামা হামযা (রা)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনানো হলো। তখনও তিনি اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে তাঁর জন্য ইস্তিগফার করলেন। তারপর তাঁর স্বামী মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের (রা)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনানো হলো তখন তিনি চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ভাই ও মামার মৃত্যু সংবাদে অবিচলিত এবং স্বামীর মৃত্যু সংবাদে চীৎকার করতে দেখে বললেন : মহিলাদের অন্তরে তাদের স্বামীদের জন্য বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

আনসার মহিলাদের বিলাপ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ আবদুল আশহাল ও বনূ যাফারের জনৈক আনসার সাহাবীর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মহিলাদেরকে তাঁদের শহীদদের জন্য বিলাপ করতে শুনলেন। তখন তাঁর চক্ষু থেকেও অশ্রু ঝরে পড়লো। এ সময় তিনি বললেন : হামযার জন্য ক্রন্দন করার মত কেউ নেই। তখন সা'দ ইব্‌ন মু'আয ও উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) বনূ

আবদুল আশহালের ঘরে গিয়ে তাদের মহিলাদের বললেন : তোমরা গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচার জন্য বিলাপ কর।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হাকীম ইব্ন হাকীম আব্বাদ ইব্ন হুনায়ফ সূত্রে বনূ আবদুল আশহালের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামযা (রা)-এর জন্য মহিলাদের ক্রন্দনের শব্দ শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলেন। তারা মসজিদের দরজাতেই বিলাপ করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : আল্লাহ্ তোমাদের উপর রহম করুন, তোমরা ফিরে যাও। তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা দানের যথেষ্ট হক আদায় করেছো।

ইব্ন হিশাম বলেন : সেই দিন থেকেই বিলাপ করতে নিষেধ করা হয়।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার কাছে আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদের ক্রন্দনের শব্দ শনতে পেয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের উপর রহম করুন, তাদের পক্ষ হতে সমবেদনা প্রকাশের সদাচার পূর্ব থেকেই চলে আসছে। এখন তাদের ফিরে যেতে বল।

দীনারী মহিলার ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন আওন ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ সূত্রে সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ দীনারের জনৈকা মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ মহিলার স্বামী ভাই ও বাপ সব উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। যখন তাঁকে এদের সকলের মৃত্যু সংবাদ শুনানো হলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি অবস্থায় আছেন ? সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন : হে আমুকের মা ! তিনি আল্লাহ্র মেহেরবানীতে ভাল আছেন, যেমন তুমি চাও। মহিলা বললেন : আমাকে দেখিয়ে দাও। আমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখব। বর্ণনাকারী বলেন : এরপর তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিকে ইংগিত করে দেখিয়ে দেয়া হলো। তখন তিনি বলেন :

كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ

"আপনার বর্তমানে সব বিপদই তুচ্ছ।"

ইব্ন হিশাম বলেন : الجلل। অর্থ অত্যন্ত নগন্য ও অনেক বড় উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়, তবে এখানে অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থই ব্যবহৃত হয়েছে। ইমরাউল কায়স অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থে নিম্নোক্ত পংক্তিতে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন :

لقَتل بنى أسد ربهم * ألا كل شيء سواه جَلل

বনূ আসাদের আপন বাদশাহকে হত্যা করা ছাড়া, তাদের অন্য সব অপরাধই তুচ্ছ।

ইব্ন হিশাম বলেন : তবে অন্য কবি অর্থাৎ হারিসা ইব্ন ওয়ালাহ জারমী তার নিম্নোক্ত পংক্তিতে جَلل শব্দটি 'অনেক বড়' অর্থেই ব্যবহার করেছে।

ولئن عفوت لأعفون جللاً * ولئن سَطَوت لأوهنن عَظمى

যদি আমি ক্ষমা করি তবে বড় অপরাধই ক্ষমা করবো। আর যদি প্রতিপত্তি বিস্তার করি, তবে সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

তরবারি ধোয়া প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে ফিরে তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা)-কে নিজ তরবারি দিয়ে বললেন : নেও মা, এর রক্তগুলো ধুয়ে ফেল। আল্লাহ্‌র কসম ! আজ এটি আমার সাথে বেশ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে। আলী (রা)ও নিজ তরবারি তাঁকে দিয়ে বললেন : এই তরবারিটিও ধুয়ে ফেল। আল্লাহ্‌র শপথ। আজ এটি আমার সাথে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে। একথার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যদি তুমি যুদ্ধে সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক, তবে তোমার সাথে সাহল ইব্‌ন হুসায়ফ এবং আবূ দুজানাও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরবারির নাম ছিল যুলফিকার।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আবূ নুজায়েহ বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তি ঘোষণা দিলেন যে,

لاَ سَيْفَ إِلاَّ ذُوالْفَقَارْ وَلاَ فَتٰى إِلاَّ عَلِى

যুলফিকারই তো একমাত্র তরবারি, আর আলী (রা)-ই একমাত্র যুবক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বলেন : মুশরিকরা আমাদের আর এ ধরনের বিপর্যয়ে ফেলতে পারবে না, যতদিন না আল্লাহ্ তাদের উপর আমাদের বিজয়ী করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি শনিবার।

হামরাউল আসাদের যুদ্ধ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তার পরের দিন অর্থাৎ রবিবার ১৬ই শাওয়াল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য জনৈক ঘোষণাকারী লোকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন। তিনি এরূপ ঘোষণাও করলেন, যে যাঁরা গতকল্য আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল, শুধু তারাই যেন আজ আমাদের সংগে বের হয়। এই ঘোষণা শুনে জারিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাযির হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমার আব্বা আমাকে আমার সাত বোনের দেখাশুনার জন্য রেখে যান এবং বলেন : দেখ বৎস ! আমার জন্য এবং তোমার জন্য সমীচীন হবে না যে, এই মহিলাদের কোন পুরুষ ছাড়া এভাবে ছেড়ে যাই। আর তুমি এমন নও যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি নিজের উপর তোমাকে অগ্রাধিকার দিব। সুতরাং তুমি বোনদের দেখাশুনার জন্য থেকে যাও। তাই আমি তাদের সাথে রয়ে গিয়েছিলাম। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি তাঁর

সংগে বের হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়েছিলেন শুধুমাত্র শত্রুদেরকে ভয় দেখানোর জন্য এবং তাদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, তিনি তাদের খোঁজে বের হয়েছেন, যাতে তারা বুঝে নেয় যে, তাঁদের শক্তি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। উহুদ যুদ্ধে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার কারণে তাঁরা শত্রুর মুকাবিলায় দুর্বল হয়ে পড়েননি।

মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের উদ্দীপনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন খারিজা ইব্ন যায়দ ইব্ন সাবিত ; আয়েশা বিন্ত উসমানের আযাদকৃত গোলাম আবূ সায়েব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনূ আশহালের জনৈক সাহাবী উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে শরীক ছিলেন। তিনি বলেন : আমি এবং আমার ভাই উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে উহুদ যুদ্ধে শরীক ছিলাম এবং আহত হয়ে ফিরলাম। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে শত্রুর খোঁজে বের হওয়ার নির্দেশ হলো, তখন আমি আমার ভাইকে বললাম কিংবা ভাই আমাকে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে আমরা কি মাহরুম থেকে যাব? আল্লাহ্র কসম ! এখন আমাদের এমন কোন বাহনও নেই, যাতে আমরা আরোহণ করতে পারি, আর আমরা উভয়ে মারাত্মকভাবে আহত। এরপর আমরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বের হয়ে পড়লাম। ভাইয়ের তুলনায় আমি কিছুটা কম আহত ছিলাম। ভাই (তিনি) কাবু হয়ে পড়লে, আমি তাকে উঠিয়ে নিতাম এবং সকলের পিছু পিছু চলতাম আর কিছুক্ষণ তিনি পায়ে হাঁটতেন। এভাবে আমরা মুসলমানদের সাথে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে বেরিয়ে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছেন, যা ছিল মদীনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। ইব্ন হিশামের বর্ণনামতে, এসময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ইব্ন উম্মু মাকতূমকে শাসক নিযুক্ত করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে সোম, মঙ্গল ও বুধবার অবস্থান করেন। তারপর মদীনায় ফিরে আসেন।

মা'বাদ খুযায়ীর ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, এ সময় মা'বাদ ইব্ন আবূ মা'বাদ খুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে থেকে অতিক্রম করছিলেন, তিনি ছিলেন খুযাআ গোত্রীয়। এ গোত্রের মুসলিম, মুশরিক সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশ্বস্ত ও হিতাকাংক্ষী ছিল। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা তিহামার পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তা তাঁর কাছে গোপন রাখবে না। মা'বাদ তখনও মুশরিক ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল : হে মুহাম্মদ ! আপনার এ বিপদে সত্যি আমরা মর্মাহত। আমরা চাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এ কাফিরদের মাঝে হিফাযত করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামরাউল আসাদে থাকা অবস্থাতেই মা'বাদ তাঁর কাছ থেকে চলে গেল এবং রাওহা নামক স্থানে আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীদের সাথে সাক্ষাৎ করলো। তখন তারা

সর্বসম্মতিক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাথীদের উপর পুনরায় আক্রমণ করার জন্য সিদ্ধান্ত করেছিল। তারা বলছিল : আমরা যখন মুহাম্মদের উল্লেখযোগ্য, অভিজাত ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিয়েছি, তখন তাদের একেবারে মূলোৎপাটন না করে ফিরে যাবো ? মোটেই হতে পারে না, বরং অবশিষ্টদের উপরও আক্রমণ করে তাদের শেষ করে যাবো।

আবূ সুফিয়ান মা'বাদকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : কি ব্যাপার মা'বাদ : সে বলল : মুহাম্মদ তাঁর সংগীদেরসহ এমন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমাদের সন্ধানে বের হয়েছে, যে রকম বাহিনী আমি আর কখনও দেখিনি। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। আর সেদিন যারা তাঁর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেনি, তারাও আজ তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত । তারা তোমাদের প্রতি এমন ক্রুদ্ধ, যার দৃষ্টান্ত আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি।

আবূ সুফিয়ান বললেন : তোমার সর্বনাশ হোক ; তুমি বল কি ? মা'বাদ বললেন : আল্লাহ্র কসম ! আমার মনে হয় না, তাদের অশ্বের কপাল দেখার আগে তোমরা এখান থেকে ফিরে যেতে পারবে।

আবূ সুফিয়ান পুনরায় বলল : আল্লাহ্র কসম ! তাহলে আমরা এখন তাদের উপর আক্রমণ করে, তাদের অবশিষ্টদেরও মূলোৎপাটন করেই ছাড়বো। তখন মা'বাদ বললেন : আমি তোমাকে এরূপ করতে নিষেধ করছি।

আল্লাহ্র কসম ! আমি যা দেখেছি, তা আমাকে কয়েকটি লাইন রচনা করতে বাধ্য করেছে। আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন : কি রচনা করেছো ? তখন মা'বাদ বললেন : এই শ্লোক রচনা করেছি :

كادت تُهدُّ من الأصوات راحلتى * إذ سالت الارضُ بالجُرد الأبابيلِ

تَردى باسدٍ كَرام لاتنابلةٍ * عند اللقاء ولاميل معازيل

فظلت عدوا أظن الإرض مائلةً * لما سَمَوا برئيس غير مخذول

فقلت : ويل ابن حربٍ من لقائكم * إذا تَغَطمطت البَطحَاء بالجيل

انى نذير لأهل البسل ضاحية * لكل ذى إربةٍ منهم ومعقول

من جيش أحمد لاوخشٍ تنابلة * وليس يوصَف ما انذرت بالقيل

সৈন্যদের তর্জন-গর্জনে আমার উটনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হল, যখন ভূ-পৃষ্ঠে পালের পর পাল ঘোড়ার সয়লাব বয়ে এলো।

ঐ ঘোড়াগুলো যুদ্ধের সময় তাদের ঐসব আরোহীদের অত্যন্ত দ্রুত নিয়ে যায় যারা ক্ষুদ্রাকায় নয়, অভিজাত, সিংহতুল্য এবং অস্ত্রসজ্জিত। এ দৃশ্য দেখে আমি দ্রুত পালালাম। আমার মনে হচ্ছিল, তখন ঐ ভূখণ্ড যেন কাঁপছে, যখন সজ্জিত দীর্ঘদেহী সিংহদল, তাদের অপরাজেয় নেতার সংগে অগ্রসর হচ্ছিল।

আমি বললাম : ইব্‌ন হারবের কপাল মন্দ যে, সে তোমাদের (মুসলমানদের) সংগে মুকাবিলা করবে। আর আমি যখন একথা বলছি, তখন প্রস্তরময় যমীন মুসলিম সেনাদলের পদচারণায় প্রকম্পিত হচ্ছিল।

আমি কুরায়শদের বরং সকল বিবেকবান ও সচেতন ব্যক্তিকে আহমাদ (সা)-এর ঐ সৈন্যদলের থেকে সতর্ক করছি, যারা তুচ্ছ ও ক্ষুদ্রাকায় নয়। আর আমি যে বিষয়ে সতর্ক করছি, তা যেন নিছক মুখের কথা বলে মনে না করা হয়।

আবূ সুফিয়ানের পয়গাম

আবূ সুফিয়ানের কাছ দিয়ে আবদুল কায়সের একটি দল অতিক্রম করল, সে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায় যাচ্ছ ? তারা জবাব দিল মদীনার দিকে। আবূ সুফিয়ান পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন : কেন ? তারা জবাব দিল : নিছক ঘুরাফিরার উদ্দেশ্যে। আবূ সুফিয়ানে বললেন : তোমরা কি আমার পক্ষ থেকে মুহাম্মদকে একটা পয়গাম পৌঁছে দিবে, যা আমি তোমাদের মাধ্যমে পৌঁছাতে চাই? যদি তোমরা তা কর, তবে এর বিনিময়ে আমি তোমাদের উকাযে পৌঁছার পর কিসমিস দিব।

তারা বলল : আচ্ছা, ঠিক আছে। তখন আবূ সুফিয়ান বলল : তাঁর সংগে তোমাদের সাক্ষাৎ হলে বলবে যে, আমরা তাঁর এবং তাঁর অবশিষ্ট লোকদের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে পুনরায় তাদের দিকে ফিরে আসার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছি। এই আরোহী দল হামরাউল আসাদে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আবূ সুফিয়ানের এ পয়গাম পৌঁছে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"আল্লাহ্-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।"

সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার পরামর্শ

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমাদের কাছে আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে যাচ্ছিল, তখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবশিষ্ট সাথীদের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে পুনরায় মদীনায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলো। কিন্তু তখন সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খালাফ তাদেরকে বলল : তোমরা এমনটি করো না। মুসলমানরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। আমাদের ভয় হচ্ছে যে, তাদের এবারকার লড়াই আগের চাইতে ভিন্ন ধরনের হবে। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও। তার এ কথায় কুরায়শরা ফিরে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সংবাদ পেয়ে বললেন :

والذى نفسى بيده ، لقد سومت لهم حجارة ، لوصبحوا بها لكانوا كامس الذاهب

ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে আমার জীবন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি স্বরূপ তাদের জন্য পাথর চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল। যদি সকালে তারা সেই পাথরগুলোর সম্মুখীন হতো, তবে তারা গতকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।

আবূ উয্যার হত্যা

আবূ উবায়দা বলেন : মদীনায় ফেরার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ এলাকাতে মু'আবিয়া ইব্ন মুগীরা ইব্ন আবূল 'আস ইব্ন উমাইয়া ইবন আব্দ শাম্সকে গ্রেফতার করলেন, যে ছিল আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের নানা অর্থাৎ তার মা আয়েশা-এর পিতা। আর গ্রেফতার করলেন আবূ উয্যা জুমহীকে ইতিপূর্বে আবূ উয্যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর যুদ্ধে গ্রেফতার করেছিলেন। কিন্তু কোন পণ ছাড়াই তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন সে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আল্লাহ্র কসম ! এখন তুমি মক্কায় গিয়ে একথা গর্ব করে বলতে পারবে না যে, আমি মুহাম্মদ (সা)-কে দুবার ধোঁকা দিয়েছি। একথা বলে তিনি যুবায়র (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, হে যুবায়র, তার শিরশ্ছেদ কর। নির্দেশ পেয়ে তিনি তার শিরশ্ছেদ করলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিবের সূত্রে আমার কাছে এই তথ্য পৌঁছেছে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সময় বলেছিলেন :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَيُلْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ ، إِضْرِبْ عُنَقَهُ بِاعَاصِمُ ابْنِ ثَابِتَ

মু'মিনের জন্য এক গর্তে থেকে দু'বার দংশিত হওয়া সমীচীন নয়, হে আসিম ইব্ন সাবিত! তার শিরশ্ছেদ কর। এ নির্দেশ পেয়ে তিনি তার শিরশ্ছেদ করলেন।

মু'আবিয়া ইব্ন মুগীরার হত্যা :

ইব্ন হিশাম বলেন : কথিত আছে, যায়দ ইব্ন হারিসা ও আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা) হামরাউল আসাদ থেকে ফিরার পর মু'আবিয়া ইব্ন মুগীরাকে হত্যা করেন। মু'আবিয়া উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। উসমান (রা) তার নিরাপত্তার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আবেদন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে এই শর্তে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন যে, তিনদিন পর যদি তাকে পাওয়া যায়, তবে তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু সে তিনদিন পরেও সেখানেই লুকিয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ও আম্মার (রা)-কে ডেকে বললেন : তোমরা মু'আবিয়াকে অমুক জায়গায় পাবে। তাঁরা তাকে সেখানে পেয়ে হত্যা করলো।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়ের অবস্থা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইব্ন শিহাব যুহরী বর্ণনা করেছেন যে, মদীনায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূলের ব্যক্তিগত ও গোত্রগত এক বিশেষ মর্যাদা ছিল। সেই সুবাদে তার জন্য মসজিদে একটি জায়গা নির্ধারিত ছিল। সেখানে সে বিনা বাধায় দাঁড়িয়ে জুমাআর সালাত আদায় করত। জুমাআর দিন যখন রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবার জন্য মিম্বরে বসতেন, তখন সে দাঁড়িয়ে সকলকে লক্ষ্য করে বলত :

হে লোক সকল ! এই তো তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে তোমাদের ইজ্জত-সম্মান দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর সাহায্য সহায়তা কর, তাঁর হাতকে শক্তিশালী কর। তাঁর নির্দেশ শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। এরপর সে বসে যেত, তারপর সে উহুদ যুদ্ধে যখন এ কাণ্ড ঘটাল যে, সে তার কিছু লোক নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এলো। উহুদের যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় ফিরে এলেন, তখন সে আগের অভ্যাস মত দাঁড়িয়ে আগের মত ঘোষণা দিতে চাইলো। তখন মুসলমানরা তাকে বাঁধা দিয়ে চারদিক থেকে তার কাপড় টেনে ধরে বললেন : হে আল্লাহ্‌র দুশমন ! বস। তুমি এখানে কিছু বলার যোগ্য নও। উহুদ যুদ্ধে যা করার তা করেছো।

তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় লোকদের ডিংগিয়ে এই বলতে বলতে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল : আল্লাহ্‌র কসম ! আমি যেন কোন খারাপ কথা বলে ফেলেছি। আমিতো তাঁর বিষয়টি শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছিলাম, এ সময় মসজিদের দরজায় তার সাথে জনৈক আনসার সাহাবীর সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : রে হতভাগা ! তোমার কি হয়েছে ? সে বললো আমিতো তাঁর বিষয়টি শক্তিশালি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর কিছু সংগী আমার সাথে দুর্ব্যবহার করলো। আমি যেন কোন খারাপ কথা বলে ফেলেছি। আমি তো তাঁর বিষয়টি শক্তিশালী করতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন : রে হতভাগা ! তুমি ফিরে যাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবেন। সে বললেন : আমি চাইনা যে, তিনি আমার জন্য ইস্তিগফার করুন।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের অগ্নি-পরীক্ষা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদের দিনটি ছিল বিপদ ও মুসীবতের দিন, পরীক্ষার দিন। আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা মুসলমানদের পরীক্ষা করেন এবং মুনাফিকদের শাস্তি দেন, যারা মুখে ঈমানদার বলে প্রকাশ করতো, কিন্তু তাদের অন্তরে কুফর লুকায়িত ছিল। সেইসাথে সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে থেকে যাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন, তাঁদের তিনি শাহাদাত দ্বারা সম্মানিত করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে যে সব আয়াত নাযিল করেন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বর্ণনাকারী বলেন ; আমাদের কাছে আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করেছন। তিনি বলেন : আমাদের কাছে যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্‌কায়ী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের যে অংশ নাযিল করেন তা হলো সূরা আল-ইমরানের ৬০টি আয়াত। এই আয়াতগুলোতে ঘটনার বিবরণ এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাদের তিরস্কার করেছেন, সে তিরস্কারের আলোচনা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেন :

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট হতে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করছিলে ; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ; (৩ : ১২১)। ইব্ন হিশাম বলেন : تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তাদের জন্য বসার ও অবস্থানের স্থান নির্ধারণ করছিলে।

কুমায়ত ইব্ন যায়দ বলেন :

ليتنى كنت قبله * قد تبوأتُ مَضجعا

হায় ! যদি আমি তার পূর্বেই শোয়ার জায়গা প্রস্তুত করে নিতাম।

এই পংক্তিটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

(سَمِيع ، عليم) অর্থাৎ তোমরা যা বল, তা তিনি শোনেন এবং তোমরা যা গোপন কর, তা তিনি জানেন।

اِذْهَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلاَ

যখন তোমাদের মাঝে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল (৩ : ১২২)।

تَفْشَلاَ অর্থ تتخاذلا তোমাদের মনোবল হারাবার উপক্রম হয়েছিল। الطَّائِفَتَانِ দু'টি দল অর্থাৎ বনূ সালামা ইব্ন জুশম ইব্ন খাযরাজ ও আওস গোত্রের বনূ হারিসা ইব্ন নাবীত, এরাই ছিল সৈন্যদলের উভয় বাহু।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا এবং আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক ছিলেন (৩ : ১২২)।

অর্থাৎ তারা যে সাহস হারা হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে তা দূর করে দেন। এদের এভাবে সাহস হারানোর একমাত্র কারণ ছিল যে, এরা দুর্বল ও কাতর হয়ে পড়েছিল। দীনের ব্যাপারে সংশয়ের কারণে নয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিজ রহমতে তাদের অন্তর থেকে থেকে এ অবস্থা দূর করে দেন। ফলে দুর্বলতা থেকে মুক্তি লাভ করে তাঁরা তাদের নবীর সংগে মিলিত হল।

ইব্ন হিশাম বলেন : আসাদ গোত্রের জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি দল বলতে লাগল : আমরা যে সাহসহারা হওয়ার উপক্রম হয়েছিলাম তা না হওয়া আমাদের কাছে পছন্দনীয় ছিল না। কারণ সাহসহারা হওয়ার ফলেই তো আল্লাহ্ আমাদের সহায়ক হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা

ইব্ন ইসহাক বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

আল্লাহ্র প্রতিই যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে (৩ : ১২২)।

অর্থাৎ মু'মিনদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুর্বলতা অনুভব করবে, সে যেন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চায়। আল্লাহ্ তাকে তার ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ তার পক্ষ হয়ে শত্রু দমন করবেন ; এভাবে সে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

তিনি তার থেকে যাবতীয় ক্ষতিকর বিষয়াদি দূর করে দেবেন। তার উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চার করবেন।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

এবং বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে, আল্লাহ্ তো তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (৩ : ১২৩)।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এটাই তাঁর নিয়ামতের শুকর। আল্লাহ্ তা'আলা বদরের দিন তোমাদের সাহায্য করেন, অথচ সেদিন তোমরা সংখ্যায় ছিলে কম, শক্তিতে ছিলে দুর্বল।

ফেরেশতা দিয়ে সাহায্যের সুসংবাদ

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ. بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ.

স্মরণ কর, যখন তুমি মু'মিনদের বলছিলে, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সহায়তা করবেন ? হ্যাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল, আর তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করে তাহলে আল্লাহ্ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন (৩ : ১২৪-১২৫)।

অর্থাৎ (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,) তোমরা যদি আমার শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্যধারণ কর এবং আমার নির্দেশ পালন কর, আর এ সময় শত্রুরা তোমাদের উপর আক্রমণ করে বসে, তখন আমি পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : مُسَوِّمِيْنَ অর্থ مُعْلَمِيْنَ অর্থাৎ চিহ্নিত। হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরী (র) থেকে আমাদের কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে। তিনি বলেন : সেসব ফেরেশতাদের ঘোড়াগুলোর লেজ ও ললাটে সাদা পশমী সুতার চিহ্ন ছিল। তবে ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের চিহ্ন ছিল সাদা পাগড়ী। (ইব্‌ন হিশাম বলেন) বদরের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এ কথা উল্লেখ করেছি।

سِيْمَا অর্থ আলামত, চিহ্ন।

পবিত্র কুরআনে আছে :

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ.

অর্থাৎ তাদের মুখমণ্ডলে, সিজদার হিহ্ন থাকবে (৪৮ : ২৯)।

এখানে سِيَمَاهُمْ অর্থ عَلاَمَتُهُمْ তাদের চিহ্নসমূহ, অর্থাৎ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র উল্লেখ আছে :

حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ ، مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ .

অর্থাৎ এবং আমি তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পাথর, কঙ্কর যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল (১১ : ৮২-৮৩)।

এখানেও مُّسَوَّمَةً অর্থ مُعَلَّمَةً চিহ্নিত।

(ইব্‌ন হিশাম বলেন :) আমার কাছে হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরী (র) সূত্রে এ তথ্য পৌঁছেছে। তিনি বলেছেন যে, সে পাথরগুলোতে এমন কিছু নির্দশন ছিল, যা প্রমাণ করছিল যে, তা দুনিয়ার পাথর নয় বরং তা ছিল আযাবের পাথর।

রুবা ইব্‌ন আজ্জাজ বলেন :

فالان تُبلى مبى الجيادُ السَّهَم * وَلاتُجَارِينِى إذا ماسَوَّمُوا

وشخصت إبصارُهُمْ وأجدَموا

এখন আমাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উত্তম ঘোড়া পরীক্ষায় ফেলে এবং তারা আমাকে নিস্কৃতি দেয় না, যখন তাদের উপর চিহ্ন লাগানো হয়, আর তাদের চোখ বিস্ফারিত হয় এবং তারা দ্রুত চলে যায়। এগুলো তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

مُّسَوَّمَةً শব্দটি مَرْعِيَة (যে জন্তুকে চরানো হয়) অর্থে ব্যবহার হয়।

পবিত্র কুরআনে আছে : وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةِ অর্থাৎ আর চিহ্নিত অশ্বরাজি (৩ : ১৪)।

شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ অর্থাৎ যাতে তোমরা পশুচারণ করিয়ে থাক (১৬ : ১০)।

আরবরা বলে থাকে : سوم خيله وأبله ، وأسامها অর্থাৎ সে তার ঘোড়া ও উটসমূহ চরালো। কুমায়ত ইব্‌ন যায়দ আবৃত্তি করেন :

راعيا كان مسجحا ففقدنا * ه وفقدُ المُسيم هلك السوام

তিনি ছিলেন উত্তমরূপে রাখালের দায়িত্ব পালনকারী, আমরা তাকে হারালাম আর রাখলকে হারানো মানেই পশু পাল ধ্বংস হওয়া।

ইবন হিশাম বলেন : مسجحا অর্থ উত্তমরূপে রাখালের দায়িত্ব পালনকারী। এই পংক্তিটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

সাহায্য কেবল আল্লাহ্‌রই

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ .

আল্লাহ্ তো এটাকে কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত-প্রশান্তির-হেতু করেছেন এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হতেই হয় (৩ : ১২৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আমার যে সব ফেরেশতা সৈন্য তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি, তা শুধু এ জন্য যে তোমাদের অন্তরে যেন প্রশান্তি লাভ হয়। কেননা, তোমাদের দুর্বলতা আমার জানা রয়েছে, আর সাহায্য তো একমাত্র আমার কাছ থেকেই হতে পারে। কেননা, একমাত্র আমিই তো ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। আর এটা এজন্যে যে, মর্যাদা ও হুকুম করার অধিকার একমাত্র আমারই, আমার কোন সৃষ্টির নয়।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ.

কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার অথবা লাঞ্ছিত করার জন্য, ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায় (৩ : ১২৭)।

অর্থাৎ যাতে তিনি মুশরিকদের কতককে হত্যার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন, তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে অথবা তাদের ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেন অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে তাদের ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দেন। তারা যা আশা করেছিল তার কিছুই তারা লাভ করতে পারেনি।

ইব্ন হিশম বলেন : يَكْبِتَهُمْ অর্থাৎ তিনি তাদের কঠিন পেরেশানীতে ফেলে দেবেন এবং তাদের উদ্দেশ্য পণ্ড করে দেবেন।

কবি যুররুম্মাহ্ বলেন :

ما انس من شجن لا أنس موقفنا * فى حيرة بين مسرور و مكبوت

দুঃখ আমি যতই ভুলে যাই, কিন্তু সে পরিস্থিতির কথা আমি ভুলি না, যা ছিল আনন্দ ও পরাজয়ের মধ্যবর্তী হতভম্বতার অবস্থা।

يَكْبِتَهُمْ (এর আর একটি অর্থ হলো : তাদের অধোমুখে ফেলে দেবেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ.

তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন–এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, কারণ তারা যালিম (৩ : ১২৮)।

অর্থাৎ আমার বান্দাদের ব্যাপারে তোমার কোন নির্দেশ চলতে পারে না। কিন্তু তাদের ব্যাপারে আমি তোমাকে যে নির্দেশ দেই অথবা দয়া পরবশ হয়ে তাদের ক্ষমা করে দেই; তবে ইচ্ছা করলে আমি তাদের ক্ষমা করতে পারি; কিংবা ইচ্ছা করলে আমি তাদের গুনাহের কারণে শাস্তি দিতে পারি। আর এটা আমার হক।

فَانَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ অর্থাৎ তারা আমার অবাধ্য হয়ে এ শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের গুনাহ্ করা সত্ত্বেও তাদের ক্ষমা করে দেন এবং তাদের প্রতি রহম করেন।

সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

হে মু'মিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেও না (৩ : ১৩০)।

অর্থাৎ যখন তোমরা বিধর্মী ছিলে, তখন তোমাদের ধর্মকর্তৃক হারামকৃত যে সব বস্তু তোমরা ভক্ষণ করতে, এখন আল্লাহ্কর্তৃক হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে, ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর, তা ভক্ষণ করো না।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ এবং আল্লাহ্কে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (৩ : ১৩০)।

অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, তা থেকে তোমরা পরিত্রাণ পাবে এবং তিনি যে সওয়াবের প্রতি তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, তা তোমরা লাভ করতে পারবে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ এবং তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে (৩ : ১৩১)।

অর্থাৎ আমাকে অস্বীকারকারীদের জন্য যে জাহান্নাম আবাসস্থল হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, সুতরাং তাকে ভয় কর।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন : وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার (৩ : ১৩২)।

এখানে সে সব লোকদের নিন্দা করা হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঐসব নির্দেশ অমান্য করেছে, যা উহুদের যুদ্ধে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের দেওয়া হয়েছিল।

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ.

তোমরা ধাবমান হও আপন প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য (৩ : ১৩৩)।

অর্থাৎ এ জান্নাত ঐসব লোকদের আবাসস্থল যারা আমার এবং আমার রাসূলের আনুগত্য করে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

যারা সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন (৩ : ১৩৪)।

অর্থাৎ, এই গুণগুলোই হলো ইহ্সান। যে-ই এ গুণের অধিকারী হবে, আমি তাকে ভালবাসব।

আল্লাহ্ আরো বলেন :

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে, আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে ? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না (৩ : ১৩৫)।

অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোন অশ্লীল কাজ হয়ে গেলে কিংবা তারা কোন গুনাহ্ করে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে। তাদের মনে হয় যে আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো নিষেধ করেছেন এবং এগুলো তাদের জন্য হারাম করেছেন। ফলে তারা তওবা ও ইস্তিগফার করে নেয় এবং বুঝে নেয় যে, এসব গুনাহ্ কিংবা অপরাধ শুধুমাত্র আল্লাহ্ই ক্ষমা করতে পারেন।

وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

আর তারা জেনে শুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না (৩ : ১৩৫)।

অর্থাৎ এরা সেই মুশরিকদের মত নিজেদের গুনাহের উপর অনড় থাকে না। মুশরিকরা তো নিজেদের কুফরের উপর বাড়াবাড়ি করে, অথচ তারা জানে যে, তাদের উপর আমি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা হারাম করেছি।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ.

ওরাই তারা, যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম! (৩ : ১৩৬)।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর নাযিলকৃত বিপদাপদ, তাদের উপর আপতিত পরীক্ষাসমূহ ও তাদের মাধ্যে যাদেরকে শাহাদতের জন্য মনোনীত করেছেন, তা আলোচনা করেন।

সুতরাং মুসলমানদের সান্ত্বনাদান, তাদের কৃতকর্মের প্রশংসা ও তাদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

তোমাদের পূর্বে বহু বিধানগত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম (৩ : ১৩৭)।

অর্থাৎ 'আদ, ছামূদ, লূত ও আসহাবে মাদয়ান যারা আমার রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার সাথে শরীক করেছিল। তাদের শাস্তি ও প্রতিশোধে যে সব ঘটনাবলী অতীতে আমি ঘটিয়েছি, তা পর্যবেক্ষণ কর। এখনও যারা তাদের মত আচরণ করবে, তাদের পরিণামও তাই হবে। আসলে আমি তাদেরকে ঢিল দিয়েছি, যাতে মুসলমানদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে যে পরাভূত করে কাফিরদের দল সামান্য মজবুত করে দেয়া হয়েছিল, এর কারণে এ ধারণা যেন না হয় যে, আমার ও তোমাদের (মুসলমানদের) শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে না।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ.

এটা মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ। (৩ : ১৩৮)

অর্থাৎ এটা লোকদের জন্য ব্যাখ্যা স্বরূপ, যদি তারা হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ করে নেয়। هُدًى وَّمَوْعِظَةٌ অর্থ নূর ও আদব।

لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থ যে আমার আনুগত্য করে এবং আমার নির্দেশ সম্পর্কে অবগত।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দু:খিত হয়ো না (৩ : ১৩৯)।

অর্থাৎ তোমরা দুর্বল হয়ে পড়ো না এবং তোমাদের এ বিপদের কারণে তোমরা নিরাশ হয়ে যেও না।

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ বরং তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মু'মিন হও। (৩ : ১৩৯)।

অর্থাৎ আমার রাসূল আমার পক্ষ থেকে যা কিছু তোমাদের কাছে এনেছে, যদি তোমরা তা পুরোপুরি সত্য প্রতিপন্ন করতে থাক, তবে বিজয় ও সাহায্য তোমরাই পাবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই (৩ : ১৪০)।

অর্থাৎ লোকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য একবার কাউকে এবং অন্যবার অন্যকে শক্তি ও রাজত্ব দান করি।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاۤءَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

যাতে আল্লাহ্ মু'মিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ যালিমদের পছন্দ করেন না (৩ : ১৪০)।

অর্থাৎ আল্লাহ্ মু'মিন ও মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য করার জন্য এবং মু'মিনদের মধ্যে যাদের সৌভাগ্য দান করার ইচ্ছা তাদেরকে শাহাদতের সৌভাগ্য দান করার জন্য এরূপ করেন। আলোচ্য আয়াতে যালিম দ্বারা মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে, যারা মুখে তো ঈমানের কথা প্রকাশ করতো, কিন্তু তাদের অন্তর নাফরমানীতে ভরা ছিল।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন (৩ : ১৪১)।

অর্থাৎ যাতে প্রকৃত মু'মিনদের পরীক্ষা হয়ে যায় এবং একথাও জানা যয়ে যায় যে, তাদের মাঝে কি পরিমাণ সবর, সহনশীলতা ও বিশ্বাস বিদ্যমান রয়েছে।

وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ আর যাতে তিনি কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন (৩ : ১৪১)।

অর্থাৎ যাতে মুনাফিকদের মুখের সে সব কথা বাতিল করতে পারেন, যা তাদের অন্তরে নেই, যার ফলে তাদের মনের লুকায়িত কুফর প্রকাশ পেয়ে যায়।

মুজাহিদীনদের জন্য জান্নাত

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনও জানেন না? (৩ : ১৪২)।

অর্থাৎ তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে এবং আমার পক্ষ থেকে সম্মানজনক সওয়াব হাসিল করে নিবে, অথচ এখন পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে বিপদের মাধ্যমে পরীক্ষা নেইনি। যাতে আমি আমার প্রতি তোমাদের ঈমান আনার কারণে, তোমাদের উপর যে বিপদ আসে, তাতে তোমাদের সবরের নিষ্ঠা এবং বিপদে তোমাদের ধৈর্য ধারণ সম্পর্কে জেনে নিতে পারি। তোমরা শত্রুর সাথে (উহুদ যুদ্ধে) মুখোমুখী হওয়ার আগে ঐ সত্যের জন্য যার উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত শাহাদত লাভের আকাঙ্ক্ষা করছিলে।

অর্থাৎ যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হারানোর কারণে এবং শাহাদত লাভের আশায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে শত্রুর মুকাবিলায় বের হতে বাধ্য করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন :

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে (৩ : ১৪৩)।

অর্থাৎ শত্রুদের হাতের তরবারিতে তোমরা মৃত্যুকে স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিলে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তা তোমাদের থেকে প্রতিহত করেছেন।

মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ اَنْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ .

মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র ; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনও আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন (৩ : ১৪৪)।

অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন এবং মুসলমানদের সাহস হারিয়ে পশ্চাদপসারণ করার কারণে, তোমরা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে পূর্বের মত কাফির হয়ে যাবে? তোমরা কি শত্রুর সাথে যুদ্ধ জিহাদ করা, আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের কাছে যে দীন রেখে গেছে, এসব কিছু ছেড়ে দিবে ? অথচ সে আমার পক্ষ থেকে যে কিতাব নিয়ে এসেছে তাতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, সে মৃত্যুবরণ করে তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যে পশ্চাদপসারণ করবে অর্থাৎ দীন থেকে ফিরে যাবে, যে আল্লাহ্র তা'আলার কোন ক্ষতি সাধন করবে না, অর্থাৎ এতে আল্লাহ্ তা'আলার ইজ্জত, রাজত্ব, সার্বভৌমত্ব ও কুদরতে কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন, অর্থাৎ যারা তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করে তাদের।

মৃত্যুর সময় নির্ধারিত

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلاً

আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কারও মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু তার মেয়াদ অবধারিত (৩ : ১৪৫)।

অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর মৃত্যুর একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে, যখন সে নির্ধারিত সময় এসে যাবে তখন তাঁর মৃত্যু হবে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দিবেন তখনই তা ঘটবে।

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ.

কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই এবং কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করব (৩ : ১৪৫)।

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা একমাত্র দুনিয়াতেই কামনা করে এবং আখিরাতের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই, আমি তাদের ভাগ্য মুতাবিক রিযিক দান করি, তার চেয়ে বেশী সে কিছুই পায় না। আর আখিরাতে তার কোন অংশ থাকে না। পক্ষান্তরে যে আখিরাতের লাভ খুঁজে আমি তাকে আখিরাতের অংশ দান করি এবং সাথে সাথে দুনিয়াতেও তার রিযিক নির্ধারিত করে দেই। এই প্রতিদান কৃতজ্ঞদের জন্য অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ.

এবং কত নবী যুদ্ধ করেছে তাদের সাথে বহু আল্লাহ্ ওয়ালা ছিল। আল্লাহ্র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন (৩ : ১৪৬)।

অর্থাৎ নবীকে হারিয়ে ফেলার কারণে তারা হীনবল হয়ে হয়ে পড়েনি। আর না তারা শত্রুর মুকাবিলায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর না তারা জিহাদে পরাভূত হয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর দীন থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এটাই হল ধৈর্য। আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।

পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাঁদের সহচর

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

এ কথা ব্যতীত তাদের আর কোন কথা ছিল না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমা লংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর (৩ : ১৪৭)।

ইবন হিশাম বলেন : الرِّبِّيِّيْنَ এর একবচন হলো رِبِّى আর তারা যে মানাত ইব্ন উদ্দ ইবন তাবিখা ইব্ন ইলয়াছ এর ছেলে যাব্বাকে اَلرِّبَابُ বলতো তার কারণ এই যে, তারা সকলে সমবেত হয়ে পরস্পর মিত্রতাবদ্ধ হয়েছিল।

এ কারণে তারা اَلرِّبَابُ বলে جَمَاعَاتٌ বা দলসমূহ বুঝায়। اَلرِّبَابُ এর একবচন رِبَّةٌ ও رِبَابَةٌ অর্থ পেয়ালা কিংবা লাঠি সমষ্টি। এর সাথেই দলকে তুলনা করা হয়েছে।

যেমন আবূ যুআয়ব হুযালী বলেন :

وكانهن ربابة وكأنة * يسر يفيض على القداح ويصدع

যেন তারা পেয়ালাসমষ্টি। আর যেন সে নরম ও সহজ পেয়ালায় পান করে এবং পরে তা ভেঙ্গে দেয়।

এ পংক্তিটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ। কবি উমাইয়া ইবন আবূ সালত বলেন :

حول شياطينهم ابابيل ربيون شدوا سنوراً مدسوراً

তাদের শয়তানগুলোর চারিপাশে সমবেত ঝাঁক, পেরেকযুক্ত বর্ম পরিহিত।

এই লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশ বিশেষ।

ইব্ন হিশাম বলেন : اَلرِّبَابَةُ-এর আর একটি অর্থ হলো কাপড়ের টুকরা, যাতে পেয়ালা জড়িয়ে রাখা হয়।

ইবন হিশাম বলেন : السُّنُوْر অর্থ বর্ম; الدسر অর্থ কড়ার পেরেক।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَحَمَلْنَاهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ

তখন আমি নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে (৫৪ : ১৩)।

কবি আবূ আখযার হিম্মানী, তামীমের এই কবিতা বলেন :

دسراً بأطراف القنا المقوم মজবুত বর্শার চারিদিক পেরেক দ্বারা শক্ত করে দাও।

ইবন ইসহাক বলেন : আয়াতের অর্থ এই যে, হে মুসলমানগণ, তৎকালীন উম্মতেরা যেমন বলেছিল তোমরাও তেমনি বল। আর মনে রেখ, যা কিছু হয়েছে তোমাদের গুনাহের কারণেই হয়েছে। সুতরাং তারা যেমন ইস্তিগফার করেছে, তোমরাও তেমনিভাবে ইস্তিগফার কর এবং তারা যেমন নিজ দীনের উপর অটল ছিল তোমরাও তেমনিভাবে নিজ দীনের উপর অটল থেকে তা বাস্তবায়িত করতে থাক। আর দীন ছেড়ে পশ্চাদপসরণ করো না। তারা যেমন অবিচল থাকার জন্য দু'আ করেছে, তোমরাও তেমনিভাবে দু'আ কর। তারা যেমন কাফিরদের উপর জয়লাভ করার জন্য দু'আ করেছিল, তোমরাও তেমনিভাবে দু'আ কর। এ সবগুলো ছিল পূর্বযুগের উম্মতের কথা। তাদের নবীরা নিহত হয়েছিল কিন্তু তারা তোমাদের মত আচরণ করেনি।

فَاٰتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন (৩ : ১৪৮)।

কাফিরদের আনুগত্যের পরিণতি

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ.

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে (৩ : ১৪৯)।

অর্থাৎ, তারপর তো তোমরা তোমাদের শত্রুর কাছ থেকে বিফল মনোরথ হবে। এভাবে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় বরবাদ হবে।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ আল্লাহ্ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী (৩ : ১৫০)।

অর্থাৎ, তোমরা মুখে যা বল, তা যদি সত্যিকার মন থেকে বলে থাক, তবে তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই আশ্রয় গ্রহণ কর। তিনি ছাড়া আর কারও সাহায্য চেয়ো না এবং তোমরা তোমাদের দীন পরিত্যাগ করে গুমরাহ হয়ে যেও না।

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ অচিরেই আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব (৩ : ১৫১)।

অর্থাৎ যে ভীতির মাধ্যমে আমি তোমাদের-তাদের উপর বিজয় দান করে থাকি। আমি এজন্যে এরূপ করি যে, তারা কোন দলীল ছাড়া আমার সংগে শরীক স্থির করেছে। সুতরাং তোমরা যে গুনাহ করছো, আমার নির্দেশ অমান্য করেছো এবং নবীর অবাধ্য হয়েছো, এর কারণে তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছে, তাতে তোমরা একথা ভেব না যে, পরিশেষে জয় তাদেরই হবে।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَآ اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

আল্লাহ্ তোমাদের সাথে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন, যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে, আর যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদের দেখবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাচ্ছিল এবং কতক পরকাল চাচ্ছিল। এরপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের তাদের হতে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদের ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল (৩ : ১৫২)।

অর্থাৎ আমি তোমাদের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা তখনই পূরণ করে দিয়েছি। যখন তোমরা আমার নির্দেশে তরবারি দিয়ে তাদের হত্যা করছিলে আমি তোমাদের হাতকে তাদের উপর প্রবল করে নিয়েছিলাম এবং তাদের হাতকে তোমাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম।

ইবন হিশাম বলেন : اَلْحَسُّ অর্থ মূলোৎপাটন করা حَسَسْتُ الشَّيْئَ অর্থাৎ আমি তরবারি বা অন্য কিছু দিয়ে তার মূলসহ উৎপাটন করেছি।

কবি জরীর বলেন

تَحسهم السيوف كما تسامى * حريق النار فى الأجرم الحصيد

তরবারি তাদের মূলোৎপাটন করছিল, যেমন কাটা শুকানো গাছের কারণে আগুন উদ্দীপিত হয়।

এই পংক্তিটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

কবি রুবাহ ইবন আজ্জাজ বলেন

اذا شكونا سنة جسوسا * تاكل بعد الأخضر اليبيسًا

যখন আমরা সমূলে গ্রাসকারী দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করছিলাম, যা সবুজগুলো খাওয়ার পর শুকনোগুলোও খেয়ে শেষ করছিল।

এই পংক্তি দুটো তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : حَتّٰى إِذَا فَشِلْتُمْ অর্থাৎ যখন তোমরা মনোবল হারালে এবং تَنَازَعْتُمْ فِى الْأَمْرِ আমার নির্দেশের ব্যাপারে মতানৈক্য করলে; অর্থাৎ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে নির্দেশ দিয়েছিল এবং যে দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করেছিল, তা তোমরা পরিত্যাগ করেছিলে। এর দ্বারা তীরন্দাজদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ আর তোমরা যা ভালবাস তা তোমাদের দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে। অর্থাৎ নিশ্চিত বিজয়ের পর, এবং কুরায়শদের তাদের মহিলাদের এবং ধন-সম্পদ ফেলে পালিয়ে যাওয়ার পর।

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا 'তোমাদের কতক ইহকাল চাচ্ছিল' অর্থাৎ যারা পার্থিব লুটতরাজ করার ইচ্ছা করছিল এবং যে আনুগত্যের উপর আখিরাতের সওয়াব নির্ভরশীল তা বর্জন করছিল।

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ 'আর কতক পরকাল চাচ্ছিল' অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদই করছিল এবং আখিরাতে আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম সওয়াবের আশা করছিল। তারা পার্থিব লোভ-লালসায় বশবর্তী হয়ে, তাদের যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তা তারা করেনি। মারাত্মক অন্যায়কে ক্ষমা করে দিয়েছেন তোমাদের নবী আর আল্লাহ্ তোমাদের এ নির্দেশ অমান্য করার কারণে তিনি তোমাদের ধ্বংস করেননি। বরং আল্লাহ্ তা'আলা এরপরও নিজ অনুগ্রহ তোমাদের উপর অব্যাহত রেখেছেন। এরপর আল্লাহ্ বলেন :

مِنَ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, এ জগতে তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য শাস্তি দান করেছেন। তাদের শাস্তি দেওয়া পূর্ণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও তাদের ঈমানের কারণে তিনি দয়াপরবশ হয়ে গুনাহের জন্য তাদের মূলে ধ্বংস করেননি।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের তাদের নবীকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণে তিরস্কার করছেন। তিনি তাদের ডাকছিলেন, আর তারা তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلاَ تَلْوُنَ عَلٰى اَحَدٍ وَّ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرٰكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا اَصَابَكُمْ ·

স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটে ছিলে এবং পিছন ফিরে কারও প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, আর রাসূল তোমাদের পিছন দিক হতে আহবান করছিল, ফলে তিনি তোমাদের বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে, তার জন্য তোমরা দু:খিত না হও (৩ : ১৫৩)।

অর্থাৎ বিপদের পর বিপদ আসতে লাগলো যেমন তোমাদের কতক ভাই নিহত হলো শত্রুরা তোমাদের উপর প্রবল হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিহত হওয়ার গুজব শুনে তোমাদের মাঝে এক হতাশার সঞ্চার হলো, এটাই ছিল যা একের পর এক পেরেশানী তোমাদের উপর আসতে লাগলো, যাতে তোমরা তোমাদের স্বচক্ষে বিজয় দেখার পর তা হারিয়ে যাওয়ার কারণে এবং তোমাদের ভাইদের নিহত হওয়ার কারণে, তোমরা দু:খিত না হও। পরিশেষে আমি এভাবে তোমাদের সে বিপদ দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছি। আল্লাহ্ বলেন :

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 'তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত' (৩ : ১৫৩)।

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের যে হতাশা ও বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তা এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিহত হওয়া সম্পর্কে শয়তানের গুজব আল্লাহ্ তা'আলা নাকচ করেছেন। এরপর মুসলমানরা যখন তাদের রাসূল (সা)-কে নিজেদের মাঝে জীবিত পেল, তখন তাদের শত্রুর উপর জয়লাভের পর পরাস্ত হওয়ার দুঃখ এবং ভাইদের নিহত হওয়াজনিত মর্মবেদনা লাঘব হয়ে গেল। আর তারা দেখতে পেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিহত হওয়া থেকে হিফাযত করেছেন।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِا اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ مَّا لاَ يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ·

আর দুঃখের পর তিনি তোমাদের প্রদান করলেন প্রশান্তি-তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিলো এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এই বলে যে, আমাদের কি কোন অধিকার আছে ? বল, সমস্ত বিষয় আল্লাহ্রই ইখতিয়ারে। যা তারা তোমার নিকট প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, আর বলে, এই ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এই

স্থানে নিহত হতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত।' এটা এজন্য যে আল্লাহ্ তোমাদের বক্ষে যা আছে তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত (৩ : ১৫৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি আস্থাশীলদের উপর তন্দ্রা নাযিল করেন, ফলে তারা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে। অপরপক্ষে, মুনাফিকরা নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করলো এবং আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে নির্বোধসুলভ ও অবাস্তব ধারণা পোষণ করলো; আর তারা এরূপ করছিল মৃত্যুর ভয়ে। কারণ, তাদের আখিরাতে পুনরুত্থিত হওয়ার উপর বিশ্বাস ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের পরস্পর তিরস্কার এবং এ বিপদের কারণে তাদের আক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তাঁর নবীকে বলেন :

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ

হে নবী! আপনি বলে দিন যদি তোমরা আপন ঘরেই অবস্থান করতে (৩ : ১৫৪)।

আর এ যুদ্ধের ময়দানে হাযির না হতে, সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোপন রহস্য প্রকাশ করে দিয়েছেন।

لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ

তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত।

وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত (৩ : ১৫৪)।

অর্থাৎ তারা তাদের মনে যেসব বিষয় তোমাদের থেকে গোপন রেখেছে, তা আল্লাহ্র কাছে গোপন নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْكَانُوْا غُزًى لَوْ كَانُوْا عِنْدَنَامَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কুফরী করে ও তাদের ভাইরা যখন দেশে দেশে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের নিকট থাকত, তবে তারা মরত না এবং নিহত হত না।' ফলে আল্লাহ্ এটাই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন, আল্লাহ্ই জীবনদান করেন ও মৃত্যু ঘটান ; তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। (৩ : ১৫৬)।

অর্থাৎ সে সব মুনাফিকের মত হয়ো না, যারা তাদের ভাইদের আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী সফর করতে বাধা প্রদান করে এবং তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে কিংবা নিহত হলে বলে যে, 'এরা আমাদের কথা মানলে মৃত্যুবরণ করত না নিহতও হতো না।

لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ

ফলে আল্লাহ্ এটাই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন (৩ : ১৫৬)।

তাদের প্রতিপালকের প্রতি তাদের বিশ্বাস গৌণ হওয়ার কারণে তারা এরূপ করে। وَاللّٰهُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ আল্লাহ্ই জীবনদান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।

তিনি নিজ কুদরতে তার মৃত্যুর সময় থেকে যতটুকু ইচ্ছা বিলম্বিত করেন, আর যতটুকু ইচ্ছা তরান্বিত করেন।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন দান সম্পর্কে

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে, যা তারা জমা করে আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং দয়া অবশ্য তা অপেক্ষা শ্রেয় (৩ : ১৫৭)।

অর্থাৎ মৃত্যু তো অবধারিত, এ থেকে কেউ-ই রেহাই পাবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌র পথের মৃত্যু ঐ দুনিয়া থেকে উত্তম, যা সঞ্চয় করার জন্য এই মুনাফিকরা জিহাদে অংশ গ্রহণ করা থেকে পেছনে থাকে এবং মৃত্যুকে ভয় করে। কেননা, তারা মরে গেলে কিংবা নিহত হলে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে বঞ্চিত হবে। এদের আখিরাতের কোন চিন্তা নেই।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لاَ اِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ.

এবং তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে আল্লাহ্‌রই নিকট তোমাদের একত্র করা হবে (৩ : ১৫৮)।

অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই যখন আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন দুনিয়ার চাকচিক্যে তোমাদের ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। আর তোমাদের নিকট জিহাদ এবং জিহাদে শরীক হওয়ার কারণে আল্লাহ্ যে সাওয়াবের প্রতি তোমাদের উৎসাহিত করেছেন, তার প্রতি তোমাদের আগ্রহশীল হওয়া উচিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোমল স্বভাব সম্পর্কে

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَ نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। এরপর তুমি কোন

সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে; যারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন (৩ : ১৫৯)।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাথে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নম্র স্বভাবের ও ধৈর্য-সহ্যের কথা উল্লেখ করেছেন কেননা, তারা হলো দুর্বল। আল্লাহ্ কর্তৃক ফরযকৃত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে ত্রুটি হওয়ামাত্রই কঠোরতা অবলম্বন করা হলে তারা তা বরদাশত করতে সক্ষম হতো না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, فَاعْفُ عَنْهُمْ তুমি তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা কর। وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা মু'মিন, তাদের দ্বারা যখন কোন গুনাহ্ হয়ে যায় তখন তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। যাতে একথা তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, তুমি তাদের কথা শোন এবং তাদের সাহায্য গ্রহণ কর; যদিও তাদের পরামর্শ ও সাহায্য নেয়ার তোমার কোন প্রয়োজন নেই, তবে তুমি দীনের ব্যাপারে তাদের মন জয় করার জন্যই এরূপ করবে।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা

فَاِذَا عَزَمْتَ অর্থাৎ যখন তুমি কোন বিষয়ে সংকল্প করবে, অর্থাৎ যদি এমন কোন বিষয়ের দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যা তোমার কাছে আমার পক্ষ থেকে (ওহীর মাধ্যমে) এসেছে, কিংবা তার সম্পর্ক দীনের ব্যাপারে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের সাথে হোক এবং এ জিহাদ ছাড়া উদ্দেশ্য সাধনের কোন বিকল্প কিছুই থাকে না; তখন তুমি আমার নির্দেশে তা সম্পন্ন কর, চাই এতে কেউ তোমার পক্ষে থাকুক বা বিপক্ষে যাক। فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ আর তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে এবং বান্দাদের কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আল্লাহ্‌কেই সন্তুষ্ট রাখবে। اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ যারা নির্ভর করে, আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ

আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হবার কেউই থাকবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে? (৩ : ১৬০)।

সুতরাং মানুষের জন্য আমার আহকামকে উপেক্ষা করো না বরং মানুষের কথাকে আমার নির্দেশের সামনে সম্পূর্ণ বর্জন কর।

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

আর মু'মিনদের উচিত মানুষের উপর নয়; বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা।

নবী (সা)-এর বিশেষ মর্যাদা

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করবে, এটা নবীর পক্ষে অসম্ভব এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে, কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে। এরপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না (৩ : ১৬১)।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে যে নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন, তা লোকেদের ভয়ে কিংবা পার্থিব মোহে পড়ে লোকের থেকে গোপন করা তাঁর জন্য সম্ভব নয়। এমনটি যে করবে, কিয়ামতের দিন তার সামনে তা প্রকাশ পেয়ে যাবে, যা সে করবে। তারপর সে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে, এ ব্যাপারে তার প্রতি কোন প্রকার অবিচার কিংবা বাড়াবাড়ি করা হবে না।

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

আল্লাহ্ যাতে রাযী, যে তারই অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস ? আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল (৩ : ১৬২)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের শত্রুতা কিংবা মিত্রতার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে একমাত্র আল্লাহ্কেই সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করে, তার মরতবা নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তির থেকে অনেক বেশী, যে মানুষের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোন পরওয়া করে না। যার কারণে সে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধের যোগ্য হয়। এরা উভয়ে বরাবর হতে পারে না।

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ.

আল্লাহ্র নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক-দ্রষ্টা। (৩ : ১৬৩)।

অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য তার আমল মুতাবিক জান্নাত ও জাহান্নামে একটি স্তর নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ্র কাছে গোপন নয় কে বাধ্য আর কে অবাধ্য।

মুসলমানদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন; সে তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা তো পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল (৩ : ১৬৪)।

অর্থাৎ হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের উপর এটা আল্লাহ্র বড় অনুগ্রহ যে, তোমাদের মধ্য হতে তিনি রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তোমরা যে নতুন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে রেখেছিলে এবং তোমাদের যা আমল ছিল, সে ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শুনাবেন। আর তোমাদের ভাল মন্দের শিক্ষা দিবেন। যাতে তোমরা ভালকে চিনে তার উপর

আমল করতে পার এবং মন্দকে চিনে তা থেকে বাঁচতে পার। আর সে তোমাদের খবর দেবে যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে এখন তোমরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবে, এতে তোমাদের মাঝে আনুগত্যের আগ্রহ আরও তীব্র হবে। আর আল্লাহ্ যে সব বিষয়ে অসন্তুষ্ট হন, তা থেকে বেঁচে তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে পারবে এবং এভাবে তোমরা জান্নাতের সওয়াব লাভ করতে পারবে। এর পূর্বে তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে অর্থাৎ জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলে। ভাল-মন্দের পার্থক্য করার যোগ্যতা তোমাদের ছিল না। ভাল কথা শুনার ব্যাপারে তোমরা বধির, হক কথা বলার ব্যাপারে বোবা এবং সৎপথ দেখার ব্যাপারে অন্ধ ছিলে।

উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয় প্রসংগে

তারপর আল্লাহ্ সে সব মুসীবতের কথা, যা মুসলমানদের উপর উহুদ যুদ্ধে আপতিত হয়েছিল, তার উল্লেখ করে বলেন :

اَوَلَمَّا اَصَابَكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

কি ব্যাপার। যখন তোমাদের উপর মুসীবত আসলো, তখন তোমরা বললেন, এটা কোত্থেকে আসলো ? অথচ তোমরা তো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। বল, এটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতো; আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান (৩ : ১৬৫)।

অর্থাৎ তোমাদের ভুলের কারণেই যদি তোমাদের ভাইদের উপর কোন বিপদ আসে, তবে তাতে কি আসে যায়। এর পূর্বে বদর প্রান্তরে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে তোমরা তাদের কতল ও বন্দী করে তাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। তোমরা ভুলে গেলে তোমাদের গুনাহের কথা এবং তোমাদের নবী তোমাদের যে নির্দেশ দিয়েছিল, তোমরা তার বিরোধিতা করেছিলে, একথা কি তোমরা ভুলে গেলে ?

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে কিংবা ক্ষমা করতে পূর্ণ সক্ষম।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা আল্লাহ্‌রই হুকুমে; এটা মু'মিনদেরকে জানবার জন্য এবং মুনাফিকদের জানবার জন্য (৩ : ১৬৬-৬৭)।

অর্থাৎ যা তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুপক্ষের মাঝে মুকাবিলার সময় ঘটেছিল তা আমার হুকুমেই ঘটেছিল। এ ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন তোমরা যা করার তা করলে আমার সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি আসার পর, যাতে মু'মিন আর মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়।

মুনাফিকদের অবস্থা

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ اتَّبَعْنٰكُمْ .

এবং তাদের বলা হয়েছিল, 'এসো তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর।' তারা বলেছিল, 'যদি জানতাম যে, যুদ্ধ হবে তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম' (৩ : ১৬৭)।

অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ও তার অনুচররা উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ ছেড়ে ফিরে এসেছিল। তারা তখন বলেছিল, আমরা যদি জানতে পারতাম এবং আমাদের এ বিশ্বাস হত যে, নিশ্চিত যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তবে আমরা তোমাদের সাথে অবশ্যই যেতাম এবং তোমাদের পক্ষ হয়ে লড়াই করতাম। কিন্তু, আমাদের ধারণা ছিল যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের এ গোপন নিফাক স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিয়ে বলেছেন :

هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ. اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

সেদিন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতর ছিল। যা তাদের অন্তরে নাই তারা তা মুখে বলে; তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত। যারা ঘরে বসে রইলো এবং তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলল যে, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হতো না, তাদের বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের মৃত্যু হতে রক্ষা কর' (৩ : ১৬৭-১৬৮)।

অর্থাৎ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যদি তোমরা তোমাদের থেকে মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পার, তবে তা কর। জিহাদ থেকে ফিরে থাকাই ছিল, তাদের মূল লক্ষ্য। আর এর মূলে ছিল তাদের নিফাকী। দুনিয়াতে বেশী দিন বেঁচে থাকার লক্ষ্যে এবং মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য তারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করাকে পরিত্যাগ করেছিল।

জিহাদের প্রেরণা

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর মাধ্যমে মু'মিনদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং জিহাদে জীবন দেওয়া সহজ এ কথা উল্লেখ করে বলেন :

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা

দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে; এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দু:খিতও হবে না (৩ : ১৬৯-১৭০)।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত হয়েছে, তুমি তাদের মৃত মনে করো না। আমি তাদের জীবিত করেছি, জান্নাতের আনন্দ ও আয়েশে তাদের রিযিকদান করা হয়। তাদের জিহাদের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা যে অনুগ্রহ করেছেন, তাতে এরা অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রফুল্ল।

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لاَيُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

আল্লাহ্‌র অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না (৩ : ১৭১)।

কেননা, তারা দেখে নিয়েছে অঙ্গীকার পূরণ ও বিরাট প্রতিদান।

উহুদ যুদ্ধে শহীদদের মর্যাদা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া আবূ যুবায়ের সূত্রে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন :

উহুদের যুদ্ধে যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রূহ সবুজ পাখীর মধ্যে রাখলেন। ঐ রূহসমূহ জান্নাতের নহরে আসে এবং সেই সব নহরের গাছের ফল ভক্ষণ করে এবং আরশের ছায়ায় সোনার বাতির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে।

যখন সে রূহগুলো খাদ্য ও পানীয়র সুঘ্রাণ এবং নিজেদের বাসস্থানের সৌন্দর্য দেখতে পেলো, তখন তারা বললেন : হায়! যদি আমাদের ভাইয়েরা জানত যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সংগে কি সদাচরণ করেছেন, তবে তারা জিহাদের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করতো না এবং তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেত না। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমাদের পক্ষ থেকে এ বার্তা আমি তাদের পৌঁছে দেব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ . (٣ : ١٦٩)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হারিছ ইব্‌ন ফুযায়েল মাহমূদ ইব্‌ন লবীদ আনসারী সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'বারিক' জান্নাতের দরজার একটি নহর। শহীদগণ সে নহরের উপর একটি সবুজ গম্বুজে অবস্থান করেন। সকাল-সন্ধ্যা জান্নাত থেকে তাদের রিযিক পৌঁছতে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে জনৈক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, জবাবে তিনি বলেন :

"উহুদ যুদ্ধে তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রূহ সবুজ পাখির উদরে রেখে দিলেন। এই রূহগুলো জান্নাতের নহরে আগমন করে তার ফল ভক্ষণ করে, আরশের ছায়ায় সোনার বাতির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করেন :

يَا عِبَادِيْ ! مَا تَشْتَهُوْنَ فَأَزِيْدَكُمْ .

হে আমার বান্দারা ! তোমরা কি চাও ? আমি তোমাদের আরও বেশী দান করব। তখন রূহগুলো জবাব দেয়—

رَبَّنَا لاَ فَوْقَ مَا اَعْطَيْتَنَا - اَلْجَنَّةَ نَاكُلُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا .

হে আমার রব ! আপনি আমাদের যা কিছু দান করেছেন তার চাইতে বেশী কিছু চাই না। আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে আহার-বিহার করি।

আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলেন : হে আমার বান্দারা ! তোমরা কি চাও ? আমি আরও বাড়িয়ে দেব ? তারা বলেন : হে আমাদের রব ! আপনি আমাদের যা দিয়েছেন, এর চাইতে বেশী আর কিছু চাই না। আমরা জান্নাতে রয়েছি, যেখানে ইচ্ছা আহার-বিহার করি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলেন : হে আমার বান্দারা ! তোমরা কি চাও, আমি তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেব ? তারা বলে : হে আমাদের রব ! আপনি যা দিয়েছেন তার চাইতে বেশী কিছু চাই না। আমরা জান্নাতে রয়েছি, যেখানে ইচ্ছা আহার-বিহার করি। তবে এতটুকু আমরা চাই যে, আমাদের রূহগুলো আমাদের শরীরে ফিরিয়ে দিয়ে আবার আমাদের দুনিয়াতে পাঠানো হোক, যাতে আমরা পুনরায় আপনার পথে জিহাদ করে আর একবার শহীদ হতে পারি।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি

ইব্ন ইসহাক বলেন : জনৈক বন্ধু আমাকে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আকীল' জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

হে জাবির! আমি তোমাকে সুসংবাদ শুনাব কি ? জাবির (র) বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহ্র নবী ! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন : উহুদে তোমার পিতা যে স্থানে শহীদ হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সে জায়গাতেই জীবিত করে জিজ্ঞাসা করেছিল : হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ! আমার কি ধরনের আচরণ তুমি পছন্দ করবে ? সে বলেছিল : হে আমার রব ! আমি পছন্দ করি যে আপনি আমাকে আবার দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি আর একবার আপনার জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হই।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আমর ইব্ন উবায়দ হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে আমার জীবন এমন কোন মু'মিন নেই, যে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার পর চাইবে যে, দুনিয়ার সব কিছু দেওয়া সত্ত্বেও তাকে আবার দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হোক, শহীদ ছাড়া, সে চাইবে যে, তাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হোক, যাতে সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে পুনরায় শহীদ হতে পারে।

যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়েছিলেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

জখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে (৩ : ১৭২)।

অর্থাৎ ঐসব মু'মিন যারা উহুদের যুদ্ধের পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সংগে জখমের ব্যথা-যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও হামরাউল আসাদে গিয়েছিল।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ. اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। এদেরকে লোকেরা বলেছিল : তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে; সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এটা তাদের ঈমান দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল; আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক (৩ : ১৭২-১৭৩)।

মুসলমানদের যারা এ জাতীয় কথা বলেছিল তারা হলো : আবদুল কায়িসের কিছু লোক, যারা আবূ সুফিয়ানের সাথে আলোচনা করার পর মুসলমানদের বলেছিল যে, আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্যরা প্রচুর সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছে। তারা পুনরায় তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ.

তারপর তারা আল্লাহ্‌র অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্ যাতে রাযী, তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল (৩ : ১৭৪)।

কেননা, তিনি তাদেরকে শত্রুর সাথে পুনরায় সংঘর্ষ হওয়া থেকে হিফাযত করেন।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

শয়তানই তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায় সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরা তাদের ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর (৩ : ১৭৫)।

দু:খিত না হওয়া প্রসংগে

وَلاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِىْ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِىْ الْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوااللّٰهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

যারা কুফরীতে ত্বরিতগতি, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয় (অর্থাৎ মুনাফিকরা) তারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ আখিরাতে তাদের কোন অংশ দিবার ইচ্ছা করেন না। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে, তারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। কাফিররা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য; আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা (অর্থাৎ কাফির মুনাফিক), যে অবস্থায় রয়েছো, আল্লাহ্ মু'মিনদের সেই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্যের সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ অবহিত করার নন (অর্থাৎ ঐ ব্যাপারে, যাতে আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করতে চান, যাতে তোমরা বেঁচে থাকো)। তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আনো, তোমরা ঈমান আনলে ও তাকওয়া অবলম্বন করে চললে (অর্থাৎ বিরত হয়ে তওবা করলে) তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে (৩ : ১৭৬-১৭৯)।

উহুদ যুদ্ধে যে সব মুহাজির শহীদ হন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সংগে যে সব মুহাজির মুসলমান শহীদ হন, তাঁরা ছিলেন :

১. কুরায়শের শাখা বংশ বনূ হাশীম ইব্‌ন আব্‌দ মানফের হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম (রা)। তাঁকে জুবায়র ইব্‌ন মুতঈমের গোলাম ওয়াহশী শহীদ করেছিল।

২. বনূ উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামসের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ। তিনি আসাদ ইব্‌ন খুযায়মাহ বংশীয়, বনূ উমাইয়ার মিত্র।

৩. বনূ আবদুদ্দার ইব্ন কুসাঈ এর মুস'আব ইব্ন উমায়র। তাঁকে শহীদ করেছিল ইব্ন কামিআ লায়ছী।

৪. বনূ মাখযূম ইব্ন ইয়াক্যা এর শাম্মাস ইব্ন উমান।

কুরায়শী মুহাজিরদের এঁরা চারজন।

আনসার সাহাবীদের মধ্যে

৫. বনূ আব্দ আশ্হালের আমর ইব্ন মু'আয ইব্ন নু'মান।

৬. হারিছ ইব্ন আনাস ইব্ন রাফি'

৭. উমারা ইব্ন যিয়াদ ইব্ন সাকান।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'সাকান' ছিলেন–রাফি' ইব্ন ইমরাউল কায়সের পুত্র। অনেকের মতে সাক্ন।

ইব্ন ইসহাক বলেন :

৮. সালামা ইব্ন সাবিত ইব্ন ওয়াক্শ

৯. আমর ইব্ন সাবিত ওয়াক্শ এঁরা দু'জন।

১০. ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা (র) আমার কাছে এ তথ্য পেশ করেছেন যে, এদের পিতা সাবিতও উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

১১. রিফা'আহ ইব্ন ওয়াক্শ।

১২ হুসায়ল ইব্ন জাবির ওরফে ইয়ামান। তিনি ছিলেন হুযায়ফার পিতা। যুদ্ধের ময়দানে অজ্ঞাত অবস্থায় মুসলমানদের হাতেই তিনি নিহত হন।

যাদের হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন, হুযায়ফা (রা) তাদের রক্তপণ ক্ষমা করে দেন।

১৩. সায়ফী ইব্ন কায়যী

১৪. হাবাব ইব্ন কায়যী

১৫. আব্বাস ইব্ন সাহল

১৬. হারিছ ইব্ন আওস ইব্ন মু'আয, এঁরা বারজন।

<u>রাতিজ এলাকায় :</u>

১৭. ইয়াস ইব্ন আওস ইব্ন আতীক ইব্ন আমর ইব্ন আমর ইব্ন আবদুল আলাম ইব্ন আউরা ইব্ন জুশাম ইব্ন আবদুল আশহাল

১৮. উবায়দ ইব্ন তায়হান

ইব্ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে, 'আতীক ইব্ন তায়হান।

১৯. হাবীব ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন তায়ম। এঁরা তিনজন

<u>বনূ যুফারের :</u>

২০. ইয়াযীদ ইব্ন খাতিব ইব্ন উমাইয়া ইব্ন রাফি'। তিনি এ গোত্র থেকে একমাত্র ব্যক্তি।

বনূ আমর ইব্‌ন আওফের শাখা বংশ বনী যুবায়আ ইব্‌ন যায়দের :

২১. আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়িস ইব্‌ন যায়দ।

২২. হানযালা ইব্‌ন আবূ আমির ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমাহ। তাঁকে 'গাসীলুল মালায়কা' বলা হয়। কেননা তাঁর শহীদ হওয়ার পর, তাঁকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছিলেন)। তাকে শহীদ করে শাদ্দাদ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন শু'উব লায়ছী। এঁরা দু'জন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন :

২৩. কায়স ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন যুবায়'আ।

২৪. মালিক ইব্‌ন আমাহ ইব্‌ন যুবায়'আ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

বনূ উবায়দ ইব্‌ন যায়দ এর :

২৫. উনায়স ইব্‌ন কাতাদা। এক ব্যক্তি। বনূ ছা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফের :

২৬. আবূও হায়্যাহ্। তিনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন খায়সামা এর বৈপিত্রেয় ভাই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ হায়্যাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাবিত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

২৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নু'মান। তিনি ছিলেন তীরন্দাজদের আমীর।

এঁরা দু'জন

বনূ সালম ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওসের :

২৮. খায়ছামা, ইনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন খায়ছামার পিতা। এ গোত্র থেকে তিনি তিনি একমাত্র ব্যক্তি।

বনূ সালামের মিত্র বনূ আজলানের :

২৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম, এক ব্যক্তি।

বনূ মু'আবিয়া ইব্‌ন মালিকের :

৩০. সুবায় ইব্‌ন হাতিব ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হায়শাহ। এ গোত্র থেকে তিনি তিনি একমাত্র ব্যক্তি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে সুওয়াইবীক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হাতিব ইব্‌ন হাইশা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাজ্জারের শাখা বংশ বনূ সাওয়াদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গানীর :

৩১. আমর ইব্‌ন কায়স ও তার ছেলে কায়স ইব্‌ন আমর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৩২. সাবিত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ

৩৩. আমির ইব্‌ন মুখাল্লাদ।

এঁরা চারজন

বনূ মাবযুলের

৩৪. আবূ হুবায়রা ইব্ন হারিস ইব্ন আলকামা ইব্ন আমর ইবন ছাক্ফ ইব্ন মালিক ইব্ন মাবযূল।

৩৫. আমর ইব্ন মুতার্‌রাফ ইব্ন আলকামা ইব্ন আমর। এঁরা দু'ব্যক্তি।

বনূ আমর ইব্ন মালিকের :

৩৬. আওস ইব্ন সাবিত ইব্ন মুনাযির-এক ব্যক্তি।

ইব্ন হিশাম বলেন : আওস ইব্ন সাবিত ছিলেন–হাস্‌সান ইব্ন সাবিতের ভাই।

ইব্ন ইসহাক বলেন :

বনূ আদী ইব্ন নাজ্জারের :

৩৭. আনাস ইব্ন নাযর ইব্ন যামযাম ইব্ন যায়দ ইব্ন হারাম ইব্ন জুন্দুর ইব্ন আমির ইব্ন গানম 'আদী ইব্ন নাজ্জার। এক ব্যক্তি।

ইব্ন হিশাম বলেন : আনাস ইব্ন নাযার ইনি ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খাদিম আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর চাচা।

বনূ মাযিন ইব্ন নাজ্জারের :

৩৮. কায়স ইব্ন মুখাল্লাদ

৩৯. তাদের দাস কায়সান-এঁরা দু'ব্যক্তি।

বনূ দীনার ইব্ন নাজ্জারের :

৪০. সুলায়ম ইব্ন হারিস,

৪১. নু'মান ইব্ন আব্দ আমর-এঁরা দু'ব্যক্তি।

বনূ হারিস ইব্ন খায়রাজের :

৪২. খারিজা ইব্ন যাযদ ইব্ন আবূ যুহায়র।

৪৩. সা'দ ইব্ন রাবী'আ ইব্ন আমর ইব্ন আবূ যুহায়র। এদের দু'জনকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল।

৪৪. আওস ইব্ন আরকাম ইব্ন যায়দ ইব্ন কায়স ইব্ন নু'মান ইব্ন মালিক ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন কা'ব-এঁরা তিনজন।

বনূ আবজার অথবা বনূ খুদরার :

৪৫. মালিক ইব্ন সিনান ইব্ন উবায়দ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন উবায়দ ইব্ন আবজার। আর তিনি ছিলেন আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর পিতা।

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর নাম ছিল সিনান, মতান্তরে সা'দ।

ইব্ন ইসহাক বলেন :

৪৬. সাঈদ ইব্ন সুওয়াইদ ইব্ন কায়স ইব্ন আমির ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবজার।

৪৭. উতবা ইব্ন রাবী ইব্ন রাফি' ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন উবায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন উবায়দ ইব্ন আবজার।–এঁরা তিন ব্যক্তি।

বনূ সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজের :

৪৮. সা'লাবা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন সাঈদা।

৪৯. সাক্‌ফ ইব্‌ন ফারওয়া ইব্‌ন বাদী।

এঁরা দু'ব্যক্তি।

বনূ তারীফ, সা'দ ইব্‌ন উবাদার দলের :

৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ওয়াকশ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন তারীফ।

৫১. তাদের জুহায়না গোত্রীয় মিত্র যাম্‌রা।

এঁরা দু'ব্যক্তি।

আওফ ইব্‌ন খাযরাজের শাখা গোত্র বনূ সালিম, তার শাখা বংশ বনূ মালিক ইব্‌ন আজলান।

ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন গানম ইব্‌ন সালিমের :

৫২. নাওফল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ।

৫৩. আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নাযলা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান।

৫৪. নু'মান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ফিহর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন সালিম।

৫৫. তাদের বালী গোত্রীয় মিত্র-মুজায্‌যার ইব্‌ন যিয়াদ।

৫৬. উবাদা ইব্‌ন হাস্‌সান

নু'মান ইব্‌ন মালিক, মুজায়যার ও উবাদাকে একই কবরে দাফন করা হয়।

এঁরা মোট পাঁচজন।

বনূ হুবলার :

৫৭. রিফা'আ ইব্‌ন আমর। এ গোত্র থেকে তিনি তিনি একমাত্র ব্যক্তি।

বনূ সালামার শাখা বংশ বনূ হারামের :

৫৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন হারাম।

৫৯. আমর ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম। এঁদের দু'জনকে এক কবরে দাফন করা হয়।

৬০. খাল্লাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম।

৬১. আমর ইব্‌ন জামূহের আযাদকৃত গোলাম আবূ আয়মান। এঁরা মোট চারজন।

বনূ সওয়াদ ইব্‌ন গানমের :

৬২. সুলায়ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাদীদা।

৬৩. তাঁর আযাদকৃত গোলাম 'আনতারা।

৬৪. সাহ্‌ল ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আবূ কা'ব ইব্‌ন কায়ন। এঁরা তিনজন।

বনূ যুরায়েক ইব্‌ন আমিরের :

৬৫. যাক্‌ওয়ান ইব্‌ন আব্‌দ কায়স

৬৬. উবায়দ ইব্‌ন মু'আল্লা ইব্‌ন লাওযান।

এঁরা দু'জন

ইব্‌ন হিশাম বলেন, উবায়দ ইব্‌ন মু'আল্লা ছিলেন বনী হাবীবের লোক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সংগে যে সব মুহাজির ও আনসার মুসলমান শহীদ হন, তারা ছিলেন সর্বমোট পঁয়ষট্টি জন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যে সওরজন শহীদের নাম আমি উল্লেখ করেছি, তাদের মধ্যে যাদের নাম ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেনি, তাঁরা হলেন :

আওস বংশের শাখা বংশ বনূ মু'আবিয়া ইব্‌ন মালিকের :

১. মালিক ইব্‌ন নু'মায়লা। তিনি মুযায়না গোত্রীয় এবং তাদের মিত্র।

খাতমা বংশের (খাতমার নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুশম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আওস)

২. হারিস ইব্‌ন 'আদী ইবন খারাশাহ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আমির ইব্‌ন খাত্‌মা।

খাযরাজ বংশের শাখা বনূ সাওয়াদ ইবন মালিকের :

৩. মালিক ইব্‌ন ইয়াস বনূ আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জারের :

৪. ইয়াস ইব্‌ন আদী

বনূ সারিম ইব্‌ন 'আওফের :

৫. আমর ইব্‌ন ইয়াস।

উহুদ যুদ্ধে যে সব মুশরিক নিহত হয় তাদের সম্পর্কে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধের দিন যে সব মুশরিক নিহত হয়, তারা ছিল কুরায়শ বংশের শাখা বংশ বনু আব্‌দুদ্‌দার ইব্‌ন কুসাঈ এর ঝাণ্ডাবাহীদের লোক। এর হলো :

১. তালহা ইব্‌ন আবূ তালহা। আবূ তালহার নাম হলো আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবদুদ্‌দার। তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

২. আবূ সাঈদ ইব্‌ন আবূ তালহা, তাকে হত্যা করেন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা)।
ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনামতে তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।
ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৩. উসমান ইব্‌ন আবূ তালহা। তাকে হত্যা করেন হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)।

৪. মুসাফি' ইব্‌ন তাল্‌হা

৫. জুল্‌লাস ইব্‌ন তাল্‌হা ;
এদের দু'জনকে হত্যা করেন আসিম ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আবুল আকলাহ (রা)।

৬. কিলাব ইব্‌ন তালহা

৭. হারিছ ইব্‌ন তাল্‌হা,
এদের দু'জনকে হত্যা করেন কুযমান (রা)। ইনি ছিলেন বনূ যুফারের মিত্র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে কিলাব ইব্‌ন তালহাকে হত্যা করেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৮. আরতাত ইব্‌ন আব্‌দ শারহবীল ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্‌দার। তাকে হত্যা করেন হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)।

৯. আবূ যায়দ ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্‌দার; তাকে হত্যা করেন কুযমান (রা)।

১০. সুআব, সে ছিল আবূ যায়দের হাবশী গোলাম, তাকেও হত্যা করেন কুযমান (রা)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনা মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। অনেকের মতে সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) এবং ভিন্ন মতে আবূ দুজানা (রা) তাকে হত্যা করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

১১. কাসিত ইব্‌ন শুরায়হ ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আব দুদ্‌দার। তাকে হত্যা করেন কুযমান (রা)।

এদের সংখ্যা মোট এগারজন

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাঈ থেকে :

১২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ, তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। এ গোত্র থেকে একজন মাত্র।

বনূ যুহ্‌রা ইব্‌ন কিলার থেকে :

১৩. আবুল হাকাম ইব্‌ন আখনাস ইব্‌ন শুরায়ক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়াহব সাকাফী। তাদের মিত্র। তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

১৪. সিবা ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা। আবদুল উয্‌যার নাম ছিল আমর ইব্‌ন নায্‌লা ইব্‌ন গুবশান ইব্‌ন সুলায়ম ইব্‌ন মালাকান ইব্‌ন আফসী। খুযা'ই বংশীয়, তাদের মিত্র।

তাকে হত্যা করেন হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) এরা দুই ব্যক্তি।

বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকযা থেকে :

১৫. হিশাম ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা। তাকে হত্যা করেন কুযমান (রা)।

১৬. ওয়ালীদ ইব্‌ন 'আস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা। তাকেও হত্যা করেন কুযমান (রা)।

১৭. আবূ উমাইয়া ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা। তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

১৮. খালিদ ইব্‌ন আলাম। তাদের মিত্র। তাকেও কুযমান (রা) হত্যা করেন।

এদের সংখ্যা চারজন।

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর থেকে :

১৯. আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ তার কুনিয়াত ছিল আবূ উয্‌যা। তাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বন্দী অবস্থায় হত্যা করেন।

২০. উবায় ইব্‌ন খালাফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ। তাকেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে কতল করেন।

এরা দু'জন।

বনূ আমীর ইব্‌ন লুআঈ থেকে :

২১. উবায়দা ইব্‌ন জাবির।

২২. শায়বা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন মুযাররিব। এদের দু'জনকে কুযমান (রা) হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে উবায়দ ইব্‌ন জাবিরকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হত্যা করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের থেকে যাদের হত্যা করেন তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল বাইশজন।

উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কিত কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে যে সব কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করা হয়েছে, তার মধ্যে হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আয়িয ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন মাখযূম এর কবিতাও রয়েছে।

ইব্‌ন হিশামের মতে : আয়িম ইবন ইমরান ইবন মাখযূম :

مَا بِلُ هَمٍّ عَمِيْدٍ بات يَطرُقني * بالـوُد من هند إذ تَعدو عَوَادِيها
بَاتَت تُعَاتِبنِى هند وَتَعذُلنى * وَالحربُ قَد شُغِلَت عَنى مَواليهَا
مَهلاً فَلا تَعذُ لينى إنَّ من خُلُقى * مَا قَدْ عَلِمت وَمَا إن لَستُ أخفيهَا
مُسَاعف لبَنِى كَعبٍ بِما كَلِفُواْ * حَمَّالُ عِبءٍ وَاثقَال أعانيهَا
وَقَد حَملتُ سلاحى فَوق مُشترَف * ساطٍ سَبوحٍ إذا تَجرى يُبَاريهَا
كَأنَّه إذ جَرى عير بفَدفَدة * مُكدّم لاحق بالعوْن يَحميهَا
من آل أعوجَ يَرثَاح النَّدى له * كجذع شَعراء مُستَعلٍ مَرَاقيهَا
أعددتُهُ ورقَاقَ الحَدِّ مُنتَجلا * وَمَارِنًا لخُطُوبٍ قَدْ ألاقيهَا
هذَا وَبَيْضَاء مثل النِّهى مُحكَمة * نيطت علىَّ فمَا تَبدو مساويها
سُقنَا كِنَانة من أطراف ذى يَمَن * عُرض البلاد على مَاكَانَ يُزجيها
قَالت كِنَانةُ : أنَّى تَذْهبون بنَا ؟ * قُلنَا النُّخَيل ، فأمُّوها ومن فيها
نحن الفَوارس يوم الجر من أحُد * هابت مَعَدُّ فَقُلنَا نحن نَأتيهَا
هابُو ضِرَابا وَطعنًا صَادقا خَذمَا * ممَّا يَرَوْن وَقد ضُمَّت قَواصيها
ثُمَّتَ رُحنَا كأنا عارض بَرِد * وقام هامُ بَنِى النَّجَّار يَبكيهَا
كأنَ هامَهُم عند الوغى فِلَق * من قَيض رُبدٍ نَفَتَهُ عَن أداحيهَا
أو حَنظل ذَعذَعَتهُ الرِّيحُ فى غُصن * بالٍ تعَاوره منهَا سَوَافيهَا
قَد نَبذُلُ المَال سَحًّا لاَحسَابَ له * وَنَطعَن الخَيل شَزَراً فى مَاقيهَا
وَلَيلَةٍ يَصطَلى بالفَرث جَازِرُهَا * يَختَصُّ بالنَّقرى المُثرينَ دَاعيها
وَليلَةٍ من جُمَادَى ذَاتِ أندية * جَربَا جُمَاديَّة قَد بتُّ أسريهَا
لاَيَنبَح الكَلبُ فيهَا غيرَ وَاحدَة * منَ القَريس وَلاَ تَسرى أفَاعيهَا
أوقَدتُ فيها لذى الضَّرَّاء جَاحمة * كَالبَرق ذَاكيةَ الأركَان أحميها
أورَثَنى ذَاكُمْ عَمْرو وَوالده * منَ قَبله كَانَ بالمَثنَى يُغَاليهَا
كَانُواْ يُبَارُوْنَ أنوَاءَ النُّجُوم فَمَا * دَنَّت عَن السُّورَة العُليَا مُسَاعيهَا

সেই দুঃখজনিত চিন্তার কথা আর কি জিজ্ঞাসা করছ, যা আমাকে রাতের বেলা জাগিয়ে দিচ্ছিল হিন্দার পক্ষ থেকে, যখন তার ব্যস্ততা সীমাতিক্রম করে গিয়েছিল।

রাতভর হিন্দা আমাকে তীব্র ক্রোধের সাথে তিরস্কার করছিল, অথচ যুদ্ধের পরিচালকমণ্ডলী আমার দিক থেকে পূর্ণ উদাসীন ছিল।

একটু থামো, (হে হিন্দা!) আমাকে তিরস্কার করো না। আমার স্বভাব তাই, যা তুমি জানো, আর আমি তা গোপন করতে চাই না।

বনূ কা'ব যে বিষয়ের প্রতি আসক্ত ও অনুরক্ত আমি তাতে তাদের পূর্ণ বিশ্বস্ত ও অনুগত। আমি বড় বড় দায়িত্বের বোঝা বহনকারী এবং এর কষ্ট সহ্য করি।

আমি আমার যুদ্ধের হাতিয়ার এমন ঘোড়ার উপর রেখেছি, যার সৌন্দর্যের প্রতি মানুষ পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাঁর পদক্ষেপ দীর্ঘ, অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং সে দৌড় প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হয়।

যখন জংলী গাধা মুক্ত ময়দানে দ্রুত দৌড়ায়, তখন এ আহত ঘোড়া তাকেও তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলে এবং সামনে অগ্রসর হতে বাধা দেয়।

এ ঘোড়া আরবের প্রসিদ্ধ ঘোড়া আওয়াজ বংশের। তার গোটা মজলিস তাকে দেখে আত্মহারা হয়ে যায়, মনে হয় যেন তা ঘন খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড, যার ডালগুলো উঁচুতে বিস্তৃত।

আমি সে ঘোড়াকে এবং একটি বাছাই করা সূতীক্ষ ধারাল তরবারিকে, আর একটি চকচকে বর্শাকে সে দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি, যার সম্মুখীন আমি হতে পারি।

সে সাথে আমি এমন একটি লৌহবর্মও রেখে দিয়েছি, যা অত্যন্ত মজবুত এবং ছোট একটি ট্যাংকীর মত আমার শরীরের সাথে মিশে থাকে। তাতে বড় বড় ছিদ্র নেই।

আমরা বনূ কিনানাকে ইয়ামান অধিবাসীদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে টেনে বের করে নিয়ে এসেছি। সেই সাথে সে নগরীর প্রাচুর্য ও তাদেরকে টেনে নিয়ে এসেছি।

বনূ কিনানা জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? জবাবে আমরা বললাম : আমরা তোমাদের 'নাখীল' (মদীনার) দিকে নিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং তোমরা সেখানকার এবং সে স্থানের অধিবাসীদের ইচ্ছা করে নাও (অর্থাৎ সে অভিমুখে চল)।

উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে যুদ্ধের সময় আমরা ছিলাম অশ্বারোহী। আমরা হুঙ্কার দিলাম, আমরা আসছি। তখন মা'আদ গোত্র আতংকিত হয়ে গেল। যখন তারা আমাদের তরবারি ও বর্শা চালনা দেখল, যার দ্বারা শরীরের টুকরাগুলো ছিঁড়ে ছুটে পড়ছিল, তখন তারা কেঁপে উঠল। অথচ তাদের সকল লোক, নিকট ও দূর থেকে এক জায়গায় সমবেত হচ্ছিল।

তারপর আমরা সন্ধ্যাবেলা ঝঞ্ঝাময় শিলাবৃষ্টির মত আক্রমণ করলাম। তখন বনূ নাজ্জারের দুর্ভাগ্যের পাখি মাতম করছিল।

রণাঙ্গনে তাদের মাথার খুলিগুলো মনে হচ্ছিল উটপাখির ডিমের খোসার টুকরার মত; যা বাসার বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কিংবা ঐ খুলিগুলো, যা ঐ মাকাল ফলের মত মনে হচ্ছিল, যাকে একটি জীর্ণ শাখায় দোলাচ্ছে বাতাস এবং সে ডালকে বরাবর 'ধূলিবালি উড়ায়' এমন হাওয়া সব সময় আন্দোলিত করছে। কখনও কখনও যেন আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তরবারি ও বর্শার দ্বারা অত্যন্ত বদান্যতা দেখাচ্ছিলাম ; যার কোন হিসাব ছিল না। আমরা ডান-বাম এবং সব দিক থেকে শত্রুপক্ষের ঘোড়াসমূহের চোখের কোণায় ক্রমাগত বর্শা নিক্ষেপ করছিলাম।

এমন অনেক রাত রয়েছে, যাতে একদিকে সাধারণ লোকেরা হাঁটাচলা করে উষ্ণতা গ্রহণ করছিল। অন্যদিকে আগুনের তাপ নেয়ার জন্য আহবানকারীরা নেতৃস্থানীয় বিশেষ ব্যক্তিদের আহবান করছিল, (দীন-দরিদ্রদেরকে কেউ আহবান করছিল না)।

তারপর বরফ জমার মৌসুমে অনেক রাত এমনও ছিল, যা জুমাদা মাসের রাতের মত। যাতে ঝুরি-ঝুরি বরফ পড়ছিল এবং বরফপাতকালীন সময়ে প্রচণ্ড শীতের কষ্টও হচ্ছিল। এ সময় আমি রাতের পর রাত চলতাম। সে রাত এমন হতো, যাতে দু'একটি ছাড়া ঘেউ ঘেউকারী কোন কুকুরও পাওয়া যেত না, এমন কি সাপ ও তার গর্ত থেকে বের হতে পারতো না। এমনই রাতে আমি দুস্থ-দরিদ্রদের জন্যে আগুন জ্বালিয়ে ছিলাম ; যার চারিপাশে বিদ্যুতের ন্যায় আলো ছড়িয়েছিল এবং আমি সব সময় তার রক্ষণাবেক্ষণ করছিলাম।

এ জিনিস আমি 'আমর' থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। আর আমরের পিতা এর আগে (লোকদের উপকারার্থে) বারবার-এ অগ্নি প্রজ্বলিত করতো।

আমর ও তার পিতার স্বগোত্রীয়রা নক্ষত্রের ভাগ্যলিপি মুকাবিলা করত। আর উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার জন্য অবিরাম চেষ্টা করতো।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুবায়রার এ কবিতার জবাবে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) নিম্নোক্ত কবিতা বলেন :

سُقتم كِنَانَةَ جَهلاً مِّن سَفاهَتِكُمْ * إِلَى الرَّسُوْلِ فَجُند اللّٰهُ مُخزِيهَا

أَوردتُمُوهَا حِيَاضَ المَوت ضاحية * فَالنَّارُ مَوعِدُهَا ، وَالقَتْلُ لاَقِيهَا

جَمَّعتُمُوهَا أَحَابِيشًا بِلاَ حَسَبٍ * أَئِمَّةَ الكُفرِ غَرَّتكُم طَوَاغِيهَا

أَلا اعتَبرتُمْ بِخيلِ اللّٰهِ إِذ قَتَلَت * أَهلَ القَلِيبِ وَمَن أَلقَينَهُ فِيهَا

كَم مِن أَسِيرٍ فَكَكنَاهُ بِلا ثَمَنٍ * وَجَزَّ نَاصِيةٍ كُنَّا مَوَالِيهَا

তোমরা নির্বুদ্ধিতার কারণে না জেনে শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুকাবিলায় বনূ কিনানাকে নিয়ে এসেছ, আর ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, আল্লাহ্ সৈন্য বনূ কিনানাকে লাঞ্ছিত করেছে।

বস্তুত তোমরা সকাল সকালই তাদেরকে মৃত্যুর হাউজে নিয়ে এসেছিলে। সুতরাং জাহান্নামই হয়েছে তাদের নির্ধারিত স্থান, আর মৃত্যু তাদের সাক্ষাৎ করেছে।

তোমরা বংশ মর্যাদাহীন অপদার্থ কতগুলো লোক সমবেত করেছ, কুকুরের সরদারদের দাম্ভিকরা তোমাদের প্রতারিত করেছে।

তোমরা কি আল্লাহ্‌র অশ্বারোহীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করনি, যখন তারা বদর যুদ্ধে সে সব কাফিরদের হত্যা করেছিল যারা বদরের কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ?

অনেক বন্দীকে আমরা কোন বিনিময় ছাড়াই রেহাই করে দিয়েছি এবং আমরা তাদের কপালের চুল পর্যন্ত কাটিনি, তাদের উপর আমাদের অনেক অনুগ্রহ ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) রচিত এ কবিতা আবূ যায়দ আনসারী আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) ও হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহাবের কবিতার জবাবে বলেন :

ألا هل أتى غَسَّانَ عَنَّا وَدُونهم * مِنَ الأرض خَرق سَيرُهُ مُتَنَعنع

صَحارٍ وَأعلام كأنَّ قَتَامَهَا * من البُعد نَقع هَامد مُتَقطع

نَظَلّ به البُزل العَرَامِيْس رُزَّحَا * وَيَخلُوْ به غَيث السِّنين فيُمرع

به جيَفُ الحَسرى يَلُوح صَليبُهَا * كَمَا لاح كَتَّانُ التجارِ المُوَضَّع

به العِينُ وَالآرامُ يَمْشِين خِلفةً * وَبَيضُ نَعَام قَيضُه يَتَقَلَّع

مَجَالِدُنَا عَن دِيننَا كل فَخمةٍ * مُذَرَّبة فيها القَوانِسُ تَلمَع

وكل صَمُوْت فِى الصوانِ كَأنَّهَا * إذَا لُبِسَتْ تَهى مِن الماء مُترَع

ولكن بَبدر سائلُوا مَن لَقِيتُمُ * مِن النَّاسِ والأنبَاء بالغَيبِ تَنفع

وأنَّا بأرض الخَوف لو كَانَ أهلَهَا * سوانا لقد أجلَوا بليل فأقشَعُوا

إذَا جَاءَ مِنَّا رَاكِبُ كان قولُه * أعدّوا لما يُزجِى ابنُ حرب وَيَجْمَعُ

فَمَهما يُهِمُّ النَّاسَ مما يَكِيْدُنا * فنحنُ لهُ مِن سَائر النَّاس أوسَع

فلو غيرُنَا كَانت جَميعًا تَكيدُه * البريَّة قد أعطَوا يداً وَتَوْزعوا

نجَادٍ لا تَبقى علَيعنَا قَبيلَة * مِنَ النَّاسِ إلاَّ أن يَهَابوا ويَفظَعوا

ولمَّا ابتَنَوا بِالعَرضِ قَالَ سَرَاتُنَا * عَلامَ إذا لم تَمنَع العِرضَ نَزرَع ؟

وفينا رسولُ اللّه نَتبع أمره * إذا قال فِينا القَول لا نتطلَّع

تَدلَّى عَلَيه الرُّوحُ من عِندَ رَبِّه * يُنزَّل مِن جَوّ السَّمَاءَ وَيُرفَع

نُشَاوِره فِيمَا نُريد وَقَصرُنَا * إذا ما اشهى إنَّا نُطِيع وَنَسمَع

وَقَال رسولُ اللّه لما بَدَوا لَنَا * ذَرُوا عنكم هَول المنيَّات واطمعوا

وكُونُوا كَمَن يَشرى الحياةَ تَقَرُّبًا * إلى مَلِك يُحيا لَدَيه وَيُرْجَع

ولكن خُذُوا أسيَافَكم وتوكّلوا * على اللّه إنَّ الأمرَ للّه اَجمَعُ

فسِرنا إليهم جَهرَةً فِى رِحَالِهِم * ضُحَيًّا عَلَيْنَا البِيْضُ لا نَتخشع

بِمَلمُومَةٍ فِيهَا السَّتَوُّر والقَنَا * إذَا ضَربوا أقدامِهَا لاتَوَرَّع
فجئنا إلى مَوْجٍ من البحرَ وَسطه * أحابيشُ منهم حاسر ومُقَنَّع
ثلاثة آلاف ونحنُ نَصِيَّة * ثلاث مئينٍ إن كَثُرْنَا وأربع
تُغاورهم تجرى المنيَّة بيننا * نُشَارعهم حوضَ المنايا وَنَشرع
تهادَى قِسِيُّ النَّبع فينَا وفيهمُ * وما هو إلا اليَربى المُقَطَّع
وَمنجوفَة حِرميَّة صاعديَّة * يُذرّ عليهَا السَّم سَاعةُ تُصنَع
تَصُوبُ بأبدان الرِّجَال وتارةً * تَمرّ بأعراضِ البِصَار تَقَعقع
وخَيل تَراها بالفَضَاء كأنها * جَرَاد صَبًا فى قَرَّةٍ يَتَرَيَّع
فلمَّا تَلاقَينَا وَدارت بنا الرحى * وليس لأمرٍ حَمَّه اللّٰه مَدفع
ضَرَبنَاهُمُ حَتّى تَركنَا سَرَاتَهم * كأنهمُ بالقاع خُشب مُصَرَّع
لَدَنّ غُدوةً حتى استفقنا عشيَّةً * كأنّ ذكَانَا حَرُّ نَار تَلَفَّع
وَرَاحوا سراعا مُوجفين كأنهم * جَهام هراقت ماءه الريحُ مُقلع
ورُحنا وأخْرَانَا بِطَاء كأنّنا * أسودُ عَلى لحم ببيشة ظُلّع
فَنِلنا ونال القومُ منّا وربما * فَعلنا ولكن ما لدى اللّٰه أوسع
ودارت رَحَانا واستدارت رحاهمُ * وقد جُعلوا كُلّ من الشَّرّ يَشبَع
ونحن أُناس لانرى القَتل سُبَّةً * على كُلّ مَنْ يَحمِى الدمارَ وَيَمنَع
جِلاد على رَيب الحوادثِ لانَرَى * على هالكٍ عَينَا لَنَا الدَّهرَ تَدمَع
بنو الحَربِ لانَعياه بشئٍ نَقُولُه * ولا نحن مما جرَّت الحربُ نجزَع
بنوالحَربِ إن نَظفَر للسنَا بفُحُش * ولا نحنُ مِن أطفارها نَتوجّع
وكُنَّا شِهَابا يَتَّقى النَّاسُ حَرّه * وَيَفرُجُ عَنهُ من يَليه وَيسفع
فَخرتَ على ابنَ الزِّبعرى وَقد سرى * لكم طَلَب مِن آخر اللَّيلَ مُتبع
فسَل عنك فى عُليا مَعدٍّ وَغيرهَا * منَ النَّاس مَنْ أخزَى مَقَامًا وَأشنَع
وَمَن هو لَم تَترك له الحربُ مَفخرًا * ومن خدّه يَومَ الكريهة أضرَع
شَدَدنا بِحَولِ اللّٰه وَالنَّصرِ شَدَّاةً * عَليكم وأطرافُ الأسِنَّة سُرَّع
تَكُرُّ القَنَا فِيكُمْ كَأنّ فُروعهَا * عَزَالى مَزَادٍ مَاؤُهَا يَتَهَزَّع

عَمَدنا إلى أهلِ اللّوَاءِ وَمن يَطِرِ * بذكر اللّوَاء فهو فى الحَمد أسرع

فخانوا وقد أعطَوا يَداً وتخَاذَلُوا * أبى اللّهُ إلاَّ أمرَه وَهو أصنع

ওহে শোন ! আমাদের ও গাস্‌সান গোত্রের মাঝে এমন প্রশস্ত মরুপ্রান্তর অন্তরায় যে, তাতে ভ্রমণকারী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আরও অন্তরায় এমন প্রান্তর ও উচুঁ পাহাড়, যার কালো ছায়া দূর থেকে মনে হয় যেন বিক্ষিপ্ত কতগুলো ধূলিবালির স্তম্ভ।

শক্তিশালী উটও সেখানে ধ্বংস হয়ে যায়। বৃষ্টি প্রতি বছর সেখান থেকে সরে অন্যান্য ভূমি তৃপ্ত করে।

তাতে বিমর্ষ লোকদের দুর্গন্ধময় লাশের চর্বি ঝলমল করে, যেমন ঝলমল করে ব্যবসায়ীর নক্‌শীদার রেশমী চাদর।

তাতে হরিণ, নীল গাভী, একের পর এক কাতারে কাতারে চলতে থাকে এবং উট পাখির ডিমের খোসার টুকরা উড়ে বেড়ায়।

এ কঠিন ও দূরের পথ হওয়া সত্ত্বে গাস্‌সান গোত্রের কাছে আমাদের (ইসলাম) ধর্মের রক্ষক পৌঁছেনি। এ দীনের রক্ষকরা হলেন যুদ্ধ পারদর্শীদের এক বিশাল সৈন্যদল, যাদের অস্ত্রের অগ্রভাগ ঝলমল করে আর যাতে প্রত্যেক সৈন্যর কাছে ঘন বুনট যুক্ত শক্ত মজবুত লৌহবর্ম রয়েছে। যখন তা পরা হয়, তখন মনে হয় যেন পানি ভর্তি পুকুর।

একটু জিজ্ঞাসা করে দেখতো যে, বদরে তোমরা কেমন বীর পুরুষদের সম্মুখীন হয়েছিলে। যখন অদৃশ্যের সংবাদ তাদের উপকৃত করছিল, আমরা এমন এক ভয়ানক ভূমিতে ছিলাম, আমাদের স্থানে অন্য কেউ হলে এক রাতেই তাদের পদস্খলন ঘটতো এবং তারা দেশ ছেড়ে পালাত।

আমাদের কাছে যে কোন আরোহী আসত তার একই বক্তব্য হতো : প্রস্তুতি গ্রহণ কর, কেননা সুফিয়ান ইব্‌ন হারব বিভিন্ন গোত্র থেকে লোক সমবেত করছে এবং যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করছে।

যখনই আবূ সুফিয়ান আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তার লোকদের সাহস বৃদ্ধি করে ; তখনই আমরা সকলের চাইতে বেশী প্রশস্তভাবে তার মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই।

গোটা সৃষ্টি যখন চক্রান্ত করে পরাজিত করতে সমবেত হলো, তখন আমাদের ছাড়া আর কার সাধ্য ছিল যে, পরাজয় স্বীকার না করতো এবং ছিন্ন ভিন্ন না হতো।

কিন্তু আমরা বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করতে থাকি : ফলে এমন কোন গোত্র অবশিষ্ট রইল না যে, আমাদের ভয়ে আতংকিত হয়নি।

কাফিররা মদীনার কাছে এসে যখন তাঁবু গাড়লো, যখন আমাদের নেতৃস্থানীয়রা বললেন : তোমরা নিজেদের ইয্‌যত রক্ষা করতে সক্ষম না হলে তোমরা কিভাবে টিকে থাকবে।

আর আমাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ! আমরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলি। তিনি আমাদের ব্যাপারে যখন কিছু বলেন, তখন আমরা (শ্রদ্ধার কারণে তাঁর দিকে) চোখ তুলে দেখি না।

তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রূহুল কুদ্দুস (জিবরাঈল (আ) তাঁর কাছে অবতরণ করেন, আল্লাহ্‌র ফয়সালায় তাঁকে আকাশ থেকে অবতরণ করা হয় এবং পুনরায় উপরে ডেকে নেয়া হয়।

আমরা যে কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে পরামর্শ করি। তারপর তাঁর যা ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা হয়, তা আমরা অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করি এবং মেনে নেই।

শত্রু যখন আমাদের সামনে এসে পড়লো, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের বললেন : মৃত্যুর ভয় মন থেকে দূরে সরিয়ে দাও বরং মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কর।

আর ঐসব লোকদের মত হয়ে যাও, যারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের নিমিত্তে জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে দেয়। ঐ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করার জন্য, যাঁর কাছে সকলকে জীবিত করে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

নিজেদের তরবারি সামলে নাও, আর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। কেননা, সব কিছুই আল্লাহ্‌র হাতে।

তাঁর এ নির্দেশ শুনে আমরা সকলে কাফিরদের হাওদার দিকে নির্ভীকভাবে অগ্রসর হলাম এমন এক সৈন্য দল নিয়ে. যারা অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ সজ্জিত ছিল। ঐ সৈন্যদল যখন এগিয়ে চলত, তখন মোটেই থামত না (বরং এগিয়েই যেত)।

অবশেষে আমরা কাফির সৈন্যদলের মাঝে ঢুকে পড়ি; তাদের মধ্যে হাবশী গোলামও ছিল, কিছু ছিল শিরস্ত্রাণ পরিহিত, আর কিছু ছিল নগ্ন মস্তক বিশিষ্ট।

তাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার, আমরা সর্বমোট তিনশ, আর বেশী থেকে বেশী হলে চারশ; কিন্তু আমরা ছিলাম বাছাই করা, যুদ্ধ আমাদের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিল (কখনও অনুকূল, কখনও প্রতিকূল); আর মৃত্যু তার খেলা খেলছিল। মৃত্যুর হাউজের পানি তাদেরকেও আমরাও পান করাচ্ছিলাম এবং আমরাও তা পান করছিলাম।

'নাব' বৃক্ষের ধনুক আমাদের ও তাদের উভয়েরই ভাঙ্গছিল। এগুলো ইয়াসরাবেরই তৈরি ছিল।

হারামের অধিবাসী সায়েদের হাতের বানানো ঐসব তীরও ভেঙ্গে যাচ্ছিল, যা প্রস্তুত করার সময় বিষ মিশানো হয়েছিল।

এ তীরগুলো অনবরত লোকদের শরীরে পতিত হচ্ছিল, কখনও কখনও পাথরে পড়ে আওয়াজ সৃষ্টি করছিল। ঐ ঘোড়াগুলো পড়ে যাচ্ছিল যা মুক্ত মাঠে এমন মনে হচ্ছিল, যেন শীতকালীন পূবালী বাতাসে উড়ন্ত পতঙ্গপাল উড়ে-উড়ে পড়ছে।

সুতরাং আমরা উভয় প্রতিপক্ষ একে অপরের মুখোমুখি হলাম এবং যুদ্ধের চাকা আমাদের উপর তীব্রভাবে চলতে লাগলো, আর আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য থেকে পালাবার কোন উপায় থাকল না।

তখন আমরা তরবারি দিয়ে আক্রমণ করে তাদের শীর্ষস্থানীয় লোকদের এমন অবস্থায় ছাড়লাম, যেন নিম্ন ভূমিতে আছড়ে ফেলা কাঠ পড়ে রয়েছে। এ তরবারি চালনা সকালে শুরু হয়েছে আর আমরা সন্ধ্যাবেলা শ্বাস নিলাম। আমাদের যুদ্ধোন্মাদনা যেন আগুনের দাহ, যা ঝলসে দেয়।

তারপর তারা দ্রুত পালাতে লাগলো, যেন উপড়ে ফেলা একটি মেঘমালা, যার পানি বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছে এবং দ্রুত উড়ে চলে যাচ্ছে। আর সন্ধ্যাবেলা আমরা এমনভাবে ফিরে এলাম যে, আমাদের শেষ কাতারের লোকেরা শান্ত পদে, দম্ভের সাথে চলে আসছিল, যেন আমরা বধ্য ভূমিতে গর্বের ভঙ্গিতে গোশ্‌ত ভক্ষণকারী সিংহ।

তারপর আমরা কাফিরদের থেকে এবং কাফিররা আমাদের থেকে যা কিছু পাওয়ার পেয়ে গেছে। আর আমরা বেশ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত প্রশস্ত।

আর আমাদের চাকা তাদের উপর এবং তাদের চাকা আমাদের উপর তীব্রভাবে চললো। ফলে আমরা সকলে প্রাণভরে একে অপরের মুকাবিলা করি।

আর আমরা তো ঐ ব্যক্তির জন্য নিহত হওয়া দূষণীয় মনে করি না, যে নিজের হক রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়।

আমরা যুগের বিপর্যয়কে বরদাশ্‌ত করতে পূর্ণ সক্ষম, আমাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত কারো জন্য কোন দিন অশ্রু ঝরাতে একটি চক্ষুও দেখা যাবে না।

আমরা চিরকাল যুদ্ধপ্রিয়, আর যা বলি তা পূর্ণ করতে কখনও ক্লান্তি হই না, আর না যুদ্ধজনিত বিপদাপদে হতাশ হয়ে পড়ি, আমরা তো কঠোর যুদ্ধবাজ। আমরা জয়লাভ করলে অন্যায় অশ্লীলতায় মেতে উঠি না। আর না আমরা যুদ্ধের থাবার আঘাতে ব্যথিত হই।

আমরা হলাম যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা, লোকে তার তাপ থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু যে কাছে যায়, সে রক্ষা পায় না, জ্বলে-পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

হে ইব্‌ন যাব্‌আরী! নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে তুমি আমাদের উপর গর্ব করছো, অথচ তোমরা মারাত্মক পালিয়েছিলে। আর আমাদের লোকেরা তোমাদের সন্ধানে শেষ রাত পর্যন্ত ছুটাছুটি করছিল।

মা'আদ-এর চূড়ায় ও অন্যান্য স্থানগুলোতে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, আপন মর্যাদার দিক থেকে আমাদের উভয়ের মাঝে কে অধিক লাঞ্ছিত ও লজ্জিত।

আর কে সে ব্যক্তি, যার জন্য যুদ্ধ কোন গর্বের অবকাশ রাখেনি। আর কে সে ব্যক্তি, যার গণ্ডদেশ যুদ্ধের দিন জঘন্য রকম অপদস্থ হয়েছে?

আল্লাহ্‌র শক্তি ও সাহায্যের উপর ভরসা করে আমরা তোমাদের উপর কঠিনভাবে আক্রমণ করলাম, সাথে সাথে বর্শার ফলক তোমাদের উপর দ্রুত চলতে লাগলো।

তোমাদের উপর বারবার আক্রমণ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন (সে সব বর্শার) জখম খাদ্য পাত্রের চওড়া মুখ, যা বরাবর ভাঙ্গছিল।

অন্য বর্ণনায় يتهرع-এর স্থলে يتهزع রয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থ হবে, সে জখমগুলো থেকে পানির মত প্রবাহিত হচ্ছিল রক্তধারা।

যেসব পতাকাবাহী, ঝাণ্ডার আলোচনা করে দম্ভ করছিল, সর্ব প্রথম আমরা তাদেরই তাক করলাম। তখন মুহূর্তেই ঝাণ্ডা অবনত করে দ্রুত আমাদের প্রশংসা করতে লাগলো।

এরপর সে পতাকাবাহীরা এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পরাজয় স্বীকার করে নিল এবং লাঞ্ছিত হলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেই ছাড়লেন আর তিনি সূচারু কর্মশীল। ইব্ন হিশাম বলেন : কা'ব ইব্ন মালিক (রা) এ কবিতাটি এভাবে বলেছেন—

مجالدنا عن جذمنا كل فخمة

অর্থাৎ عن جذمنا শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ-মূল বংশ অর্থাৎ আমাদের বংশের হিফাযতকারী।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমার জন্য مجالدنا عن ديننا বলা কি ঠিক হবে না? কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বললেন : অবশ্যই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

فهو أحسن এটাই উত্তম। ফলে, কা'ব তা مجالدنا عن ديننا করে নিলেন।

উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে কবিতা

ইব্ন যাব'আরীর কবিতা :

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরী উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন :

يَا غُرَابَ البَين أسمَعتَ فقُل * إنما تَنطِق شَيئًا قد فُعِل
إنَّ للخَير وَاللشَّرِّ مَدًى * وكِلاَ ذلِكَ وَجهٌ وَقبلُ
وَالعَطِيَّاتُ خِسَاسٌ بَينَهم * وَسَواء قَبرُ مُثرٍ وَمُقِلَ
كُلُّ عَيشٍ وَنَعيم زَائل * وبناتُ الدَّهر يَلعَبنَ بِكُل
أبلِغنَ حَسَّانَ عَنّي ايَةً * فَقريض الشِّعر يَشفِي ذَالغُلل
كم تَرى بالجَرّ من جُمجُمة * وأكُفٍّ قَد أُترَّت وَرِجل
وَسَرَابِيلَ حِسَانٍ سُرِيَت * عن كُماة أُهلكوا فى المُنتَزَل
كم قَتَلنَا مِن كَرِيم شَيِّد * ماجد الجدّين مِقدام بَطل
صَادِقِ النَّجدة قَرمٍ بارع * غير مُلتاث لَدَى وَقع الأسَل
فَسَل المِهرَاس مَن سَاكِنُه * بين أقحافٍ وهامٍ كَالحَجل

لَيَت أشياخى ببدر شهدُوا * جَزَعَ الخَزرج مَن وَقع الأسل

حين حَكَّت بقُباء بَركَهَا * واستحَر القَتلَ فى عبد الآشل

ثُمَّ خَفُّوا عند ذاكم رُقَصَا * رَقَصَ الحَفَّان يعلو فى الجَبَل

فَقَتَلنَا الضِّعفَ من أشرَافهم * وَعَدَلنا مَيلَ بَدرٍ فَاعتَدَل

لا أَلُوم النَّفس إلا أننا * لو كَرَرنَا لَفَعَلنا المُفتَعَل

بسيُوفِ الهند تَعلو هَامَهم * عَلَلاً تَعلُوهُمْ بعد نَهَل

হে বিরহের বার্তাবাহক কাক। তুমি ঘোষণা দিয়েছ। সুতরাং তুমি তোমার কথা বলে যাও; তুমি যা বল তাই ঘটে।

ভাল-মন্দ সব কিছুরই সীমা রয়েছে। আর এ ভাল-মন্দের পরিণিতি ভবিষ্যতে একদিন না একদিন আসবেই।

আর মানুষ যা কিছু পেয়েছে তা সবই তুচ্ছি অর্থহীন। কারণ ধনী-দরিদ্র সকলের কবরই সমান।

ভোগ বিলাস, ধন-দৌলত সব কিছুই অস্থায়ী, আর কালের কন্যারা (অর্থাৎ বিপদাপদ) সবার সাথে খেলা করে।

হে দূত! হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতকে আমার পক্ষ থেকে এ নিদর্শন (কবিতা) পৌঁছে দাও। কেননা, কবিতার টুকরাই তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে।

তুমি উহুদ পাহাড়ের প্রান্তে একদিকে কত যে মাথার খুলি, আর অন্যদিকে কত যে, কর্তিত হাত-পা পড়া দেখেছ।

আরও কত লৌহবর্ম দেখেছ, যা সশস্ত্র সৈনিকদের থেকে খসে পড়েছিল, যাদের রণাঙ্গনে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

আমরা কত যে সম্ভ্রান্ত সরদারকে হত্যা করেছি, যারা উভয় দিক থেকেই অভিজাত এবং যুদ্ধে অগ্রবর্তী বীরসেনা ছিল।

যাদের বীরত্ব ছিল সর্বজনস্বীকৃত, যারা ছিল বীরপুরুষ ও সাহসী। তারা তীরের বৃষ্টির সময়ও দুর্বল হয়ে পড়তো না।

সুতরাং 'মিহরাস' কে জিজ্ঞাসা কর, 'হাজাল' পাখির ন্যায় মস্তক ও খুলির মধ্যে কে পড়ে রয়েছে?

বদরের ময়দানে তীরবৃষ্টির কারণে খাযরাজীরা যে হা-হুতাশ করছিল, তা যদি আমাদের বড়রা দেখতেন।

(এ দৃশ্য সে মুহূর্তে দেখার ছিল) যখন কুবাতে তাদের উট যমীনের সাথে বুক লাগিয়ে বসেছিল, আর তখন বনূ আবদুল আশহালে হত্যাযজ্ঞ চলছিল।

এরপর তারা এমনভাবে নেচে নেচে দ্রুত পালাচ্ছিল, যেমন উটপাখি পাহাড়ে চড়ার সময় নাচতে থাকে।

তাদের সর্দারদের মধ্যে যারা দুর্বল ছিল, তাদের আমরা হত্যা করেছি। আর তাদের সে সাহসও শেষ করে দিয়েছি, যা বদরের যুদ্ধে তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল।

আমি একটি মাত্র বিষয়েই নিজকে তিরস্কার করি যে, যদি আমরা পুনরায় আক্রমণ করতাম, তাহলে হিন্দুস্থানের তৈরি তরবারি দ্বারা একটি গৌরবজনক কাজ করে ফেলতাম। সেই তরবারিগুলো তাদের মাথার উপর এমনভাবে উত্তোলিত হত যে, তা প্রথম তৃষ্ণার পর দ্বিতীয় তৃষ্ণা দূর করে দিত।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা)-এর জবাব

ইব্‌ন যাব'আরীর উল্লেখিত কবিতার জবাবে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন :

ذهبت يابن الزِّبَعرى وَقَعَة * كان منَّا الفضلُ فيها لَو عَدَل

ولقد نلتُم ونلنا منكُمُ * وكذاكَ الحَربُ أحيَانًا دُوَل

نَضَع الأسيافَ فى أكتافكم * حيثُ نَهوِى عَللاً بعد نَهَل

نُخرِج الأضياح من أستاهكم * كسُلاح النِّيب يأكُلن العَصَل

إذ تُوَلُّوْنَ عَلى أعقَابكُم * هُرَّبا فى الشِّعب أشباه الرَّسَل

إذ شَدَدنَا شَدَّةً صَادقَة * فَأجأنا كم إلى سَفح الجَبَل

بِخَنَاطِيلَ كَاشدَاف الملا * مَنْ يُلاقوهِ منَ النَّاسِ يُهل

صَاقَ عنَّا الشِّعبُ إذ نجزَعُه * وَمَلأنا الفَرطَ منه وَالرَّجَل

يرجالٍ لَستُمُ أمثَالهُم * أيُدُّوا جبريلَ نَصراً فَنَزَل

وَعَلَونَا يَومَ بَدرٍ بالتُّقى * طاعة اللّه وَتَصديق الرُّسُل

وَقَتَلنا كُلَّ رَأسٍ منهُمُ * وَقَتَلنَا كُلَّ جَحجَاحٍ رِفَلّ

وَتَركنَا فِى قُرَيشٍ عَورَة * يَومَ بَدرٍ وَأحَاديثَ المثل

وَرَسُوْلُ اللّهِ حَقًّا شَاهِد * يَوم بَدرٍ وَالتَّنَابيلَ الهُبُل

فِى قُرَيشٍ مِن جَموع جُمِّعُوا * مثل ما يجمع فى الخِصب الهمل

نحن لا أمثالُكُم وُلدَ استِها * نَحضُر النَّاسَ إذَا البأسُ نَزَل

ইব্‌ন যাব'আরীর উপর দিয়ে এমন যুদ্ধ গত হয়েছে যে, তা যদি সঠিকভাবে হতো, তবে বিজয় ও সাহায্য লাভের সৌভাগ্যে আমরাই লাভ করতাম। কিন্তু বাস্তব কথা এ যে, আমাদের

থেকে তোমাদের যা পাওয়ার ছিল, তা তোমরা পেয়েছ। আর আমরা তোমাদের থেকে যা পাওয়ার, তা পেয়েছি। আর যুদ্ধে এরূপই হয়ে থাকে যে, তা উভয় প্রতিপক্ষের মাঝে মোড় পরিবর্তন করে থাকে।

আমরা তাদের বাহুতে তরবারির আঘাত হানছিলাম। আর এভাবেই তাদের উপর আক্রমণ করে, একের পর এক রক্ত পিপাসা নিবারণ করছিলাম।

আমরা তোমাদের নিতম্ব দেশে (তরবারির আঘাত করে) যেন ঐ পানি মিশ্রিত দুধ বের করছিলাম, যা ঐ বয়স্কা উষ্ট্রীর দুধের মত যে 'নাবাতুল আসাল' (এক প্রকার ঘাস, যা খেলে দুধলাল বর্ণ হয়ে যায়) খেয়েছে।

(আমরা তোমাদের নিতম্ব দেশ থেকে ঐ সময় দুধ বের করছিলাম), যখন তোমরা পিঠ দেখিয়ে তোমাদের ঘাঁটির দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলে, যেমন উট দলে-দলে পলায়ন করে থাকে।

যখন আমরা তোমাদের উপর অব্যর্থ হামলা করে তোমাদের পাহাড়ের দিকে তাড়িয়ে দিয়ে পিছু হটতে বাধ্য করি।

বিভিন্ন ধরনের লোকদের সমবায়ে গঠিত বাহিনীদের দ্বারা এ আক্রমণ করি, যারা প্রশস্ত যমীনে ছড়িয়েছিল, আর এরা যাদের উপরই আক্রমণ করতো তারাই পরাভূত হতো।

যখন আমরা সে ঘাঁটি আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করছিলাম, তখন সে ঘাঁটি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তার উচুঁ-নিচু জমিগুলো ভরে গিয়েছিল।

আমরা এমন মানুষের সংগে গিয়ে ছিলাম, যাঁদের মত তোমরা হতে পারবে না। আর তাঁরা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হতেন।

আমরা বদরের যুদ্ধে তাক্ওয়া-পরহিয্গারী, আল্লাহ্র আনুগত্য ও রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বদৌলতে তোমাদের উপর জয়ী হয়েছিলাম।

আমরা তাদের সকলের শিরশ্ছেদ করি এবং তাদের প্রত্যেক সরদারকে মৃত্যুর কোলে সঁপে দেই, যে গর্বভরে লম্বা লুংগী পরিধান করতো।

আমরা কুরায়শদের বদর যুদ্ধে লজ্জা ও শরম রেখে দেই আর তাদের জন্য এমন কথাও রেখে দেই, যা পরবর্তীতে প্রবাদ বাক্য হয়ে অবশিষ্ট থাকবে।

আল্লাহ্র সত্য রাসূল (সা) বদর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং তিনি মেদবহুল, ইতর ও বেঁটেদের দেখছিলেন; যারা কুরায়শদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা এমনভাবে সমবেত হয়েছিল যেমন সবুজ চারণ ভূমিতে লাগামহীন ও রাখালবিহীন উট সমবেত হয়।

আমরা তোমাদের মত নিতম্বদেশ থেকে জন্ম নেয়া সন্তান নই, যুদ্ধের ময়দানে পরীক্ষার মুহূর্তে আমরা পালিয়ে যাই না, বরং সবার সাথে সব সময় উপস্থিত থাকি।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ কবিতাগুলো আমাকে আবূ যায়দ আনসারী শুনিয়েছেন, আর أحاديث المثل-এর কবিতাটি এবং এর পরবর্তী কবিতাটি فى قريش من جموع جمّعوا। ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেননি, বরং তা অন্য সূত্রে বর্ণিত।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) তাঁর নিম্নোক্ত কবিতায় হামযা (রা) ও উহুদ যুদ্ধে অন্যান্য শহীদ মুসলমানদের জন্য শোক প্রকাশ করেন।

نَشَجتَ وَهَل لكَ مِن مَنشَجٍ * وكُنتَ مَتى تَذكُر تَلجَج
تَذكُّرَ قَومٍ آتَانِى لَهم * أحَادِيثُ فِى الزَّمَنِ الأعوَج
فَقَلبُكَ مِن ذِكرِهِم خَافِق * مِنَ الشَّوقِ والحَزَن المُنضَجِ
وَقَتلاَهُمْ فِى جِنَانِ النَّعِيم * كَرَامُ المَدَاخِل وَالمَخرَج
بِمَا صَبَرُوا تَحتَ ظلّ اللّوَاء * لِوَاءُ الرَّسُولُ بِذِى الأضوج
غَدَاةَ أجَابَت بَأسيَافَهَا * جَمِيعًا بَنُو الوسِ وَالخَزرج
وَأشيَاعُ أحمَدَ إذ شَايَعوا * عَلى الحَقِّ ذِى النُّورِ وَالمَنهَج
فَمَا بَرِحُوا يَضرِبُونَ الكُمَاة * وَيَمضُونَ فِى القَسطَل المُرهَجِ
كذالكَ حَتى دعاهُمْ مَليك * إلى جَنَّة دَوحَةِ المَولِجِ
فَكُلُّهُم مَاتَ حُرَّ البَلاَء * عَلى مِلَّة اللهِ لَم يَخرَجِ
كَحَمزَةَ لَمَّا وَفِى صَادِقًا * بِذِى هَبَّةٍ صَارِمٍ سَلجَج
فَلاَقَاهُ عَبدُ بَنِى نَوفَل * يُبَربِرُ كَالمجَمَل الأدعَجِ
فَأوجَره حَربَةُ كَالشِّهَابِ * تَلهَبُ فِى اللَّهَب المُوهَجِ
ونُعمَانُ أوفَى بِمِيثَاقِه * وَحَنظَلَةَ الخَير لَم يُحنَجِ
عَن الحَقِّ حَتى غَدَت رُوحه * إلَى مَنزِل فَاخِرِ الزِّبرِجِ
أُولئكَ لاَ مَن ثَوَى منكُمُ * مِنَ النَّارِ فِى الدَّرَكَ المُرتَجِ

(কবি নিজেকে লক্ষ্য করে বলেন :) তুমি কেঁদে ফেললে! কান্নার কি তোমার অবকাশ আছে ? তুমি তো এমন ছিলে যে, যখন সে সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করতে, তখন তাদের কথা আলোচনা করতে থাকতেই, যাদের সংবাদ এ প্রতিকূল সময়ে আমার কাছে পৌঁছেছে।

সুতরাং অন্তর দগ্ধিভূত করে দেয়, এমন চিন্তা ও আগ্রহের কারণে তোমার অন্তর তাঁদের স্মরণে অধীর।

এদের নিহতরা নিআমতের কাননে পৌঁছেছে, যার আসা-যাওয়ার দরজা অত্যন্ত মনোরম।

এরা এজন্য জান্নাতে পৌঁছেছে যে, এরা উহুদ উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঝাণ্ডার নীচে ঐ সময় ধৈর্যধারণ করেছে, যখন আওস ও খাযরাজের লোকেরা এবং অনুরূপভাবে আহমদ

(সা)-এর অন্যান্য অনুসারীরা সকলেই নিজ নিজ তরবারি দ্বারা কাফিরদের মুকাবিলা করেছিল, আর এসব মুসলমান স্পষ্ট ও উজ্জ্বল সত্যের অনুসরণ করছিলেন।

এই মুসলমানরা উড়ন্ত ধূলির মাঝে এগিয়ে গিয়ে বড় বড় বাহাদুরদের উপর অনবরত তরবারির আঘাত করছিল।

এভাবেই চলতে লাগল, এমনকি তাদেরকে মহান আল্লাহ্ ঐ জান্নাতের দিকে ডেকে নিয়ে গেলেন, যার প্রবেশ পথে সবুজ-শ্যামল ঘন ডালবিশিষ্ট বৃক্ষ রয়েছে।

তাঁরা পরীক্ষার অবস্থায় আল্লাহ্র দীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁরা এতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি।

যেমন, হামযা (রা) যখন তিনি হাড় কর্তনকারী এমন তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা বিশ্বস্ততার হক আদায় করেন।

তখন বনূ নাওফলের ঐ গোলামটি তাঁর মুখোমুখী হলো, যে কাল উটের মত উত্তেজিত হয়েছিল। আর সে গোলাম অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বর্শা হামযা (রা)-এর বক্ষ দেশে ছুঁড়ে মারলো, যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি প্রজ্বলিত আগুনের মাঝে লক লক করছিল।

এই শহীদদের মাঝে নু'মান (রা)ও তাঁর অঙ্গীকারপূর্ণ করেছেন, আর হানযালা (রা) ও তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। তিনি ছিলেন সৎ কর্মশীল এবং সত্য থেকে কখনও বিমুখ হতেন না।

তিনি সত্য থেকে বিমুখ হননি, এমন কি তাঁর রূহ এমন স্থানে পৌঁছে গেছে যার কারুকার্য অত্যন্ত গৌরবের বস্তু অর্থাৎ জান্নাত।

এই শহীদ মুসলমানরা তোমাদের ঐ সব লোকদের মত নয়, যারা জাহান্নামের ঐ তলদেশে নিজেদের ঠিকানা বানিয়েছে, যা চারদিক থেকে বন্ধ।

যিরারের কবিতা

কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর কবিতার জবাবে যিরার ইব্ন খাত্তাব ফিহরী বলেছে :

أيَجزع كَعب لأشياعه * ويَبكى من الزَّمَن الأعوَج

سَجيجَ المُذكَّى رأى إلفه * تَروَّح فى صَادر مُحنَج

فَراح الرَّوايَا وَغَادَرنَهُ * يُعَجعج قَسراً ولَم يُحدَج

فَقُولا لكَعبٍ يُضَنى البُكَا * وللنبئ من لحمه يَنضَج

لِمضرع إخوانه فى مَكَرٍّ * من الخَيل ذى قَسطلٍ مُرهَج

فياليت عمراً وأشياعه * وَعُتبة فى جَمعنا السَّورج

فَيَشفُوا النُّفوس بأوتارها * بقَتلى أصيبت من الخَزرج

وَقَتلى من الأوس فى مَعرَكٍ * أُصيبوا جميعا بذى الأضوُج

ومَقتَل حمزة تحتَ اللِّوَاء * بِمُطَّرِدٍ ، مَارِنٍ ، مُخلَج
وحيثُ انثنَى مُصعَب ثَاوِيَا * بضربَه ذى هَبَّة سَلجَج
بأحُدٍ وأسيافُنَا فِيهِم * تَلَهَّبُ كَاللَّهَب المُوَهَّجِ
غَدَاة لقينا كُمُ فى الحَدِيدِ * كأسد البَراح فَلم تُعنَج
بكُلّ مَجلَّحَة العُقاب * وأجرد ذى مَيعَة مُسرَج
فَدُسناهُمْ ثمَّ حتى انثَنَوا * سوى زاهق النَّفس أو مُحرج

কা'আব ইব্‌ন মালিক কি তার সমগোত্রীয়দের জন্য মাতম করছে এবং প্রতিকূল সময়ের কান্না কাঁদছে এবং সে কান্নার সময় ঐ বৃদ্ধ উটের মত শব্দ করছে, যার চোখের সামনে তার সাথী উট পানি পান করে পশু পালে ফিরে গিয়ে আরাম করছে। তারপর সেই পানিবাহী উট সন্ধ্যায় বেরিয়ে তাকে ঐ অবস্থায়ই ছেড়ে গিয়েছে এবং তার উপর হাওদা রাখা হয়নি, আর সে শুধু চিৎকারই করতে থাকে।

সুতরাং হে আমার বন্ধুদ্বয়! (আরবীয় কবিয়া অনেক সময় নিজে দু'জন বন্ধু কল্পনা করে তাদের লক্ষ্য করে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করে), তোমরা কা'ব ইব্‌ন মালিককে আবার কাঁদতে বল এবং তাঁর কাঁচা গোশতকেও বল, তা যেন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সে যেন ঐ ময়দান তার ভাইদের নিহত হওয়ার কারণে ক্রন্দন করে, যেখানে ঘোড়া ঘুরে ফিরে আক্রমণ করছিল এবং প্রচুর ধূলা উড়ছিল।

হায়! যদি উমর, তার অনুসারী ও উতবা প্রমুখ (এরা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল), এ সময় আমাদের উত্তেজিত সৈন্যদলে উপস্থিত থাকতো, তবে তারা এ দৃশ্য দেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করতো যে, তাদের রক্তের প্রতিশোধ খাযরাজ ও আওস গোত্রের ঐ সব লোকদের থেকে নেওয়া হয়েছে, যাদের উহুদ যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করা হয়েছে। সেই সাথে ঝাণ্ডার নীচে একটি ধারালো সঞ্চলনশীল ও সুতীক্ষ্ণ বর্শা দিয়ে হামযাকেও হত্যা করে রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। আরও প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে যে, উহুদের প্রান্তরে আমাদের তরবারিগুলো নিহতদের মধ্যে লেলিহান অগ্নিশিখার মত ঝলমল করছিল। মুস'আবকেও মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। এটা ঐ সময়ের কথা, যখন আমরা লৌহ বর্ম পরে খোলা ময়দানের ঐ অপ্রতিরোধ্য বাঘের মত নিজ নিজ (ঘোড়ার) জিন বেঁধে, স্বল্প লোম বিশিষ্ট প্রফুল্ল নিরলস শকুনের মত ঘোড়ায় বসে, হে মুসলমানরা! তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছিলাম।

তারপর আমরা ঐ স্থানেই পদদলিত করি, এমনকি তাদের জন্য জীবন দেওয়া কিংবা অপারগ হওয়া ব্যতীত, আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেক কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো যিরারের রচিত নয় বল অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কা'ব (রা) তাঁর এক কবিতায় "ذى النور و المنهج" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এটা আবূ যায়দ আনসারীর বর্ণনা।

উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে কবিতা

ইব্‌ন যাব'আরীর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাব'আরী উহুদ যুদ্ধের সময় এই কবিতা রচনা করে, যাতে সে নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করেছে :

آلا ذرفت من مقلتيله دموع * وقد بان من حبل الشباب قطوع

وشط بمن تهوى المزارو فرّقت * نوى الحى دار بالحبيب فجوع

وليس لما ولّى على ذعى حرارة * وان طال تدراف الدموع رجوع

فذرذا ولكن هل اتى امّ مالك * أحاديث قوى والحديث يشيع

ومجنبنا جردا إلى اهل يثرب * عناجيج منها متلد ونزيع

عشية سرنا فى لهام يقودنا * ضرور الاعارى للصديق تفوع

تشدّ علينا كل زغف كأنها * غدير بضوج الوادبينى نقيع

فلما راونا خالطتهم مهابة * وعاينهم امر هنالك فظيع

وودّوا لوان الارض ينشق طهرها * بهم ومبور القوم ثم جزوع

وقد عرّيت بيض كأن وميضها * حريق ترقى فى الاباء سريع

بايماننا نعلوبها كل هامة * ومنها سمام للعدو ذريع

فغادرن قتلى الأوس غاصبة بهم * ضاع وطير يعتفين وقرع

وجمع بين النجّار فى كل تلعة * بابدانهم من وقعهن نجيع

ولو لا علوالشعب غادرن احمدا * ولكن علا والسهرى شروع

كما غادرت فى الكر حمزة ثاويا * وفى صدره ماضى الشباة وقيع

ونعمان قد غادرن تحت لرائه * على لحمد طير يجفن وقوع

بأحدوأرماح المكماة يردهم * كما غال أشطان الدلاء نزوع

(সে নিজেকে লক্ষ্য করে বলে) তোমার চক্ষু থেকে কি অশ্রু ঝরেনি, অথচ যুবকের রশি ছিড়ে যাওয়া এখন একবারেই সুস্পষ্ট। আর যার সাক্ষাতের তুমি আশা কর, তা এখন অসম্ভব। বন্ধুর ঘরটি, যা তার অবর্তমানে মর্মবিদারী হয়ে পড়েছে, তা গোত্রের বিচ্ছিন্নতার আশংকা সৃষ্টি

করেছে। আর যে জিনিস মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যতই অশ্রু ঝরাও না কেন, তা আর মর্মপীড়ায় দগ্ধিভূত ব্যক্তির কাছে ফিরে আসার নয়।

আচ্ছা, রেখে দাও সে কথা; এখন বলতো, চার দিকেই যখন এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, এখন উম্মু মালিকের কাছেও কি আমার গোত্রের সংবাদ পৌঁছেছে? উম্মু মালিকের কাছে এ সংবাদও কি পৌঁছেছে যে, সন্ধ্যায় আমরা এক বিশাল সৈন্যদল নিয়ে, যা আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, বেরিয়ে ছিলাম; তখন আমরা আমাদের সুন্দর ও সুঠাম ঘোড়াকে অত্যন্ত দ্রুত ইয়াছরিবরাসীদের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম ? ঐ ঘোড়াগুলোর কিছুতো আমাদের ঘরেই জন্ম নিয়েছিল, আর কিছু ছিল বাইরের, (আর এ সব এ উদ্দেশ্যে করা হচ্ছিল যে,) যা শত্রুর জন্য ক্ষতিকর, তা বন্ধুদের জন্য তো উপকারী হয়ে থাকে।

এরপর মুসলমানরা আমাদের দেখতেই তাদের সারাদেহে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, যেন সেখানে কোন ভয়ানক জিনিস তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে। তখন তাদের মধ্যে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, যদি ভূপৃষ্ঠ দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাদের ভিতরে নিয়ে নিত আর অবস্থা এই ছিল যে, তাদের বড় বড় ধৈর্যশালীরাও মারাত্মকভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। আর তরবারি খাপ থেকে বের করে উন্মুক্ত করা হলো, যার চমক এমন ছিল যে, তা ঘন ডালবিশিষ্ট ঝাড়ও ভেদ করে চলে যাচ্ছে।

এ সব তরবারি হাতে নিয়ে আমরা সকল শত্রুর মাথার উপর চড়াও হলাম। তাতে শত্রুর জন্য জীবননাশক কিছু বিষাক্ত তরবারিও ছিল।

ঐ তরবারিগুলো আওস গোত্রের নিহতদের এমন অবস্থায় রেখে দিল যে, তাদের মাঝে ভালূক ও পাখি ছুটাছুটি করছিল, যারা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের থেকে খাবার খাচ্ছিল।

আর ঐ তরবারিগুলো বনূ নাজ্জারের দলগুলোকে সবস্থানে মেরে রেখে দিয়েছে, যাদের শরীরে এ তরবারির আঘাতে রক্ত জমে যাচ্ছিল।

যদি তারা ঘাঁটিতে চড়ে না যেত, তবে ঐ তরবারিগুলো আহমদ (সা)-কেউ ঐ অবস্থায় পৌঁছে দিত। কিন্তু সে সঞ্চলনশীল বর্শার আশ্রয়ে উপরে উঠে গিয়েছিল।

যেমন ঐ তরবারিগুলো দ্বিতীয় আক্রমণে হামযাকে জায়গা মত পৌঁছে দিয়েছিল, যখন তার বক্ষদেশে অত্যন্ত তীক্ষ্ম অস্ত্র বিদ্ধ হয়েছিল।'

আর যেমন নু'মানকে তরবারিগুলো ঝাণ্ডার নীচে এমন অবস্থায় পৌঁছে দিল যে, তার গোশ্‌ত পাখি পড়ে তার পেটের মধ্যে ঢুকে, নিজ নিজ উদর পূর্ণ করছিল।

এসব কিছু ঘটে ছিল উহুদের ময়দানে, যেখানে বীর সৈনিকদের বর্শা তাদেরই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছিল। এই বর্শাগুলো এভাবেই তাদেরকে ধ্বংস করছিল, যেন বালতির রশিগুলো কেউ পানি উঠাতে গিয়ে ছিঁড়ছে।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন যাব'আরীর উল্লেখিত কবিতাগুলো জবাবে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন :

اشاقك من ام الوليد ربوع * بلاقع مامن اهلهن جميع
عفاهن صبفىّ الرياح وواكف * من الدلوبحّاف السحاب همدع
فلم يبق إلاموقد النار حوله * رواكد امثال الحمام كنوع
فدع ذكر دارٍ بدّدت بين اهلها * نوىّ لمتينات الحبال قطوع
وقل ان يكن يوم باحد بعده * سفيه فان الحق سوف يشيع
فقد صابرت فيه بنلوا لاوس كلهم * ومان لهم طمر هناك رفيع
وحامى بنو النجّار فيه وصابروا * وما كان منهم فى اللقاء جزوع
امام سول الله لايخذنونه * لهم ناصرمن ربهم وشفيع
وفوا اذ كفرتم ياسختين بربكم * ولايستوى عبد وفى ومضيع
بأيديهم بيض إذا حمش الوغى * فلا بد ان يردى لهن صريع
كما غادرت فى النقع عتبة ثاويا * وسعدا صريعا والرشيج شروع
وقد غادرت تحت العجاجة مسندا * ابيّا رقد بل القميص نجيع
بكف رسول الله حيث تنصبت * على القوم ممّا قديثرن نقوع
أولئك قوم سادة من فروعكم * وفى كل قوم سادة وفروع
بهن نغز الله حتى يعذنا * وان كان امر ياسخين نظيع
فلا تزكروا فتلى وحمزة فيهم * قتيل ثوى الله وهو مطيع
فان جنان الخلد منزلة له * وامر الذى يقضى الامور سويع
وقتلا كم فى النار افضل رزقهم * حميم معا فى جوفها وضريع

উম্মুল ওয়ালীদের ঘরগুলো কি (হে কবি!) তোমার সাথে বিরোধিতা করছে। এখনতো সে ঘরগুলো এমন সমতল ভূমি হয়ে গেছে, যেখানে কোন বসবাসকারী অবশিষ্ট নেই।

ঐ ঘরগুলোকে গ্রীষ্মকালীন প্রবল বায়ু একেবারেই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। আর ঐ বৃষ্টি দ্বারা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে যা 'দালও' নক্ষত্রের সাথে সম্পৃক্ত গর্জনধনী যুক্ত, দ্রুত ধাবমান ও মুষলধারে বর্ষণশীল মেঘ থেকে হয়ে থাকে।

এখন সেখানে শুধু অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার স্থান (চুলা) ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। যার আশেপাশে ছোট ছোট দেয়ালগুলো এমনভাবে লেগে আছে, যেমন কবুতর তার স্থানে লেগে থাকে।

সুতরাং এখন সে ঘরের আলোচনা ছেড়ে দাও, যে বসবাসকারীদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং এমন বিচ্ছিন্নতা, যা নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ককে ছিন্ন করে দিয়েছে।

আর বলে দাও, কোন নির্বোধ যদি উহুদকে গণায় ধরে (তবে তাতে কিছু আসে যায় না), কেননা সত্য অতিসত্বর বিস্তার লাভ করবে।

বস্তুত: উহুদ যুদ্ধে আওস গোত্রের সমস্ত লোক অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। অথচ সেখানে তাদের প্রচুর সুখ্যাতি ছিল।

এ যুদ্ধে বনূ নাজ্জারও যথেষ্ট অভিজাত্যবোধ ও ধৈর্য ও সহ্যের পরিচয় দিয়েছে এবং তাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যে যুদ্ধের মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ঘাবড়ে গিয়ে তাঁকে তাঁরা অসহায় ছেড়ে দিবে। তিনি তাঁদের জন্য পরোয়ারদিগারের পক্ষ থেকে সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী ছিলেন।

তারা পূর্ণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। যখন হে কুরায়শ! তোমরা তোমাদের পরোয়ারাদিগারের সংগে কুফ্‌রী করেছিলে। আর নিজ বিশ্বস্ততার অনুভূতি হারিয়ে বসেছে, এমন একজন বিশ্বাসঘাতক, একজন বিশ্বস্ত বান্দার সমান হতে পারে না।

তাঁদের হাতে এমন তরবারি রয়েছে যখন যুদ্ধ তীব্ররূপ ধারণ করে, তখন ভূপাতিত হয়ে নিহত হওয়ার লোকেরা সে গুলোর সামনে এসে স্বেচ্ছায় ধ্বংস হয়ে যায়।

যখন সেই তরবারিগুলো 'উতবা (উসমান ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা)-কে ধূলা-বালিতে হত্যা করেছে এবং সা'দকে ধরাশায়ী করেছেন তখন ক্রমাগত বর্শা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।

(যাদেরকে আমরা হত্যা করেছি) তারা তাদের গোত্রের শীর্ষস্থানীয় লোক, আর তোমরা তাদের শাখাতুল্য। আর প্রত্যেক গোত্রেরই সরদার ও তার অনুসারী হয়ে থাকে।

হে কুরায়শ সম্প্রদায়! পরিস্থিতি যত ভয়ানকই হোক না কেন; আমরা সেই তরবারি দিয়ে আল্লাহ্‌র নাম বুলন্দ করে থাকি। আর তিনি আমাদের ইজ্জত ও বিজয় দান করেন।

অন্যান নিহতদের কথা আর কি বলব, যখন হামযাও তাদের মাঝে শহীদ হয়ে গেলেন, যিনি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে, আল্লাহ্‌রই পথে জীবন দান করলেন।

এ জন্য তাঁর ঠিকানা হলো স্থায়ী জান্নাত। আর সকল বিষয়ের মীমাংসাকারী আল্লাহ্‌র নির্দেশ অত্যন্ত দ্রুত কার্যকর হয়ে থাকে।

আর তোমাদের নিহতদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। তার মাঝে তাদের উত্তম ফুটন্ত পানি, আর'যারী' (এক প্রকারের ঘাস)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কতক কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-ও ইব্‌ন যাব'আরীর বলে মনে করেন না। আর ইব্‌ন যাব'আরীর কবিতায় ماضى الشباة এবং طيريجفن যুক্ত কবিতাগুলো ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্য কোন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত।

আমর ইব্‌ন 'আসের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধের সময় আমর ইব্‌ন 'আস (কুরায়শের পক্ষে) এই কবিতা বলেন :

خرجنا من الفيفا عليهم كاننا * مع الصبح من رضوى الحبيك المنطّق
تمنت بنو النجار جهلا لقاءنا * لدى كنب سلع والأماطنى نصدق
فما راعهم بالشرّ الافجاءةً * كراديس خيل فى الزقة تمرق
ارادوا لكيما يتبيحوا قبابنا * ودون القباب اليوم صرب محرّف
وكانت قبابا او منت قبل ماترى * اذ رامها قوم ابيحوا واحنقوا
كأن رؤس الخزرجيّنى غذدة * وايمانهم بالمشرفيه بروق

আমরা সমতল ময়দান থেকে বের হয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম (এবং আমরা এত দ্রুত পৌঁছে গেলাম), যেন ভোরের সাথে সাথে আমরাও রায্‌ওয়া পাহাড় থেকেই উদিত হলাম। যা অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং যাতে অসংখ্য পথ রয়েছে।

বনূ নাজ্জার অহঙ্কতাবশত: 'সাল্' পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিল। আর আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় সত্যও হয়ে থাকে।

'রায্‌ওয়া' পাহাড়ের সংকীর্ণ পথগুলো থেকে হঠাৎ ছুটে আসা ঘোড়ার দলগুলো বনূ নাজ্জারকে যুদ্ধের আশংকায় আতঙ্কিত করে দিল।

বনূ নাজ্জার আমাদের তাঁবুগুলো লুণ্ঠন করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু সে তাঁবুগুলোর হিফাযতের জন্য এক অগ্নিঝরা তরবারি চালনা অন্তরায় ছিল।

এই তাঁবুগুলোকে প্রথমেও লুণ্ঠন করার চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু যারা এ চিন্তা করেছে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কঠিন ক্রোধের সম্মুখীন হয়েছে। আর তাঁবুগুলো আগেও (বদরের যুদ্ধেও) নিরাপদ ছিল।

সেদিন (উহুদের যুদ্ধে) ভোর বেলা মাশরাফি তরবারির সামনে খাযরাজীদের মাথাগুলো এমন মনে হচ্ছিল, যেন তা বারুক ঘাস, যা পিয়াজের মত সহজে কেটে যায়।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা মতে ইব্‌ন 'আসের কবিতার জবাবে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) এই কবিতা বলেন :

الا ابلغا فورا على نأى دارها * وعندهم من علمنا اليوم مصدق
بأنا غداة السّفح من بطن يثرب * صبرنا ورايات المنية تخفق
صبرنا لهم والصبرا منا سجيّة * اذ اطارت الابرام نسمو ونرتق
على عادة تلكم جرينا بصبرنا * وقدما لدى العايات نجرى فنسبق

لنا حومة لاتسطع يقودها * نبى أتى بالحق عف مصدّق
الاهل اتى افناء فهربن مالك * مقطع اطراف وهام ففلق

হে আমার বন্ধুদ্বয়! শোন,–ফিহর গোত্রের ঘর দূরে হলেও তাদের কাছে আমার এ বার্তা পৌঁছে দাও। আর আজ তাদের কাজেই আমাদের সত্যতার মাপকাঠি বিদ্যমান রয়েছে। সে বার্তা এই যে, ইয়াসরিবের সমতল ভূমির পাহাড়ের পাদাদেশের ঘটনায় আমরা ঐ সময় ধৈর্য ধারণ করছি, যখন মৃত্যুর ঝাণ্ডা পতপত করে উড়ছিল।

আমরা তাদের মুকাবিলায় যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছি। আর ধৈর্য ধারণ করা তো আমাদের মজ্জাগত বিষয়। আর ইতরের দলেরা যখন ঝাঁপিয়ে আসে, তখন আমরা বিজয়ী হয়ে আমাদের ব্যাপার সামলে নেই। আমরা সেই অভ্যাস মত ধৈর্যের সাথে চেষ্টা-সাধনা করি এবং উদ্দেশ্য সাধনের সময় আমরা এভাবেই চেষ্টা করে অগ্রগামী হয়ে থাকি।

আমরা এক উঁচু স্থানের অধিকারী, যার উপর কেউ হামলা করতে পারে না। –এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেই নবী (সা) যিনি আমাদের নিকট সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, যিনি পূত ও পবিত্র সত্যবাদী।

এ কথা কি সত্য নয় যে, ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিকের বিভিন্ন গোত্রের কাছে কর্তিত হাত, পা ও মস্তক পেঁছেছে ?

যিরার ইব্‌ন খাত্তাবের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যিরার ইব্‌ন খাত্তার এই কবিতা বলেন :

إنى وجدكه لولامقدمى فرسى * اذا جالت الخيل بين الجزع والقاع
مازال منكم بحنت الجزع من احد * اصواب هام تزاقى امرها شاعى
وفارس قد اصاب السيف مفرقة * افلاق هامة كفروة الراعى
انى وجدك لا أتقك منتطقا * بصارم مثل لون الملح قطاع
على رحالة ملواح مثابرة * نحوالصريخ اذا ماثوّب الداعى
وما انتميت الى حور ولا كشف * ولا لنام غداة البأس اوراع
بل ضاربين حبيله اليهن اذ لحقوا * شم العرانين عند الموت لذاع
شم بها ليل مسترخ حمائلهم * يعسرن للموت سعيا غيرو دعداع

তোমার ভাগ্যের শপথ! যদি আমি আমার ঘোড়া তখন আগে না বাড়াতাম, যখন উপত্যকার মোড় এবং নিম্নভূমির মাঝে অশ্বারোহীরা পায়চারী করছিল, তবে উহুদ পাহাড়ের সেই উপত্যাকার মোড়ে তোমারে মস্তক থেকে বেরিয়ে উড়ন্ত পাখির ধ্বনি গর্জন করত এবং ছড়িয়ে পড়ত। আর অশ্বারোহীর মস্তকের শিঁথি বরাবর তরবারি এমন আঘাত করত যে, তাদের মস্তকের টুকরা রাখালের থলের মত শুধু উড়তেই থাকতো।

তোমরা ভাগ্যের শপথ ! বাস্তব কথা এই যে, বার বার দু'আ করছে এমন ব্যক্তির মত আমি লবণের মত শুভ্র কর্তনকারী তরবারি নিয়ে এবং একটি সুঠাম সহনশীল ঘোড়ার জীনে বসে, পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে সব সময় দৃঢ় থাকি।

সে সব লোকদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, যারা দুর্বল ও নিরস্ত্র। আর না সে সব ইতরদের সাথে (আমার সম্পর্ক রয়েছে), যারা যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে কাপুরুষতার পরিচয় দেয়, বরং আমার সম্পর্ক ঐ সব লোকদের সাথে, যারা শত্রুর সাথে মুকাবিলার সময় ঝলমলে সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা কঠিন আক্রমণ করে। যারা উঁচু নাকবিশিষ্ট এবং মৃত্যুর সময় যারা আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তারা সরদার, যাদের তরবারির খাপ সর্বদা ঢিলা থাকে এবং তারা মৃত্যুর জন্য নিরলসভাবে জীবনপণ সাধনা করে।

নিম্নের কবিতাগুলোও যিরার ইব্‌ন খাত্তাবের :

لما اتت من بنى كعب مزينة * والخزرجية فيها البيض تأتلق
وجرّدوا مشرفيّان مهندة * ورايـة كجناع النسر تختفق
فقلت يوم بايام ومعركة * تنبى لما خلفها ماهزهز الورق
قدعوّدوا كل يوم ان تكون لهم * ريح القتال واسلاب الذين لقوا
خيرت نفسى على ماكان من وجل * منها وايقنت ان المجد مستبق
اكرهت مهرى حتى خاض غمرتهم * وبله من نجيع عانك علق
فظل مهرى وسربالى جيدهما * نفخ العروق وشاش الطعن والورق
ايقنت انى مقيم فى ديارهم * حتى يفارق ما فى جوفه الحدق
لاتجزعرا يابنى مخزوم ان لكم * مثل المغيرة فيكم مابه زهق
صبرافدّى لكم امى وما ولدت * تعاوروا الضرب حتى يدبر الشفق

আমাদের কাছে যখন বনূ কা'ব-এর পক্ষ থেকে সশস্ত্র বাহিনী পৌঁছলো এবং ঐ খাযরাজী গোত্রও পৌঁছলো, যাদের তরবারিগুলো ঝলমল করছিল। আর তারা সকলে মাশরাফি ও হিন্দুস্থানের তৈরি তরবারিসমূহ খাপ থেকে বের করে নিয়েছিল, আর শকুনের পাখার মত পত-পত করছে, এমন ঝাণ্ডাও বের করে নিয়েছিল। তখন আমি বলেছিলাম : আজ সমস্ত যুদ্ধের মুকাবিলায় একটি যুদ্ধ হবে। আর এই যুদ্ধই প্রমাণ করবে যে, পরবর্তীদের জন্য এ যুদ্ধের কারণে সকল জাঁকজমক ও শৃঙ্খলা চুরমার হয়ে যাবে এবং গোটা পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে যাবে।

এরা তো এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, প্রতিদিন তাদের জন্য যুদ্ধের হাওয়া বইতে থাকবে এবং যাদের সাথে মুকাবিলা হবে, তাদের থেকে গনীমতের মাল লুটে নিবে।

এ যুদ্ধজনিত আশঙ্কার জন্য আমি নিজকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলাম। আর এ বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম যে সর্ব অবস্থায় মান-সম্মানই অগ্রগামী থাকবে।

আমি আমার ঘোড়া তাদের মাঝে হাঁকিয়ে দিলাম, যা তাদের উচ্ছ্বসিত সয়লাবে ঢুকে পড়লো এবং লাল রক্তে-রঞ্জিত হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল তা যেন রগ থেকে উপচে পড়া খুন। যেমন বর্শার আঘাতে বিভিন্ন স্থানে ছিটা দেখা যায় এবং রক্তের দাগ পড়ে যায়।

আমি দৃঢ়সংকল্প করে নিয়েছিলাম যে, আমি তাদের এলাকায় ঐ সময় পর্যন্ত অনড় থাকব, যতক্ষণ না চক্ষুর পুতলী তার বৃত্ত ছেড়ে দেয়, (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করব না)।

হে বনূ মাখযুম ! তোমরা বিচলিত হয়ো না, তোমাদের জন্য মুগীরার দৃষ্টান্তই যথেষ্ট, যে তোমাদেরই এক সদস্য এবং এ দৃষ্টান্তে কোন প্রকার ত্রুটি নেই। তোমাদের উপর আমার মা এবং তার সন্তানরা উৎসর্গ হোক। যতক্ষণ না সন্ধ্যার লালিমা অস্তমিত হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তরবারি চালিয়ে যাও, (অর্থাৎ রাত পর্যন্ত যুদ্ধ কর)।

আমর ইব্‌ন 'আসের কবিতা

আমর ইব্‌ন 'আস এ কবিতা বলেন :

لما رأيت الحرب ينز * سرها بالرضف نزرا
وتناولت شهباء تلحو * الناس بالضرا لحوا
زيقنت ان الموت حق * والحياة تكون لغوا
حمّت اتو ابى على * عتدٍ يبذّ الخيل رهوا
سلسٍ اذا نكبن فى * البيداء يعلو الطرف علوا
واذ تنزل ماءه * من عطفه يز داد زهوا
ربذٍ كيعفور الصريمة * راعه الرامون دحرا
سنج نساه ضابط * للخيل ارخاء وعدوا
ففدّى لهم امىٌ غداة * الروع اذ يمشون قطوا
سيرا إلى كبش الكتيبة * اذ جلته الشمس جلوا

আমি যখন লক্ষ্য করলাম যে, যুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্তপ্ত পাথরে ঘর্ষণ খেয়ে তীব্র আকার ধারণ করছে, আর প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সৈন্যরা সব লোকদের চামড়া অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ছুলে ফেলছে, তখন আমি ভালভাবেই বুঝে নিলাম যে, মৃত্যু অনিবার্য এবং জীবন বৃথা ও অনর্থ।

আমি আমার কাপড় এমন একটি ধৈর্যশীল ঘোড়ার উপর রেখে দিলাম, যা অন্যান্য ঘোড়া থেকে অনায়াসেই অগ্রগামী হতে পারতো। যে খুবই অনায়াসে উত্তম থেকে উত্তম উভয়কুল অভিজাত ঘোড়া থেকে এ সময় অগ্রগামী হচ্ছিল, যখন অন্যান্য ঘোড়া প্রান্তরে মুখ থুবড়ে পড়ছিল।

আর যখন সে ঘোড়ার পার্শ্বদেশ থেকে ঘাম করছিল, তখন তার অহংকার আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এই ঘোড়া এমন দ্রুত দৌড়াচ্ছিল, যেমন বালুর টিলায় হরিণ শাবক অত্যন্ত দ্রুত দৌড়ায়, যাকে শিকারীরা তাড়া করে।

তার উরুর রগগুলো সংকুচিত ছিল। সে অত্যন্ত দ্রুত দৌড়ে অন্যান্য ঘোড়াকে পিছে ফেলে দিচ্ছিল।

যুদ্ধের সময় এ সব লোক যখন শত্রুবাহিনী ও তাদের ভেড়ারমত সরদারের দিকে, সূর্যের আলোতে, অত্যন্ত শান্তপদে দম্ভের সাথে অগ্রসর হয়, তখন ইচ্ছা হয় যে, আমার মা তাদের উপর উৎসর্গ হোক।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর জবাবে বলেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যিরার ও ইব্‌ন 'আস উভয়ের কবিতার জবাবে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন :

ابلغ قريش وخير القول اصدقه * والصدق عند دوى الالباب مقبول
ان قد قتلنا بقتلانا سراتكم * اهل اللواء ففيما يكثر القيل
ويوم بدر لقيناكم لنا مدد * فيه مع النصر ميكال و جبريل
ان تقتلونا فدين الحق فطرتنا * والقتل فى الحق عند الله تفضيل
وان تروا امرنا فى رأيكم سفها * قوائ من خالف الاسلام تضليل
فلا تمنوا لقاح الحرب واقتعدوا * ان اخا الحرب اصدى اللون مشغول
ان لكم عندنا ضربا تراح له * عرج الصباع له خذم وعابيل
انا بنو الحرب تمريها وننتجها * وعندنا لذوى الاضغان تنكيل
ان ينج منها اين حرب بعدما بلغت * منه التراقى وامر الله مفعول
فقد افادت له حلها وموعظة * لمن يكون له لب ومفعول
ولو هبطتم ببطن السيل كافحكم * ضربا بشاكلة البطحاء ترعبل
تلقاكم عصب حول النبى لهم * مما يعدون للهيجا سرابيل
من جذم غسّان مسترخ حمائلم * لاجبناء ولاميل معازيل
يمشون تحت عمابات القتال كما * تمشى المصاعبة الادم المراسيل
او مثل مشى اسود الظل الثقها * يوم رذاذ من الجوزاء مشمول
فى كل سابغة كالنهى محكمة * قيامها فلج كالسيف بهلول
ترد حد قرام لنبل خاسنة * ويرجع السيف عنها وهو مفلول

ولو قذفتم بلع عن ظهوركم * وللحياة ودفع الموت تأجيل
مازال فى القوم وترمنكم ابدا * تعفو السلام عليه وهو مطلول
عبد وحر كريم موثق فنصا * شطر المدينة مأسور ومقتول
كنانؤفل اخرا كم فاعجلكم * منا فوارس لاعزل ولاميل
اذا جنى فيهم الجافى فقد علموا * حقا بان الذى قد جرّ محمول
وما نحن ولا نحن من اثم مجاهرة * ولا ملوم ولا فى الغرم مخزول

কুরায়শকে আমার এ বার্তা পৌঁছে দাও, আর সব চাইতে উত্তম কথা হলো তা যা সবচাইতে সত্য। আর জ্ঞানী বুদ্ধিমানদের কাছে সত্যই গ্রহণযোগ্য। বার্তা এই যে, আমরা আমাদের নিহতদের বিনিময়ে তোমাদের শীর্ষস্থানীয় পতাকাবাহীদের হত্যা করেছি; সুতরাং বল, লোকদের মাঝে কোন বিষয়ের অধিক আলোচনা হয়। (অর্থাৎ এই আলোচনাই তো বেশী হয় যে, তোমাদের পতাকাবাহীদের হত্যা করা হয়েছে)।

বদর যুদ্ধে তোমাদের সাথে আমাদের মুকাবিলা হয়, আমাদের পক্ষে এমন সাহায্য ছিল যে, তাতে মিকাঈল ও জিবরাঈল (আ) সাহায্যসহ উপস্থিত ছিলেন।

তোমরা যদি আমাদের হত্যাও করো (তাতে কি আসে যায়); কেননা, সত্য ধর্ম আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। আর সত্যের জন্য শহীদ হওয়া তো আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত ফযীলতের বিষয়।

যদি তোমরা তোমাদের ধারণা মতে একথা মনে কর যে, আমাদের বিষয়টি নিবুর্দ্ধিতাসুলভ, তবে মনে রেখো, যে ব্যক্তি ইসলামের বিরোধী, তার মত ও পথ ভ্রান্ত।

সুতরাং তোমরা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করার সাহস করো না এবং চুপচাপ বসে থাক। কেননা যুদ্ধপ্রিয় মানুষের বর্ম রক্তে-রঞ্জিত থাকে এবং সেসব সময় যুদ্ধে ব্যস্ত থাকে।

আমাদের কাছে তোমাদের জন্য রয়েছে তরবারির আঘাত, যাতে খোঁড়া ভল্লুক তরঙ্গায়িত হয়। কেননা, এ আঘাতে তার গোশ্‌ত টুকরো টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মনে রেখো, আমরা যুদ্ধপ্রিয় লোক। যুদ্ধকে আমরা উটনীর মত দোহন করি এবং তার দ্বারা বাচ্চা জন্মিয়ে দেই। আর আমাদের কাছে হিংসুকের জন্য রয়েছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি।

তারপর যুদ্ধ একবার আবূ সূফিয়ানের কণ্ঠনালী পর্যন্ত গিয়ে পৌছে অর্থাৎ বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার পর তার মেজাজ ঠিক হয়; এরপরও যদি সে কোনভাবে পরিত্রাণ লাভ করে, তবে যুদ্ধ তাতে এক প্রকারের ধ্বংস সৃষ্টি করবে এবং তাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ হয়ে যাবে, যাদের সামান্যতম বুদ্ধি ও বিবেক রয়েছে।

যদি তোমরা 'সায়েল' নিম্নভূমিতে অবতরণ কর, তবে বাত্‌হার কোণে তোমাদের তুমুল লড়াই এর মুকাবিলা করতে হবে।

আর তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চারপাশে সমবেত এমন লোকদের পাবে, যাদের কাছে লৌহবর্ম রয়েছে; যা তারা যুদ্ধের জন্য তৈরি করে রেখেছে।

এ লোকগুলো গাস্সান গোত্রের বংশোদ্ভূত, যাদের তরবারির খাপ যুদ্ধের জন্য সদা-সর্বদা টিলা থাকে। যারা ভীরু কিংবা নিরস্ত্র নয় এবং যাদের কাছে বর্শা ইত্যাদি নেই।

এ লোকগুলো যুদ্ধের ময়দানে, যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে, এমনভাবে চলে; যেমন সাদা নর উট একের পর এক দলে দলে চলে, কিংবা ঐ সিংহের মত চলে, যাদের দক্ষিণা বাতাসের সাথে জাওযা নক্ষত্র থেকে বর্ষিত হালকা বৃষ্টি সিক্ত করে এবং সেগুলো ছায়ার মধ্যে বিচরণ করে।

এ লোকগুলো এমন লৌহবর্ম পরিহিত, যা অত্যন্ত মজবুত এবং ঐ পুকুরের মত, যা তরবারির মত চকচকে এবং 'ফালাজ' নামক নহরের নিকট অবস্থিত।

এই লৌহবর্মগুলো মোটা শাণিত তীরকে ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দেয় এবং তরবারি যখন এর থেকে ফিরে যায়, তখন তাতে দাগ পড়ে যায়। (অর্থাৎ তাতে বর্শা ও তীরের আঘাতে কিছু হয় না) আর এ অবস্থায় মৃত্যুর মুকাবিলা করা এবং বেঁচে থাকার জন্য কিছু সময় পাওয়া যায়। এ সময় যদি তোমরা নিজেদের পিঠ থেকে পাহাড়ও ছুঁড়ে মারতে, তবে আমাদের দলের ঐ ব্যক্তি যার থেকে তোমাদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে হতো, তার উপর পাহাড়ের পাথরও অকেজো হয়ে যেতো; আর সে রক্তপণ না দিয়েই বেঁচে যেত।

গোলাম হউক কিংবা স্বাধীন ভদ্র লোক, যে বড় আকারের শিকার কাবুকারী, যখন সে মদীনার দিকে মুখ করবে, তখন তাকে হয় বন্দী করা হবে কিংবা তাকে মেরে ফেলা হবে।

আমরা তোমাদের দলের শেষ লোকদের এক রকমের আশা দিতাম, আর এই ভিত্তিতে যখন তোমরা সামনে অগ্রসর হতে, তখন আমাদের আরোহীরা, যারা ঢাল ও অস্ত্রশস্ত্র শূন্য নয়, তারা এসে দ্রুত তোমাদের বন্দী করতো।

এরা এমন আরোহী যে, তাদের মধ্যে যখনই কেউ সামান্যতম কোন অপরাধ করে, তখন সে এ নীতিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নেয় যে, যে কোন অপরাধ করবে, তাকে অবশ্যই এর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আমরা সে সব লোক নই, যারা প্রকাশ্যে অপরাধে লিপ্ত হয়। আর আমরা এমন লোকও নই, যারা নিন্দিত। আর না আমরা এমন লোক, যাদের থেকে এভাবে জরিমানা আদায় করা হবে যে, তাদের কোন সাথী ও সাহায্যকারী থাকবে না।

হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) উহুদ যুদ্ধে ঝাণ্ডাবাহী সাহাবীদের সংখ্যা উল্লেখ করে একটি কবিতা রচনা করেন। ইব্ন হিশাম বলেন : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচিত কবিতাসমূহের মাঝে তাঁর এ কবিতাটি সর্বোত্তম। কবিতাটি নিম্নরূপ :

منع النوم بالعشاء الهموم * وخيال اذا تغور النجوم

রজনী শেষে যখন তারকারাজি অস্ত যাচ্ছিল, তখনও চিন্তা-ভাবনা নিদ্রাকে বিলুপ্ত করে দিল।

من حبيب اضاف قلبك منه * سقم فهو داخل مكتوم

এটা সেই প্রিয়জনের বিরহ যাতনায়, যার ভালবাসার ব্যাধি তোমার হৃদয়ের মাঝে ঠাঁই নিয়েছে, আর তা সেখানে লুকিয়ে আছে।

يالقومى هل يقتل المرء مثلى * واهن البطش والعظام سؤوم

হে আমার সম্প্রদায়! আমার মত ব্যক্তিকে কি কেউ হত্যা করতে পারে, যার ক্ষমতা অতি দুর্বল, অস্থিসার এবং যে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়?

لويدب الحولى من ولد الذر * عليها لاندبتها الكلوم

যদি তার উপর দিয়ে হেঁটে যায় ক্ষুদ্র পিপঁড়ার বাচ্চা তাতেও তার দেহে অঙ্কিত হয় জখম-চিহ্ন।

شأنها العطر والفراش ويعلو * هالجين ولؤلؤ منظوم

তার (আমার প্রেমিকার) কাজ হলো—কেবল আতরের ঘ্রাণ নেওয়া, আর বিছানায় শোয়া তার দেহে শোভা পায় রূপোর গয়না, আর গলায় মণি-মুক্তার মালা।

لم تفتها ها شمس النهار بشئ * غير ان الشباب ليس يدوم

দিনের আলো তার সৌন্দর্যে কোন ঘাটতি আনেনি, কিন্তু তাতে কি, যৌবন কারও স্থায়ী হয় না।

إن خالى خطيب جابية الجو * لان عند النعمان حين يقوم

আমার মামা[১] যখন জাওলানের[২] ক্ষুদ্র জলাশয়ের পাশে নু'মানের কাছে দাঁড়ায়, তখন তিনি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

وانا الصقر عند باب ابن سلمى * يوم نعمان فى الكبول سقيم

ইব্‌ন সালমার দরজায় আমরা সেদিন ছিলাম বাজপাখীর মত, যেদিন নু'মান ব্যাধিগ্রস্ত ছিল, বেড়ি-বাঁধনে আবদ্ধ।

وابى وواقد اطلقالى * يوم راحا و كبلهم مخطوم

উবায় ও ওয়াকিদ যেদিন তারা সেখানে গিয়েছিল, আমারই কারণে সে দিন তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল; আর আমার ভয়ে তাদের শিকল ছিন্ন হয়েছিল।

ورهنت اليدين عنهم جميعا * كل كف جزء لها مقسوم

তাদের সকলের পক্ষ হতে আমি আমার দু'হাত বন্ধক রেখেছিলাম। প্রত্যেক হাতকে তার নিজ-নিজ অংশে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল।

---

১. অর্থাৎ মাস্‌লামা ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন সামিত।

২. 'জাওলার' শামের একটি জায়গার নাম।

وسطت نسبتى الذوائب منهم * كل دار فيها اب لى عظيم

তাদের মধ্যে যারা উচ্চ বংশীয় তাদের সংগে আমার সম্পর্ক রয়েছে। তাদের প্রত্যেক পরিবারেই রয়েছেন আমার কোন না কোন মহান পূর্বপুরুষ।

وَاَبِى فِى سَمِيحة القائل الفاصِلُ * يوم التقت عليه الخصوم

সুমায়হার[১] পাশে আমার পিতা ছিলেন একজন চূড়ান্ত মীমাংসাকারী ব্যক্তি, যখন বিচার প্রার্থীরা তার শরণাপন্ন হয়েছিল।

تلك افعالنا وفعل الزبعرى * خامل فى صديقه مذموم

এসব আমাদেরই গৌরবময় কীর্তি, আর যাব'আরীর কাজ-কর্ম ম্লান হয়ে গেছে, যা তার বন্ধুদের কাছেও নিন্দিত।

رب حلم اضاعه عدم الما * لِ وجهل غطّى عليه النعيم

বস্তুত অর্থাভাব বহু সহনশীলতার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। পক্ষান্তরে অনেক মূর্খতা হয় প্রাচুর্যে ভরপুর।

لا تسبننى فلست بسبى * ان سبى من الرجال الكريم

তুমি আমাকে গালি দিও না, আমাকে গালি দেওয়া তোমার মুখে শোভা পায় না। কেননা, আমার গাল-মন্দকারীরাও ভদ্রলোকদের অন্তর্ভুক্ত।

ما ابالى انب بالحزن تيس * ام لحانى بظهر غيب لئيم

আমার কোন পরওয়া নেই, তা টিলার উপর বসে কোন ব্যাঙ ডাকাডাকি করুক, কিংবা পশ্চাতে বসে কোন ইতর লোক কুৎসা রটাক।

ولى البأس منكم اذ رحلتم * اسرة من بنى قصى صميم

তোমরা কুসায়ই গোত্রের একটি অভিজাত পরিবার বটে, কিন্তু তোমরা যুদ্ধের জন্য যখন রওনা হয়েছিলে, তখনই বিপর্যয় তোমাদের সাথী হয়েছিল।

تسعة تحمل اللواء وطارت * فى رعاع من القنا مخزوم

বনূ মাখযূম দুর্বল বর্শাধারী একটি বাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছিল। তাদের মাঝে নয়জন ছিল পতাকাবাহী।

واقاموا حتى ابيحوا جميعا * فى مقام وكلهم مذموم

بدم عانك وكان حفاظا * ان يقيموا ان الكريم كريم

তারা এখানে এসে অবস্থান গ্রহণ করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সকলকে লাল রক্তে রঞ্জিত করে অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় বেওয়ারিশ লাশে পরিণত করা হল।

---

১. সুমায়হা একটি কুয়ার নাম। মদীনায় অবস্থিত। আওস ও খাযরাজ গোত্রের সুদীর্ঘকালীন বিবাদের নিষ্পত্তি এ কুয়ার পাশেই হয়েছিল।

এস্থানে তারা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল; বস্তুত শরীফ মানুষ শরীফসুলভ আচরণই করে থাকে

واقاموا حتى ازيروا شعوبا * والقنا فى نحورهم محطوم

তারা এখানে এসে অবস্থান নিয়েছিল, যে কারণে তাদের বক্ষে বর্শা ভেঙে মৃত্যুর সাথে তাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া হয়।

وقريش تفر منا لواذا * ان يقيموا و خف منها الحلوم

আর কুরায়শদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা দিশেহারা হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালাতে ছিল, সেখানে এক মুহূর্ত দেরী করার মত সাহস তাদের ছিল না।

لم تطق حمله العواتق منهم * انما يحمل اللواء النجوم

তাদের কাঁধে এ পতাকা বহনের ক্ষমতা ছিল না, বস্তুত পতাকা তো তারকারাই (অর্থাৎ মুসলমানরাই) বহন করতে পারে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) منع النوم بالعشاء الهموم শীর্ষক এ কবিতাটি রাত্রিকালে রচনা করেছিলেন। তাই গোত্রের লোকদের ডেকে এনে বলেছিলেন, আমার আংশকা হল যে, ভোর হওয়ার আগেই আমার মৃত্যু এসে যাবে, আর তোমরা এ কবিতাটি আমার থেকে বর্ণনা করতে পারবে না।

হাজ্জাজ সুলামীর কবিতা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উহুদ যুদ্ধে আমীরুল মু'মিনীন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা), তাল্‌হা ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবদুদ্‌দারকে হত্যা করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তুলায়হা ছিল মুশরিকদের ঝাণ্ডাবাহী। কবি হাজ্জাজ ইব্‌ন ইলাত সুলামী এ ঘটনার উল্লেখপূর্বক আলী (রা)-এর প্রশংসা করে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি আবূ উবায়দা আমার কাছে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন :

لله اى مذب عن حرمة * اعنى ابن فاطمة المعم المخولا

سبقت يداك له بعاجل طعنة * تركت طلحة للجبين مجدلا

وشددت شدة باسل فكشفتهم * بالجراذ يهوون اخول احولا

আল্লাহ্‌র কসম! মান-সম্মান রক্ষায় সদা তৎপর কে জান? আমি বলছি, ফাতিমার পুত্রের[১] কথা, যেমন শরীফ তাঁর পিতৃকূল, তেমনি মাতুলগণও। হে আলী! বর্শা নিক্ষেপে তোমার হাতের ক্ষীপ্রতা তুলায়হাকেও হার মানিয়েছে, আর তুমি তাকে অধোমুখে ভূপাতিত করেছ।

---

১. অর্থাৎ হযরত 'আলী (রা)। তাঁর মায়ের নাম ছিল ফাতিমা, যিনি হাশিমের পুত্র আসাদের কন্যা ছিলেন। এভাবে হযরত আলী (রা)-এর পিতা ও মাতা উভয়ে ছিলেন হাশিম গোত্রীয়। হাশিম গোত্রে এ মর্যাদা সর্ব প্রথম তিনিই লাভ করেন।

একজন প্রকৃত বীরের মত তুমি উহুদের রণক্ষেত্রে এমনই হামলা চালালে যাতে কাফিররা ঊর্ধ্বশ্বাসে পাহাড়ের দিকে দৌড়াল, (কিন্তু শেষ রক্ষা হল না), তারা একের পর এক নীচে পড়লো।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ও উহুদের অন্যান্য শহীদের প্রতি শোক প্রকাশ করে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) নিম্নোক্ত কবিতাটিও আবৃত্তি করেন :

يامى قومى فاند بن * بسحيرة شجو النوائح

হে আমার মা, তুমি ওঠ এবং সুহায়রা কুয়ার পাশে গিয়ে বিলাপকারিণী রমণীদের মত কাঁদ,

كالحاملات الوقر بال * ثقل الملحات الدوالح

সেই নারীদের মত কাঁদ, যারা ভারী বোঝাকে কষ্টে-সৃষ্টে বহন করছে,

للمعولات الخامشا * ت وجوه حرات صحائح

তাদের চেহারা স্বাধীন শরীফ নারীদের মত, তারা কাঁদছে, মুখ খামচাচ্ছে আর আর্তনাদ করছে।

وكأن سيل دموعها الـ * أنصاب تخضب بالذبائح

তাদের অশ্রুধারা যেন 'আন্‌সাব' পাথর যা কুরবানীর জানোয়ারের রক্তে-রঞ্জিত করা হচ্ছে।

ينقضن اشعارا لهن * هناك بادية المسائح

ঐ বিলাপকারিণী মহিলারা সেখানে তাদের চুলের বাঁধন খুলে ফেলেছিল, আর তাদের বেণী স্পষ্ট চোখে পড়ছিল।

وكأنها اذناب خى * ل بالضحى شمس روامح

দিনের আলোতে সে বেণী ঐ ঘোড়ার লেজের চুলের মত মনে হচ্ছিল, যে চারপায়ে দ্রুত চলছিল।

من بين مشزور ومج * زور يذعذع بالبوارح

এমন মনে হচ্ছিল যে, তাদের বেণী ছিল শুকনো গোশতের মত, অথবা কর্তিত গোশতের ন্যায়, যার উপর দমকা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

يبكين شجوا مسلبا * ت كدحتهن الكوادح

শোকের বস্ত্র পরিধান করে তারা ক্রন্দনই করছিল, এই দুর্বিপাক তাদের বিষাদাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল।

ولقد اصاب قلوبها * مجل له جلب قوارح

তাদের হৃদয়ে এমন আঘাত লেগেছিল, যার বেদনা ছিল অসহ্য কষ্টদায়ক।

اذ اقصد الحدثان من * كنا نرجى اذ نشائح

এই জখম সে সময় লাগে, যখন তাদের উপর নেমে আসে বিপদ, যাদের ব্যাপারে আমাদেরও আশংকা ছিল যে, না জানি তাদের উপর কি বিপর্যয় আসে।

اصحاب احد غالهم * دهر ألم له جوارح

অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের সাথিগণ-কালচক্র যাদের উপর এমন মর্মন্তুদ আঘাত হেনেছে, যা ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়।

من كان فارسنا وحا * مينا اذا بعث المسالح

তা আঘাত হানে আমাদের সেই বীর অশ্বারোহীর উপর, যিনি দুর্যোগ মুহূর্তে যখন অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় প্রেরিত হতেন, তখন সেখানে আমাদের জন্য রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হিসাবে প্রমাণিত হতেন।

ياحمزه لا والله لا * انساك ما صر اللقائح

হে হামযা! আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে ততদিন পর্যন্ত ভুলব না, যতদিন দুধের উটনী দোহান হবে—।

لمناخ ايتام واضيا * ف وارملة تلامح

ইয়াতীম, মেহমান ও সেই সব বিধবাদের স্থানের কারণে, যারা দুর্বল ভীত চোখে দৃষ্টিপাত করে।

ولما ينوب الدهر فى * حرب لحرب وهى لاقح

তোমাকে ততদিন ভুলব না। যতদিন এ কালচক্র যুদ্ধ পরিক্রমায় আবর্তিত হতে থাকবে এবং সে যুদ্ধের অমঙ্গল বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

يافارسا يامدرها * ياحمز قد كنت المصامح

হে অশ্বারোহী বীর, হে জাতীয় প্রতিরক্ষার উৎসর্গিত প্রাণ! হে হামযা! তুমি আমাদের পক্ষে বীর-বিক্রমে রুখে দাঁড়াতে।

عنا شديدات الخطو * ب اذا ينوب لهن فادح

কঠিন হতে কঠিনতর বিপদকালে, যখন সর্বনাশা বিপদ বারবার আসত তখন তুমিই তার মুকাবিলা করতে।

ذكرتنى أسد الرسو * ل وذاك مدرهنا المنافح

তুমি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সে সিংহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, যিনি ছিলেন সব সময় আমাদের থেকে শত্রুদের প্রতিরোধকারী

عنا وكان يُعد اذ * عدالشريفون الجحاجح

যখন শরীফদের গণনা করা হত, তখন তাঁকে তাদের শ্রেষ্ঠ সর্দাররূপে গণ্য করা হত।

يعلو القماقم جهرة * سبط اليدين اغر واضح

বড় বড় সর্দারদের উপরও তাঁর প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। তিনি ছিলেন দানবীর মহানুভব ও খোশ-মেজাজী।

لاطائش رعش ولا * ذو علة بالحمل آنح

তিনি হালকা গড়নের লোক। ভীতু লোক ছিলেন না, আর তিনি দুর্বল ও রোগগ্রস্তও ছিলেন না যে, বোঝা উঠাবার সময় উটের মত হাঁপিয়ে উঠতেন।

بحرفليس يغب جا * راً منه سيب او منادح

তিনি ছিলেন দানের সমুদ্র, তাঁর প্রতিবেশী তাঁর থেকে সব সময় উপহার উপঢৌকন ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করত।

اودى شباب اولى الحف * ل ائظ والتقيلون المراجح

চিরদিনের মত চলে গেছেন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ও গৌরবদীপ্ত নও জওয়ান সেই সাথে তাঁরাও, যাঁরা ছিলেন রাশভারী ও সহনশীল।

المطعمون اذا المشا * تى ما يصففهن ناضح

لحم الجلاد وفوقه * من شحمه شطب شرائح

যারা হৃষ্টপুষ্ট উটের চর্বিযুক্ত গোশত (দুর্ভিক্ষের সময়) আহার করাতেন সেই অর্ধাহারীদের, যারা বকরীর দুধ খেয়ে কোনক্রমে জীবন ধারণ করত।

ليدافعوا عن جارهم * مارام ذوالضغن المكاشح

এভাবে তারা নিজ প্রতিবেশীদের সেইসব হিংসাপরায়ণদের থেকে রক্ষা করার প্রয়াস পেতেন, যারা তাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাত।

لهفى لشبان رزئنا * هم كأنهم المصابح

আমার আফসোস তো সেই সব নওজওয়ানদের জন্য, যাদের হারিয়ে আমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছি, তাঁরা তো ছিলেন আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

شُم بطارقة غطا * رفة خضارمة مسامح

তাঁরা ছিলেন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, নেতৃস্থানীয়, সকলের শ্রদ্ধেয়, দানবীর ও মহানুভব।

المشترون الحمد بالـ * أموال ان الحمد رابح

তাঁরা নিজেদের সম্পদের বিনিময়ে প্রশংসা ক্রয় করত। কেননা, মানুষের প্রশংসা অর্জন করাই তো আসল মুনাফা।

الجامزون بلجم * يوما اذا ما صاح صائع

তাঁরা তাদের ঘোড়ার লাগাম ধরে এমন নাজুক মূহূর্তে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, যখন লোকেরা ভয়ে চীৎকার করে উঠত।

من كان يرمى بالنوا * قر من زمان غير صالح

হায়! তিনিও চলে গেলেন, যার প্রতি কালচক্রের প্রতিকূল বিপদাপদের তীর নিক্ষেপ করা হয়েছে।

ما ان تزال ركابه * يرسمن فى غبر صحاصح

তাঁর উট ধূসর সমতল প্রান্তরে অবিশ্রান্ত ধেয়ে চলত।

راحت تبارى وهو فى * ركب صدورهم رواشح

এগিয়ে চলত প্রবল গতিতে। আর তিনি ঘর্মাপ্লুত বক্ষের একদল যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন।

حتي تثوب له المعا * لى ليس من فوز السفائح

এভাবে তাঁর লড়াই চলতে থাকত, যতক্ষণ না তিনি অব্যর্থ তীর দ্বারা বিজয় ছিনিয়ে আনতেন।

ياحمز قد او حدتنى * كالعود شذبه الكوافح

হে হামযা! তুমি আমাকে ঐ ডালের মত একা ছেড়ে দিলে, যাকে কাঠুরিয়ারা গাছ থেকে কেটে আলাদা করেছে।

اشكو اليك وفوقك التر * بُ المكور والصفائح

من جندل نلقيه فو * قك اذ أجاد الضرح ضارح

فى واسع يحشونه * بالترب سوته المماسح

তোমার কাছে আমার অভিযোগ, যদিও আজ তোমার উপর স্তরে স্তরে মাটি ও বড় বড় পাথরের টুকরা। কবরখননকারীরা তাদের কাজ সমাপ্ত করলে আমরা তোমার উপর সে মাটি ও পাথর ছড়িয়ে দিলাম। এরপর তারা তোমাকে সে কবরে শুইয়ে দিয়ে মাটি সমান করে দিল।

فعزاؤنا انا نقو * لُ وقولنا برح بوارح

আজ আমাদের সান্ত্বনা এ ছাড়া আর কি যে, আমরা আমাদের দুঃখের কথা বলতে থাকব, যদিও আমাদের সে কথার দ্বারা শ্রোতাদের মন ভারাক্রান্ত হয়।

من كان امسى وهو عم * اوقع الحدثان جانح

কালচক্রের এ দুর্ঘটনা হতে বাঁচার জন্য কে অন্যত্র চলে গিয়েছিল?

فليأتنا فلتبك عى * ناهُ لهلكانا النوافح

সে আমাদের কাছে ফিরে আসুক এবং আমাদের সেই নিহত ব্যক্তিদের জন্য অশ্রু প্রবাহিত করুক, যারা ছিলেন সৎকর্ম সাধনে তৎপর।

القائلين الفاعلين * ذوى السماحة والمماذح

তারা যা বলতেন তা কাজে পরিণত করতেন। তাঁরা ছিলেন মহান, উদারদানে অতুলনীয়, সকল প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী।

من لايزول ندى يدى * ه له طوال الدهر مائح

তাঁরা ছিলেন এমন লোক, যাদের হাতের কৃপাধারা অভাবীদের জন্য সব সময় জারী ছিল। আর তাঁরা ছিলেন তৃষ্ণার্তদের জন্যে পানি সরবরাহকারী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কাব্য-সাহিত্য বিশেষজ্ঞদের মতে এ কবিতা হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর নয়। এর মধ্যে—

من كان يرمى بالنواقـــر শীর্ষক এ এবং الجازمون بلجمهم ও المطعمون اذا المشانى পংক্তি তিনটি ইব্‌ন ইসহাক থেকে নয়; বরং অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর আরো কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হযরত হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর প্রতি শোক প্রকাশ করে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও একটি কবিতা রচনা করেন। যথা :

اتعرف الدار عفا رسمها * بعدك صوب المسبل الهاطل

তুমি কি (প্রিয়ের) বাড়িটি চেন ? তোমার পরে অবিরাম বর্ষণ ধারায় তার চিহ্ন মিটে গেছে।

بين السراديح فأدمانة * فمدفع الروحاء فى حائل

বাড়িটি উদমানা ও তাঈ পর্বতের উপত্যকা হাইল-এর মাঝখানে রাওহার পানি জমা হওয়ার স্থানে অবস্থিত ছিল।

ساءلتها عن ذاك فاستعجمت * لم تدرما مرجوعة السائل

আমি তার কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেল। সে উপলব্ধি করতে পারল না, প্রশ্নকারীর উত্তর কি হতে পারে।

دع عنك دارا قدعفا رسمها * وابك على حمزة ذى النائل

রেখে দাও সে বাড়ির কথা, যার চিহ্ন মুছে গেছে। তার চেয়ে হামযার স্মরণে কাঁদ, যিনি ছিলেন দানশীল ব্যক্তি।

المالئ الشيزى اذا أعصفت * غبراء فى ذى الشبم الماحل

যিনি সেই দুঃসময়েও গরীব ও অভাবীদের কাঠের পেয়ালা ভরে দিতেন, যখন শীত মওসুমের দুর্ভিক্ষকালে ধূলা মিশ্রিত বাতাস প্রবল হত।

التارك القرن لدى لبدة * يعثر فى ذى الخرص الذابل

তিনি সেই বীর পুরুষ, যিনি রণক্ষেত্রে তার প্রতিপক্ষকে দীর্ঘ কেশরবিশিষ্ট সিংহের সামনে, (অর্থাৎ নিজের সামনে), চিকন ফলাবিশিষ্ট বর্শাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় ফেলে রাখতেন।

اللابس الخيل اذا اجحمت * كالليث فى غابته الباسل

শত্রু সৈন্য যখন প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠত, তখন তিনি তাদেরকে বনের মাঝে রাগান্বিত সিংহের মত দিশেহারা করে ফেলতেন।

ابيض فى الذروة من هاشم * لم يمردون الحق بالباطل

তিনি হাশিম গোত্রের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সত্য ছেড়ে কখনও মিথ্যার জন্য ঝগড়া করতেন না।

مال شهيدا بين اسيافكم * شلت يدا وحشى من قاتل

(হে কাফিররা) তিনি তোমাদের তরবারির মাঝখানে পড়ে শহীদ হয়ে গেছেন। ওয়াহশীর হাত দু'টি অবশ হয়ে যাক, সেই তো তার ঘাতক!

اى امرئ غادر فى ألة * مطرورة مارنة العامل

সে কি ভাবতে পারেনি যে, সে কোন ব্যক্তির উপর তার অস্ত্র প্রয়োগ করেছে? তার অস্ত্র ছিল শাণিত এবং তার অগ্রভাগ ছিল সুচাল।

اظلمت الأرض لفقدانه * واسود نور القمر الناصل

তাঁর বিহনে বিশ্বজাহান আঁধারে ছেয়ে গেছে। মেঘের আবরণ ভেদ করে নির্গত চাঁদের আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

صلى عليه الله فى جنة * عالية مكرمة الداخل

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করে তাঁকে সম্মানের সাথে সমুচ্চ জান্নাতে দাখিল করুন।

كنارى حمزة حرزا لنا * فى كل امر نابنا نازل

আমাদের প্রতি আপতিত যে-কোন বিপদাপদে আমরা হামযাকে পেতাম আমাদের জন্য হিফাযাতকারী।

وكان فى الاسلام ذاتدرأ * يكفيك فقد القاعد الخاذل

তিনি ছিলেন ইসলামের একজন অতন্দ্র প্রহরী। যারা সহযোগিতা করতে বিরত থাকত এবং হেনস্থা করার চেষ্টা করত তিনি একাই তাদের সে অভাব পূরণ করতে যথেষ্ট ছিলেন।

لا تفرحى ياهند واستحلبى * دمعا واذرى عبرة الثاكل

হে হিন্দা! তুমি হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না; বরং অশ্রু ঝরাও এবং সন্তানহারা জননীর মত অঝোরে কাঁদ।

وابكى على عتبة اذ قطه * بالسيف تحت الرهج الجافل

কাঁদ উতবার শোকে, যাকে হামযা উড়ন্ত ধূলোর মাঝে তরবারি দ্বারা দু'ভাগ করে ফেলেছিলেন।

اذا خر فى مشيخة منكم * من كل عات قلبه جاهل

উতবা তোমাদের ঐ সব বড় বড় নেতাদের মাঝে ধপাস করে পড়ে গিয়েছিল, যারা ছিল দাম্ভিক ও মূর্খ।

ارداهم حمزة أسرة * يمشون تحت الحلق الفاضل

হামযা তাদের দর্প চূর্ণ করেন ঐ লোকদের মাঝে গিয়ে, যারা বর্ম পরিধান করে অহংকার ভরে চলত।

غداة جبريل وزير له * نعم وزير الفارس الحامل

সে দিন হযরত জিবরাঈল (আ) ছিলেন হামযার সাহায্যকারী। আক্রমণকারী অশ্বারোহীর জন্য তিনি কত উত্তম সাহায্যকারী ছিলেন।

হযরত হামযার শোকে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা

طرقت همومك فالرقاد مسهد * وجزعت ان سلخ الشباب الاغيد

রাত্রিকালে তোমার চিন্তা আমার মনে জাগলো ; ফলে নিদ্রা চলে গেল। আমি এজন্যে অস্থির যে, সুখের যৌবন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ودعت فؤادك للهوى ضمرية * فهواك غورى وصحوك منجد

যাম্‌রা গোত্রের স্ত্রীলোকটি তোমার হৃদয়ে প্রেম নিবেদন করেছে। তোমার প্রেম আজ অধোগামী। আর তোমার সম্বিত হারিয়ে গেছে।

فدع التمادى فى الغواية سادرا * قدكنت فى طلب الغواية تفند

হে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ ব্যক্তি, এ অলসতা ও গাফলতী পরিহার কর। বিভ্রান্তির পেছনে পড়ে তুমি অনেক কিছু হারিয়েছ।

ولقد انى لك ان تناهى طائعا * او ستفيق اذانهاك المرشد

এবার তোমার সময় হয়েছে ওসব ছেড়ে আনুগত্যে ফিরে আসার। মহান পথ-প্রদর্শকের নিষেধাজ্ঞা শুনে তোমার সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।

ولقد هددت لفقد حمزة هدة * ظلت بنات الجوف منها ترعد

হামযাকে হারিয়ে এখন আমি একেবারেই ভেঙে পড়েছি। আমার ভিতরের অঙ্গগুলো এখন কাঁপতে শুরু করেছে।

ولو انه فجعت حراء بمثله * لرأيت راسى صخرها يتبدد

এরূপ আঘাত যদি হেরা পর্বতে লাগত। তাহলে আমি দেখতাম যে, তার শক্ত শক্ত পাথর ভেঙে খানখান হয়ে গেছে।

قوم تمكن فى ذؤابة هاشم * حيث النبوة والندى والسودد

হামযা ছিলেন বনূ হাশিমের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। এ বংশেই তো নবূওয়াত, বদান্যতা ও নেতৃত্বের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে।

والعاقر الكوم الجلاد اذا غدت * ريح يكاد الماء منها يجمد

তিনি সেই সময়ও হৃষ্টপুষ্ট উট যবাই করে অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন, যখন সকালের শৈত্য প্রবাহে পানি জমে যাওয়ার উপক্রম হত।

والتارك القرن الكمى مجدلا * يوم الكريهة والقنا يتقصد

রণক্ষেত্রে যখন একের পর এক বর্শা ভেঙে যেত, সে সময় তিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করতেন।

و تراه يرفل فى الحديد كأنه * ذو لبدة شتن البراثن ارد

তিনি যখন তরবারি হাতে মৃদু-চালে চলতেন তখন তুমি তাকে দেখলে ভাবতে যে, তিনি একটি ধূসর বর্ণের মজবুত থাবাবিশিষ্ট দীঘল-কেশর সিংহ।

عم النبى محمد وصفيه * ورد الحمام فطاب ذاك المورد

তিনি নবী মুহাম্মদ (সা)-এর চাচা এবং তাঁর অন্তরঙ্গ। তিনি মৃত্যুর কূপ থেকে পানি পান করেছেন, যা তাঁর জন্য উত্তম বিবেচিত হয়েছে।

واتى المنية معلما فى اسرة * نصروا النبى ومنهم المستشهد

তিনি এমন দলের সামনে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিলেন, যারা সব সময় নবী (সা)-এর সাহায্য করতেন, আর তাঁদের অনেকেই ছিলেন শাহাদতের প্রত্যাশী।

ولقد أخال بذاك هندا بشرت * لتميت داخل غصة لا برد

مما صبحنا بالعقنقل قومها * يوما تغيب فيه عنها الاسعد

وببئر بدر اذ يرد وجوههم * جبريل تحت لوائنا ومحمد

হিন্দাকে যদি এ সুসংবাদ (?) দেওয়া হয় যে, আমরা বালুর টিবির উপর তার জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে যুদ্ধের মজা দেখিয়ে দিয়েছি, যার ফলে আস'আদও অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর বদর

যুদ্ধে মুহাম্মদ (সা) ও জিবরাঈল (আ) আমাদের পতাকাতলে থেকে তাদেরকে পশ্চাদমুখো করছিলেন তা হলে আমার ধারণা যে, সে তার ভিতরের ক্রোধানলে পুড়ে মরবে।

حتى رأيت لدى النبى سراتهم * قسمين يقتل من نشاء ويطرد

আমি নবী (সা)-এর পাশে তাদের নেতাদের দুই ভাগে বিভক্ত দেখেছি। একদল যদি আমরা চাইতাম, তাহলে তিনি তাদের হত্যা করতেন। আর এক দল যাদের তিনি তাড়িয়ে দেন।

فاقام بالعطن المعطن منهم * سبعون عتبة منهم والاسود

তাদের সত্তরজন উটের বিশ্রামস্থলে জনমের মত পড়ে থাকল। উত্‌বা ও আসওয়াদ ছিল তাদের অন্যতম।

وابن المغيرة قد ضربنا ضربة * فوق الوريد لها رشاش مزبد

আমরা ইব্‌ন মুগীরার গ্রীবাস্থিত শিরায় তরবারি দিয়ে এমন এক আঘাত হানি, যাতে সেখান থেকে প্রবল বেগে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে;

وامية الجمحى قوم ميله * عضب بايدى المؤمنين مهند

আর উমাইয়া জুমাহী! মু'মিনদের হাতের শাণিত হিন্দুস্তানী তরবারি, তার সব বক্রতা সোজা করে দিয়েছিল।

فاتاك فل المشركين كأنهم * والخيل تثفنهم نعام شرد

এরপর তোমার কাছে ঐসব পরাজিত সৈন্যরা আসলো, যাদের অবস্থা ছিল পলায়নপর উট পাখির মত; যখন আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী তাদের তাড়িয়ে নিচ্ছিল।

شتان من هو فى جهنم ثاويا * أبدا ومن هوفى الجنان مخلد

কত প্রভেদ সেই দু'জনের মাঝে, যাদের একজনের স্থায়ী ঠিকানা জাহান্নাম, আর অপরজন হবেন স্থায়ী জান্নাতবাসী।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) হামযা (রা)-এর শোকে আরো বলেন :

صفية قومى ولا تعجزى * وبكى النساء على حمزة

ولا تسأمى ان تطيلى البكا * على اسد الله فى الهزة

فقد كان عزا لأيتامنا * وليث الملاحم فى البزة

يريد بذاك رضا احمد * ورضوان ذى العرش والعزة

হে সাফিয়্যা, ওঠ! অক্ষমতা প্রকাশ করো না। হামযার শোকে অশ্রু বিসর্জন করার জন্য মহিলাদের উদ্বুদ্ধ কর। রণাঙ্গনের তেজস্বী এই আল্লাহ্‌র সিংহের প্রতি ক্রন্দন দীর্ঘায়িত করতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ো না। তিনি আমাদের ইয়াতীমদের জন্য ছিলেন এক শক্তিশালী আশ্রয়স্থল

এবং তিনি ছিলেন বড় বড় রণাঙ্গনে অস্ত্রধারী সিংহস্বরূপ। এতে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আহমদ (সা) ও আরশের অধিপতি, পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

কা'ব (রা) উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে আরো বলেন

انك عَمر ابيك الكري * م ان تسألى عنك من يجتدينا

তোমার মহানুভব পিতার জীবনের কসম! তুমি যদি নিজ প্রয়োজনে কাউকে জিজ্ঞাসা কর, কে আমাদের দান প্রার্থনা করে।

فان تسألى ثم لا تكذبى * يخبرك من قد سألت اليقينا

যদি তুমি একথা জিজ্ঞাসা কর, আর তোমার কাছে যদি মিথ্যা বলা না হয়, তবে তুমি যাদের জিজ্ঞাসা করবে, তারা তোমাকে নিশ্চিত করে বলবে।

بانا ليالى ذات العظا * م كنا ثمالا لمن يعترينا

যখন অনাহারক্লিষ্ট মানুষ রাতের বেলা বাধ্য হয়ে হাড্ডি সংগ্রহ করে আগুনে জ্বাল দেয়, সে সময়ে আমরাই তাদের আশ্রয়স্থল।

تلوذ البجود بأذرائنا * من الضر فى ازمات السنينا

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় দুঃখ-কষ্ট হতে পরিত্রাণের আশায় দলে দলে মানুষ আমাদেরই কাছে এসে আশ্রয় নেয়।

بجدوى فضول أولى وجدنا * وبالصبر والبذل فى المعدمينا

তারা শরণাপন্ন হয় আমাদের সচ্ছল লোকদের উচ্ছিষ্ট ভোগের জন্য এবং নিঃস্ব ও অভাবীদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণে সহায়তা দান ও ধৈর্যের সাথী হওয়ার জন্য।

وابقت لنا جلمات الحرو * ب ممن نوازى لدن ان برينا

সমকক্ষ লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমাদের হাতে যে সম্পদ অবশিষ্ট আছে, তা এমন কিছু উট।

معاطن تهوى اليها الحقوق * يحسبها من راها الفتينا

যাতে অন্য লোকদেরও হক আছে : (সেগুলি এমনই মোটাতাজা যে,) দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন তা বৃহদাকার কালো পাথরখণ্ড।

تخيَّس فيها عناق الجما * ل صحما دواجن حمرا و جونا

তাদের সে হক আদায়ের জন্য উৎকৃষ্ট কালো উট যবাই করা হয়, লাল ও সাদা উটও বাদ যায় না।

ودفاع رجل كموج الفرا * ت يقدم جأواء جولا طحونا

এ উত্তম উটগুলো যেন ফুরাতের তরঙ্গমালার মত বহমান এক বিশাল পদাতিক বাহিনীর ঢল। এরা যে পথে অগ্রসর হয়, সব কিছু দলিত-মথিত করে দেয়।

ترى لونها مثل لون النجو * م رجرارجة تبرق الناظرينا

তুমি দেখবে, সে গুলোর রং তরঙ্গায়িত ঝলমলে তারকারাজির মত যা দর্শকদের দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দেয়।

فان كنت عن شأننا جاهلا * فسل عنه ذا العلم ممن يلينا

তুমি যদি আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হয়ে থাক, তা হলে আমাদের আশে পাশে বসবাসকারী ওয়াকিফহালদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।

بنا كيف نفعل ان قلصت * عوانا ضروسا عضوضا حجونا

(জেনে নাও) যুদ্ধ যখন তীব্র আকার ধারণ করে এবং তাতে ক্রমাগত মানুষ নিহত হতে থাকে, আর এর বিষাক্ত বাঁকা দাঁত ছোবল দিতে আসে তখন আমরা কি করি?

ألسنا نشد عليها العصا * ب حتى تدر وحتى تلينا

আমরা কি তখন ঐ রণদৈত্যের চোখে পট্টি লাগিয়ে দেই না, যতক্ষণ না ভাল করে তার দুধ দুইয়ে নেই, কিংবা তাকে সম্পূর্ণ অবদমিত করি।

ويوم له وهج دائم * شديد التهاول حامى الأرينا

স্মরণ কর সেই দিনের কথা; যেদিন প্রজ্বলিত হয়েছিল এক স্থায়ী ও ভয়াবহ সমরানল।

طويل شديد اوار القتا * ل تنفى قواخره المقرفينا

তা ছিল প্রচণ্ড ও স্থায়ী, যাতে হতাহত ও রক্তপাত ব্যাপকভাবে হচ্ছিল এবং যার দাপটে ইতর শ্রেণীর লোকেরা দূরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।

تخال الكماة بأعراضه * ثمالا على لذة منزفينا

তার চারদিকে অনেক বড় বড় বীর পুরুষকে মাতালের মত মনে হচ্ছিল, যাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছিল।

تعاور أيمانهم بينهم * كئوس المنايا بحد الظبينا

তরবারির ধারের দ্বারা তাদের দক্ষিণহস্ত পরস্পরের মাঝে মৃত্যুর পেয়ালা বিতরণ করছিল।

شهدنا فكنا أولى بأسه * وتحت العماية والمعلمينا

সে যুদ্ধে আমরা শরীক ছিলাম। বিস্তৃত মেঘমালার নীচে আমরা ছিলাম প্রবল পরাক্রমশালী এবং যুদ্ধের চিহ্ন নির্ধারণকারী।

بخرس الحسيس حسان رواء * وبصرية قد اجمن الجفونا

আমরা নীরব তরবারি হাতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলাম। আমাদের তরবারিগুলো ছিল ঝকঝকে চমৎকার রক্তাপ্লুত, খাপের প্রতি ছিল এদের অনীহা।

فما ينفللن وماينحنين * وما ينتهين اذا ما نهينا

তা ভাংগত না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না এবং আমরা থেমে গেলেও তা থামতে চাইত না।

كبرق الخريف بأيدى الكماة * يفجعن بالظل هاما سكونا

বীর জওয়ানদের হাতে সেগুলো শারদীয় বিজলীর মত চোখ ধাঁধানো আলো বিচ্ছুরণ করছিল এবং আপন ছায়াতলে শত্রুর মাথা কেটে স্পন্দনহীন করছিল।

وعلمنا الضرب آباؤنا * وسوف نعلم ايضا بنينا

এই তলোয়ারচালনা আমাদের বাপ-দাদারাই আমাদের শিখিয়েছেন, আর আমরাও ভবিষ্যতে তা আমাদের সন্তানদের শেখাব।

جلاد الكماة وبذل التلا * دعن جل احسابنا ما بقينا

আমরা তাদের শেখাব মহাবীরদের তরবারি চালনার কৌশল এবং জীবনভর শ্রেষ্ঠ সঞ্চিত সম্পদ ব্যয় করার রীতি।

اذا مر قرن كفى نسله * و أورثه بعده آخرينا

যাতে এক প্রজন্ম বিগত হওয়ার পর, সে স্থানে তাদের পরবর্তী বংশধর স্থির হতে পারে এবং তাদের জ্ঞান-গরিমার উত্তরাধিকারী হতে পারে।

نشب و تهلك آباونا * وبينا نربى بنينا فنينا

আমরা যৌবনে পদার্পণ করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণ চির বিদায় নিয়ে যায়, অনুরূপ আমাদের সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এক সময় আমরাও বিদায় হব।

سألت بك ابن الزبعرى فلم * أنبأك فى القوم الاهجينا

হে ইব্‌ন যিবারী! আমি তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু তোমার স্বগোত্রীয়দের থেকে আমাকে জানান হয় যে, তুমি একজন ইতর লোক।

خبيثا تطيف بك المنديات * مقيما على اللؤم حينا فحينا

তারা বলে, তুমি একটা অপদার্থ, নোংরা মানুষ, অশ্লীল কথাবার্তা তোমাকে উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক-সেদিক তাড়িয়ে বেড়ায়। আর তুমি সময়ে সময়ে নোংরামিতে জমে থাক।

تبجست تهجو رسول الملي * ك قاتلك الله جلفا لعينا

তুমি অসভ্য, বর্বর ও অভিশাপ্তের মত শাহানশাহ আল্লাহ্‌র রাসূলের নিন্দা করে বেড়াও; আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন।

تقول الخنا ثم ترمى به * نقى الثياب تقيا امينا

তুমি অশ্লীল কথা বলে বেড়াও, এরপর তা নিক্ষেপ কর এমন স্বচ্ছবস্ত্রধারীর উপর যিনি খুবই মুত্তাকী এবং চির-বিশ্বস্ত।

ইবন হিশাম বলেন : بنا كيف نفعل এবং এর পরবর্তী তিনটি পংক্তি, সেই সাথে نشب و تهلك اباؤنا ও এর পরবর্তী দু'টি পংক্তি আমাকে আবূ যায়দ আনসারী আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

কা'ব (রা)-এর আরো কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন, উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে কা'ব ইব্ন মালিক (রা) নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

سائل قريشا غداة السفح من احد * ماذا لقينا ومالاقوا من الهرب

উহুদ প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে কুরায়শদের জিজ্ঞাসা কর, সে দিন আমাদের কি অবস্থা ছিল এবং তাদেরই বা কি দশা হয়েছিল—যে কারণে তাদের পলায়ন করতে হয়েছিল?

كنا الأسود وكانوا النمر اذ زحفوا * ما إن نراقب من آل ولا نسب

সেদিন আমরা ছিলাম বাঘ আর তারা চিতা, তারা কাপুরুষের মত চোরাগোপ্তা হামলা করত। আর আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, আমরা আমাদের পরিবার এবং বংশের প্রতি কোন লক্ষ্য করছিলাম না।

فكم تركنا بها من سيد بطل * حامى الذمار كريم الجد والحسب

সেখানে আমরা কত সর্দার ও বাহদুরকে হত্যা করেছি, যারা ছিল কর্তব্যপরায়ণ, রক্ষক, ভদ্র পরিবার ও শরীফ খান্দানের সন্তান।

فينا الرسول شهاب ثم يتبعه * نور مضئ له فضل على الشهب

আমাদের মাঝে ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল, যিনি উল্কার মত জ্যোতির্ময়, তদুপরি আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রদত্ত হয়েছিলেন জগদ্দীপক আলো। সকল গ্রহ-নক্ষত্রের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল।

الحق منطقه والعدل سيرته * فمن يجبه اليه ينج من تبب

চিরসত্য তাঁর কথা। ন্যায়পরায়ণতা তাঁর চরিত্র। তাঁর ডাকে যে সাড়া দেয় সে ধ্বংস হতে মুক্তি লাভ করে।

نجد المقدم ماضى الهم معتزم * حين القلوب على رجف من الرعب

ভয়-ত্রাসে যখন অন্তর থরথর কাঁপে, তখনও তিনি দৃপ্তপদে সামনে এগিয়ে যান এবং সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেন।

يمضى ويذمرنا عن غير معصية * كانه البدر لم يطبع على الكذب

তিনি আমাদের এমন কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন, যা নাফরমানী থেকে মুক্ত এবং তিনি তা কার্যকর করে ছাড়েন। তিনি যেন চতুর্দশীর চাঁদ, অসত্য তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

بدا لنا فأتبعناه نصدقه * وكذبوه فكنا أسعد العرب

আমাদের মাঝে তাঁর আবির্ভাব ঘটলে আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তাঁর অনুসারী হই, কিন্তু কাফিররা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, ফলে আমরা হয়ে যাই আরবের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান।

جالوا وجلنا فما فاؤوا وما رجعوا * ونحن نثفنهم لم نأل فى الطلب

তারাও পশ্চাতে ফেরে, আর আমরাও ফিরি, কিন্তু তারা পুনরায় আক্রমণ করার জন্য ফিরে আসেনি। আর আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা, যাতে আমরা কোন ত্রুটি করিনি

ليسا سواء وشتى بين امرها * حزب الاله واهل الشرك والنصب

উভয় দল সমান হয় না। তাদের মাঝে আছে বিস্তর ব্যবধান। একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র দল, আর অপরটি পাথর-পূজারী মুশরিকদের দল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : يمضى ويذمرنا হতে শেষ পর্যন্ত পংক্তিগুলো আবূ যায়দ আনসারী আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর শোকে নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন, আর ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে আবূ যায়দ আনসারী তা কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নামে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

بكت عينى وحق لها بكاها * وما يغنى البكاء ولا العويل

আমার চোখে অশ্রু ঝরেছে, আর এরূপ হওয়াই উচিত ছিল। তবে ক্রন্দন ও আর্ত-চিৎকার কি কাজের ছিল?

على أسد الإله غداة قالوا * أحمزة ذاكم الرجل القتيل

অশ্রু বহিয়েছিল আল্লাহ্‌র সিংহের জন্য, যেদিন লোকেরা বলেছিল : এই নিহত লোকটি কি হামযা?

أصيب المسلمون به جميعا * هناك وقد أصيب به الرسول

তাঁর শাহাদাতের কারণে সকল মুসলিমের অন্তরে আঘাত লেগেছিল, আর এ কারণে আল্লাহ্‌র রাসূলও ব্যথিত হয়েছিলেন।

أبا يعلى لك الاركان هدت * وانت الماجد البر الوصول

হে আবূ ইয়া'লা[১] তোমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে, অথচ তুমি ছিলে একজন শরীফ, সৎ ও পরপোকারী মানুষ।

عليك سلام ربك فى جنان * مخالطها نعيم لايزول

জান্নাতে তোমার উপর তোমার রবের পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক; তোমার জন্য রয়েছে সেখানে স্থায়ী নি'আমত।

ألا ياهاشم الأخيار صبرا * فكل فعالكم حسن جميل

হে বনূ হাশিম ! হে শ্রেষ্ঠ মানুষেরা! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। তোমাদের সকল কাজই উৎকৃষ্ট ও সুন্দর।

---

১. হযরত হামযা (রা)-এর উপনাম।

رسول الله مصطبر كريم * بامر الله ينطق اذ يقول

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও মহানুভব ব্যক্তি, তিনি যখন যা বলেন, তা আল্লাহ্‌র নির্দেশেই বলেন।

الا من مبلغ عنى لؤيا * فبعد اليوم دائلة تدول

কে সে ব্যক্তি, যে লুআই গোত্রের কাছে আমার এ বার্তা পৌঁছে দেবে যে, এ যুদ্ধই শেষ নয়, এর পর আরও যুদ্ধ রয়েছে।

وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا * وقائعنا بها يشفى الغليل

এ যুদ্ধের আগে কাফিররা আমাদের ভালভাবে চিনেছে, তারা আস্বাদন করেছে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার স্বাদ; যাতে তৃষ্ণার্তদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হচ্ছিল।

نسيتم ضربنا بقليب بدر * غداة اتاكم الموت العجيل

বদর-কুয়ার তীরে আমাদের সেই তরবারির আঘাত কি তোমরা ভুলে গেছ, যাতে তোমরা দ্রুত মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছিলে!

غداة ثوى ابو جهل صريعا * عليه الطير حائمة تجول

যখন আবূ জাহলকে ভূপাতিত করে হত্যা করা হয়েছিল, তখন পাখিরা তার উপর চক্রাকারে ঘুরছিল।

وعتبة وابنه خرا جميعا * وشيبة عضه السيف الصقيل

আরও লুটিয়ে পড়েছিল উতবা ও তার ছেলে। সেই সাথে শায়বাও শাণিত তলোয়ারে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল।

ومتركنا امية مجلعبا * وفى حيزومه لدن نبيل

আমরা উমাইয়াকে মাটিতে সোজা করে রেখেছিলাম। আর তার বুকে বিঁধেছিল এক বড় বর্শা।

و هام بنى ربيعة سائلوها * ففى اسيافنا منها فلول

বনূ রাবী'আ গোত্রের লোকদের মাথার খুলির কাছে জিজ্ঞাসা কর, যার কারণে আমাদের তরবারিগুলো ভেঙে গেছে।

الا يا هند فابكى لا تملى * فانت الواله العبرى الهبول

ওহে হিন্দা! এখন খুব কাঁদ, ক্লান্তবোধ কর না। তুমি তো বহু সন্তানহারা; তোমার কি কান্নার শেষ আছে?

الا ياهند لا تهدى شماتنا * بحمزة ان عزكم ذليل

ওহে হিন্দা! হামযার প্রতি তোমার অন্তরে যে আক্রোশ জমে আছে তা আর প্রকাশ করতে যেও না। কারণ তোমার সম্মান তো মাটিতে মিশে গেছে।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) আরও বলেন :

ابلغ قريشا على نأيها * اتفخر منا بما لم تلى

কুরায়শের লোকেরা দূরে বটে, তবু তাদের কাছে আমার এ বার্তা পৌঁছে দাও যে, তোমরা কি আমাদের সাথে এমন বিষয় নিয়ে অহংকার করতে পার, যার কাছেও তোমরা নও?

فخرتم بقتلى اصابتهم * فواضل من نعم المفضل

তোমরা তো অহংকার করছ আমাদের সেই শহীদদের জন্য, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে শ্রেষ্ঠতম নি'আমত ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

فحلوا جنانا وابقوا لكم * أسودا تحامى عن الاشبل

তারা চলে গেছেন জান্নাতে, আর তোমাদের জন্য রেখে গেছেন এমন সব সিংহ, যারা তাদের শাবকদের রক্ষা করতে জানে।

تقاتل عن دينها وسطها * نبى عن الحق لم ينكل

তাঁরা তাদের দীনের হিফাযতের জন্য লড়াই করেন। তাঁদের মাঝে রয়েছেন সেই মহান নবী, যিনি সত্য হতে এক কদমও বিচ্যুত হন না।

رمته معد بعور الكلام * ونبل العداوة لا تاتلى

মা'দ গোত্র তাঁর প্রতি অশ্লীল বাক্যবান ছুঁড়েছে, আর নিক্ষেপ করেছে শত্রুতার তীর। তারা এ অপচেষ্টায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : من نعم المفضل ও لم تلى -এর লাইন ক'টি আমাকে আবূ যায়দ আনসারী আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

যিরার ইব্‌ন খাত্তাবের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে যিরার ইব্‌ন খাত্তাব বলেছে :

مابال عينك قد ازرى بها السهد * كانما جال فى اجفانها الرمد

তোমার চোখের কি হল যে, অনিদ্রা তাকে বিকারগ্রস্ত করে দিয়েছে? যেন পাপড়িগুলো বেদনায় অস্থির হয়ে পড়েছে।

امن فراق حبيب كنت تالفه * قد حال من دونه الاعداء والبعد

একি কোন বন্ধুর বিরহে—যাকে তুমি ভালবাসতে এবং দুশমনী ও দূরত্ব তার সাথে মিলনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে?

ام ذاك من شغب قوم لاجداء بهم * اذ الحروب تلظ نارها تقد

নাকি শত্রুদের সেই নিরর্থক হাঙ্গামার কারণে, যা তারা সৃষ্টি করেছিল লেলিহান সমরানল জ্বলে ওঠার সময়?

ما ينتهون عن الغى الذى ركبوا * ومالهم من لؤى ويحهم عضد

তারা যে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে, তা থেকে তারা আর ফিরে আসছে না, ধিক তাদের জন্য, লুআই গোত্রের কোন সহযোগিতা তারা পায় না।

وقد نشدناهم بالله قاطبة * فما تردهم الارحام والنشد

আমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র দুহাই দিয়েও দেখেছি, কিন্তু তারা এমন যে, আত্মীয়তার সম্পর্কও তাদের ফেরাতে পারে না, আর না কসমও।

حتى اذا ما ابوا الا محاربة * واستحصدت بيننا الاضغان والحقد

অবশেষে তারা যখন পরস্পর যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই স্বীকার করল না এবং আমাদের ও তাদের মাঝে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেল।

سرنا اليهم بجيش فى جوانبه * قوانس البيض والمحبوكة السرد

তখন আমরা তাদের দিকে অগ্রসর হলাম এক বিশাল বাহিনী নিয়ে। যার চারদিকে ছিল উঁচু উঁচু লৌহ-শিরস্ত্রাণ এবং সুদৃঢ় বর্ম।

والجرد ترمل بالابطال شازبة * كانها حدأ فى سيرها تؤد

আর দেখা যাচ্ছিল স্বল্প কেশবিশিষ্ট শক্তপেশীর ঘোড়া যা তাদের বীর যোদ্ধাদের নিয়ে হেলে দুলে এগিয়ে যাচ্ছিল; মনে হচ্ছিল যেন তা এক ঝাঁক বাজপক্ষী, যা শিকারের উদ্দেশ্যে দ্রুত উড়ে যাচ্ছে।

جيش يقودهم صخر و يرأسهم * كانه ليث غاب هاصر حرد

সে বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল লৌহ-মানব (আবূ সুফিয়ান), যার প্রতিটি সৈন্য ছিল জংগলের ঐ সিংহের মত, যা শিকার ধরে ছিড়ে-ফেড়ে রাখে।

فابرز الحين قوما من منا زلهم * فكان منا ومنهم ملتقى احد

অবশেষে মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়টি তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে আনে, ফলে, তাদের ও আমাদের মাঝে উহুদ প্রান্তর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

فغودرت منهم قتلى مجدلة * كالمعز اصرده بالصردح البرد

সেখানে তাদের অনেককে হত্যা করে মাটিতে ফেলে রাখা হয়, মনে হচ্ছিল যেন প্রচণ্ড শীতের কারণে শক্ত ভূমিতে ছাগল মরে পড়ে আছে।

قتلى كرام بنو النجار وسطهم * ومصعب من قنانا حوله قصد

তাদের অনেক শরীফ লোকদের হত্যা করা হয়েছিল; তাদের মাঝে বনূ নাজ্জারও ছিল এবং মুস'আব ইব্‌ন উমায়রও; যাদের চারপাশে আমাদের বর্শা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিল।

وحمزة القرم مصروع تطيف به * ثكلى وقد حز منه الانف والكبد

সরদার হামযাও মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সন্তানহারা মায়ের মত (তাঁর বোন সাফিয়্যা) তাঁর চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখছিল যে, তাঁর নাক, কান ও কলিজা কেটে তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

كانه حين يكبو فى جديته * تحت العجاج وفيه ثعلب جسد

বর্শা বিদ্ধ হয়ে সে যখন ধুলো-বালির নীচে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল তখন তাকে মনে হচ্ছিল,

حوار ناب وقد ولى صحابته * كما تولى النعام الهارب الشرد

সে যেন একটি দু'বছরের উটের বাচ্চা, যার সাথীরা ভড়কে যাওয়া উট-পাখির মত পিঠ-ফিরিয়ে পালাচ্ছিল।

مجلحين ولا يلوون قد ملئوا * رعبا فنجتهم العوصاء والكؤد

তারা পালাচ্ছিল বাঁচার দৃঢ়-সংকল্প নিয়ে, আর তারা কোন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল না। আসলে তারা ভীষণ ভয় পেয়েছিল। অবশেষে দুর্গম-বন্ধুর গিরিপথ তাদের রক্ষা করল।

تبكى عليهم نساء لايعول لها * من كل سالبة اثوابها قدد

শোকের পোশাক পরে তাদের জন্য বিধবা রমণীরা কাঁদছিল, আর তারা কাঁদার সময় সে পোশাক বিদীর্ণ করছিল।

وقد تركناهم للطير ملحمة * وللضباع الى اجسادهم تفد

আমরা তাদেরকে পাখি আর শেয়ালদের জন্য রণক্ষেত্রে রেখে আসি, যারা দলে দলে এসে তাদের গোশত খাচ্ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কাব্য বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে এ কবিতাটি যিরার ইব্‌ন খাত্তারের রচনা নয়।

আবূ যা'আনার কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধের দিন আবূ যা'আনা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উতবা নিম্নের চরণ দু'টি আবৃত্তি করছিল সে ছিল জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের লোক :

انا ابو زعنه يعدو بى الهزم * لم تمنع المخزاة إلا بالالم

يحمى الزمار خزرجى من جشم

আমি আবূ যা'আনা। আমার (অশ্ব) হুযাম আমাকে নিয়ে উড়ে চলে। লাঞ্ছনা হতে বাঁচার জন্য একটিমাত্র পথ, আর তা হলো ঝুঁকি নিয়ে বিপদের মুকাবিলা করা। আমরা জুশাম গোত্রীয় খাযরাজী, যারা নিজেদের কর্তব্য পালনে তৎপর।

আলী (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদের রণক্ষেত্রে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-ও একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : আসলে এটি আবৃত্তি করেছিলেন আলী (রা) ছাড়া অন্য একজন মুসলিম। কাব্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ অনেকে আমার কাছে এরূপই বলেছেন। আমি তাদের কাউকে বলতে শুনিনি যে, এ কবিতাটিকে আলী (রা) রচিত। কবিতাটি নিম্নরূপ :

لاهم إن الحارث بن الصمة * كان وفيا وبنا ذا ذمه

اقبل فى مهامه مهمة * كليلة ظلماء مدلهمة

بين سيوف ورماح جمة * يبغى رسول الله فيما ثمه

হায় আল্লাহ্! হারিস ইব্‌ন সামা, যিনি একজন প্রতিশ্রুতি পালনকারী ও দায়িত্ব সচেতন লোক, নিছিদ্র অন্ধকার রজনীর মত সেই ভীষণ রণক্ষেত্রে অসংখ্য তরবারি ও বর্শার মাঝে খুঁজে ফিরছিল কোথায় আছেন আল্লাহ্‌র রাসূল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : كليلة শব্দ সম্বলিত পংক্তিটি ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অপর সূত্র থেকে প্রাপ্ত।

ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহলের রণোদ্দীপক কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধে আবূ জাহলের পুত্র ইকরামা আবৃত্তি করছিল :

كلهم يزجره ارحب هلا * ولن يرده اليوم الا مقبلا

يحمل رمحا ورئيسا جحفلا

প্রত্যেকেই তার ঘোড়াকে ارحب (হট) (এ দিকে এস) বলে হাঁকাচ্ছিল, এবং দেখছিল যে, ঘোড়া একজন সম্মানিত নেতা ও বর্শা বহন করে অগ্রসর হচ্ছে।

আ'শা তামীমীর কবিতা

আ'শা ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন নাব্বাশ তামীমী উহুদ যুদ্ধে আবদুদ্দার গোত্রের নিহতদের শোকে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : আ'শা ছিল আসাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন তামীম গোত্রের লোক,

حيى من حى على نأيهم * بنو أبى طلحة لا تصرف

يمر ساقيهم عليهم بها * وكل ساق لهم يتعرف

لاجارهم يشكو ولاضيفهم * من دونه باب لهم يصرف

আবূ তালহার পরিবারবর্গ যদিও দূরে তবুও সকল গোত্রের পক্ষ এতে তাদের জন্য যিন্দাবাদ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। তাদের যিন্দাবাদ ধ্বনি কেউ রদ করতে পারে না। তাদের সাকী পানপাত্র নিয়ে তাদের মাঝে প্রদক্ষিণ করে। বস্তুত: সাকিগণ তাদেরকে ভাল করেই চেনে।

তাদের কোন প্রতিবেশী এবং মেহমান তাদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ করে না, আর না তাদের জন্য দরজা কখনো বন্ধ করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরীর কবিতা

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরী উহুদ যুদ্ধের দিন নীচের কবিতা আবৃত্তি করেছিল ঃ

قتلنا ابن جحش فاغتبطنا بقتله * وحمزة فى فرسانه وابن قوقل

وافلتنا منهم رجال فاسرعوا * فليتهم عاجوا ولم نتعجل

اقاموا لنا حتى تعض سيوفنا * سرا تهم وكلنا غير عزل

وحتى يكون القتل فينا وفيهم * ويلقواصبو حا شره غير منجل

আমরা ইব্ন জাহাশকে হত্যা করেছি এবং তাকে হত্যা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আর আমরা আরও হত্যা করেছি হামযাকে তার অশ্বারোহীদের মাঝে এবং ইব্ন কাওকালকেও।

তাদের কিছু লোক আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং তারা দ্রুত পালিয়ে গেছে। ইস্! তারা যদি আর একটু দেরি করত, আর আমরা তাড়াহুড়া না করতাম! তারা যদি আরেকটু দেরি করত এবং সেই সুযোগে আমাদের তরবারিগুলো তাদের বাছা বাছা লোকদের দু'ভাগ করে ফেলত! আর সে দিন তো আমরা কেউ নিরস্ত্র ছিলাম না। আর সেদিন হতো তাদের ও আমাদের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং তারা আস্বাদন করত মৃত্যুর স্বাদ, যার অনিষ্ট দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হতো।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ কবিতার وكلنا এবং ويلقوا صبوحا শীর্ষক লাইন দু'টো ইব্ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত।

সাফিয়্যার মাতম

ইব্ন ইসহাক বলেন : সাফিয়্যা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব তাঁর ভাই হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর শোকে কেঁদে কেঁদে বলেন :

أسائلة اصحاب احد مخافة * بنات أبى من أعجم وخبير

হে আমার বোনেরা! তোমরা কি উহুদের মুজাহিদদের প্রতি শংকাগ্রস্তা হয়ে অবগত অনবগত নির্বিশেষে সকলেরই কাছে প্রশ্ন করছ?

فقال الخبير إن حمزة قد ثوى * وزير رسول الله خير وزير

ফলে, ওয়াকিফহাল ব্যক্তি তো জবাব দিয়েছে যে, আল্লাহ্র রাসূলের অমাত্য এবং শ্রেষ্ঠ অমাত্য হামযা শহীদ হয়েছেন।

دعاه اله الحق ذو العرش دعوة * الى جنة يحيا بها وسرور

তাঁকে ডাক দিয়েছেন সত্য মাবূদ, যিনি আরশের অধিপতি, জান্নাতের দিকে যেখানে তিনি জীবিত থাকবেন এবং আনন্দে থাকবেন।

فذلك ماكنا نرجى ونرتجى * لحمزة يوم الحشر خير مصير

আর এটা তো সেই বস্তু, যার প্রত্যাশা আমরা সকলেই করি এবং অন্যদেরও আশান্বিত করি। বস্তুত হাশরের দিন হামযার জন্য রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন।

فو الله لا انساك ماهبت الصبا * بكاءً وحزنا محضرى ومسيرى

আল্লাহ্‌র কসম! হে হামযা! আমি তোমাকে ততদিন ভুলতে পারব না, যতদিন প্রভাত সমীরণ প্রবাহিত থাকবে। আমি তোমার জন্য সব সময় মাতম করতেই থাকব, বাড়িতে ও সফরে যেখানেই থাকি না কেন।

على اسد الله الذى كان مدرها * يذود عن الاسلام كل كفور

আমার এ ক্রন্দন আল্লাহ্‌র সেই সিংহের জন্য, যিনি ছিলেন তাঁর কাওমের রক্ষক এবং প্রত্যেক কাফির থেকে ইসলামকে রক্ষাকারী।

فياليت شلوى عند ذاك واعظمى * لدى اضبع تعتادنى ونسور

হায় আফসোস! যদি আমার অস্থি মাংস শেয়াল ও শকুনের খোরাক হতো, যারা মানুষের গোশত খায়!

اقول وقد اعلى النعى عشيرتى * جزى الله خيرا من اخ ونصير

بكاء وحزنا حضرى ومسيرى

যখন মৃত্যুর সংবাদদাতা আমাদের পরিবারে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছাল, তখন আমি বলে উঠলাম : আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভাই ও সাহায্যকারীকে উত্তম বদলা দিন। তাঁর জন্য অব্যাহত থাকবে আমার শোক ও ক্রন্দন বাড়িতে ও সফরেও।

নু'আমের মাতম

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শাম্‌মাস ইব্‌ন উসমান (রা) উহুদ যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন। তার স্ত্রী নু'আম তাঁর শোকে ব্যাকুল হয়ে বলেন :

ياعين جودى بفيض غير ابساس * علـى كريـم مـن الفتيان اباس

صعب البديهة ميمون نقيبته * حـمـال الـويـة ركـاب افـراس

اقول لما اتى الناعى له جزعا * أودى الجواد و أودى المطعم الكاسى

وقلت لما خلت منه مجالسه * لايـبـعـد الله عـنـا قرب شـمـاس

হে চোখ! অশ্রু বর্ষণ কর অবারিত ধারায় সেই মহান যুবকের জন্য, যিনি ছিলেন যুবককুলের শিরোমণি ও নির্ভীক প্রাণ। তিনি ছিলেন প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী। তার প্রতিটি কাজ হতো বরকতময়, আর তিনি ছিলেন, উত্তম পতাকাবাহী ও সুদক্ষ অশ্বারোহী। যখন মৃত্যুর সংবাদদাতা এসে তাঁর শাহাদতের সংবাদ শোনাল, তখন আমি ঘাবড়ে গিয়ে বলে

উঠি : দানবীর ব্যক্তি চলে গেছেন। আর তিনি মারা গেছেন, যিনি ছিলেন লোকদের খাদ্য-দানকারী এবং বস্ত্রদানকারী। যখন তাঁর উপস্থিতি হতে মজলিস শূন্য হয়ে গেল, তখন আমি বললাম : আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অন্তর থেকে শাম্মাসের সান্নিধ্য যেন দূর না করেন।

আবুল হাকামের কবিতা

নু'আম-এর ভাই ছিলেন আবুল হাকাম ইব্ন সাঈদ ইব্ন ইয়ারবূ (রা) তিনি বোনকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে উপরোক্ত কবিতার জবাবে বলেন :

اقنى حياءك فى ستر وفى كرم * فانما كان شماس من الناس
لا تقتلى النفس اذ حانت منيته * فى طاعة الله يوم الروع والباس
قد كان حمزة ليث الله فاصطبرى * فذاق يومئذ من كأس شماس

পর্দা ও ভদ্রতা সহকারে নিজের লজ্জা বজায় রাখ। শাম্মাস তো ছিল একজন মানুষই। তুমি নিজেকে নিজে ধ্বংস কর না। তাঁর তো মৃত্যু হয়েছে আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে বিভীষিকাময় কঠিন যুদ্ধের দিন। হামযা তো ছিলেন আল্লাহ্র সিংহ। তিনিও তো আজ শাম্মাসের মত মৃত্যুর পেয়ালা পান করেছেন। অতএব, তুমি শান্ত হও, ধৈর্যধারণ কর।

হিন্দার কবিতা

উহুদ যুদ্ধের পর মুশরিকরা যখন ফিরে যায়, তখন হিন্দা বিন্ত উত্বা নিম্নের এ কবিতাটি আবৃত্তি করে :

رجعت وفى نفسى بلابل جمة * وقد فاتنى بعض الذى كان مطلبى
من اصحاب بدر من قريش وغيرهم * بنى هاشم منهم ومن اهل يثرب
ولكن قد نلت شيئا ولم يكن * كما كنت ارجو فى مسيرى ومركبى

আমি এমন অবস্থায় ফিরে এলাম যে, আমার অন্তরে অনেক জ্বালা বাকি রয়ে গেল। বদর যুদ্ধে যেসব কুরায়শ প্রাণ হারিয়েছিল তাদের ব্যাপারে আমার মনে যে অভিপ্রায় ছিল, তার বহু কিছুই পূরণ হল না। সে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল কুরায়শ ও অপরাপর গোত্রের বহু লোক, বনূ হাশিম ও ইয়াসরিবেরও কিছু লোক। তবে হ্যাঁ, আমার কতক উদ্দেশ্য অবশ্যই চরিতার্থ হয়েছে, যদিও এ সফর ও অভিযাত্রায় যেমনটি আশা করেছিলাম তা হয়নি।

ইব্ন হিশাম বলেন : জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে হিন্দার এ কবিতার :

وقد فا تنى بعض الذى كان مطلبى

লাইনটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। তবে অনেকের মতে এ কবিতাটি হিন্দার নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ভালই জানেন।

রাজী'র ঘটনা

[হিজরী তৃতীয় সন]

খুবায়ব (রা) ও তাঁর সংগীদের শাহাদত প্রসংগে

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুত্তালিবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা বর্ণনা করেন : উহুদ যুদ্ধের পর আয্ল ও কারাহ্ গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়।

ইব্ন হিশাম বলেন : আয্ল ও কারা হচ্ছে হাওন ইব্ন খুযায়মা ইব্ন মুদরিকার শাখা গোত্র।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'হাওনকে হূনও বলা হয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারা এসে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের গোত্রে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই আপনার সাহাবীদের থেকে কিছু লোক আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। তাঁরা আমাদেরকে দীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দেবেন, আমাদের কুরআন পড়াবেন এবং ইসলামের বিস্তারিত তালীম দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কথামত ছয়জন সাহাবীকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ মারছাদ ইব্ন আবূ মারছাদ গানাবী (রা) খালিদ ইব্ন বুকায়র লায়সী (রা), আসিম ইব্ন সাবিত ইব্ন আবুল আকলাহ (রা), খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা), যায়দ ইব্ন দাসিনা (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক। মারসাদ (রা) ছিলেন হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর মিত্র, খালিদ (রা) ছিলেন 'আদী ইব্ন কা'ব গোত্রের মিত্র, আসিম (রা) ছিলেন বনূ আম্র ইব্ন আওফ ইব্ন মালিক ইব্ন আওসের মিত্র, খুবায়ব (রা) ছিলেন জাহ্জাবা ইব্ন কুলফা ইব্ন আমর ইব্ন আওফ গোত্রের লোক, যায়দ (রা) ছিলেন বনূ বায়াযা ইব্ন আম্র ইব্ন যুরায়ক ইব্ন আব্দ হারিসা ইব্ন মালিক ইব্ন গায্ব ইব্ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ গোত্রের লোক এবং আবদুল্লাহ্ (রা) ছিলেন বনূ যাফর ইব্ন খাযরাজ ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আওসের মিত্র।

আয্ল ও কারাহ্ গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মারসাদ ইব্ন আবূ মারসাদ (রা)-কে তাদের আমীর বানিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে রওনা হন। হিজাযের প্রান্তভাগে হাদ্আর উপকণ্ঠে হুযায়ল গোত্রের একটি জলাশয়ের নাম রাজী'। তারা সেখানে পৌঁছলে আয্ল ও কারাহ্ গোত্রের লোকেরা তাঁদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করল। তারা বনূ হুযায়লকেও সাহায্যের জন্য ডাকল। দেখতে না

দেখতে তরবারিধারী লোকজন সাহাবীদের ঘিরে ফেললো। তাঁরা সওয়ারী হতে অবতরণ করারও অবকাশ পাননি। এ অবস্থাতেই তাঁরা তরবারি হাতে নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। শত্রুরা বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমাদের হত্যা করতে চাই না। আসলে আমরা তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের থেকে কিছু অর্থ আদায় করতে চাই। আমরা আল্লাহ্‌র নামে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাদেরকে হত্যা করব না।

একথা শুনে মারসাদ ইব্‌ন আবূ মারসাদ (রা), খালিদ ইব্‌ন বুকায়র (রা) ও আসিম ইব্‌ন সাবিত (রা) বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কোন মুশরিকের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি কখনো গ্রহণ করব না। তখন আসিম (রা) আবৃত্তি করলেন :

ما علتى وانا جلد نابل * والقوس فيها وترعنابل

تزل عن صفحتها المعابل * الموت حق والحياة باطل

وكل ما حم الاله نازل * بالمرء والمرء اليه آئل

ان لم اقا تلكم فامى هابل

আমার কিসের দুর্বলতা, যেখানে আমি একজন শক্তিমান বর্শাধারী? আমার রয়েছে ধনুক, অতি মজবুত তার ছিলা। তার থেকে নিক্ষিপ্ত হয় দীর্ঘ ফলাবিশিষ্ট তীর। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুই পরম সত্য, জীবন সে তো মিথ্যা। আল্লাহ্ যা স্থির করেছেন, তা মানুষের জন্য অবধারিত। শেষ পর্যন্ত মানুষ তো তাঁরই নিকট ফিরে যাবে। শোন, আমি যদি তোমাদের সাথে লড়াই না করি, তবে আমার মা হোক সন্তানহারা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : هابل অর্থ সন্তানহারা।

আসিম ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

ابو سليمان وريش المقعد * وضالة مثل الجحيم الموقد

اذا النواجى افترش لم ارعد * ومجنأ من جلد ثوراجرد

ومؤمن بما على محمد

আমি আবূ সুলায়মান, আমি মুকআদ (জনৈক তীর প্রস্তুতকারক)-এর তীরের পালক। আমি দালা বৃক্ষ দ্বারা নির্মিত কামান, যা জাহান্নামের আগুনের মত লেলিহান।

যখন দ্রুতগামী উটও ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে, তখনও আমার মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয় না। আমি গরুর পশমহীন চামড়া দ্বারা প্রস্তুত ঢাল। আর আমি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাসী। তিনি আরও বলেন :

ابو سليمان ومثل رامى * وكان قومى معشرا كرام

আমি আবূ সুলায়মান, আমার মত তীরন্দাজ আর কে আছে? আমার গোত্র অতি মর্যাদাবান ও সম্মানী।

আসিম (রা)-এর উপনাম ছিল আবূ সুলায়মান। এরপর তিনি শত্রুদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান, এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ও শাহাদত লাভ করেন।

আসিম (রা)-এর শাহাদাতের পর হুযায়ল গোত্রের লোকেরা চাইল। তাঁর মাথা নিয়ে সুলাফা বিন্‌ত সা'দ ইব্‌ন শাহীদের কাছে বিক্রয় করবে। সুলাফার দুই পুত্র উহুদ যুদ্ধে আসিমের হাতে নিহত হয়েছিল। তাই সে মানত করেছিল, যদি সে আসিমের মাথা হস্তগত করতে পারে, তবে সে তার মাথার খুলিতে মদ পান করবে। কিন্তু এক ঝাঁক বোলতা হুযায়ল গোত্রের ইচ্ছায় বাঁধ সাধল। তারা আসিমের লাশ ঘিরে রাখল। দুর্বৃত্তরা বলল : এখন রেখে দাও। সন্ধ্যাবেলা এসব চলে যাবে। তখন আমরা মাথা কেটে নিয়ে যাব। কিন্তু এরই মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে বান ছুটিয়ে দিলেন। তার তোড়ে আসিমের লাশ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করেছিলেন : যেন কোন মুশরিক তাঁর লাশ স্পর্শ করতে না পারে এবং তিনিও যেন কোনদিন কোন মুশরিককে স্পর্শ না করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুশরিকের দেহ অপবিত্র। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) যখন শুনলেন, বোলতারা আসিমের লাশ হিফাযত করেছে, তখন তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাকে এভাবেই রক্ষা করেন। আসিম মানত করেছিলেন, কোন মুশরিক যেন তার গায়ে হাত লাগাতে না পারে, আর তিনি নিজেও কোন মুশরিককে জীবনে স্পর্শ করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পরও তাঁকে তেমনি রক্ষা করেছেন, যেমন তিনি তাঁকে জীবদ্দশায় রক্ষা করেছিলেন।

আর যায়দ ইব্‌ন দাসিনা (রা), খুবায়ব ইব্‌ন 'আদী (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তারিক (রা) কঠোর পন্থা অবলম্বন না করে নমনীয়তা প্রদর্শন করলেন এবং বেঁচে থাকার প্রতি আগ্রহী হলেন। সে মতে তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন। শত্রুরা তাঁদেরকে বন্দী করে মক্কার পথে অগ্রসর হল। উদ্দেশ্য, সেখানে নিয়ে তাদেরকে বিক্রি করবে। জাহরান নামক স্থানে পৌঁছলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তারিক (রা) রশি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন এবং তরবারি উঁচিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। শত্রুরা খানিক দূরে সরে তাঁর প্রতি পাথর ছুড়তে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত এভাবেই তাঁকে শহীদ করে দিল। এই জাহরানেই তাঁর কবর রয়েছে।

বাকি খুবায়ব ইব্‌ন আদী (রা) ও যায়দ ইব্‌ন দাসিনা (রা)-কে তারা মক্কায় নিতে সক্ষম হল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মক্কায় কুরায়শদের কাছে হুযায়ল গোত্রের দু'জন বন্দী ছিল। তাদের বিনিময়ে তারা খুবায়ব ও 'আদীকে বিক্রি করে দেয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাওফলের মিত্র হুজায়র ইব্‌ন আবূ ইহাব উকবা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাওফলের পক্ষে খুবায়ব (রা)-কে ক্রয় করল। হুজায়রের পিতা আবূ ইহাব ছিল উকবার পিতা হারিস ইব্‌ন আমিরের বৈপিত্রেয় ভাই। খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করে উকবা তার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিবে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হারিস ইব্‌ন আমির ছিল আবূ ইহাবের মামা, আর আবূ ইহাব ছিল উসায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন তামীম গোত্রের লোক। কারও মতে সে বনূ তামীমের শাখা আদাস ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দারিম গোত্রের লোক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া তার পিতা উমাইয়া ইব্‌ন খালফের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যায়দ ইব্‌ন দাছিনা (রা)-কে কিনে নেয়। সে তাকে হত্যা করার জন্য নিজ মাওলা (আযাদকৃত দাস) নিসতাসের সাথে হারাম এলাকার বাইরে তান'ঈমে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে আবূ সুফিয়ানসহ কুরায়শ গোত্রের কতিপয় লোক উপস্থিত ছিল। যায়দ (রা)-কে যখন হত্যা করার জন্য সামনে আনা হয়, তখন আবূ সুফিয়ান তাকে বলল : হে যায়দ! আল্লাহ্‌র কসম, বল তো, তোমার এ স্থলে যদি এখন মুহাম্মদ থাকত এবং তোমার বদলে আমরা তাঁকে হত্যা করতাম, আর তুমি নিজ পরিবারবর্গের কাছে নিরাপদ চলে যেতে, সে কি তুমি পছন্দ করতে না? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, তিনি এখন যেখানে আছেন সেখানেও যদি তার গায়ে একটি কাটা ফুঁটে তাঁকে ক্লেশ দেয়, আর আমি আমার পরিবার পরিজনের মাঝে বসে থাকি, সেও আমার পছন্দ নয়। একথা শুনে আবূ সুফিয়ান বলল : মুহাম্মদের সাথীরা তাঁকে যেমন ভালবাসে, এমন ভালবাসতে আমি আর কাউকে কখনও দেখিনি। এরপর নিসতাস তাঁকে শহীদ করে দিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

বাকি থাকলেন খুবায়ব ইব্‌ন 'আদী (রা)। হুজায়র ইব্‌ন আবূ ইহাবের দাসী মাবিয়্যার সূত্রে যিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নুজায়হ আমার (ইব্‌ন হিশামের) কাছে বর্ণনা করেন যে, মাবিয়্যা (র.) বলেন : খুবায়ব আমার কাছে, আমার একটি ঘরে বন্দী ছিলেন। আমি একদিন তার কাছে উপস্থিত হই। দেখি যে তাঁর হাতে এক থোকা আংগুর, মানুষের মাথার মত বড়। তিনি তা থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছেন। আমার জানা মতে আল্লাহ্‌র এ যমীনে তখন কোথাও আংগুর ছিল না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নুজায়হ (র) উভয়ে বর্ণনা করেন যে, মাবিয়্যা বলেছেন : হত্যার খানিক পূর্বে খুবায়ব আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে একটা ক্ষুর পাঠিয়ে দিও। মৃত্যুর আগে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নেই। আমি পাড়ার একটি শিশুকে দিয়ে তাঁর কাছে একটি ক্ষুর পাঠিয়ে দিলাম। শিশুটির তাঁর কাছে প্রবেশ করতেই আমার চেতনা হল। বললাম : আমি এ কি করলাম? লোকটি তো শিশুটিকে হত্যা করে আগেই নিজের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে বসতে পারে। কিন্তু না, খুবায়ব শিশুটির হাত থেকে ক্ষুর নিয়ে বলল : তোমার মা তোমাকে পাঠিয়ে নিশ্চয়ই আশংকায় আছে। ভাবছে আমি এই ক্ষুর দিয়ে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি। এই বলে তিনি শিশুটিকে পাঠিয়ে দিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারও মতে শিশুটি তারই পুত্র ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর তারা খুবায়বকে নিয়ে বের হলো। তানঈমে পৌঁছে তারা যখন তাঁকে শূলবিদ্ধ করতে চাইল, তখন তিনি তাদের বললেন : তোমরা আমাকে দু'রাকআত সালাত আদায় করার সুযোগ দিবে কি? তারা বলল : অসুবিধা নেই, আদায় করে নাও। তিনি মনের খুশু-খুযুর সাথে অতি সুন্দভাবে দু'রাকআত সালাত আদায় করে নিলেন। এরপর তাদের

সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা হয়ত ভাববে আমি মৃত্যুর ভয়ে সালাত দীর্ঘ করছি, তা না হলে আমি আরও দীর্ঘ সালাতে রত হতাম। মুসলিমদের জন্য নিহত হওয়ার আগে দু'রাকআত সালাত আদায় করা সুন্নত। এ রীতি সর্বপ্রথম খুবায়ব ইব্‌ন 'আদী (রা)-ই চালু করেন।

তারপর তারা তাঁকে শূলে চড়াল। তারা বাঁধা শেষ করলে তিনি দু'আ করলেন : 'হে আল্লাহ্! আমরা আপনার রাসূলের বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। আপনিও আমাদের সাথে এদের আচরণের সংবাদ আপনার রাসূলের কাছে পৌঁছে দিন। হে আল্লাহ্! এদের সকলকে গুনে গুনে এক এক করে খতম করে দিন। কাউকে নিস্তার দিবেন না।' অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করল। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) বলতেন : সেদিন খুবায়বের হত্যা কার্য দেখতে যারা সমবেত হয়েছিল, আমিও তাদের একজন ছিলাম। পিতা আবূ সুফিয়ানের সাথে আমি গিয়েছিলাম। খুবায়বের অভিসম্পাত লাগার ভয়ে তিনি আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলেন। তখন ধারণা করা হত, কারও প্রতি অভিসম্পাত করা হলে তৎক্ষণাৎ সে যদি মাটিতে শুয়ে পড়ে, তবে সে অভিসম্পাত তাকে স্পর্শ করে না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তার পিতা আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি উকবা ইব্‌ন হারিসকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্‌র কসম! আমি খুবায়বকে হত্যা করিনি। কারণ তখনও আমার সে বয়স হয়নি। হ্যাঁ, আবদুদ্‌দার গোত্রীয় মায়সারা আমার হাতে বর্শা তুলে দেয় এবং সে আমার হাত ও বর্শা ধরে আঘাত করে খুবায়বকে হত্যা করে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার জনৈক সাথী বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বনূ জুমাহ এর সাঈদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হিয্‌য়াম (রা)-কে শামের এক অংশের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মাঝে মধ্যে লোকের সামনে হঠাৎ মুর্ছা যেতেন। একথা উমর (রা)-কে জানান হলো। বলা হলো : সাঈদ আসরগ্রস্ত। উমর (রা) এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন : হে সাঈদ! তোমার মাঝে মধ্যে এসব কি হয়? তিনি বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌র কসম, আমার কোন অসুখ নেই। তবে আসল ব্যাপার এই যে, খুবায়ব ইব্‌ন 'আদীকে যখন হত্যা করা হয় তখন আমি উপস্থিত দর্শকদের মাঝে ছিলাম। আমি তাঁর বদদু'আ শুনেছিলাম। তাই যে কোন মজলিশে সে কথা আমার মনে পড়লেই আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি। একথা শোনার পর উমর (রা)-এর কাছে তাঁর মর্যাদা বেড়ে যায়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আশ্‌হুরে হারাম (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) পার হওয়া পর্যন্ত খুবায়ব (রা) তাদের কাছে বন্দী থাকেন। এরপর তারা তাঁকে হত্যা করে।

রাজী'র ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ অভিযান সম্পর্কে কুরআনের যে আয়াত নাযিল হয়, সে সম্বন্ধে যায়দ ইবন সাবিত পরিবারের জনৈক আযাদকৃত গোলাম, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত

গোলাম ইকরিমা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : মারসাদ ও আসিম যে অভিযানে ছিলেন সেটি যখন বিপদগ্রস্ত হল তখন মুনাফিকরা বলতে লাগল : ধিক ঐ পাগলদের জন্য, যারা ধ্বংস হলো। না তারা ঘরে বসে থাকল, আর না তারা তাদের নেতার বার্তা পৌঁছাতে পারল। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের এই উক্তি এবং সাহাবিগণ শাহাদতের বিনিময়ে যে মহামর্যাদার অধিকারী হলেন সে সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَافِىْ قَلْبِهِ وَهُوَ اَلَدُّالْخِصَامُ

মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা (অর্থাৎ তার মৌখিক ইসলাম প্রকাশ) তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে (বস্তুত তার অন্তর তার মৌখিক কথার পরিপন্থী)। আসলে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী। (অর্থাৎ তোমার সাথে যখন কথাবার্তা ও আলোচনা করে তখন তর্ক-বিতর্কের আশ্রয় নেয়)। (২ : ২০৪)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : الالد অর্থ বিতণ্ডাপ্রবণ, তর্ক-বিতর্কে যে অনমনীয়। এর বহুবচন لُدٌ কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে : وَ تُنْذِرَبِهِ قَـومًـا لُدًّا অর্থাৎ তুমি এর দ্বারা বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার (১৯ : ৯৭)।

মুহাল্লাল ইব্‌ন রাবী'আ তাগলিবী, যার আসল নাম ইমরাউল কায়স, কারও মতে 'আদী ইব্‌ন রাবী'আ তিনি তার একটি গীতি কবিতায় বলেন :

ان تحت الاحجار حدا ولينا * وخصيما الد ذا معلاق

পাথরের নীচে আছে তীক্ষ্ণতা ও নম্রতা, আর আছে বিতণ্ডাপ্রবণ প্রতিপক্ষ, যে দলীল প্রমাণে বিরোধীকে ঘায়েল করে।

এ কবিতাটির অপর এক বর্ণনায় ذامعلاق এর স্থলে ذامغلاق বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিতণ্ডাপ্রবণ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এরপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ

"যখন সে প্রস্থান করে (অর্থাৎ তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায়) তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না (অর্থাৎ তার কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ ভালবাসেন না এবং তা তাঁর মনঃপূত নয়) (২ : ২০৫)।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ـ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ـ

যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যোগ্য। নিশ্চায়ই তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। আর মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং তাঁর হক আদায়ে যত্নবান থেকে নিজেদেরকে তাঁর কাছে বিক্রয় করে দিয়েছে। পরিশেষে তারা এভাবে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এর দ্বারা রাজী'র ঘটনায় শাহাদত প্রাপ্ত সাহাবা-ই কিরামকে বোঝান হয়েছে (২ : ২০৬-২০৭)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : يشرى نفسه অর্থ আত্ম-বিক্রয় করে। شروا অর্থাৎ তারা বিক্রয় করল। যায়দ ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন মুফাররিগ হিময়ারী বলেন :

وشريت بردا ليتنى * من بعد برد كنت هامه

আমি বুরদাকে বিক্রয় করে ফেললাম। হায়, বুরদা চলে যাওয়ার পর আমি যদি হামাহ (পাখী) হয়ে যেতাম।

এটা যায়দের একটি শোকগাথার অংশ বিশেষ। বুরদা ছিল তার গোলাম, যাকে সে বিক্রয় করেছিল।

شرى শব্দটি ক্রয় করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কবি বলেন,

فقلت لها لا تجزعى ام مالك * على ابنيك ان عبد لئيم شراهما

আমি তাকে বললাম, হে উম্মু মালিক, তুমি তোমার পুত্রদ্বয়ের জন্য অস্থির হয়ো না; যদিও কোন ইতর লোক তাদের কিনে থাকে।

রাজী'র হৃদয়-বিদারক ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ ঘটনায় আবৃত্ত কবিতাবলী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। খুবায়ব (রা) যখন শুনলেন, কাফিররা তাকে শূলবিদ্ধ করতে সমবেত হয়েছে, তখন তিনি আবৃত্তি করেন :

لقد جمع الاحزاب حولى والبوا * قبائلهم واستجمعوا كل مجمع

আমার পাশে সম্প্রদায়গুলো সমবেত হয়েছে। তারা তাদের সকল গোত্রকে এখানে জমায়েত করেছে।

كلهم مبدى العداوة جاهد * على لأنى فى وثاق بمضيع

তারা সকলে আমার প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করছে, করছে নির্যাতন, আমি যে তাদের যজ্ঞস্থলে বন্দী।

وقد جمعوا ابناء هم ونساءهم * وقربت من جدع طويل ممنع

তারা তাদের সন্তান-সন্ততি ও নারীদেরও জমায়েত করেছে এবং আমাকে (শূলে চড়ানোর জন্য) দীর্ঘ, মজবুত ডালের নিকটবর্তী করা হয়েছে।

الى الله اشكو غرهتى ثم كرهتى * وما ارصد الاحزاب لى عند مصرعى

আমার অসহায়ত্ব ও বিপদের ফরিয়াদ শুধু আল্লাহ্‌কেই জানাই, আর শত্রুদল এ যজ্ঞস্থলে আমার জন্য যে আয়োজন করেছে তারও।

فذا العرش صبرنى على مايراد بى * فقد بضعوا لحمى وقد يأس مطمعي

হে আরশের অধিপতি! আমার প্রতি তাদের যে অভিপ্রায়, তাতে আমার ধৈর্যের ক্ষমতা দিন। তারাতো আমার গোশতকে টুকরো টুকরো করার ইরাদা করেছে, এখন আমার জীবনের আশা নিরাশায় রূপান্তরিত হয়েছে।

وذاك فى ذات الا له وان يشأ * يبارك على اوصال شلو ممزع

আর এ সব তো আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে, তিনি চাইলে আমার ছিন্ন ভিন্ন দেহেও বরকত দিতে পারেন।

وقد خيرونى الكفر والموت دونه * وقد هملت عيناى من غير مجزع

তারা আমাকে কুফ্‌রী কিংবা মৃত্যু-এর যে কোন একটি বেছে নিতে বলেছে। আর আমার দু'চোখ অশ্রু বহাচ্ছে, তবে তা মৃত্যুর ভয়ে না (বরং আল্লাহ্‌র ভয়ে)।

ومابى حذار الموت انى لميت * ولكن حذارى جحم نار ملفع

আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, আমি তো একদিন মরবই আমি তো জাহান্নামের লেলিহান আগুনকে ভয় করি, যা আচ্ছন্ন করবে।

فوالله ما ارجو اذام مسلما * على اى جنب كان فى الله مصرعى

আল্লাহ্‌র কসম! আমি কিছুই পরওয়া করি না, যখন আমি মুসলিম হিসেবেই মারা যাচ্ছি। যে দিকেই মুখ করে থাকি না কেন, আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে আমার এ মরণ।

فلست بمبد للعدو تخشعا * ولاجزعا انى الى الله مرجعى

আমি শত্রুর সামনে কোন ধরনের দুর্বলতা ও অস্থিরতা প্রকাশকারী নই, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌রই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কাব্য বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ অবশ্য এ কবিতাকে খুবায়ব (রা)-এর বলে স্বীকার করেন না।

খুবায়ব (রা)-এর জন্য শোকগাথা

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) খুবায়ব (রা)-এর প্রতি এভাবে শোক প্রকাশ করেন :

مابال عينك لا ترقا مدامعها * سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق

على خبيب فتى الفتيان قد علموا * لا فشل حين تلقاه ولا نزق

فاذهب خبيب جزاك الله طيبة * وجنة الخلد عند الحور فى الرفق

ماذا تقولون ان قال النبى لكم * حين الملئكة الابرار فى الافق
فيم قتلتم شهيد الله فى رجل * طاغ قد أوعث فى البلدان والرفق

(হাস্‌সান!) কি হল তোমার চোখের, অশ্রু যে বাঁধা মানছে না বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, যেন তা ভাঙা মুক্তোর ধারা। এ অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে খুবায়বের শোকে যে সেইসব যুবকদের মধ্যমণি, যারা জানে, আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের পর থাকবে না কোন ব্যর্থতা, আর না কোন কালিমা।

হে খুবায়ব! তুমি চলে যাও আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বদলা দিন। তোমাকে দান করুন স্থায়ী জান্নাত, সাথীদের সাথে হূরের সাহচর্যে, তোমরা সেদিন কি জবাব দেবে, যেদিন দিক-দিগন্তে সমবেত পবিত্র ফেরেশতাদের সামনে আল্লাহ্‌র নবী তোমাদের জিজ্ঞাসা করবেন : কি কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র শহীদকে ঐ ব্যক্তির বদলে হত্যা করলে, যে এমন একজন আল্লাহ্‌দ্রোহী যে ব্যক্তি শহরে ও গ্রামে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল?[১]

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কোন কোন বর্ণনায় الرفق -এর স্থলে الطرق বলা হয়েছে, অর্থাৎ পথে-ঘাটে। কবিতাটির অবশিষ্টাংশ এখানে উদ্বৃত করা হল না। তাতে হাস্‌সান (রা) উক্ত আল্লাহ্‌দ্রোহীর নিন্দাবাদ করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) খুবায়র (রা)-এর শাহাদতে ক্রন্দন করে আরও বলেন :

ياعين جودى بدمع منك منكب * وابكى خبيبا مع الفتيان لم يوب
صقرا توسط فى الانصار منصبه * سمح السجية محضا غيرمؤتشب
قدهاج عينى على علا تعبر تها * اذ قيل نص الى جدع من الخشب
يأيها الراكب الغادى لطيته * ابلغ لديك وعيدا ليس بالكذب
بنى كهيبة ان الحرب قد لقحت * محلوبها الصاب اذ تمرى لمحتلب
فيها اسوذ بنى النجار تقدمهم * شهب الاسنة فى معصو صب لجب

হে চোখ! অশ্রু বহাও অবিশ্রান্ত ধারায়। খুবায়বের জন্য কাঁদ, সে যুবকদের সাথে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। খুবায়বের জন্য কাঁদ, মর্যাদায় যে ছিল আনসারদের মধ্যমণি। আর অত্যন্ত উদার চরিত্রের এবং নির্ভেজাল কুলীন। কেঁদে কেঁদে তো আমার চোখ শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন বলা হলো : খুবায়বকে শূলে চড়ান হয়েছে, তখন আবার সে শুকনো চোখে অশ্রুর জোয়ার এলো।

হে ভোরের যাত্রী! তুমি সে ইতরদেরকে আমার এ বার্তা পৌঁছে দাও, যা মিথ্যা নয়। তাদের বলে দাও, যুদ্ধের আগুন জ্বলবেই এবং এর দুধ হবে হানজাল (ফল) অপেক্ষাও তেতো

১. এ দ্বারা হারিসকে বোঝান হয়েছে। বদর যুদ্ধে খুবায়র (রা)-এর হাতে সে নিহত হয়েছিল।

যখন দোহনকারী তা দোহাবে। সে যুদ্ধে নাজ্জার গোত্রের দু'টি সিংহ থাকবে, যাদের সামনে থাকবে উল্কাপিণ্ডতুল্য তীর ও তরবারিধারী এক বিশাল সেনাবাহিনী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ শোকগাথাটি আগেরটার মত। কাব্য বিশারদদের অনেকে এদু'টিকে হাস্‌সান (রা)-এর কাসীদা বলে স্বীকার করেন না। খুবায়ব (রা) সম্পর্কে রচিত তাঁর কিছু শ্লোক আমি এখানে পূর্বোক্ত কারণে উল্লেখ করিনি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

لو كان فى الدار قرم ماجد بطل * ألوى من القوم صقر خاله انس

اذن وجدت خبيبا مجلسا فسحا * ولم يشد عليك السجن والحرس

ولم تسقك الى التنعيم زعنفة * من القبائل منهم من نفت عدس

دلوك غدرا وهم فيها أولوخلف * وانت ضيم لها فى الدار محتبس

যদি এ বসতিতে সম্প্রদায়ের মর্যাদাবান ও সাহসী ব্যক্তি থাকত, বাজপক্ষীর মত ক্ষীপ্র হত যার আক্রমণ এবং যিনি আনাসের ভাগ্নে, তা হলে হে খুবায়ব! তুমি পেতে এক প্রশস্ত অবস্থান। কেউ তোমাকে বন্দী করতে আসত না এবং তুমি অন্তরীণ হতে না, তোমাকে তানঈমে টেনে হেঁচড়ে নিতে পারত না, সেই সব লোক যারা নিজেদের মিথ্যা বংশ পরিরচয় দেয় (তারা বলে আমরা আদাস গোত্রীয়) অথচ আদাস গোত্রের প্রধান পুরুষগণ তাদের অস্বীকার করে। তারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আসলে বিশ্বাসঘাতকতাই তাদের চরিত্র। আহা, বন্দী অবস্থায় তুমি তো তাদের মাঝে অসহায় হয়ে পড়েছিলে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আনাস হচ্ছেন সুলায়ম গোত্রীয় জনৈক বধির ব্যক্তি এবং মুতঈম ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর মামা।

نفت عدس-(আদাস গোত্র প্রত্যাখ্যান করেছে) এ কথার দ্বারা হুজায়র ইব্‌ন আবূ ইহাবকে বোঝান হয়েছে। কারও মতে আ'শ ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন নাব্বাশ আসাদীকে বোঝান হয়েছে। সে ছিল বনূ নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের মিত্র।

খুবায়ব (রা)-এর শাহাদতের সময় উপস্থিত কাফিরবৃন্দ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খুবায়ব (রা)-কে শহীদ করার সময় কুরায়শ গোত্রের যারা সমেবত হয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিল তারা হলো : ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল, সাঈদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কায়স ইব্‌ন আবদ উদ্‌দ, বনূ যুহরার মিত্র আখনাস ইব্‌ন শারীক সাকাফী, বনূ উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামসের মিত্র উবায়দা ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন আওকাস সুলামী, উমাইয়ার ইব্‌ন আবূ উত্‌বা ও হায্‌রামীর পুত্রগণ।

খুবায়ব (রা)-এর সংগে হুযায়ল গোত্রের লোকেরা যে, আচরণ করেছিল, হাস্‌সান (রা) তার নিন্দা করে বলেন :

ابلغ بنى عمرو بان اخاهم * شراه امرؤ قد كان للغدر لازما
شراه زهير بن الاغر وجامع * وكانا جميعا يركبان المحارما
اجرتم فلما ان اجرتم غدرتم * وكنتم بالكتاف الرجيع لهاذما
فليت خبيبا لم تخنه امانة * وليت خبيبا كان بالقوم عالما

বনূ আম্‌রকে জানিয়ে দাও, তাদের লোককে এমন এক লোক বিক্রি করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করাই যার চরিত্র। তাকে বিক্রি করেছে যুহায়র ইব্‌ন আগার ও জামি, অন্যায় অপরাধে লিপ্ত হওয়াই যাদের চরিত্র।

তোমরা তাদের নিরাপত্তা দিলে, কিন্তু পরে নিরাপত্তা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করলে। তোমরা রাজী'র প্রান্তরে ঘাপটি মেরে ছিলে শাণিত তরবারি হাতে নিয়ে। হায়! খুবায়ব যদি বিশ্বাসঘাতকতার শিকার না হতেন। হায়, তিনি যদি শত্রুদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যুহায়র ইব্‌ন আগার ও জামি খুবায়র (রা)-কে বিক্রি করেছিল। তারা উভয়ে হুযায়ল গোত্রের লোক।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর আরো কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

ان سرك الغدر صرفا لا مزاج له * فأت الرجيع فسل عن دارلحيان
قوم تواصوا بأكل الجار بينهم * فالكلب والقرد والانسان مثلان
لو ينطق التيس يوما كان يخطبهم * وكان ذاشرف فيهم وذاشأن

যদি তুমি নির্জলা বিশ্বাসঘাতকতায় আনন্দবোধ কর, তবে রাজী' নামকস্থানে চলে যাও এবং লিহয়ান গোত্রের আবাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। তারা তো এমন সম্প্রদায়, যারা প্রতিবেশীকে ভাগাভাগি করে গ্রাস করতে পরস্পর সহযোগিতা করে। তাদের দৃষ্টিতে কুকুর, বানর আর মানুষ সব একই পর্যায়ের। যদি ব্যাঙের বাকশক্তি থাকত এবং তাদের সামনে বক্তৃতা দিতে পারত, তবে তাদের মাঝে সেই বেশি মর্যাদাবান ও গণ্যমান্য সাব্যস্ত হত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ যায়দ আনসারী (র) আমাকে শুধুমাত্র শেষের পংক্তিটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বনূ হুযায়লের নিন্দায় আরও বলেন :

سألت هذيل رسولَ الله فاحشة * ضلت هذيل بما سألت ولم تصب
سالوا رسولهم ماليس معطيهم * حتى المنات وكان سبة العرب
ولن ترى لهذيل داعيا ابدا * يدعو لمكرمة عن منزل الحرب
لقد ارادوا خلال الفحش ويحهم * وان يحلوا حراما كان فى الكتب

হুযায়ল গোত্রের লোকেরা রাসূলল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ব্যাভিচারের অনুমতি চাইল তাদের এ প্রার্থনা সঠিক ছিল না, এটা তাদের বিভ্রান্তি বৈ কিছুই ছিল না। তারা তাদের রাসূলের কাছে এমন বিষয় চাইল, যা তিনি দেওয়ার নন, এমনকি মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হলেও। এরা তো আরব জাতির কুলাঙ্গার।

তুমি হুযায়ল গোত্রের মাঝে এমন কোন লোক দেখতে পাবে না, যে লুট-তরাজ ছেড়ে সাধুপন্থা অবলম্বনের আহবান জানাবে। ওরা অশ্লীলতার অনুমোদন চায়, ছি ঃ ওরা কিতাবে বর্ণিত হারামকে হালাল করার অভিলাষী।

হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) বনূ হুযায়লের নিন্দা করে আরও বলেন :

لعمرى لقد شانت هذيل بن مدرك * احاديث كان في خبيب وعاصم

আমার জীবনের কসম! হুযায়ল গোত্রকে কলঙ্কিত করেছে সেই আচরণ যা তারা খুবায়ব ও আসিমের প্রতি করেছে।

احاديث لحيان صلوا بقبيحها * ولحيان جرامون شرا الجرائم

লিহয়ান গোত্র দুষ্কৃতির পঙ্কে জড়িয়ে গেছে। আসলে এ গোত্রটি একটি জঘন্যতম অপরাধী।

اناس هم من قومهم فى صميمهم * بمنزلة الزمعان دبر القوادم

এরা তো সেই লোক, যাদের শ্রেষ্ঠ কুলীনদের মূল্য চতুষ্পদ জানোয়ারের সামনের পায়ের পেছনের পশম তুল্য।

هم غدروا يوم الرجيع واسلمت * أمانتهم ذاعفة ومكارم

রাজী'র ঘটনার দিন তারা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের বিশ্বস্ততার অবস্থা এই ছিল যে তারা একজন সচ্চরিত্র ও সম্মানী লোককে বিশ্বাসঘাতকতা করে অসহায়ভাবে ত্যাগ করেছে।

رسول رسول الله غدرا ولم تكن * هذيل توقى منكرا المحام

তারা আল্লাহ্র রাসূলের বার্তাবাহকের সাথে গাদ্দারী করেছে। প্রকৃতপক্ষে হুযায়ল গোত্রের লোকেরা ঘৃণ্যতম অপরাধ থেকেও বেঁচে থাকে না।

فسوف يرون النصر يوما عليهم * بقتل الذى تحميه دون الجرائم

অচিরেই তারা দেখবে, তাদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করা হচ্ছে, সেই মহান ব্যক্তিকে হত্যা করার পরিণতিতে, যার লাশকে কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

ابابيل دبر شمس دون لحمه * حمت لحم شهاد عظام الملاحم

ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতা। তারা তাঁর লাশের পক্ষে রুখে দাঁড়ায়। তারা রক্ষা করে সেই মহান সিপাহীর দেহকে, যিনি বড় বড় রণক্ষেত্রে নৈপুণ্য দেখিয়ে ছিলেন।

لعل هذيلا ان يروا بمصابه * مصارع قتلى اومقاما لمأتم

অসম্ভব নয়, তারাও তাঁর হত্যার পরিণামে দেখতে পাবে নিজেদের লোকদের হত্যা স্থল, কিংবা সেই জায়গা, যেখানে তাদের জন্য বিলাপ করবে শোকাতুরা রমণীকুল।

ونوقع فيهم وقعة ذا صولة * يوافى بها الركبان اهل المواسم

আমরা তাদের উপর হানব এমন কঠিন আঘাত, যদ্বারা চিহ্নিত উষ্ট্রারোহীদের পরিপূর্ণ বদলা হয়ে যাবে।

بامر رسول الله ان رسوله * رأى رأى ذى حزم بلحيان عالم

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে এ কাজ করব। জেনে রাখ, আল্লাহ্র রাসূল বনূ লিহয়ান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তাদের সম্পর্কে তাঁর এ সিদ্ধান্ত অটল।

قبيلة ليس الوفاء يهمهم * وان ظلموا لم يدفعوا كف ظالم

তারা একটি ক্ষুদ্র গোত্র। তাদের অন্তরে ওয়াদা পালনের কোন গুরুত্ব নেই। তাদের প্রতি যুলুম করা হলে, তারা যালিমের হাত প্রতিহত করতে পারে না।

اذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم * بمجرى قيل الماء بين المخارم

মানুষ যখন রণক্ষেত্রে নেমে আসবে তখন তুমি তাদের নিম্ন ভূমিতে পানির নালার ধারে পড়ে থাকতে দেখবে।

محلهم دار البوار ورأيهم * اذا نابهم امر كرأى البهائم

তাদের ঠিকানা হবে ধ্বংসস্থল, তাদের উপর যখন বিপদ আসবে, তখন তাদের সিদ্ধান্ত হবে চতুষ্পদ জন্তুর সিদ্ধান্তের মত।

হুযায়ল গোত্রের নিন্দায় হাস্সান (রা)-এর কবিতা

হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) তাদের নিন্দায় আরও বলেন :

لحى الله لحيانا فليست دماؤهم * لنا من قتيلى غدرة بوفاء

লিহয়ান গোত্রকে আল্লাহ্ চরম শাস্তি দিন। তাদের সকলের রক্ত আমাদের কাছে সেই দু'জনের রক্তের সমান নয়, যাদেরকে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেছে।

همو قتلوا يوم الرجيع ابن حرة * اخا ثقة فى وده وصفاء

রাজী'র দিন তারা হত্যা করেছে এমন এক ব্যক্তিকে, যিনি ছিলেন এক স্বাধীন নারীর পুত্র; ভালবাসা ও নিষ্ঠায় অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন।

فلو قتلوا يوم الرجيع باسرهم * بذى الدبر ما كانوا له بكفاء

রাজী'র ঘটনায় নিহত যু'দ-দাবর[১]-এর একার বদলে যদি তাদের সকলকেও হত্যা করা হয়, তবু ও-তার যথার্থ প্রতিকার হবে না।

---

১. কাফিরদের হাত থেকে আসিম (রা)-এর লাশ রক্ষায় আল্লাহ্ তা'আলা এক ঝাঁক বোলতা নিযুক্ত করেছিলেন। তাই তাঁর উপাধি যু'দ দাব্র হয়েছে।

قتيل حمته الدبر بين بيو تهم * لدى اهل كفر ظاهر وجفاء

তিনি নিহত হওয়ার পর বোলতার ঝাঁক তাদের বসতিতে তাদেরই চোখের সামনে তাঁর লাশ হিফাজত করেছিল। বস্তুতঃ তাদের কুফরি গোপন নয়, বরং তারা প্রকাশ্য পাপাচারী।

فقد قتلت لحيان اكرم منهم * وباعوا خبيبا ويلهم بلقاء

লিহয়ান গোত্র হত্যা করেছে তাদের চাইতে উত্তম মানুষ। আর তারা বিক্রয় করেছে খুবায়বকে তুচ্ছ বিনিময়ে তারা শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হোক।

فأف للحيان على كل حالة * على ذكر هم فى الذكر كل عفاء

ধিক্কার সর্বাবস্থায় বনূ লিহয়ানের জন্য ইতিহাসের পাতা হতে তাদের স্মৃতি মুছে যাক।

قبيلة باللوم والغدر تفترى * فلم تمس يخفى لؤمها بخفاء

এরা একটি নীচাশয় গোত্র, যারা বিশ্বাসঘাতকতায় একে অপরকে উৎসাহ যোগায়। ফলে তাদের নীচতা আর মোটেই গোপন থাকে না।

فلوا قتلوا لم توف منه دماؤهم * بلى ان قتل القا تليه شفائى

তাদের সকলকে যদি হত্যা করা হয়, তবু তাদের সকলের রক্ত দ্বারা তাঁর রক্তের ক্ষতিপূরণ হবে না। হ্যাঁ, সে ঘাতকদের হত্যা করতে পারলে আমার অন্তর কিছু শান্তি পেত।

فلا امت اذعرهذيلا بغارة * كغادى الجهام المغتدى بإفاء

আমার যদি মৃত্যু না হয়, তবে আমি এক প্রত্যুষে হুযায়ল গোত্রের উপর এমন এক আক্রমণ চালাব, যা হবে মুষলধারায় বর্ষণের মত। তারপর আমি মালে গনীমত নিয়ে ফিরে আসব।

بامر رسول الله والامر امره * يبي للحيان الخناء بفناء

আর তা করব আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশে। তাঁর নির্দেশই তো চূড়ান্ত নির্দেশ। লিহয়ান গোত্রের বিশ্বাসঘাতকেরা খোলা মাঠে রাত কাটাচ্ছিল।

يصبح قوما بالرجيع كانهم * جداء شتاء تبن غير دفاء

প্রভাত হতেই তারা রাজী'তে এসে সেই মহান লোকদের উপর হামলা করল। তখন তাদের মনে হচ্ছিল শীতকালীন ছাগ ছানা তুল্য কাপুরুষ, যারা সারারাত একটুও তাপের পরশ পায়নি।

হাস্‌সান (রা)-এর কবিতা

হাস্‌সান (রা) তাদের ব্যঙ্গ করে আরও বলেন :

فلا والله ما درى هذيل * اصاف ماء زمزم ام مشوب

ولا لهم اذا اعتمروا وحجوا * من الحجرين والمسعى نصيب

ولكن الرجيع لهم محل * به اللؤم المبين والعيوب

كانهم لدى الكنان اصلا * تيوس بالحجاز لها نبيب
هم غروا بذمتهم خبيبا * فبئس العهد عهدهم الكذوب

না, না - আল্লাহ্‌র কসম, বনূ হুযায়ল জানে না- যমযমের পানি পরিষ্কার না ঘোলা। নিষ্ফল তাদের হাজ্জ ও উমরা এবং হাজারে আসওয়াদের চুম্বন, বৃথা মাকামে ইবরাহীমের সালাত, সাফা-মারওয়ার প্রদক্ষিণ। হ্যাঁ, রাজী'তে তারা বেশ কামিয়েছে, অনেক নিন্দাবাক্য, প্রচুর কলঙ্ক। দেদার কলঙ্ক। তারা তো গৃহকোণে লুকিয়ে রাখা রাতের খাবার তুল্য (এক লোকমাতেই যা সাবাড় হয়ে যায়)। আর তারা যখন হিজাযে আসে তখন কুরবানীর বকরীর মত চিৎকার করতে। তারা দায়িত্ব নেওয়া সত্ত্বেও খুবায়বের সাথে প্রতারণা করেছে। তাদের অংগীকার অতি নিকৃষ্ট, তা তো নির্জলা মিথ্যা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : শেষোক্ত পংক্তিটি আবূ যায়দ আনসারীর।

খুবায়র (রা) ও তাঁর সংগীদের জন্য মাতম

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) খুবায়ব (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতি শোক প্রকাশ করে বলেন :

صلى الاله على الذين تتابعوا * يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا
رأس السرية مرثد واميرهم * وابن البكير امامهم وخبيب
وابن الطارق وابن دثنة منهم * وافاه ثم حمامه المكتوب
والعاصم المقتول عند رجيعهم * كسب المعالى انه لكسوب
منع المقادة ان ينالوا ظهره * حتى يجالد انه لنجيب

আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন তাঁদের প্রতি, যাঁরা রাজী' দিবসে একের পর এক শাহাদত বরণ করেছেন, পরিণামে তারা হয়েছেন মর্যাদাপ্রাপ্ত ও পুরস্কৃত। তাদের আমীরও দলপতি ছিলেন মারসাদ, আর ইমাম ছিলেন ইব্‌ন বুকায়র ও খুবায়ব। তাদের মধ্যে ইব্‌ন তারিক ও ইব্‌ন দাসিনাও ছিলেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে পরিশেষে অবধারিত মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। রাজী' প্রান্তরে আরও শহীদ হয়েছেন আসিম আর তিনি লাভ করেছেন উচ্চাসন এবং এক্ষত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। তিনি কোনরূপ নমনীয়নতা ও দুর্বলতার প্রশ্রয় দেননি, যতক্ষণ না তিনি মুকাবিলা করেছেন সাহসিকতার সাথে; বস্তুত: তিনি একজন শরীফ লোক ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : শেষোক্ত চরণটি কোন কোন বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে حتى يجدل انه لنجيب অর্থাৎ যতক্ষণ না তাকে কাবু করে ফেলা হয়। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কাব্য সাহিত্য বিশারদদের মতে এ কবিতাটি হাস্‌সান (রা)-এর রচিত নয়।

বি'রে মাউনার ঘটনা

[সফর, হিজরী চতুর্থ সন]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর শাওয়াল মাসের বাকি দিনগুলো এবং যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররাম মাস রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনাতেই অবস্থান করেন। এ বছর হজ্জের কর্তৃত্ব মুশরিকদেরই হাতে থাকে। এরপর সফর মাসে তিনি বি'রে মাউনার উদ্দেশ্যে সাহাবীদের একদল প্রেরণ করেন। এটা ঘটেছিল উহুদ যুদ্ধের চার মাস পর।

এ ঘটনার বিবরণ আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার আমার নিকট মুগীরা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায্‌ম প্রমুখ মনীষীর সূত্রে যা বর্ণনা করেন তা নিম্নরূপ :

আবূ বারা মালিক ইব্‌ন জা'ফার, যার উপাধি ছিল মালা ইব্‌ন আসিন্না মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সামনে ইসলাম পেশ করে তা কবূলের আহবান জানান। সে ইসলাম কবূলও করল না, আবার সরাসরি প্রত্যাখ্যানও করল না। সে বলল : হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি যদি আপনার কিছু সংখ্যক সাহাবীকে নাজদবাসীর কাছে পাঠান এবং তাঁরা তাদেরকে আপনার দীনের প্রতি আহবান করে, তাহলে আশা করি তারা আপনার আহবানে সাড়া দেবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি নাজদবাসীর পক্ষ হতে তাদের অনিষ্টের আশংকা করছি। আবূ বারা বলল : আমি তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলাম। কাজেই আপনি তাদের পাঠিয়ে দিন। তারা সেখানকার লোকদের আপনার দীনের প্রতি দাওয়াত দিক।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) চল্লিশজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে মুনযির ইব্‌ন আমর (রা)-এর নেতৃত্বে পাঠিয়ে দিলেন। মুনযির ছিলেন বনূ সাঈদার লোক, উপাধি আল-মুনিক লায়ামূত অর্থাৎ মৃত্যুকে দ্রুত আলিঙ্গনকারী, তাঁর সঙ্গিগণ ছিলেন হারিছ ইব্‌ন সিম্মা; 'আদী ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের হারাম ইব্‌ন মিলহান; উরওয়া ইব্‌ন আসমা ইব্‌ন সালত সুলামী, নাফি ইব্‌ন বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারকা খুযাঈ; আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রা প্রমুখ। তারা রওনা দিয়ে বি'রে মাউনায় গিয়ে পৌছলেন। এ কুয়াটি বনূ আমিরের আবাসভূমি ও বনূ সুলায়মের প্রস্তরময় এলাকার মাঝখানে অবস্থিত। উভয় এলাকাই কুয়াটির নিকটবর্তী ছিল, তবে বনূ সুলায়মের আবাস ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী কাছে।

আমর ইব্‌ন তুফায়লের বিশ্বাসঘাতকতা

সেখানে অবস্থান গ্রহণের পর তারা হারাম ইব্‌ন মিলহান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র দিয়ে আল্লাহ্‌র দুশমন আমির ইব্‌ন তুফায়লের কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি যখন তার কাছে পৌঁছলেন, তখন সে চিঠির দিকে ভ্রূক্ষেপ তো করলই না, উপরন্তু তাঁকে হত্যা করে দূত হত্যার মত জঘন্য অপরাধ করে বসল। এরপর বাদবাকীদেরও হত্যা করার জন্য বনূ আমিরের সাহায্য চাইল। কিন্তু তারা তার অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকৃতি জানাল। তারা বলল : আমরা আবূ বারার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারব না। তিনি তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন। অগত্যা সে বনূ সুলায়মের শাখা উসায়্যা রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রের সহযোগিতা চাইলো। তারা সাহায্য করতে সম্মত হল এবং সেই মুহূর্তে তারা সাহাবিগণকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলল। সাহাবিগণ তাদেরকে দেখামাত্র তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে সকলে শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তবে একমাত্র কা'ব ইব্‌ন যায়দ (রা)-ই রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন দীনার ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের লোক। কাফিররা তাকে মৃত মনে করে ফেলে গিয়েছিল। আসলে তার দেহে প্রাণ ছিল। তাঁকে আহত অবস্থায় নিহতদের মধ্য হতে সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। অবশেষে খন্দকের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। তার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।

কাফিরদের এ আক্রমণের সময় দু'জন সাহাবী দল থেকে কিছুটা দূরে তাদের জানোয়ারগুলো চরানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। একজন আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরী (রা), অপরজন আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের জনৈক আনসারী। ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাঁর নাম মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উকবা ইব্‌ন উহায়হা ইব্‌ন জুলাহ।

ইব্‌ন উমাইয়া ও মুনযিরের কর্মস্পৃহা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাঁরা তাদের সঙ্গীদের বিপদের কথা টের পাননি। কিন্তু যখন ঘটনাস্থলে এক ঝাঁক পাখি উড়তে দেখলেন, তখন তাদের সন্দেহ হল। তারা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, পাখিগুলোর ওড়ার পেছনে কোন রহস্য আছে। তারা বিষয়টি দেখার জন্য অগ্রসর হলেন। দেখলেন তাদের সাথীরা সবাই রক্তের মাঝে পড়ে আছেন। ঘাতকরাও সেখানে উপস্থিত। তখন আনসার সাহাবী আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-কে বললেন : আপনার মত কি? এখন আমাদের কি করা উচিত! তিনি উত্তর দিলেন : আমার মতে আমাদের মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সংবাদ জানান উচিত। কিন্তু আনসারী বললেন : যে জায়গায় মুনযির ইব্‌ন আমর শহীদ হয়েছেন, আমি সে জায়গা ছেড়ে যেতে পারব না। আমি নিজে কখনও লোকমুখে এ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শোনার জন্য বসে থাকতাম না। এই বলে তিনি কাফিরদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা) শত্রুদের হাতে বন্দী হলেন। তিনি যখন তাদের জানালেন যে, তিনি মুদার

গোত্রের লোক, তখন তাদের মধ্য হতে আমির ইব্‌ন তুফায়ল তার মাথার অগ্রভাগের চুল কেটে দিল এবং মায়ের একটি মানতের বাবদ তাকে আযাদ করে দিল।

মুক্তি পেয়ে আমর ইব্‌ন উমাইয়া মদীনার পথে যাত্রা করলেন। তিনি যখন কানাত উপত্যকার উপকণ্ঠে কারকারা নামক স্থানে পৌছলেন। তখন বনূ আমির গোত্রের দু'টি লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। তারা সকলে একই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : লোক দু'টি ছিল বনূ আমিরের শাখা কিলাব গোত্রের। আবূ আমর মাদানী বলেন : তারা ছিল সুলায়ম গোত্রের লোক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উক্ত লোক দু'টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হতে প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ছিল। কিন্তু আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-এর তা জানা ছিল না। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কোন গোত্রের লোক? তারা বলল : বনূ আমির গোত্রের। এরপর তিনি ক্ষণিকের জন্য অমনোযোগিতার ভান করলেন। যখন তারা ঘুমে অচেতন হয়ে গেল, তখন তিনি তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদেরকে হত্যা করলেন। তিনি মনে করেছিলেন : বনূ আমির গোত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের উপর যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, এর দ্বারা তিনি কিছুটা হলেও তার প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন।

আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা) মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সমস্ত ঘটনা জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি যে দু'ব্যক্তিকে হত্যা করেছ আমাকে তাদের রক্তপণ (দিয়াত) পরিশোধ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিষণ্ণতা

এরপর নবী (সা) দুঃখ করে বললেন : এটা আবূ বারার কাজ। আমি প্রথম থেকেই তাদের পাঠাতে অপছন্দ করেছিলাম। এরূপ ঘটতে পারে বলে আমার আশংকা ছিল। একথা আবূ বারার কর্ণগোচর হলে সে ভীষণ মর্মাহত হল। তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণে আমীরের প্রতি তার অন্তরে ক্ষোভ সঞ্চার হল। তার কারণে এবং তার প্রদত্ত নিরাপত্তা সত্ত্বেও নবী (সা)-এর সাহাবীদের উপর যে বিপদ নেমে আসল, সেজন্য তার দুঃখের সীমা থাকল না। এ ঘটনায় যারা শহীদ হয়েছিলেন, আমির ইব্‌ন ফুহায়রা (রা) তাদের অন্যতম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্‌ন উরওয়া আমার নিকট তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমির ইব্‌ন তুফায়ল জিজ্ঞাসা করছিল : আমি নিহতদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখলাম আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং যেতে যেতে এক সময় সে চোখের আড়াল হয়ে গেল, সে লোকটি কে ছিল? লোকেরা বলল : সে ছিল আমির ইব্‌ন ফুহায়রা।

বনূ সুলামীর ইসলাম গ্রহণের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : জাবার ইব্‌ন সালমা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফরের খান্দানের জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, ঘাতক আমিরের সাথে যোগদানকারীদের একজন হচ্ছেন

জাবার। তিনি পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলতেন : যে ঘটনাটি আমাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে তা এই যে, বি'রে মাউনার ঘটনার দিন আমি বর্শা দিয়ে তাদের একটি লোকের দু'কাঁধের মাঝাখানে আঘাত করি। তার বক্ষ ভেদ করে বর্শাটি যখন বের হয়ে আসে, তখন আমি শুনতে পাই, সে বলছে : আল্লাহ্‌র কসম, আমি সফল। আমি একথা শুনে মনে মনে বললাম : তার কিসের সাফল্য, সে তো আমার হাতে খুন হয়েছে? পরে আমি অনেকের কাছে তাঁর এ উক্তি বর্ণনা করি। তারা আমাকে বলে : তাঁর সাফল্য হচ্ছে শাহাদত লাভ। আমি বিষয়টি উপলব্ধি করলাম : হাঁ, সে সফলই বটে- আল্লাহ্‌র কসম!

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বারার সন্তানদের আমির ইব্‌ন তুফায়লের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলার জন্য নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন :

بنى ام البنين الم يرعكم * وانتم من ذوائب اهل نجد

تهكم عامر بابى براء * ليخفره وما خطأ كعمد

الا ابلغ ربيعة ذا المساعى * فما احدثت فى الحدثان بعدى

ابوك ابو الحروب ابو براء * وخالك ماجد حكم بن سعد

হে উম্মুল বানীন-এর পুত্রগণ! তোমরা নাজদের শীর্ষস্থানীয় লোক হয়েও লক্ষ্য করলে না-

আমির ইব্‌ন তুফায়ল কি আচরণ করল আবূ বারার সাথে? তার তো ইচ্ছাই ছিল আবূ বারার প্রতিশ্রুতির অবমাননা করা। ইচ্ছাজনিত অপরাধ কি অনিচ্ছাকৃত অন্যায়ের সমান হতে পারে?

সম্মানী পুরুষ রাবী'আকে এ সংবাদ পৌঁছাও। শুনে তিনি বলবেন : আমার পরে তোমরা এ কি নতুন নিয়ম উদ্ভাবন করলে? তোমার পিতা আবূ বারা ছিলেন একজন লড়াকু ব্যক্তি। আর তোমার মামা হাকাম ইব্‌ন সা'দ ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত লোক।

হাকাম ইব্‌ন সা'দ ও উম্মুল বানীনের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাকাম ইব্‌ন সা'দ হচ্ছে কায়ন ইব্‌ন জাস্‌র গোত্রের লোক। উম্মুল বানীন বলে আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সাসা'আর কন্যাকে বোঝান হয়েছে। তিনি আবূ বারার জননী। যার নাম ছিল লায়লা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাবী'আ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালিক এতে ঠিকই উত্তেজিত হয় এবং এক সুযোগে আমির ইব্‌ন তুফায়লের উপর বর্শার আঘাত হানে। আঘাত লাগে তার উরুতে। ফলে এ যাত্রা সে বেঁচে যায়। কিন্তু মারাত্মক আহত অবস্থায় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়। সে বলে উঠে : এটা আবূ বারার কর্ম। আমি যদি এতে মারা যাই, তবে আমার রক্তের দাবী আমার চাচার অধিকারে থাকল। আর যদি বেঁচে যাই, তবে আমার করণীয় আমিই দেখব।

ইব্‌ন ওয়ারাকার হত্যা

আনাস ইব্‌ন আব্বাস সুলামী ছিল তুআয়মা ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নাওফালের মামা। সে বি'রে মাউনার দিন নাফি' ইব্‌ন বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা খুযাঈকে হত্যা করেছিল। সেদিন সে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেছিল :

تركت ابن ورقاء الخزاعى ثاويا * بمع ترك تسفى عليه الاعاصر
ذكرت ابا الريان لما رائيته * وايقنت انى عند ذلك ثائر

আমি ওয়ারাকা খুযাঈর সন্তানকে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে এসেছি, যেখানে ধূলা-বালি মিশ্রিত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হয়। তার এ অবস্থা দেখে আমার আবূ রায়্যানের কথা মনে পড়ল। আমি ভেবে নিশ্চিত হলাম যে, তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পেরেছি।

আবূ রায়্যান হচ্ছে তু'আয়মা ইব্‌ন 'আদীর উপনাম।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) নাফি' ইব্‌ন বুদায়লের প্রতি শোক প্রকাশ করে বলেন :

رحم الله نافع بن بديل * رحمة المبتغى ثواب الجهاد
صابر صادق وفىّ اذا ما * اكثر القوم قال قول السداد

আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন নাফি ইব্‌ন বুদায়লের প্রতি, যেমন রহমত বর্ষিত হয় জিহাদের সওয়াব প্রত্যাশী ব্যক্তির উপর। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, বিশ্বাসী, আর মানুষ যখন আবোল-তাবোল বলতো তখনও তিনি সঠিক ও সত্য কথা বলতেন।

শহীদদের স্মরণে শোকগাথা

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বি'রে মাউনার শহীদের প্রতি শোক জ্ঞাপন করে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন। এতে বিশেষভাবে মুনযির ইব্‌ন আমরের উল্লেখ রয়েছে :

على قتلى معونة فا ستهلى * بدمع العين سحًا غيره نزر
على خيل الرسول غداة لاقوا * مناياهم ولا قتهم بقدر
اصابهم الفناء بعقد قوم * تخون عقد حبلهم بغدر
فيا لهفى لمنذر اذ تولى * وأعنق فى منيته بصبر
وكائن قد اصيب غداة ذاكم * من ابيض ماجد من سرعمرو

হে চোখ, অশ্রু বর্ষণ কর বি'রে মাউনার শহীদদের প্রতি অশ্রু বহাও অঝোর ধারায়, সামান্য নয় কিছুতেই। কাঁদ রাসূলের সৈনিকদের প্রতি, সেদিনের স্মরণে যেদিন তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছিলেন, আর মৃত্যুও তাদের আল্লাহ্‌র নির্দেশে বুকে তুলে নিচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৈনিকদের, বিশ্বাসঘাতকদের কারণে শহীদ হতে হলো, আর এ কাফিররা ছিল বিশ্বাসঘাতকতার রশিতে আবদ্ধ।

হায় আফসোস! মুনযির যে গেল আর ফিরল না।

তিনি ধৈর্যের সাথে দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন। সেদিন সকালে তিনি শহীদ হন, তিনি ছিলেন সম্মানী ও সুদর্শন পুরুষ এবং আমরের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : শেষোক্ত পংক্তিটি আবূ যায়দ আনসারী আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বি'রে মাউনার ঘটনা প্রসঙ্গে বনূ জা'ফর ইব্‌ন কিলাবের নিন্দায় আবৃত্তি করেন :

تركتم جاركم لبنى سليم * مخافة حربهم عجزا وهونا
فلو حبلا تناول من عقيل * لمد بحبلها حبلا متينا
او القرطاء ما إن أسلموه * وقدما ما وفوا اذ لا تفونا

(হে বনূ জা'ফর!) তোমরা যুদ্ধভয়ে ভীত ও নতজানু হয়ে আপন প্রতিবেশীকে বনূ সুলায়মের হাতে ছেড়ে দিলে, তারা যদি বনূ আকীল গোত্রের অংগীকারের রশি ধারণ করত, তবে তা হতো তাদের জন্য এক সুদৃঢ় রশি। কিংবা তারা যদি কুরতা গোত্রের আশ্রয় গ্রহণ করত, তবে তারা তাদের এমন ভাবে পরিত্যাগ করত না; কেননা, অংগীকার পূরণে তাদের ঐতিহ্য রয়েছে, যেখানে তোমরা অংগীকার রক্ষা কর না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কুরতা হচ্ছে হাওয়াযিন গোত্রের একটি শাখা। এক বর্ণনায় عقيل-এর স্থলে نفيل বলা হয়েছে এবং এটিই সঠিক। কেননা কুরতা গোত্র নুফায়ল গোত্রেরই বেশী নিকটবর্তী।

বনূ নাযীরের উৎখাত
[হিজরী চতুর্থ সন]

বনূ আমিরের দিয়্যাতের ব্যাপার

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা) কর্তৃক নিহত বনূ আমিরের লোক দু'টির জন্য রক্তপণ (দিয়্যাত) আদায়ের ব্যাপারে সহযোগিতা চাওয়ার জন্য রাসূলে করীম (সা) বনূ নাযীরের কাছে গেলেন। যেহেতু তিনি তাদের দু'জনকে নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান আমার নিকট এরূপ বর্ণনা করেছেন। বনূ আমির ও বনূ নাযীরের মাঝে শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি ছিল। নবী (সা) উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের দিয়্যাত আদায়ে সহযোগিতা চাইতে যখন তাদের কাছে আসলেন, তখন তারা বলল : হে আবুল কাসিম! হ্যাঁ, আপনি যেহেতু বিভিন্ন ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছেন, সেহেতু এ ব্যাপারে আমরা আপনার সহযোগিতা করব।

গোপন ষড়যন্ত্র

এরপর তারা পরস্পর মিলিত হলো। তারা বলল : দেখ এরূপ সুযোগ আর হাতে আসবে না। উল্লেখ্য, এ সময় নবী (সা) তাদের একটি ঘরের দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তারা বলল : কে আছে, যে এই ঘরের ছাদে উঠে তার উপর একটি পাথর গড়িয়ে দিবে এবং এ ভাবে তার কবল থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিবে? আমর ইব্‌ন জিহাশ ইব্‌ন কা'ব নামক তাদের একজন লোক এতে সাড়া দিল। সে বলল : আমি প্রস্তুত। প্রস্তাব মত সে পাথর গড়িয়ে দেওয়ার জন্য ছাদে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো নীচে উপবিষ্ট। তাঁর সংগে ছিলেন আবূ বকর, উমর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ কতিপয় সাহাবী।

ঠিক এই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসমান থেকে ওহী আসল। তাদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখান থেকে উঠে সোজা মদীনায় চলে গেলেন। সাহাবিগণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন দেখলেন, তিনি ফিরে আসছেন না, তখন তাঁরা তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। পথে মদীনা হতে আগমনরত এক ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হল। সাহাবিগণ তার কাছে নবী (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল : এইমাত্র তাঁকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখলাম। তাঁরা দ্রুত গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। তিনি তাদেরকে প্রকৃত ঘটনা জানালেন এবং বললেন : ইয়াহূদীরা কি ষড়যন্ত্র করেছিল! তিনি তাদেরকে বনূ নাযীরের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নবী (সা) ইব্‌ন উম্মু মাকতূমকে মদীনার ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর তিনি সদলবলে বনূ নাজীরের এলাকায় পৌছলেন এবং সেখানে ছাউনি স্থাপন করলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ ঘটনা হিজরী চতুর্থ সনের রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়। নবী (সা) তাদের ছয়দিন অবরোধ করে রাখলেন। এ সময় মদ পানের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়।

অবরোধ এবং খেজুর বৃক্ষ কর্তন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাযীর তাদের দুর্গসমূহে আশ্রয় নিল। রাসূল করীম (সা) তাদের খেজুর বাগান কেটে ফেলতে ও তা জ্বালিয়ে দিতে আদেশ করলেন। তা দেখেই ইয়াহূদীরা চিৎকার করে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি তো নাশকতামূলক কাজ করতে নিষেধ করতেন এবং কেউ করলে তার নিন্দা করতেন। এখন যে নিজেই খেজুর বাগান কাটছেন এবং তাতে অগ্নি সংযোগ করছেন?

কিছু সংখ্যক মুনাফিকের প্ররোচনা

এ সময় আওফ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি যথা-আল্লাহ্‌র দুশমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল, ওয়াদীআ মালিক ইব্‌ন আবূ কাওকাল, সুওয়ায়দ, দাইস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বনু নাযীরের কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠাল যে, তোমরা অবিচল থাক এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। আমরা কিছুতেই তোমাদের পরিহার করব না। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে আমরা তোমাদের সক্রিয় সহযোগিতা করব। তোমাদের বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব। সে মতে বনূ নাযীর তাদের সাহায্যের অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কোন সাহায্য করতে পারলো না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অনুরোধ জানাল, যেন বিনা রক্তপাতে তাদেরকে বহিষ্কৃত করা হয়। এই শর্তে যে, তারা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করে কেবল সেই পরিমাণ অস্থাবর সম্পত্তি সাথে নিয়ে যাবেন, যা তাদের উট বহন করতে পারে। তিনি তাদের আবেদন রক্ষা করলেন। তারা উটের পিঠে বহনযোগ্য মালামাল নিয়ে গেল। তাদের এক একজন কড়িকাঠ থেকে শুরু করে পুরো ঘরটাই ভেঙে উটের পিঠে তুলে নেয়। এরপর তাদের কতক খায়বরে এবং কতক শামে চলে যায়।

যারা খায়বরে চলে যায়, তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল সাল্লাম ইব্‌ন আবূ হুকায়ক, কিনানা ইব্‌ন রাবী ইব্‌ন আবূ হুকায়কা ও হুয়ায়্য ইব্‌ন আখতাব। তারা সেখানে গেলে, স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের নেতৃত্ব মেনে নিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, বনূ নাযীর তাদের নারী, শিশু ও অস্থাবর সম্পত্তি সাথে নিয়ে গিয়েছিল। ঢোল-তবলাগুলোও সাথে তুলে নিয়েছিল। তাদের নর্তকীরা পেছন থেকে বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে উরওয়া ইব্‌ন ওয়ারদ আবসীর স্ত্রী উম্মু আমরও ছিল। তারা তার স্বামীর কাছ থেকে তাকে কিনে নিয়েছিল। সে ছিল বনূ গিফার গোত্রের মহিলা।

বনূ নাযীর এত সমারোহ ও গর্বসহকারে যাচ্ছিল যে, সেকালে কোন সম্প্রদায়কে কোন কাজে এমনটি করতে দেখা যায়নি।

তারা অবশিষ্ট সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে ছেড়ে যায়। এগুলো তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে তা ব্যবহার করতেন। সুতরাং তিনি প্রথম পর্যায়ে মুহাজিরদের মাঝে তা বণ্টন করলেন এবং আনসারদের কিছুই দিলেন না। কেবল সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ ও আবূ দুজানা সিমাক ইব্‌ন খারাশা ছিলেন ব্যতিক্রম। তাদের অভাবের কথা নবী (সা)-এর কাছে বলা হলে, তিনি তাদেরকে কিছু দান করেন।

বনূ নাযীর থেকে মাত্র দু'জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের একজন ইয়ামীন ইব্‌ন উমায়র (আবূ কা'ব) ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জিহাশ এবং অন্যজন আবূ সা'দ ইব্‌ন ওয়াহাব। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের যাবতীয় সম্পত্তিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়ামীন পরিবারের জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়ামীনকে বলেছিলেন : তুমি কি লক্ষ্য করেছ, তোমার চাচাত ভাইয়ের পক্ষ হতে আমাকে কি যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছে এবং সে আমার বিরুদ্ধে কি জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল? একথা শুনে ইয়ামীন ইব্‌ন উমায়র তাঁর চাচাত ভাই আমর ইব্‌ন জিহাশকে হত্যা করার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে। বলা হয়ে থাকে, লোকটি তাকে হত্যা করেছিল।

বনূ নাযীর সম্পর্কে কুরআনে যা নাযিল হয়

বনূ নাযীর প্রসঙ্গে পূর্ণ সূরা হাশর অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বনূ নাযীরের উপর যে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেন এবং স্বীয় রাসূলকে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যেভাবে তাদেরকে দমন করেন, এ সূরায় তা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ط مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ق فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ . وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ... مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ .

তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক হতে আসল যা তাদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। তারা ধ্বংস করে ফেলল। নিজেদের ঘর-বাড়ি নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ (তাঁর পক্ষ হতে তাদের শাস্তি স্বরূপ) তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করলে তাদেরকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন এবং (সেই সঙ্গে) পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। এটা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং কেউ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর। তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে। তা এই জন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন (৫৯ : ২-৫)।

اللينة অর্থ আজওয়া ব্যতীত অন্যান্য খেজুর গাছ। فباذن الله অর্থাৎ খেজুর গাছ কাটা কোন নাশকতামূলক কাজ ছিল না, বরং তা কাটা হয়েছিল আল্লাহ্র নির্দেশে এবং এতদদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : اللينة শব্দটি الالوان হতে উদ্ভূত। বারনিয়্যা ও আজওয়া ব্যতীত অন্যান্য খেজুর গাছকে 'লীনা' বলা হয়। আবূ উবায়দা এরূপই বর্ণনা করেছেন। যু'র-রিম্মা বলেন :

كان فتودى فوقها عش طائر * على لينة سوقاء تهفو جنوبها

আমার তৈজসপত্র হাওদার উপর যেন একটি পাখির বাসা, যা স্থাপিত খেজুর গাছের শক্ত ডালের উপর, যার চারদিক থরথর করে কাঁপে।'

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

আল্লাহ্ তাদের (অর্থাৎ বনূ নাযীরের) নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান (৫৯ : ৬)।

ইব্ন হিশাম বলেন : اوجفتم অর্থ তোমরা অভিযান করেছ এবং সফরের কষ্ট স্বীকার করেছ। আমির ইব্ন সাসা'আ গোত্রীয় তামীম ইব্ন উবায়্য ইব্ন মুকবিল বলেন :

مذاويد بالبيض الحديث صقالها * عن الركب احيانا اذا الركب اوجفوا

সে সদ্য শাণিত তরবারি দ্বারা নিজ বাহিনীকে শত্রু হতে রক্ষা করে যখন সে বাহিনী অভিযান চালায়।

এটি তার যুদ্ধকালীন সময়ের একটি কবিতার অংশবিশেষ।

আবূ যায়দ তাঈ, যার নাম হলো হারমালা ইব্‌ন মুনযির বলেন :

مستفات كانهن قنا الهند * لطول الوجيف جدب المرود

তা রশি দ্বারা বাঁধা, যেন তা হিন্দুস্তানের বর্শা, বিশুষ্ক চারণভূমিতে দীর্ঘক্ষণ বিচরণের কারণে।

আবু যায়দের প্রকৃত নাম হারমালা ইব্‌ন মুনযির। এটি তার একটি কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, السناف অর্থ রশি, উঠের পেটে বাঁধা কাপড়ের থলে। الوجيف অর্থ হৃৎপিণ্ডের বা কলিজার স্পন্দন।

কায়স ইব্‌ন খাতীম জাফারী তার একটি কবিতায় বলেন :

انا وان قدموا التى علموا * اكبادنا من ورائهم تجف

তারা যা জানে তা যদি অগ্রবর্তী করে, তবে তাদের পশ্চাতে আমাদের কলিজা শুকিয়ে যাবে।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তার রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের স্বজনদের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক (৫৯ : ৭)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ

-এর অর্থ, মুসলিমগণ যেসব এলাকায় সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে জয় করে, সেখান থেকে তারা যা লাভ করে, তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ... ...।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্ বলেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ

তুমি কি দেখনি মুনাফিকদেরকে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য ও তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং তাদের অনুরূপ চরিত্রের লোকদেরকে), তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে (অর্থাৎ বনূ নযীরকে) বলে (৫৯ : ১১)।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّى بَرِىْءٌ مِّنْكَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ـ

তাদের তুলনা, তাদের অব্যবহতি পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে তারা (অর্থাৎ বনূ কায়নুকা) তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এদের তুলনা শয়তানের মত, যে মানুষকে বলে কুফরী কর, এরপর যখন সে কুফরী করে শয়তান তখন বলে : তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি। ফলে তাদের উভয়েরই পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই যালিমদের কর্মফল (৫৯ : ১৫-১৭)।

বনূ নাযীর সম্পর্কিত কবিতাবলী

বনূ নাযীর প্রসঙ্গে রচিত কবিতাসমূহের মধ্যে ইব্ন লুকায়ম আবসীর কবিতা উল্লেখযোগ্য। যথা :

اهلى فداء لامرئ غيرها لك * احل اليهود بالحسئ المزنم

আমার পরিবারবর্গ সেই অমর ব্যক্তির প্রতি উৎসর্গিত, যিনি ইয়াহূদীদেরকে পরদেশে নির্বাসন দিয়েছেন।

يقيلون فى جمر الغضاة وبدلوا * اهيضت غودى بالودى المكمم

এখন তারা গাযা বৃক্ষের জলন্ত কয়লার উপর দ্বিপ্রহরের নিদ্রা যায়। উদীর উঁচু ভূমির পরিবর্তে তারা ছোট ছোট খেজুর গাছ বিশিষ্ট নিম্নভূমি লাভ করেছে।

فان يك ظنى صادقا بمحمد * روا خيله بين الصلاو يرمرم

যদি মুহাম্মদ সম্পর্কে আমার ধারণা সঠিক হয়, তবে তোমরা তাঁর বাহিনীকে দেখবে সালা ও ইয়ারামরামের মাঝখানে।

يؤم بها عمرو بن بهثة انهم * عدو وماحى صديق كمجرم

তিনি সে বাহিনী দ্বারা আমর ইব্ন বুহছাকে বহিষ্কার করবেন, আসলে তারা ঘোরতম শত্রু। বন্ধু কি শত্রুতুল্য হতে পারে?

عليهن ابطال مساعير فى الوغى * يهزون اطراف الوشيج المقوم

সে বাহিনীতে থাকবে বীর অশ্বারোহী দল, যারা রণক্ষেত্রে দাবানল সৃষ্টি করবে, তারা আন্দোলিত করবে ঋজু বর্শার ফলক।

وكل رقيق الشفر ين مهند * تورثن من ازمان عاد وجرهم

তারা আন্দোলিত করবে দোধারী শাণিত হিন্দুস্থানের তৈরি তরবারি, যা তাঁরা আদ ও জুরহাম গোত্র হতে বংশ পরম্পরায় লাভ করেছে।

فمن مبلغ عنى قريشا رسالة * فهل بعدهم فى المجد من متكرم

কে পৌঁছে দেবে কুরায়শদের কাছে আমার এই বার্তা যে, তাদের পরেও কি দুনিয়াতে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কেউ আছে?

بان اخاكم فاعلمن محمدا * تليد الندى بين الحجون وزمزم

তাদের বল জেনে রাখ, তোমাদের ভাই মুহাম্মদ হাজূন ও যমযমের মাঝখানে দানশীলতা ও মহানুভবতার এক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

فدينوا اله بالحق تجسم اموركم * وتسموا من الدينا الى كل معظم

অতএব তোমরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার কর, তা হলে তোমাদের মর্যাদা বেড়ে যাবে। আর তোমরা বিশ্ব জগতে গৌরবের শীর্ষে পৌঁছতে পারবে।

نبى تلاقته من الله رحمة * ولا تسالوه امرغيب مرجم

তিনি নবী, তাঁর প্রতি বর্ষিত হয় আল্লাহ্‌র রহমত। তোমরা তাঁর কাছে কাল্পনিক অদৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর না।

فقد كان فى بدر لعمرى عبرة * لكم ياقريش والقليب الملمم

কসম, বদরের ঘটনায় তোমাদের জন্য শিক্ষা নিহিত রয়েছে। হে কুরায়শ! লক্ষ্য কর তোমাদের লাশে ভরা সে কুয়ার দিকে।

عذاة اتي فى الخزرجية عامدا * اليكم مطيعا للعظيم المكرم

মুহাম্মদ (সা) বনূ খাযরাজকে সাথে নিয়ে সেদিন প্রভাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যেখানে উপনীত হয়েছিলেন, তিনি মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে সেখানে পৌঁছেছিলেন।

معانا بروح القدس ينكى عدوه * رسولا من الرحمن حقا بمعلم

তিনি জিবরাঈল কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন, যিনি শত্রুদের মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করছিলেন। তিনি সত্য রাসূল হিসাবে মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এ উঁচু ভূমিতে পৌঁছেছিলেন।

رسولا من الرحمن يتلو كتابه * فلما انار الحق لم يتعلثم

তিনি রহমানের রাসূল, তিনি তার কিতাব পাঠ করেন। যখন সত্য উদ্ভাসিত হলো, তখন আর কোন দ্বিধা-সংশয় রইলো না।

ارى امره يزداد فى كل موطن * علوا لامر حمه الله محكم

আমি দেখছি, তাঁর কাজ ক্রমেই সর্বত্র বিস্তার লাভ করছে, এগিয়ে চলেছে উন্নতির দিকে যা আল্লাহ্ তাঁর জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন।

কারও মতে এ কবিতাটি কায়স ইব্‌ন বাহ্‌র ইব্‌ন তারীফ রচিত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এটা কায়স ইব্‌ন বাহ্‌র আলজাঈর কবিতা। এতে উল্লিখিত আমর ইব্‌ন বুহছা হচ্ছে বনূ গাতফান গোত্রের লোক। بالحسى المزنم শব্দ ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্য কারও সূত্রে বর্ণিত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-ও বনূ নাযীরের বহিষ্কার এবং কা'ব ইব্‌ন আশরাফের হত্যা সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন কাব্য বিশেষজ্ঞের মতে এ কবিতাটি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর নয়। বরং অন্য কোন মুসলিমের। আমি তাদের মধ্যে এমন একজনকেও পাইনি যে এটাকে আলী (রা)-এর কবিতা বলে স্বীকার করে। কবিতাটি এইরূপ :

عرفت ومن يعتدل يعرف * وايقنت حقا ولم اصدف

আমি সত্য জেনে ফেলেছি, আর যে সঠিক বুদ্ধির অধিকারী সেও একদিন জানবে, আমি সত্যে বিশ্বাস এনেছি, আর আমি কখনও মুখ ফিরিয়ে নেইনি।

عن الكلم المحكم الاى من * لدى الله ذى الرأفة الأرأف

সেই সুদৃঢ় বাণী হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে—মহা দয়াবান, করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে।

رسائل تدرس في المؤمنين * بهن اصطفى احمد المصطفى

সে তো এমন বার্তা, যা পঠিত হয় মু'মিনদের মাঝে সে বাণীর জন্য আল্লাহ্ মনোনীত করে নিয়েছেন আহমদ মুস্তফাকে।

فاصبح احمد فينا عزيزا * عزيز المقامة والموقف

ফলে আহমদ (সা) আমাদের কাছে সমাদৃত, তাঁর মান-মর্যাদা আমাদের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত।

فيا ايها الموعدوه سفاها * ولم يأت جورا ولم يعنف

অতএব, হে ঐ সমস্ত লোক, যারা নির্বুদ্ধিতাবশত তাঁকে ভয় দেখাচ্ছ, অথচ তিনি কোন যুলুম ও দুর্ব্যবহার করেননি।

الستم تخافون ادنى العذاب * وما امن الله كالاخوف

তোমরা কি আল্লাহ্‌র লাঞ্ছনাকর শাস্তিকে ভয় কর না?

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সে তো তার মত নয়, যার জীবন ভয় ও ত্রাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়।

وان تصرعوا تحت اسيافه * كمصرع كعب ابى الاشرف

তোমরা কি ভয় কর না যে, তোমাদের তাঁর তরবারির নীচে ধরাশায়ী করে হত্যা করা হবে, যেমন করা হয়েছিল কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে?

غداة رأى الله طغيانه * واعرض كالجمل الاجنف

(আর কা'বকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল) যে দিন আল্লাহ্ দেখলেন যে তার অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং সে অবাধ্য উটের মত সত্য দীন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

فانزل جبريل فى قتله * بوحى الى عبده ملطف

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কা'বকে হত্যা করার ব্যাপারে জিবরাঈল (আ)-কে ওহী সহ নিজ প্রিয়ভাজন বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে পাঠান।

فدس الرسول رسولا له * بابيض ذى هبة مرهف

সে মতে আল্লাহ্র রাসূল তাঁর একজন প্রতিনিধির হাতে গোপনে একটি চকচকে শাণিত তরবারি তুলে দিলেন।

فباتت عيون له معولات * متى ينع كعب لها تذرف

অবশেষে যখন কা'বের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হল, তখন বিলাপকারিণী নারীরা সজোরে ক্রন্দন করে অশ্রু ঝরালো।

وقلن لاحمد ذرنا قليلا * فانا من النوح لم نشتف

তারা বলল, হে আহমদ (সা)! আমাদের কাঁদতে দিন, বিলাপে আমরা এখনও পরিতৃপ্ত হইনি।

فخلاهم ثم قال اظعنوا * وحورا على رغم الانف

তিনি তাদের কিছুক্ষণ অবকাশ দিলেন, পরে বললেন, আর নয়, এবার এখান থেকে গ্লানি নিয়ে চলে যাও।

واجلى النضير الى غربة * وكانوا بدار ذى زخرف

তিনি বনূ নাযীরকে নির্বাসিত করলেন, অথচ তারা জাঁকজমকপূর্ণ আবাসস্থানে বসবাস করতো।

الى اذرعات روافى وهم * على كل ذى وبر أعجف

তিনি তাদের বহিষ্কার করে পাঠালেন আযরু'আতের দিকে, তখন তাদের দুর্দশার ছিল একশেষ। আহত ও কৃশকায় উটের পিঠে চড়ে তারা একজনের পিছে আরেকজন চড়ে যাচ্ছিল।

এর জবাবে ইয়াহূদী সিমাক আবৃত্তি করলেন :

ان تفحزوا فهوا فخر لكم * بمقتل كعب ابى الاشرف

غداة عذوتم على حتفه * ولم يأت عندا ولم يخلف

فعل الليالى وصرف الدهور * يدين من العادل المنصف

بقتل النضير واجلافها * وعقر النخيل ولم تقطف

فاو لا امت تاتكم بالقنا * وكل حسام معا مرهف

بكف كمى به يحتمى * متى يلق قرنا له يتلف

مع القوم ضخر واشياعه * اذا غاور القوم لم يضعف

كليث بترج حمى غيله * اخى غابة هاصر اجوف

কা'বকে হত্যা করে যদি তোমরা গর্ববোধ কর তবে তা করতে পার। তোমরা তো তাকে হত্যা করেছ সেই দিন, যেদিন তোমরা বের হয়েছিলে তার রক্তের নেশায়, অথচ সে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, ওয়াদাখেলাফ করেনি।

রজনীযোগে আপতিত বিপর্যয় ও কালচক্র সেই ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফকারীর প্রতিও আঘাত হানতে পারে-

যিনি বনূ নাযীর ও তার মিত্রদেরকে হত্যা করেছেন। আর কেটে সাফ করেছেন তাদের খেজুর বাগান, এখনও যার ফল তোলা হয় নি। যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে আমি বর্শা আর এমন তরবারি নিয়ে, তোমাদের সম্মুখীন হব, যা হবে অত্যন্ত শাণিত ও কর্তনকারী। তা শোভা পাবে এমন সাহসী যোদ্ধার হাতে, যা নিয়ে সে লড়াই করবে অমিততেজে, আর শত্রুকে ধ্বংস করবে।

তাদের সাথে থাকে সাখর (আবূ সুফিযান) ও তার দলের লোক; আর সাখর যে দলে থাকে, তাদের মনে কোন ভয়-ভীতি থাকে না। সে তো তারাজ পর্বতের সিংহের মত, যে নিজের ঝোপঝাড় সুরক্ষিত রেখে বনে শিকার করে বেড়ায় এবং শিকার ছিড়ে ফেড়ে নিজের উদর পূর্তি করে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাযীরের বহিষ্কার ও কা'ব ইব্‌ন আশরাফের হত্যার ঘটনা উল্লেখ করে কা'ব ইব্‌ন মালিক নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন :

لقد خزيت بغدرتها الحبور * كذاك الدهر ذوصرف يدور

ইয়াহূদী পণ্ডিতরা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে লাঞ্ছিত হয়েছে। এভাবেই কালচক্র বিপর্যয় নিয়ে আবর্তন করে থাকে।

وذالك انهم كفروا برب * عزيز امره امر كبير

এর কারণ, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রতিপালকের সংগে কুফরী করেছিল, যাঁর ব্যবস্থা অতি কঠোর।

وقد اوتوا معا فهما وعلما * وجاءهم من الله النذير

অথচ তাদের একইসাথে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক দেওয়া হয়েছিল। তদুপরি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের নিকট এসেছিলেন একজন সতর্ককারী।

نذير صادق ادى كتابا * وايا مبينة تنير

তিনি সত্য সতর্ককারী, মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সুস্পষ্ট ও প্রোজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ।

فقالوا ما ا تيت بامر صدق * وانت بمنكر منا جدير

কিন্তু তারা বলল : তুমি কোন সত্য দীন নিয়ে আসনি। তুমি আমাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ারই উপযুক্ত।

فقال بلى لقد اديت حقا * يصدقنى به الفهم الخبير

তিনি বললেন : আমি তো আমার হক আদায় করেছি, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীজনরা আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে।

فمن يتبع يهد كل رشد * ومن يكفر به يجز الكفور

সুতরাং যারা তাঁর অনুসরণ করবে, তারা সর্বপ্রকার কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। আর যারা তাকে অস্বীকার করবে, তারা তাদের কুফরীর শাস্তিভোগ করবে।

فلما اشربوا غدرا وكفرا * وحاد بهم عن الحق النفور

তারা যখন বিশ্বাসঘাতকতা ও কুফরীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল এবং তাদের উন্নাসিকতা তাদেরকে সত্য হতে করল বিমুখ।

ارى الله النبى برأي صدق * وكان الله يحكم لايجور

তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সঠিক ফয়সালা দান করেন, আল্লাহ্র ফয়সালা সঠিকই হয়, তিনি যুলুম করেন না।

فايده وسلطه عليهم * وكان نصيره نعم النصير

তিনি তাঁর নবীর সাহায্য করলেন, তাঁকে তাদের উপর কর্তৃত্ব দান করলেন : বস্তুত আল্লাহ্ তাঁর সাহায্যকারী এবং তিনি কত উত্তম সাহায্যকারী।

فغودر منهم كعب صريعا * فذل بعد مصرعه النضير

ফলে তাদের মধ্য থেকে কা'বকে হত্যা করা হলো, তার হত্যার পরপর বনূ নাযীরও অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হলো।

على الكفين ثم وقد علته * بايدينا مشهرة ذكور

খাপমুক্ত শাণিত তরবারি আমাদের হস্তগত হলো। এরপর তা উত্তোলিত হয়ে আঘাত হানল তার উপর।

بامر محمد اذ دس ليلا * الى كعب اخاكعب يسير

এটা করা হয়েছে মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশে, যখন তিনি কা'ব এর ভাইকে সে রাতে কা'বের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে বললেন।

فماكره فانزله بمكر * ومحمود اخو ثقة جسور

নির্দেশমত সে গিয়ে কৌশল অবলম্বন করল, ছলেবলে তাকে নামিয়ে আনল ঘরের বার। তার সাথে ছিল মাহমূদ অতি নির্ভরযোগ্য ও সাহসী লোক।

فتلك بنو النضير بدار سوء * ابارهم بما اجترموا المبير

এই বনূ নাযীর অতি নিকৃষ্ট ছিল যাদের অবস্থান। তাদের দুষ্কর্মের কারণে ধ্বংসকারী (আল্লাহ্) তাদের ধ্বংস সাধন করেছেন।

غداة اتاهم فى الزحف رهوا * رسول الله وهو بهم بصير

এটা ঘটেছিল সেই দিন, যেদিন আল্লাহ্‌র রাসূল বীরত্বের সাথে সৈন্য দল নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেছিলেন। বস্তুত: তিনি ছিলেন তাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

وغسان الحماة موازروه * على الاعداء وهو لهم وزير

তার সাহায্যকারী লোকজন দুশমনদের বিরুদ্ধে অমিততেজা বিক্রমে তাঁর সহায়তা করে যাচ্ছিল। তিনি ছিলেন তাদের পরামর্শদাতা।

فقال السلم ويحكم فصدوا * وحالف امرهم كذب وزور

তিনি তাদের বললেন, ধিক! তোমরা আত্মসমর্পণ কর। কিন্তু তারা তা করল না। মিথ্যা ও অসত্যবৃত্তি তাদের বিশ্বস্ততার অপমৃত্যু ঘটাল।

فذاقوا غب امرهم وبالا * لكل ثلاثة منهم بعير

সুতরাং তারা তাদের দুষ্কৃতির পরিমাণ ভোগ করল। তাদের প্রতি তিনজনের জন্য ছিল একটি উট।

واجلوا عامدين لقينقاع * وغودر منهم نخل ودور

তারা বনূ কায়নুকার উদ্দেশ্যে নির্বাসন গ্রহণ করল। আর পেছনে তাদের খেজুর বাগান ও ঘর-বাড়ী পড়ে থাকলো।

এর জবাবে ইয়াহূদী সিমাকের কবিতা

ارقت وضافنى هم كبير * بليل غيره ليل قصير

এক মহা-দুশ্চিন্তা আমার অতিথি হয়ে আসল, তার জন্য আমি বিনিদ্র রজনী কাটালাম, যার তুলনায় আর সব রাত একেবারেই ছোট।

ارى الاحبار تنكره جميعا * وكلهم له علم خبير

আমি দেখি আমাদের ধর্মযাজকগণ এটাকে কোন আমলই দেয় না, অথচ তাদের প্রত্যেকেই জ্ঞানী পণ্ডিত।

وكانوا الدارسين لكل علم * به التوراة تنطق والزبور

তারা সব ধরনের জ্ঞানের শিক্ষাদান করেন। তাওরাত ও যাবূর এ কথার সাক্ষ্য দেয়।

قتلتم سيد الاحبار كعبا * وقدما كان يأمن من يجير

তোমরা জ্ঞানীদের মধ্যমণি কা'বকে হত্যা করেছ। অথচ তিনি যাকে আশ্রয় দিতেন, সে নিরাপত্তা লাভ করতো।

تدلى نحو محمود اخيه * ومجود سريرته الفجور

তোমরা তার ভাই মাহমূদকে দিয়ে এসব করাচ্ছ, অথচ পাপাচার মাহমূদের মজ্জাগত।

فغادره كان دما نجيعا * يسيل على مدارعه العبير

সে তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। তার কাপড়ে প্রবাহিত তাজা রক্ত হতে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল জাফরানের সুবাস।

فقد وابيكم وابى جميعا * اصيب اذا اصيب به النضير

তোমাদের এবং আমার বাপের কসম! কা'বের উপর যে বিপদ আপতিত হয়, তা বনূ নাযীরের উপরও আসে।

فان نسلم لكم نترك رجالا * بكعب حولهم طير تدور

আমরা যদি নিরাপদে বেঁচে থাকি, তবে কা'বের বদলে তোমাদের অনেক লোককে হত্যা করব, যাদের লাশের উপর ঝাঁক ঝাঁক শকুন পড়বে।

كانهم عتائر يوم عيد * تزع وهى ليس لها نكير

মনে হবে তারা যেন কুরবানীর ঈদের পশু, যাদের যবাই করা হয়, তাতে কেউ বাধা দেওয়ার থাকে না।

ببيض لا تليق لهن عظما * صوافى الحد اكثرها ذكور

এমন তরবারি দ্বারা তাদের যবাই করা হবে, যা তাদের হাড়গোড়ও আস্ত রাখবে না, যা খুবই ধারাল, অত্যন্ত মজবুত।

كما لاقيتم من بأس صخر * باحد حيث ليس نصير

ঠিক তেমনি দশা তোমাদের ঘটাব, যেমনটি তোমাদের ঘটেছিল সাখর (আবূ সুফিয়ান)-এর পক্ষ হতে, উহুদ প্রান্তরে আর সেখানে তোমাদের সাহায্য করার কেউ ছিল না।

সুলায়ম গোত্রের কবি আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস বনূ নাযীরের প্রশংসায় নিম্নের কবিতাটি রচনা করে

لو ان اهل الدار لم يتصدعوا * رأيت خلال الدار ملهى وملعبا

বাড়ির মানুষ বিক্ষিপ্ত না হয়ে গেলে, তুমি বাড়ির আঙিনায় খেলাধূলার প্রশস্ত জায়গা দেখতে পেতে।

فانك عمرى هل أريك ظعائنا * سلكن على ركن الشطاة فثيأبا

আল্লাহ্‌র কসম! তুমি বল, আমি কি তোমাকে আমাদের উষ্ট্রারোহী নারীদের দেখাব? যারা 'শাত্তাত'-এ এবং 'তায়আব'-এ চলাফেরা করে?

عليهن عين من ظباء بالة * اوانس يصبين الحليم المجربا

তাবালার হরিণীদের মত ডাগর ডাগর তাদের চোখ। তারা প্রেমময়ী যারা অভিজ্ঞ আত্মসংযমীকেও দিশেহারা করে দেয়।

اذا جاء باغى الخير قلن فجاءة * له بوجوه كالدنانير مرحبا

যখন তাদের কাছে কেউ ভাল উদ্দেশ্যে আসে, তখনই তারা দীনার তুল্য চকচকে চেহারায় হাসি ফুটিয়ে বলে- স্বাগতম—!

واهلا فلا ممنوع خير طلبته * ولا انت تخشى عندنا ان تؤنبا

তুমি আপনজনদের কাছে এসেছ। যা কিছু ভাল তুমি পেতে চাইবে, তাতে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না। আর আমাদের কাছে তোমার কোন কটুবাক্য শোনার ভয় নেই।

فلا تحسبى كنت مولى ابن مشكم * سلام ولامولى حى بن اخطبا

তুমি আমাকে মনে করোনা যে, আমি সাল্লাম ইব্‌ন মিশকাম কিংবা হুয়ায়্য ইব্‌ন আখতাবের মিত্র।

আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের খাউওয়াত ইব্‌ন জুবায়র উক্ত কবিতার জবাবে বলেন

تبكى على قتلى يهود وقد ترى * من الشجو لو تبكى احب واقربا

তুমি ইয়াহুদীদের নিহত ব্যক্তিদের শোকে চোখের পানি ফেলছ। অথচ তুমিও জান, শোক অপেক্ষা কান্নাটা প্রকাশ করাই তোমার কাছে অধিক প্রিয়।

فهلا على قتلى ببطن ارينق * بكيت ولم تعول من الشجو مسهبا

বাতনে উরায়নিকে যারা প্রাণ হারাল, তাদের দুঃখে তুমি কাঁদলে না কেন? তুমি তো তাদের শোকে হাউ-মাউ করে কাঁদলে না।

اذا السلم دارت فى صديق رددتها * وفى الدين صدادا وفى الحرب ثعلبا

এক বন্ধুর ব্যাপারে যখন সন্ধির আলোচনা চলছিল, তখন তুমি তা পণ্ড করে দিলে, দীনী বিষয়ে বাধা দানে তুমি তৎপর, অথচ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তুমি যেন খেঁকশেয়াল।

عمدت الى قد ولقومك تبتغى * لهم شبها كيما تعز وتغلبا

তুমি তোমার স্বগোত্রের সমতুল্য হওয়ার জন্য তাদের আভিজাত্যের ধ্বজা ধরেছ। আসলে তুমি একজন সম্মান ও ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী।

فانك لما ان كفلت تمدحا * لمن كان عيبا مدحه و تكذبا

তুমি যাদের প্রশংসায় মত্ত হয়েছ, আসলে তাদের প্রশংসা তো প্রশংসা নয়, বরং তা দূষণীয় এবং মিথ্যাচারে ভরা।

رحلت بامر كنت اهلا لمثله * ولم تلف فيهم قائلا لك مرحبا

তুমি যে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছ, তা তোমার মত অথর্ব ব্যক্তিরই কাজ আর সে জন্যই তোমার গোত্রে তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার মত একজন লোকও পেলে না।

فهلا الى قوم ملوك مدحتهم * تبنوا من العز المثول منصبا

আচ্ছা, তুমি সেই রাজকীয় ব্যক্তিত্বধারী সম্প্রদায়ের কেন প্রশংসা করলে না, যারা ঐতিহ্যবাহী মর্যাদার আকাশচুম্বী ইমারত নির্মাণ করেছে?

الى معشر صاروا ملوكا وكرموا * ولم يلف فيهم طالب العرف مجدبا

যে জাতি আপন গৌরবে বাদশাহী প্রতিষ্ঠা করেছে, আর পেয়েছে অশেষ মর্যাদা। (তাদের কি আত্মমর্যাদাবোধ!) চরম দুর্ভিক্ষেও তাদের কাউকেও অন্যের কৃপাপ্রার্থী হতে দেখা যায়নি।

اولئك اجرى من يهود بـمدحة * تراهم وفيهم عزة المجد ترتبا

ইয়াহূদী অপেক্ষা তারাই অধিক প্রশংসারযোগ্য। তুমি দেখবে, তাদের মাঝে মান-মর্যাদা কত মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

খাউওয়াতের উক্ত কবিতার প্রতি -উত্তরে আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আরো বলে

هجوت صريح الكاهنين وفيكم * لهم نعم كانت من الدهر ترتبا

তুমি (ইয়াহূদী) কাহিন (নামক) কুলীন গোত্রদ্বয়ের প্রতি ব্যঙ্গ করলে, অথচ তোমাদের প্রতি রয়েছে তাদের অশেষ অনুগ্রহ, যা যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত।

اولئك اجرى لو بكيت عليهم * وقومك لو ادى من الحق موجبا

তারাই তো এর বেশী যোগ্য ছিল যে, তুমি তাদের সহমর্মিতায় চোখের পানি ফেলতে এবং তোমার জাতিও তাদের কৃতজ্ঞতা আদায়ের কর্তব্য পালন করত।

من الشكر ان الشكر خير مغبة * واوفق فعلا للذى كان اصوبا

বস্তুত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে উৎকৃষ্টতম বদলা। একজন সঠিক বিবেকবানের জন্য এটাই শ্রেষ্ঠ কর্মপন্থা।

فكنت كمن امسى يقطع رأسه * ليبلغ عزا كان فيه مركبا

কিন্তু তুমি তো সেই ব্যক্তির মত হয়ে গেছ, প্রতিপত্তি লাভ যার একমাত্র উদ্দেশ্য, আর এজন্য যে নিজের মাথা কেটে দিতেও প্রস্তুত।

فبك بنى هارون واذكر فعالهم * وقتلهم للجوع اذ كنت مجدبا

তোমার তো উচিত হারূনের বংশধরদের প্রতি চোখের পানি ফেলা এবং তাদের অবদানের কথা স্মরণ করা, ভুলে যেও না, অনাহারে তোমরা যখন মারা যাচ্ছিলে, তখন তারা তোমাদের জন্য কিভাবে পশু যবাই করত।

أخوات أذر الدمع بالدمع وابكهم * واعرض عن المكروه منهم ونكبا

হে খাউওয়াত! তাদের সে অশ্রুর বিনিময়ে তুমিও অশ্রু প্রবাহিত কর। তাদের জন্য কাঁদ এবং যা তাদের জন্য পীড়াদায়ক ও অপসন্দনীয় তা পরিহার কর।

فانك لو لا فيتهم فى ديارهم * لا لفيت عما قد قول منكبا

তুমি যদি তাদের দেশে গিয়ে তাদের সাথে মিশতে, তা হলে এখন যা-কিছু বলছ, তা থেকে অবশ্যই নিজেকে দূরে রাখতে।

سراع الى العليا كرام لدى الوغى * يقال لباغى الخير اهلا ومرحبا

---

১. অর্থাৎ বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীর। এদের ধারণা, তারা হারূন (আ)-এর বংশধর।

তারা ঊর্ধ্বগামিতায় বেগবান, রণক্ষেত্রে সজ্জন, কল্যাণপ্রার্থীর জন্য তাদের দুয়ার সদা খোলা, তারা তাকে জানায় স্বাগতম।

এর জবাবে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন, কিংবা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা), যেমন ইব্‌ন হিশাম উল্লেখ করেছেন :

لعمرى لقد حكت رحى الحرب بعدما * اطار لوياقبل شرقا ومغربا

আমার জীবনের শপথ! যুদ্ধচক্র ইতঃপূর্বে লুআঈ গোত্রকে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানোর পর, এখন আবার পিষ্ট করছে-

بقية ال الكاهنين وعزها * فعاد ذليلا بعد ما كان اغلبا

কাহীন গোত্রদ্বয়ের অবশিষ্ট লোকদের মান-ইজ্জতকে । তারা ছিল প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, কিন্তু এখন তা লাঞ্ছনায় পর্যবসিত হয়েছে।

فطاح سلام وابن سعية عنوة * وقيد ذليلا للمنايا ابن اخطبا

কাজেই সালাম ও ইব্‌ন সায়াকে তো শক্তি প্রয়োগ করে ধ্বংস করা হয়েছে। আর আখতাবের ছেলেকে মৃত্যু অত্যন্ত হীন অবস্থায় শিকল পরিয়ে দিয়েছে।

واجلب يبغى العز والذل يبتغى * خلاف يديه ما جنى حين اجلبا

সে (আখতারের ছেলে) তো নিজ মর্যাদা কায়েম রাখার শেষ চেষ্টা স্বরূপ লোক জড়ো করতে চাচ্ছিল, কিন্তু তার কৃত অপরাধরাশি অপরদিকে তার আরও লাঞ্ছনা কামনা করছিল।

كتارك سهل الارض والحزن همة * وقد كان ذافى الناس اكدى واصعبا

সে তো ঐ ব্যক্তির মত, যে সুগম ভূমি পরিহার করছে, আর দুর্গম ভূমি তাকে ক্রমে টেনে নিচ্ছে নিজের দিকে। বস্তুত এটা মানুষের কাছে অতি কঠিন ও কষ্টদায়ক হয়ে থাকে।

وشأس وعزال وقد صليا بها * وماغيبا عن ذاك فيمن تغيبا

শাস ও আয্‌যালও যুদ্ধ করেছিল এবং তারাও যুদ্ধচক্রের কষ্ট স্বীকার করেছিল, কিন্তু এজন্য তারা তাতে অনুপস্থিত থাকেনি।

وعوف بن سلمى وابن عوف كلاهما * وكعب رئيس القوم حان وحيبا

আর আওফ ইব্‌ন সালামা ও ইব্‌ন আওফ উভয়ে এবং গোত্রপতি কা'ব ধ্বংসের সম্মুখীন হয় এবং ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বিদায় নেয়।

فبعدا وسحقا للنضير ومثلها * ان اعقب فتح او أن الله أعقبا

বনূ নাযীর এবং তাদের অনুরূপ লোকদের প্রতি লানত ও অভিশাপ, হয়ত বিজয় তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে, অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে তা অন্যদের দান করেছেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আবূ আমর মাদানী বর্ণনা করেন যে, বনূ নাযীরকে বহিষ্কার করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ মুস্তালিকের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। বনূ মুস্তালিক যুদ্ধের ঘটনা ইনশাআল্লাহ্ সামনে ইবন ইসহাক যেখানে বর্ণনা করেছেন, সেখানে আমি বর্ণনা করব।

যাতুর রিকা' অভিযান
[হিজরী চতুর্থ সন]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাযীরের বহিষ্কারের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রবিউস ছানী মাস ও জুমাদাল উলার প্রথম কয়েক দিন মদীনায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি নাজ্‌দ এলাকায় বনূ মুহারিব, বনূ ছা'লাবা ও গাতফানের শাখা গোত্র বনূ ছা'লাবার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তিনি আবূ যার গিফারী (রা)-কে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কারোও মতে উসমান (রা)-কে দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। ইব্‌ন হিশাম এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাখলা নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। এটাই যাতুর রিকা'র গাযওয়া।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ যুদ্ধাভিযানকে যাতুর রিকা' বলার কারণ হচ্ছে যে, তাঁরা তাঁদের পতাকাগুলোতে রিকা' অর্থাৎ তালি লাগিয়েছিলেন। কেউ বলেন, যাতুর রিকা' তথাকার এক প্রকার বৃক্ষের নাম। সে নামেই এ যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে 'যাতুর রিকা'র গাযওয়া।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ স্থানে গাতফান গোত্রের এক বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হন। উভয় পক্ষ পরস্পরের কাছাকাছি এগিয়ে আসে। তবে শেষ পর্যন্ত আর যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। উভয় পক্ষেই একে অন্যের দিক থেকে খুবই শংকিত ছিল। এমনকি নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সালাতুল খাওফ (ভীতি অবস্থার সালাত– আদায় করেন। অবশেষে তিনি তাঁদের নিয়ে প্রস্থান করেন।

সালাতুল খাওফ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি সালাতুল খাওফ সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদল সাহাবীকে নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফেরান। তখন অন্য একদল ছিল শত্রুর মুখোমুখী। এরপর তারা চলে আসল এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে আবার দু'রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফেরান।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবদুল ওয়ারিস আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আইউব বর্ণনা করেন আবূ যুবায়র হতে এবং তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে দুই কাতারে বিন্যস্ত করে আমাদের সকলকে নিয়ে প্রথম রাক'আতের রুকূ' করলেন। তারপর তিনি সিজদায় গেলেন একং প্রথম কাতারের লোকেরাও তার অনুসরণ করল। তারা সিজদা হতে মাথা তুললে পরবর্তী কাতারের লোকেরা নিজ নিজ সিজদা আদায়

করল। এরপর প্রথম কাতার পেছনে সরে আসল এবং পেছনের কাতার সামনে তাদের স্থানে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকলকে নিয়ে রুকূ' করলেন। তারপর তিনি সিজদায় গেলেন এবং তাঁর কাছের লোকেরাও সিজদা করল। তাঁরা সিজদা হতে মাথা তুললে পেছনের কাতারের লোকেরা নিজেদের সিজদা সম্পন্ন করল। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সকলকে নিয়ে একসাথে রুকূ' করল এবং উভয় কাতারই দু'টি সিজদা নিজ নিজভাবে আদায় করল।

ইব্ন হিশাম বলেন : আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন সাঈদ তানূরী বর্ণনা করেন যে, আইউব, নাফি' থেকে এবং তিনি ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : সালাতুল খাওফে একদল মুজাহিদ ইমামের সাথে দাঁড়াবে, আরেক দল থাকবে শত্রুর মুখোমুখী। ইমাম তাদের নিয়ে সিজদাসহ এক রাক'আত আদায় করবেন। এরপর সে দল পেছনে সরে শত্রুর মুখোমুখী হবে এবং অন্যদল সামনে চলে আসবে। ইমাম তাদের নিয়ে সিজদাসহ এক রাক'আত আদায় করবেন। এরপর উভয় দল আলাদা-আলাদা ভাবে এক রাকা'আত আদায় করে নিবে। এভাবে তাদের, ইমামের সাথে হবে এক রাক'আত এবং ইমাম থেকে আলাদা ভাবে হবে এক রাক'আত।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার কাছে আমর ইব্ন উবায়দ, হাসান বসরী থেকে এবং তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, বনূ মুহারিব গোত্রের গাওরোছ নামক জনৈক ব্যক্তি গাতফান ও মুহারিব গোত্রকে বলল : আমি তোমাদের পক্ষ থেকে মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেলব কি ? তারা বলল : অবশ্যই, তবে কি উপায়ে ? সে বলল : অতর্কিত আক্রমণ করে ? রাবী বলেন : তখন লোকটি দুরভিসন্ধি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হল। আর এ সময় তিনি বসা ছিলেন এবং তাঁর তরবারিটি ছিল তাঁর কোলের উপরে। সে বলল : হে মুহাম্মদ। আপনার তরবারিটি দেখতে পারি ? তিনি বললেন : দেখ। তাঁর তরবারিটি ছিল রূপার কারুকার্য খচিত। ইব্ন হিশাম এরূপ বলেছেন। তরবারিটি হাতে নিয়ে সে ঘুরাতে লাগল। কিন্তু যখনই সে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তখনই আল্লাহ্ তার অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। শেষ পর্যন্ত সে বলে : হে মুহাম্মদ! আপনি আমাকে ভয় পান না ? তিনি বললেন : মোটেই না, কেন তোমাকে ভয় পাব ? সে বলল : বাহ্ আমার হাতে তরবারি রয়েছে আর আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছে না ? তিনি বললেন : না, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করবেন। অবশেষে সে বিনাবাক্যে তরবারিটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে ফিরিয়ে দিল। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হাত তুলতে চেয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আর আল্লাহ্রই প্রতি মু'মিনগণ নির্ভর করুক (৫ : ১১)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, উল্লেখিত আয়াত বনূ নাযীর গোত্রের আমর ইব্‌ন জিহাশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করেছিল, সে সম্পর্কেই নাযিল হয়। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ওয়াহাব ইব্‌ন কায়সান আমার নিকট জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি একটি দুর্বল উটে সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে নাখলের যাতু'র রিকা' অভিযানে বের হই। অভিযান শেষে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরে চললেন, তখন আমার সাথীরা দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল, আর আমি পেছনে পড়ে যেতে লাগলাম। পেছন দিক থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে আমাকে ধরে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : হে জাবির! তোমার কি অবস্থা ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমার উটটি পেছনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন : উটটি বসাও। তখন আমি আমার উটকে বসালাম। তিনিও তাঁর নিজ উটটি বসালেন। তারপর বললেন : তোমার হাতের লাঠিটা আমাকে দাও, কিংবা গাছ থেকে আমার জন্য একটি লাঠি কেটে আন। আমি তার নির্দেশ পালন করলাম। তিনি লাঠিটা হাতে নিয়ে উটটিকে কয়েকটি গুতাঁ মারলেন। এরপর বললেন : এবার ওর পিঠে সওয়ার হও। আমি সওয়ার হলাম। উটটি এবার ছুটে চলল। সেই সত্তার কসম! যিনি তাঁকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন; তখন আমার উটটি তাঁর উটের সমান চলতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমার কথাপোকথন হচ্ছিল। তিনি বললেন : হে জাবির! তোমার এ উটটি কি আমার কাছে বিক্রি করবে ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! বরং আমি একটি আপনাকে উপহার দেব। তিনি বললেন : না—তার চাইতে আমার কাছে বিক্রিই কর। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তাহলে আপনি এর দাম বলুন। তিনি বললেন : এটি আমি এক দিরহামে কিনব। আমি বললাম : তা হবে না। এতে আমার ভীষণ ঠকা হবে। তিনি বললেন : তা হলে দুই দিরহামই দেব ? আমি বললাম : তাতেও হবে না। তিনি ক্রমাগত দাম বাড়াতে থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত এক উকিয়া পর্যন্ত পৌঁছলেন। তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি এই দামে খুশী তো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : তা হলে ওটা আপনি নিতে পারেন। তিনি বললেন : আমি নিলাম। এরপর বললেন : হে জাবির, তুমি কি বিয়ে করেছ ? আমি বললাম : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কুমারী না বিধবা ? আমি বললাম : বিধবা। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করলে না কেন, তা হলে পরস্পরে বেশ আমোদ করতে পারতে ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি সাতটি মেয়ে রেখে গেছেন। তাই আমি একটি পূর্ণ বয়স্কা অভিজ্ঞ মহিলা বিয়ে করেছি, যাতে সে ওদের সকলের দায়-দায়িত্ব ও লালন-পালনের ভার নিতে পারে। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তুমি ঠিকই করেছ। শোন, আমরা যদি সিরার[১] পৌঁছতে পারি তা হলে সেখানে কয়েকটি উট যবাই করতে বলব। তা যবাই করা হবে।

১. সিরার মদীনার তিন মাইল দূরে একটি জায়গার নাম।

আমরা সেদিন সেখানেই কাটিয়ে দেব। তোমার স্ত্রী তা শুনে আমাদের জন্য বালিশের ব্যবস্থা করবে। আমি বললাম, হে রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের কোন বালিশ নেই। তিনি বললেন, শীঘ্রই হবে। তুমি সেখানে পৌঁছে বুদ্ধিমানের মত কাজ করো।

আমরা যখন সিরার পৌঁছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে কয়েকটি উট যবাই করা হলো। সেদিন সেখানেই অবস্থান করলাম। সন্ধ্যাকালে তিনি মদীনায় প্রবেশ করলেন। আমরাও তাঁর অনুসরণ করলাম। আমি স্ত্রীকে গিয়ে সব ঘটনা জানালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে যা-যা বলেছেন তাও তাকে শুনালাম। সব শুনে সে বলল : তা হলে আমার কথা শোন-রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শিরোধার্য করাই আমাদের কর্তব্য।

সকালবেলা আমি উটের লাগাম ধরে অগ্রসর হলাম এবং তার ঘরের দরজার সামনে নিয়ে বাঁধলাম। এরপর তাঁর কাছাকাছি মসজিদে গিয়ে বসলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে আসলেন। উটটির প্রতি চোখ পড়তেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটি কি ? সাহাবিগণ উত্তর দিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ উটটি জাবির নিয়ে এসেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : জাবির কোথায় ? এই বলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন : হে ভাতিজা! উটের লাগাম হাতে নাও। এটি তোমার। তারপর বিলালকে ডেকে বললেন, জাবিরকে নিয়ে যাও এবং তাকে এক উকিয়া স্বর্ণ প্রদান কর। আমি তাঁর সাথে গেলাম। তিনি আমাকে এক উকিয়া এবং আরও কিছু বেশী দিলেন।

জাবির (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম, এরপরেও উটটি দ্বারা এভাবেই আমাদের সমৃদ্ধি সাধিত হতে থাকে। আমাদের পরিবারে এটাকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখা হত। শেষ পর্যন্ত সেটি হার্‌রার[১] হৃদয়-বিদারক ঘটনার দিন মারা যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমার চাচা সাদাকা ইব্‌ন ইয়াসার, আকীল ইব্‌ন জাবির থেকে এবং তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে নাখ্‌লের যাতুর রিকা' অভিযানে বের হই। এসময় আমাদের এক ব্যক্তি জনৈক মুশরিক ব্যক্তির স্ত্রীকে হত্যা করে। তার স্বামী তখন বাড়িতে ছিল না।

---

১. হাররা তথা 'হাররাতু ওয়াকিম' মদীনার পূর্ব পার্শ্বস্থ প্রস্তরময় ভূমির নাম। হি. ৬৩ সালে ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার আমলে এখানেই তার সেনাপতি মুসলিম (মদীনাবাসীদের ভাষায় মুসরিফ--সীমালংঘনকারী) ইব্‌ন উকবার সাথে মদীনাবাসীদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তাদের পরাজয় ঘটে। ইব্‌ন উক্‌বার হাতে প্রায় এক হাজার সাত শ' মুহাজির ও আনসার শাহাদত বরণ করেন। এ ছাড়া আরও অগণিত লোক। অতঃপর তার বাহিনী সেখানে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। হযরত জাবির (রা) তখন অন্ধ। এদিন তিনি মদীনার অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে নিহতদের খোঁজ নিচ্ছিলেন। তাঁর বেদনাহত কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল ধ্বংস হোক সে, যে আল্লাহর রাসূল (সা)-এর অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে। একথা শুনে এক ব্যক্তি বলল, কে আবার আল্লাহ্‌র রাসূলের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সে আমার দু'পাজরের মাঝখানেই তা করে। একথা শুনে তারা প্রচণ্ড ক্ষেপে যায় এবং তাকে হত্যা করার জন্য তুলে লয়। কিন্তু মারওয়ানের হস্তক্ষেপে তিনি বেঁচে যান। মারওয়ান তাকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। (বিস্তারিত দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৮খ, ২২৮--অনুবাদক)।

আমরা সেখানে থেকে প্রস্থান করার পর সে বাড়িতে আসে এবং ঘটনা জানতে পারে। তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে শপথ করে, মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গীদের মাঝে রক্তপাত না ঘটিয়ে সে ক্ষান্ত হবে না। এই বলে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণে বের হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পথিমধ্যে এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আজ রাতে কে আমাদের পাহারা দেবে ? তখন একজন মুহাজির ও একজন আনসার সাহাবী একযোগে সাড়া দিলেন। আমরা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বললেন : তোমরা গিরিপথের মুখে পাহারারত থাকবে।

জাবির (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবিগণকে নিয়ে একটি গিরিপথের যাত্রা বিরতি করে ছিলেন।

উক্ত সাহাবীদ্বয়ের একজন ছিলেন আমার ইব্ন ইয়াসির (রা) এবং অপরজন ছিলেন উব্বাদ ইব্ন বিশর (রা)। ইব্ন হিশাম এরূপই বলেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারা দু'জন গিরিপথের মুখে পৌঁছলে আনসার ব্যক্তি মুহাজিরকে বললেন : আমি কি প্রথম রাতে পাহারা দেব, না শেষ রাতে, কোনটা তোমার পছন্দ ? মুহাজির বললেন : তুমি প্রথম রাতেই দাও।

সেমতে মুহাজির ব্যক্তি শুয়ে নিদ্রা গেলেন। আর আনসার সাহাবী সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমনি মুহূর্তে উপরোক্ত মুশরিক সেখানে উপস্থিত। সে একটি ছায়ামূর্তি দেখে বুঝে ফেলল ইনি মুসলিমদের একজন প্রহরী। সে তাকে লক্ষ্য করে একটি তীর ছুঁড়ল। তীরটি তাঁর দেহে বিদ্ধ হল। তিনি সেটি টেনে বের করে পাশে রেখ দিলেন এবং আগের মত সালাতে স্থির থাকলেন। আততায়ী আরও একটি তীর ছুঁড়ল এবং এটিও তার দেহ ভেদ করল। তিনি এ তীরটিও টেনে বের করে ফেললেন এবং পাশে রেখে দিয়ে সালাত আদায়ে অবিচল থাকলেন। ঘাতক তৃতীয় তীর ছুঁড়ল এবং সেটিও তাঁকে বিদ্ধ করল। তিনি এবারও তা টেনে বের করলেন এবং পাশে রেখে দিয়ে রুকূ'-সিজদা শেষ করলেন। তারপর সঙ্গীকে ডেকে জাগলেন। বললেন : উঠ, আমি মারাত্মক আহত হয়েছি। এ শুনে মুহাজির সাহাবী ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। আততায়ী তাদের দু'জনকে দেখে বুঝে নিল যে তারা তাকে টের পেয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে পালিয়ে গেল।

মুহাজির ব্যক্তি তার আনসার সাথীর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বলে উঠলেন : সুবহানাল্লাহ্! ভাই তুমি আমাকে প্রথমেই কেন ডাকলে না ? তিনি বললেন : আমি একটি সূরা তিলাওয়াত করছিলাম। তা শেষ না করে থামতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু সে যখন ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করতেই থাকল, তখন অগত্যা রুকূ'-সিজদা শেষ করে তোমাকে জাগালাম। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে যে পাহারার দায়িত্ব দিয়েছেন, তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা না থাকলে আমি কিছুতেই তিলাওয়াত ক্ষান্ত করতাম না–তা হয় আমি শেষ হতাম, নয়ত সূরা শেষ হত।

ইব্ন ইসহাক বলেন : যাতুর রিকা'র অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় চলে আসলেন এবং জুমাদিউল উলার বাকি দিনগুলো, জুমাদিউল উখরা ও রজব মাস সেখানেই কাটালেন।

দ্বিতীয় বদর অভিযান
[শা'বান হিজরী চতুর্থ সন]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সুফিয়ান (উহুদ যুদ্ধ শেষে) বলেছিল 'বদরে আবার সাক্ষাৎ হবে'। সেমতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ বছর শা'বান মাসে বদর অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সেখানে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তিনি মদীনার অস্থায়ী শাসনভার (কুখ্যাত মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূলের পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা)-এর উপর অর্পণ করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর প্রান্তরে আট দিন যাবত আবূ সুফিয়ানের অপেক্ষায় থাকলেন। ওদিকে আবূ সুফিয়ান মক্কাবাসীদের সাথে নিয়ে জাহরানের পথ ধরে অগ্রসর হল এবং মাজনা নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি করলো। কারও মতে সে উসফান পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এরপর সে মক্কায় ফিরে যাওয়া সমীচীন মনে করলো। সে তার বক্তৃতায় বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! যে বছর ভাল ফসল ফলে, সেবছরই তোমাদের যুদ্ধের উপযুক্ত সময়, যাতে তোমরা তোমাদের বৃক্ষরাজির যথাযথ পরিচর্যা করতে পার এবং পেট ভরে দুধ খেতে পার। এ বছর তো অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের বছর। সুতরাং আমি ফিরে চললাম। তোমরাও ফিরে চল। তারা তার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে মক্কায় ফিরে গেল। মক্কাবাসীরা তাই তাদের নাম দেয় جيش السويق 'ছাতুখোর বাহিনী।' তারা বলতঃ তোমরা তো ছাতু খেতে খেতেই বের হয়েছিলে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মাখশী যামরী

এদিকে নবী (সা) আবূ সুফিয়ান প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের জন্য বদর প্রান্তরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমনি সময়ে একদিন মাখশী ইব্‌ন আমর যামরী এসে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করল। ওয়াদ্দান অভিযানে এই ব্যক্তিই বনূ যামরার পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে চুক্তি সম্পন্ন করেছিল। সে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি কি এই জলাশয়ের তীরে কুরায়শদের মুখোমুখী হতে এসেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, হে যামরা গোত্রের নেতা! এতদ্‌সত্ত্বেও তুমি যদি চাও, তা হলে তোমাদের ও আমাদের মাঝে যে সন্ধি চুক্তি আছে, তা প্রত্যাহার করে নিতে পারি। এরপর যুদ্ধের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। সে বলল : না, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র কসম! আপনার সংগে আমাদের তেমন কিছু করার প্রয়োজন নেই। এরপরও

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সুফিয়ানের জন্য যথারীতি অপেক্ষা করতে লাগলেন। এ সময় মা'বাদ ইব্ন আবূ মা'বাদ খুযাঈ একদিন তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সেখানে অবস্থানরত দেখতে পেয়ে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে দ্রুত উট হাঁকিয়ে চলে গেল :

قد نفرت من رفقتى محمد * وعجوة من يثرب كالعنجد

تهوى على دين ابيها الانلد * قد جعلت ماء قديد موعدى

وماء ضجنان لها ضعى الغد

আমার উটনী মুহাম্মদের উভয় সঙ্গীদল হতে বিতৃষ্ণ হয়ে ধেয়ে চলছে। সে বিতৃষ্ণ ইয়াসরিবের কালো কিসমিস সদৃশ খেজুরের প্রতিও। সে তার বাপ-দাদাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ছুটে চলেছে, আজকের মধ্যেই সে আমাকে কুদায়দ জলাশয়ের তীরে পৌঁছে দেবে এবং কাল দুপুরের আগেই সে দাজনানের[১] জলাশয়ে পৌঁছে যাবে।

এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন। কিন্তু ইব্ন হিশাম বলেন : এ কবিতাটিতে আবূ যায়দ আনসারী আমাকে কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর কবিতা বলে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

وعدنا ابا سفيان بدرا فلم * لميعاده صدقا وما كان وافيا

فاقسم لو وافيتنا فلقيتنا * لابت ذميما وافتقدت المواليا

تركنا به اوصال عتبة وابته * وعمرا ابا جهل تركناه ثاويا

عصيتم رسول الله اف لدينكم * وامركم السيئ الذى كان غاويا

فافى وان عنفتمونى لقائل * فدى لرسول الله اهلى ومالياً

اطعناه لم نعدله فينا بغيره * شهابا لنا فى ظلمة الليل هاديا

আমরা ওয়াদা করেছিলাম আবূ সুফিয়ানের সংগে বদর প্রান্তরে মুখোমুখী হওয়ার, কিন্তু আমরা তাকে ওয়াদা রক্ষায় সত্যবাদী পেলাম না, সে তার ওয়াদা রক্ষা করেনি।

আমি কসম করে বলছি, হে আবূ সুফিয়ান! যদি তুমি ওয়াদা রক্ষা করে আমাদের মুখোমুখী হতে, তা হলে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে তোমাকে ফিরে যেতে হত এবং তুমি তোমার মিত্রদের হারাতে। আমরা বদর প্রান্তরে উতবা ও তার ছেলেকে টুকরো টুকরো করে ফেলে রেখেছি। এখানেই আমরা রেখে গিয়েছি (আমর) আবূ জাহলের লাশ।

হে কুরায়শ! তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের নাফরমানী করলে; ধিক তোমাদের ধর্মমতকে, আর ধিক তোমাদের সব ঘৃণ্য বিভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ডের। শোন! তোমরা আমাকে যতই ধিক্কার দাও, তবু বলব, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য আমার ধনজন সবই উৎসর্গিত।

আমরা তার আনুগত্য করেছি। আমরা আমাদের কাউকে তাঁর সমতুল্য জ্ঞান করি না।

বস্তুত তিনি একটি ধ্রুবতারা। তিনি অন্ধকার রাতে আমাদের পথ-নির্দেশ করেন।

---

১. কুদায়দ-মক্কার নিকটবর্তী একটি জলাশয় এবং দাজনান মক্কার কাছাকাছি একটি পাহাড়।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) এ সম্পর্কে বলেন :

دعوا فلجات الشام قد حال دونها * جلاد كافواه المخاض الاوارك

হে কুরায়শ! তোমরা শামের সে জলধারার দিকে যাওয়ার মতলব ত্যাগ কর। কেননা, সে পথে রয়েছে আরাক–বৃক্ষ–খেকো গর্ভবর্তী উটনীর মুখের মত শাণিত তরবারির বাধা।

بايدى رجال هاجروا نحو ربهم * وانصاره حقا وايدى الملائك

সে তরবারিগুলো আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারী মুজাহিদদের হাতে, তাঁর দীনের সাহায্যকারী আনসারদের হাতে, সর্বোপরি আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের হাতে।

اذا سلكت للغور من بطن عالج * فقولالها ليس الطريق هنالك

হে যাত্রী। তুমি যখন নীচ এলাকার বালুময় স্থান আলিজের উপর দিয়ে অগ্রসর হবে, তখন কুরায়শদের স্পষ্ট জানিয়ে দেবে, তাদের জন্য এদিকে কোন রাস্তা নেই।

اقمنا على الرس النزوع ثمانيا * بارعن جرار عريض المبارك

আমরা ব্যস্ত এ কুয়ার ধারে আট দিন যাবত অবস্থান করেছি, একটি বিশাল সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে, যারা একটি বিস্তৃত স্থান দখল করেছিল।

بكل كميت جوزه نصف خلقه * وقب طوال مشرفات الحوارك

আমরা অবস্থান করেছি এমনসব ঘোড়া নিয়ে, যাদের পেটই দেহের অর্ধেক। তাদের দেহ সুদীর্ঘ, কোমর সরু এবং কাঁধ উঁচু।

ترى العرفج العامى تذرى اصوله * منا سم اخفاف المطى الروانك

তুমি যদি এখানকার এক বছর বয়সের উরফুজ ঘাসের প্রতি লক্ষ্য কর; তা হলে দেখবে, আমাদের দুরন্ত উটের খুরের আঘাতে এগুলোর শিকড় উপড়ে রয়েছে।

فان نلق قى تطواقنا والتماسنا * فرات بن حيان يكن رهن هالك

আমাদের এই টহল ও অনুসন্ধানে যদি আমরা ফুরাত ইব্‌ন হায়্যানের সাক্ষাৎ পাই তা হলে তাকে মৃতদের কাছে বন্ধক রাখা হবে।

وان نلق قيس بن امرى القيس بعده * يزدفى سواد لونة لون حالك

তারপর যদি আমরা কায়স ইব্‌ন ইমরাউল কায়সকে বাগে পাই, তবে তার গায়ের কালো রং আরো ঘোর কালো হয়ে যাবে।

فابلغ ابا سفيان عنى رسالة * فانك من غرا الرجال الصعالك

সুতরাং হে ওপথের যাত্রী। তুমি আবূ সুফিয়ানকে আমার এ বার্তাটি পৌঁছে দিও যে, তুমি তো সাদা চামড়ার একটা কাঙ্গাল মাত্র।

এর জবাবে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব বলে :

احسان انا يابن اكلة الفغا * وجدك نغتال الخروق كزالك

হে হাস্‌সান! খেজুরখোর নারীর বেটা। তোর ভাগ্যের কসম। জানিস, আমরা এরূপ বিশাল মরু প্রান্তর অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাই।

خرجنا وما تنجو اليعافير بيننا * ولو وألت منا بشر مدارك

আমরা যখন ঝটিকাবেগে বের হই, তখন আমাদের নাগাল হতে হরিণশাবকও আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয় না–তা সে বিরামহীনভাবে যত দ্রুত বেগেই আশ্রয়ের তালাশে ছুটুক।

اذا ما انبعتنا من مناخ حسبته * مدمّن اهل الموسم المتعارك

আমরা যখন কোন বিরাম ক্ষেত্র ত্যাগ করি, তখন মনে হয় মেলার লোকজন উট–ঘোড়াসহ স্থান ত্যাগ করেছে। সেগুলোর বর্জে আচ্ছন্ন থাকে সে প্রান্তর।

اقمت على الرس النزوع تريدنا * وتتركنا فى النخل عند المدارك

আমাদের সাথে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে তোমরা ব্যস্তময় কুয়ার পাশে অবস্থান করেছ। অথচ আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছ নিকটবর্তী খেজুরবৃক্ষ বেষ্টিত স্থান।

على الزرع تمشى خيلنا وركابنا * فما وطئت الصقنه بالدكادك

আমাদের উট ও ঘোড়াগুলো ফসলের ক্ষেতে চরে বেড়াচ্ছিল। যেসব জায়গা তারা পদদলিত করে, সেগুলো বালুময় প্রান্তরে পরিণত হয়ে যায়।

اقمنا ثلاثا بين سلع وفارع * بجرد الجياد والمطى الرواتك

আমরা ক্রমাগত তিন দিন সালা' ও ফারি'–পর্বতদ্বয়ের মাঝখানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করি। আমাদের সাথে ছিল স্বল্প পশমবিশিষ্ট ঘোড়া ও দ্রুতিগামী উট।

حسبتم جلا دالقوم عند قبابهم * كما خذكم بالعين ارطال انك

তোমরা খিমার পাশে বিচরণরত আমাদের বীর জওয়ানদের মনে করেছ তোমাদের সেই তুচ্ছ সামগ্রীর মত, যা তোমরা বহুমূল্যের বিনিময়ে খরিদ কর।

فلاتبعث الخيل الجياد وقل لها * على نحو قول المعصم المتماسك

কাজেই তোমরা তোমাদের উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলোকে আর যুদ্ধের জন্য পাঠিও না আর সেগুলোকে সেই দূরদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত বল-যে,

سعدتم بها وغيركم كان اهلها * فوارس من ابناء فهرين مالك

তোমরা ভাগ্যক্রমে তাদের পেয়ে গেছ। নয়ত বনূ ফিহরের সুদক্ষ অশ্বারোহীরাই তাদের বেশী উপযুক্ত ছিল।

فانك لافى هجرة ان ذكرتها * ولاحرمات الدين انت بناسك

তুমি হিজরতের কথা বলেছ, হিজরত দিয়ে তোমার কি হবে, যেখানে তুমি দীনের নিদর্শনাবলীই যথারীতি পালন করছ না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতায় আরও কয়েকটি চরণ বাকি রয়ে গেছে, যার ছন্দে ভীষণ বৈসাদৃশ্য। তাই সেগুলো উদ্ধৃতি করিনি। আবূ যায়দ আনসারী আমাকে বলেছেন যে, خرجنا دعوا فلجات الشام وما تنجو اليعا فير بيننا পংক্তিটি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর পূর্বোক্ত قد حال دونها শীর্ষক কবিতার শেষের চরণ : فابلغ ابا سفيان -এর বর্ণনাকারীও আবূ যায়দ আনসারী।

দুমাতুল জানদাল অভিযান

[রবিউল উলা হিজরী ৫ম সন]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় প্রর্তাবর্তন করেন। তিনি যিলহাজ্জ মাস পর্যন্ত এখানেই কাটান। এ বছর হজ্জের কতৃত্ব মুশরিকদের হাতেই ছিল। এটা হিজরী চতুর্থ সনের কথা। এরপর তিনি দুমাতুল জানদালের[১] অভিযান পরিচালনা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এটা ছিল রবিউল উলা মাস। এসময় সিবাআ ইব্‌ন উরফুতা গিফারী (রা)-কে মদীনার অস্থায়ী শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে পৌছার পূর্বেই মদীনায় ফিরে আসেন। এ অভিযানে তিনি কোন শত্রুদলের সম্মুখীন হননি। এরপর বছরের বাকি দিনগুলো তিনি মদীনাতেই অতিবাহিত করেন।

---

১. দুমাতুল জানদাল মদীনা হতে উত্তর দিকে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। মদীনা হতে এর দুরত্ব ১৫ দিনের পথ। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পুত্র দুমী এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধ

[শাওয়াল, হিজরী ৫ম সন]

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করেন, যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ এর পর পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইয়াহূদী কর্তৃক বিভিন্ন দলকে সুসংগঠিত করা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যুবায়র ইব্‌ন উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র পরিবারের আযাদকৃত গোলাম ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান এবং এমন এক ব্যক্তি যার বিশ্বস্ততায় আমি সন্দেহ পোষণ করি না, তারা বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী, যুহরী, আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর প্রমুখ উলামা থেকে। তাঁদের সকলের বর্ণনাই খন্দক যুদ্ধ সম্পর্কে। তবে তাঁরা খন্দক যুদ্ধের ঘটনা এক একজন, এক এক অংশ বর্ণনা করেছেন।

তাঁরা বলেন : খন্দক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল নিম্নরূপ; বনূ নাযীর ও বনূ ওয়াইলের কতিপয় লোক, যথা সালাম ইব্‌ন আবুল হুকায়ক নাযারী, হুয়ারী ইব্‌ন আখতার নাযারী, কিননা ইব্‌ন আবুল হুকায়ক নাযারী, হাওয়া ইব্‌ন কায়স ওয়াইলী, আবূ আম্মার ওয়াইলী প্রমুখ ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলকে সংঘবদ্ধ করে। তারা মক্কায় গিয়ে কুরায়শদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করে।

আর তারা বলে : আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে তোমাদের সক্রিয় সহযোগিতা করব এবং সবাই মিলে তাঁকে সমূলে উৎখাত করব।

কুরায়শরা তাদের বললেন : হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা হলে প্রথম কিতাবধারী। মুহাম্মদের সাথে আমাদের বিবাদের কি কারণ, তা তোমাদের জানা আছে। আচ্ছা বল তো, আমাদের ধর্ম উত্তম, না তাঁর ধর্ম ?

তারা বললেন : বরং তোমাদের ধর্মই তাঁর ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং তাঁর মুকাবিলায় তোমরাই সঠিক পথে আছ।

এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا . اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا . اَمْ

لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّايُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا . اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا . فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا .

অর্থ : তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল, তারা জিব্‌ত[১] ও তাগুতে[২] বিশ্বাস করে ? তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, এদেরই পথ মু'মিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর। এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ লানত করেছেন এবং আল্লাহ্ যাকে লানত করেন, তুমি কখনও তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। তবে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ আছে ? সে ক্ষেত্রেও তো তারা কাউকে এক কপর্দকও দেবে না। অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদেরকে ঈর্ষা করে ? ইবরাহীমের বংশধরকেও তো কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম। অতঃপর তাদের কতক তাতে বিশ্বাস করেছিল এবং কতক তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট (৪ : ৫১-৫৫)।

তাদের মন্তব্য শুনে কুরায়শরা ভীষণ খুশি হল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রস্তাবও তারা সানন্দে গ্রহণ করল এবং এতে সকলে একমত হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণও শুরু করে দিল।

এরপর এ ইয়াহূদী প্রতিনিধি দলটি কায়স আয়লানের শাখা গাতফান গোত্রের কাছে গেল এবং তাদেরকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহবান জানাল। আরও জানালো যে, এ ব্যাপারে তারা তাদের সহযোগিতা করবে এবং কুরায়শদের কাছে এ প্রস্তাব দিলে তারা তা সানন্দে গ্রহণ করে নিয়ে তজ্জন্য প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে। ফলে গাতফান গোত্রও তাদের সাথে যোগ দিল।

সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ যাত্রা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সম্মিলিত বাহিনী যুদ্ধে রওনা হল। কুরায়শদের নেতৃত্বে ছিল আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব। বনূ গাতফানের শাখা ফাযারা গোত্রের নেতা ছিল উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বদর; বনূ মুর্‌রা শাখার নেতা ছিল হারিস ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আবূ হারিসা মুর্‌রী এবং বনূ আশজরা শাখা হতে যোগদানকারী সৈন্যদের নেতৃত্বে ছিল মিসআর ইব্‌ন রুখায়লা ইব্‌ন নুওয়ায়রা ইব্‌ন তারীফ ইব্‌ন সুহমা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন খালাওয়া ইব্‌ন আলজা ইব্‌ন রাব্‌ছ ইব্‌ন গাতফান।

---

১. জিব্‌ত হলো প্রতিমার নাম এবং আল্লাহ্ ব্যতীত সকল পূজিত সত্তা।

২. তাগুতের অর্থ সীমালংঘনকারী,, বিভ্রান্তকারী। শয়তান, কল্পিত দেব-দেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায় উপকরণ তাগুতের অন্তর্ভুক্ত।

পরিখা খনন

কাফিরদের দুরভিসন্ধি ও তদুদ্দেশ্যে তাদের সম্মিলিত আগমনের বার্তা যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে পৌঁছল। তিনি তাদের প্রতিরোধকল্পে মদীনার চতুর্পার্শ্বে পরিখা খনন করলেন। আখিরাতের প্রতিদানের প্রতি মুসলিমদের উৎসাহ বর্ধনের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেও খনন কার্যে শরীক থাকলেন। মুসলিমগণ তাঁর সংগে পূর্ণোদ্দমে খননকার্য চালিয়ে গেলেন। তিনি নিজে যেমন তেমনি সাহাবিগণও এতে কঠোর পরিশ্রম করলেন। তবে কতিপয় মুনাফিক এতে গড়িমসি করল। তারা ছোট ছোট কাজের অজুহাতে গা ঢাকা দিতে লাগল, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে না জানিয়ে ও তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তারা ফাঁকি দিয়ে পরিবারবর্গের কাছে চলে যেতে লাগল। অপরপক্ষে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের মধ্যে কারও কোন জরুরী কাজ দেখা দিলে, তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোচরীভূত করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সে প্রয়োজন সেরে আসার অনুমতি দিতেন। এরপর তিনি প্রয়োজন সেরে পুনরায় নিজ কাজে যোগদান করতেন। বস্তুত আখিরাতের সওয়াব ও প্রতিদানই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

পরিখা খননকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত

এরূপ নিষ্ঠাবান মু'মিনদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্ঠিগত ব্যাপারে একত্র হলে তারা তার অনুমতি ছাড়া সরে পড়ে না। যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী। অতএব, তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা কর তুমি অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (২৪ : ৬২)।

এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল সেইসব মুসলিমদের সম্পর্কে, যারা ছিল আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত এবং আখিরাতের সওয়াব ও কল্যাণই ছিল তাদের লক্ষ্যবস্তু।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আনুগত্যহীন মুনাফিক, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি ব্যতিরেকেই কাজ ছেড়ে চলে যেত, তাদের সম্পর্কে বলেন :

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহবানের মত গণ্য করো না। তোমাদের মধ্যে যারা চুপি-চুপি সরে পড়ে, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হউক যে, তাদের উপর আপতিত হবে বিপর্যয় অথবা তাদের উপর আপতিত হবে কঠিন শাস্তি (২৪ : ৬৩)।

ইব্ন হিশাম বলেন, اللواذ অর্থ পলায়নকালে কোন বস্তু দ্বারা নিজেকে আবৃত করা। হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) বলেন :

وقريش تفر منا لواذا * ان يقيموا وخفت منها الحلوم

কুরায়শরা আমাদের থেকে গা ঢাকা দিয়ে পালায়। তাদের আর অবস্থানের সাহস নেই। তাদের বুদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। এটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ। ইব্ন হিশাম বলেন : আমি কাসীদাটি উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কিত কবিতার মাঝে উল্লেখ করেছি।

اَلاَ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِىْ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ط قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ

জেনে রাখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহ্রই। তোমরা যাতে ব্যাপৃত তা তিনি জানেন (২৪ : ৬৪)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ما انتم عليه (তোমরা যাতে ব্যাপৃত) অর্থাৎ তা সততা, না কি কপটতা।

وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ

যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ (২৪ : ৬৪)।

খননকার্যের সময় মুসলিম মুজাহিদগণ যে কবিতা আবৃত্তি করেন

ইব্ন ইসহাক বলেন, বহু পরিশ্রমের পর মুসলিমগণ পরিখা খনন শেষ করলেন। জুআয়ল নামক একজন মুসলিমকে নিয়ে সেদিন তাঁরা সমবেত কণ্ঠে রণোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুআয়লের নাম পরিবর্তন করে আমর রেখেছিলেন। তাঁকে নিয়ে যে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, তা এরূপ :

سماه من بعد جعيل عمرا * وكان للبائس يوما ظهرا

রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুআয়লের নাম পাল্টিয়ে 'আমর' রাখেন। সেদিন তিনি দুর্বলদের জন্য শক্তিতে পরিণত হন।

যখন সাহাবীরা 'আমরান' বলতেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁদের সংগে 'আমরান' বলতেন, আর যখন তারা 'যাহরান' বলতেন তখন তিনিও যাহরান বলতেন।

পরিখা খননের সময় মু'জিযার প্রকাশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : পরিখা খনন সম্বন্ধে আমি বহু ঘটনা শুনেছি, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর রাসূলের সমর্থন ও তাঁর নবূওয়াতের প্রত্যয়নকল্পে সংঘটিত হয়েছিল। সে সব ঘটনা মুসলিমগণ স্বচক্ষে দেখেছিলেন।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করতেন : একটা বৃহদাকার শক্ত পাথর তাদের পরিখা খননে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেন। তখন তিনি একটি পাত্রে পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি তাতে থুথু ফেলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত দু'আ করলেন। তারপর উক্ত পাথরে সে পানি ঢেলে দিলেন। সেখানে উপস্থিত লোকেরা বলেন : আল্লাহ্‌র কসম ! যিনি তাঁকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, পানি ঢালা মাত্র। পাথরটা নরম বালুর স্তূপে পরিণত হয়ে গেল। কোদাল বা কুড়াল তাতে সহজে বসে যেত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাঈদ ইব্‌ন মীনা আমার কাছে বর্ণনা করেন, বাশীর ইব্‌ন সা'দের এক কন্যা, তথা প্রখ্যাত সাহাবী নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা)-এর বোন বলেন, আমার মা আমরাহ বিন্‌ত রাওয়াহা আমাকে ডেকে আমার কাপড়ে এক মুষ্ঠি খেজুর ঢেলে দিলেন। তারপর বললেন : হে আমার প্রিয় কন্যা, তুমি এগুলো তোমার পিতা এবং তোমার মামা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহার কাছে নিয়ে যাও। তারা দুপুরের আহার করবে। আমি সেগুলো নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমি তাঁদের খোঁজাখুঁজি করছি, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আমার দেখা হলো। তিনি বললেন : খুকি! এই দিকে এসো ! তোমার কাছে ওগুলো কি ?

আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! এগুলো খেজুর। আমার মা এগুলো আমার পিতা বাশীর ইব্‌ন সা'দ ও মামা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহার কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। তারা এ দিয়ে দুপুরের আহার করবেন। তিনি বললেন : আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন আমি সেগুলো তাঁর দু'হাতে তুলে দিলাম। কিন্তু তা পরিমাণে এতই কম ছিল যে, তাঁর হাত ভরেনি।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) একটি কাপড় বিছাতে বললেন। তা বিছান হলো। তিনি খেজুরগুলো সে কাপড়ের উপর রেখে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর পার্শ্বে উপস্থিত একজনকে বললেন : পরিখা খননকারীদের সকলকে ডাক, তারা দুপুরের আহার সেরে যাক। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে উপস্থিত হয়ে হয়ে গেলেন এবং সে খেজুর খাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু আশ্চর্য তাঁরা যতই খান, খেজুর ততই বাড়তে থাকে। অবশেষে পরিখা খননকারিগণ যখন পেট পুরে খেয়ে উঠলেন, তখনও কাপড়ের চারপাশ থেকে খেজুর উপছে পড়ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে সাঈদ ইব্‌ন মীনা জারির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে পরিখা খননে শরীক ছিলাম। আমার একটি ছোট ছাগল ছিল তেমন মোটাতাজাও নয়। মনে মনে বললাম : এ ছাগল দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য আহারের ব্যবস্থা করলে ভাল ছিল। আমি আমার স্ত্রীকে আয়োজন করতে বললাম। সে কিছু যব পিষে তা দিয়ে কিছু রুটি তৈরি করল এবং আমি সে ছাগলটি যবাই করলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য ছাগলটি ভুনা করলাম। খননকার্যে আমাদের নিয়ম ছিল, দিনভর কাজ করতাম এবং সন্ধ্যা হলে বাড়ি ফিরে আসতাম। সেদিন সন্ধ্যাবেলা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখাস্থল হতে প্রস্থান করতে যাচ্ছিলেন, তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমার একটি ছোট ছাগল ছিল, সেটি আপনার জন্য ভুনা

করেছি, আর কিছু যবের রুটি তৈরী করেছি। আশা করি আপনি আমার সংগে আমার বাড়ি যাবেন। জাবির (রা) বলেন : আমার ইচ্ছা ছিল নবী (সা) একাই আসুন। কিন্তু আমি একথা বলা মাত্রই তিনি বললেন : অবশ্যই। তারপর একজনকে নির্দেশ দিলেন, সকলকে ডাক দিয়ে বল, তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের সংগে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র বাড়িতে দাওয়াত খেতে চল। আমি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পড়লাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকলকে নিয়ে আমার বাড়ি আসলেন। তাঁরা এসে বসার পর আমরা উক্ত খাদ্য-দ্রব্য তাঁর সামনে বের করলাম। তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু করলেন। স্থান সংকুলান হচ্ছিল না বিধায় পালাক্রমে এক একদল এসে খেয়ে যাচ্ছিল। এভাবে পরিখা খননকারীদের সকলেই সে খাবার তৃপ্তি সহকারে খেলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি শুনেছি সালমান ফারসী (সা) বলেছেন, আমি পরিখার এক প্রান্তে খননকার্যে লিপ্ত ছিলাম। সহস্য একটি কঠিন পাথর আমার সামনে পড়লো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছেই ছিলেন। তিনি দেখলেন, আমি বারবার কোদাল মারছি, কিন্তু পাথরটির কোন কিনারা করতে পারছি না। তিনি এসে আমার হাত থেকে কোদাল নিলেন এবং পাথরটির উপর সজোরে আঘাত করলেন। ফলে পাথর থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হলো। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার উপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক, বলুন তো আপনি আঘাত করার সময় প্রতিবারই যে আগুনের ফুলকি ছোটে এর কারণ কি ? তিনি বললেন : তুমি কি এটা দেখেছ, হে সালমান ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখেছি।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : প্রথম চমকে আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য ইয়ামান বিজয়ের ইংগিত প্রদান করেন। দ্বিতীয় চমকে শাম ও পশ্চিম দেশ এবং তৃতীয়টি দ্বারা পূর্বদেশ বিজয়ের ইংগিত দেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে এমন এক ব্যক্তি, যার বিশ্বস্ততায় আমার কোন সন্দেহ নেই, আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রা), উসমান (রা) ও পরবর্তী খলীফার যুগে যখন এসব দেশ বিজিত হয়, তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন : তোমরা যা ইচ্ছা জয় করতে থাক। আল্লাহ্‌র কসম, যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ, তোমরা যেসব দেশ জয় করেছ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরও যা জয় করবে, তার চাবি আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে অর্পণ করেছেন।

কুরায়শ বাহিনীর আগমন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা খনন শেষ করতেই কুরায়শ বাহিনী এসে পড়ে। তারা জরূফ ও যুগাবার মাঝখানে রূমার স্রোত-সংযোগস্থলে শিবির স্থাপন করে। তাদের সাথে ছিল দশ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ এবং কিনানা ও তিহামা হতে যোগদানকারী সৈন্য। ওদিকে গাতফানীরা তাদের নাজদী অনুসারীদের নিয়ে উহুদের পাশে যানাবনাকমায় এসে অবস্থান নিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদের নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। তিনি সালা' পর্বতকে পেছনে

রেখে শিবির স্থাপন করলেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তাঁর ও শত্রু সৈন্যর মাঝখানে থাকল পরিখা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সময় ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা)-কে মদীনার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে নারী ও শিশুদের দুর্গের ভেতর হিফাযতে রাখা হয়।

হুয়াঈ ইব্‌ন আখতাব কর্তৃক কা'ব ইব্‌ন আসাদকে প্ররোচনা দান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্‌র দুশমন হুয়াঈ ইব্‌ন আখতাব বনূ কুরায়যার নেতা কা'ব ইব্‌ন আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল। কা'ব ইব্‌ন আসাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং সে তা রক্ষা করতে কৃৎসংকল্প ছিল। হুয়াঈ ইব্‌ন আখতাবের আগমন সংবাদ শুনেই সে তার দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিল। হুয়াঈ ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। কিন্তু সে দরজা খুলতে অস্বীকার করল।

হুয়াঈ চিৎকার করে বলল : হে কা'ব! তোমার কি হলো, দরজা খোল। কা'ব তাকে ধিক্কার দিয়ে বলল : হে হুয়াঈ তুমি, একটি অলক্ষুণে লোক। মুহাম্মদের সংগে আমার চুক্তি আছে। আমি তো সে চুক্তি কিছুতেই ভাঙ্গব না। আমি তাঁকে সর্বদা ওয়াদা রক্ষাকারী ও বিশ্বস্তই পেয়েছি।

হুয়াঈ তাকে ধিক্কার দিয়ে বলল : দরজা খোল না—তোমার সাথে কথা আছে। কিন্তু কা'ব বললেন : আমি কিছুতেই দরজা খোলব না।

হুয়াঈ বলল : আল্লাহ্‌র কসম! বুঝেছি, আমি তোমার উপাদেয় খাবারে ভাগ বসাব বলেই দরজা বন্ধ করে রেখেছ।

এতে কা'ব ক্রুদ্ধ হয়ে দরজা খুলে দিল। হুয়াঈ বলল : আশ্চর্য! আমি মহাশক্তি ও বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমার সাক্ষাৎ করতে এসেছি, আর তোমার এই আচরণ। আমি এসেছি কুরায়শদের নিয়ে তাদের নেতাদের সহ! রূমার স্রোত-সংযোগস্থলে আমি তাদের মোতায়েন করে এসেছি। আর গাতফান গোত্র তাদের নেতা ও প্রধানদের নিয়ে উহুদের দিকে যানাব নাকমায় শিবির স্থাপন করেছে। তারা আমাকে এই অঙ্গীকার দিয়েছে যে, আমরা যৌথ আক্রমণে মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিদের সমূলে উৎখাত না করে প্রস্থান করব না।

রাবী বলেন : কা'ব বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি আমার কাছে নিয়ে এসেছ যুগ-যুগান্তের লজ্জা, আর পানিবিহীন মেঘ—যা শুধু গর্জে আর চমকায়, কিন্তু বর্ষে না মোটেই। ছিঃ ছিঃ হুয়াঈ। তুমি আমাকে এর মধ্যে টেনো না। আমি এসবে নেই। আমি মুহাম্মদ থেকে কখনও কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা খেলাফী পাইনি।

কিন্তু হুয়াঈ তাকে অবিরাম ফুসলাতেই থাকল। অবশেষে কা'ব নরম হয়ে গেল। হুয়াঈ তাকে এই শর্তে রাযী করতে সক্ষম হল যে, কুরায়শ ও গাতফানরা যদি মুহাম্মদকে কিছু করতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়, তবে হুয়াঈ কা'বের দুর্গে প্রবেশ করবে এবং তার সাথে একই

ভাগ্য বরণ নেবে। এভাবে কা'ব ইব্‌ন আসাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তার মাঝে সম্পাদিত চুক্তি ছিন্ন করে ফেলল।

কা'ব ইব্‌ন আসাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ সম্পর্কে

যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলিমদের কাছে কা'বের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পৌঁছে গেল। তিনি ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আওস গোত্রের নেতা সা'দ ইব্‌ন মু'আয ইব্‌ন নু'মান (রা), খাযাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন দুলায়ম (রা), যিনি বনূ সাঈদ, ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজের লোক ছিলেন এবং তাদের সাথে হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) ও আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের খাউওয়াত ইব্‌ন জুবায়র (রা)-কে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে বললেন, গিয়ে দেখ তাদের সম্পর্কে আমরা যে সংবাদ পেয়েছি, তা সত্য কি না। সত্য হলে আমাকে এমন এক সংকেতে তা জানাবে—যা কেবল আমি বুঝতে পারি। সাবধান! মানুষের মনোবল নষ্ট করবে না। পক্ষান্তরে তারা যদি চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, তবে সকলের সামনে তা প্রকাশ্যে বর্ণনা করবে।

প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়ে দেখলেন অবস্থা তাঁরা যা শুনেছিলেন তা চেয়েও খারাপ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তারা নানরূপ কটুক্তি পর্যন্ত করে থাকে। তারা অবজ্ঞাভরে বলে : রাসূল আবার কে ? মুহাম্মদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি বা অঙ্গীকার নেই।

সা'দ ইব্‌ন মু'আয ছিলেন রাগী মানুষ! তিনি তাদেরকে গালমন্দ করলেন। প্রতিউত্তরে তারাও গালাগালি করল। সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) তাঁকে এই বলে নিরস্ত করলেন, রেখে দাও। ওদের গালাগালি করে কাজ নেই। তাদের ও আমাদের মাঝে যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তা আরও গুরুতর। গালাগালিতে শোধ হবে না।

দুই সা'দ ও তাঁদের সঙ্গিগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে সালাম দিয়ে বললেন : আদাল ও কারা অর্থাৎ আদাল ও কারা গোত্র-রাজী'তে যেমন খুবায়ব ও তাঁর সাথীদের সাথে বেঈমানী করেছিল, এরাও তেমনি বেঈমানী করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আল্লাহু আকবার। হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য খোশখবর।

এ সময় পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। উপরে নীচ সব দিক হতে শত্রুরা তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল। বিশ্বাসীদের মনে নানা রকম ধারণার সৃষ্টি হতে লাগল। মুনাফিকদের কপটতা প্রকাশ হয়ে যেতে লাগল। এমন কি বনূ আমর ইব্‌ন আওফ-এর মুআত্তাব ইব্‌ন কুশায়র তো বলেই ফেলল যে, মুহাম্মদ স্বপ্ন দেখাত আমরা কায়সার ও কিসরার ধনরাশি ভোগ করব; কিন্তু এখন আমরা নির্ভয়ে মল ত্যাগ করতেও যেতে পারি না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি মুআত্তাব ইব্‌ন কুশায়র মুনাফিক ছিলেন না, বরং তিনি বদর যুদ্ধে শরীক একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিসা ইব্‌ন হারিস গোত্রের আওস ইব্‌ন কায়যী তাঁর গোত্রের একটি বড়সড় সমাবেশে বলে উঠলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত এবং

শত্রুর মুখে। আপনি অনুমতি দিন আমরা বাড়ি চলে যাই। কারণ আমাদের বাড়ি মদীনার বাইরে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুশরিকরা বিশ দিনেরও কিছু বেশীকাল–প্রায় একমাস যাবত নিজ নিজ অবস্থানে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করলেন। অবরোধ, প্রস্তর নিক্ষেপ ও তীর চালনা ব্যতীত বিশেষ কোন যুদ্ধ হল না।

গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধির চেষ্টা

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা এবং অনুরূপ আরও এক ব্যক্তি, যার বিশ্বস্ততায় আমার কোন সন্দেহ নেই, এঁরা মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন শিহাব যুহরী (র)-এর সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুসলিম বাহিনী সঙ্গীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) গাতফান গোত্রের দুই নেতা উয়ায়না ইব্ন হিস্ন ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বদর ও হারিস ইব্ন আওফ ইব্ন আবূ হারিছা মুর্‌রীর কাছে এই প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠালেন যে, তারা তাদের লোকজন নিয়ে ফিরে গেলে তাদেরকে মদীনায় উৎপন্ন খেজুরের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। সেমতে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির আলোচনা চলল। এমন কি সন্ধিপত্র লেখাও হয়ে গেল। কেবল সাক্ষ্য ও সীল-দস্তখতই যা বাকি। আর সবই সমাপ্ত। বাকি কাজ চূড়ান্ত করার আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইব্ন মু'আয ও সা'দ ইব্ন উবাদার (রা)-এর কাছে তাদের মতামত চেয়ে পাঠালেন।

দুই সা'দ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এটা কি আপনার নিজের ইচ্ছা, না আল্লাহ্‌র নির্দেশ–যা আমাদের জন্য শিরোধার্য, না আমাদের দিকে তাকিয়ে আপনি এটা করছেন ?

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : বরং তোমাদের দিকে তাকিয়েই আমি এটা করতে চাচ্ছি। আমি দেখলাম, আরবগণ সম্মিলিতভাবে একই ধনুক হতে তোমাদের উপর তীর বর্ষণ করেছে। তারা তোমাদেরকে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে রেখেছে। আমি যে-কোন উপায়ে তোমাদের প্রতি তাদের শক্তিমত্ততা ভেঙ্গে দিতে চাই।

সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) উঠে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা এবং ওরা ছিলাম এমন জাতি যারা আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করতাম, দেব-দেবীর পূজা করতাম। আমরা আল্লাহ্‌কে চিনতাম না। তাঁর ইবাদত করতাম না। কিন্তু সেই সময়েও আতিথেয়তা কিংবা ক্রয়-সূত্র ছাড়া ওরা আমাদের একটি খেজুরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সাহস পেত না। আর আজ যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং ইসলাম ও আপনার দ্বারা আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন, তখন আমরা ওদেরকে কর দেব ? আল্লাহ্‌র কসম, এরূপ সন্ধির আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তাদেরকে আমরা তরবারি ছাড়া কিছুই দেব না। এভাবে আমরা, তাদের ও আমাদের মাঝে, আল্লাহ্‌র ফয়সালারই অপেক্ষা করব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ঠিক আছে তোমার কথাই থাকল। তখন সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) চুক্তি পত্রটি হাতে নিয়ে তার লেখা মুছে ফেললেন। তারপর বললেন : তারা আমাদের বিরুদ্ধে যা পারে করুক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলিমগণ সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত থাকলেন। শত্রুবাহিনীও অবরোধ চালিয়ে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হল না। তবে কুরায়শের কতিপয় অশ্বারোহী যথা-আমির ইব্‌ন দুআঈ গোত্রীয় আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দ ইব্‌ন আবূ কায়স; ইব্‌ন হিশাম বলেন, তাকে আমর ইব্‌ন আবদ ইবন আবূ কায়সও বলা হয়, ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল, হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহাব মাখযূমী ও মুহাবির ইব্‌ন ফিহর গোত্রের কবি যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ইব্‌ন মিরদাস অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বনূ কিনানার শিবিরে গিয়ে হাযির হলো এবং তাদেরকে বলল : হে বনূ কিনানা! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কে কেমন যোদ্ধা আজ তার পরিচয় হবে। এরপর তারা ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটল। কিন্তু পরিখা তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তারা পরিখা দেখে বলে উঠল : আল্লাহ্‌র কসম! এর আগে আরবরা কখনও এরূপ কৌশল অবলম্বন করেনি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বলা হয়ে থাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন সালমান ফারসী (রা)। জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধকালে মুহাজিরগণ দাবী করেন–সালমান আমাদের দলের। আনসারগণ বলেন আমাদের দলের। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাদ নিষ্পত্তিকল্পে বললেন : বরং সালমান আমাদের আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত।

আলী (রা) কর্তৃক আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদদের হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কাফিরদের উক্ত দলটি পরিখার একটি অপ্রশস্ত অংশে এসে তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ঘোড়াগুলো পরিখা পার হয়ে পরিখা ও সালা পর্বতের মাঝখানে একটি জলাভূমিতে এসে পড়ল।

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) কতিপয় মুসলিমসহ তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসলেন। শত্রুবাহিনী ফাঁক দিয়ে পরিখা পার হয়, তাঁরা সেখানে এসে তাদের রুখে দাঁড়ালেন। শত্রুরাও তাদের দিকে ধেয়ে আসল।

আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দ বদর যুদ্ধে শরীক ছিল এবং সে যুদ্ধে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। যে কারণে সে উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। খন্দকের যুদ্ধে সে তার বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য, একটি চিহ্ন ধারণ করে এসেছিল। সে তার আশ্বারোহী দলসহ মুসলিম সেন্যদের মুখোমুখী হয়ে প্রতিপক্ষের যে কোন একজনকে তার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহবান জানালো।

আলী (রা) আমরের ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি তাকে বললেন : হে আমর! তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে কুরায়শের কোন ব্যক্তি তোমার সামনে দুটো বিকল্প প্রস্তাব করলে তুমি তার একটি অবশ্যই গ্রহণ করবে ? সে বলল : হ্যাঁ করেছিলাম।

আলী (রা) বললেন : কাজেই আমি তোমাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং ইসলামের প্রতি আহবান করছি। সে বলল : আমার এর কোন প্রয়োজন নেই।

তখন আলী (রা) বললেন : তা হলে আমি তোমাকে সম্মুখ যুদ্ধের আহবান করছি।

সে বলল : কেন হে ভাতিজা ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে হত্যা করতে আগ্রহী নই। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই। একথায় আমর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘোড়াটির রগ কেটে পঙ্গু বানিয়ে দিল। এরপর মুখে একটা থাপ্পড় কষে হযরত আলী (রা)-এর দিকে এগিয়ে এলো। উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হল। পালাক্রমে একে অপরকে আঘাত হানতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আলী (রা) তাকে হত্যা করে ফেললেন। ফলে তাদের অশ্বারোহী দল পরাস্ত হয়ে পালালো এবং পরিখার এপার হতে বের হয়ে গেল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এ সম্পর্কেই আলী (রা) বলেছেন :

نصر الحجارة من سفاهة رأيه * ونصرت رب محمد بصوابى
فصدرت حين تركته متجدلا * كالجذع بين دكادك وروابى
وعففت عن اتوابه ولو اننى * كنت المقطر بزنى اتوابى
لا تحسبن الله خاذل دينه * ونبيه يا معشر الاحزاب

সে নির্বুদ্ধিতার কারণে সাহায্য করল পাথরের আর আমি নিজ সুবিবেচনায় মুহাম্মদ (সা)-এর রবের (দীনের) সাহায্য করেছি। আমি আনন্দ-ধ্বনি দেই, যখন তাকে বালু আর টিলার মাঝে সোজা শুইয়ে রাখি, কর্তিত খর্জুর বৃক্ষের মত।

আমি ওর কাপড়-চোপড় স্পর্শ করিনি, কিন্তু যদি আমি মারা পড়তাম, তবে সে ঠিকই আমার বস্ত্র খুলে নিত। তোমরা যেন ভেব না, হে সম্মিলিত বাহিনী।

আল্লাহ্ তাঁর দীন ও নবীকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করবেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদগণ এ কবিতাটি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন।

হাস্‌সান (রা) কর্তৃক ইকরামার নিন্দা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমর নিহত হওয়ার পর ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল যখন পরাজিত হয়ে পালায়, তখন সে নিজ বর্শাটিও ফেলে যায়। এ সম্পর্কে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন :

فر والقى لنا رمحه * لعلك عكرم لم تفعل
ووليت تعدو كعدو الظليم * ما ان تجور عن المعدل
ولم تلق ظهرك مستأنسا * كأن قفاك قفا فرعل

সে প্রাণ নিয়ে পালাল, আর সে আমাদের জন্য রেখে গেল নিজ বর্শাটিও। হে ইকরামা! এমন কাজ হয়ত তুমি আর কখনো করনি; তুমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে উট পাখির মত।

তুমি সাহস নিয়ে একবারও পেছনের দিকে তাকালে না; তোমার ঘাড়টা ঠিক হায়েনার ঘাড়ের মত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : الفرعل অর্থ ছোট ভাল্লুক। বনূ কুরায়যা ও খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবিগণের এবং বনূ কুরায়যার সংকেত ছিল حم لاينصرون

সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর শাহাদত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হারিসার আবূ লায়লা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল আনসারী আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) খন্দকের যুদ্ধের সময় বনূ হারিসার দুর্গে ছিলেন। এটা ছিল মদীনার সবচাইতে সুরক্ষিত দুর্গ। সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর মাতাও এই দুর্গে তাঁর সংগে ছিলেন।

আয়েশা (রা) বলেন : তখনও আমাদের জন্য পর্দার বিধান নাযিল হয় নি। এ সময় সা'দ একটি সংকীর্ণ বর্ম পরিধান করে, যা থেকে তার বাহু ছিল সম্পূর্ণ বাইরে, একটি বর্শা হাতে আমাদের সামনে দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছিলেন, আর এই পংক্তি আবৃত্তি করছিলেন :

لبث قليلا يشهد الهيجا جمل * لابأس بالموت اذا حان الاجل

ক্ষণিক দাঁড়াও, জামাল দেখুক যুদ্ধ কেমন। মৃত্যুর সময় যদি আসে, তবে তাতে ভয় কিসের ?

তার মা বললেন : সত্য বটে বৎস। তবে তুমি দেরি করে ফেলেছ। আয়েশা বলেন : আমি বললাম, হে সা'দের মা। সা'দের বর্মটা একটু বড় হলে ভাল ছিল। তখন তিনি বললেন : আপনার কি আশংকা হচ্ছে যে, তাঁর অনাবৃত স্থানে তীর বিদ্ধ হতে পারে ?

দেখতে না দেখতে সা'দের প্রতি একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাতে তার বাহুর ধমনী ছিন্ন হয়ে যায়। আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, তীরটি নিক্ষেপ করেছিল আমির ইব্‌ন লুআঈ গোত্রের হাব্বান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আরিকা। তীর বিদ্ধ হলে সে বলেছিল : এই নাও আমার তীর, আমি আরিকার সন্তান। সা'দ (সা) তাকে বলেন :

আল্লাহ্ তা'আলা তোর চেহারা জাহান্নামে ঘর্মাক্ত করুন। হে আল্লাহ্! আপনি যদি কুরায়শদের সাথে আর কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট রেখে থাকেন, তবে আমাকেও জীবিত রাখবেন, যারা আপনার রাসূলকে পীড়া দিয়েছে, তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই। হে আল্লাহ্! আর যদি আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে থাকেন, তবে এ যখমকে আমার শাহাদতের অছিলা করুন। আর সেই সাথে বনূ কুরায়যার ব্যাপারে আমার চোখ জুড়ানোর আগে আমার মৃত্যু দিবেন না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিকের সূত্রে আমার কাছে এমন এক ব্যক্তি নিম্নের এ তথ্য দিয়েছেন, যার বিশ্বস্ততায় আমার কোন সন্দেহ নেই। তিনি বলেন : সা'দ (রা)-কে সেদিন তীর মেরেছিল মাখযূম গোত্রের মিত্র আবূ উসামা জুশামী। এ সম্পর্কে আবূ উমামা ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল :

اعكرم هلا لمتنى اذ تقول لي * فداك بأطام المدينة خالد
الست الذى الزمت سعدا مرشة * لها بين اثناء المرافق عاند

قضى نحبه منها سعيد فاعولت * عليه مع الشمط والعذارى النواهد
وانت الذى دافعت عنه وقد دعا * عبيدة جمعا منهم اذ يكابد
على حين ماهم جائز عن طريقه * وآخر مرعوب عن القصد قاصد

হে ইকরামা! কেন তুমি আমাকে তিরস্কার করলে না, যখন আমাকে বলছিলে–মদীনার দুর্গে খালিদ হবে তোমার মুক্তিপণ ? আমিই কি সা'দকে আঘাত করিনি, ফলে, তার ধমনি কেটে ফিনকি দিয়ে অবিরাম রক্ত ঝরে ? তাতে সা'দ মারা যায় ? ফলে ডাক ছেড়ে কাঁদলো কেশ পক্ক বৃদ্ধা, আর স্ফীত বক্ষবিশিষ্ট যুবতীরা। উরায়দা যখন বিপদে পড়ে তাদের এক দলকে ডেকেছিল।

তখন তুমিই তো তার প্রাণরক্ষা করেছিলে। আর তখন তোমাদের অবস্থা এই ছিল যে, তোমাদের কেউ পথ ভুলেছিল, কেউ ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে সঠিক রাস্তা ছেড়ে দিয়েছিলে।

ইব্ন হিশাম বলেন : কথিত আছে যে, সা'দের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছিল খাফাজা ইব্ন আসিম ইব্ন হাব্বান।

খন্দকের যুদ্ধ সম্পর্কে হাস্সান (রা)-এর বিবরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র তার পিতা আব্বাদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : সাফিয়্যা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর ফারি' নামক দুর্গে ছিলেন। তিনি বলেন, হাস্সান ইব্ন সাবিতও সেই দুর্গে আমাদের সাথে নারী ও শিশুদের পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন : একবার জনৈক ইয়াহূদী আমাদের দুর্গের আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। উল্লেখ্য যে, ইয়াহূদী গোষ্ঠী বনূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ছিন্ন করে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তাদের থেকে আমাদের রক্ষা করার মত কোন লোক ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো মুসলিমদের নিয়ে শত্রুদের সামনা-সামনি ছিলেন। আমাদের কোন বিপদ ঘটলে তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সে স্থান ত্যাগ করে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। আমি হাস্সান কে বললাম : হে হাস্সান! এই যে ইয়াহূদী লোকটা যাকে দেখছ আমাদের দুর্গের পাশে ঘুরঘুর করছে, আমার আশংকা হয়, সে আমাদের গুপ্ত খবর আমাদের পেছনে অবস্থানকারী ইয়াহূদীদের কাছে পাচার করবে। জানই তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজন নিয়ে ওদিকে ব্যস্ত আছেন। কাজেই, তুমি গিয়ে ওটাকে খতম করে এসো।

হাস্সান বললেন : হে আবদুল মুত্তালিব তনয়া! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি তো জানেন, এটা আমার কাজ নয়।

সাফিয়্যা (রা) বলেন : তার এ উত্তর শুনে বুঝলাম, তাকে দিয়ে কিছু হবে না। অগত্যা আমি একটা খুঁটি তুলে দুর্গের বাইরে নেমে আসলাম এবং তা দিয়ে ইয়াহূদীটাকে এমন এক আঘাত করলাম, যাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। এরপর আমি দুর্গে ফিরে এসে হাস্সানকে বললাম, এবার আপনি গিয়ে ওর কাপড়-চোপড় যা আছে তা নিয়ে আসেন। সে পুরুষ বলে

আমি এটা করতে পারছি না। কিন্তু হাস্সান (রা) বললেন : হে আবদুল মুত্তালিব তনয়া, তার মালামাল আমার কোন দরকার নেই।

মু'আয়ম (রা) কর্তৃক মুশরিকদের প্রতারণা প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যেমন বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তার সঙ্গিগণ প্রচণ্ড ত্রাসের মাঝ অবস্থান করছিলেন। উপর-নীচ সবদিক থেকে শত্রুবাহিনী তাদের ঘিরে রেখেছিল। আর তারা তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে রেখেছিল।

এরপর নু'আয়ম ইব্ন মাসউদ ইব্ন আমির ইব্ন উনায়ফ ইব্ন সালাবা ইব্ন কুনফুয ইব্ন হিলাল ইব্ন খালাওয়া ইব্ন আশজা ইব্ন রায়ছ ইব্ন গাতফান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমার সম্প্রদায় সেটা জানে না। আপনি আমাকে যে কোন হুকুম করতে পারেন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি আমাদের মধ্যে একা। তুমি যদি পারো তাদের মাঝে গিয়ে পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টি করে দাও। কেননা, যুদ্ধ মাত্রই তো প্রতারণা।

নু'আয়ম ইব্ন মাসউদ বের হয়ে পড়লেন। তিনি প্রথমে বনূ কুরায়যার কাছে গেলেন। ইসলামের পূর্বে তিনি তাদের একজন বন্ধু ছিলেন। তিনি তাদের বললেন : হে বনূ কুরায়যা! তোমাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা তোমাদের তো জানা আছে।

তারা বলল : তুমি সত্য বলেছ। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কোন অভিযোগ নেই। তিনি বললেন : কুরায়শ ও গাতফানের অবস্থা তোমাদের মত নয়। এটা তোমাদের দেশ। এখানেই তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও অবলা নারীরা রয়েছে। তোমরা তাদের অন্যত্র সরাতে পারবে না। কুরায়শ ও গাতফানরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে। তোমরাও তাদের সহযোগিতা করছ। তাদের দেশ ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন এখানে নেই। কাজেই তাদের অবস্থা তোমাদের মত নয়। তারা সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার করবে। পক্ষান্তরে অবস্থা প্রতিকূল দাঁড়ালে তারা দেশে ফিরে যাবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশে মুহাম্মদের মুঠোর মধ্যে ছেড়ে যাবে। তাঁর সংগে বোঝাপড়া করার শক্তি একাকী তোমাদের নেই। সুতরাং আমার পরামর্শ, তাদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোককে তোমাদের কাছে বন্ধক না রাখা পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করো না। মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে, তাদের সাথে তোমাদের চুক্তির নিশ্চয়তা স্বরূপ, সে লোকগুলোকে তোমরা তোমাদের মাঝে যিম্মী করে রাখবে। যুদ্ধ শেষে তাদের ছেড়ে দেবে। তারা বলল : অতি উত্তম পরামর্শ।

এরপর তিনি কুরায়শদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আবু সুফিয়ান ইব্ন হারব ও তার সাথের অন্যান্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে বললেন : আপনাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব ও মুহাম্মদের সাথে আমার সম্পর্কহীনতার কথা তো আপনাদের জানা আছে। আমার কানে একটা সংবাদ পৌঁছেছে, যা একজন শুভাকাংক্ষী হিসাবে আপনাদেরকে জানানো আমি কর্তব্য বলে মনে করছি। তবে আমার কথা আপনারা গোপন রাখবেন। তারা বলল : অবশ্যই। তিনি বললেন :

আপনারা হয়ত জানেন না মুহাম্মদের সাথে চুক্তিভংগ করে ইয়াহূদীরা এখন অনুতপ্ত। তারা এই মর্মে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছে যে, আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। এখন তার প্রতিবিধানস্বরূপ আমরা কৌশলে কুরায়শ ও গাতফানদের বিশিষ্ট নেতাদের ধরে যদি আপনার হাতে সমর্পণ করি, তবে কি আপনি খুশি হবেন ? আপনি তাদের ইচ্ছামত হত্যা করবেন। এরপর আমরা আপনার সাথে মিলে যৌথ আক্রমণ করে তাদের অবশিষ্টদের মূলোৎপাটন করব।

মুহাম্মদ (সা) তাদের এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। কাজেই ইয়াহূদীরা আপনাদের কতিপয় নেতাকে যিম্মী স্বরূপ রাখার জন্য আপনাদের কাছে লোক পাঠাতে পারে। সাবধান, আপনারা একটি লোককেও তাদের হাতে ছেড়ে দেবেন না।

এরপর, তিনি গাতফান গোত্রের কাছে গেলেন। তাদের বললেন : হে গাতফান গোত্র। তোমরা আমার মূল, আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী এবং আমার সব চাইতে প্রিয় মানুষ। তোমরা আমাকে সন্দেহ কর এরূপ ধারণা আমার নেই। তারা বলল : সত্যিই বলেছ, তুমি আমাদের কাছে সন্দেহভাজন নও। তিনি বললেন : তাহলে আমার কথা গোপন রাখবে তো ? তারা বলল : নিশ্চয় রাখবো। কিন্তু বিষয়টি কি ? তিনি কুরায়শদের যা যা বলেছিলেন, তাদের কেউ তাই বললেন এবং তাদেরকেও কুরায়শদের মত সতর্ক করলেন।

মুশরিকদের প্রতি আল্লাহ্ যা নাযিল করেন

হিজরী পঞ্চম সালের শাওয়াল মাস। শনিবার রাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে এদিন আল্লাহ্র সে মহিমা এভাবে প্রকাশ পায়। আবূ সুফিয়ান ইব্ন হার্ব ও গাতফান গোত্রের নেতৃবৃন্দ বনূ কুরায়যার কাছে ইকরামা ইব্ন আবূ জাহলকে কুরায়শ ও গাতফানের কতিপয় প্রতিনিধিসহ প্রেরণ করেন। তারা গিয়ে বনূ কুরায়যাকে বলল : আমরা তো এখানকার বাসিন্দা নই। আমাদের ঘোড়া-উট মরে যাচ্ছে। কাজেই, আর কালক্ষেপণ না করে চলো যাই মুহাম্মদের সাথে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে ফেলি, চিরতরে খতম করে দেই।

ইয়াহূদীরা বলল : আজ শনিবার দিন। এদিনে আমরা কোন কিছু করি না। আমাদের কতক লোক এদিনের অশ্রদ্ধা করে যে শাস্তি ভোগ করেছে, তা তোমাদের অজানা নয়। তদুপরি আমরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার নই, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের কতিপয় লোক আমাদের কাছে যিম্মী রাখবে। মুহাম্মদের মূলোৎপাটন না করা পর্যন্ত তারা আমাদের কাছে যিম্মী হয়ে থাকবে। কারণ, আমাদের আশংকা হয়, যুদ্ধ প্রচণ্ডাকার ধারণ করলে এবং তাতে তোমরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে, তোমরা নিজ দেশে চলে যাবে; আর আমাদেরকে আমাদের দেশে মুহাম্মদের হাতে ছেড়ে যাবে। অথচ তাঁর সাথে লড়বার ক্ষমতা আমাদের নেই। প্রতিনিধিবর্গ বনূ কুরায়যার উত্তর নিয়ে কুরায়শ ও বনূ গাতফানের কাছে ফিরে গেল। সব শুনে তারা বলে উঠল : আল্লাহ্র কসম, নু'আয়ম ইব্ন মাসউদের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তারা বনূ কুরায়জার কাছে বলে পাঠাল : আল্লাহ্র কসম! আমরা আমাদের একটা লোকও

তোমাদের হাতে সমর্পণ করব না। এখন তোমাদের যদি ইচ্ছা থাকে তা হলে বের হয়ে আস এবং যুদ্ধ কর।

এই বার্তা পেয়ে বনূ কুরায়যাও বলল : নু'আয়ম ইব্ন মাসউদ যা বলেছিল তা তো সত্যই দেখছি। যুদ্ধ করাই ওদের অভিপ্রায়। এরপর ফলাফল ভাল হলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে, আর যদি বিপরীত হয়, তবে তারা নিজ দেশে চলে যাবে আর আমাদেরকে অসহায় অবস্থায় শত্রুর মুখে ছেড়ে যাবে। সুতরাং আমাদের উচিত কুরায়শ ও গাতফানের কাছে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ্র কসম! তোমরা আমাদের হাতে যিম্মী না রাখলে আমরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমাদের সহযোগিতা করব না। সুতরাং তারা তাই করল।

কুরায়শ ও গাতফান গোত্র বনূ কুরায়যার দাবী প্রত্যাখ্যান করল। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সম্মিলিত বাহিনীর ঐক্য নস্যাৎ করে দিলেন। সেই সাথে নেমে এলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রচণ্ড শীতের রজনীতে আল্লাহ্ তা'আলা সুতীব্র শৈত্য প্রবাহ ছেড়ে দিলেন। তাদের রান্নার হাড়ি-পাতিল উড়ে গেল। তাঁবু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

মুশরিকদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর

তাদের মতানৈক্যের কথা যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছে গেল। তিনি জানতে পারলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সম্মিলিত বাহিনীর ঐক্য চূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি বিশ্বস্ত সাহাবী হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামানকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন : দেখ এসো, এদের রাতে কি ঘটেছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজীর সূত্রে ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ বর্ণনা করেন, কূফার জনৈক ব্যক্তি হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, হে আবূ আবদুল্লাহ্! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছেন ? তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ বৎস। সে বলল : তা আপনারা কিভাবে চলতেন ? তিনি বললেন : আল্লাহ্র কসম, আমাদের সে জীবন ছিল ভীষণ কষ্টের।

লোকটি বলল : আল্লাহ্র কসম! আমরা তাঁকে পেলে পায়ে ধূলো লাগতে দিতাম না; মাথায় করে রাখতাম।

হুযায়ফা (রা) বললেন : ভাতিজা, আল্লাহ্র কসম, আমার চোখে এখনও ভাসছে সেই রাত্রের কথা–রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীর্ঘক্ষণ ধরে সালাত আদায় করলেন। এরপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : কে আছ শত্রু শিবিরে গিয়ে তাদের গতিবিধি দেখবে এবং ফিরে এসে আমাদেরকে তা অবগত করবে ? তিনি এই ফিরে আসার সাথে শর্ত লাগিয়ে বললেন : আমি আল্লাহ্ কাছে প্রার্থনা করব, এটা যে করবে সে যেন জান্নাতে আমার সঙ্গী হয়।

তখন প্রচণ্ড ভয়-ত্রাসে সকলে কম্পমান। সেই সাথে দুর্দান্ত ক্ষুধা, অসহনীয় শৈত্য প্রবাহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ কথায় সাহস করে কেউ দাঁড়াল না। এরপর তিনি আমাকেই ডাকলেন। অগত্যা আমাকে উঠতেই হলো। তিনি বললেন : হে হুযায়ফা। তুমি গিয়ে তাদের শিবিরে

প্রবেশ কর এবং লক্ষ্য করে দেখ, তারা কি করছে। সাবধান, আমার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আর কোন কিছু করবে না।

হুযায়ফা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশমত আমি কাফিরদের শিবিরে চলে গেলাম। তখন ঝড়ো-হাওয়া ও আল্লাহ্র সৈন্যগণ তাদের অবস্থা কাহিল করে তুলছিল। তাদের হাড়ি-পাতিল, আগুন, তাঁবু কিছুই আর স্থির থাকল না। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

এক পর্যায়ে আবূ সুফিয়ান দাঁড়িয়ে গেল। সে কুরায়শদের সম্বোধন করে বলল : তোমরা সতর্ক হও, প্রত্যেকে তার পাশের লোককে চিনে নেও। হুযায়ফা (রা) বলেন : আমি আমার পাশের লোকের হাত ধরে বললাম, ভাই তুমি কে ? সে বলল : আমি অমুকের পুত্র অমুক।

আবূ সুফিয়ান কর্তৃক প্রস্থানের নির্দেশ

তারপর আবূ সুফিয়ান বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্র কসম, তোমরা কোন স্থায়ী নিবাসে আসনি। আমাদের উট-ঘোড়া সব মারা পড়েছে। বনূ কুরায়যা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের পক্ষ হতে আমরা অপ্রীতিকর সংবাদ পাচ্ছি। এদিকে ঝড়-ঝাপটায় আমাদের যা দশা তা তো দেখছই। আগুন জ্বালান যাচ্ছে না, হাড়ি-পাতিল সব উড়ে যাচ্ছে। তাঁবু ধরে রাখা যাচ্ছে না। সুতরাং চলো ফিরে যাই। আমি রওনা হলাম।

এই বলে আবূ সুফিয়ান তার উটের কাছে গেল। উটটি বাঁধা ছিল। সে তার উপর বসে পড়ল। তারপর তাকে আঘাত করতেই সেটি তাকে নিয়ে তিনবার লাফিয়ে উঠল। কিন্তু আল্লাহ্র কসম। এতদ্সত্ত্বেও তার রশি ছিড়লো না, সেটি সেখানেই থেকে গেল।

যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার থেকে এ মর্মে অংগীকার না নিতেন, তা হলে আমি একটা মাত্র তীরেই আবূ সুফিয়ানের দফা রফা করে দিতাম। হুযায়ফা (রা) বলেন : এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি তখন তাঁর কোন স্ত্রীর ইয়ামনী চাদর গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। সেটা ছিল 'মারজিল' নামক চাদর।

ইব্ন হিশাম বলেন : মারজিল হচ্ছে ইয়ামানের তৈরি এক প্রকার কারুকার্য খচিত চাদর। হুযায়ফা (রা) বলেন : আমাকে দেখে তিনি তার পায়ের দিকে বসতে বললেন এবং চাদরটির এক প্রান্ত আমার উপর ছুঁড়ে দিলেন। আমি তা জড়িয়ে বসে থাকলাম। তিনি রুকূ সিজদা দিয়ে সালাম ফেরালেন। এরপর আমি তাঁকে কুরায়শদের খবর জানালাম।

কুরায়শদের এ সংবাদ শুনে গাতফান গোত্রও তাদের দেশে ফিরে গেল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সকালবেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও মুসলিমদের নিয়ে খন্দক প্রান্তর ত্যাগ করলেন এবং মদীনায় এসে অস্ত্র তুলে রাখলেন।

বনূ কুরায়যা অভিযান
[হিজরী ৫ম সন]

বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ নিয়ে জিবরাঈল (আ)-এর আগমন

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইমাম যুহরী (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী যুহরের সময় জিবরাঈল (আ) এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মাথায় ছিল রেশমী পাগড়ী। তিনি জিন-আটা খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন, যার উপর রেশমী কাপড় ছিল।

তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আপনি কি হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ। জিবরাঈল (আ) বললেন : কিন্তু ফেরেশতাগণ এখনও অস্ত্র রাখেনি। আমি এই মাত্র শত্রুদের ধাওয়া করে এলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বনূ কুরায়যার উপর হামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তাদের কাঁপিয়ে দিতে যাচ্ছি।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে ঘোষক ঘোষণা করলেন : তোমরা যারা শুনছো এবং অনুগত, তারা বনূ কুরায়যার বসতিতে গিয়েই আসরের সালাত আদায় করবে, তার আগে নয়।

এ সময় তিনি ইব্‌ন উম্মু মাকতূমকে মদীনায় প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ইব্‌ন হিশাম এরূপ বর্ণনা করেছেন।

আলী (রা) বনূ কুরায়যার কটুক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে তাঁর পতাকা নিয়ে আগেই পাঠিয়ে দিলেন। বাকি সকলেও দ্রুত রওনা হলেন, আলী (রা) সবার আগে পৌঁছে গেলেন। তিনি দুর্গগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে শুনতে পেলেন, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে অশ্রাব্য গলাবাজি করছে। তিনি দ্রুত ফিরে আসলেন এবং পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি ইতর প্রকৃতির লোকগুলোর নিকটবর্তী হবেন না। তিনি বললেন : কেন ? সম্ভবতঃ তুমি আমার প্রতি তাদের কোন কটুক্তি শুনছে। তিনি বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমাকে দেখলে তারা ওসব আর মুখে আনবে না। তিনি তাদের দুর্গগুলোর নিকটবর্তী হয়ে বললেন : হে বানরের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ! আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমাদের লাঞ্ছিত করেন নি? তিনি কি তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল করেন নি? তারা বলল : হে আবুল কাসিম ! তা তো আপনার অজানা নয়।

দাহ্ইয়া কালবীর আকৃতিতে জিবরাঈল (আ)-এর আগমন

বনূ কুরাযায় পৌঁছার আগে সাওরায়ন নামক স্থানে একদল সাহাবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি তোমাদের পাশ দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! একটি খচ্চরে সওয়ার হয়ে দাহ্ইয়া ইব্ন খালীফা কালবীকে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখেছি। খচ্চরটির উপর জিন-আটা ছিল এবং তার উপর রেশমী চাদর ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সেই-ই তো জিবরাঈল। বনূ কুরায়যাকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও তাদের দুর্গগুলো কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে পাঠান হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার লোকালয়ে পৌঁছে তাদের 'আনা' নামক একটি কুয়ার পাশে শিবির স্থাপন করলেন। ইব্ন হিশাম বলেন : কুয়াটার নাম আন্নী।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর সাহাবিগণও এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন, তন্মধ্যে কতিপয় লোক এমনও ছিলেন, যারা এখানে পৌঁছান ইশার পরে, কিন্তু আসরের সালাত বনূ কুরায়যায় এসে আদায় করার নির্দেশ থাকায় তাঁরা রাস্তায় তা আদায় করেননি। সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে গিয়ে তাদের দেরি হয়ে যায়। আবার নির্দেশের অন্যথা হয়ে যাবে এ আশংকায় তাঁরা রাস্তায় আসরের সালাত আদায় করেননি। শেষ পর্যন্ত ইশার সালাত আদায়ের পর তারা তা আদায় করে নেন। কিন্তু এজন্য না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে, আর না রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে কোন তিরস্কার করেন।

এ ঘটনা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আমার পিতা ইসহাক ইব্ন ইয়াসার। তিনি শুনেছেন মা'বাদ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক আনসারীর কাছে।

বনূ কুরায়যার অবরোধ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীর্ঘ পঁচিশ দিন যাবত তাদের অবরোধ করে রাখেন। ফলে, তারা চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দেন।

উল্লেখ্য যে, হুয়াঈ ইব্ন আখতাব কা'ব ইব্ন আসাদকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিল। কুরায়শ ও গাতফানরা চলে যাওয়ার পর সে বনূ কুরায়যার সাথে তাদের দুর্গে গিয়ে ঠাঁই নেয়।

নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি কা'ব ইব্ন আসাদের উপদেশ

বনূ কুরায়যা যখন বুঝে ফেলল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিপর্যস্ত না করে ফিরবেন না; তখন কা'ব ইব্ন আসাদ তাদের লক্ষ্য করে বললেন : হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছ, তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আমি তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখছি, যেটি খুশি গ্রহণ করতে পার।

তারা জিজ্ঞাসা করল : কি সে প্রস্তাব। কা'ব বললেন : এসো, আমরা এই ব্যক্তির আনুগত্য করি এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে নেই। আল্লাহ্র কসম! তোমাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে, তিনি একজন প্রেরিত নবী। তাওরাতে তোমরা যে নবীর উল্লেখ পাও, ইনিই তিনি। এ পথ অবলম্বন করলে—তোমাদের জান-মাল ও স্ত্রী-পুত্র সব নিরাপদ হয়ে যাবে।

তারা বলল : আমরা কস্মিনকালেও তাওরাতের বিধি-বিধান ত্যাগ করব না এবং তার বদলে অন্য কিছু গ্রহণ করব না।

কা'ব বললেন : যদি তোমরা এটা মানতে অস্বীকার কর, তবে এসো, আমরা নিজ হাতে আমাদের শিশু ও নারীদের হত্যা করি, এরপর অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ি। আমরা তাদের হত্যা করব এই জন্য, যাতে যুদ্ধকালে আমাদের কোন পিছুটান না থাকে। এভাবে আমরা লড়াই করতে থাকব—যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের ও মুহাম্মদের মাঝে ফয়সালা করে দেন। আমরা যদি ধ্বংস হই, তবে এমনভাবে ধ্বংস হব, যাতে আমাদের কোন বংশধর বাকি থাকবে না, যার উপর আমাদের কোনরূপ আশংকা থাকবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে নারী ও শিশুর কোন অভাব হবে না।

তারা বলল : আমরা ঐ নিরীহদের হত্যা করব ? ওদের হত্যা করে আর বেঁচে থাকার কি সার্থকতা ?

কা'ব বললেন : এটাও গ্রহণ না করলে শেষ বিকল্প শোন, আজ শনিবারের রাত। আজ মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা আমাদের পক্ষ হতে নিজেদের নিরাপদ মনে করবে। চলো, অতর্কিত আক্রমণ করে তাঁদের খতম করে দেই।

তারা বলল : আমরা পবিত্র শনিবারের অমর্যাদা করব আর এর পবিত্রতা নষ্ট করব ? অথচ তোমরা জান, এর অমর্যাদা করে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি ভীষণ শাস্তি ভোগ করেছিল। তাদের চেহারা বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল। এ কাজ করলে আমাদেরও সেই দশা হবে। তখন কা'ব উষ্মা প্রকাশ করে বললেন : তোমাদের মধ্যে একটি লোকও এমন নাই, যে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অন্তত একটি রাতও কোন বিষয়ে মনস্থির করে ঘুমিয়েছে।

আবূ লুবাবার তাওবা প্রসংগে

এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অনুরোধ জানিয়ে পাঠাল যে, বনূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের আবূ লুবাবা ইব্ন আবদুল মুনযিরকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। তার সাথে আমরা পরামর্শ করব। উল্লেখ্য বনূ আমর গোত্র ছিল আওস গোত্রের মিত্র।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ লুবাবাকে তাদের কাছে পাঠালেন। তাকে দেখামাত্র পুরুষগণ তাকে অভিবাদন জানাতে ছুটে আসল, আর নারী ও শিশুরা তার সামনে গিয়ে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ জানাল। তাদের সে বুকফাটা কান্না দেখে তাঁর অন্তর গলে গেল। তারা বলল : হে আবূ লুবাবা। আপনি কি বলেন, আমরা কি মুহাম্মদের নির্দেশমত দুর্গ হতে নেমে আসব ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, সে সাথে গলদেশের দিকেও ইঙ্গিত করলেন, অর্থাৎ পরিণাম যবাই।

আবূ লুবাবা বলেন : আল্লাহ্র কসম! সেস্থান হতে আমি এক কদমও নড়িনি, এর মধ্যেই আমার উপলব্ধি হল—আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

আবূ লুবাবা সেই অবস্থাতেই সোজা মসজিদে নব্বীতে চলে গেলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে দেখা করলেন না। তিনি মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেকে শক্ত করে বাঁধলেন।

বললেন : যাবত না আল্লাহ্ আমার এ অপরাধ ক্ষমা করেন, আমি এস্থান ত্যাগ করব না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন : আমি জীবনে বনূ কুরায়যার মাটি আর মাড়াবো না, আর যে মাটিতে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, সেখানে কখনও নিজের মুখ দেখাবো না।

ইব্ন হিশাম বলেন : সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) ইসমাঈল ইব্ন খালিদের সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কাতাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ লুবাবা সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : হে মু'মিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সংগে বিশ্বাস ভংগ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও না (৮ : ২৭)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীর্ঘক্ষণ আবূ লুবাবার প্রতীক্ষায় থাকার পর যখন এ খবর তাঁর কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন : সে যদি আমার কাছে আসত তা হলে অবশ্যই আমিই তার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতাম। তা না করে সে যখন নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা যাবত না তাঁর তওবা কবূল করবেন, আমি তার বাঁধন খুলতে যাব না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুসায়ত আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, শেষ রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মু সালমা (রা)-এর গৃহে থাকা অবস্থায় আবূ লুবাবার তাওবা কবূল হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। উম্মু সালমা (রা) বলেন, আমি শেষ রাতে দেখি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি হাসছেন কেন ? আল্লাহ্ আপনার মুখে সব সময় হাসি রাখুন। তিনি বললেন : আবূ লুবাবার তাওবা কবূল হয়েছে।

তখন উম্মু সালমা (রা) বললেন : আমি কি আবূ লুবাবাকে এ সুসংবাদ দেব না ? ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বললেন : হ্যাঁ, তুমি ইচ্ছা করলে দিতে পার। রাবী বলেন : তখন উম্মু সালমা (রা) তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, হে আবূ লুবাবা! সুসংবাদ নাও—আল্লাহ্ তোমার তাওবা কবূল করেছেন। এ সময় পর্দার বিধান নাযিল হয়নি। তার এ ঘোষণা শোনামাত্র দলে দলে লোক তাঁর বাঁধন খুলে দিতে ছুটল। তিনি বললেন : না আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ হাতে আমাকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ফজরের সালাত আদায়ের জন্য বের হলেন, তখন তিনি নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার কাছে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, আবূ লুবাবা মোট ছয় দিন খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। সালাতের ওয়াক্ত হলে তাঁর স্ত্রী এসে তাঁকে খুলে দিতেন। এরপর সালাত শেষে তিনি নিজে আবার নিজকে বেঁধে রাখতেন।

তাঁর তাওবা কবূল হওয়া সম্পর্কে যে আয়াত নাযিল হয়, তা নিম্নরূপ :

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ : এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এ সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করে ফেলেছে। আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ : ১০২)।

বনূ হাদলের কতিপয় লোকের ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর বনূ কুরায়যা যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশমত দুর্গ হতে নেমে এসে আত্মসমর্পণ করে, সে রাতে সালাবা ইব্ন সায়া, উসায়দ ইব্ন সায়া ও আসাদ ইব্ন উবায়দা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা বনূ কুরায়যা বা বনূ নাযীর গোত্রের লোক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন বনূ হাদল গোত্রের লোক। উক্ত গোত্রদ্বয়ের আরও উপর থেকে তাদের বংশধারা নেমে এসেছে। উভয়ের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ এক।

আমর ইব্ন সু'দা কুরায়ীর ঘটনা

বনূ কুরায়যার আমর ইব্ন সু'দা সে রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রহরীদের সামনে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। প্রহরীদের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা)। তিনি আমরকে যেতে দেখে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। সে নিজ পরিচয় দিল। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বিশ্বাসঘাতকতায় সে বনূ কুরায়যার সমর্থন করেনি, বরং প্রতিবাদ করে বলেছিল : আমি কস্মিনকালেও মুহাম্মদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) তাকে চিনতে পেরে বলে উঠেন, হে আল্লাহ্ ! মহৎ লোকদের ত্রুটি মার্জনার সুযোগ হতে আমাকে বঞ্চিত কর না। এই বলে তিনি তাকে ছেড়ে দেন। এরপর সে ঐ রাতে মদীনায় মসজিদে নববীর দরজা পর্যন্ত যায়। তারপর উধাও হয়ে যায়। আজও কেউ বলতে পারে না সে কোথায় গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তার কথা বলা হলে তিনি মন্তব্য করেন : সে বিশ্বাস রক্ষা করেছিল বলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিষ্কৃতি দেন। অপর এক বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর বনূ কুরায়যার যাদেরকে বাঁধা হয়েছিল তাদের মধ্যে সেও একজন ছিল। পরে দড়িটা পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু সে কোথায় উধাও হয় তা কেউ জানে না। একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে গেলে তিনি উক্ত মন্তব্য করেন। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন প্রকৃত অবস্থা কি।

বনূ কুরায়যার ব্যাপারে সা'দ (রা)-এর ফয়সালা

রাবী বলেন, তারা সকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলো। আওস গোত্র দ্রুত ছুটে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এরা আমাদের মিত্র খাযরাযের নয়। তাদের

মিত্রদের সাথে অতীতে আপনি যে আচরণ করেছেন, তা সুবিদিত। উল্লেখ্য বনূ কায়নুকা গোত্র ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র। এর আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে অবরোধ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা আত্মসমর্পণ করে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সুপারিশ করায়, তিনি তাদের মাফ করেছেন।

আওস গোত্রের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমাদের গোত্রের একজনই যদি তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়, তবে তোমরা খুশী হবে তো ? তারা বললেন : হ্যাঁ, তিনি বললেন, সে তোমাদের সা'দ ইব্ন মু'আয। তাঁর উপরই ফয়সালার ভার অর্পণ করা হলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-কে যিনি খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, আসলাম গোত্রের এক মহিয়সী নারী রুফায়দার তাঁবুতে রেখেছিলেন। মসজিদে নববীর কাছে তার তাঁবু খাটান ছিল। সেখানে তিনি আহতদের সেবা করতেন। আর্ত মুসলিমদের যত্ন করাকে তিনি সওয়াবের অসিলা বলে মনে করতেন। খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রা) তীরবিদ্ধ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর লোকদেরকে বলেছিলেন : সা'দকে রুফায়দার তাঁবুতে রাখ। তাহলে আমার কাছে হবে। আমি সহজে তাঁর খোঁজ-খবর নিতে পারব।

রাসূলুল্লাহ্ যখন সা'দ (রা)-এর উপর বনূ কুরায়যার ফয়সালার ভার ন্যস্ত করলেন, তখন তাঁর গোত্রের লোক এসে তাঁকে গাধার পিঠে সওয়ার করিয়ে নিয়ে গেল। তারা গাধাটির পিঠে নরম চামড়ার গদি এঁটে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন মোটা তাজা সুদর্শন পুরুষ। তারা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হলো। তারা তাঁকে বলছিল ঃ হে আবূ আমর! আপন মিত্রদের প্রতি সদয় হও।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) এজন্যই তোমার উপর ফয়সালার দায়িত্ব দিয়েছেন, যাতে তুমি তাদের প্রতি সদয় আচরণ কর। তারা যখন তার সংগে বেশী পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল, তখন তিনি বললেন : আমি সা'দ তো এখন এমন এক অবস্থায় আছি, যখন আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা আমার গায়ে লাগে না। একথা শুনে তার গোত্রের যারা তাঁর সংগে ছিল, তাদের অনেকে বনূ আবদুল আশহাল গোত্রের কাছে চলে গেল। সা'দের উক্তি দ্বারা তারা বুঝে ফেলল বনূ কুরায়জার মৃত্যু অবধারিত। সা'দ পৌঁছার আগেই তারা তাদের কাছে সে কথা প্রাচার করে দিল।

সা'দ (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলিমদের কাছে পৌঁছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : قوموا الى سيدكم উঠে তোমাদের নেতাকে স্বাগত জানাও। কুরায়শ মুহাজিরগণ বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ নির্দেশ আনসারদের প্রতি। আনসারগণ বললেন : বরং তিনি সকলকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং তারা সকলে উঠে তাকে স্বাগত জানালেন। তাঁরা বললেন : হে আবূ আমর! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার মিত্রদের ব্যাপারে ফয়সালা দেওয়ার ভার তোমার উপর ন্যস্ত করেছেন।

সা'দ বললেন : তোমরা কি আল্লাহ্র নামে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে, আমার ফয়সালাই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। তারা বলল : হ্যাঁ এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দিকে উপবিষ্ট ছিলেন, সেদিকে

ইশারা করে বললেন (সমীহের কারণে তিনি তাঁর দিকে তাকাতে পারছিলেন না) : তিনিও কি এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাব দিলেন : হ্যাঁ আমাদেরও এই প্রতিশ্রুতি। তখন সা'দ (রা) তাঁর রায় ঘোষণা করলেন : সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে, ধন-সম্পদ গনীতমরূপে বণ্টন করা হবে এবং নারী ও শিশুদের গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করা হবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা (র) আবদুর রহমান ইব্ন আমর ইব্ন সা'দ ইব্ন মু'আয (র)-এর সূত্রে আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস লায়সী (র) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ (রা)-এর ফয়সালা শুনে বললেন : তোমার ফয়সালা সপ্তাকাশের উপরে ঘোষিত আল্লাহ্র ফয়সালা অনুযায়ী হয়েছে।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার কাছে নির্ভরযোগ্য জনৈক আলিম বর্ণনা করেছেন যে, বনূ কুরায়যাকে অবরোধ করে রাখা অবস্থায় আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) চিৎকার করে বললেন, হে ঈমানদার সেনাদল! আমরা হামযার মত শাহাদতের পেয়ালা পান করব, অথবা ওদের দুর্গ জয় করব। এই বলে তিনি ও যুবায়র ইব্ন আওয়াম সামনে অগ্রসর হলেন। তখন ইয়াহূদীরা বলল : হে মুহাম্মদ! আমরা সা'দ ইব্ন মু'আযের ফয়সালা অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করছি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারা আত্মসমর্পণ করে দুর্গ হতে নেমে আসল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে মদীনাতে নাজ্জার গোত্রের হারিসের কন্যার[১] বাড়িতে বন্দী করে রাখলেন। এরপর তিনি মদীনার বাজারে গেলেন। বর্তমানেও সেটাই মদীনার বাজার। সেখানে তিনি কয়েকটি গর্ত করলেন। তারপর এক এক দল করে তাদেরকে সেখানে নিয়ে হত্যা করা হলো। আল্লাহ্র দুশমন হুয়াঈ ইব্ন আখতাব, কা'ব ইব্ন আসাদ প্রমুখ নেতৃবর্গও তাদের মধ্যে ছিল। তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ছয়শ' বা সাতশ'। যারা তাদের সংখ্যা আরও বেশী মনে করেন, তাদের মতে তারা ছিল আটশ' থেকে নয়শ'-এর মাঝামাঝি।

তাদেরকে যখন দলে দলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তারা দলপতি কা'ব ইব্ন আসাদকে জিজ্ঞেস করে, হে কা'ব! আমাদের কি করা হবে বলে আপনি মনে করেন ? সে বলল : তোমরা কি সব জায়গাতেই বোকা হয়েই থাকবে ? তোমরা কি দেখছ না, নকীব অবিরাম ডেকেই যাচ্ছে ? যাকে নেওয়া হচ্ছে, সে আর ফিরছে না ? আল্লাহ্র কসম! সকলকে হত্যা করা হবে। এভাবে তাদেরকে সমূলে খতম করে দেওয়া হলো।

হুয়াঈ ইব্ন আখতাবের কতল

আল্লাহ্র দুশমন হুয়াঈ ইব্ন আখতাবকেও আনা হলো। তার পরিধানে ছিল ফুক্কাহী বস্ত্র। ইব্ন হিশাম বলেন : ফুক্কাহী হচ্ছে এক প্রকার চাদর। সে তার পোশাকটি সব জায়গা থেকে কয়েক আংগুল করে ফুটো করে রেখেছিল, যাতে তার থেকে সেটা খুলে নেওয়া না হয়। তার হাত ছিল ঘাড়ের সাথে বাঁধা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখামাত্র সে বলে উঠলো: আল্লাহ্র কসম!

---

১. তাঁর নাম ছিল-কায়সা। তিনি আগে মুসায়লামা কায্যাবের স্ত্রী ছিলেন। পরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির (রা)-এর সংগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

তোমার দুশমনীর কারণে আমি মোটেই অনুতপ্ত নই। তবে আল্লাহ্‌কে যে ত্যাগ করে তার ধ্বংস অনিবার্য। এরপর সে উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বললো, হে জনমণ্ডলী! অসুবিধার কিছু নেই এটা আল্লাহ্‌র ফয়সালা। বনূ ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ পরিণতি ও হত্যাকাণ্ড নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। এই বলে সে বসে পড়লো এবং তার শিরশ্ছেদ করা হলো।

জাবাল ইব্‌ন জাওয়াল ছা'লাবী বলেন :

لعمرك ما لام ابن اخطب نفسه * ولكنه من يخذل الله يخذل

لجاهد حتى ابلغ النفس عذرها * وقلقل يبغى العز كل مقلقل

তোমার জীবনের কসম! আখতাব পুত্র নিজেকে দোষারোপ করেনি। বস্তুত যে আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে সেও পরিত্যাক্ত হয়। সে সংগ্রাম করেছে এবং নিজের দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, সে সম্মান ও মর্যাদা হাসিলের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর সূত্রে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওদের নারীদের মধ্যে মাত্র একজনকেই হত্যা করা হয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! সে স্ত্রীলোকটি আমার কাছে বসে কথাবার্তা বলছিল এবং হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। অথচ তখন তার আপন জনদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার বাজারে হত্যা করছিলেন। সহসা ঘোষক তার নাম ধরে ডাক দিল। সে বলল : আমাকে হত্যা করা হবে। বললাম : কেন ? সে বলল : একটা কাণ্ড করেছি বলে। এরপর নেওয়া হলো এবং হত্যা করা হলো। আয়েশা (রা) বলতেন : আল্লাহ্‌র কসম! সে বিস্ময়ের কথা আমি কখনও ভুলব না। কি খোশ মিজায, ও হাসি ফুর্তিতে ভরপুর। অথচ সে জানতো তাকে হত্যা করা হবে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই সে স্ত্রীলোক, যে যাঁতা নিক্ষেপ করে খাল্লাদ ইব্‌ন সুওয়ায়দকে হত্যা করেছিল।

যুবায়র ইব্‌ন বাতা কুরাযীর ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব যুহরী, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একদা সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্‌মাস (রা) যুবায়র ইব্‌ন বাতা কুরাযীর কাছে আসেন। তার কুনিয়াত ছিল আবূ আবদুর রহমান। সে জাহিলী যুগে একবার সাবিত ইব্‌ন কায়সের প্রতি অনুগ্রহ করেছিল। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুবায়রের এক বংশধর আমার কাছে বলেছে যে, সে অনুগ্রহ ছিল ঐতিহাসিক বু'আছ যুদ্ধকালে। যুবায়র তাকে পাঁকড়াও করে তার মাথার অগ্রভাগের চুল কামিয়ে দেয় এবং তাকে হত্যা না করে ছেড়ে দেয়।

বনূ কুরায়যার এই হত্যাকাণ্ডের সময় সাবিত (রা) এসে যুবায়রের সংগে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে আবূ আবদুর রহমান। তুমি কি আমাকে চেন ? যুবায়র বললেন : তোমার মত ব্যক্তিকে আমার মত লোক কি ভুলতে

পারে ? সাবিত (রা) বললেন : আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছিলে আমি তার প্রতিদান দিতে চাচ্ছি। যুবায়র বললেন : মহৎ লোকেরা কাজের বদলা দিয়ে থাকেন।

এরপর সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার উপর যুবায়রের একটা অনুগ্রহ আছে। আমি তার বিনিময় দিতে চাই। সুতরাং আপনি তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাকে তোমার হাতে সোপর্দ করলাম। এরপর তিনি যুবায়রের কাছে ছুটে এসে বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে তোমাকে চেয়ে নিয়েছি। অতএব তুমি এখন মুক্ত।

যুবায়র বললেন : আমি বয়ঃবৃদ্ধ মানুষ, পরিবার-পরিজন নেই, আমার বেঁচে থেকে লাভ ? তখন সাবিত (রা) আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে গেলেন। বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। যুবায়রের স্ত্রী-পুত্রকেও আপনি আমার হাতে সমর্পণ করুন। তিনি বললেন : তাদেরকেও তোমার দায়িত্বে দিলাম। এ খবর নিয়ে সাবিত (রা) যুবায়রের কাছে গেলেন। বললেন : হে যুবায়র! তোমার স্ত্রী-পুত্রকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। এখন তারা তোমার।

যুবায়র বললেন : হিজায ভূমিতে একটা পরিবার বাস করবে, আর তাদের কোন সম্পত্তি থাকবে না, তা হলে তারা বাঁচবে কি করে ? সাবিত (রা) আবারও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছুটে গিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তার সহায়-সম্পত্তি ? তিনি বললেন : তাও তোমার।

সাবিত (রা) যুবায়রের কাছে গিয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার সহায়-সম্পত্তিও আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। এখন তাও তোমার।

যুবায়র বললেন : হে সাবিত! সেই যে চীনা আয়নার মত যার চেহারা, গোত্রের কুমারীরা যাতে নিজেদের চেহারা দেখার জন্য ভীড় করতো—সেই কা'ব আসাদের কি অবস্থা ? সাবিত (রা) বললেন : তাকে হত্যা করা হয়েছে।

এরপর যুবায়র জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা, সর্বজনবিদিত নেতা হুয়াঈ ইব্‌ন আখতাবের খবর কি ? সাবিত (রা) জবাব দিলেন : তাকেও হত্যা করা হয়েছে। এরপর যুবায়র বললেন : আয্‌যাল ইব্‌ন সামাইলের ভাগ্যে কি ঘটেছে ? সে থাকতো আমাদের অগ্রবাহিনীর অধিনায়ক, যখন আমরা আক্রমণ করতাম, আর যখন আমরা পালাতাম, তখন সে পশ্চাতে থেকে আমাদের পাহারা দিত।

সাবিত (রা) বললেন : তাকেও হত্যা করা হয়েছে। তখন যুবায়র বললেন : বল তো দুই জোটের কি অবস্থা ? অর্থাৎ বনূ কা'ব ইব্‌ন কুরায়যা ও বনূ আমর ইব্‌ন কুরায়যা।

সাবিত (রা) বললেন : তারাও সকলে নিহত হয়েছে।

যুবায়র বললেন : তা হলে হে সাবিত! তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহের বদলে আমি তোমার কাছে একটাই কৃপা ভিক্ষা করি। তুমি আমাকেও তাদের কাছে পাঠিয়ে দাও। কসম আল্লাহ্‌র! তাদের পরে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। সে আরো বললেন :

فما انا بصابر لله فتلة دلو ناضح حتى القى الاحبة

অর্থাৎ কসম আল্লাহ্‌র! আমার প্রিয়জনদের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বিচ্ছেদ এতটুকু সময়ও সইতে পারব না, যে সময় একটি বালতির পানি পাত্রে ঢালতে ব্যয় হয়। যুবায়রের একথা শুনে সাবিত (রা) তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন।

প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হওয়ার তার এ আকুলতার কথা শুনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! সে জাহান্নামের আগুনে তাদের সাথে স্থায়ীভাবে মিলিত হবে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যুবায়রের উক্তি فتلة دلو ناضح -এর স্থলে قبله دلو ناضع ও বর্ণিত আছে যুহায়র ইব্‌ন আবূ সুলমা তার একটি কবিতায় قبله শব্দটিকে এভাবে ব্যবহার করেছেন :

وقابل يتغنى كلما قدرت * على العراقى يداه قائما دفقا

ইব্‌ন হিশাম বলেন, অন্য বর্ণনায় আছে وقابل يتلقى অর্থাৎ কূয়া হতে পানি বণ্টনকারীর বালতি হতে যে ব্যক্তি পানি গ্রহণ করে।

আতিয়া কুরাযী ও রিফা'আ ইব্‌ন সামাইলের ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সকল প্রাপ্ত বয়স্ককে হত্যা করার নির্দেশ দেন। আমার নিকট শুবা ইব্‌ন হাজ্জাজ (র) আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র (রা) সূত্রে আতিয়া কুরাযী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার সকল প্রাপ্ত বয়স্ককেই হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি ছিলাম অপরিণত বয়সের। তাই আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ 'আদী ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের আইউব ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ সা'সাআ আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, মুনযিরের মাতা ও সালীত ইব্‌ন কায়সের বোন সালমা বিন্‌ত কায়স ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন খালা। তিনি উভয় কিবলার দিকেই ফিরে সালাত আদায় করেছেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নারীদের বায়আতে শরীক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে রিফা'আ ইব্‌ন সামাইল কুরাযীকে চেয়ে নিয়েছিলেন। রিফা'আ ছিল প্রাপ্ত বয়স্ক। সে সালমার আশ্রয় নিয়েছিল এবং সে সালমার পরিবারবর্গের নিকট পরিচিত ছিল। সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক। আপনি মেহেরবানী করে রিফা'আকে আমাকে দিয়ে দেন। সে বলছে : শ্রীঘ্রই সে সালাত আদায় করবে এবং উটের গোশত খাবে। রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সালমার হাতে অর্পণ করলেন। এভাবে সালমা (রা) তার প্রাণ রক্ষা করলেন।

বনূ কুরায়যার গনীমতের মাল বণ্টন প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসালমানদের মাঝে বনূ কুরায়যার ধন-সম্পদ এবং নারী ও শিশুদের বণ্টন করে দেন। তিনি অশ্বারোহী ও পদাতিকের অংশ সেদিনই স্থির

করেন। সর্বমোট গনীমত হতে তিনি এক-পঞ্চমাংশ। (খুমুস) বের করে নেন। অশ্বারোহীকে দিয়েছিলেন তিন ভাগ-এক ভাগ আরোহীর ও দুইভাগ অশ্বের। আর পদাতিককে অর্থাৎ যার ঘোড়া ছিল না, তাকে দেওয়া হয় এক ভাগ। বনূ কুরায়যা অভিযানে মোট ঘোড়ার সংখ্যা ছিল ৩৬টি। এটাই সর্বপ্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বণ্টন করা হয় এবং তা থেকে খুমুস পৃথক করা হয়। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গনীমতের মাল বণ্টনের এ নিয়মই অনুসরণ করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার কিছু সংখ্যক বন্দী নিয়ে আবদুল আশহাল গোত্রের লোক সা'দ ইব্ন যায়দ আনসারী (রা)-কে নাজদে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে তাদের বিক্রি করে ঘোড়া ও সমরাস্ত্র কিনে আনেন।

রায়হানার ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নারীদের মধ্য হতে রায়হানা বিন্ত আমর ইব্ন খুনাফাকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। রায়হানা ছিলেন আমর ইব্ন কুরায়যা গোত্রের মহিলা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর সংগে ছিলেন। তিনি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পর্দানশীন হতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি জবাবে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! বরং আপনি আমাকে আপনার মালিকানাধীন করেই রাখুন। এটা আপনার আমার উভয়ের জন্য সহজতর। সুতরাং তিনি তাঁকে সে অবস্থায়ই রেখে দেন।

বাঁদী হওয়ার প্রাক্কালে রায়হানা ইসলামের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে ইয়াহূদী ধর্মের উপর অবিচল থাকার ইচ্ছা করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রতি অন্তর-পীড়াবোধ করেন এবং তাকে পাশ কাটিয়ে চলেন। এমতাবস্থায় একদিন নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি পেছনে চপ্পলের আওয়াজ শুনতে পান। তিনি বললেন : এটা ছালাবা ইব্ন সায়ার চপ্পল-ধ্বনি। সে আমার কাছে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের সুখবর নিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে ছালাবা এসে তাঁর কাছে হাযির হলেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! রায়হানা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুশি হলেন।

খন্দক ও বনূ কুরায়যা সম্পর্কে কুরআনে যা নাযিল হয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : খন্দকের যুদ্ধ ও বনূ কুরায়যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহযাবের একটি সুদীর্ঘ অংশ নাযিল করেন। তাতে মসলিমদের সংকটপূর্ণ অবস্থা ও তাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর কিভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, মুনাফিকদের উক্তি উদ্ধৃত করার পর তা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ্ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا –

হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা (৩৩ : ৯)।

শত্রুবাহিনী হচ্ছে কুরায়শ, গাতফান ও বনূ কুরায়যা। আর আল্লাহ্ তা'আলা ঝঞ্ঝাবায়ুর সাথে যে বাহিনী প্রেরণ করেন তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا -

যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উঁচু অঞ্চল ও নীচু অঞ্চল হতে তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে (৩৩ : ১০)।

উঁচু অঞ্চল থেকে এসেছিল বনূ কুরায়যা, আর নীচু অঞ্চল হতে এসেছিল কুরায়শ ও গাতফান গোত্রের লোকেরা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا - وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ غُرُوْرًا -

তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল এবং মুনাফিকরাও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয় (৩৩ : ১১-১২)।

শেষোক্ত আয়াতে মুআত্তিব ইব্‌ন কুশায়রের উক্তি বিধৃত হয়েছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَاِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَاَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ج وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ط وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ج اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلاَّ فِرَارًا -

এবং তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই। তোমরা ফিরে চল। এবং তাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত; অথচ ঐগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য (৩৩ : ১৩)।

এ আয়াতে আওস ইব্‌ন কায়যী ও তার সম্প্রদায়ের সমমনা লোকদের কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لاَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَا اِلاَّ يَسِيْرًا

যদি শত্রুগণ নগরের বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করত, তারা অবশ্যই তাই করে বসত, তারা তাতে কাল-বিলম্ব করত না (৩৩ : ১৪)।

اَقْطَارِهَا অর্থ মদীনার বিভিন্ন দিক হতে। ইব্‌ন হিশাম বলেন : الاقطار অর্থ চতুর্দিক এর একবচন قطر। অনরূপ الاقتار-ও একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তারও একবচন قتر কবি ফারাযদাক তার এক কবিতায় বলেন :

كم من غنى فتح الاله لهم به * والخيل مقعية على الاقطار

অন্য বর্ণনায় الاقتار বলা হয়েছে। অর্থ : সেখানে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা খুলে দিয়েছেন কত ঐশ্বর্য। তার চতুর্দিকে অবস্থান নেয় অশ্বারোহী বাহিনী।

سئلو الفتنة অর্থাৎ যদি শিরকে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয়। এরপর আল্লাহ্ বলেন :

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ط وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلاً -

তারা তো পূর্বেই আল্লাহ্‌র সাথে অংগীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে (৩৩ : ১৫)।

এ আয়াতে বনূ হারিসার কথা বলা হয়েছে। উহুদ যুদ্ধে তারাই বনূ সালামার সংগী হয়ে ভীরুতা প্রকাশ করেছিল। এরপর তারা আল্লাহ্‌র সাথে এই অংগীকার করে যে, ভবিষ্যতে কখনও এর পুনরাবৃত্তি করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাদের সে অংগীকারের কথাই উল্লেখ করেছেন :

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لاَّ تُمَتَّعُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً - قُلْ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ط وَلاَ يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا - قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا وَلاَ يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلاَّ قَلِيْلاً - اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ -

বল, তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে। বল, কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমংগল ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান কে তোমাদের ক্ষতি করবে ? তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় (অর্থাৎ মুনাফিকদের তিনি জানেন) এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, আমাদের সঙ্গে এসো। তারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয় (অর্থাৎ লোক নিন্দা হতে বাঁচার অজুহাত স্বরূপ চলে মাত্র), তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত (অর্থাৎ তোমাদের প্রতি তারা যে হিংসা-দ্বেষ পোষণ করে সেই হেতু।) যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে মৃত্যু ভয়ে মুর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। (অর্থাৎ তার প্রভাব ও ভয়ে); কিন্তু যখন

বিপদ চলে যায় তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। (অর্থাৎ তারা এমন সব উক্তি করে যা তোমরা পছন্দ কর না। এর কারণ, তারা আখিরাতের আশাবাদী নয়। আখিরাতের প্রতিদান তাদের মনে উৎসাহ যোগায় না। তাই তারা মৃত্যুকে তেমনি ভয় পায়, যেমন ভয় পায় মৃত্যুর পরে জীবন যারা আশা করে না তারা) (৩৩ : ১৬-১৯)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : سلقوكم অর্থ তারা তোমাদের প্রতি চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করে এবং তা দিয়ে তোমাদেরকে মানসিক যন্ত্রণা ও কষ্ট দেয়। আরবী পরিভাষায় আছে خطيب سلاق - خطيب مسلاق ও خطيب مسلق অর্থাৎ অনলবর্ষী বক্তা। আশা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন ছা'লাবা তার এক কবিতায় বলেন :

فيهم المجد والسماحة والنجدة فيهم والخاطب السلاق

সম্মান ও মহানুভবতা তাদেরই মাঝে,
তাদেরই আছে দুরন্ত সাহস,
আর আছে অনলবর্ষী বক্তা।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّأْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْبَآئِكُمْ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قَاتَلُوْا اِلاَّ قَلِيْلاً -

তারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে, তখন তারা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ অল্পই করত (৩৩ : ২০)।

এরপর মু'মিনদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا -

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (৩৩ : ২১)।

যাতে তারা রাসূলের ব্যক্তি সত্তা ও তাঁর সম্মানজনক অবস্থান সম্পর্কে উদাসীন না থাকে। এরপর মু'মিনদের সত্যনিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত পরীক্ষাকে স্বীকার করে নেওয়ার যে মনোবৃত্তি তাদের রয়েছে, সে জন্য তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ز وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا -

মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল, এটা তো তাই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল (৩৩ : ২২)।

অর্থাৎ তখন বিপদের ধৈর্য, তাকদীরকে মেনে নেওয়া ও সত্যকে গ্রহণ করে নেওয়ার মনোবৃত্তিই তাদের বৃদ্ধি পায়।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا -

মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অংগীকার পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অংগীকারে কোন পরিবর্তন করেনি (৩৩ : ২৩)।

قضى نحبه অর্থাৎ সে তার কাজ সমাপ্ত করেছে ও নিজ প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে। এতে বদর ও উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কথা বোঝান হয়েছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : قضى نحبه অর্থ-মৃত্যুবরণ করেছে। النحب অর্থ প্রাণ, যেমন আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন। এর বহুবচন نحوب কবি যুর রিম্মা তার এক কবিতায় বলেন :

عشية فر الحارثيون بعد ما * قضى نحبه فى ملتقى الخيل هوبر

সেদিন সন্ধ্যাকালে হাওবার রণাঙ্গনে মারা যাওয়ার পর, হারিসিগণ প্রাণভয়ে পালালো।

হাওবার হচ্ছে হারিস ইব্‌ন কা'ব গোত্রের এক ব্যক্তি। কবি এর দ্বারা ইয়াযীদ ইব্‌ন হাওবারকে বুঝিয়েছেন।

এছাড়া النحب শব্দটি মানত অর্থেও আসে। যেমন জারীর ইব্‌ন খাতাফী তার এক কবিতায় বলেন :

بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا * عشية بسطام جرين على نحب

আমরা লড়াই করেছি বহু রাজার সাথে তিখফা প্রান্তরে, আমাদের ঘোড়াগুলো সন্ধ্যাকালে ধাবিত হয়েছিল বিসতামের দিকে মানত পূরণার্থে।

অর্থাৎ বিসতামকে হত্যা করার মানত ছিল। সে মানত পূর্ণ করা হয়েছে। এখানে বিসতাম বলতে বিসতাম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মাসউদ শায়বানীকে বোঝান হয়েছে। সকলের কাছে সে ইব্‌ন যিল-জাদ্দায়ন নামে পরিচিত। আবূ উবায়দা বলেন : সে ছিল রবী'আ ইব্‌ন নিযার গোত্রের একজন দক্ষ অশ্বারোহী। তিখফা বসরার পথে একটি জায়গার নাম।

النحب-এর আরেক অর্থ-বন্ধক। ফারাযদাক বলেন,

واذ نحبت كلب على الناس اينا * على النحب اعطى للجزيل وافضل

কাল্‌ব গোত্র যখন লোকের কাছে বন্ধক রাখে, তখন লক্ষ্য করে দেখ, আমাদের মধ্যে কার বন্ধক পরিমাণে বেশি, কে এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ? النحب-এর অপর অর্থ-ক্রন্দন। এ অর্থেই আরবরা বলে থাকে : ينتحب অর্থাৎ সে ডাক ছেড়ে কাঁদে। এমনিভাবে প্রয়োজন ও সৎসাহস অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বলা হয় مالى عندهم نحب অর্থাৎ তাদের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রা ইয়ারবূঈ বলেন :

وَمالى نحب عندهم غير انني * تلمست ما تبغى من الشدن الشجر

তাদের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবে আমি তালাশ করি, যা লাল চোখা শুদূনী উট তালাশ করে।

বনূ তায়ম লাত ইব্ন সা'লাবা ইব্ন উকাবা ইব্ন সা'ব ইব্ন আলী ইব্ন বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের নাহার ইব্ন তাওসিআ বলেন :

نجى يوسف الثقفى ركض * دراك بعد ماوقع اللواء

لو ادركته لقضيت نحبا * به ولكل مخطأة وقاء

ইউসুফ সাকাফীকে রক্ষা করে ছিল অবিরাম দৌড়,

তার ঝাণ্ডা পতনের পর।

যদি অশ্বারোহী দল তার নাগাল পেত, তবে তাকে দিয়ে

তাদের প্রয়োজন মেটাতো। বস্তুত

যে-কোন ভুল-ত্রুটিকারীর একটা বাঁচার উপায়ও থাকে।

النحب-এর আরেক অর্থ মৃদু গতিতে গমন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ومنهم من ينتظر অর্থ, অনেকে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত সাহায্য ও সাথীদের মত শাহাদতের অপেক্ষা করছে। وما بدلوا تبديلا অর্থাৎ তারা তাদের দীনের ব্যাপারে কোন সংশয় পোষণ করে না ও দ্বিধা রাখে না এবং তার পরিবর্তে অন্য কোন ধর্মাদর্শ গ্রহণ করে না।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ط وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا - وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ -

কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদিগণকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদিতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ্ কাফিরদেরকে (অর্থাৎ কুরায়শ ও গাতফানীদেরকে)। ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী, কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল (অর্থাৎ বনূ কুরায়যা) তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন (৩৩ : ২৪-২৬)।

الصياصى অর্থ-দুর্গ ও কেল্লা যাতে তারা আশ্রয় নিয়েছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মার শাখা বনূ হাসহাসের গোলাম সুহায়মের এক কবিতায় আছে :

واصبحت الثيران صرعى واصبحت * نساء تميم يبتدرن الصياصيا

তাদের ষাঁড়গুলো সব মরে পড়ে থাকলো, আর বনূ তামীমের নারীরা সব দুর্গের দিকে দৌড়াল।

الصياصى -এর আরেক অর্থ শিং। নাবিগা জাদী তাঁর এক কবিতায় বলেন :

وسادة رهطى حتى بقي * ت فردا كصيصية الاعضب

আমার গোত্র প্রধানগণ সকলেই মারা গেছেন, আর আমি একা ভাঙা শিঙের মত পড়ে আছি।

আবূ দুওয়াদ ইয়াদীর এক কবিতায় আছে :

فذعرنا سحم الصياصى بايديه * ن نضح من الكحيل وقار

পাহাড়ী ছাগলের কালো শিঙ দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। তাদের সামনের পায়ে আলকাতরা ও মেটে তেলের মিশ্রণ ছিল।

তাঁতীর কাপড় বোনার কাঁটাকেও الصياصى বলা হয়। আবূ উবায়দা হতে এরূপ বর্ণিত আছে। তিনি আমার কাছে জুশাম ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন বাক্র ইব্ন ওয়াযিন গোত্রীয় কবি দুরায়দ ইব্ন সিম্মার একটি পংক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এ অর্থ সপ্রমাণ করেন। তাতে কবি বলেন :

نظرت اليه والرماح تنوشه * كوقع الصياصى فى النسيج الممدد

আমি তার দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম একের পর এক বর্শা তার গায় গেঁথে যাচ্ছে, যেমন বোনা কাপড়ে কাঁটা গেঁথে যায়।

মোরগের পায়ে পেছন দিকে যে আংগুল গজায় তাকেও الصياصى বলে, যা দেখতে ছোট শিঙের মত। এমনিভাবে الصياصى -র এক অর্থ মূল। আবূ উবায়দা বলেন : আরবগণ বলে থাকে جذّ الله صيصيته অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তার মূলোৎপাটন করুন।

وَقَذَفَ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُوْنَ فَرِيْقًا -

এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ এবং কতককে করছ বন্দী। অর্থাৎ পুরুষদের হত্যা করছ এবং শিশু ও নারীদের বন্দী করছ (৩৩ : ২৬)।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا -

এবং তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির, যা তোমরা এখনও পদানত করনি (অর্থাৎ খায়বরের)। আল্লাহ্ সর্ব-বিষয়ে সর্বশক্তিমান (৩৩ : ২৭)।

সা'দ (রা)-এর ইন্তিকাল তাঁর প্রদর্শিত সম্মান

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ কুরায়যা সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার পর সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) -এর যখমের অবনতি ঘটে। অবশেষে এতে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক্ বলেন : মু'আয ইব্‌ন রিফা'আ যুরাকী তার গোত্রের জনৈক নির্ভরযোগ্য লোক হতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে গভীর রাতে হযরত জিবরাঈল (আ) একটি রেশমী পাগড়ী মাথায় দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : হে মুহাম্মদ! কে এই মৃত ব্যক্তি, যার জন্য আকাশের সকল দুয়ার খুলে দেওয়া হলো এবং কেঁপে উঠলো আল্লাহ্‌র আরশ[১] ? রাবী বলেন : একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্রুত কাপড় সামলাতে সামলাতে সা'দ (রা)-এর দিকে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখেন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) আমরাহ বিন্‌ত আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) মক্কা হতে ফিরছিলেন। উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) তাঁর সংগে ছিলেন। পথি মধ্যে উসায়দ তাঁর এক স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পেলেন। তিনি শোকে আকুল হয়ে পড়েন। আয়েশা (রা) তাঁকে সান্ত্বনাদানের জন্য বললেন : হে আবূ ইয়াহ্‌ইয়া! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি একটি স্ত্রীলোকের জন্য শোকে আকুল হচ্ছেন, অথচ আপনার এমন একজন চাচাত ভাই ইন্তিকাল করেছেন, যার জন্য আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে ?

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাসান বসরী (র)-এর সূত্রে জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : সা'দ (রা) স্থূলকায় ছিলেন। কিন্তু লোকে যখন তাঁর লাশ বহন করে নিচ্ছিল, তখন বেশ হালকা মনে হচ্ছিল। মুনাফিকরা মন্তব্য করল : সে তো অত্যন্ত ভারী মানুষ ছিল, কিন্তু এত হালকা লাশ আমরা তো কখনও বহন করিনি। একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন : তোমাদের ছাড়াও তো তার আরও বহনকারী ছিল। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন সা'দের রূহ পেয়ে ফেরেশতারা আনন্দিত হয় এবং তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে ওঠে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মু'আয ইব্‌ন রিফা'আ মাহ্‌মূদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ্ সূত্রে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : সা'দ (রা)-কে দাফন করার সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। দাফন শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলে উঠলেন : সুবহানাল্লাহ্। উপস্থিত লোকেরাও বলে উঠলো সুবহানাল্লাহ্। তারপর তিনি বললেন : আল্লাহু আকবার। সঙ্গে সঙ্গে সকলে বললেন : আল্লাহু আকবার। এরপর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সুবহানাল্লাহ্ বলার কারণ কি ? তিনি বললেন : এই নেক্‌কার লোকটির প্রতি কবর সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। এরপর আল্লাহ্ তাঁর জন্য তা প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর ইন্তিকালে সত্তর হাযার ফেরেশতা নাযিল হয়, যাঁরা এর আগে আর কোন দিন যমীনে অবতরণ করেনি। কথিত আছে যে, তাঁর কবর থেকে মিশক-আম্বরের ঘ্রাণ বের হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন : যদি কেউ কবরে পেষণের আযাব থেকে পরিত্রাণ পেত, তবে অবশ্যই সা'দ তা থেকে নিষ্কৃতি পেত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এর সমার্থক একটি হাদীস আয়েশা (রা) হতেও বর্ণিত আছে। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : কবর একটি চাপ দেবেই। তা থেকে নিস্তার পেলে সা'দ ইব্‌ন মু'আয পেত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সা'দ সম্পর্কে জনৈক আনসার সাহাবী বলেন :

وما اهتز عرش الله من موت هالك * سمعنا به الا لسعد ابى عمرو

আমরা শুনিনি কারও মৃত্যুতে আল্লাহ্‌র আরশ প্রকম্পিত হয়েছে। একমাত্র আবূ আমর সা'দ (রা) ছাড়া।

সা'দ (রা)-এর লাশ যখন তুলে নেওয়া হচ্ছিল, তখন তাঁর মা কুরায়শা বিন্‌ত রাফি ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন আবজার (খুদরা) ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ কেঁদে কেঁদে বলছিলেন :

ويل ام سعد سعدا * صرامة وحدا
وسو ددا و مجدا * وفارسا معدا
سُدُّ به مسدا * يقد هاما قدا

হায়, উম্মু সা'দ হারালো সা'দকে। হারালো সে সাহসী ও তেজস্বী ব্যক্তিকে। হারালো সে মহাসম্মানিত নেতাকে এবং এমন অশ্বারোহী সৈনিককে যে সদা প্রস্তুত থাকতো। যাকে যে কোন প্রয়োজনস্থলে দাঁড় করানো যেত আর যে শত্রুর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সব রোদনকারিণীই কিছু না কিছু মিথ্যা বলে, কেবল সা'দের রোদনকারিণী ছাড়া।

খন্দকের যুদ্ধের শহীদান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের মধ্যে মাত্র ছয়জন শহীদ হয়েছিলেন।

আবদুল আশহাল গোত্রের তিনজন : সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা), আনাস ইব্‌ন আওস ইব্‌ন আতীক ইব্‌ন আমর ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল।

বনূ জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের শাখা সালমা গোত্রের দু'জন, তুফায়ল ইব্‌ন নু'মান ও ছা'লাব ইব্‌ন গানামা।

আর বনূ নাজ্জারের শাখা দীনার গোত্রের কা'ব ইব্‌ন যায়দ। তিনি একটি উড়ো তীরবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : سَهمٌ غَرب ও سهم غُرب অর্থ হচ্ছে এমন তীর, যা কোত্থেকে আসল, কে মারল, তা জানা যায় না।

মুশরিকদের মধ্যে যারা নিহত হয়

মুশরিকদের মধ্যে নিহত হয়েছিল তিনজন। আবদুদ্‌দার ইব্‌ন কুসাঈ গোত্রের মুনাব্বিহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সাব্বাক ইব্‌ন আবদুদ্‌দার। সে একটি তীরবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হয়। অবশেষে মক্কায় গিয়ে মারা যায়।

ইব্‌ন হিশাম তার বংশ তালিকা এরূপ উল্লেখ করেছেন : মুনাব্বিহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সাব্বাক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর মাখযূম ইয়াকজা গোত্রের নাওফাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগীরা। সে পরিখায় আক্রমণ করতে গিয়ে তাতে পড়ে যায়। তখন মুসলমানরা তাকে হত্যা করেন এবং তার লাশ হস্তগত করেন। কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে তার লাশ কিনতে চাইলে, তিনি বলেন : তার লাশ বা লাশের মূল্য দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি লাশ তাদের দিয়ে দেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি ইমাম যুহরী (র)-এর সূত্রে জানতে পেরেছি যে, তারা তার লাশের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দশ হাজার দিরহাম দিয়েছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর আমর ইব্‌ন লুআঈ-এর শাখা মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল গোত্রের আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দ। তাকে হত্যা করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইমাম যুহরী (র) হতে জানতে পেরেছি। তিনি বলেন : এ যুদ্ধে আলী (রা) আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দ ও তার ছেলে হিস্‌ল ইব্‌ন আমরকে হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দকে আমর ইব্‌ন আব্‌দও বলা হয়।

বনূ কুরায়যা অভিযানে যাঁরা শহীদ হন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ কুরায়যা অভিযানে মুসলিমদের মধ্যে খাল্লাদ ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন আমর শহীদ হন। তিনি ছিলেন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের লোক। তাঁর উপর একটি যাঁতা নিক্ষেপ করা হয়। এতে তিনি সাংঘাতিক রকমের আহত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন : সে দুই শহীদের সমান সওয়াব লাভ করবে।

বনূ কুরায়যার অবরোধকালে আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা গোত্রের আবূ সিনান ইব্‌ন মিহসান ইব্‌ন হুরছান মারা গেলে, তাকে বনূ কুরায়যার কবরস্থানে দাফন করা হয়, যেখানে তারা তাদের লোকদের দাফন করতো। ইসলাম পরবর্তীকালেও তারা তাদের মৃতদেরকে এখানে দাফন করতে থাকে।

কুরায়শদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি

খন্দকের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের এই সুসংবাদ দেন যে, এরপর আর কখনও কুরায়শরা তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে না; বরং তোমরাই হবে তাদের উপর আক্রমণকারী। বস্তুত এরপর আর কখনও কুরায়শরা আক্রমণ করার সাহস করেনি বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে তিনি মক্কা মুকররামাও জয় করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : সেদিন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ এবং তার পুত্র হিসল ইব্‌ন আমরকে হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ আবার কেউ কেউ আমর ইব্‌ন আব্‌দ বলেছেন।

বনূ কুরায়যা যুদ্ধে শহীদগণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন একজন মুসলমান শহীদ হন। তিনি হচ্ছেন বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজের খাল্লাদ ইব্‌ন সুওয়াদ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন আমর। তাঁর উপর একটি যাঁতা নিক্ষেপ করা হলে তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, ফলে তিনি আহত হয়ে শহীদ হন। তাদের ধারণা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ব্যাপারে বলেন : তার জন্য দু'জন শহীদের সমান সওয়াব রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ কুরায়যা অবরোধ করে রেখেছিলেন, সে সময় বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মার মিত্র আবূ সিনান ইব্‌ন মিহ্‌সান ইব্‌ন হুরছান ইন্তিকাল করেন। তাঁকে বনূ কুরায়যার ঐ সমাধি ক্ষেত্রে দাফন করা হয়, যেখানে তারা তখন তাদের নিজেদের শবদেহসমূহ সমধিস্থ করতো। ইসলাম যুগেও এখানে তারা তাদের মৃতদের সমাধিস্থ করতো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী

আমার জানা মতে, খন্দক যুদ্ধ শেষে যখন যোদ্ধারা ফিরে আসছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : এ বছরের পর কুরায়শরা আর তোমাদের সাথে লড়তে আসবে না বরং তোমরাই তাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাবে। সত্যি সত্যি তাই হয়েছিল। এরপর আর কুরায়শরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস পায়নি বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই তাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়ে যান। এভাবে আল্লাহ্‌র তাকে মক্কা বিজয়ের গৌরব দান করেন।

খন্দক ও বনূ কুরায়যার ব্যাপারে রচিত কবিতাবলী

বনূ মাহাবির ইব্‌ন ফাহ্‌র গোত্রের মিত্র কবি যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ইব্‌ন মিরদাস খন্দকের যুদ্ধের দিন এ পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন :

ومشفقه قظن بنا الظنونا * وقدنا عرندسة طحونا

থেকে

بجمع من كنانة غير عزل * كاسد الغاب قد حمت العرينا

কত সহধর্মিণী নারী আমাদের ব্যাপারে কত—
ধারণা করে যে,
যখন আমরা ছিলাম রণ চালনায় রত
এমন বাহিনী নিয়ে যারা
যাঁতার চাক্কির মত সবকিছু পিষে চলছিল।
ঐ বাহিনীর স্তম্ভগুলো যখন দর্শকদের সামনে প্রকাশিত
হতো; তখন মনে হতো, তা যেন উহুদ পাহাড়।
তোমরা সে বাহিনীতে দেখতে অনেক বীর পুরুষ,
যাদের দেহ বর্ম শোভিত এবং তাদের হাতে রয়েছে
মযবূত ঢাল।
স্বল্প লোমষ, মূল্যবান, তীরগতি সম্পন্ন ঘোড়া তোমরা দেখবে।
যাতে আমরা আরোহণ করে, ভ্রান্ত, পথ-ভ্রষ্ট
লোকদের পশ্চাদ্ধাবন করি।
যখন তারা খন্দকের দরজায় আক্রমণ করে,
তখন আমরা ও তাদের উপর আক্রমণ করি,
এ সময় মনে হচ্ছিল তারা যেন আমাদের সাথে কোলাকুলি করছে।
তারা এমন লোক, তুমি তাদের কাউকে সৎপথে চলতে দেখবে না,
এরপরও তারা বলে : আমরা কি সত্য পথের পথিক নই ?
আমরা তাদের দীর্ঘ একমাস অবরোধ করে রাখি,
এবং তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযবের মত ছেয়ে থাকি।

আমরা অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায়
তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতাম।
আমাদের হাতে ছিল কর্তনকারী তরবারি,
যা দিয়ে আমরা তাদের মাথা ও খুলি চুরমার করছিলাম।
যখন নিষ্কষিত হতো সেই তরবারি, আর তা
চমকে উঠতো বীর যোদ্ধার হাতে;
যেমন নিশীথে তড়িৎ-প্রভা চমকে,
যাতে স্পষ্ট দেখা যায় আকাশের মেঘমালা।
যদি না হতো পরিখা তাদের পাশে, তবে তাদের
গোষ্ঠীশুদ্ধ উজাড় করে দিতাম,
কিন্তু পরিখা অন্তরায় হয়ে যায় এবং তারা
আমাদের ভয়ে ঝুড়োসড়ো হয়ে থাকে,
আর তারা তাতে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে।
যদিও আমরা আজ ফিরে যাচ্ছি, আমরা কি তোমাদের
ঘরের কাছে সা'দকে বন্ধক রেখে যাচ্ছি না?
যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসবে, তখন তোমরা
সেই মহিলাদের বিলাপ শুনবে, যারা সা'দের জন্য মিলিতভাবে
কান্নাকাটি করে।
আমরা যেমন তোমাদের সাথে আগে যুদ্ধ করেছি,
অচিরেই আমরা বনূ কিনানাদের সাথে নিয়ে
তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। এরা ঐ বনের
সিংহের মত, যারা তাদের অবস্থানের হিফাযত করে।

কা'ব (রা)-এর কবিতা

যিরারের কবিতার জবাবে সালামা গোত্রের বন্ধু কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন :

وسائله نسائل مالقينا * ولشهدت راتنا صابرينا

থেকে

بريح عاصف هبت عليكم * فكنتم تحتها متكمهينا

কত প্রশ্নকারিণী আমাদের জিজ্ঞাসা করে,
যুদ্ধে তোমাদের কী অবস্থা হলো? (আমার জবাব হলো)
যদি তারা দেখতো, তবে তারা আমাদের মুকাবিলা
প্রতিহতকারী রূপে দেখতে পেতো। আমরা পূর্ণ ধৈর্যের

সাথে কাজ করি। আমাদের মত দ্বিতীয় আর কেউ নেই,
যারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে চরম বিপদে সবর করতে পারে।
আমাদের জন্য ছিলেন মহানবী যিনি হক ও সত্যবাদীতায়
আমাদের সংগী ও সাহায্যকারী। তাঁরই কারণে আমরা
সমস্ত মাখলূকের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবো।
আমরা তাদের বিরুদ্ধে শেষ সময় পর্যন্ত লড়াই করবো
যারা অবিচার অনাচার করেছে এবং যারা
কেবল শত্রুতার কারণে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।
যখন তারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে।
তখন আমরা তরবারি দিয়ে তাদের দ্রুত প্রতিহত করবো।
তোমরা আমাদের যুদ্ধের ময়দানে
পূর্ণভাবে বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখবে।
আমাদের হাতে ছিল হালকা ক্ষুরধার তরবারি
যা দিয়ে আমরা শত্রুদের জীবন নাশ করছিলাম।
পরিখার দরজায় আমরা সিংহ সম অবস্থান করছিলাম,
যারা দৃঢ়ভাবে তাদের উপর হামলা প্রতিহত করছিল।
যখন আমাদের অশ্বারোহীরা যুদ্ধবাজ, অহংকারী শত্রুদের উপর
সকাল-সন্ধ্যায় হামলা করছিল, তখন আমরা
আহমদ (সা)-এর সাহায্য করছিলাম। যার কারণে
আজ আমরা আল্লাহ্‌র সাচ্চা মুখলেস বান্দা হতে পেরেছি।
মক্কাবাসীরা এবং আরো যারা দল বেঁধে এসেছিল,
ফিরে যাওয়ার সময় তারা জানতে পারে যে,
আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই এবং তিনি মু'মিনদের অভিভাবক ও বন্ধু।
যদি তোমরা তোমাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে সা'দকে হত্যা করে থাকো,
তবে তাতে কি হবে ?
আল্লাহ্ তো সব কিছুর উপর শক্তিমান।
তিনি তাকে প্রবিষ্ট করাবেন পূত-পবিত্র এ জান্নাতের উদ্যানসমূহে,
যা হবে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের আবাসস্থল।
যেমনটি তিনি তোমাদের পরাজিত করে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আর
তোমরা তোমাদের লেজ-গুটিয়ে, রাগান্বিত ও অসম্মানিত হয়ে
ফিরে গিয়েছ। এখান থেকে ফায়দা তোমরা পাওনি।
বরং যে প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু তোমাদের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল,

তার কারণে তোমরা অন্ধ ও বেদিশা হয়ে পড়েছিল,
এমন কি তাতে তোমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

ইব্‌ন যিব'আরীর কবিতা

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিব'আরী সাহমী ও খন্দক যুদ্ধের দিন যে কবিতা আবৃত্তি করেন, তা ছিল নিম্নরূপ :

حتى الديار محا معارف رسمها * طول البلى وتراوح الاحقاب

থেকে

لوه الخنادق عادروا من جمعهم * قتلى لطير سغب وذئاب

প্রাচীনতার আধিক্য ও সুদীর্ঘ যুগ পরিক্রমা
মিটিয়ে দিল জনপদের পরিচয় চিহ্নগুলো পর্যন্ত
এ যেন ইয়াহূদীদের লিখিত লিপিমালা আর কী।
(যা বিলুপ্ত প্রায়—মিটি মিটি করছে।)
কেবল রয়ে গেছে উট বাঁধার আর
খিমার রশি আটকানোর খুঁটিগুলো।
এ যেন এক শূন্য বিরাম-ধু-ধু প্রান্তর
যেন (হে কবি) তুমি কোনদিন এখানে
কৈশোরে স্বপ্নমাখা দিলগুলোতে
ক্রীড়ারত হওনি সমবয়সী কিশোরী তন্বীদের সাথে।
ছেড়ে দাও সে সুখময় স্মৃতি তর্পনি
যা আজ অতীতের পুরনো কথা,
আর আজ যা এক ধু-ধু বিরাণ প্রান্তর।
এখন আলোচনা কর সে সম্পাদায়ের বিপর্যয়ের কথা
যারা বেরিয়ে পড়েছিল শিলাখণ্ডসমূহ থেকে সদলবলে
মক্কার শিলাখণ্ডসমূহ থেকে।

[যে শিলাখণ্ডসমূহ ছিল পবিত্র হেরেমের দিক-নির্দেশ ও মূর্তি পূজকদের পশুবলির বেদী স্বরূপ]

ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে

হৈ-হল্লা শোরগোল সহকারে-বিশাল বাহিনীরূপে।
দুর্গম কঙ্করময় পার্বত্য পথ গিরি-সঙ্কট
ও সমভূমির পথ প্রান্তর ডিঙিয়ে
এগিয়ে চলেছিল সে বাহিনীসমূহ।

সেসব পথ দিয়ে চালানো হচ্ছিল বিশাল বপু ঘোটক ঘোটকীসমূহ
যেগুলোর কোমর ছিল সরু উদর ছিল কৃশ।
ওঁৎ পেতে থাকা শিকারীর নজর এড়িয়ে
যেভাবে লাফ দিয়ে চলে যায় চিতাবাঘ
ঠিক তেমনটি লাফিয়ে লাফিয়ে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলো।
সেসব ঘোটক ঘোটকী।
এ ছিল এমন এক বাহিনী
উয়ায়নার মত বিশাল ব্যক্তিত্ব যার পতাকা ধরে ছিলো,
আর এর নেতা ছিলো আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব।
এঁরা দু'জন ছিল বীর বাহিনীর দু'টি পূর্ণশশী স্বরূপ
এঁরা নিয়োজিত ছিলেন নিঃস্বদের ফরিয়াদ শোনার-
আর যুদ্ধ থেকে যারা পালিয়ে যায়, তাদেরকে বাঁধার কাজে।
তারপর তারা যখন মদীনায় পদার্পণ করলো,
মৃত্যু পিয়াসী পরীক্ষিত তলোয়ার তারা চালাতে লাগলো।
একমাস আরও দশ দিন তারা অবরোধ করে রাখলো
মুহাম্মাদকে শক্তভাবে
আর তাঁর সঙ্গীরা রণক্ষেত্রে উত্তম সাথী,
যেদিন প্রত্যুষে তারা বাজালো বিদায় ভেরী
তোমরা বললে, আমাদের সর্বনাশ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।
পরিখাগুলো যদি অন্তরায় না হতো তাদের বাহিনীর মুকাবিলায়
তা হলে তারা (কাফিররা) তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) হত্যা করে
তাদের লাশ পাখি ও নেকড়ে বাঘসমূহকে খাইয়ে দিতো।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

হাসসান ইব্‌ন সাবিত (রা) আনসারী এর জবাবে বলেন :

هل رسم دارسة المقام بباب * متكلم لمحاود بجواب

থেকে

علق الشقاء بقلبه ففؤاده * فى الكفر احز هذه الاحقاب

আজ যা এক উজাড় জনপদ ও ধু ধু প্রান্তর
তার ভগ্নাবশেষ কি এমন এক ব্যক্তির প্রতি
বাক্যবান নিক্ষেপ করছে যে মুখের উপর শুনিয়ে দিতে পারে।
সমুচিত জবাব ?

সে ধু-ধু বিরাণ প্রান্তরটি এমন
মেঘমালা থেকে বর্ষিত মুষলধারা বৃষ্টি
যার চিহ্নগুলোকে করে দিয়েছে নিশ্চিহ্ন
বজ্রপাতের পুন:পৌণিক আঘাতে যা হয়ে গেছে একাকার।
আমি সে জনপদে প্রত্যক্ষ করেছি এমন সব গৃহ
যেগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিল উজ্জ্বল চেহারা
আর প্রোজ্জ্বল চরিত্র সুষমা।
ছেড়ে দাও সে জনপদ আর তার লাস্যাময়ীদের কথা
চিত্তহারী রূপের সাথে যাদের ছিলো মনোলোভা বাকভঙ্গী।
আপন মর্মবেদনার ফরিয়াদ জানাও বিভু সকাশে
যা তোমাদেরকে মর্মাহত করেছে : তাদের ক্রুর দৃষ্টি, বিদ্বেষ ও জিঘাংসা,
রাসূলের প্রতি তাদের দু:সহ অত্যাচার অবিচার।
এ যালিমরা বন্দর গ্রামগঞ্জ থেকে লোক এনে একত্রিত করেছে
তাঁর চতুর্পার্শ্বে আর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সবাই একযোগে
রাসূলের উপর।
সে এমনি এক বাহিনী
যাতে ছিল উয়ায়না ও আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব ও
আরও বিভিন্ন বাহিনীর প্রতিযোগিতাকারী অশ্বসমূহ।
তারপর যখন তারা পদার্পণ করলো মদীনায়
আর দুরাশা পোষণ করলো রাসূলকে হত্যা করার
মত্ত হলো ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের কুহকিনী আশায়
আর নিছক নিজেদের বাহুবলের জোরে
উদ্যত হলো আমাদের উপর আক্রমণ চালাতে,
তখন তাদের ক্রোধসহ তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হলো পশ্চাৎপানে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা ও মহা-প্রতিপালকের বাহিনী (ফেরেশতা) দিয়ে
তাদেরকে করে দেয়া হলো শতধা বিচ্ছিন্ন ও পর্যুদস্ত।
সুতরাং মু'মিনদের পক্ষে যুঝবার জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেলেন
আল্লাহ্ তা'আলাই এবং
তিনিই তাদেরকে অধিকারী করলেন প্রতিদান ও সওয়াবের
তাদের হতাশ ও নৈরাশ্যগ্রস্ত হওয়ার পর
আমাদের মহান প্রতিপালক ও পরম বদান্যশীল
আল্লাহ্‌র মদদ কাফিরদের সমাবেশকে
করে দিল ছিন্ন ভিন্ন ও লণ্ডভণ্ড।

মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের চোখে
তা বুলিয়ে দিল শান্তির পরশ, আর
মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও সংশয়বাদীদের তা করলো হতমান অপদস্থ।
ওরা মূঢ় চত্ত দুর্ভাগা, সংশয়ের গভীর আবর্তে নিক্ষিপ্ত,
ওরা তাদের বস্ত্র পবিত্র পরিশুদ্ধ করতে জানে না।
ভাগ্য বিড়ম্বনা ওদের ললাট লিপি,
কুফরী যুগের ওরাই সর্বশেষ প্রতিভূ
এরপর আর কুফরীর কোন অবকাশ নেই।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর আরো কবিতা

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)ও ইব্‌ন যিব'আরীর কবিতার জবাবে বলেন :

ابقى لنا حدث الحروب بقية * من خير نحلة ربنا الوهاب

থেকে

جاءت سخينة كى تغالب ربها * فليغلبن مغالب الغلاب

যুদ্ধগুলো মোদের তরে হলো আশীর্বাদ
প্রতিপন্ন হলো প্রভুর সেরা নিয়ামত স্বরূপ
যাঁর বদান্যতার কোন সীমা পরিসীমা নেই।
লাস্যময়ী উঠতি বয়সের তন্বী ষোড়াশীরা,
সুউচ্চ চূড়াবিশিষ্ট মনোহর দুর্গসমূহ
উটের পানি পান করানো ঘাটের মতো খর্জুর বীথি
তার মধ্যে দৃশ্যমান
উটের গ্রীবার মতো
কালো কালো খর্জুর বৃক্ষসমূহ।
আরো দৃশ্যমান সেথা
অগণিত দুধেল উষ্ট্রীসম অগণিত ফল।
এ খর্জুর বীথি যেন কালচে পাথুরে ভূমি
এর রয়েছে বেশুমার ফল ও অফুরন্ত দুধ
পড়াপড়শি জ্ঞাতিগোষ্ঠী কাসেদ ও অতিথি আগন্তুকদের জন্যে।
আর সে সব আরবী তাজী ঘোড়া
বাঘের মতো চকিতে যারা ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর উপর
তাদের আহার্য যোগাতে
যবের চারাসমূহ ও কাঁচিকাটা ঘাস সব খতম।

তাদের পাসমূহ অনাবৃত কেশশূন্য হয়ে পড়েছে
গোশত গায়ের সাথে মিশে গেছে
পৃষ্ঠসমূহ ও সারা গা লোমশূন্য চকচকে ও মোলায়েম হয়ে উঠেছে।
এগুলো বিশাল বপু অশ্ব-
ভোরবেলা তাদের হ্রেষারব শুনে মনে হয়,
যেন শিকারী কুকুর শিকার দেখে আরন্দে ঘেউ ঘেউ করছে।
ঘুরে বেড়ায় এরা সারা তল্লাটে
কখনো বা আমাদের স্বার্থে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর উপর,
আবার ফিরে আসে আমাদের কাছে গনীমতের মাল নিয়ে।
বন্য শ্বাপদের মত ক্ষিপ্ত, যুদ্ধকালে ত্বরিৎ গতিসম্পন্ন
রণে শত্রুর মুখোমুখির সময় রুদ্রমূর্তি
সদ্বংশজাত অশ্ব এগুলো।
পর্যাপ্ত তৃণ এগুলোকে খেতে দেয়া হয়
ফলে এগুলো হয়ে উঠেছে মোটা-তাজা স্থূলদেহী কৃশ অন্ত্র বিশিষ্ট।
সে সব ঘোড়ার আরোহীরা
দু'টি বর্ম পরিহিত হয়ে কর্মকার নির্মিত অব্যর্থ ঋজু বল্লম নিয়ে-
কাক ভোরে চালাচ্ছিল আক্রমণ
এমন সব তলোয়ার নিয়ে-
যেগুলোর শান দূর করে দিয়েছিল সেগুলোর অমসৃণতাকে।
আর এর আক্রমণকারী আরোহীরা ছিল সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত কুলশীল।
প্রতিটি হস্ত রত ছিল আক্রমণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হাল্কা সুতীক্ষ্ণ বর্শা হাতে
যেগুলোর উজ্জ্বল ফলা চমকাচ্ছিল
আঁধিয়ারা রাতের আঁধারে উজ্জ্বল নক্ষত্রসম।
আর এমন বাহিনী নিয়ে তারা চালাচ্ছিল আক্রমণ
যাদের বর্মসমূহ ফিরিয়ে দিচ্ছিল বর্শা বল্লমের আঘাত
আর উরুর প্রতি নিক্ষিপ্ত তীরগুলোর তীক্ষ্ণতাকে
দিচ্ছিল ভোঁতা করে।
সে বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল এত বেশি যে,
লোকে লোকে লোকরাণ্য গিয়েছিল কাল হয়ে
তাদের বল্লমরাশি যেন ছিল শ্যামল বনানীতে প্রজ্বলিত দাবানল।
সে বাহিনীর ঝাণ্ডাতলে আশ্রয় নিচ্ছিল লোকজন
খাত্তী বর্শাসমূহের কল্যাণে সে ঝাণ্ডার দ্বারা যেন ছিল বাজ পাখির ছায়া।

সে বাহিনী শ্রান্তকাহিল করে দিয়েছে
ইয়ামান রাজ আবূ কুরাব এবং তুব্বাকে
তাদের বীরত্ব দমিয়ে দিয়েছে
দুর্ধর্ষ বেদুঈনের পর্যন্ত।
আমাদের কাছে পৌঁছেছে এসে
এমন মহাত্মার (রাসূলে আকরামের) মুখ নিঃসৃত সদ্‌বাণী
আমাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের পক্ষ থেকে ;
আমরা তাতে লভেছি হিদায়াত ও পথের দিশা।
আমাদের পূর্বে এগুলো উপস্থাপিত হয়েছিল
ঐ সব বাহিনী ও গোত্রের কাছে
(কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে ঘৃণাভরে),
পক্ষান্তরে আমরা তা গ্রহণ করেছি পরম আগ্রহভরে।
এব প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীকে দুরাচারী অপরাধীকূল ভাবে
এগুলো বুঝি নিষিদ্ধ ও অপাংক্তে ;
পক্ষান্তরে বিজ্ঞেরা তা করে হৃদয়ঙ্গম।
ঐ কুরায়শরা এ মতলবে এসছিল যে
বিজয় অর্জনে তারা মুকাবিলায় অবতীর্ণ হবে তাদের প্রভূর সাথে
কিন্তু মহাপরাক্রমশালীর সাথে লড়ে যে দুর্জন
তার পরাজয়ই অবশ্যম্ভাবী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলেছেন, আমার নিকট আবদুল মালিক ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন উব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র বলেন : যখন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) এ পংক্তিতে পৌঁছলেন- "ঐ কুরায়শরা এ মতলবে এসেছিল ... অবশ্যম্ভাবী।" তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : হে কা'বা ! তোমার এ পংক্তিটির শুকরিয়া স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা আদায় করেছেন।

খন্দক যুদ্ধের দিন কা'ব (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খন্দক যুদ্ধ প্রসংগে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করেন :

যার সাধ হয় শুনবে তলোয়ারের ঝংকার
যা সৃষ্টি তলোয়ারে তলোয়ারে সংঘর্ষের ফলে,
বাশঁ পোড়ার সময় উৎপন্ন হয় যেমনটি আওয়ায
যদি সাধ জাগে তা শুনবার তরে সে যেন আসে-
সে সিংহ থাকার স্থানে

যা অবস্থিত মেযাদ ও খন্দকের মধ্যবর্তী স্থানে,
সেথায় শান দেয়া হচ্ছে তলোয়ারসমূহে।
রণ-চিহ্ন সাথে নিয়ে যারা রণোন্মুক্ত হয়
সে সব সিংহ তাদেরকে আঘাত হানার প্রশিক্ষণ নিয়েছে উত্তমরূপে
উদয়াচলের প্রভুর কাছে তারা সমর্পণ করেছে তাদের নিজেদেরকে
তারা এমনি একটি জামাআতের মধ্যে রয়েছে-
যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ মদদ যুগিয়েছেন তাঁর নবীকে,
আর তিনি তো তাঁর বান্দার প্রতি সদয়।
তারা এমনি বর্মে সুসজ্জিত
যার বাড়তি অংশ হেঁচড়িয়ে চলে রেখাচিহ্ন অংকিত করে ভূমিতে
যেন ঐ সরোবর-
বায়ু প্রবাহিত হয়ে যেখানে সঞ্চার হয় তরঙ্গকুলের।
সে বর্মগুলো উজ্জ্বল ও মযবুত
তার পেরেকগুলো চমকাচ্ছে
যেন ওগুলো ফড়িং এর চোখ।
সে বর্মগুলো ভীষণ মযবুত গঠনের।
উজ্জ্বল তার রওনক, ভীষণ কর্তনকারী
স্বচ্ছ ভারতীয় তলোয়ার সম ঝকঝকে।
ওগুলো হচ্ছে ভূষণ মোদের
তাকওয়ার সাথে সাথে
যখন যুদ্ধ বাঁধে এবং সত্য পরীক্ষার ক্ষণ আসে।
আমাদের চিরাচরিত রীতি হলো-
যখন তরবারি আমাদের সাথে সমগতিতে চলতে ব্যর্থ হয়
পায়ের সাথে পা মিলিয়ে,
তখন আমরা এগিয়ে গিয়ে সেগুলোকে উদ্বুদ্ধ করি
যুদ্ধের জন্যে।
তখন তুমি স্পষ্ট দেখতে পাবে শত্রুর মাথার খুলি
সুস্পষ্ট দিবালোকে।
আর তাদের কর ও করতল-ওগুলোর কথা ছেড়েই দাও!
ওগুলো যেন আদৌ সৃষ্টি হয়নি
এমনিভাবে নিশ্চিহ্ন তাদের তুমি প্রত্যক্ষ করবে।

আমরা এমন সংঘবদ্ধ ও সুসংহত বাহিনীর সাহায্যে
শত্রুদের মুকাবিলা করি,
যারা বিশাল শত্রুবাহিনীকে সমূলেবিনাশ করে-
পরিশোধ করে তাদের রক্তপণ।
এ যেন মাশরিক পাহাড়ের চূড়ায় রক্ত মোক্ষণ !
আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রস্তুত থাকে
দুশমনের সাথে মুকাবেলার উদ্দেশ্যে-
শ্বেত বর্ণের পদ বিশিষ্ট গোলাপীবর্ণের
চিত্র বিচিত্র হাল্কা গড়নের অশ্ব নিয়ে।
এ অশ্বগুলো অশ্বারোহীদেরকে নিয়ে দ্রুত চলে
যেন তারা বীর পুরুষ যুদ্ধকালে কর্দম সৃষ্টিকারী-
মৃদু বারিপাতে ক্ষুধার্ত ও জিঘাংসা উগ্র সিংহকুল।
যুদ্ধের ব্যাপারে এরা পরম নিবেদিত নিষ্ঠাবান
গো-ধূলির আঁধারে এরা বর্শা-বল্লমের আঘাতে হরণ করে
কত বীর পুরুষের প্রাণ।
আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন শত্রুর মুকাবিলায়,
যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এসব অশ্ব প্রতিপালনের
তিনিই উত্তম তওফীকদাতা।
যাতে এ ঘোড়া তাদের জন্য ক্রোধের কারণ হয়, জিঘাংসায় মত্ত যারা। তাদের অশ্ব যদি
পৌঁছে যায় অতি সন্নিকটে
দাঁড়াবে সেগুলো গৃহের রক্ষণ তরে
সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো।
মহা-পরাক্রান্ত আল্লাহ্ আমাদের মদদ যোগান
ধৈর্যের শক্তি দিয়ে,
রণমত্ত হই যবে মোরা শত্রুসনে।
করি মোরা আনুগত্য আমাদের নবীর
যবে তিনি ডাক দেন সাড়া দেই ডাকেতে ,
রণমত্ত হই তাঁর ডাকে
রহিনা কখনো মোরা পশ্চাতে পরিয়া।
কঠিন সঙ্কটকালে যবে নবী করেন আহবান,
ত্বরিতে হাযির মোরা সদনে তাঁর।
যখন হেরিতে পাই সমর ভীষণ

অগৌণে ঝাঁপিয়ে পড়ি সেই রণাঙ্গণে
সেজন ইত্তেবা করে ভরেতে নবীর
(তার তো তাই করা চাই।)
অনুগত্য হবে তাঁরই এটাই বিহিত-
কেননা, দিয়েছি তাঁরে নবীর স্বীকৃতি-
আনুগত্য হক তাঁর তাই।
সেহেতু মদদ করেন মোদের
সতত করেন বৃদ্ধি সম্ভ্রম সম্মান
অর্জন করতে তাহা মহানবী বর
আমাদের পান তাঁর হস্তস্বরূপ।
নিরন্তর নবীরে যারা ঠাওরায় মিথ্যুক-
নিশ্চয়ই সত্যকে তাঁরা করে প্রত্যাখ্যান
হয়েছে কাফির
আল্লাহ্ ভক্ত সাধুজন-পথ পরিহরি
বরিয়া নিয়াছে তারা বিভ্রান্তি চরম।

খন্দকের যুদ্ধে কা'ব (রা)-এর আরো কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : খন্দকের যুদ্ধে কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এ কবিতা আবৃত্তি করেন :

যখন ঐ বাহিনীগুলো মনস্থ করলো
আমাদের ধর্মের উপর হামলা করতে,
সংহত করলো বিরাট লশকর আমাদের বিরুদ্ধে
তখনি তারা আঁচ করতে পারে যে,
কোনক্রমেই আমরা প্রস্তুত নই তাদের সাথে আপোষ রফায়।
কায়স ইব্ন ইলান ও খিনদাফ গোত্র যখন
পরস্পরে হাতে হাত রেখে সংকল্প ব্যক্ত করল :
আমাদের বিরুদ্ধে তারা যুঝবে,
তখনো তারা বুঝে উঠতে পারেনি
কী (মারাত্মক ব্যাপার) যে ঘটতে যাচ্ছে !
তারা লড়ছিল আমাদের দীনের বিরুদ্ধে তাদের কুফরীর স্বপক্ষে,
আর আমরা লড়ছিলাম তাদের কুফরীর বিরুদ্ধে
আমাদের দীনের পক্ষে।
পরম দয়ালু সত্তা ছিলেন দর্শক আর শ্রোতা।

যখনই তারা তাদের জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে
আমাদের বিরুদ্ধে, তখনই আল্লাহ্-
আমাদের মদদ যুগিয়েছেন প্রত্যেক বারই
তাদের জিঘাংসার মুকাবিলায় আল্লাহ্‌র উদার সাহায্যই ছিল প্রবল।
এটা ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের হিফাযত
এবং আমাদের প্রতি তাঁর করুণা,
আল্লাহ্ যার হিফাযত না করেন
তার ধ্বংস অনিবার্য।
তিনি আমাদের হিদায়াত দান করেছেন
সত্য দীনের দিকে,
আর তা মনোনীত করেছেন আমাদের জন্যে।
আর আল্লাহ্‌র সৃষ্ট শিল্পকর্ম
সকল শিল্পের শিল্পকর্মের উপর প্রাধান্য রাখে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন :

আর উক্ত পংক্তিগুলো কবি কা'বের একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ বিশেষ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) খন্দক যুদ্ধের সময় নিম্নের এ পংক্তিগুলোও আবৃত্তি করেছিলেন :

ওহে কুরায়শদের জানিয়ে দাও এ বার্তা
সালা'আ পাহাড় এবং উয়ায্য উপত্যকা ও ছিমাদ পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা
খর্জুর বীথিতে পরিপূর্ণ।
যুদ্ধের সময় এসব এলাকায় পানি সিঞ্চন করা হয়ে থাকে।
এ এলাকায় রয়েছে সে সব ছোট ছোট কুয়ো
যেগুলো খনন করা হয়েছিল আদ সম্প্রদায়ের যামানায়,
এগুলোতে সব সময় পানি থাকে
নদীর তরঙ্গমালা তাতে খেলে যায় ;
এগুলো খুব বেশী পানির কুয়ো নয়-
আবার একান্ত কম পানির কুয়োও নয় এগুলো।
ফসল কাটাকালে সৃষ্টি হয় যে সব গর্ত গহ্বরের
উৎপন্ন হয় তাতে জঙ্গল ও বুর্দী ঘাস, ফলে-
শন্ শন্ শব্দে মুখরিত হয়ে উঠে গোটা তল্লাট।
আমরা লিপ্ত হই না তেজারতিতে
(ইয়ামানের দাওস ও মুরাদ গোত্রের গাধা ক্রয়ে)

বরং আমাদের কাছে রয়েছে এমনি জমি-জমা
যাতে চাষাবাদ করা হয় শুধু এ উদ্দেশ্যে,
তোমরা যদি রণহুঙ্কার ছাড়ো
তা হলে আমরা যেন দিতে পারি তার সমুচিত জবাব
(অর্থনৈতিক দিক থেকে সবল সমর্থ হয়ে)।
আমরা রোপণ করেছি তাতে সারি সারি খর্জুর চারা
যেমনটা রোপণ করে থাকে আম্বাতবাসীরা
এমন মনোমুগ্ধকর প্রান্তরের দৃশ্য
তোমরা কখনো প্রত্যক্ষ করনি।
আমাদের প্রত্যেকটি লোক বেঁধে রেখেছে
একটি করে কুলীন দ্রুতগামী বিশাল বপু অশ্ব,
চোখের পলকে যা অতিক্রম করে দৃষ্টিসীমা।
ঠিক ঠিক জবাব দাও তোমরা আমাদের প্রশ্নের
যা আমরা শুধাই তোমাদের, নতুবা প্রস্তুত থাকো যুদ্ধের জন্যে
যা তোমাদের উপর আমাদের দিক থেকে
আপতিত হবে মাযাদের[১] দিক থেকে
গুরুতর বিপর্যয়রূপে।
আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো তোমাদের উপর প্রত্যুষে
এমন সব দক্ষ ও নিপুণ যোদ্ধা নিয়ে,
যারা হবে অভিজ্ঞ পেশাদার জাত-যোদ্ধা।
আর এমন সব অশ্ব নিয়ে
যেগুলোকে চালানো যায় অতি সহজে
সাবলীল গতিতে।
তারা এমনি লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে অভ্যস্ত-
যে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন সব সময়ই সঞ্চরণশীল।
এগুলো এতই ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন,
যেমন ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন হয় সদ্য ডিম দেয়া পতঙ্গগুলো,
যেগুলো আপাদমস্তক অক্ষত-পূর্ণদেহী পতঙ্গ।
এমনি সুঠাম সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সে অশ্বগুলো
আকাল-বছরে চলে অন্যদের ঘোড়াগুলো বিনাশপ্রাপ্ত হয়,
তখনো এগুলো থাকে দিব্যি সুস্থ-সবল।

---

১. মাযাদ হচ্ছে ঐ স্থানের নাম, যেখানে খন্দক বা পরিখা খনন করা হয়েছিল।

যুদ্ধের জন্যে যখন ঘোষণা দেয় নকীব,
তখন হয়ে উঠে উৎকর্ণ
লড়াই শুরু করে দেয় তাদের চোখ দিয়ে।
যখন সতর্ককারী আমাদের লক্ষ্য করে বলে,
প্রস্তুত হও।
আমরা তখন মহান প্রতিপালকের উপর
ভরসা করে বেরিয়ে পড়ি।

তখন আমরা বলে উঠি :

যতক্ষণ না শত্রুদের বর্ম
তরবারির আঘাতে আমরা ছিন্ন করছি, ততক্ষণ
জিহাদ থেকে আমাদের অব্যাহতি নেই।
গ্রামগঞ্জবাসী অথবা শহর বন্দরবাসী
যেসব জনগোষ্ঠীর সাথেই হয়েছে আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহ,
আমাদের চাইতে বেশী বীরত্বের অধিকারী
কাউকে দেখার সুযোগ তাদের হয়ে উঠেনি।
যদি আমরা সংকল্প করেছি বীরত্ব প্রকাশের
আর না তারা দেখেছে আমাদের চাইতে
পরস্পরে এত অধিক সম্প্রীতিশীল কোন সম্প্রদায়কে।
যখন আমরা বেঁধে দেই তাদের দেহে
মযবুত গ্রন্থির দৃঢ় বর্ম
তখন তাদের প্রতি আমরা যেন ছুঁড়ে দেই
কুলীন বাজপাখি
যারা যুদ্ধের চকমকি থেকে অজ্ঞাত পন্থায়
অগ্নি উদ্‌গীরণ করে না
(বরং বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ যোদ্ধার মত যুদ্ধ করে।)
চোখা-নাক বিশিষ্ট-
এ যেন ক্রুদ্ধ সিংহ,
প্রান্তর-প্রান্তে প্রত্যুষে আগত কোন ফরিয়াদকারীর
আর্তকণ্ঠ শুনে তার সাহায্যার্থ যখন
ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন বাহাদুর যোদ্ধার উপর,
তখন সে বাহাদুর যোদ্ধার হাতের তরবারিকে

মনে হয় যেন আনাড়ী শিশুর হাতের তরবারি,
তাদের তরবারি ধরা মুষ্টি তখন শিথিল হয়ে আসে।
আমাদের এসব তৎপরতা, এ মরণ পণ যুদ্ধ, হে আল্লাহ্!
শুধু এজন্যে নিবেদিত, যেন আমরা তোমার দীনকে বিজয়ী করতে পারি।
আমরা তো তোমারই হাতে, তাই হে আল্লাহ্!
তুমি আমাদের প্রদর্শন কর হিদায়াতের পথ।

ইব্ন হিশাম বলেন :

উপরোক্ত কবিতার অনেকগুলো পংক্তি আবূ যায়দ আনসারী থেকে বর্ণিত।

মুসাফি'র শোকগাথা

ইব্ন ইসহাক বলেন :

আলী ইব্ন আবূ তালিবের হাতে আমর ইব্ন আব্দ উদ্দের নিহত হওয়ার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বিলাপ করতে করতে মুসাফি ইব্ন আব্দ মন্নাফ ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমূহ বলে :

আমর ইব্ন আব্দ ছিলেন সেই অশ্বারোহী
যিনি সর্বপ্রথম মাযাদ অতিক্রম করেছিলেন।
তিনি ছিলেন ইয়ালীলের অশ্বারোহী
মহান চরিত্রের অধিকারী, উদারচিত্ত
দুঃসাহসী যুদ্ধকামী,
ভয়ে যিনি পিছপা হতেন না কখনো।
তোমরা সম্যক অবহিত আছ হে–
যখন তোমাদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে যায় অন্যরা
(কুরায়শ ও গাতফান যোদ্ধারা)
আমর ইব্ন আবদ্ উদ্দ তখনও ত্বরা করেননি।
এমন কি যখন চতুর্দিক থেকে শত্রু সৈন্যরা তাকে ঘিরে নিল
তারা সবাই ছিল তার হত্যা পিয়াসী,
তখনো ছিল না তাঁর মধ্যে কোন বিকার।
সিলা পাহাড়ের দক্ষিণে,
বর্শা বল্লমের ঝাঁক এমন এক অশ্বারোহীকে ঘিরে ফেললো,
যার মধ্যে ছিল না একটুও দুর্বলতা বা আত্মসমর্পণের আগ্রহ।
হে আলী! তুমি বনূ গালিবের
অশ্বরোহীকে ডেকে

দ্বন্দ্বযুদ্ধে তারে করেছিলেন আহ্বান,
সিলা পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তরে।
হায়! যদি সে নাহি দিত তাতে সাড়া।
যাও আলী তুমি, (হত্যা করেছ বটে)
কিন্তু ধন্য হওনি তুমি–
তার মত গর্বিত হয়ে;
আর না করেছো তুমি কভু
তার মতো সঙ্কট মুকাবিলা।
বনূ গালিবের সে অশ্বারোহী তরে
জান মোর কুরবান,
মৃত্যুর উষ্ণতাকে যে জন বরি নিল মাথা পেতে,
অকুণ্ঠে, অকাতরে।
বলি আমি সে বীরের কথা,
আপন অশ্ব নিয়ে-
পাড়ি দিল যে মাযাদের প্রান্তর,
প্রতিশোধ নিতে সেইসব বাহিনীর
কোন দিন যারা হয়নিকো হতমান।
এগিয়ে সে বীর দেয় নিকো পিছুটান।

মুসাফি'-র আরো ভর্ৎসনাগাথা

আমরের সঙ্গী সাথীরূপে যে সব অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধে গিয়েছিল, আর যারা তাকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিল, তাদের প্রতি ভর্ৎসনা করে মুসাফি' আরো বলেন :

আমর ইব্‌ন আবদের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে
নীত হয়েছিল যে অশ্বারোহী দল;
যাদের পায়ে ছিল লৌহ পাদুকা,
তারা তাদের ঘোড়ার বাগডোর ধরতেই
আমরের অশ্বারোহীরা যুদ্ধে পিছটান দিয়ে-
চম্পট দিল রণক্ষেত্র থেকে।
তারা এমন এক বীর পুরুষকে মাঠে নিঃসঙ্গ ছেড়ে গেল,
যিনি ছিলেন তাদের মধ্যে স্তম্ভস্বরূপ,
আর যিনি ছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি।
আমি বিস্মিত,

আর বিস্মিত আমি এজন্যে যে, আমি স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।
হে আলী!
যখন তুমি আমরকে আহবান করলে মল্ল যুদ্ধে,
নিঃসংকোচে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি সাড়া দিলেন তাতে।
আমার নিকট থেকে দূরে সরে যেয়ো না হে আলী!
কেননা, তার নিহত হওয়ায় আমি আহত,
মৃত্যুর পূর্বে এমনি এক সঙ্কটের আমি সম্মুখীন
মৃত্যুর চাইতে যা আমার জন্যে গুরুতর।
তাই এখন আর আমার মৃত্যুভয় নেই,
লড়তে লড়তে মরে যাবো তাতে কুচপরোয়া নেই।
আর পশ্চাৎগামী পালিয়ে আসা হুবায়রা,
ঠিক যুদ্ধ চলাকালে পালিয়ে এলো,
এই ভয়ে যে, লোকে তাকে কতল করে ফেলবে।
আর যিরার
যার উপস্থিতিতে রণক্ষেত্র ছিল উষ্ণ সরগরম,
সেও এমনভাবে পালিয়ে এলো,
যেমন করে পালায় কোন নিরস্ত্র দুর্জন।

হুবায়রার কৈফিয়ত ও আমরের জন্যে তার বিলাপগাথা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহাব তার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের কৈফিয়ত দিয়ে এবং আলীর হাতে আমর এর হত্যা প্রসঙ্গ বর্ণনা করে, তার জন্যে বিলাপ করতে করতে বলে :

মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীবৃন্দ।
আমার জীবনের শপথ করে বলছি,
আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিনি
কাপুরুষতা হেতু অথবা মৃত্যু ভয়ে।
বরং আমি নিজেই পাল্টে দিয়েছি নিজের ব্যাপারটি,
যখন দেখলাম, আমার তলোয়ার অথবা তীর চালনায়
কোনই ফায়দা নেই।
যখন লক্ষ্য করলাম, অগ্রযাত্রার কোন অবকাশই নেই,
তখন সে সিংহীর মত থমকে দাঁড়ানোই সমীচীনবোধ করলাম,
যার শাবক রয়েছে;

আর যে প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করা থেকে নিবৃত্ত থাকে
যখন দেখে যে কোন কৌশলই কার্যকর হবার মতো নয়–
নেই অগ্রসর হওয়ারও কোন উপায়,
আর এটাই তো আমার পূর্ব আচরিত রীতি পদ্ধতি।
তুমি কোন দিনই দূর হবে না (আমাদের মন থেকে)
হে আমর!
তুমি জীবিতই থাকো অথবা তুমি মারা যাও না কেন,
প্রশংসা তোমার মত লোকের
আমার মত লোকদের নিকট প্রাপ্য।
তুমি কোনদিন দূর হবে না আমাদের অন্তর থেকে,
হে 'আমর!
তুমি বেঁচে থাকো, অথবা মৃত্যুই বরণ কর না কেন,
সম্ভ্রান্ত, কুলশীল।
কে আজ ফিরাবে বল্লমের ঘায়,
অশ্বরোহী হানাদারে–
হে আমর তুমি বিনে ?
উল্লসিত উটের মতো যারা যুদ্ধ নিয়ে গর্ব করে থাকে,
তারা আজ কার বীরত্ব নিয়ে গর্ব করবে ?
সেখানে যদি আজ ইব্‌ন আব্‌দ থাকতেন,
তা হলে তিনি তা দেখতেন,
আর করতেন সঙ্কটের সুরাহা।
দুর হও আলী।
তোমার এ অবস্থান যা তুমি এমন এক বীরপুরুষের
বিরুদ্ধে নিয়েছ, তা সুনজরে দেখতে পারি না;
যে ছিল করিৎকর্মা, অগ্রে আক্রমণকারী, বীর পুরুষ।
এর দ্বারা তুমি সফলকাম হওনি
তোমার গর্বের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট হয়েছে
যে তার পাদুকাস্খলনের ফলে তুমি আমৃত্যু নিরাপদ হয়ে গেলে।

হুবায়রার আরো বিলাপগাথা

হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহাব আলীর হাতে আমর আবদ্ উদ্দের নিহত হওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণনা করে, তার জন্যে বিলাপ করতে নিম্নের পংক্তিগুলোও বলেন :

لقد علمت عليا لؤى بن غالب ... ... بيثرب لازالت هناك المصائب

লুয়াই ইব্‌ন গালিবের খান্দানের উচ্চতা সম্যক জেন নিয়েছে,
যখন যুদ্ধের দুন্দুভি বেজে উঠে বা দেখা দেয় কোন সঙ্কট
তখন আমরই তার পক্ষ থেকে সম্মুখে এগিয়ে আসার মত
একমাত্র অশ্বারোহী বীর। (অন্য কেউ নয়।)
যখন আলী দ্বন্দ্বে আবহান জানালেন,
তখন অশ্বারোহী আমরই এগিয়ে এলেন ময়দানে
আর সিংহের জন্যে চাই প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার মত আকাঙ্ক্ষী পুরুষ।
আলী যে অপরাহ্নে আহবান করলেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধের তরে
তখন আমরই ছিলেন গোত্রের একক অশ্বারোহী,
যখন অন্য সব সৈন্য লেজগুটিয়ে পালিয়ে গেল কাপুরুষের মতো।
হায়, কেন যে আমি আমরকে ইয়াসরিবে ছেড়ে এলাম।
যেখানে তার উপর নেমে এসেছিল সঙ্কটের পর সঙ্কট।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর গৌরবগাথা

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত উক্ত আমর ইব্‌ন 'আবদ্ উদ্দের হত্যা উপলক্ষে যে গৌরবগাথা রচনা করেন তা হলো :

بقيتكم عمرو ابحناه بالقنا ... ... معاشركم فى الهالكين تجول

তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল এক আমরই
তাকেও আমরা হালাল করে ফেললাম,
যখন আমরা ইয়াসরিবে গুটি কয়েক লোক
বল্লমের দ্বারা আত্মরক্ষা করে চলেছিলাম।
সেখানে ভারতীয় তলোয়ার যোগে আমরা
তোমাদের হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিলাম,
আর আমরা যখন আক্রমণ করে থাকি
তখন যুদ্ধ থাকে সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে।
আমরা বদরেও তোমাদের কতল করেছি
তখন তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকজন নিহতদের মধ্যে ঘুরছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন কবিতা বিশেষজ্ঞ উল্লেখিত পংক্তিগুলো তাঁর অর্থাৎ হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের রচিত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ সম্পর্কে আরো বলেন :

امسى الفتى عمرو بن عبد يبتغى ... ... يا عمرو او لجسيم امر منكر

যুবক আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ
রক্তের প্রতিশোধ নিতে এসেছিলেন ইয়াসরিবে,
কিন্তু তাকে দেয়া হলো না অবকাশ
(আসতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়া হল।)
নিঃসন্দেহে তুমি পেয়েছ আমাদের তরবারিসমূহকে
নিষ্কোষিত অবস্থায় উচ্চকিত ও উর্ধ্বে আন্দোলিত,
তুমি প্রত্যক্ষ করেছ আমাদের বেগবান অশ্বগুলোকে
কেউ রুখতে পারেনি।
বদরের দিন তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে এমনি এক সম্প্রদায়ের সাথে,
তারা তোমাকে তরবারির এমনি আঘাত হেনেছে,
যা ছিল না কোন বর্মহীনের আঘাত।
আজ তোমার এমনি অবস্থা, হে আমর!
তোমাকে আর আহ্‌বান করা হবে না,
কোন বিরাট যুদ্ধে অথবা কোন সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন কাব্যবিশারদ পণ্ডিত এ পংক্তিগুলো হাস্‌সানের বলে স্বীকার করতে রাযী নন।

ইবন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) নিম্নের পংক্তিগুলোও বলেন :

الا ابلغ ابا هدم رسولا ... ... وكان شفاء نفسى الخزرجى

হে কাসেদ
পথ চলতে
পথ চলতে থেমে গেছে যার পদযুগল,
পৌঁছিয়ে দাও আমার সে বারতা
যা' নিয়ে উষ্ট্রীসমূহ দ্রুত দৌড়ে চলছে।
কিহে, আমি কি তোমাদের বন্ধু ছিলাম না
প্রত্যেকটি দুর্দিনে,
অথচ অন্যরা বন্ধু ছিল কেবল সুদিনে?
আর তোমাদের মধ্যকার প্রত্যক্ষদর্শী
প্রত্যক্ষ করেছে আমাকে,
যখন আমাকে উর্ধ্বে উঠিয়ে নেয়া হয়
যেমনটি উর্ধ্বে উঠিয়ে নেয়া হয় শিশুকে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, উপরোক্ত পংক্তিগুলো আসলে রবী'আ ইব্‌ন উমাইয়া দায়লী রচিত। আরো বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, এ পংক্তিগুলোর শেষ পংক্তি হচ্ছে :

তুমি সে খাযরাজী ব্যক্তিটিকে তার দু'হাত ধরে অধঃমুখী করে দিলে
আর এভাবে সে খাযরাজীই
পরিণত হলো আমার হৃদয়ের উপশমে।

বর্ণিত আছে যে, এ পংক্তিটি আবূ উসামা জুশামী রচিত।

বনূ কুরায়যার ঘটনা সম্পর্কে কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বনূ কুরায়যার দিন সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর জন্য বিলাপ করতে করতে এবং তাদের ব্যাপারে তাঁর ফয়সালার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

لقد سجمت من دمع عينى عبرة ... ... الى الله يوم للوجاهة والقصد

(সা'দের মৃত্যু সংবাদে) আমার চোখ থেকে বেরিয়ে এলো
বড় বড় অশ্রুফোঁটা,
আর এখন যেন এ চোখগুলোর কাজই হলো
সা'দের জন্য অশ্রু বহানো।
যুদ্ধক্ষেত্রের শহীদ তিনি
তাঁর জন্যে চক্ষুসমূহ অশ্রুসজল,
অনন্তকাল ধরে চোখগুলো তাঁর জন্যে-
অশ্রু নিঃসরণ করতে থাকবে।
আল্লাহ্‌র দীনের জন্যে শহীদ হয়ে-
সে সব শহীদদের সাথে জান্নাতের উত্তরাধিকারী
হয়েছেন; আল্লাহ্‌র দরবারে যারা হবেন
সর্বাধিক সম্মানিত।
যদিও আজ তুমি আমাদের ছেড়ে গিয়েছ,
হয়ে গিয়েছ কবরের আঁধারপুরীর অধিবাসী!
কিন্তু হে সা'দ!
তুমি এমন এক প্রশংসিত ব্যক্তি,
যে শায়িত, প্রশংসা, সম্ভ্রম ও মর্যাদার পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে।
বনূ কুরায়যার ব্যাপারে তুমি এমনি ফয়সালা শুনালে–
যে আল্লাহ্ স্বয়ং তোমার সে ফয়সালার অনুকূলে

রাখলেন তাঁর নিজের ফয়সালা,
তাদের ব্যাপারে।
তুমি তাদের প্রতি প্রদর্শন করলে না ক্ষমা,
যদিও তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো
তাদের সাথে কৃত মৈত্রীচুক্তির কথা।
তাই চিরস্থায়ী জান্নাতের পরিবর্তে যারা ক্রয় করেছে
পার্থিব সুখ সম্ভোগ,
তাদের দরুন যদি যুগের বিবর্তন
তোমাকে (বাহ্যত) বিনাশ করেই থাকে,
(তাতে কিছু যায় আসে না, কেননা)
কিয়ামতের দিন যখন সত্যপ্রাণদেরকে করা হবে–
আল্লাহ্‌র সদনে,
মর্যাদায় ভূষিত করার উদ্দেশ্যে,
সেদিন তাদের সে প্রত্যাবর্তন কতই না উত্তম হবে।

সা'দ এবং শহীদদের স্মরণে ও তাঁদের সদগুণাবলী প্রসঙ্গে

সা'দ ইব্‌ন মু'আয এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে সব সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে শোকগাথা রূপে এবং তাদের সদগুণাবলীর উল্লেখ করে–হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন :

الا يا لقومى هل لما حم دافع... ... وان قضاء الله لابد واقع

হে আমার স্বজাতি স্বজন!
বল দেখি, লিপিবদ্ধ হলো যাহা টলিবে কি তাহা কোনদিন ?
ফিরিয়া আসিবে ফের অতীতের সোনালী সুদিন ?
অতীতের কথা যবে উদিত হলো স্মৃতি পটে
হৃদয় যাচ্ছিলো মোর ফেটে,
নির্গলিত হলো অশ্রু চোখ ফেটে।
প্রেমের দাহন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল
বন্ধু-বান্ধবের কথা,
যে সব বন্ধু-বান্ধব অতীতে নিহত হয়েছেন তাদের কথা–
তুফায়ল, রাফি' ও সা'দ রয়েছেন তাঁদের মাঝে,
তাঁরা আজ জান্নাতবাসী–
তাঁদের বাসস্থানসমূহ আমার মনে ভীতির সঞ্চার করেছে
পৃথিবী আজ তাঁদের বিহনে খাঁ খাঁ করছে।

এঁরা সবই বদর যুদ্ধের দিন পূর্ণ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন
রাসূলের প্রতি,
যখন তাঁদের মাথার উপর মৃত্যু ছায়াপাত করছিল,
আর তরবারি চমকাচ্ছিল।
রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের ডাক দিলেন,
সত্যপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে অমনি তাঁরা সাড়া দিলেন
তাঁদের সকলে তাঁর প্রতি ছিলেন চরম অনুগত–
প্রতিটি ব্যাপারে,
তাঁর প্রতিটি কথায় তাঁরা ছিলেন কর্ণপাতকারী।
ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁরা পালাননি
বরং সকলে সম্মিলিত ও একতাবদ্ধ হয়ে হামলা চালিয়েছেন,
বধ্যভূমির বাইরে অন্য কোথাও তাঁদের মৃত্যু হওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার।
কেননা, তাঁরা তাঁর শাফাআতের আশায় বুক বেঁধেছিলেন
আর নবীগণ ছাড়া অন্য কেউ তো সুপারিশকারী হতে পারে না।
এটাই আমাদের পরীক্ষা, হে মানব-শ্রেষ্ঠ (নবী)!
মৃত্যুকে সত্য জেনে আমরা আল্লাহ্‌র ডাকে হাযির, আমাদের প্রথম পদক্ষেপ তোমারই দিকে
এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে
তাদের পূর্ব প্রজন্মের অনুসরণকারী।
আমাদের জানা আছে, রাজত্ব কেবল আল্লাহ্‌রই,
আর আল্লাহ্‌র লিখন অখণ্ডনীয়।

বনূ কুরায়যার দিন হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর আরো কবিতা

لقد لقيت قريظة ما ساها .... من الرحمن الن قبلت نذيرى

যে ব্যাপারগুলো বনূ কুরায়যাকে নিন্দার ভাগী করলো
তার ফল তারা হাতে হাতে পেয়ে গিয়েছে।
তাদের এ যিল্লতি ও ভাগ্যবিড়ম্বনা থেকে উদ্ধারের জন্যে
ছিল না তাদের কোন সাহায্যকারী, পরিত্রাণকারী।
তাদের উপর আপতিত হয় যে পরীক্ষা ও বিপর্যয়
বনূ নযীরের উপর আপতিত বিপদ থেকে তা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির।
বনূ কুরায়যার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন গোটা বিশ্বকে উজ্জ্বলকারী
প্রদীপ্ত চন্দ্ররূপী, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)।

তাঁর সংগে ছিল বাজের মত ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন
কুলীন অশ্বরাজী; যেগুলো তাদের আরোহীদের পিঠে নিয়ে
ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চলছিল।
আমরা তাদের ছাড়লাম এমন অবস্থায় যে,
কোন ব্যাপারে সামান্যতম সাফল্যও তারা অর্জন করতে পারেনি।
তাদের রক্ত তখন ছলাৎছলাৎ করছিল সরোবরের সলিল সম।
তারা পড়েছিল কর্তিত লাশরূপে
তাদের উপর দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল পক্ষীকুল।
পাপাচারী অনাচারীদের সাথে করা হয়ে থাকে এ রূপ আচরণই।
কুরায়শদের সতর্ক করে দাও, বনূ কুরায়যার দৃষ্টান্ত দিয়ে,
মঙ্গলকামনার তাগিদে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে
যদি তারা গ্রহণ করে আমার সতর্কবাণী।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বনূ কুরায়যা সম্পর্কে আরো বলেন :

لقد لقيت قريظة ما ساها ... ... له من حرو قعتهم صليل

যে সব কর্মকাণ্ড বনূ কুরায়যাকে করেছে নিন্দিত,
তার ফল তারা পেয়ে গেছে হাতে হাতে।
তাদের দুর্গে নেমে এসেছে চরম লাঞ্ছনা ও অপমান,
সা'দ মঙ্গলকামনার তাগিদে তাদের করেছিলেন সতর্ক
এ মর্মে যে, তোমাদের প্রকৃত মা'বূদ হচ্ছেন মহিমান্বিত প্রতিপালক।
কিন্তু তারা অনন্তর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে রইলো,
যাবৎ না তাদের জনপদেই রাসূলুল্লাহ্ তাদের
উড়িয়ে দিলেন তলোয়ারের মুখে।
আমাদের সারি সারি মুজাহিদ ঘিরে ফেললো তাদের দুর্গ,
এ কঠিন সঙ্কটের মুখে তাদের
কিল্লায় মহা হৈ চৈ পড়ে গেল।

বনূ কুরায়যার ব্যাপারে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরো বলেছিলেন

تقاقد معشر تصروا قريشا ... ... حريق بالبويرة مستطير

যে সম্প্রদায় মদদ যুগিয়েছিল কুরায়শদের,
তাদের নিজ বসতস্থলেও তাদের রইলো না কোন মদদগার
তারা নিজেরাই হারিয়ে ফেললো একে অপরকে,
কেউ পাচ্ছিলো না কারো উদ্দেশ।

তাদের দান করা হয়েছিল তাওরাত কিতাব,
তারা তা বিনষ্ট করেছিল।
তাওরাত অনুধাবনের ব্যাপারে তারা বরণ করে নিল অন্ধত্ব,
তাই, তারা হলো বিনাশপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট।
তোমরা অস্বীকৃতি জানালে কুরআনের প্রতি
অথচ তোমরা পেয়েছিলে সমর্থন ও অনুমোদন[১]
যা বলেছিলেন সর্তককারী নবী।
তাই বুয়ায়রায়[২] বনূ লুয়াই গোত্রের সরদারদের উপর
অনায়াসেই ছড়িয়ে পড়লো এক পরিব্যাপ্ত দাবানল।

আবূ সুফিয়ানের কবিতা

আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর কবিতার জবাবে নিম্নের পংক্তিগুলো বলেন :

ادام الله ذلك من صنيع ... ... لقالوا لا مقام لكم فسيروا

আল্লাহ্র এ রীতি স্থায়ী হোক
এর চতুর্পার্শ্বে জ্বলে উঠা আগুন
অনাগত কাল ধরে জ্বলতে থাকুক।
অচিরেই তোমরা জানতে পারবে,
আমাদের মধ্যকার কোন্ পক্ষ এ থেকে দূরে থাকবে।
আর এও সম্যক জান্তে পারবে যে,
আমাদের মধ্যকার কাদের ভূমি উজাড় হবে।
যদি এই খর্জুর বীথির স্থানে উটের বাথান হতো,
তবে উটগুলো নিশ্চিতভাবেই বলে উঠতো ;
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে
যাত্রা তোরা কর ওরে অন্য কোন ধামে।

জাবাল ইব্ন জাওয়াল ছা'লাবীর কবিতা

জাবাল ইব্ন জাওয়াল ছা'লাবী হাস্সানের কবিতার জবাব প্রসঙ্গ এবং বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যার জন্যে বিলাপ প্রসংগে বলে :

---

১. অর্থাৎ মহানবী (সা) তাওরাত, ইনজীল প্রভৃতি পূর্বতন আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি সমর্থন ও অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেন এবং ওগুলোকে পূর্বতন নবীদের উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব বলে তিনি ঘোষণা করে সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

২. ঐ স্থানটির নাম, যেখানে বনূ কুরায়যা বসবাস করতো।

الا ياسعد سعد بنى معاذ ... وقدر القوم حامية تفور

হে সা'দ ! হে মু'আয তনয় সা'দ !
একটু বল দেখি, বনূ কুরায়যা ও বনূ নযীরের
কীকী সঙ্কট হলো ?
কসম তোমার জীবনের :
সা'দ ইব্‌ন মু'আযকে যখন বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল,
তখন তাঁকে বাধ্য হয়ে ধৈর্যধারণ করতে হয়।
(বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁকে ফয়সালা শুনাতে হয়।)
আবূ লুবাব খাযরাজী
হ্যাঁ। তিনি বলেছিলেন বনূ কায়নুকা গোত্রকে,
ওহে ! তোমরা সফর করো না !
কিন্তু যুগবিবর্তনের পালায়
হুযায়র গোত্রের স্থলে উসায়দের চারদিকে বৃত্ত রচিত হলো,
আর যুগের এ বিবর্তন তো হয়েই থাকে।
বুয়ায়রা ভূমি উজাড় বিরাণ হয়ে গেল,
সালাম, সাঈদ ও ইব্‌ন আখতাবের পদচারণা থেকে রিক্ত হয়ে,
এখন তা এক বিধ্বস্ত ভূমি।
অথচ এরা তাদের জনপদে ছিলেন গন্যমান্য লোক,
যেমন ভারী হয়ে থাকে মায়তান পাহাড়ের শিলাখণ্ড গুলো।
সুতরাং যদি আবুল হাকাম সালাম ধ্বংসও হয়ে যায়,
তাতে কী !
সে তো নয় পুরনো জীর্ণ অস্ত্রধারী,
আর না ভোল পাল্টানো, পরিবর্তনশীল লোক।
(সুতরাং তার মৃত্যুতে লজ্জার কিছু নেই।)
ভবিষ্যদ্বক্তাদের হাতে সে ব্যাপার ছেড়ে রেখেছিল,
এবং তাদের মধ্যে সে ছিল নম্রতা, ভদ্রতা ও বাজপাখির কুলীনতা নিয়ে।
বদান্যতা ও উদারতা ছিল তার স্বভাবজাত গুণ
যুগের আবর্তনে তা ক্ষয়ে যাবার নয়।
হে আওস সরদাররা !
তাদের মধ্যে গিয়ে বসবাস কর !
মনে হয় যেন অপমানবোধের অনুভূতিও তোমরা হারিয়ে ফেলেছো।

তোমরা তোমাদের ডেগচী পাতিল শূন্য ছেড়ে দিয়েছ,
মনে হয় তাতে কিছু নেই।
পক্ষান্তরে আমাদের সম্প্রদায়ের ডেগচী পাতিল উনুনে টগবগ করে ফুটছে।

সালাম ইব্‌ন আবুল হাকীকের হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খন্দক ও বনূ কুরায়যার ব্যাপার সমাপ্ত হওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে আবূ রাফি', অর্থাৎ সালাম ইব্‌ন আবুল হাকীক, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে খেপিয়ে বিভিন্ন বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করেছিল। আওস গোত্রীয় লোকজন উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বৈরিতা এবং এ ব্যাপারে অন্যান্যদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধকরণের অপরাধে হত্যা করে ফেলেছিলেন। খাযরাজ গোত্রীয়রা এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সালাম ইব্‌ন আবুল হাকীককে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সে তখন খায়বরে অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব যুহরী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে যে সব আসবাব উপকরণ সৃষ্টি করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো আনসারের দু'টি গোত্র আওস ও খাযরাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারেও ছিলেন চির-প্রতিদ্বন্দ্বী। যখনই আওস গোত্র কোন সংকার্যের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপকার সাধন করতেন, তখনই খাযরাজ গোত্র বলে উঠতো আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা এ ব্যাপারেও আমাদের অতিক্রম করে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অতিরিক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারবে না। রাবী বলেন : তারা অনুরূপ কিছু না করে ক্ষান্ত হতো না। আর যখন খাযরাজ গোত্রীয়রা এরূপ কিছু করতো, তখন আওস গোত্রীয় লোকজনও অনুরূপ বলতো।

ফলে আওসরা কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বৈরিতার কারণে হত্যা করে ফেললেন, তখন খাযরাজ গোত্রীয়রা বলে উঠলেন : আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা এ কর্মদ্বারা কখনো আমাদের উপর অতিরিক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। রাবী বলেন : তখন তাঁরা এ নিয়ে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বৈরিতায় কা'ব ইব্‌ন আশরাফের সমর্যায়ের কে হতে পারে ? তখন তারা ইব্‌ন আবুল হাকীকের কথা স্মরণ করলেন। সে তখন খায়বরে অবস্থান করছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিকট তাকে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনিও তাঁদের অনুমতি দিয়ে দিলেন।

সে মতে বনূ খাযরাজের, বনূ সালামা গোত্রের পাঁচ ব্যক্তি—আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আতীক, মাসউদ ইব্‌ন সিনান, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আনীস, আবূ কাতাদা, হারিস ইব্‌ন রাব্‌য়ী এবং আসলাম গোত্রের খাযায়া ইব্‌ন আসওয়াদ যিনি প্রথমোক্ত চারজনের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন, একত্রে ঘর

থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীককে তাঁদের আমীর মনোনীত করে দিলেন। সাথে সাথে কোন শিশু ও নারীকে হত্যা করতে তিনি তাঁদেরকে নিষেধ করে দেন।

সে মতে তাঁরা বের হলেন এবং খায়বরে গিয়ে পৌঁছলেন। রাতের বেলা তাঁরা আবুল হাকীকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করে গৃহবাসীদের জন্যে বাড়ির সকল দরজা বন্ধ করে দিলেন, যাতে কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে।

রাবী বলেন : সে তখন তার ঘরের উপর তলায় ছিল। তথায় আরোহণের জন্যে খেজুর কাণ্ডের সিঁড়ি ছিল তাঁরা তাতে আরোহণ করে দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হলেন। তারা ভেতরে প্রবেশের জন্যে তার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তার স্ত্রী বেরিয়ে এসে বলল : তোমরা কারা ? তাঁরা জবাব দিলেন : আমরা কতিপয় আরব, একটু আহার্য চাই। সে বলল : ঐ যে গৃহকর্তা আছেন, তোমরা তার কাছে যেতে পার।

রাবী বলেন : তারপর আমরা যখন তার ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন আমরা দরজা বন্ধ করে দিলাম, যাতে তার স্ত্রী কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। আমাদের আশঙ্কা হলো, পাছে সে আসা যাওয়া করে আমাদের এবং তার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তখন মহিলাটি চীৎকার জুড়ে দিল। আমরা তাড়াতাড়ি তলোয়ার হাতে নিয়ে অগ্রসর হলাম। ইব্ন আবুল হাকীক তার বিছানায় শুয়ে ছিল। আল্লাহ্র কসম ! রাতের আঁধারে একটু শুভ্রতা ছাড়া আর কিছুই তার অস্তিত্ব প্রকাশ করছিল না, যেন একটি সাদা মিসরীয় বস্ত্র বিছানার উপর পড়ে রয়েছে। রাবী বলেন : তার স্ত্রী যখন চীৎকার করলো, তখন আমাদের মধ্যকার একজন প্রতিবারই তার মাথার উপর তলোয়ার উঁচিয়ে ধরতো। পরক্ষণেই তার স্মরণ হতো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন মহিলা হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তখন তিনি বিরত হতেন। তা না হলে ঐ রাতে আমরা তাকেও খতম করে দিতাম। অবশেষে আমরা যখন তরবারি দ্বারা আঘাত করলাম, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আনীসের তরবারি তার পেটের মধ্যে লাগলো। পেটে তলোয়ার লাগতেই সে চীৎকার করে বলতে লাগলো : এটাই আমার জীবন নাশের জন্যে যথেষ্ট ! এটি আমার জীবন নাশের জন্যে যথেষ্ট !

রাবী বলেন : তারপর আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীক চোখে ভাল দেখতে পেতেন না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে তাঁর হাত দারুণ ভাবে মচকে যায়। কেউ কেউ বলেন : হাত নয় তাঁর পা মচকে যায়। ইব্ন হিশামও এ মতেরই সমর্থক।

রাবী বলেন : আমরা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে লোকের আড়াল করে, তাদের কেল্লায় পানি আসার নহর দিয়ে তাঁকে বের করলাম এবং সেখানে আত্মগোপন করে বসে রইলাম।

রাবী বলেন : এদিকে তারা আগুন জ্বালিয়ে আমাদের খুঁজে বের করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করলো। কিন্তু সবই বিফলে গেল। নিরাশ হয়ে তারা আবুল হাকীক তনয়ের কাছে ফিরে গেলেন এবং তাকে ঘিরে ধরলো। তার প্রাণবায়ু তখন নির্গত হচ্ছিল।

রাবী বলেন : তারপর আমরা বলাবলী করতে লাগলাম, আল্লাহ্‌র দুশমনটি যে সত্যি সত্যি মারা গেছে, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হবো কী করে ?

রাবী বলেন : তখন আমাদের মধ্যকার একজন বললো, আমি গিয়ে লোকজনের মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের জন্য খবর নিয়ে আসবো। সে মতে সে ব্যক্তি বেরিয়ে গেল এবং লোকজনের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

সে ব্যক্তির বর্ণনা : আমি গিয়ে তার স্ত্রী এবং আরো কতিপয় ইয়াহূদীকে তার নিকটে পেলাম। তার স্ত্রীটি প্রদীপ ধরে তার চেহারার দিকে তাকাচ্ছিল এবং তাদের বলছিল, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি ইব্‌ন আতীকের গলার আওয়ায শুনতে পেয়েছি। তারপর নিজের মনেই বলেছি, এটা নিশ্চয়েই ভুল ধারণা, ইব্‌ন আতীক এখানে আসবে কোত্থেকে ? তারপর সে তার দিকে মুখ করে বললো ইয়াহূদীদের প্রতিপালকের কসম ! সব শেষ।

রাবী বলেন : আমরা জন্যে এর চাইতে মধুর আর কোন কথাই ছিল না।

রাবী বলেন : তারপর আমাদের কাছে সে সংবাদ পৌঁছলো। আমরা আমাদের সাথীটিকে বহন করে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে আল্লাহ্‌র দুশমনটি নিধনের সংবাদ দিলাম। আমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে এ নিয়ে মতানৈক্য হলো। আমাদের প্রত্যেকেই তার হাতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবী করতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আচ্ছা, তোমাদের তলোয়ারগুলো নিয়ে এসো দেখি !

রাবী বলেন : সে মতে আমরা আমাদের তরবারিসমূহ তাঁর সামনে উপস্থিত করলাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আনীসের তরবারি সম্পর্কে বললেন : এই হচ্ছে তার হত্যাকারী, আমি এর মধ্যে তার আহার্যের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করছি।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) কা'ব ইব্‌ন আশরাফ এবং সালাম ইব্‌ন আবুল হাকীমের হত্যা প্রসংগে বলেন :

لله درعصابة لا قيتهم ... ... مستصعرين لكل امر محجف

ধন্য তারা, যাদের তুমি সাক্ষাৎ পেলে হে ইব্‌ন হাকীক,
ধন্য তারা যাদের তুমি দেখা পেলে হে ইব্‌ন আশরাফ !
তাঁরা তাদের হাল্কা তরবারি হাতে বেরিয়ে পড়লেন নৈশ অভিযানে
তোমাদের পানে-বনের ঝাঁড়ের ঝোঁপের মধ্য দিয়ে সিংহকুলের
সগর্বে এগিয়ে চলার মতো।
শেষ পর্যন্ত তাঁরা এসে উপনীত হলেন-
তোমাদের নিজেদের বাসগৃহসমূহে,

তারপর পান করালেন তোমাদের মৃত্যুর শরবত
তাদের ধারালো তরবারিসমূহের দ্বারা।
তাঁদের দীনের নবীর সাহায্যটাই তাঁরা দেখছিলেন,
তাঁদের নিজেদের জানমালকে তখন তাঁরা তুচ্ছ জ্ঞান করছিলেন।

আমর ইব্‌ন 'আস ও খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব আমার নিকট হাবীব ইব্‌ন আবূ আওস ছাকাফীর আযাদকৃত গোলাম রাশিদ থেকে আমর ইব্‌ন 'আস-এর সূত্রে তাঁর যবানীতে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন : আমরা যখন খন্দক যুদ্ধ থেকে বাহিনীসমূহ নিয়ে ফিরে আসলাম, তখন আমি কুরায়শদের মধ্যে যারা আমার অভিমতকে গুরুত্ব দিত এবং আমার কথা মনোযোগ সহকারে শুনতো, এমন কতিপয় ব্যক্তিকে একত্রে সমবেত করে বললাম :

দেখ, তোমরা সম্যক জ্ঞাত আছ যে, মুহাম্মদের ব্যাপারটি
আমাদের অপছন্দ সত্ত্বেও দিন দিন বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে।
আমি এ ব্যাপারে একটি কথা চিন্তা করেছি। এ ব্যাপারে
তোমাদের অভিমত কি ?

তারা বললেন : তুমি কি চিন্তা করেছো বল।

তখন তিনি বললেন :

আমি চিন্তা করেছি, আমরা (আবিসিনিয়ার রাজ) নাজ্জাশীর কাছে চলে যাব এবং তাঁরই কাছে অবস্থান করবো। মুহাম্মদ যদি শেষ পর্যন্ত কুরায়শদের উপর জয়যুক্ত হয়ে যান, তবে আমরা নাজ্জাশীর কাছেই রয়ে যাবো। কেননা, মুহাম্মদের পদানত হওয়ার চাইতে তাঁর অধীন থাকাই আমাদের জন্যে অধিকতর পছন্দনীয়। আর যদি আমাদের স্বজাতিরই জয় হয়। তাহলে তো আমাদের মর্যাদা তাদের কাছে স্বীকৃতই আছে। তাদের পক্ষ থেকে আমাদের মঙ্গল বৈ কিছু পৌঁছবে না। তখন তারা সকলে সমস্বরে বলে উঠলো : তোমরা কথাই ঠিক।

আমি বললাম : তা হলে তোমরা তাঁকে দেওয়ার জন্যে উপহার সামগ্রী একত্রিত কর। আর আমাদের দেশ থেকে তাঁকে দেওয়ার জন্যে সর্বাধিক পছন্দসই জিনিস হলো চামড়া। সেমতে আমরা প্রচুর চামড়া তাঁর জন্যে সংগ্রহ করলাম। তারপর আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম এবং যথাসময়ে তাঁর দরবারে গিয়ে উপনীত হলাম।

এমনি সময় আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরী এসে তাঁর দরবারে পৌঁছলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জা'ফর এবং তাঁর সাথীদের ব্যাপারে তাঁকে নাজ্জাশীর দরবারে পাঠিয়েছিলেন। যামরী তাঁর দরবারে ঢুকলেন তারপর বেরিয়ে গেলেন।

আমর ইব্‌ন 'আস বলেন : আমি তখন আমার সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, এ হচ্ছে আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরী। আমরা যদি নাজ্জাশীর কাছে গিয়ে বলি যে, একে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন, তবে তিনি অবশ্যই তাকে আমার হাতে সমর্পণ করবেন; আর আমি তাকে হত্যা করে ফেলবো ? আমি যখন তা করেছি বলে কুরায়শরা দেখতে পাবে, তখন তারা ভাববে, মুহাম্মদের দূতকে হত্যা করে আমি তাদের পক্ষে যথেষ্ট করেছি।

আমর ইব্‌ন 'আস বলেন : সেমতে আমি নাজ্জাশীর দরবারে প্রবেশ করলাম এবং আমার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তাঁকে সিজদা করলাম। নাজ্জাশী বলে উঠলেন : আমার বন্ধুর প্রতি মারহাবা! কি হে! তুমি কি তোমার দেশ থেকে আমার দরবারে কোন উপঢৌকন পেশ করেছ ?

আমর ইব্‌ন 'আস বলেন : আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ, জাঁহাপনা! প্রচুর চামড়া আপনার দরবারে উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করেছি।

আমর ইব্‌ন 'আস বলেন : একথা বলে আমি তা তাঁর নিকট এগিয়ে দিলাম। তিনি তা বেশ পছন্দ করলেন। আমি তখন তাঁকে বললাম :

জাঁহাপনা, এক ব্যক্তিকে আমি আপনার দরবার থেকে বের হয়ে যেতে দেখলাম। সে আমাদের এক শত্রুর দূত। আপনি তাকে আমার হাতে তুলে দিন। আমি তাকে হত্যা করবো।

আমর ইব্‌ন 'আস বলেন : নাজ্জাশী একথা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন। তারপর আপন হাত মেলে ধরে তা নিজ নাকে এমনি সজোরে আঘাত করলেন যে, আমার ধারণা হলো তিনি বুঝি তাঁর নাকটি ভেঙ্গেই ফেললেন। যদি ভূমি দ্বিধা হতো, তবে আমি ভয়ে তাতে ঢুকে পড়তাম। তারপর আমি বললাম :

জাঁহাপনা! আমি যদি একটুও আঁচ করতে পারতাম যে, আপনি একথা অপছন্দ করবেন, তবে আমি আপনার কাছে তাকে আমার হাতে তুলে দেওয়ার কথাটা কখনো বলতাম না।

তিনি বললেন : "ওহে! তুমি এমন এক মহাপুরুষের দূতকে তোমার হাতে হত্যার জন্যে তুলে দিতে বলছো, যাঁর কাছে মূসার কাছে আগত পবিত্র সত্তার আগমন হয়ে থাকে ?"

আমি বললাম : "জাঁহাপনা! সত্যিই কি তাই ?"

তিনি বললেন : তোমার সর্বনাশ হোক হে আমর! তুমি আমার অনুসরণ কর এবং তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর! কেননা, আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবেন—যেমনটি জয়যুক্ত হয়েছিলেন মূসা (আ) ফিরআউন ও তার লোক লশকরের বিরুদ্ধে।

আমর ইব্‌ন 'আস বলেন : আপনি কি তাঁর পক্ষ থেকে আমার নিকট হতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করবেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করে দিলেন আর আমি তাঁর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করলাম। তারপর আমি আমার সাথীদের নিকট ফিরে এলাম। এবার আমার নতুন মত আমার পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ালো। আর আমি আমার সাথীদের নিকট আমার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলাম।

তারপর আমি যথারীতি অনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট রওনা হলাম। পথে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের পূর্বের কথা। তিনি তখন মক্কার দিক থেকে আসছেন। আমি বললাম ঃ কোথায় চলছেন হে সুলায়মানের বাবা ? জবাবে তিনি বললেন : সত্য এখন প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। ঐ ব্যক্তিটি সত্য সত্যই নবী। আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর নিকট যাবো এবং ইসলাম গ্রহণ করবো। আর কত ?

আমর ইব্ন 'আস বলেন : আমি বললাম, আমিও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যেই এসেছি।

আমর বলেন : তারপর আমরা মদীনায় পদার্পণ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। প্রথমে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ অগ্রসর হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বায়'আতও হলেন। তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি এ শর্তে আপনার কাছে বায়'আত হবো যে আমার পূর্ববর্তী গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, আর পরবর্তীকালে যা হবে সে সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

يَا عمروْ بَايِعْ فَانَّ الاِسْلاَمَ يَجِبُّ مَا كَانَ قَبْلَه

وَانَّ الْهِجْرَةَ تَجِبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا -

—"হে আমর! বায়'আত গ্রহণ কর! কেননা, ইসলাম তার পূর্ববর্তী গুনাহ্সমূহকে নিঃশেষ করে দেয় এবং হিজরত তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়।"

আমর ইব্ন 'আস বলেন : তারপর আমি বায়'আত হলাম এবং ফিরে আসলাম।

ইব্ন হিশাম বলেন কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেছিলেন :

فان الاسلام يحت ما كان قبله

وان الهجرة تحت ما كان قبلها

অর্থাৎ ইসলাম তার পূর্ববর্তী গুনাহ্সমূহকে ঝরিয়ে দেয় এবং হিজরত তার পূর্ববর্তী গুনাহ্সমূহকে ঝরিয়ে দেয়।[১]

উসমান ইব্ন তালহার ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : এমন এক রাবী আমার নিকট এটি বর্ণনা করেছেন, যাকে আমি মিথ্যাবাদী হওয়ার অপবাদ দিতে পারি না। উসমান ইব্ন তালহা ইব্ন আবূ তাল্হা তাঁদের দু'জনের ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন।

---

১. মুসলিম শরীফের বর্ণনায়, আমর ইব্ন 'আস বর্ণিত হাদীসে উক্ত বাক্যটি আছে এরূপে : (হাদীস নং ২১৮) أما عَلِمْتَ انَّ الاسلام يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَانَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا অর্থ একই। কেবল শব্দের পার্থক্য।—অনুবাদক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন যুবআরী সাহমী এ প্রসঙ্গে নিম্নের পংক্তিগুলো বলেন :

উসমান ইব্‌ন তাল্‌হাকে আমি কসম দিচ্ছি
সে ওয়াদা অঙ্গীকারের, যাতে আমরা পরস্পরে আবদ্ধ হয়েছিলাম
সেই পবিত্র স্থানে, যেখানে লোক সম্ভ্রমে জুতা খুলে রাখে
(পত্রিত কালো পাথররূপী) চুম্বন স্থলের নিকটে।
আর আমি কসম দিচ্ছি তাকে সে ওয়াদা অঙ্গীকারের
যাতে আমাদের পিতৃপুরুষরা আবদ্ধ হয়েছিলেন।
খালিদ ও তাথেকে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারে না।
তুমি কি নিজ ঘরের চাবি ছাড়াও অন্য ঘরের চাবিও চাও ?
সনাতন মর্যাদা পূর্ণ ঘরের মর্যাদা কি কাম্য নয় ?
খালিদ! তুমি নিজেকে নিরাপদ ভেবো না এরপর—
উসমান[১] নিয়ে এসেছে এক নিদারুণ সঙ্কট।

যীকাদা এবং যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দিকে (হিজরী ৫ম সন)[২] বনূ কুরায়যার উপর বিজয় অর্জিত হয়। এ বছর হজ্জের সময়ও পৌত্তলিকরাই কা'বা শরীফের মুতাওল্লী বা তত্ত্বাবধায়করূপে বহাল ছিল।

বনূ লিহইয়ানের যুদ্ধ

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমার নিকট যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় যিলহাজ্জ, মুহাররম, সফর এবং রবিউলের দুইমাস অবস্থান করেন এবং বনূ কুরায়যা বিজয়ের ছয় মাসের মাথায় জুমাদাল উলা মাসে বনূ লিহ্‌ইয়ানের দিকে যাত্রা করেন। রাজীর দুঃখজনক ঘটনায় নিহত খুবায়ব ইব্‌ন আদী ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণই ছিল এ যাত্রার উদ্দেশ্য। কিন্তু বাহ্যতঃ তিনি সিরিয়া গমন করবেন বলে প্রকাশ করলেন, যাতে করে প্রতিপক্ষ ভুল ধারণার মধ্যে থাকে।

ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্‌ন উম্মু মাকতূমকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে, মদীনা থেকে সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন।

---

১. এই উসমান ইব্‌ন তাল্‌হাই ছিলেন কা'বা শরীফের চাবিরক্ষক। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং উক্ত উসমানের ইসলাম গ্রহণকে খোলা মনে মেনে নিতে পারেন নি। তাই কবিতায় উক্ত পংক্তিগুলোতে তাদের পৌত্তলিকতার ওয়াদা অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করা হয়েছে এবং উসমানের ইসলাম গ্রহণকে সঙ্কট বলে উল্লেখ হয়েছে।—অনুবাদক

২. এটা ৬১৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ ও এপ্রিলের কথা।—অনুবাদক

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তিনি মদীনার উপকণ্ঠে সিরিয়া গমনের পথে অবস্থিত গুরাব পাহাড়, মাহীস ও বাত্‌রা হয়ে তারপর বামদিকে মোড় নিয়ে বীন, সুহায়রাতুল ইয়ামাম হয়ে সোজা মক্কার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেন। শেষ পর্যন্ত গুরানে এসে অবতরণ করেন। এই গুরানই ছিল বনূ লিহ্‌ইয়ান গোত্রের আবাসস্থল। গুরান হচ্ছে উমজ ও উসফানের মধ্যবর্তী একটি প্রান্তর, সায়া নামক জনপদের নিকট তার অবস্থান। তিনি তাদেরকে সতর্কাবস্থায় পাহাড়ের শীর্ষে আত্মগোপনকারীরূপে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সেখানে অবতরণ করলেন এবং তাদের যে ভুল ধারণায় ফেলতে চেয়েছিলেন, তাতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে অনুভব করলেন। তখন তিনি বললেন, আমরা যদি উসফানে অবতরণ করতাম, তাহলে মক্কাবাসীরা দেখতো যে আমরা মক্কা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছি। সেমতে তিনি দু'শ আরোহী সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং উসফানে গিয়ে অবতরণ করলেন। তারপর তিনি দু'জন অশ্বারোহী সাহাবীকে সম্মুখদিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে প্রেরণ করেন। তাঁরা কুরাউল গামীম পর্যন্ত অগ্রসর হন। তারপর যখন কেউ আর তাঁদের মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হলো না, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সদলবলে ফিরে আসেন।[১]

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলতেন, আমি প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি :

اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ وُعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ -

"আল্লাহ্ চাহে তো আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, আমাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের প্রশংসাকারী।

আমি আল্লাহ্‌র শরণ প্রার্থনা করছি সফরের ক্লান্তি থেকে, মন্দ পরিণাম থেকে এবং পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদের বীভৎস দৃশ্য থেকে।"

কা'ব ইব্‌ন মালিকের কবিতা

আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণিত। কা'ব ইব্‌ন মালিক বনূ লিহ্‌ইয়ান যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন :

বনূ লিহ্‌ইয়ান যদি অপেক্ষা করতো,
তা হলে তারা ঘরে বসেই অগ্রবর্তী বাহিনীর সাক্ষাৎ পেতো।
তার পেছনে থাকতো বিশাল বাহিনী
যারা আসতো পথ-প্রান্তর মাড়িয়ে,
তাদের তরবারিসমূহ ঝিলিক মারতো অগণিত নক্ষত্রসম।
কিন্তু কার্যত: তারা ছিল, নেউলে,
হিজাযের এমন ঘাঁটিসমূহে গিয়ে তারা আত্মগোপন করলো,
যেগুলোর কোন দরজাও ছিল না।

---

১. ইব্‌ন সা'দের বর্ণনায় দশজন অশ্বারোহী সৈন্যসহ রাসূলুল্লাহ্ উসফান থেকে আবূ বকর (রা)-কে সম্মুখদিকে প্রেরণ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবতঃ প্রথমে তিনি দু'জনকেই প্রেরণা করেছিলেন—যা ইব্‌ন হিশামের বর্ণনায় রয়েছে। পরে দশজন দিয়ে আবূ বকর (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন।—অনুবাদক

যী-কারদের যুদ্ধ

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার ফিরে আসলেন। তাঁর মাত্র কয়েক রাত মদীনায় অবস্থানের পরেই উয়ায়না ইব্ন হিসন ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বদর ফিযারী গাতফানের একটি অশ্বারোহী দল নিয়ে গাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটের ব্যাথানে হামলা চালিয়ে গিফারী গোত্রের একজন মুসলমানকে হত্যা করে এবং তাঁর স্ত্রী ও সমুদয় উট নিয়ে পালিয়ে যায়।[১]

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর এমন এক রাবীর সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিতে পারি না; তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিকের বরাতে বর্ণনা করেন, এঁদের প্রত্যেকেই যী-কারদের যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু কিছু বর্ণনা করেছেন, যার সার্বিক রূপ হলো এরূপ :

সর্বপ্রথম যিনি এ উট লুণ্ঠনের ঘটনার সংবাদ আগত হন, তিনি হলেন সালাম ইব্ন আমর ইব্ন আক্ওয়া আসলামী। প্রত্যুষেই তিনি তীর-ধনুক নিয়ে গাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সাথে ছিলেন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র কিশোর পুত্র। তিনি তাঁর ঘোড়া নিয়ে তাঁর আগে আগে যাচ্ছিলেন।

তিনি যখন সানিয়াতুল বিদা পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন, তখন শত্রুদের ঘোড়াসমূহ নযরে পড়লো। তিনি পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে 'ওয়া সাবাহা' (কোথায় ভোবের সাহায্যকারীরা এগিয়ে এসো) বলে হাঁক দিয়ে, ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করলেন। ঐ সময় তাঁর দ্রুত ধাবিত হওয়া ছিল—হিংস্র শ্বাপদতুল্য। দেখতে দেখতে তিনি তাদের অত্যন্ত নিকটে পৌঁছে গেলেন এবং তীর দ্বারা তাদের গতিরোধ করতে লাগলেন। প্রতিটি তীর নিক্ষেপের সময় তিনি হাঁক দিচ্ছিলেন :

خذهما وانا ابن الاكوع

اليوم يوم الرضع

লও লও আমি জেনো আক্ওয়ার পুত্র,

আজকের দিন হলো ইতরদের ধ্বংসের দিন।

শত্রুপক্ষের অশ্বগুলোর গতি যখনই তার দিকে হতো তখনই তিনি দৌঁড়ে পালাতেন, তিনি আর পাল্টে তাদেরকে ধাওয়া করতে লাগালেন এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র আবারও তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন :

---

১. 'সীরাতুন্নবী' গ্রন্থে আল্লামা শিবলী নু'মানী ঐ নিহত মুসলমান সাহাবী আবূ যর গিফারী (রা)-এর সন্তান ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। লুণ্ঠিত উট বা উটনীর সংখ্যা ছিল বিশ। এটি ৭ম হিজরীর ঘটনা। (উর্দূ) সীরাতুন্নবী, জিলদ-১, পৃ. ৪৭৯ (৫ম সংস্করণ)

خذها وانا ابن الاكوع

اليوم يوم الرضع

লও লও আমি জেনো আকওয়ার পুত্র,

আজকের দিন হলো ইতরদের ধ্বংসের দিন।

রাবী বলেন : উত্তরে তাদের কেউ একজনকে বলতে শুনা গেল :

اويكعنا هو اول النهار

এ হলোহ ক্ষুদে আক্ওয়া

সে আমাদের সকালের নাশতা।

অশ্বারোহী মুজাহিদদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে আকওয়ার আওয়ায পৌঁছতেই তিনি মদীনায় সংকট! সংকট! বলে ধ্বনি তুললেন। ফলে মুসলমান অশ্বারোহীরা চতুর্দিক থেকে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জড়ো হলেন।

এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে অশ্বারোহীটি এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছালেন, তিনি হলেন মিকদাদ ইব্ন আমর। এঁকেই মিকদাদ ইব্ন ইব্ন আস্ওয়াদ বলে অভিহিত করা হতো। ইনি যুহ্রা গোত্রের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন। মিকদাদের পর আনসারের যে সব অশ্বারোহী সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা হলো :

আশ্হাল গোত্রের উব্বাদ ইব্ন বাশার ইব্ন ওকশ ইব্ন যাগ্বা ইব্ন যাউরা, বনূ কা'ব ইব্ন আব্দ আশ্হালের সা'দ ইব্ন যায়দ, হারিসা ইব্ন হারিস গোত্রের উসায়দ ইব্ন যুহায়র তবে এ নামটি সন্দেহযুক্ত, উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান—ইনি আসাদ ইব্ন খুযায়মা গোত্রের লোক ছিলেন, উক্ত গোত্রের মুহ্রিয ইব্ন নাদলা, সালমা গোত্রের আবূ কাতাদা হারিস ইব্ন রাবঈ এবং যুরায়ক গোত্রের উবায়দ ইব্ন যায়দ ইব্ন সামিত ওরফে আবূ আইয়াশ।

এঁরা সকলে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে সমবেত হলেন তখন আমার নিকট যে সংবাদ পৌঁছেছে সে মতে, সা'দ ইব্ন যায়দকে তাঁদের আমীর মনোনীত করে দেন। তখন তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন : তুমি ঐ সম্প্রদায়কে ধাওয়া করতে থাক, যাবৎ না আমি তোমার কাছে এসে পৌঁছি।

বনূ যুরায়কের কতিপয় লোকের প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আইয়াশকে উদ্দেশ্য করে বলেন : হে আবূ আইয়াশ! যদি তুমি তোমার ঘোড়াটি তোমার চাইতে দক্ষতর কোন ঘোড় সওয়ারকে দান করতে এবং সে গিয়ে দুশমনদের সাথে লড়তো, তা হলে কতই না উত্তম হতো!

আবুল আইয়াশ বলেন : আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমিই তো সেরা ঘোড়সওয়ার! তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম; কিন্তু আল্লাহ্র কসম! পঞ্চাশ হাত যেতে না

যেতেই ঘোড়াটি আমাকে তার পিঠ থেকে ফেলে দিল। এবার আমার বিস্ময়ের সীমা রইলো না এই ভেবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন : যদি তুমি দক্ষতর কাউকে ঘোড়াটি অর্পণ করতে, আর আমি বললাম, আমিই সর্বাধিক দক্ষ ঘোড়সওয়ার।

বনূ যুরায়কের লোকদের বর্ণনা, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আইয়াশের ঘোড়াটি মু'আয ইব্ন মাইযকে অথবা আইয ইব্ন মাইযকে প্রদান করেন। এদের পিতার নাম কায়স ইব্ন খালাদা। অশ্বরোহীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম, আবার কেউ কেউ বলেন, অষ্টম ছিলেন সালামা ইব্ন আক্ওয়া। এঁরা বনূ হারিসা গোত্রের উসায়দ ইব্ন যুহায়রকে বাদ দিয়ে হিসাব করে থাকেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, এঁদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কে ছিলেন। কিন্তু সালামা ইব্ন আক্ওয়া সেদিন অশ্বারোহী ছিলেন না। তিনি সেদিন পদাতিক রূপেই সর্বপ্রথম ওদেরকে গিয়ে ধরেছিলেন। অশ্বারোহীরা পরে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হয়েছিলেন এবং যুদ্ধও করেছিলেন।

মুহরিয ইব্ন নাযলার শাহাদাত

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সর্বপ্রথম যে অশ্বারোহী বীরটি গিয়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তিনি ছিলেন মুহরিয ইব্ন নাযলা। ইনি ছিলেন আসাদ ইব্ন খুযায়মা গোত্রের লোক। মুহরিয আখরাম নামে অভিহিত হতেন। তাঁকে কুমায়র নামেও অভিহিত করা হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সংকটের কথা ঘোষণা করলেন। তখন ঘোড়াসমূহের হ্রেষা রব শুনে মাহ্মূদ ইব্ন মাসলামার ঘোড়াটি অস্থিরভাবে পায়চারী করা শুরু করে দিল। এ ঘোড়াটিকে বাঁধা অবস্থায় তৃণাদি দেওয়া হতো—ছাড়া থাকতো না। বনূ আব্দ আশহালের কতিপয় মহিলা যখন খেজুর গাছের সাথে বাঁধা এ ঘোড়াটিকে অস্থির অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তারা বলে উঠলেন : হে কুমায়র! তুমি কি এ ঘোড়াটিতে চড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলমানদের সাথে গিয়ে যুদ্ধার্থে মিলিত হবে না ? কেননা, তুমি তার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছো। তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন তাঁরা ঘোড়াটি তাঁকে অর্পণ করলেন। মুহরিয তাতে আরোহণ করে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে ঘোড়াটি শত্রুদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি তাদের সম্মুখে গিয়ে থামলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন :

"হে ইতররা, একটু দাঁড়াও! মুহাজির ও
আনসারগণ পিছনে আসছেন।"

রাবী বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে এক ব্যক্তি এসে মুহরিযের উপর হামলা করলো এবং তাঁকে হত্যা করল। ঘোড়াটি পুনরায় অস্থির পায়চারী শুরু করে ছিল। শত্রুরা ঘোড়াটিকে কোনক্রমেই কাবু করতে সমর্থ হলো না। সে আবার বনূ আশহালের অশ্বশালায় ফিরে আসলো। মুহরিয ছাড়া মুসলমানদের অন্য কেউ এ যুদ্ধে শহীদ হননি।

ইব্ন হিশাম বলেন : একাধিক পণ্ডিতের মতে, সেদিন মুসলমানদের মধ্যে মুহরিযের সাথে ওয়াক্কাস ইব্ন মুজযিয মাদলিজীও শহীদ হয়েছিলেন।

মুসলমানদের ঘোড়াসমূহের নাম

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মাহ্‌মূদের ঘোড়াটি নাম ছিল 'যুল্‌লিম্মা'।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সা'দ ইব্‌ন যায়দের ঘোড়ার নাম ছিল লাহিক। মিকদাদের ঘোড়ার নাম ছিল 'বাযাজা'। কেউ কেউ এটার নাম 'সাব্‌হা'ও বলেছেন। উকাশা ইব্‌ন মিহ্‌সানের ঘোড়ার নাম ছিল 'যুললিম্মা'। আবূ কাতাদার ঘোড়ার নাম ছিল 'হাযওয়া'। উব্বাদ ইব্‌ন বিশর এর ঘোড়র নাম ছিল 'লাম্মা'। উসায়দ ইব্‌ন যুহায়রের ঘোড়ার নাম ছিল 'মাস্‌নূন'। আবূ আইয়াশের ঘোড়ার নাম ছিল 'জাল্‌ওয়া'।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিকের সূত্রে এমন একজন রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, যাকে আমি মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করতে পারি না। তিনি বলেন : মুজাযায উকাশা ইব্‌ন মিহ্‌সানের ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন, যার নাম ছিল 'জানাহ'। মুজাযায শহীদ হন এবং ঘোড়াটি শত্রুদের হাতে পড়ে যায়।

মুশরিকদের মধ্যে যারা নিহত হয়

সমস্ত অশ্বারোহী যখন একত্রিত হলেন, তখন বনূ সালামার আবূ কাতাদা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন রিব্‌য়ী প্রতিপক্ষের হাবীব ইব্‌ন উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌নকে হত্যা করেন এবং তাঁকে তাঁর নিজ চাদর দ্বারা আবৃত করে নিজের লোকজনের মধ্যে মিশে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে তখন মুস্‌লমানদের তত্ত্বাবধান করছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন উম্মু মাকতূমকে তখন তিনি মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নিহত হাবীবকে আবূ কাতাদার চাদরে আবৃত দেখে লোকে ইন্নালিল্লাহ পাঠ করতে লাগলো এবং বলাবলি করতে লাগলো যে, আবূ কাতাদা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এটা কাতাদার শবদেহ নয়, বরং এ ব্যক্তি আবূ কাতাদার হাতে নিহত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আবূ কাতাদা তার চাদর এর উপর রেখে দিয়েছে, যাতে লোকে বুঝাতে পারে যে, এটা তারই হাতে নিহত ব্যক্তির শবদেহ।

উকাশা ইব্‌ন মিহসান—উবার ও তার পুত্রকে একত্রে পেয়ে যান। তারা পিতাপুত্র উভয়েই একটা উটে চড়ে চলছিল। তিনি তাদের দু'জনকে একই বল্লমের মধ্যে গেঁথে ফেলেন এবং উভয়কে একত্রে হত্যা করেন। কিছু সংখ্যক উষ্ট্রী তাঁরা মুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যী-কারদের পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান করেন। সেখানে লোকজন তাঁর সংগে গিয়ে মিলিত হয়। তিনি সেখানে এক দিন একরাত অবস্থান করেন। সালামা ইব্‌ন আকওয়া তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে যদি আপনি এক শ' লোক সাথে দেন, তবে অবশিষ্ট উষ্ট্রীগুলোও উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারি। সাথে সাথে শত্রুদের গর্দানসমূহও নিয়ে আসতে পারি। আমার জানা মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁকে বলেন :

انهم الان يغبقون فى غطفان

—তারা এখন গাতফান গোত্রে গিয়ে উষ্ট্রীগুলোর দুধ পানে মত্ত রয়েছে।

গনীমত বণ্টন

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিশত মুসলমানের মধ্যে একটি করে উট হিসাবে সাহাবীদের মধ্যে গনীমত বণ্টন করে দেন এবং সেখান (এক দিন এক রাত) অবস্থানের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

পাপ কাজে মানত নেই

নিহত গিফারীর স্ত্রী[১] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটনীসমূহের একটিতে চড়ে তাঁর খিদমতে এসে হাযির হলেন এবং পূর্ণ ঘটনা তাঁকে অবহিত করলেন। কথাবার্তা শেষ হল সে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! "আমি মানত করেছি, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে এর পিঠে করে যালিমদের কবল থেকে নিষ্কৃতি দেন, তবে আমি এটি যবাই করব।"[২]

রাবী বলেন : একথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হেসে বললেন :

بئس ما جزيتها ان حملك الله عليها ونجاك بها

ثم تنحرينها ! انما هى ناقة من ابلى

فارجعى الى اهلك على بركة الله

"তুমি তো উটনীকে অত্যন্ত মন্দ প্রতিদান দিলে হে! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এর পিঠে চড়ালেন। এর দ্বারা তোমাকে নিষ্কৃতি দিলেন, তারপর তুমি তাকে যবাই করতে চাও! ওহে! এটি তো আমার উটনী। তুমি আল্লাহ্র দেওয়া বরকত নিয়ে তোমার পরিবার পরিজনের মধ্যে ফিরে যাও।"

গিফারীর স্ত্রী এবং তার বক্তব্য এবং তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণ আবূ যুবায়র মক্কী হাসান ইব্ন আবুল হাসানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

যী-কারদের যুদ্ধের দিনে কথিত কবিতা

যী-কারদের যুদ্ধের দিন যে সব কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছিল, তাতে হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর নিম্নলিখিত পংক্তিগুলোও ছিল :

গতকাল যদি সায়া ভূমি দক্ষিণে,
আমাদের ঘোড়াগুলো পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করতো
কঙ্করময় দুর্গম ভূমি, যা আমাদের ঘোড়াগুলোর খুরগুলোতে
বিদ্ধ করছিল সুতীক্ষ্ণ কাঁকর;
তা হলে এ ঘোড়াগুলো সত্যের ধারক-বাহক
কুলীন সদ্বংশজাত তাদের আরোহীদেরকে নিয়ে
তোমাদের সাথে লিপ্ত হতো সংঘর্ষে।

---

১. তাঁর নাম ছিল—'লায়লা'।

২. মূলে আছে 'আমি নহর করব'। উটের যবাই-এর পদ্ধতিকে নহর করা বলা হয়ে থাকে। নিষ্কৃতির শুকরানা স্বরূপ আল্লাহ্র রাহে উট যবাই করার মানত মহিলাটি করেছিলেন।

তখন এ অজ্ঞাত কুলশীল পথুয়া সন্তানদের জন্যে
এটাই হতো নিরাপদতর যে,
তারা মিকদাদের ঘোড়সওয়ারদের সাথে প্রবৃত্ত হতো না যুদ্ধে।
আমরা ছিলাম আটজন মাত্র।
আর তারা ছিল বিরাট বাহিনী;
এতদসত্ত্বেও বর্শা-বল্লমের আঘাতে তারা হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত।
আমরা ছিলাম সেই সম্প্রদায়,
যারা তাদের ওখানে পৌঁছে তাদের সাথে প্রবৃত্ত হয়েছে যুদ্ধে,
তারা তাদের উত্তম ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে চলছিল সামনের দিকে।
কসম সেই উষ্ট্রগুলোর প্রতিপালকের,
যেগুলো (আত্মোৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে) মিনার পানে এগিয়ে চলছিল
লাফিয়ে লাফিয়ে—পরম আনন্দে,
আর সেগুলো চলছিল গিরিপথসমূহের কিনার ধরে।
আমরা এগিয়ে চলছিলাম—
এমন কি একেবারে তোমাদের গৃহে আঙিনায় গিয়ে—
প্রশ্রাব করালাম আমাদের ঘোটকসমূহকে,
তারপর সেই ঘোটকগুলো নিয়ে, যেগুলো প্রতি মাঠে প্রান্তরে—
ঘুরে ঘুরে চলে, তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের নিয়ে
ফিরে এলাম হাসিখুশি প্রসন্ন মুখে।
যুদ্ধ বিগ্রহের দিনগুলো ক্ষয়ে দিয়েছে ঘোটকগুলোর
পশ্চাৎভাগ, ভাসিয়ে তুলেছে ওগুলোর পিঠের হাড়গুলোকে।
কেননা, ঐ দিনগুলোতে ওগুলোকে পরিচালনা করা হয়ে থাকে।
অনুরূপভাবে যখন জ্বলে উঠে যুদ্ধের দাবানল,
তখন আমাদের ঘোটকসমূহকে ভোরের বায়ুর দুধ
পান করানো হয়ে থাকে।
আর আমাদের চকমকে উজ্জ্বল লোহার তরবারিগুলো,
লৌহ নির্মিত ঢালসমূহ এবং রণাকাংক্ষীদের
মস্তকসমূহকে, কেটে খান খান করে দেয়।
আল্লাহ্ তা'আরা তাদের জন্যে সৃষ্টি করলেন প্রতিবন্ধকতা
তাঁর দীনের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে সৃষ্টি করলেন তিনি
তাদের সামনে নানা বাধা বিপত্তির
এ কাফিররা সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিন গোজরান করছিল তাদের গৃহে।

কিন্তু যী-কারদের এ যুদ্ধের ফলে তাদের চেহারাসমূহ
রূপান্তরিত হলো দাসদের চেহারায়।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর আরো কবিতা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত যখন এ কবিতা আবৃত্তি করলেন, তখন সা'দ ইব্‌ন যায়দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি তার কখনো হাস্‌সানের সাথে বাক্যালাপ করবেন না। তিনি বললেন : যুদ্ধে গেল আমার ঘোড়া আর ঘোড়সওয়াররা, আর সে কৃতিত্ব বর্ণনা করলো মিকদাদের : তখন হাস্‌সান (রা) ওযরখাহী করে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! এটা আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি কেবল ছন্দের মিলের জন্যে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে! তারপর তিনি সা'দকে খুশী করার উদ্দেশ্যে নিম্নের পংক্তিটি আবৃত্তি করেন :

যদি তোমরা ইচ্ছা কর কোন প্রবল যোদ্ধা বীরের
প্রাচুর্যময় ব্যক্তির।
তা হলে ধরে গিয়ে সা'দকে—
সা'দ ইব্‌ন যায়দকে।
কোন পরিস্থিতিই ঘটাতে পারে না—
যার রূপান্তর, তথা মতান্তর।

কিন্তু সা'দ তাঁর সে ওযর মেনে নিতে পারেননি। তাঁর পংক্তিগুলোতে কোনই কাজ হয়নি।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) যী-কারদ যুদ্ধের দিন সম্পর্কে আরও বলেন :

উয়ায়না যখন এসেছিল মদীনায়
সে কি ধারণা করেছিল, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে তার প্রাসাদসমূহকে ?
যে ব্যাপারকে তুমি চেয়েছিলে সত্য করে দেখাতে
তাতে তোমাকে প্রতিপন্ন করা হলো মিথ্যাবাদী রূপে
তোমরা বলেছিলে—অচিরেই আমরা লাভ করবো প্রচুর গনীমত।
তারপর যখন তুমি এলে মদীনায়—
শুনতে পেলে তার সিংহসমূহের গর্জন,
তখন ভেঙ্গে গেল তোমার স্বপ্নসাধ,
আর মদীনার ব্যাপারে কেটে গেল তোমার মোহ।
তারপর তারা পালালো এত দ্রুত
যেমন দ্রুত পালায় উটপাখী,
আর তারা কোন উটের কাছেও ঘেঁষতে পারলো না
গোটা বিশ্বের শাহানশাহের রাসূল ছিলেন আমাদের আমীর
তিনি ছিলেন আমাদের প্রিয়তম আমীর।

এমন রাসূল, যাঁর আনীত সবকিছুকেই আমরা সত্য বলে জানি,
তিনি তিলাওয়াত করেন আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ্ত কিতাব।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) যী-কারদের অশ্বারোহীদের সম্পর্কে বলেন :

অজ্ঞাত কুলশীল পথের সন্তানরা কি ভেবেছে যে,
অশ্বারোহীতে আমরা তাদের সমকক্ষ নই ?
অথচ আমরা হচ্ছি সে সব লোক, যারা হত্যাকে গালি ভাবে না।
চলন্ত বর্শা বল্লমকে দেখে যারা করে না পৃষ্ঠ প্রদর্শন।
উটের কুব্জ দিয়ে আমরা আপ্যায়ন করি আমাদের অতিথিদের,
আর বক্রচোখে তাকানো দাম্ভিকদের করি শিরশ্ছেদ।
যুদ্ধ প্রতীকসহ যারা গর্বে স্ফীত বুক নিয়ে—
অগ্রাভিমুখে সদর্পে অগ্রসর হয়,
তাদের জন্যে আমাদের তলোয়ার শান্তি প্রদায়িনী প্রতিপন্ন হয়
দুশমনের মুখ আমরা বন্ধ করে দেই এমনি যুবক-সেনার সাহায্যে,
যারা সত্যসেনা, কুলীন, দানশীল,
'গাযা'-বনে বসতকারী, হিংস্র ব্যাঘ্রসম ক্রুর।
তারা প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়,
তাদের জানমাল ইজ্জত আবরূ রক্ষার্থে—
এমন সব তলোয়ার নিয়ে; যেগুলো খণ্ডিত করে—
শিরস্ত্রাণ-আবৃত সুরক্ষিত শিরগুলোকেও।
তাই বদর গোত্রের সাথে যখন দেখা হবে,
তখন তোমরা তাদের জিজ্ঞেস করে নেবে,
যুদ্ধের দিন ভায়েরা কেমনটি করেছিল ?
যখন তোমরা নির্গত হবে তোমাদের ঘর থেকে, তখন—
যাদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তাদেরকে সত্য কথাটুকু বলবে।
আর মজলিস বৈঠকসমূহে নিজেদের হালচাল গোপন করবে না কিন্তু!
তোমরা ঠিক ঠিক বলে দেবে, ঐ সিংহের পাঞ্জার ভয়ে
তটস্থ হয়ে আমরা তো পা পিছলে পড়েছি,
যার বুকে প্রতিহিংসার আগুন—
ধিক্ ধিক্ করে জ্বলতে থাকে—
যাবৎ না সে হামলা করে।

ইব্‌ন হিশান বলেন :

'উটের কুব্জ দিয়ে আমরা আপ্যায়ন করি অতিথিদের'

এ কবিতাংশটি আমাকে আবূ যায়দ আনসারী (রা) আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন।

শাদ্দাদ ইব্‌ন আরিয (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শাদ্দাদ ইব্‌ন 'আরিয জুশামি (রা) যী-কারদের যুদ্ধের দিন উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌নের উদ্দেশ্যে যে কবিতা বলেছিলেন, তার পংক্তিগুলো নিম্নে দেওয়া হলো। উক্ত উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌নকে—আবূ মালিক কুনিয়াত বা উপনামে ডাকা হতো।

হে আবূ মালিক!
তোমার ঘোটক যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে গিয়ে—
নিহত হচ্ছিলো, তখন তুমি ফিরে হামলা করলে না কেন ?
তুমি উল্লেখ করেছো আস্‌জরের[১] দিকে প্রত্যাবর্তনের কথা,
অথচ কথাটি তো ঠিক নয়, তোমার প্রত্যাবর্তনই ছিল বিপদসঙ্কুল।
তুমি তোমার প্রাণকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলে,
অথচ সে পালাচ্ছিল সে অসিরুদ্ধ ঘোড়াটির মত,
যে দ্রুতবেগে পূর্ণোদ্যমে অতিক্রম করে যায় কোন প্রান্তর।
যখন উত্তুরে বায়ু, তোমার উপর তার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল,
তখন সে এরূপ টগবগ করে ফুটছিলো,
যেরূপ ফুটে উত্তপ্ত ডেগচীতে ফুটন্ত পানি।
যখন তোমরা জেনে নিলে, আল্লাহ্‌র বান্দারা এমন হয়,
প্রথম গমনকারী অপেক্ষা করে না পরবর্তীর জন্যে;
অথন তোমরা চিনে নিলে সে সব অশ্বারোহীদের,
যারা তোয়াক্কা করে না বীর যোদ্ধাদের সাথে যুঝতে,
যখন তাদের (যুদ্ধার্থে) ছেড়ে দেয়া হয়।
যখন তারা প্রতিরোধ করছিল ঘোড়াসমূহকে,
তখন তাতে নেমে আসে তোমাদের দুর্ভাগ্যজনক অপমান,
যদি তাদের সামনে গড়ে তোলা হতো প্রতিরোধ,
তা হলে তারা রুখে দাঁড়াত আরো অপ্রতিরোধ্য রূপে।
তারপর তারা সমতল ভূমিতে, নিজেদের রক্ষার্থে—
শক্ত হাতে ধারণ করতো এমনি তলোয়ার,
শান যাকে উত্তমরূপে শাণিত করে তুলেছে।
(আর ঘটাতো তোমাদের মহা-প্রমাদ।)

---

১. মক্কার নিকটবর্তী স্থান।

বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধ

যুদ্ধের ইতিহাস

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমাদাল উখরা মাসের কিছু অংশ এবং রজব মাস মদীনায় অবস্থান করেন। তারপর ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে খুযায়া বংশের মুস্তালিক গোত্রের সাথে যুদ্ধার্থে অভিযান পরিচালনা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ সময় আবূ যর গিফারী (রা)-কে তিনি মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কেউ কেউ নুমায়লা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ লায়সীকে নিযুক্ত করার কথাও বলেছেন।

যুদ্ধের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকরও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হিব্বান, প্রত্যেকে বনূ মুস্তালিক যুদ্ধের কিছু কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁরা সকলে যা বলেছেন, তার সারমর্ম হলো এরূপ :

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এমর্মে সংবাদ পৌঁছলো যে, বনূ মুস্তালিক তাঁর (তথা মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে) যুদ্ধের জন্য সমবেত হচ্ছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে জুয়ায়রিয়ার পিতা হারিস ইব্‌ন আবূ যিরার। যিনি পরবর্তীতে উম্মুল মু'মিনীন হয়েছেন।

এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তাদেরই একটি জলাশয় মুরায়সিয়ার নিকটে গিয়ে তিনি তাদের মুখোমুখী অবস্থান গ্রহণ করলেন। মুরায়সিয়া কুয়োটি কুদায়দের উপকণ্ঠে সাগর তীরের দিকে অবস্থিত ছিল। অবশেষে উভয়পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা বনূ মুস্তালিককে পরাজিত করেন। তাদের মধ্যে যারা নিহত হবার, তারা নিহত হলো এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গনীমত স্বরূপ দান করলেন।

ভুলক্রমে ইব্‌ন সুবাবা (রা)-এর শাহাদত লাভ

মুসলমানদের মধ্যকার কল্‌ব ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন বক্‌র গোত্রের এক ব্যক্তি যাকে হিশাম ইব্‌ন সুবাবা নামে অভিহিত করা হতো তিনি শহীদ হন। উবাদা ইব্‌ন সামিতের দলের জনৈক আনসার তাঁকে শত্রু মনে করে ভুলবশত তাঁকে হত্যা করেন।

আনসার ও মুহাজিরদের কলহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুরায়সিয়া জলাশয়ের নিকট অবস্থান করছিলেন, তখন একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। উমর ইব্‌ন খাত্তার (রা)-এর সংগে ছিল তাঁর একজন গিফার গোত্রের

কর্মচারী। তাঁকে জাহ্জাহ্ ইব্ন মাসউদ নামে অভিহিত করা হতো। এ ব্যক্তি তাঁর ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জলাশয়ের কাছে গেলে এই জাহ্জাহ্ এবং সিনান ইব্ন ওবর জুহানির মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়। এ ব্যক্তিটি ছিলেন বনূ আওফের সাথে চুক্তিবদ্ধ মিত্র। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জুহানী হে আনসার সম্প্রদায়! বলে আনসারদের এবং জাহ্জাহ্ হে মুহাজির সম্প্রদায়! বলে মুহাজিরদের সাহায্যার্থে আহ্বান জানায়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। তার কাছে তখন যায়দ ইব্ন আরকামসহ তার সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যায়দ বয়সে ছিলেন তরুণ।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়ের তৎপরতা

ইব্ন উবায় তখন বলে উঠলো : ওরা এমনটি করলো ? তারা আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা সৃষ্টি করে আমাদেরই দেশে, আমাদেরই উপর মাতব্বরী ফলাচ্ছে। আল্লাহ্র কসম! এ কুরায়শ ইতরদের লাই দিয়ে আমরা পূর্ববর্তী মুরুব্বীদের ঐ প্রবাদ বাক্যের মতই কাজ করেছি, যাতে তারা বলতেন :

سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ

"তুমি তোমার কুকুরকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা-তাজা কর যেন সে তোমাকেই শেষে পর্যন্ত খায়।"

"আল্লাহ্র কসম! এবার মদীনায় যদি ফিরে যাই, তবে আমাদের মধ্যকার সম্মানিতরা অপদস্থ ইতরদের অবশ্যই সেখানে থেকে বের করে দেবে।" তারপর তার সম্প্রদায়ের যে লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করে সে বলল :

"তোমরা নিজেদের জন্য যা করেছ, এটা হচ্ছে তারই ফলশ্রুতি।
তোমরা তাদেরকে নিজেদের দেশে স্থান দিয়েছ, তোমাদের ধন-সম্পদে
তাদের ভাগ দিয়েছ। আল্লাহ্র কসম! যদি তোমরা
তোমাদের হাতে যা রয়েছে, তা তাদের প্রদানে বিরত থাকো,
তা হলে তারা তোমাদের দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে।"

যায়দ ইব্ন আরকাম তা শুনতে পেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তা বর্ণনা করলেন। এটা তখনকার কথা, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) শত্রুদের ব্যাপার সামাল দিয়ে এসেছেন। যায়দ যখন তাঁকে এ সংবাদটি দিলেন, তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাঁর নিকটে ছিলেন। তিনি বললেন : আব্বাদ ইব্ন বিশ্রকে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন : লোকে যখন বলাবলি করবে, মুহাম্মদ তার সঙ্গীদের হত্যা করে থাকেন, তখন কেমন হবে, হে উমর ? তা হতে দেওয়া যায় না, বরং এখন শিবির তুলে যাত্রা করার কথা ঘোষণা করে দাও। কিন্তু এটা ছিল দিনের এমন একটি সময়, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাধারণত যাত্রা শুরু করতেন না। এ ঘোষণার পর লোকেরা যাত্রা করার জন্য তৈরি হলো।

ইব্‌ন উবায়ের মুনাফিকী

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল যখন শুনতে পেল যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তার কাছ থেকে শোনা কথাগুলো বলে দিয়েছেন, তখন সে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র নামে হল্‌ফ করে বলল : 'ও যা' বলেছে, আমি তা বলিনি। সে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তখন তাঁর আনসার সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা ইব্‌ন উবায়ের মুখ রক্ষার উদ্দেশ্যে তার সাফাই স্বরূপ বললেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ঐ ছেলে মানুষটির হয় তো তার কথার মধ্যে এরূপ একটা ধারণা হয়েছে। আসলে হয়তো সে তিনি কি বলেছেন, তা ঠিক স্মরণও রাখতে পারেনি।"

উসায়দ ইব্‌ন হুযায়রের পরামর্শ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে যাত্রা শুরু করলেন। তখন উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র তাঁর সংগে দেখা করলেন। তিনি তাঁকে নবীর জন্য যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন ও অভিবাদন করে বললেন : হে আল্লাহ্‌র নবী! আল্লাহ্‌র কসম, আপনি অসময়ে যাত্রা করছেন। এমন অসময়ে তো আপনি কখনো যাত্রা করেন না! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জবাবে বললেন : তোমাদের সাথীটি কি বলেছে, তা কি তুমি শুনতে পাওনি ? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কোন্ সাথীটি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)!

তিনি জবাব দিলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়।

উসায়দ জিজ্ঞাসা করলেন : সে কী বলেছে ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সে বলেছে, যখন সে মদীনায় ফিরে যাবে তখন অপেক্ষাকৃত সম্মানিতরা, অপেক্ষাকৃত হীনদেরকে মদীনা থেকে বের করেই তবে ছাড়াবে।

তখন উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি চাইলে তাকে (ঘাড়ে ধরে) মদীনা থেকে বের করে দিতে পারবেন। আল্লাহ্‌র কসম! সেই হীন, আর আপনি সম্মানিত ও প্রবল পরাক্রান্ত।

তারপর তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এর প্রতি একটু নম্র আচরণ করবেন। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ আপনাকে এমন এক সময় আমাদের মধ্যে নিয়ে এলেন, যখন তার স্বজাতি তার জন্যে মোতির মালা গাঁথছিল যে তাঁকে তারা সম্মানিত করবে। (যা আর পরে বাস্তবায়িত হয়ে উঠেনি।) তাই সে ধারণা করে যে, আপনি তার রাজত্বটি ছিনিয়ে নিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন পুরাদিন সফর অব্যাহত রাখেন, এমন কি সন্ধ্যা হয়ে যায়। তারপর সারা রাত ধরে কাফিলার যাত্রা অব্যাহত রাখেন, এমন কি ভোর হয়ে যায়। তারপর দিনের আলো দেখা দেয়, এমন কি রৌদ্রের উত্তাপে তাঁদের কষ্ট হতে থাকে। তারপর তিনি

সদলবলে অবতরণ করেন। মাটির স্পর্শ পেতেই লোকজন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লোকেরা গতকাল যে অপ্রীতিকর আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে সবাই মেতে উঠেছিল, তা থেকে তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ করা, যাতে তারা সে আলোচনার ফুরসৎই আর না পায়।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের নিয়ে পুনরায় হিজাযের দিকে যাত্রা করলেন। অবশেষে নকীর সামান্য উপরের দিকে অবস্থিত হিজাযের একটি ঝর্ণার নিকট অবতরণ করলেন। এই ঝর্ণাটির নাম ছিল বুক্আ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যাত্রা শুরু করেন, তখন এক প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বইতে থাকে। লোকদের তাতে কষ্ট হতে থাকে এবং তারা রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

لا تخافوها فانما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار

"তোমরা এতে ভয় পেয়ো না। কাফিরদের একজন গণ্যমান্য নেতার মৃত্যুর জন্যে এ ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে।"

তারপর তাঁরা যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন জানা গেল যে, অন্যতম ইয়াহূদী নেতা এবং মুনাফিকদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বনূ কায়নুকার রিফাআ ইব্ন যায়দ ইব্ন তাবূতের ঐদিন মৃত্যু হয়েছে।

ইব্ন উবায়ের ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ হলো

এবার ইব্ন উবায় ও তার মত মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনের একটি সূরা নাযিল হলো, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করলেন। এ সূরাটি নাযিল হতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্ন আরকামের কান ধরে বললেন :

هٰذَا الَّذِىْ اَوْفَى اللّٰهُ بِاُذُنِهٖ

"এ সেই, যার কানের সাথে আল্লাহ্ স্বয়ং একাত্মতা ঘোষণা করলেন।"

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়র পুত্র আবদুল্লাহ্র কানেও এ সংবাদটি পৌঁছলো, যাঁর পিতার ব্যাপারে এ সূরাটি নাযিল হয়।

পিতার ব্যাপারে ইব্ন উবায়ের পুত্র আবদুল্লাহ্র ভূমিকা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্ন কাতাদা বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমি যতদূর জানতে পেরেছি, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়ের ব্যাপারে আপনি যা অবগত হয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি তাকে হত্যা করতে মনস্থ করেছেন। আপনি যদি একান্তই তা করতে চান, তা হলে আমাকে নির্দেশ দেন, আমিই তার মস্তক আপনার দরবারে এনে উপস্থিত করবো।

আল্লাহ্‌র কসম! খায়রাজের প্রতিটি লোকে জানে, তাদের মধ্যে আমার মত পিতৃভক্ত আর একটিও নেই। আমার আশঙ্কা হয়, পাছে আপনি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এ আদেশ দেন, আর সে তাকে হত্যা করে লোক সমাজে ঘোরাফেরা করবে, আর আমি আমার মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত একজন কাফিরের জন্য একজন মু'মিনকেই না হত্যা করে বসি। আর পরিণামে জাহান্নামে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমরা বরং তার সাথে নম্র ব্যবহার করব এবং যাবৎ সে আমাদের সঙ্গে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে উত্তমভাবে সঙ্গ দিয়ে যাব।

ইব্‌ন উবায়ের সম্প্রদায় সম্পর্কে

এরপর যখনই ইব্‌ন উবায় কোন অপকর্ম করে বসতো, তখন তার নিজের সম্প্রদায়ের লোকজনই তাকে ভর্ৎসনা করতো, তাকে ধর-পাকড় করতো এবং তার সাথে এজন্য রূঢ় আচরণ করতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাদের এ অবস্থার কথা জানতে পারলেন, তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাবকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমার কি ধারণা হয় উমর, সেদিন তোমার কথামত যদি আমি তাকে কতল করতাম তা হলে তারাই রুষ্ট হয়ে নাক সিটকাতো, আর আজ যদি আমি তাদের তাকে হত্যা করতে বলি, তা হলে তারাই যে, হত্যা করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন উমর (রা) বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমার সম্যক জানা আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা, আমার কথার তুলনায় অনেক বেশি বরকতময়।

মুকীস ইব্‌ন সুবাবার বাহানা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুকীস ইব্‌ন সুবাবা মক্কা থেকে বাহ্যত মুসলিম পরিচয় দিয়ে মদীনায় আসে। তখন সে বলে : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি মুসলমান হয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি এবং আমার ভাইকে ভুলবশত হত্যার জন্য রক্তপণ দাবী করতে এসেছি। তার কথামত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার ভাই হিশাম ইব্‌ন সুবাবার রক্তপণ আদায়ের নির্দেশ দিলেন।[১] তারপর সে অল্প ক'দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অবস্থান করে। এরপর সে চলে যায় এবং যাবার সময় তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে হত্যা করে যায় এবং মুরতাদ হয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। একথাটি সে তা কবিতায় এভাবে ব্যক্ত করে :

আমার হৃদয়টা শান্ত হলো—
যখন সে অক্কা পেয়ে ঢলে পড়লো—ভূমিতে
তার গ্রীবার পেশীগুলো থেকে রক্ত ঝরে ঝরে—
রঙীন করছিল তার পরিধেয় বস্ত্রগুলোকে।
তাকে হত্যার পূর্বে আমার একটি ভাবনা ছিল—

১. সে নির্দেশ যথারীতি পালিতও হয়।

তাকে কেমন করে হত্যা করবো,
অহরহ একটা দুশ্চিন্তা আমাকে পীড়া দিত,
সে দুশ্চিন্তা আমার শয্যা গ্রহণ ও নিদ্রার পথে—
বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
তাকে হত্যা করার মাধ্যমে
আমি পেয়ে গেছি আমার রক্তপণ,
তারপর প্রথম সুযোগেই ছুটে এসেছি
আমার দেবদেবীর পানে।
এভাবে আমি গ্রহণ করেছি ফিহ্‌রের প্রতিশোধে,
আর তার রক্তপণের দায়িত্ব অর্পণ করেছি
বনূ নাজ্জারের সরদারদের ঘাড়ে
যারা দুর্গের দায়িত্বে রয়েছে।
মুকীস ইব্‌ন সুবাবা আরো বলে :
আমি তলোয়ারের এক আঘাতেই তাকে কাবু করে ফেললাম
যদ্বারা পেয়ে গেলাম পূর্ণ রক্তপণ,
সে আঘাতে নির্গত হতে থাকে তার উদরের রক্ত
ফোঁটায় ফোঁটায় যা উত্থিত হচ্ছিল উর্ধ্ব দিকে,
আর নিঃশেষিত হচ্ছিল তার দেহের রক্ত।
যখন পড়ছিল তার উপর মরণের মার,
তখন আমি বলছিলাম :
ওহে! বনূ বকরের উপর যুলুম করে—
কেউ যেন একথা না ভাবে যে, সে নিরাপদ!

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বনূ মুস্তালিক যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতীকী বাক্য ছিল :

يامَنصُورُ ، اَمِت اَمِت

('হে সাহায্যপ্রাপ্ত! মার দাও। মার দাও!!)

বনূ মুস্তালিকের নিহতগণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সেদিন বনূ মুস্তালিকের অনেকেই নিহত হয়। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) সেদিন তাদের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেন। তারা ছিল—মালিক ও তার পুত্র। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)ও সেদিন তাদের একজন অশ্বারোহীকে হত্যা করেন। তার নাম ছিল—আহ্‌মর অথবা উহায়মির।

জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস (রা)

বনূ মুস্তালিকের প্রচুর লোক বন্দীরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর করতলগত হয়। তিনি তাদের মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। সেদিন যারা বন্দী হয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে (পরবর্তীতে) নবী সহধর্মিণী জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন আবূ যিরার (রা) ছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধে কয়েদীদের ভাগ-বণ্টন করেন, তখন জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস পড়েন সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস অথবা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের অংশে। তিনি তাঁর মালিকের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্যে আবেদন জানান যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্তিপণ নিয়ে, তিনি যেন তাঁকে মুক্ত করে দেন। জুয়ায়রিয়া ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী এবং রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী মহিলা। যে-ই তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতো, তার মনই তিনি কেড়ে নিতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তার মুক্তিপণ পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্যের আবেদন জানালেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমার হুজ্‌রার দরজায় তাকে দেখেই আমার মনে খটকা লাগে, (আমি তা পছন্দ করে উঠতে পারিনি)। আমি তখনই বুঝতে পারি, আমি তার মধ্যে যে অপূর্ব রূপ-লাবণ্য প্রত্যক্ষ করছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তার মধ্যে তা প্রত্যক্ষ করবেন। জুয়ায়রিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কক্ষে প্রবেশ করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন আবূ যিরার। আমার পিতা হারিস হচ্ছেন তাঁর সম্প্রদায়ের সরদার। আমি যে বিপদে পড়েছি, তা আপনার কাছে গোপন নয়। আমি সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস বা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের অংশে পড়েছি। আমি ইতিমধ্যে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তির প্রস্তাব দিয়েছি। আমি এ মুক্তিপণ পরিশোধের ব্যাপারে আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এসেছি।

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমার জন্যে যদি এর চাইতে উত্তম কোন ব্যবস্থা হয়, তা হলে কেমন হবে ? তখন জুয়ায়রিয়া জিজ্ঞাসা করলেন : সে ব্যবস্থাটি কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ? তিনি বললেন : আমি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করে দিয়ে তোমাকে বিবাহ করে নেবো। জুয়ায়রিয়া বললেন : তাই হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! রাসূলাল্লাহ্ (সা)-এর বললেন : তাই করছি।[১]

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুয়ায়রিয়ার দিকে দৃষ্টিপাতে করলেন, তাঁর রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হলেন, একটা কী করে সম্ভব হলো ? এটা এজন্যে সম্ভব হয়েছে যে, জুয়ায়রিয়া তখন দাসী, তিনি যদি মুক্ত স্বাধীনা নারী হতেন, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দিকে মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাতও করতেন না। কেননা, কোন দাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাকরূহ বা না জায়েয নয়। এছাড়া তাঁকে যখন বিবাহ করতে মনস্থ করেছেন তখন তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করা আদৌ অবৈধ নয়। মুগীরা (রা) যখন বিবাহের ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে প্রস্তাবিত মেয়েকে দেখে নেয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন : এটাই ভালবাসা হওয়ার সহায়ক।

আয়েশা (রা) বলেন : এ সংবাদটি লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন আবূ যিরারকে বিয়ে করে নিয়েছেন। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগলেন : এরা রাসূলুল্লাহ্ নুতন আত্মীয়। তাই যার কাছে যা ছিল, তা উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়ে দিল। তাঁর এ বিবাহের বদৌলতে বনূ মুস্তালিকের একশ' জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো। তিনি বলেন : এমন কোন মহিলার কথা আমার জানা নেই, যে তার স্ব-সম্প্রদায়ের জন্যে, জুয়ায়রিয়ার চাইতে অধিকতর কল্যাণময়ী ও বরকতময়ী প্রতিপন্ন হয়েছে।

হারিসের ইসলাম গ্রহণ এবং স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কন্যাদান

ইব্‌ন হিশাম বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জুয়ায়রিয়াসহ মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং যাতুল জায়শ নামক স্থানে উপনীত হন তখন তিনি জুয়ায়রিয়াকে আমানতস্বরূপ জনৈক আনসারীর হাতে অর্পণ করেন এবং সযত্নে তাঁর দেখাশুনা করার জন্যে তাঁকে তাগিদ দেন। তারপর তিনি মদীনায় পদার্পণ করেন। এরপর তার পিতা হারিস ইব্‌ন আবূ যিরার তাঁর কন্যার মুক্তিপণসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে হাযির হন। তিনি যখন আকীক নামক স্থানে এসে পৌঁছেন তখন কন্যার মুক্তিপণ স্বরূপ সাথে আনীত দু'টি উটের জন্যে তাঁর বড় মায়া হয়। তিনি তা আকীকের একটি গিরিকন্দরে লুকিয়ে রেখে দেন। তারপর নবী (সা)-এর খিদমতে এসে বলেন : হে মুহাম্মদ! আমার কন্যা আপনার করতলগত। এই নেন তার মুক্তিপণ গ্রহণ করুন এবং তাকে মুক্ত করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন :

ওহে! আকীকের অমুক অমুক গিরিকন্দরে যে দু'টি উট লুকিয়ে রেখে এসেছো, সেগুলো কোথায় ? তখন হারিস বলে উঠলেন :

اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله

فوا الله ما اطلع على ذلك الا الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর নিশ্চয়ই আপনি, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ ছাড়া ঐ ব্যাপারটি আর কারোই জানা নেই।

তৎক্ষণাৎ হারিস ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর দুই পুত্রও তাঁর সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর সাথে আগত তাঁর সম্প্রদায়ের আরো কতিপয় ব্যক্তিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি ঐ দু'টি উট নিয়ে আসতে লোক পাঠালেন। তারা উট দু'টি নিয়ে এলো। তিনি উট দু'টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে তুলে দিলেন। তিনি তাঁর কন্যা জুয়ায়রিয়াকে তাঁর হাতে ন্যস্ত করলেন। তিনিও যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি পাকাপোক্ত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যথারীতি তাঁর পিতার কাছে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে যথারীতি বিবাহ দিলেন। চার শ' দিরহাম তাঁর মোহর নির্ধারিত হলো।

ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা ও বনূ মুস্তালিক : একটি ভুল বুঝাবুঝি

ইব্‌স ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান আমার নিকট বর্ণনা করেন, মুস্তালিক গোত্রের লোকজনের ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা ইব্‌ন আবূ মুঈত (রা)-কে তাদের নিকট, তাঁর প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর আগমন সংবাদ পেয়ে তারা অশ্বারোহণ করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। তিনি ভড়কে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁকে বলেন যে, ঐ সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে এবং তাদের প্রতিশ্রুত সাদকা প্রদানে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফলে, মুসলমানদের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আলোচনা বহুলভাবে হতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে মনস্থ করেন। এমন সময় তাদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা যখন আপনার প্রেরিত প্রতিনিধির কথা শুনতে পেলাম, তখন আমরা তাঁর সম্মানার্থে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর কাছে আমাদের প্রতিশ্রুত সাদকা অর্পণ করতে মনস্থ করলাম। কিন্তু তিনি ত্বরিৎ গতিতে ফিরে এলেন। তারপর আমরা জানতে পারলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ধারণা দিয়েছেন যে, আমরা নাকি তাঁকে হত্যা করতে বেরিয়েছিলাম। অথচ আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এ উদ্দেশ্যে বের হইনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে নাযিল করলেন :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآئَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ - وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ -

"হে মু'মিনগণ! যদি কোন ফাসিক তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; আর কুফরী, পাপচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী (৪৯ : ৬-৭)।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর এ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : যুহ্‌রী (র)-এর সূত্রে এমন এক বর্ণনাকারী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি মিথ্যাচারের জন্যে অপবাদ দিতে পারি না—তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন মদীনার নিকট এসে পৌঁছান, আর এ সময় আয়েশা (রা) ও তাঁর সংগে এ সফরে ছিলেন, তখন অপবাদকারীরা তাঁর ব্যাপারে নানা অপপ্রচারের লিপ্ত হয়।

বনূ মুস্তালিক যুদ্ধে অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট যুহরী আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্‌কাস, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এঁদের প্রত্যেকেই আমার কাছে ঘটনার কিছু কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। এঁদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় বেশী সংরক্ষণকারী ছিলেন। আমি তোমার জন্য তাদের পূর্ণ বর্ণনা সংগ্রহ করেছি :

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর, উমরা বিন্‌ত আবদুর রহমান আয়েশা সূত্রে তাঁর নিজের ব্যাপারে বর্ণনা করেন : যখন অপবাদকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করলো আর তাঁর ব্যাপারে সকলেই বর্ণনা করেছেন। তাঁদের একজন যা বর্ণনা করেছেন, অপরজন তা বর্ণনা করেননি বরং নতুন কিছু বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর বরাতে রিওয়ায়াত করার ব্যাপারে সকলেই নির্ভরযোগ্য। তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁর নিকট থেকে যা শুনেছেন তাই বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখনই সফরের ইরাদা করতেন, তখনই তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে নাম পরীক্ষা করতেন এবং পরীক্ষায় যাঁর নাম উঠতো, তাকেই তিনি সফরে সঙ্গে নিয়ে বেরোতেন। যখন বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় উপস্থিত হলো, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী নাম পরীক্ষা করলেন এবং তাঁরে মধ্যে আমার নামই উঠলো। সে মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সাথে নিয়েই এ সফরে বের হলেন।

আয়েশা (রা)-এর হার পড়ে যাওয়া প্রসংগে

আয়েশা (রা) বলেন : সে সময় মহিলারা হালকা খাবার খেতেন, ভারী হয়ে যাবার আশংকায় গোশ্‌ত একেবারেই খেতেন না। আর যখন আমার উটে হাওদা বাঁধা হতো, তখন আমি আগে থেকেই হাওদায় গিয়ে বসে থাকতাম। তারপর বহনকারী লোকরা এসে তা উঠিয়ে নিত। তারা নীচে থেকে তা ধরে উঠাতো এবং উটের উপর নিয়ে তা স্থাপন করতো এবং রশি দ্বারা তা বেঁধে দিত। তারপর উটের মাথা ধরে তাকে দাঁড় করাতো তারপর তা নিয়ে যাত্রা করতো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধ সমাপ্ত করে ফিরে আসছিলেন। তখন মদীনার নিকটে এসে তিনি থামলেন এবং সেখানে রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত করলেন। তারপর তিনি আবার যাত্রার আদেশ দিলেন। লোকজন যথারীতি যাত্রা করলো। আমি তখন প্রকৃতির

ডাকে সাড়া দিতে একটু বের হই। আমার গলার, যিকারের[১] হারটি, গলা থেকে পড়ে যায়। প্রকৃতির প্রয়োজন সেরে যখন আমি হাওদার নিকট আসলাম এবং গলায় হাত দিলাম, তখন দেখলাম আমার হারটি আর গলায় নেই। তখন আবার আমি তা ঐ স্থানটিতে খুঁজতে গেলাম এবং তা পেয়েও গেলাম। আমার হার খুঁজতে যাওয়ার পরক্ষণেই আমার উট প্রস্তুতকারী লোকেরা এসে উপস্থিত হলো। আমি হাওদায় উঠে বসেছি মনে করে অভ্যাস অনুযায়ী তারা আমার হাওদাটি উটের উপরে তুলে বেঁধে দিল এবং উটের মাথায় ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তা নিয়ে রওনা হয়ে গেল। আমি যখন বাহিনীর অবস্থান স্থলে ফিরে এলাম, তখন সেখানে না ছিল কোন আহবানকারী না ছিল কোন সাড়া দানকারী। সকলেই তখন চলে গিয়েছে।

সাফ্ওয়ান ইব্ন মুআত্তাল (রা)

আয়েশা (রা) বলেন : আমি তখন আমার চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। আমি জানতাম, আমাকে যখন তারা খুঁজে পাবে না তখন অবশ্যই তারা আমার দিকে আবার ফিরে আসবে।

তিনি বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমি যখন শায়িত অবস্থায় ছিলাম, তখন সাফওয়ান ইব্ন মুআত্তাল সালমী আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে বাহিনী থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন।[২] তিনি লোকজনের সাথে ঐ রাত কাটাননি। তিনি আবছা অন্ধকারে আমাকে দেখতে পান। আমার নিকটে এসেই তিনি থমকে দাঁড়ান। পর্দার বিধান আসার পূর্বে তিনি আমাকে দেখে ছিলেন। তিনি যখন আমাকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি 'ইন্নালিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে উঠলেন। তিনি বললেন : এ যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী! আমি তখনো আমার চাদর জড়িয়ে থাকলাম। তিনি বললেন : আপনাকে কিসে পিছনে রাখলো ? আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন!

আয়েশা (রা) বলেন : কিন্তু আমি তাঁর সাথে কোন কথাই বললাম না। তিনি তাঁর উট আমার নিকটবর্তী করে দিলেন এবং বললেন : চড়ে বসুন এবং তিনি পিছনের দিকে সরে গেলেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আমি চড়ে বসলাম। তিনি উটের মাথা ধরে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললেন—যাতে করে লোকজনকে গিয়ে ধরতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমরা না লোকজনের নাগাল পেলাম, আর না আমার অনুপস্থিতির কথা কারো কাছে ধরা পড়লো। এভাবে ভোর হয়ে গেল এবং লোকজন মঞ্জিলে পৌঁছে অবতরণ করলো। লোকজন যখন স্বস্তির শ্বাস নিল, তখন ঐ ব্যক্তি আমাকে নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর

১. ইয়ামানের একটি শহরের নামে বিখ্যাত 'পাথর'।

২. তিনি বাহিনীর পিছনে চলে তাদের ফেলে আসা দ্রব্যাদি কুড়িয়ে আনার দায়িত্ব পালন করতেন। কেউ কেউ তাঁর ঐদিন পশ্চাতে পড়ার কারণ স্বরূপ বলেছেন : তিনি ছিলেন অত্যন্ত গাঢ় নিদ্রার অধিকারী। নিদ্রামগ্ন থাকার দরুন তিনি সময় মত জাগতে পারেননি বলেই, ঐদিন পিছনে পড়ে যান।

অপবাদকারীরা যা বলার তা বললো। গোটা বাহিনীর মধ্যে এক নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। আল্লাহ্‌র কসম! তার কিছুই আমি ঘূণাক্ষরেও টের পেলাম না।

অপবাদের প্রতিক্রিয়া

তারপর আমরা মদীনায় পদার্পণ করলাম। এর অব্যবহিত পরেই আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বাইরের ওসব কথার কিছুই আমার কানে পৌঁছলো না। লোকদের এ কানাঘুষা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কান পর্যন্ত পৌঁছল। এমন কি আমার পিতামাতার কানেও তা পৌঁছলো। কিন্তু তাঁরা এর বিন্দু বিসর্গও আমার কাছে ব্যক্ত করলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আচরণের মধ্যে আমি কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমার প্রতি তাঁর কোন কোন কোমল আচরণের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করলাম। কখনও আমার অসুখ-বিসুখ হলে তিনি আমার প্রতি সহমর্মিতা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু এবারের অসুখের সময় তিনি তেমন কিছু করলেন না। আমার কাছে তা কেমন যেন মনে হল। তিনি যখন আমার কাছে আসতেন, আর আমার আম্মা তখন আমার শুশ্রূষার জন্যে আমার কাছে থাকতেন। তখন তিনি বলতেন : كَيْفَ تِيكُمْ—অর্থাৎ 'সে কেমন আছে ?' এর বেশী তিনি কিছুই বলতেন না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাঁর আম্মা ছিলেন উম্মু রুম্মান। তাঁর আসর নাম ছিল যায়নাব বিন্‌ত আব্‌দ দাহ্‌মান। তিনি ছিলেন বনূ ফিরাস ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কিনানার একজন মহিলা।

প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আয়েশা (রা) আরো বলেন : শেষ পর্যন্ত আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তখন আমি বললাম : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)!' এটা ঐ সময়ের কথা, যখন আমি তাঁর মধ্যে আমার প্রতি একটা বীতরাগ ভাব লক্ষ্য করলাম, আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, তা হলে আমি আমার আম্মার নিকট চলে যাই; যাতে করে তিনি আমার শুশ্রূষা করতে পারেন। জবাবে তিনি বললেন : এটা তোমার ইচ্ছা।

আয়েশা (রা) বলেন : তারপর আমি আমার আম্মার নিকট স্থানান্তরিত হলাম। আর তখনো আমাকে নিয়ে যা হচ্ছিল, সে ব্যাপারে কিছুই আমার জানা ছিল না। এভাবে কুড়ি দিনের কিছু অধিককাল অতিবাহিত হতে না হতেই আমি দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়লাম। আর আমরা আরব জাতির লোকজন অনারব জাতিসমূহের মত ঘরের মধ্যে শৌচাগার নির্মাণে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমরা এটাকে ঘৃণিত গর্হিত বিবেচনা করতাম। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে আমরা মদীনার প্রশস্ত প্রান্তরে চলে যেতাম। মহিলারা তাদের এ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বেরোতেন রাতের বেলায়। এরূপ এক রাত্রে আমি বেরিয়েছি। তখন আমার সাথে ছিলেন মিস্‌তার মা—যিনি ছিলেন আবূ রিহিম ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের কন্যা। তাঁর মা ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খালা এবং সখর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন

তায়ম-এর কন্যা। বৃদ্ধাটি হঠাৎ বলে উঠলেন : মিস্‌তাহ্‌র সর্বনাশ হোক। তিনি আমার সাথে চলতে গিয়ে পরিধেয় বস্ত্রের খোঁটে হোঁচট খেয়ে এ উক্তিটি করেন। মিস্‌তাহ্ ছিল তাঁর লকব, আসল নাম আওফ।

আয়েশা (রা) বলেন : এমন একটি লোক যে হিজরত করেছে, বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছে, তুমি তার ব্যাপারে ভাল কথা বললে না। বৃদ্ধাটি বললেন : তোমার বুঝি সংবাদটি জানা নেই, হে আবূ বকর কন্যা ?

আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম কী সে সংবাদ ? তখন তিনি অপবাদকারী গোষ্ঠীর বক্তব্য সম্পর্কে আমাকে অবগত করলেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম, এই বুঝি ব্যাপার ? তিনি জবাব দিলেন : হ্যাঁ, তা-ই।

আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমার আর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারা সম্ভব হলো না। আমি ফিরে আসলাম। তারপর থেকে সেই যে কাঁদতে শুরু করলাম, তা আর থামে না। এমন কি এক পর্যায়ে আমার মনে হলো যে, আমার কলিজা ফেটে যাবে।

আয়েশা (রা) বলেন : আমার আম্মাকে আমি বললাম, লোকে এত কথাবার্তা বলাবলি করলো, অথচ আপনি আমার কাছে তার বিন্দু-বিসর্গও প্রকাশ করলেন না!

জবাবে তিনি বলেন : বৎস, আত্মসম্বরণ কর। মন খারাপ করো না! আল্লাহ্‌র কসম! এটা কচিৎই হয় যে, কোন সুন্দরী মহিলা এমন কোন পুরুষের ঘর করে, আর পুরুষটি তাঁকে ভালবাসে, অথচ তাঁর ঘরে অন্য সতীনরা থাকে, আর তার বিরুদ্ধে তাদের বা অন্য লোকদের নানারূপ মন্দ কথা না থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তৃতা

আয়েশা (রা) বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোক সমক্ষে খুতবা দিতে দণ্ডায়মান হলেন। আমি সে সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি বললেন :

ايها الناس ما بال رجال يؤذوننى فى اهلى ويقولون عليهم غير الحق

হে মানবমণ্ডলী! ঐসব লোকের হলোটা কি, যারা আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে পীড়া দেয় এবং তাদের ব্যাপারে অহেতুক কথাবার্তা বলে।

والله ما علمت منهم الاخيرا আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের সম্পর্কে উত্তম বৈ কিছু অবগত নই।

ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه الاخيرا আর এমন একটি লোকের ব্যাপারে তারা এসব বলাবলি করে, যার ব্যাপারে আমি উত্তম বৈ কিছু জানি না।

ولا يدخل بيتا من بيوتى الاوهو معى আর সে আমার কোন ঘরে, আমার সঙ্গে ছাড়া, একাকী কখনো প্রবেশ করে না।

ইব্‌ন উবায় এবং হামনা বিন্‌ত জাহাশ প্রসংগে

আয়েশা (রা) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূলের ওখানে তার খাযরাজ গোত্রীয় কতিপয় সঙ্গী-সাথী—মিস্‌তাহ ও হামনা বিন্‌ত জাহাশের প্রচারিত অপবাদের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর হামনার এতে অংশ গ্রহণের কারণ হলো, তার বোন যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীরূপে তাঁর গৃহে ছিলেন। আর তিনি ছাড়া তাঁর অন্য কোন স্ত্রীই আমার সমপর্যায়ের ছিলেন না। কিন্তু যয়নাবকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনদারীসহ হিফাযত করেন। তিনি উত্তম বৈ কোন খারাপ মন্তব্য করেন নি। পক্ষান্তরে হামনা বিন্‌ত জাহাশ যথেষ্ট অপপ্রচার চালায়। সে তার বোনের খাতিরে আমার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো। ফলে, এর দ্বারা সে দুর্ভাগ্যের অধিকারিণী হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উপরোক্ত বক্তব্য দিলেন, তখন উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র দাঁড়িয়ে বললেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ওরা যদি আওস বংশীয় হয়ে থাকে, তবে আমরা তার জন্যে যথেষ্ট। আর যদি ওরা আমাদের খাযরাজ গোত্রীয় ভাইদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে, তা হলে আপনি আমাদের আদেশ দিন, আল্লাহ্‌র কসম! এমতাবস্থায় তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়াই সমীচীন হবে।"

তাঁর প্রতিবাদের সা'দ ইব্‌ন উবাদা উঠে দাঁড়ালেন। ইতিপূর্বে তাঁকে একজন সদাচারী ব্যক্তি বলে মনে করা হতো। তিনি বলে উঠলেন :

"ওহে! আল্লাহ্‌র কসম! তুমি সঠিক বলোনি। এদের গর্দান উড়ানো যাবে না। আল্লাহ্‌র কসম! ওরা খাযরাজ গোত্রীয় বলেই তুমি এমনটি বলেছ, যদি ওরা তোমার স্ব-গোত্রীয় আওস হতো, তবে তুমি তা বলতে না।"

জবাবে উসায়দ বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি নিজেও একজন মুনাফিক এবং মুনাফিকদের পক্ষ থেকেই তুমি লড়ছো।

আয়েশা (রা) বলেন : লোকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। এমন কি আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রে দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন এবং তিনি আমার নিকট আসলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জিজ্ঞাসাবাদ

আয়েশা (রা) বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ও উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে ডেকে তাঁদের পরামর্শ জানতে চাইলেন। এঁদের মধ্যে উসামা আমার প্রশংসাই করলেন এবং উত্তম কথাই বললেন। তারপর তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার পরিবার, আমরা তো তাঁর সম্পর্কে উত্তম বৈ কিছুই জানি না। এটা একটা অপপ্রচার ও মিথ্যাচার। আর আলী (রা) বললেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মেয়ে লোকতো প্রচুর রয়েছে। আর আপনার এ সামর্থ্যও রয়েছে যে, একজনের বদলে অপরজন নিয়ে আসবেন। আর আপনি দাসীকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য সত্য সব বলে দেবে।"

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্যে বারী'রাকে ডাকলেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আলী ইব্ন আবূ তালিব তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি তাকে ভীষণ প্রহার করলেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সত্য সত্য সব বলবি।

সে বলল : আল্লাহ্র কসম! উত্তম ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই আমি জানি না। আমি তো আয়েশার মধ্যে কোন দোষই খুঁজে পাই না। তবে হ্যাঁ, আমি যখন রুটির জন্যে খামীর তৈরি করি, আর তাঁকে একটু দেখতে বলি, তখন তিনি সেদিকে খেয়াল না করে নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়েন আর এদিকে ছাগী এসে তা খেয়ে ফেলে।

আয়েশা (রা)-এর অবস্থা

আয়েশা (রা) বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট আসেন। আমার পিতামাতা তখন আমার নিকটে ছিলেন। আনসারের একজন মহিলাও তখন আমার নিকটে ছিল। আমি তখন কাঁদছিলাম এবং সে মহিলাটিও আমার সাথে সাথে কাঁদছিল। তিনি বসলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন :

"হে আয়েশা! লোকে কী বলাবলি করছে তা নিশ্চয়ই তুমি শুনে থাকবে। লোকে যা বলাবলি করে সেরূপ মন্দ কিছু যদি তুমি করে থাক, তবে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর নিকট তওবা কর! কেননা, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করে থাকেন।"

আল্লাহ্র কসম! তিনি এটুকু বলতেই আমার চোখ ফেটে-অশ্রু বেরিয়ে এলো। তারপর তাঁর কোন কথার অনুভূতি আমার রইলো না। অপেক্ষা করছিলাম, আমার পিতামাতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ কথার জবাব আমার পক্ষ থেকে দেবেন। কিন্তু তাঁরা একটি কথাও বললেন না।

আল্লাহ্র কসম! আমি আমার নিজের কাছে এর চেয়ে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ছিলাম যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করবেন এবং মসজিদসমূহে তা তিলাওয়াত করা হবে ও এর দ্বারা সালাত আদায় করা হবে। তবে আমার দৃঢ় আশা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিদ্রায় অবশ্যই এমন কোন স্বপ্ন দেখবেন, যাদ্বারা আল্লাহ্ অপপ্রচারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আমাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করবেন। কেননা তিনি তো আমার নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। অথবা তিনি যে কোনভাবে এ সংবাদটি তাঁকে আগত করবেন। কিন্তু আমার ব্যাপার কুরআন নাযিল হওয়া! আল্লাহ্র কসম! আমার সত্ত্বা আমার নিকট সে তুলনায় ছিল অনেক ছোট।

চরম ধৈর্য

আয়েশা (রা) বলেন : আমি যখন লক্ষ্য করলাম যে, আমার পিতামাতা কিছু বলছেন না, তখন আমি তাদের বললাম : আপনারা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার জবাব দেবেন না?

তিনি বলেন : তাঁরা দু'জনে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কিভাবে তাঁর জবাব দেব, তা বুঝতে পারছি না।

তিনি বলেন : আমার জানা মতে, আবূ বকরের পরিবারে তখন যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা বিরাজ করছিল, এরূপ দিশাহারা অবস্থা আর কারো ঘরে বা বাড়িতেই ছিল না।

তিনি বলেন : যখন তাঁরা দু'জনে আমার ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করলেন, তখন আমি মর্মাহত হলাম এবং খুব কান্নাকাটি করলাম। তারপর বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! আপনি যা উল্লেখ করেছেন সে ব্যাপারে আমি কস্মিনকালেও আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করবো না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি সম্যকভাবে জানি, লোকে যা বলাবলি করছে, সে ব্যাপারে আমি যদি স্বীকারোক্তি করি, তবে আল্লাহ্ সম্যক জানেন যে, আমি এ থেকে মুক্ত। সুতরাং যা হয়নি তাই আমাকে বলতে হবে। আর যদি আমি লোকে যা বলাবলি করছে তা অস্বীকার করি, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না।

আয়েশা (রা) বলেন : তারপর আমি ইয়াকুব (আ)-এর নাম উল্লেখ করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু তা স্মরণ করতে পারলাম না। তখন আমি বললাম : আমি বরং তাই বলবো, যা ইউসুফের পিতা বলেছিলেন :

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ -

ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমার সাহায্যস্থল। (১২ : ১৮)

নির্দোষের সুসংবাদ

আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনো ঐ মজলিস ছেড়ে যাননি, এমন সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে এমন এক অবস্থা আচ্ছন্ন করে ফেললো, যা তাঁকে (ওহী অবতরণের সময়) আচ্ছন্ন করতো। তাঁকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হলো। তাঁর মাথার নীচে চামড়ার একটি বালিশ রেখে দেওয়া হলো। যে সময় আমি এসব প্রত্যক্ষ করছিলাম তখন আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে কোন বিকার বা ভীতি ছিল না। কেননা, আমি তো জানতামই যে, আমি এ দোষ থেকে মুক্ত। আর আল্লাহ্ আমার উপর যুলুম করবেন না। পক্ষান্তরে, আমার আব্বা-আম্মার অবস্থা ছিল এই যে, সেই পবিত্র সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আয়েশার প্রাণ, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই বিশেষ অবস্থার অবসান না ঘটছিল, ততক্ষণ যেন এ ভয়ে তাঁদের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছিল যে, লোকে যা বলাবলি করছে, পাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও তার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়ে যায়।

আয়েশা (রা) বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সে বিশেষ অবস্থার অবসান হলো। তিনি উঠে বসলেন। শীতের মওসুমেও তাঁর পবিত্র শরীর থেকে মুক্তার দানার মত ঘাম ঝরছিল। তিনি তাঁর ললাটের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন :

اَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةُ ، فَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَرَائَتَكِ -

হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ্ তোমার নির্দোষ হওয়ার কথা নাযিল করেছেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আমি তখন বলে উঠলাম : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই।"

তারপর তিনি লোকজনের দিকে বের হলেন এবং তাদের লক্ষ্য করে খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এ ব্যাপারে যা নাযিল করেছেন তা তাদেরকে তিলাওয়াত করে শুনালেন। তারপর তিনি গর্হিত অপপ্রচারে সর্বাধিক তৎপর মিস্‌তা ইব্‌ন উসাদা, হামনা বিন্‌ত জাহাশ এবং হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতকে অপবাদের নির্ধারিত 'হদ' বেত্রাঘাতের আদেশ প্রদান করলেন এবং যথারীতি সে আদেশ পালিত হলো।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বনূ নাজ্জারের কতিপয় লোকের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ আইউব খালিদ ইব্‌ন যায়দকে তাঁর স্ত্রী উম্মু আইউব বললেন : ওহে আবূ আইউব। লোকে আয়েশা সম্পর্কে কী বলাবলি করছে তাকি আপনি শুনেননি ? জবাবে তিনি বললেন : শুনেছি বৈ কি! এটা নিছক অপপ্রচার। তুমি নিজে কি অমন কর্ম করতে পারবে, হে আইউবের মা ? মহিলাটি জবাব ছিলেন : না, আল্লাহ্‌র কসম! অমন কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আবূ আইউব বললেন : তা হলে আল্লাহ্‌র কসম! আয়েশা তোমার তুলনায় অধিকতর পুণ্যবতী! (সুতরাং তাঁর পক্ষে তা আরো বেশী অসম্ভব)।

আয়েশা (রা) বলেন : অপবাদকারীদের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে যারা গর্হিত অপপ্রচারে অংশ গ্রহণ করেছিল, তাদের কথা উল্লেখ করে যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হলো, তাতে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَاتَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ، وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

যারা এ অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এতো তোমাদের জন কল্যাণকর তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল, এবং তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি (২৪ : ১১)।

আর এরা হচ্ছেন হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত এবং সাথীরা যারা খারাপ কথা প্রচার করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এরা হলো আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ও তার সঙ্গী-সাথীরা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ বলতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়কেই বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন ইসহাক ও ইতিপূর্বে হাদীসে এর উল্লেখ করেছেন।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا -

এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ (১৪ : ১২)।

অর্থাৎ তারাও আবূ আইউব ও তাঁর সহধর্মিণীর মতো কথা কেন বললো না ? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ -

যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহ্র নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয় (২৪ : ১৫)।

আবূ বকর (রা) ও মিস্তা প্রসংগে

যখন আয়েশা (রা) এবং অপপ্রচারকারীদের ব্যাপারে উক্ত বর্ণনা কুরআনে অবতীর্ণ হলো, তখন আবূ বকর (রা), যিনি আত্মীয়তা ও মিসতাহ্র অভাব-অনটনের দিকে লক্ষ্য করে তার জন্যে অর্থ ব্যয় করতেন, তিনি বলে উঠলেন : আল্লাহ্র কসম! আর কস্মিনকালেও আমি মিসতাহ্র জন্যে না অর্থ ব্যয় করবো, আর না তার কোন উপকার সাধন করবো। কেননা, সে আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছে এবং আমাদেরকে দারুন বিপাকে ফেলেছে।

আয়েশা (রা) বলেন : তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا -

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাঁরা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্ রাস্তায় যারা গৃহ ত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন ওদের ক্ষমা করে এবং ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে (২৪ : ২২)।

اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তোমারা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন ? আর আল্লাহ্র ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (২৪ : ২২)।

ইব্ন হিশাম বলেন : কুরআনে বর্ণিত : وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ বাক্যটি وَلَا يَأْلِ اُولُوْ الْفَضْلِ مِنْكُمْ—অর্থে এসেছে।

ইমরাউল কায়স ইব্ন হাজর কিন্দী তাঁর কবিতায় এক ব্যবহার করেছেন এভাবে :

الارب خصم فيك الوى رددته

نصيح على تعذاله غير مؤتل

"শোন! তোমার ব্যাপারে শত্রুতাপোষণকারী ও ঝগড়াকারী এমন অনেক লোককে আমি প্রতিহত করেছি, যারা আমাকে তোমার ভালবাসার কারণে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার ক্ষেত্রে কোনরূপ ত্রুটি করেনি।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আয়েশা (রা) বলেন : তখন আবূ বকর (রা) বলে উঠলেন :

بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّى لَاُحِبُّ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِى -

"হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই ভালবাসি যে, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিন।" তারপর তিনি মিস্‌তাহ্‌কে আগের মত খরচ দিয়ে যেতে থাকলেন। তিনি বললেন :

وَاللّٰهِ لَا اَنْزِعُهَا مِنْهُ اَبَدًا

"আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো তা তার থেকে কেড়ে নেবো না।"

সাফওয়ান ও হাস্‌সান প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাফওয়ান ইব্‌ন মুআত্তাল যখন জানতে পারলেন যে, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত তাঁর কবিতায় তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তখন তিনি তরবারি হাতে তাঁর জবাব দিতে বেরিয়ে পড়লেন। হাস্‌সান (রা) তাঁর কবিতায় সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন মুআত্তাল এবং মুদার গোত্রীয় যে আরবরা তাঁর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন। তিনি তাকে বলেন :

ইতর জনেরা হয়ে গিয়েছে কুলীন-সজ্জন,
সংখ্যায় তারা এখন প্রচুর।
ফরীয়ার পুত্র এখন শহরের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব!
তুই যার সাথী ওহে!
তার মা নির্ঘাৎ সন্তানহারা,
অথবা সে পড়েছে সিংহের পাঞ্জায়।
আমার সে নিহত স্বজন,
যার শবদেহ আনতে যাচ্ছিলাম ভোর বেলায়;
না তার কোন রক্তপণ দেওয়া হচ্ছে,
আর না খুনের বদলে খুন।
সমুদ্রে যদি প্রবাহিত হয় উত্তরে হাওয়া
তবে তা আমারই জন্যে।
তার তর সইতে না পেরে
সাগর উথাল-পাতাল করে,
এমন কি তার কূলে ছড়িয়ে দেয় ফেনা রাশি।
ঐ সাগর ঝঞ্ঝাবায়ুর মুকাবিলায়
আমার চাইতে বেশি পারঙ্গম কেউ নয়,
কেননা, যুদ্ধের ঝঞ্ঝাবায়ু আমাকে দেখে

যে, আমি ক্রুদ্ধাবস্থায় এমনি তোলপাড় করি,
যেমনটি করে শিলাবর্ষণকারী মেঘমালা।
এজন্যে সমুদ্র, আর সমুদ্রের মত ফৌজ,
উভয়েই আমার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও নত মস্তক।
আর কুরায়শ—
কোনক্রমেই আমি তাদের সাথে সন্ধির জন্যে প্রস্তুত নই,
যাবৎ না তারা হিদায়াতের সাথে আসে
গোমরাহী ছেড়ে দিয়ে।
যাবৎ না তারা পরিত্যাগ করছে লাতও উজ্জা দেবীকে
আর সিজদাবনত হচ্ছে তাদের সকলে—
একক, অমুখাপেক্ষী আল্লাহ্‌র দরবারে।
আর যাবৎ না তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে—
রাসূল তাদেরকে যা বলেছেন সবই সত্য,
আর পূর্ণ না করছে আল্লাহ্ পাকাপোক্ত অঙ্গীকারগুলো।

বস্তুতঃ সাফওয়ান ইব্‌ন মুআত্তাল হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের কাছে এলেন এবং তার প্রতি তলোয়ারের আঘাত করে বললেন :

লও, এই ধার তলোয়ারের
আমার তরফ থেকে,
কেননা আমি সে যুবক
যখন কেউ ব্যঙ্গ করে
কবিতায় মোরে—
দেই আমি তাকে এটি, কেননা আমি তো নই কবি।

ইয়াকূব ইব্‌ন উতবা আমার কাছে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস তায়মী বর্ণনা করেছেন, সাফ্‌ওয়ান যখন হাস্‌সানকে তরবারি দ্বারা আঘাত করলেন, তখন সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস সাফওয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁর হাত দু'খানা তাঁর গলার সাথে রশি দিয়ে বেঁধে ফেললেন। তারপর এ অবস্থায় তাঁকে বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজের পাড়ায় নিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ কী হে ? জবাবে তিনি বললেন : তুমি তাজ্জব হচ্ছো ? সে তো হাস্‌সানকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে হয়, সে তাকে মেরেই ফেলেছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা জিজ্ঞাসা করলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি তুমি যা করেছো, সে ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন ?

জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহ্র কসম! তিনি তা জানেন না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা বললেন : তুমি তো খুব দুঃসাহস দেখিয়েছো। তুমি লোকটিকে ছেড়ে দাও! তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন এবং তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাস্সান ও সাফ্ওয়ান উভয়কে ডেকে পাঠালেন। সাফ্ওয়ান ইব্ন মুআত্তাল বললেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ও আমাকে মনোকষ্ট দিয়েছে এবং আমার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছে। আমি ক্রোধে অধৈর্য হয়ে তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছি।"

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাস্সানকে লক্ষ্য করে বললেন :

اَحسِن يَا حَسَّان ، اشوهت على قومى

ان هداهم الله للاسلام

"সুন্দর আচরণ করো, হে হাস্সান![১] তুমি কি আমার স্বজাতির লোকজনকে এজন্য (ইতর বলে) নিন্দা করছো যে, আল্লাহ্ তাদের ইসলামের দিকে হিদায়াত করেছেন ?"

তারপর বললেন :

احسن ياحسان فى الذى اصابك

"তোমার উপর যে আঘাত লেগেছে, সে ব্যাপারে তুমি সুন্দর আচরণ কর, হে হাস্সান![২]

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিনিময়ে তাঁকে 'বায়রূহা' (ভূমি) দান করলেন—যা আজ[৩] মদীনায় কাদার বনূ হুদায়লা নামে খ্যাত। এটা ছিল আবূ তালহা ইব্ন সাহলের মালিকানাধীন।

তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারের জন্যে দান করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা হাস্সানকে দান করেন, আর দান করেন সীরীন নামের এক কিবতী দাসী।[৪] উক্ত সীরীনের গর্ভেই হাস্সানের পুত্র আবদুর রহমান ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

উক্ত সীরীন বলেন, আয়েশা (রা) বলতেন : ইব্ন মুআত্তাল অর্থাৎ সাফ্ওয়ান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে লোকে তাকে অত্যন্ত পূত-চরিত্রের অধিকারীরূপে পায়। তিনি নারী সংশ্রব থেকে দূরে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধে তিনি শাহাদত লাভ করেন।

---

১. 'হাস্সান শব্দটি حُسن (হুস্ন) ধাতু থেকে নির্গত যারা অর্থ সুন্দর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুন্দর আচরণের কথা বলে হাস্সানকে তাঁর নামের সাথে আচরণের সাজুয্য বিধানের দিকেই ইঙ্গিত করলেন।

২. অর্থাৎ তুমি আর বাড়াবাড়ি করবে না, ধৈর্যধারণ করবে।

৩. সীরতে ইব্ন হিশাম রচনাকালের কথা এখানে বলা হয়েছে।

৪. মিসর রাজ—মূকূকিস রাসূল (সা)-এর পত্রের জবাবে উপহার পাঠিয়েছিলেন, তন্মধ্যে এ সীরীনও ছিলেন। ইনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন মারিয়া (রা)-এর সহোদরা।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কৈফিয়তমূলক কবিতা

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) ইতিপূর্বে আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে অপপ্রচারে যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তার কবিতায় বলেন :

তিনি (আয়েশা) অতি পূতচরিত্রের অধিকারিণী,
ভারী চলনের লোক।
কোনরূপ সংশয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।
(সকল সংশয় সন্দেহের উর্ধ্বে তিনি)
তাঁর প্রত্যুষ হয়, সরলা মহিলাদের নিন্দবাদ না করে।
লূই ইব্‌ন গালিব গোত্রের এক বিদূষিণী বুদ্ধিমতী মহিলা তিনি
সতত প্রয়াসী তিনি লভিতে মর্যাদা—
যে মর্যাদা হয় না বিলীন।
তিনি একজন পরিশীলিতা মহিলা,
যাঁর স্বভাব-চরিত্র সহজাতভাবেই পূত-পবিত্র—
করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা,
পবিত্র করেছেন তাবৎ মন্দ ও বাতিল থেকে।
তাই, যদি কিছু বলে থাকি আমি—
যা তোমরা ধারণা করে থাকো,
তার মানে এই নয় যে,
আমার অঙ্গুলিগুলোই আমাকে বেত্রাঘাতের জন্যে চাবুক উঁচিয়েছে
(অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীনের কুৎসা মানেই
নিজের গায়ে নিজে বেত্রাঘাত করা,
এটা কি কেউ স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে করতে পারে ?)
এটা কী করে সম্ভব!
অথচ আমার যত অনুরাগ ও সাহায্য
আমি যাবৎ বেঁচে থাকবো
তা নিবেদিত রাসূলের পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যে;
যাঁরা ভূষণ স্বরূপ মজলিস-মাহফিলের।
দুনিয়ার সমস্ত মানুষের উর্ধ্বে—
তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা,
উচ্চতা প্রয়াসী লোকজনের লাফ-ঝাঁপ
তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা লাভে অক্ষম অপারগ।
যে কথাবার্তা বলা হয়েছে (তাঁর কুৎসা স্বরূপ)

তার কোন স্থায়িত্ব নেই,
বরং এসব হচ্ছে তারই বক্তব্য
যে আমার কুৎসা প্রচার করে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন :

"লূই ইব্‌ন গালিব গোত্রের .... ও পরবর্তী পংক্তি এবং তাঁর পংক্তি :

"দুনিয়া তাবৎ মানুষের উর্ধ্বে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা"

আবূ যায়দ আনসারী থেকে বর্ণিত :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন : জনৈকা মহিলা আয়েশা (রা)-এর কাছে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের কন্যার প্রশংসায় বললেন :

"তিনি অতি পূত-চরিত্রের অধিকারিণী—
ভারী চলনের লোক,
কোনরূপ সংশয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।
তাঁর প্রত্যুষ হয় সরলা মহিলাদের নিন্দাবাদ না করে।"

তখন আয়েশা (রা) বলে উঠলেন : ولكن ابوها

"কিন্তু তাঁর পিতা এরূপ ছিলেন না।"

হাস্‌সান ও মিসতার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ও তার সাথীরা আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হওয়ার পর তাঁকে আঘাত করা হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তি নীচের পংক্তিগুলো বলেন :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাস্‌সান ও তাঁর সাথীদ্বয়ের প্রহৃত হওয়া সম্পর্কে এ পংক্তিগুলো বলা হয়েছিল।

হাস্‌সান স্বাদ আস্বাদন করেছে সে বস্তুর
যার সে যোগ্য হয়েছিল,
সাথে তার হামনা ও মিস্‌তা
যখন তারা বলেছিল মন্দ কথা।
অনুমান করে অপবাদ আরোপ করেছিল তারা
তাদের নবীর সহধর্মিণীর প্রতি,
ফলে তারা আরশের মহান অধিপতির ক্রোধের উদ্রেক করে,
আর এজন্যে তারা শিকার হয় ভোগান্তির।
এতে তারা মনোকষ্ট দেয় আল্লাহ্‌র রাসূলকে,
ফলে তারা এমনি অপমানে আচ্ছন্ন হয়
যা সর্বব্যাপী এবং চিরস্থায়ী।

আর তারা হলো লাঞ্ছনাগ্রস্ত।
আর তাদের উপর আপতিত হলো—
ধমাধম বেত্রাঘাত,
যেমনটি আপতিত হয় টপটপ করে
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি।

হুদায়বিয়া ও বায়'আতে রিদওয়ানের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সুহায়ল ইব্ন আমরের সন্ধি

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান ও শাওয়াল (ষষ্ঠ হিজরী) মাস মদীনা অবস্থান করে, যিলকাদা মাসে উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হন। যুদ্ধের কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ সময় তিনি নুমায়লা ইব্ন আবদুল্লাহ্ রায়সীকে মদীনার শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেন।

সাধারণ আহ্বান

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরবদের এবং আশে পাশের পল্লীবাসীদের তাঁর সংগে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে বলেন। তিনি আশংকা করছিলেন যে, কুরায়শরা ইতিপূর্বে অনেক ঘটনার অবতারণা করেছে, তারা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসতে বা বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। পল্লীবাসীদের অনেকেই প্রস্তুত হতে বিলম্ব করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসার ও মুহাজির এবং মরুবাসীদের মধ্যকার যারা এসে পৌঁছলো, তাদের নিয়ে যাত্রা করলেন। তিনি কুরবানীর জন্তুও সঙ্গে নিলেন এবং উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বেঁধে নিলেন, যাতে লোকে তাঁর যুদ্ধের ব্যাপারে নিরাপদবোধ করে এবং বুঝতে পারে যে, তিনি নিছক বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন।

সর্বমোট সংখ্যা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহরী উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জনে তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার বছর শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। যুদ্ধের অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তিনি তাঁর সংগে নিয়েছিলেন কুরবানীর সত্তরটি উট। তাঁর সংগে লোক ছিল সাত শ'। প্রতি দশজনের পক্ষ থেকে একটি করে উট ছিল।

আমার জানা মতে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলতেন : হুদায়বিয়ার সময় আমরা সঙ্গে ছিলাম চৌদ্দ শ' জন।

যুহরী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাত্রা শুরু করলেন। যখন তিনি সদলবলে উসফান নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন বিশর ইব্‌ন সুফিয়ান কাবী' তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করলেন। ইব্‌ন হিশামের ভাষ্য মতে কেউ কেউ এ সাক্ষাৎকারীর নাম বলেছেন 'বুসর'। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কুরায়শরা আপনার আগমন সংবাদ পেয়েছে। তারা স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা চিতাবাঘের চর্ম পরিহিত। তারা যী-তুওয়ায় এসে শিবির স্থাপন করেছে। তারা আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আপনাকে তারা কোনক্রমেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ। তারা তাঁকে আগেই কুরাউল গামীমে পাঠিয়ে দিয়েছে।

রাবী বলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কুরায়শদের সর্বনাশ হোক। যুদ্ধ তাদের গ্রাস করে ফেলেছে। তারা যদি ব্যাপারটি আমার এবং আরবদের মধ্যে ছেড়ে দিতো, তা হলে তাদের কী অসুবিধা ছিল ? তাদের অভিপ্রায় পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে আমাকেই জয়যুক্ত করেন, তবে তারাও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে। আর যদি তারা তা না করে, তবে যতদিন তাদের শক্তি থাকে, ততদিন তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কুরায়শরা কী ধারণা করে ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি সে উদ্দেশ্যে জিহাদ চালিয়ে যাবো, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ আমাকে প্রেরণ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাকে জয়যুক্ত না করবেন অথবা আমার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। তারপর তিনি বললেন : এমন কে আছে, যে আমাদের তারা যে পথে আছে, সে পথ থেকে অন্য পথে নিয়ে যাবে ?

সংঘাত পরিহার প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তখন আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল :

أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

"আমি তা করবো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)!"

তারপর সে ব্যক্তি তাঁদের একটি পাথরে গিরিপথ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললো। যখন তাঁরা এ সংকীর্ণ দুর্গম গিরি-সংকট থেকে বেরিয়ে সমভূমি প্রান্তরের মোড়ে এসে পড়লেন, তখন তাঁর ভীষণ কষ্টে হাঁফিয়ে উঠেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের বললেন :

قُوْلُوْا نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ -

—তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই দরবারে তওবা করছি।

লোকেরা তা-ই বললেন অর্থাৎ তওবা ইস্তিগফার করলেন। তারপর তিনি বললেন :

وَاللّٰهُ اِنَّهَا لَلْحِطَّةُ الَّتِى عُرِضَتْ عَلَى بَنِى اِسْرَائِيْلَ فَلَمْ يَشْمُوْلُوْهَا

আল্লাহ্‌র কসম, এই সেই حطة (আমাদের প্রভু আমাদের গুনাহ্ মাফ কর), যা বনী ইসরাঈলের সামনে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা বলেনি।

ইব্‌ন শিহাব বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের নির্দেশ দিলেন :

ডানদিকের যাহরী হামশের মাঝখান দিয়ে ঐ পথে অগ্রসর হও, যা মক্কার নিম্নাঞ্চলে হুদায়বিয়ার দ্বারপথ স্বরূপ, যা সানিয়াতুল মিরারে গিয়ে পড়েছে।

তারপর তারা সে পথেই অগ্রসর হতে থাকেন। কুরায়শ বাহিনী যখন দূর থেকে মুসলিম বাহিনীর পথ চলার ধূলোবালি দেখতে পেলো, তখন তারা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে ফেললো। তারা কুরায়শের কাছে ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সদলবলে অগ্রসর হয়ে সানিয়াতুল মিরারে পৌঁছতেই তাঁর উটনী বসে গেল। তখন লোকেরা বলতে লাগলেন : উটনী বসে গেছে, আর অগ্রসর হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : না, তা নয়, বসে যাওয়া তার অভ্যাস নয়, বরং সেই পবিত্র সত্তাই তাকে বিরত করেছেন, যিনি হাতিসমূহকে মক্কার দিকে এগুতে বিরত করেছিলেন। আজ কুরায়শরা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী যে প্রস্তাবই আমাকে দেবে, আমি তাতে সম্মত হয়ে যাব। তারপর তিনি লোকদের বললেন : তোমরা অবতণ কর। তখন তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ প্রান্তরে তো পানির কোন ব্যবস্থা নেই, এখানে আমরা কোথায় অবতরণ করবো ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁর তূণ থেকে একটি তীর বের করে জনৈক সাহাবীর হাতে তুলে দিলেন। তিনি তা নিয়ে ওখানকার একটি কূপের মধ্যখানে গেড়ে দিলেন, ফলে তৎক্ষণাৎ সেখানে থেকে পানি উঠতে শুরু করলো। এমন কি শেষ পর্যন্ত লোকদের সেখান থেকে পিছু হটে উটের অবস্থান স্থলে গিয়ে স্থান নিতে হলো।

তীর কে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আসলাম গোত্রের লোকজনের বরাতে আমার কাছে কোন কোন আলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তীর নিয়ে যিনি কূপের মধ্যে অবতরণ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন নাজিয়া ইব্‌ন জুনদুব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন ইয়ামার ইব্‌ন দারেম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন ওয়ায়েলা ইব্‌ন সাহ্‌ম ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন সালামান ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন আফ্‌যা ইব্‌ন আবূ হারিসা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরবানীর উটগুলো নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইনি ছিলেন আফ্‌যা ইব্‌ন হারিসা। (আবূ হারিসা নয়)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট কোন কোন আলিম বলেছেন বারা' ইব্‌ন আযিব প্রায়ই বলতেন :

اَنَا الَّذِىْ نَزَلْتُ بِسَهْمٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

আমি সে ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তীর নিয়ে কূপে অবতরণ করেছিলাম।
আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, সত্যি এঁদের কে অবতরণ করেছিলেন।

নাজিয়ার কবিতা

আসলাম গোত্রের লোকেরা 'নাজিয়া' কথিত গীতি কবিতার কিছু পংক্তি সুরসংযোগে গেয়ে শুনান। আমাদের ধারণা, উনিই সেই ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তীর নিয়ে কূপে অবতরণ করেছিলেন। আসলাম গোত্রের লোকেরা বলেন : নাজিয়া কূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে লোকদের বালতি ভরে ভরে দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক আনসার বালিকা এসে বললেন :

يَا اَيُّهَا الْمَائِحُ دَلْوِى دُوْنَكَا

اِنِّى رَأَيْتَ النَّاسَ يَحْمِد ونكَا

يُثْنُوْنَ خَيْرًا وَيُمَجِّدُوْنَكَ

হে ঐ ব্যক্তি, যে লোকদের বালতি ভরে পানি তুলে দিচ্ছে
এই যে, নাও আমার বালতিটি। আমি দেখ্ছি, লোক তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ,
তারা তোমার যশগানে মুখর,
তারা তোমার আভিজাত্যের প্রশংসা করছে।

ইব্ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনায় আছে—

اِنِّى رَأَيْتُ النَّاسَ يَمْدَحُوْنَكَا

অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায় يحمدونكا শব্দটির পরিবর্তে يمدحونكا রয়েছে। (অর্থ অভিন্ন)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কূয়োর মধ্যে বালতি ভরার কাজে নিয়োজিত অবস্থায়ই নাজিয়া তখন জবাব দিলেন :

قد علمت جارية يمانيه

انى انا المائح واسمى ناجيه

ইয়ামানী বালিকা ফেলেছে তাহা জানিয়া,
বালতি ভরে দেই আমিই, নামটি আমার নাজিয়া

وطعنة ذات رشاش واهية

طعنتها عند صدور العاديه

ফোয়ারার মত কত যে জখম খুন ছিটায়
আপন হাতের বল্লমে আমি দুশমনের সিনায় করেছি ঘা।

বুদায়ল ও খুযায়া গোত্রের লোকদের প্রসংগে

যুহরী (র) বর্ণনা করেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটু শান্ত হলেন, তখন বুদায়ল ইব্ন ওরকা খাযায়ী তার গোত্রের লোকদের নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তারা তাঁর সংগে

আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনাদের আগমনের হেতু কি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জানালেন যে, যুদ্ধের কোন অভিপ্রায় তাঁর নেই। নিছক বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছেন। একান্তই হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি তাদের ঠিক সে জবাবই দিলেন, যা তিনি ইতিপূর্বে বিশর ইব্ন সুফিয়ানকে দিয়েছিলেন।

তারপর খুযায়ী গোত্রের লোকরা কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন :

يا معشر قريش ، انكم تعجلون على محمد

ان محمدا لم يأت لقتال وانما جاء زائر هذا البيت

যে কুরায়শ সম্প্রদায়! মুহাম্মদের বিষয়ে তোমরা শুধু শুধুই বাড়াবাড়ি করছো। তিনি তো আদৌ যুদ্ধের অভিপ্রায় আসেননি। তিনি কেবল বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত করতেই এসেছেন। একথা শুনে কুরায়শরা তাদের উপর ক্ষেপে গেল এবং তাদের অভিযুক্ত করে অশোভনীয় ভাবে তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলো। তারা বললেন : যদিও তিনি যুদ্ধের অভিপ্রায়ে না এসে থাকেন, তবুও তিনি বলপূর্বক আমাদের এখানে ঢুকে পড়তে পারবেন না। আর এ ব্যাপারে আরবরাও যেন আমাদের সাথে কোন কথাবার্তা না বলে।

যুহরী (র) বলেন : খুযায়ীরা মুসলিম-মুশরিক নির্বিশেষে সকলেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একান্ত অন্তরঙ্গ। মক্কায় যা কিছু ঘটতো, তার কিছুই তারা তাঁর কাছে গোপন রাখতো না।

মিকরায ও হুলায়সের আগমন

রাবী বলেন : এরপর কুরায়শরা মিকরায ইব্ন হাফ্স ইব্ন আখইয়াফ নামক বনূ আমির ইব্ন লুয়াই গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন লোকটিকে তাঁর দিকে আসতে দেখতে পেলেন তখন বলে উঠলেন :

هذا رجل غادر

—এ লোকটি কিন্তু চালবাজ।

যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসলো এবং কথাবার্তা বললো, তখন তিনি তাকে বুদায়র ও তাঁর সাথীদের যা বলেছিলেন, তা-ই বললেন। তখন সে ব্যক্তিও কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে যা বললেন, তা তাদের অবহিত করলো।

তারপর কুরায়শরা হুলায়স ইব্ন আলকামা অথবা ইব্ন যুব্বানকে যিনি তখন হাবশীদের সরদার ছিলেন এবং হারিস ইব্ন আব্দ মানাত ইব্ন কিনানা গোত্রের লোক ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে প্রেরণ করলো। তাকে দেখেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

ان هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدى فى وجهه حتى يراه –

এ লোকটি হচ্ছে একটি ইবাদতকারী গোত্রের লোক। সুতরাং কুরবানীর জন্তুগুলো তার দিকে নিয়ে যাও, যাতে সে তা দেখতে পায়।

যখন ঐ ব্যক্তি কুরবানীর জন্তুগুলোকে গলায় প্রতীকসহ প্রান্তরের এক দিক থেকে তাঁর দিকে একের পর এক আসতে দেখতে পেলো আর সে লক্ষ্য করলো যে, একটানা বাঁধা থাকার ফলে তাদের লোমগুলো ঝরে গেছে, তখন সে আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত না পৌঁছেই কুরায়শদের দিকে ফিরে গেল এবং তাদের তা অবহিত করলো।

রাবী বলেন : তখন তারা তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন :

اجلس فانما انت اعرابى لا علم لك -

বসে পড়ো হে! তুমি একটা আস্ত গেয়ো-গোঁয়ার, জ্ঞানবুদ্ধি বলতে তোমার কিছুই নেই।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বর্ণনা করেন। এতে হুলায়স ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন :

"হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্র কসম! আমরা এ জন্যে তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হইনি এবং এ জন্যে চুক্তি করিনি যে, কেউ বায়তুল্লাহ্র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আসলেও তাকে বাঁধা দেওয়া হবে। সেই পবিত্র সত্তার কসম! যাঁর হাতে হুলায়সের প্রাণ, হয় তোমরা মুহাম্মদ যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না, নতুবা আমি হাবশীদের নিয়ে তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবো।"

রাবী বলেন : তখন তারা বললো, আচ্ছা হুলায়স! একটু থামো দেখি, আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসি, যাতে আমরা সকলে সম্মত হতে পারি।

উরওয়া ইব্ন মাসউদের ভূমিকা

যুহরী (র) তাঁর হাদীসে আরও বলেন : তারপর কুরায়শরা উরওয়া ইব্ন মাসউদ ছাকাফীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে প্রেরণ করলো। তখন সে বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা যাকেই মুহাম্মদের কাছে প্রেরণ করেছ, সে ফেরত আসতেই যে দুর্ব্যবহার ও কটুবাক্যের শিকার হয়েছে, আমি তা লক্ষ্য করেছি। তোমরা সম্যকভাবে জ্ঞাত আছো যে, তোমরা আমার পিতৃস্থানীয় আর আমি হচ্ছি পুত্রতুল্য। আর উরওয়া ছিল সুবাইয়া বিন্ত আব্দ শামসের পুত্র। আর আমি তোমাদের উপর আপতিত বিপদের কথাও শুনেছি এবং আমি আমার সম্প্রদায়ের অনুসারীদের সংঘবদ্ধ করে তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছি।

তখন জবাবে তারা বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি আমাদের নিকট অপবাদযোগ্য নও। (অর্থাৎ তোমার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে, তাই তোমার বেলায় ঐ সব দুর্ব্যবহার ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রযোজ্য নয়)।

তখন উরওয়া বেরিয়ে পড়লো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তাঁর সামনে আসন গ্রহণ করলো। তারপর বলল :

"হে মুহাম্মদ! তুমি ইতর শ্রেণীর লোকদের সংঘবদ্ধ করে সাথে নিয়ে এসেছো, যাতে তোমার আত্মীয়-স্বজনকে তাদের সাহায্যে ধ্বংস করতে পার। জেনে রেখো, কুরায়শরা তাদের

স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বের হয়ে পড়েছে এবং পরিধানে তাদের চিতাবাঘের চামড়া। আল্লাহ্‌র নামে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, কোনক্রমেই তারা তোমাকে বলপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। আল্লাহ্‌র কসম! কাল যদি যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, তবে এরা তোমাকে একাকী ছেড়ে চলে যাবে।"

রাবী বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। উরওয়ার এরূপ মন্তব্য শুনে তিনি তাকে গালি দিয়ে বললেন : কী, আমরা তাঁকে একাকী ছেড়ে চলে যাবো।

উরওয়া তখন বলে উঠলেন : এ কে, হে মুহাম্মদ ?

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আবূ কুহাফার পুত্র।

তখন সে বলে উঠলেন : আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমার উপর তোমার পূর্বের কোন অনুগ্রহ না থাকতো, তা হলে এক্ষণি আমি তোমার এ ধৃষ্টতার জবাব দিতাম? কিন্তু তোমার সে দানের জন্যে এ ধৃষ্টতার কথা ছেড়ে দিলাম।

তারপর সে (আরবদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাড়িতে হাত রেখে কথাবার্তা বলতে লাগলো।

রাবী বলেন : মুগীরা ইব্‌ন শু'বা তখন লৌহবর্ম পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উরওয়া যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাড়িতে হাত দিল, তখন তিনি তার হাতে আঘাত করে বললেন : ওহে! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডল থেকে তোর হাত সরিয়ে নে, নতুবা এ হাত আর তোর কাছে ফেরত যাবে না।

তখন উরওয়া বলতে লাগলেন : তোর সর্বনাশ হোক! কী কঠিন দিল ও কঠোর মিযাজ।

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হাসলেন। উরওয়া জিজ্ঞাসা করলেন : এ কে, হে মুহাম্মদ ?

জবাবে তিনি বললেন : এ হচ্ছে তোমার ভাইয়ের বেটা মুগীরা ইব্‌ন শু'বা। তখন উরওয়া বলে উঠলো : ওরে গাদ্দার! তোর অপকর্মের ময়লা তো এই গতকাল মাত্র ধৌত হলো!

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উরওয়া তার একথা দ্বারা যা বুঝাতে চেয়েছে তা হলো, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বনূ সাকীফের অন্তর্ভুক্ত বনূ মালিকের তের ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। ফলে, নিহতদের গোত্র বনূ মালিক এবং মুগীরার গোত্র আহনাফের মধ্যে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠে। তারপর উরওয়া নিহত পক্ষকে তেরটি রক্তপণ দিয়ে বিষয়টি মিটমাট করে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহরী (র) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথেও ঐরূপ আলাপই করলেন, যা তার পূর্ববর্তী সাথীদের সাথে করেছিলেন। তিনি তাকেও জানিয়ে দেন যে, তিনি যুদ্ধের অভিপ্রায়ে আসেন নি।

তখন উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে চলে এলো এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তাঁর প্রতি কীরূপ আচরণ করে থাকেন তাও তার দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি ওযূ করলেই তাঁর সাথীরা ওযূর ব্যবহৃত পানি লুফে নেয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি করেন। তিনি থুথু ফেলতেই তা নিয়েও তাঁদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। তাঁর কোশ মাটিতে পড়ার আগেই তাঁর কাড়াকাড়ি করে লুফে নেন।

তারপর সে ব্যক্তি কুরায়শদের নিকট ফিরে যায় এবং বলে :

يامعشر قريش ، انى قد جئت كسرى فى ملكه

وقيصر فى ملكه - والنجاشى فى ملكه ، وانى والله ما رأيت ملكا

فى قوم ... ... لايسلمونه لشئ ابد فروا رايكم -

হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি পারস্য সম্রাট কিসরার সাথে তার রাজ্যে গিয়ে দেখেছি, রোম সম্রাট কায়সারকে তাঁর রাজ্যে গিয়ে দেখেছি, আবিসিনিয়ার রাজ নাজ্জাশীকে তার রাজ্যে গিয়ে দেখেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি এমন কোন বাদশাহ্কে দেখিনি, যে তার সম্প্রদায়ের কাছে এতই সম্মানিত, যেমন মুহাম্মদ তাঁর সাহাবীদের কাছে অধিকতর প্রিয় ও সম্মানিত। আর আমি এমন এক সম্প্রদায়কে দেখেছি যারা কোন মূল্যেই এবং কস্মিনকালেও মুহাম্মদকে একাকী ছেড়ে পালিয়ে যাবে না। এমতাবস্থায় তোমরা কি করবে, তা তোমরাই ভেবে চিন্তে ঠিক কর!

খিরাশ ইব্ন উমাইয়ার কুরায়শদের নিকট গমন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খিরাশ ইব্ন উমাইয়া খুযায়ীকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে মক্কার কুরায়শদের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁকে তাঁর নিজের একটি উটে চড়ান—যার নাম ছিল ছা'লাব। তাঁকে তিনি এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, যাতে করে তিনি মক্কার সরদারদের কাছে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যের কথা বলে আসেন। তারা রাসূলুল্লাহ্র উটটিকে হত্যা করে এবং দূত খিরাশকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু হাবশীরা তাতে বাধা দেয় এবং তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে আসেন।

কুরায়শের লোকজন ধৃত হওয়া প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : এমন এক রাবী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি মিথ্যাবাদী হওয়ার অপবাদ দিতে পারি না, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরিমার সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর কুরায়শরা তাদের চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ জন লোককে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিনীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যকার কাউকে হাতের নাগালে পেলে তাকে হত্যা করে। কিন্তু তারা সকলেই ধৃত হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নীত হয়।

তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিনীর প্রতি পাথর ও তীর ছুঁড়েছিল।

কুরায়শদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শ সরদারদের কাছে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্যে পাঠাবার উদ্দেশ্যে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কুরায়শদের পক্ষ থেকে আমার প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। আর মক্কায় আদী ইব্ন কা'ব গোত্রেরও এমন কেউ নেই, যে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। আর কুরায়শদের বিরুদ্ধে আমার যে জাতক্রোধ রয়েছে এবং আমি যে তাদের বিরুদ্ধে কত কঠোর তা তারা সম্যক অবগত। আমি বরং আমার পরিবর্তে এমন লোকের সন্ধান দেবো, যিনি তাদের কাছে আমার চাইতেও বেশি সম্মানিত ও প্রবল। তিনি হচ্ছে উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আবূ সূফিয়ান এবং অন্যান্য কুরায়শ সরদারদের কাছে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন যে, তিনি যেন তাদের এ মর্মে অবগত করেন যে, তিনি যুদ্ধের অভিপ্রায়ে আসেন নি, বরং তিনি কেবল আল্লাহ্র ঘরের যিয়ারত এবং তাঁর হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এসেছেন।

উসমান (রা)-এর হত্যার গুজাব

ইব্ন ইসহাক বলেন : সে মতে উসমান (রা) মক্কার দিকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন আবান ইব্ন সাঈদ ইব্ন 'আস তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি তাঁকে তার নিকটে ততক্ষণ রাখেন, যতক্ষণ না তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছান।

তারপর উসমান (রা) আবূ সুফিয়ান ও মক্কার অন্যান্য সরদারদের কাছে যান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পয়গাম তাদের নিকট পৌঁছে দেন। তারা উসমান (রা)-কে বলে : আপনি যদি তাওয়াফ করতে চান, তা হলে করতে পারেন। জবাবে তিনি বলেন :

ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم -

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বে আমি কোনক্রমেই তাওয়াফ করতে পারি না।

কুরায়শরা তাঁকে তাদের কাছে আটক করে রাখে। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলমানদের কাছে খবর রটে যায় যে, উসমান (রা) কুরায়শদের হাতে নিহত হয়েছে।

বায়'আতে রিদওয়ান

যুদ্ধের জন্য বায়'আত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উসমান নিহত হয়েছেন বলে খবর পেলেন, তখন তিনি বললেন :

لا نبرح حتى نناجز القوم -

এ সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত আমরা এ স্থান ত্যাগ করবো না।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের বায়'আতের জন্য আহবান জানালেন। বৃক্ষের নীচে বায়'আতে রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হলো। লোকেরা বলে থাকে যে, সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের নিকট থেকে মৃত্যুর জন্য বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট থেকে মৃত্যুর জন্য বায়'আত গ্রহণ করেন নি, বরং তিনি এ মর্মে বায়'আত নিয়েছিলেন যে, আমরা পলায়ন করবো না।

যখন লোকদের থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়'আত গ্রহণ করলেন, তখন বনূ সালামা গোত্রের জাদ্ ইব্‌ন কায়স ব্যতীত উপস্থিত সকল মুসলমানই সেদিন বায়'আতে আবদ্ধ হলেন, অন্য কেউই আর পিছিয়ে ছিলেন না। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলতেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি যেন দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, জাদ ইব্‌ন কায়স তার উটনীর বগলের পাশ ঘেঁষে লোকের দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে আসছেন, আর চুপিসারে তাঁর কানে কানে বলছেন : উসমানের ব্যাপারে যা রটেছে তা যথার্থ নয়।

সর্বপ্রথমে বায়'আত গ্রহণকারী ব্যক্তি

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ওয়াকী ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ শা'আবীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি বায়'আতে রিদওয়ানের বায়'আতে আবদ্ধ হন, তিনি হলেন আবূ সিনান আসাদী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি যাঁকে বিশ্বস্ত বিবেচনা করি, এমন একজন রাবী সহীহ্ সনদে বর্ণনাকারীদের বরাতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আবূ মূলায়কা ইব্‌ন আবূ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে উসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে এভাবে বায়'আত গ্রহণ করেন যে, তিনি তাঁর এক হাত অপর হাতের উপর রাখেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহরী বলেছেন, তারপর কুরায়শরা সুহায়ল ইব্‌ন আমরকে, যে ছিল বনূ আমির ইব্‌ন লূই গোত্রের লোক, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তারা তাকে

বলে যে, তুমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে সন্ধিস্থাপন কর। তবে সে সন্ধিতে অবশ্যই একথা থাকবে যে, এ বছর তিনি আমাদের এখান থেকে ফিরে যাবেন। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম! আরবরা চিরদিন বলাবলি করবে যে, মুহাম্মদ বলপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

সুহায়ল ইব্‌ন আমর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করলেন। তিনি তাকে আসতে দেখেই বললেন :

قد اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل -

"এ লোকটিকে যখন কুরায়শরা প্রেরণ করেছে, তখন তারা যে সন্ধি করতে মনস্থ করেছে, এটা সুনিশ্চিত।"

সুহায়ল যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো, তখন সে আলাপ আলোচনা শুরু করলে, সে আলাপ অনেক দীর্ঘ হলো। অনেক বাদানুবাদ হলো। তারপর সন্ধি হবে বলে স্থির হলো। যখন সবকিছু ঠিকঠাক, কেবল লেখাটাই বাকী, এমন সময় উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) দ্রুত সামনে এগিয়ে এলেন। তিনি আবূ বকর (রা)-এর সম্মুখীন হলেন এবং তাঁদের মধ্যে এরূপ কথোপকথন হলো :

উমর : হে আবূ বকর! ইনি কি আল্লাহ্‌ল রাসূল নন ?

আবূ বকর : অবশ্যই।

উমর : আমরা কি মুসলমান নই ?

আবূ বকর : অবশ্যই।

উমর : ওরা কি মুশরিক নয় ?

আবূ বকর : অবশ্যই।

উমর : তা হলে আমাদের দীনের ব্যাপারে কেন আমাদের এই দৈন্য স্বীকার করা ?

আবূ বকর : হে উমর! তাঁরই আনুগত্য করে যাও, কেননা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল।

উমর : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল।

তারপর উমর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এলেন। তাঁদের মধ্যে তখন যে কথোপকথন হয়, তা এরূপ :

উমর : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি কি আল্লাহ্‌র রাসূল নন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) : অবশ্যই।

উমর : আমরা কি মুসলমান নই ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) : অবশ্যই।

উমর : ওরা কি মুশরিক নয় ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) : অবশ্যই।

উমর : তা হলে কেন আমাদের দীনের ব্যাপারে আমরা এ দৈন্য ও হীনতা স্বীকার করবো ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) : আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করবো না, আর তিনিও আমাকে ধ্বংস করবেন না।

যুহরী (র) বলেন : উমর (রা) প্রায়ই বলতেন, সেদিন আমি যা করেছি, সে ভয়ে আমি এত নামায, রোযা, সাদকা খয়রাত এবং গোলাম আযাদ করেছি যে, শেষ পর্যন্ত আমার মনে আশার সঞ্চার হয়েছে যে, ব্যাপারটি ভালোয় ভালোয় সেরে যাবে।

সন্ধির শর্তাবলী

রাবী বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন : লিখ :

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

—পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে। তখন সুহায়ল বলে উঠলেন : এ তো আমরা জানি না, বরং লিখ, 'বি-ইসমিকা আল্লাহুম্মা'। অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তোমার নামে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : বি-ইসমিকা আল্লাহুমাই' লিখ। আলী (রা) তা-ই লিখলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : লিখ, এটা ঐ সন্ধি যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সুহায়ল ইব্ন আমরের সাথে করেছেন।

তখনই সুহায়ল আপত্তি করে উঠলেন : আরে, আমি যদি সাক্ষ্য দিতাম যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল, তা হলে তো আর আপনার সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ করতাম না! আপনি নিজের এবং আপনার পিতার নাম লিখুন!

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আচ্ছা তাই লিখ :

"এটা হচ্ছে সেই সন্ধি, যা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাঁর প্রতিপক্ষ সুহায়ল ইব্ন আমরের সাথে সম্পন্ন করেছেন।"

তাঁরা এ ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হলেন যে, দশ বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষে কোন যুদ্ধ হবে না। লোকজন নিরাপদে থাকতে পারবে। কেউ কারো উপর আক্রমণ করতে পারবে না।

অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে কুরায়শের কেউ যদি (মক্কা থেকে) মুহাম্মদের নিকটে (মদীনায়) চলে যায়, তবে তিনি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু মুহাম্মদের কোন সাথী যদি কুরায়শদের কাছে চলে আসে, তবে তারা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।

নিজেদের অন্তরে যা আছে, তা অন্তরেই থাকবে। তার বহিঃপ্রকাশ করা চলবে না। খিয়ানত বা বিশ্বাসভঙ্গ করা চলবে না।

যাদের ইচ্ছা তারা মুহাম্মদের সাথে চুক্তিবদ্ধ বা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে, আর যাদের ইচ্ছা হয় তারা কুরায়শদের সাথে চুক্তিবদ্ধ বা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এতে কোন পক্ষের হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

বনূ খুযায়া ও বনূ বকরের মৈত্রী গ্রহণ

সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হতে না হতেই বনূ খুযায়া দ্রুত এগিয়ে এসে ঘোষণা করলো আমরা মুহাম্মদের সাথে মৈত্রী বন্ধন আবদ্ধ হলাম। ওদিকে বনূ বকর দ্রুত এগিয়ে এসে ঘোষণা করলো, আমরা কুরায়শদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলাম। আপনারা এবার মক্কায় প্রবেশ না করে ফেরত চলে যাবেন। আগামী বছর আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবো, তখন আপনি আপনার সাথীদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং তিন দিন এখানে অবস্থান করবেন। আপনাদের সাথে আরোহীদের অস্ত্র-শস্ত্র থাকবে। তলোয়ার কোষবদ্ধ থাকবে, এর অন্যথা করে প্রবেশ করা চলবে না।

আবূ জুন্দল ইব্‌ন সুহায়লের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সুহায়ল ইব্‌ন আমরকে নিয়ে সন্ধিপত্র লেখানোর কাজে ব্যস্ত, এমনি সময় সুহায়লের পুত্র আবূ জন্দল শিকল পরিহিত অবস্থায় এসে পৌঁছলেন এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে পৌঁছবার সুযোগ হলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেহেতু ইতিপূর্বেই মক্কা বিজয়ের বিষয়টি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাই সফরে বের হওয়ার সময় সাহাবীদের মনে বিজয় সম্পর্কে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। তারপর যখন তারা সন্ধি ও প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করলেন এবং ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য কত কষ্টকর হয়েছে তাও তারা অবলোকন করলেন, তখন তাঁদের অস্থিরতার অন্ত ছিল না। অন্তর্জ্বালায় তাঁরা তখন জ্বলে পুড়ে শেষ হচ্ছিলেন।

সুহায়ল যখন আবূ জন্দলকে দেখতে পেলো, তখন সে তার নিকটবর্তী হল এবং সজোরে তাঁকে চপেটাঘাত করলো এবং জোরে তার গলা চেপে ধরলো। তারপর বলল : হে মুহাম্মদ! তোমার ও আমার মধ্যে সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তারপরেই কিন্তু এর আগমন হয়েছে।

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি যথার্থই বলেছো। তারপর সুহায়ল আবূ জন্দলকে টানা হেঁচড়া শুরু করে দিল যাতে সে তাঁকে কুরায়শদের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তখন আবূ জন্দল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলতে লাগলেন :

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أُرَدُّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ يَفْتِنُوْنِى فِى دِيْنِى ؟

হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমাকে কি মুশরিকদের হাতে পুনরায় তুলে দেওয়া হবে, আর তারা আমার দীন বরবাদ করবে ?

এতে মুসলমানদের মর্মপীড়া আরো বৃদ্ধি পেলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

يَا ابا جندل فاصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاو مخرجا وانا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا واعطيناهم على ذلك واعطونا عهد الله وانا لانغدر بهم -

হে আবূ জন্দল। ধৈর্যধারণ কর এবং বিনিময়ে সওয়াবের আশা রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার এবং তোমার দুর্বল মুসলমান সাথীদের জন্যে নিষ্কৃতির বন্দোবস্ত করে দেবেন। আমাদের এবং ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তির বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হয়েছি। আর এ ব্যাপারে আমরা এবং তারা আল্লাহ্র নামে পরস্পরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আর এ ব্যাপারে আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চাই না।

রাবী বলেন : এ সময় উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) লাফ দিয়ে আবূ জন্দলের কাছে গেলেন এবং বললেন : সবর করো, হে আবূ জন্দল! এরা হচ্ছে অংশীবাদী পৌত্তলিক। এদের রক্ত তো কুকুরের রক্তের মত। এ বলে তিনি তরবারির হাতল তাঁর নিকটবর্তী করে দিলেন।

রাবী বলেন : পরবর্তীকালে উমর (রা) বলতেন, আমার আশা ছিল, আবূ জন্দল তলোয়ার ধরবে এবং তার পিতার ভবলীলা সাঙ্গ করবে, কিন্তু সে ব্যক্তি তার পিতার দিকেই খেয়াল করলো, আর এভাবে সন্ধির কার্যকারিতা শুরু হলো।

সন্ধির সাক্ষিগণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সন্ধিপত্র লেখানো থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি কয়েকজন মুসলমান ও কয়েকজন মুশরিককেও সন্ধির সাক্ষী বানিয়ে রাখলেন। তাঁরা হলেন :

১. আবূ বকর সিদ্দীক (রা)
২. উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)
৩. আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)
৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আমর (রা)
৫. সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)
৬. মাহ্মূদ ইব্ন মাসলামা (রা)
৭. মুকারিয ইব্ন হাফস—তিনি তখনো মুশরিক ছিলেন।
৮. আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)

সন্ধিপত্রটি আলী (রা)-ই লিখেছিলেন।

কুরবানীর উট যবাই

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাঁবু হিল্ল' তথা হেরেম সীমার বাইরে ছিল। কিন্তু তিনি সালাত আদায় করতেন হেরেম সীমানার মধ্যে। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের পর তিনি কুরবানীর উটসমূহের কাছে যান এবং সেগুলো যবাই করেন। তারপর বসে মাথা মুণ্ডন করালেন। সেদিন তাঁর মস্তক যিনি মুণ্ডন করেছিলেন, আমার জানামতে তিনি ছিলেন খারাশ ইব্ন উমাইয়া ইব্ন ফযল খুযায়ী। লোকে যখন লক্ষ্য করলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উট যবাই করে মস্তক মুণ্ডন করে ফেলেছেন, তখন তারাও দ্রুত এগিয়ে তাদের উটসমূহ যবাই করলো এবং মস্তক মুণ্ডন করতে লাগলো।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ আবূ নুজায়হ্—মুজাহিদ সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : হুদায়বিয়ার দিনে অনেকে মস্তক মুণ্ডন করেন, আবার অনেকে তাদের চুল খাটো করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ -

আল্লাহ্ হলককারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

তখন তাঁরা বললেন :

وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟

আর কসরকারীদের প্রতি নয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? তিনি পুনরায় বললেন :

يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ -

আল্লাহ্ তা'আলা হলককারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন!

তাঁরা বললেন : وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ এবং কসরকারীদের প্রতিও নয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ?

তিনি পুনরায় বললেন : يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ আল্লাহ্ হলককারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন!

তখন তিনি আরো বললেন : وَالْمُقَصِّرِيْنَ —এবং কসরকারীদের প্রতিও।

তখন তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কসরকারীদের প্রতি রহমতের উপর জোর না দিয়ে হলককারীদের প্রতি রহমতের উপর এত জোর দিলেন কেন ?

বললেন : এজন্যে যে তারা একটুও দ্বিধা করেনি।

নাকে রূপার আংটা লাগানো উট

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নুজায়হ বলেন : আমার নিকট মুজাহিদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার দিন যে সব উট কুরবানী করেন, তার মধ্যে একটি ছিল আবূ জাহলের উট; যার নাকে একটি রূপার আংটা লাগানো ছিল। মুশরিকদের মর্মপীড়া বৃদ্ধি জন্যে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল।

সূরা ফাত্‌হ্ নাযিলের প্রেক্ষাপট

যুহরী তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হন, তখন সূরা ফাত্‌হ্ নাযিল হয় :

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا -

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়,—এটা এই জন্য যে, যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন (৪৮ : ১-২)।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবাদের কথা আলোচনা করা হয়। শেষ পর্যন্ত বায়'আতে রিদওয়ান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -

যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহ্রই বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং সে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে,তিনি তাকে মহাপুরস্কার দেন (৪৮ : ১০)।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব বেদুঈনদের কথা উল্লেখ করেন, যারা জিহাদের ডাকে সাড়া দিতে পশ্চাৎপদ হয়েছিল। তারপর তিনি উল্লেখ করেন যে, যখন তাদের জিহাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূল আহবান করেন, তখন তারা পিছপা হয়ে যায় :

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا -

যে সকল আরব মরুবাসী গৃহে রয়ে গিয়েছে, তারা তোমাকে বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদের ব্যস্ত রেখেছে (৪৮ : ১১)।

এভাবে তাদের অবস্থা তুলে ধরে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ -

তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সংগে যেতে দাও (৪৮ : ১৫)।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ ۚ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا -

তারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল, তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা করেছেন। তারা বলবে, তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছো। বস্তুত ওদের বোধশক্তি সামান্য (৪৮ : ১৫)।

তারপর তার পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ একথাও বর্ণনা করেন যে, কিভাবে তাদের একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে আহবান জানানো হয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নুজায়হ্ আতা ইব্ন আবূ রিবাহ ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এখানে শক্তিশালী সম্প্রদায় বলতে পারসিক জাতিকে বুঝানো হয়েছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিতে পারি না, শক্তিশালী সম্প্রদায় বলতে (মুসায়লামা) কায্যাবের সঙ্গী-সাথী, হানীফা গোত্রের লোকদের বুঝানো হয়েছে।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَا فِى قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا - وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا ط فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ ج وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا - وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا -

মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করলো, তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি অবগত ছিলেন। তাদের তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ, যা তারা হস্তগত করবে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল-সম্পদের যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের হতে মানুষের হাত নিবারিত করেছেন, যেন তা হয় মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ্ তোমাদের পরিচালিত করেন সরল পথে। আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারের আসেনি, তা তো আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (৪৮ : ১৮-২১)।

সাফল্যের সুসংবাদ

তারপর আল্লাহ্র তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে কাফিরদের উপর বিজয় দানের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার কথা উল্লেখ করেন অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে, যাদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট পেয়েছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ করতে বারণ করে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি বলেন :

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا -

আর তিনি মক্কা উপত্যকায় ওদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত ওদের হতে নিবারিত করেছেন, ওদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্র তা দেখেন (৪৮ : ২৪)।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ط

ওরাই তো কুফরী করেছিল এবং তোমাদের নিবৃত্ত করেছিল মসজিদুল হারাম হতে বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে (৪৮ : ২৫)।

ইব্ন হিশাম বলেন : এখানে المعكون শব্দটি المحبوس অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (যার অর্থ বাধ্যগ্রস্ত)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

وَلَوْ لاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ

তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হতো যদি না থাকতো এমন কিছু নর ও নারী যাদের তোমরা জান না, তোমরা তাদের পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে; ফলে ওদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে (৪৮ : ২৫)।

এ আয়াতে المعرة বলতে الغرم বা জরিমান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের জন্যে অজ্ঞাতসারে তোমরা নিজেদের উপর জরিমান জরুরী করতে, তারপর তোমাদেরকে তার রক্তপণ দিতে হতো। معرة শব্দটি এখানে اثم বা গুনাহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা, এখানে তার কোন সন্দেহ বা অবকাশ ছিল না।[১]

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট মুজাহিদের এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, এ আয়াতটি ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা, সালামা ইব্‌ন হিশাম, আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রাবী'আ, আবূ জান্দল ইব্‌ন সুহায়ল এবং তাঁদের মত আরো যাঁরা তদানীন্তন মক্কায় ছিল, তাঁদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর আল্লাহ্ তাবারাক তা'আলা আরো বলেন :

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ –

যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করতো গোত্রীয় অহমিকা অজ্ঞতা যুগের অহমিকা (৪৮ : ২৬)।

অর্থাৎ সুহায়ল ইব্‌ন আমর যখন বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ লিখতেই তার মধ্যে কুণ্ঠা দেখা দিল।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ –

তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর তাঁর প্রশান্তি দান করলেন (৪৮ : ২৬)

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا –

আর তাদের তাক্‌ওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন (৪৮ : ২৬)।

অর্থাৎ তাওহীদ তথা কালিমায়ে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" এর সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত তারাই ছিলেন।

---

১. কেননা, অজ্ঞাতসারে এরূপ হত্যা করলে গুনাহ্ হতো না। শুধু তাদের রক্তপণ পরিশোধ করতে হতো।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ج لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا -

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে—কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা জান না এ ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয় (৪৮ : ২৭)।

অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি।

যুহরী (র) বলেন : ইসলামের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এর চাইতে বড় কোন বিজয় আর অর্জিত হয়নি। যেখানেই লোকজন সমবেত হতো বা পারস্পরিক সাক্ষাৎ হতো, সেখানেই যুদ্ধের সূচনা হতো। যখন এই সন্ধি স্থাপিত হলো এবং যুদ্ধের অবসান হলো এবং লোকজন একে অপর থেকে নিরাপদবোধ করতে লাগলো, তখন পারস্পরিক সাক্ষাতে তারা আলাপ-আলোচনা, ভাব বিনিময় এবং বির্তক ও বাদানুবাদের সুযোগ পেলো। যখনই কেউ ইসলাম সম্পর্কে কোন কথা বলতো এবং তা কারো বোধগম্য হয়ে যেতো, তখনই সে ইসলাম গ্রহণ করতো। ফলে, দু'বছরে এত অধিক সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করলো যে, ইতিপূর্বে সামগ্রিকভাবে যত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের সংখ্যা পূর্ববর্তীদের সমান ছিল বা পরবর্তী ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা পূর্ববর্তীদের সংখ্যাকেও অতিক্রম করেছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : যুহরীর এ বক্তব্যের যথার্থতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো—রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদাযবিয়ার দিকে যাত্রা করেন, তখন জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্র ভাষ্য অনুসারে, তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ। পক্ষান্তরে, দু'বছর পর মক্কা বিজয়ের বছর যখন তিনি পুনরায় যাত্রা করেন, তখন তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার।

সন্ধি উত্তরকালে মক্কার দুর্বলদের অবস্থা

আবূ বসীরের কাহিনী

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন আবূ বসীর উতবা ইব্ন উসায়দ ইব্ন জারিয়া তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেন। মক্কার যাঁদেরকে আটকে রাখা হয়েছিল তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছলেন, তখন আযহার ইব্ন আব্দ আওফ ইব্ন আব্দ ইব্ন হারিস ইব্ন যাহ্রা এবং আখনাস ইব্ন শুরায়ক ইব্ন আমর ইব্ন ওয়াহাব সাকাফী তাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পত্র লিখে বনূ

আমির ইব্‌ন লূয়াঈর এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে পাঠালেন। তার সাথে তাদের আরেক জন আযাদকৃত গোলাম ছিল। তারা দুজনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আযহার ও আখনাসের পত্রসহ উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আবূ বসীরকে লক্ষ্য করে বললেন : হে আবূ বসীর! আমরা ঐ সম্প্রদায়ের সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ তা তোমার অজানা নেই। আর আমাদের ধর্মে বিশ্বাসভঙ্গেরও কোন অবকাশ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার এবং তোমার সাথীদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের জন্যে নিষ্কৃতি ও মুক্তির কোন ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। সুতরাং তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাও। তখন তিনি বললেন :

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَرُدُّنِى اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ يَفْتِنُوْنَنِى فِى دِيْنِى -

হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আপনি কি আমাকে সেই মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন, যারা আমার দীনকে বরবাদ করবে ?

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

يَا اَبَا بَصِيْرَ اِنْطَلِقْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى سَيَجْعَلُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا -

তুমি চলে যাও, হে আবূ বসীর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্যে এবং তোমার সঙ্গী-সাথী দুর্বলদের জন্যে অচিরেই মুক্তির একটা বন্দোবস্ত করে দেবেন।

এরপর তিনি তাদের সাথে চলে গেলেন। যখন তারা যুলহুলায়ফায় গিয়ে উপনীত হলেন, তখন তাঁরা একটি প্রাচীরের পাশে ঘেঁষে বসলেন। তাঁর সঙ্গী দু'জন ও তাঁর কাছেই বসলেন। তখন আবূ বসীর বললেন : হে বনূ আমির গোত্রীয় ভাইটি! তোমার তলোয়ারটি কি খুব ধারাল নাকি ?

সে বললেন : হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন : আমি কি এটা একটু দেখতে পারি ?

সে বললেন : তুমি চাইলে দেখতে পারো।

রাবী বলেন : তারপর আবূ বসীর তরবারি কোষমুক্ত করলেন এবং তার প্রতি তা তাক করলেন, আর এভাবে তার ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। সঙ্গে সেই আযাদকৃত দাসটি তখন দ্রুত পালিয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলো। তিনি তখন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাকে আসতে দেখে বলে উঠলেন :

লোকটি নিশ্চয়ই কোন ভীতিপ্রদ দৃশ্য দেখেছে।

তারপর যখন লোকটি তাঁর নিকটে এলো, তখন তিনি বললেন : কিরে অভাগা, তোর কী হলো ? তখন সে বলল :

আপনার লোকটি আমার সঙ্গীকে হত্যা করে ফেলেছে।

রাবী বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! ইতিমধ্যেই আবূ বসীর তলোয়ার সজ্জিত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)!

আপনার দায়িত্ব পূণ হয়েছে। আল্লাহ্ আপনাকে দায়িত্ব মুক্ত করেছেন। আপনি আমাকে সম্প্রদায়ের হাতে অর্পণ করেছেন। আমি আমাকে ধর্ম বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছি এবং আমাকে ফেরত পাঠানোর ঝামেলা থেকে আত্মরক্ষা করেছি।

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

ويل امه محش حرب لوكان معه رجال !

তার মায়ের সর্বনাশ হোক।[১] তার সাথে আরো কয়েকজন থাকলে তো রীতিমত যুদ্ধই শুরু হয়ে যেতো।

তারপর আবূ বসীর সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত যুলমারওয়ার নিকটবর্তী 'ঈস' নামক স্থানে গিয়ে তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন। এটা ছিল কুরায়শদের সিরিয়া গমনের পথ। এদিকে মক্কায় কুরায়শদের আটকে রাখা মুসলমানদের নিকট সংবাদটি যখন পৌঁছলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বসীরকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, তার সাথে আরও কয়েকজন থাকলে তো রীতিমত যুদ্ধই শুরু হয়ে যেতো, তখন তারা ও আবূ বসীরের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে 'ঈসের; উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে তাদের সত্তর জনের মত লোক আবূ বসীরের নিকট সমবেত হলেন। তাঁরা কুরায়শদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুললেন। তাঁরা তাদের যাকেই হাতের কাছে পেতেন, তাকেই হত্যা করতেন এবং তাদের যে কাফিলাকেই তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখতেন, তার উপরই হামলা চালাতেন। শেষ পর্যন্ত কুরায়শরা আত্মীয়তা বন্ধনের দোহাই দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পত্র লিখলো যে তিনি যেন ওঁদেরকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে রক্ষা করেন। তাঁদের ব্যাপারে তাদের আর কোন দাবী বা আপত্তি থাকবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে আশ্রয় দিলেন আর তাঁরা মদীনায় তাঁর নিকট গিয়ে উঠলেন।

ইব্ন হিশাম আবূ বসীরকে ثقفي বলে অভিহিত করেন।

সুহায়লের প্রতিজ্ঞা

ইব্ন ইসহাক বলেন : সুহায়ল ইব্ন আমর যখন জানতে পারলো যে, আবূ বসীর কুরায়শদের সাথী আমিরকে হত্যা করে ফেলেছেন, তখন সে কা'বার প্রাচীরে পিঠ ঠেকিয়ে প্রতিজ্ঞা করলো যে, এ ব্যক্তির রক্তপণ উশুল না করা পর্যন্ত আমি আমার পিঠ কা'বা প্রাচীর থেকে সরিয়ে নেবো না। তখন আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব (তদানীন্তন অন্যতম কুরায়শ নেতা) বলে উঠলেন : আল্লাহ্র কসম! এটা একটা নিরেট নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ্র কসম! এর রক্তপণ কস্মিনকালেও উশুল করা যাবে না। বনূ যাহ্রা গোত্রের মিত্র মাওহাব ইব্ন রিয়াহ্ আবূ আনীস সে প্রসঙ্গে নিম্নের কবিতাটি বলেন :

---

১. এটা আসলে কোন বদদু'আ বা অভিশাপ নয়। এটা আরবী একটা বাকরীতি। সাধারণত কেউ অসাধারণ বা সাংঘাতিক কোন কাজ করলে এরূপ বলা হয়ে থাকে।

আবূ আনীসের কবিতা

সুহায়লের নিকট থেকে আমার কাছে পৌঁছলো একটি ছোট্ট বার্তা,
আমাকে তা জাগিয়ে রাখলো তাবৎ রাত,
হারাম করে দিল আমার রাতের ঘুম।
তুমি যদি আমার প্রতি তোমার রোষ বা
বিরাগ প্রকাশ করতে চাও,
তবে স্বাচ্ছন্দে তা করতে পার,
কেননা, তোমার সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই।
তুমি কি আমাকে ভীতি প্রদর্শন করছো বনূ মাখযূমের,
অথচ আমার চতুর্পার্শ্বে রয়েছে বনূ আবূদ মান্নাফ ?
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়,
তুমি এমন লোকদের প্রতিও বৈরিতা পোষণ কর!
তুমি যদি আমার বল্লম চেপে ধর,
তা হলে তুমি আমাকে কঠিন দুঃসময়েও
দুর্বলভাষী দেখবে না।
পিতৃপুরুষের দিক থেকে যারা অভিজাত,
বংশ মর্যাদায় আমি তাদেরও সেরা;
যখন দুর্বলের প্রতি চলে নিপীড়ন,
তখন আমি আমার স্ববংশীয় লোকজন নিয়ে—
অবতীর্ণ হই তীর নিক্ষেপে।
তাঁরাই তো নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক,
যারা প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে আসছে,
মক্কার উঁচু অঞ্চল থেকে শুরু করে,
নিম্নাঞ্চল ও প্রান্তরের অঞ্চল পর্যন্ত।
দ্রুতগামী ও মযবুত গড়নের অশ্বাদির সাহায্যে—
তারা অত্যন্ত মারমুখী এবং যুদ্ধবিগ্রহ করতে করতে—
অত্যন্ত শীর্ণদেহী হয়ে পড়েছে।
সা'দ গোত্রের লোকজন সম্যক জানে,
খায়েফে আমাদের অভিজাত্যের প্রতীকী প্রাসাদ—
অত্যন্ত মযবুত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

সন্ধির পর হিজরতকারিণীদের প্রসংগে

উম্মু কুলছুমের হিজরত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ঐ সময়ে উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মুআঈতের কন্যা উম্মু কুলছুম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হিজরত করে আসেন। তাঁর দুই ভাই উমারা ও ওয়ালীদ তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে এসে হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে তাদের বোনকে ফেরত দেওয়া দাবী জানালো। তিনি তা করেন নি। কেননা, আল্লাহ্‌র তা'আলা তা করতে বারণ করে দেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহরী আমার নিকট উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন। আমি উরওয়ার নিকট এমন সময় গিয়ে প্রবেশ করলাম, যখন তিনি ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের পারিষদ ইব্‌ন আবূ হুনায়দার কাছে পত্র লিখছিলেন। ইব্‌ন আবূ হুনায়দা তাঁর কাছে নিম্নে উদ্ধৃত আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন করে পত্র লিখেছিলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآئَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ج فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ط لَاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ط وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ط وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ -

হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা দেশত্যাগী হয়ে আসলে তোমরা তাদের পরীক্ষা করো। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে তারা মু'মিন তবে তাদের কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের ফিরিয়ে দিও। এরপর তোমরা তাদের বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না (৬০ : ১০)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : عصم শব্দটি বহুবচনের ব্যবহৃত এর একবচন وعصمة এর অর্থ রশি বা দড়ি। কবি আ'শা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সালাবা এ অর্থেই তাঁর কবিতায় বলেন :

الى المرأقيس نطيل السرى
ونأخذ من كل حى عصم

আমরা কায়স নামক ব্যক্তির দিকে রাতের যাত্রাকে দীর্ঘায়িত করি প্রত্যেক গোত্র থেকে এজন্য রশি সংগ্রহ করি।

وَسْئَلُوا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا اَنْفَقُوا ط ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাবে এবং কাফিররা ফেরত চাবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহ্‌র বিধান, তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০ : ১০)

রাবী বলেন, তারপর উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র তাঁর নিকট লিখেন :

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুদায়বিয়ার দিন কুরায়শদের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে যারাই তাঁর কাছে আসবে, তিনি তাদের ফেরত পাঠাবেন। যখন মহিলারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হিজরত করে আসলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠাতে বারণ করে দিলেন যখন তারা ইসলামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং যখন প্রতীয়মান হলো যে, তাঁরা সত্যি-সত্যি ইসলামের আকর্ষণেই ছুটে এসেছেন, তখন তাদের আটকিয়ে রাখতে হলে তাদের মোহরানা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। এটা এ অবস্থায় প্রযোজ্য, যদি তারা মুসলমানদের তাদের মহিলাদেরকে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দেয়। তাই বলা হলো :

ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

এটাই আল্লাহ্‌র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (৬০ : ১০)।

তারপরই রাসূলুল্লাহ্ মক্কা থেকে হিজরত করে আগত মুসলিম মহিলাদের নিজেদের কাছে রেখে দিয়ে কেবল পুরুষদেরকেই ফেরত পাঠান, যেমনটা আল্লাহ্ নির্দেশ দেন যে, আটকৃত মুসলিম রমণীদের তাদের স্বামীদের পূর্ব প্রদত্ত মোহরানা ফেরত চেয়ে পাঠাও এবং তারা যদি সত্যি সত্যি এরূপ আটককৃত মুসলিম রমণীদের তাদের স্বামীদের পূর্ব প্রদত্ত মোহরানা ফেরত পাঠিয়ে দেয়, তবে তোমরা তেমনিভাবে ফেরত পাঠিয়ে দিও।

যদি আল্লাহ্ এরূপ বিধান না দিতেন তা হলে পুরুষদের তিনি যেমন ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। তেমনি হিজরত করে আসা মুসলিম মহিলাদেরকেও অবশ্যই ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। যদি হুদায়বিয়ার দিন এরূপ সন্ধিপত্র না হতো, তা হলে তিনি অবশ্যই মহিলাদের রেখে দিতেন, আর তাদের মোহরানাও ফেরত পাঠাতেন না। সন্ধির পূর্বেও মুসলিম মহিলাদের ব্যাপারে তিনি এরূপই করতেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমি যুহ্‌রীকে এ আয়াত সম্পর্কে এবং আল্লাহ্‌র বাণী :

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْئٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوا ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ -

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে, তখন যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গিয়াছে তাদেরকে, তারা যা

ব্যয় করেছে তা সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাতে তোমরা বিশ্বাসী (৬০ : ১১)।

তখন উরওয়া জবাব দিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, যদি তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কাফিরদের হাতে ফেলে এসে থাকে, আর তাদের কোন মহিলা যদি তোমাদের কাছে একান্তই না আসে, যাতে করে তোমরা তাদের কাছ থেকে মোহরানা আদায় করতে পার—যেমনটি তারা তোমাদের নিকট থেকে আদায় করে নেয়, তা হলে তোমরা তোমাদের হাতে তাদের যে গনীমতের মাল এসেছে, তা থেকে তোমরা তাদের মহিলাদের প্রদত্ত মোহরানার সমপরিমাণ সম্পদ তাদেরকে বিনিময় স্বরূপ দিয়ে দাও।

যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো :

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَآئَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ... ... بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ -

হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা দেশত্যাগী হয়ে আসলে .... তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্কে রেখো না।

তখন যারা তাদের এরূপ স্ত্রীদের তালাক দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তিনি তাঁর স্ত্রী কুরায়বা বিন্‌ত আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরাকে তালাক দেন। তারপর মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান তাঁকে বিবাহ করেন। তখন তাঁরা উভয়েই পৌত্তলিকরূপে জীবন যাপন করছিলেন। এভাবে তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মু কুলছুম বিন্‌ত জারওয়ালকে তালাক দেন, যিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর খুযায়রীর মা ছিলেন। আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন গানিমের পুত্র আবূ জাহাম পরে তাকে বিবাহ করেন। ইনি উমর (রা)-এরই স্বগোত্রীয় লোক ছিলেন। এঁরাও দু'জনও তখনো পৌত্তলিক ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আবূ উবায়দা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন একজন সাহাবী তাঁর মদীনায় আগমনের পর জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনি কি বলেন নি যে, আপনি নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করবেন ?

তখন জবাবে তিনি বলেন : بَلٰى ، اَفَقُلْتُ لَكُمْ مِنْ عَامِى هٰذَا অবশ্যই বলেছি, কিন্তু আমি কি তোমাদের এ বছরই প্রবেশ করবো বলেছিলাম। তখন সাহাবিগণ জবাব দিলেন : জ্বী-না।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

فَهُوَ كَمَا قَالَ لِى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

আমি জিবরাঈল (আ)-এর কথা অনুসারেই তা বলেছিলাম।

খায়বর যাত্রা প্রসঙ্গে

খায়বরের অভিযান

আমার নিকট আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম বলেন যে, যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কীয় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে যিলহাজ্জ ও মুহাররম মাসের কতেক দিন মদীনায় অবস্থান করেন। সুতরাং ঐ বছরের হজ্জেও মুশরিকরাই মুতাওয়াল্লীরূপে বহাল থাকে। মুহাররমের শেষ দিকে তিনি খায়বর অভিমুখে যাত্রা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এসময় তিনি মদীনায় নুমায়লা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ লায়সীকে শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেন। তিনি যুদ্ধের পতাকা আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর হাতে অর্পণ করেন। সে পতাকাটি ছিল সাদা বর্ণের।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস তায়মী, আবুল হায়সাম নাসর দুহর আসলামীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খায়বর যাত্রাকালে আমির ইব্‌ন আকওয়াকে, যিনি ছিলেন সালমা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আকওয়ার চাচা—বলতে শোনেন : হে আকওয়া তনয় অবতরণ কর এবং আমাদেরকে তোমার হুদীগান[১] শুনাও। আকওয়ার আসল নাম ছিল সিনান।

রাবী বলেন : সেমতে ইব্‌ন আকওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হুদীগান শুনাতে থাকেন। তা ছিল এরূপ :

والله لو لا الله ما اهتدينا
ولا تصدقنا ولا صلينا
انا اذا قوم بغوا علينا
وان ارادوا فتنة ابينا
فانزلن سكينة علينا
وثبت الاقدام ان لاقينا

কসম আল্লাহ্‌র! যদি তাঁর রহমত না হতো।
তবে আমরা পেতাম না হিদায়াত, দিতাম না সাদাকা,
আর না কায়েম করতাম সালাত।

---

১. আমাদের দেশের গাড়য়ানদের ভাওয়াইয়া গানের এবং মাঝিদের ভাটিয়ালী গানের মত আরব দেশের উষ্ট্রচালকদের হুদীগান অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং উটের জন্য উৎসাহ বর্ধক গান ছিল। এতে বিনোদন ও সফরের ক্লান্তি লাঘব হতো।

আমরা সেই সে জাতি—
যখন কোন গোষ্ঠী মোদের বিরুদ্ধে উঠে মাতি,
বাধায় গণ্ডগোল,
তখন আমরা তাদের ঘৃণা করে থাকি।
হে প্রভু, মোদের সান্ত্বনা দাও, কর দয়া বর্ষণ,
দাও মোদের স্থিতি ও দৃঢ়তা, যখন বাঁধে কোন রণ!

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

তখন উমর ইব্ন খাত্তাব বলে উঠলেন :

وَجَبَتْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْتَعْتَنَا بِهِ -

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তার জন্যে তো শাহাদাত অবধারিত হয়ে গেল। হায়, যদি আমাদেরকেও তা দিয়ে ধন্য করতেন।

সত্যি সত্যি সেদিন ইব্ন আক্ওয়া শাহাদাত লাভ করেন। আমার জানা মতে যুদ্ধকালে তাঁর নিজের তরবারি তার প্রতি ফিরে এসে তাঁকে গুরুতরভাবে আহত করে এবং এতেই তিনি শাহাদত লাভ করেন।

মুসলমানদের মধ্যে তাঁর শাহাদতের ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাঁরা বলাবলি করতে থাকেন, নিজের তরবারির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে সে কি করে শহীদ হয় ? এমন কি শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাজিতা সালামা ইব্ন আমর ইব্ন আকওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁর ব্যাপারে লোকদের জল্পনা-কল্পনার কথাও তাঁকে অবহিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন : اِنَّهُ لَشَهِيْدٌ সে যে শহীদ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তিনি যথারীতি তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন। তাঁর সাথে সাথে মুসলমানগণ ও তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। ফলে তাঁর ব্যাপারে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে এমন এক রাবী বর্ণনা করেছেন। যাকে আমি মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিতে পারি না; তিনি আতা ইব্ন আবূ মারওয়ান আসলামী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবূ মাতাব ইব্ন আমর থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বরের নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন, আর এ সময় আমিও তাঁদের সঙ্গে ছিলাম : قِفُوا —তোমরা থামো! তারপর তিনি বললেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ

الرِّيَاحِ وَمَا اَذْرِيْنَ - فَاِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا -

হে আল্লাহ্! হে ঐ সত্তা, যিনি আসমান ও তার ছায়াতলে যা কিছু রয়েছে তার প্রতিপালক!

হে ঐ সত্তা, যিনি যমীন ও তার মধ্যে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তার প্রতিপালক। হে ঐ সত্তা, শয়তান ও তার দ্বারা পথভ্রষ্টদের যিনি প্রতিপালক!

হে ঐ সত্তা, যিনি বায়ুসমূহ ও তার দ্বারা উড়িয়ে নেওয়া বস্তুর প্রতিপালক :

আমরা তোমার কাছে এ জনপদের এবং এর বাসিন্দাদের মধ্যে নিহিত মঙ্গল প্রার্থনা করছি এবং এর মধ্যে থাকা সমস্ত মঙ্গলের প্রার্থনাও তোমার কাছে করছি!

আমরা এর বাসিন্দাদের এবং এর মধ্যে সমস্ত অমঙ্গল থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তারপর তিনি বললেন : اَقْدِمُوْا بِسْمِ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অগ্রসর হও!

রাবী বলেন : যে কোন জনপদে প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দু'আটি পড়তেন।

খায়বরবাসীদের পলায়ন

ইব্‌ন ইসহাক্ব বলেন : আমি যাকে অপবাদ দিতে পারি না, এমন একজন রাবী আমার কাছে আনাস ইব্‌ন মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে মনস্থ করতেন, তখন তাদের উপর তিনি প্রত্যুষে আক্রমণ চালাতেন। যদি কোন জনপদে পৌঁছে ভোরের আযান শুনতে পেতেন, তা হলে তিনি আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তা হলে আক্রমণ চালাতেন। আমরা রাতের বেলা খায়বরে গিয়ে অবতরণ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানেই রাত্রিযাপন করলেন। প্রত্যুষে সেখানে তিনি আযান শুনতে পেলেন না। তখন তিনি বাহনে আরোহণ করলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সাথে বাহনে আরোহণ করলাম। আমি নিজে আবূ তালহার সাথে সহ-আরোহী হলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এতই গা ঘেঁষে পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছিলাম যে, আমার পা রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র পদযুগল স্পর্শ করতে লাগলো। আমরা লক্ষ্য করলাম, খায়বরের কর্মজীবী লোকেরা প্রত্যুষেই ঘর থেকে কর্মস্থলের দিকে বেরিয়ে পড়েছে। সঙ্গে তাদের বেলচা ও টুকরী রয়েছে। তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও লোক-লশ্‌কর দেখতে পেলো, তখন তারা বলাবলি করতে লাগলো যে, ঐ যে মুহাম্মদ ও তাঁর পঞ্চবাহিনী[১] দেখা যাচ্ছে। তখন তারা পশ্চাৎ দিকে দৌঁড়ে পালালো।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

১. লোক-লশকরকে পঞ্চবাহিনী বলার কারণ হলো : সে যুগে সাধারণতঃ একটি পূর্ণাঙ্গ বাহিনীতে পাঁচটি সৈন্য দলের সমাহার থাকতো ঃ (১) অগ্রবর্তী বাহিনী, (২) দক্ষিণ বাহিনী, (৩) বাম দিকের বাহিনী, (৪) মধ্যবর্তী বাহিনী ও (৫) পশ্চাৎবর্তী বাহিনী।

আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, খায়বর উজাড় হয়ে গেল। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতীর্ণ হই, তখন ঐ সম্প্রদায়ের সকালের আর্তনাদ হয় অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, যাদেরকে সর্তক করা হয়েছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট হুমায়দ সূত্রে হারূন, আনাস (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

পথের মঞ্জিলসমূহ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন তিনি ইসর পাহাড়ের পথ ধরে অগ্রসর হন। সেখানে তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সাহবায় গিয়ে পৌঁছেন। তারপর সদলবলে রাজী প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। এ মঞ্জিলটি খায়বর ও গাতফানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এ ভাবে তাঁরা গাতফান ও খায়বরবাসীদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যাবেন। ফলে, গাতফানবাসীরা খায়বরবাসীদের কোনরূপ সাহায্য বা রসদপত্র পৌঁছাতে সমর্থ হবে না। কেননা, গাতফানবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে খায়বরবাসীদের সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিল।

গাতফানীদের সাহায্য করার চেষ্টা

আমার নিকট এ মর্মে তথ্য পৌঁছেছে যে, গাতফানীরা যখন সংবাদ পেলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বরে মঞ্জিল স্থাপন করেছেন, তখন তারা লোকজনকে সমবেত করে তাঁর বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের সাহায্য করার মানসে বের হয়। কিন্তু এক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করতেই তাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে এমনি ধারণায় উপনীত হয় যে, এটা তাদের জন্য শুভ হচ্ছে না এবং তাদের সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের এ উদ্যোগের বিরোধী, তখন তারা ফিরে যায় এবং নিজেদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের নিকটেই অবস্থান গ্রহণ করে। এভাবে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও খায়বরবাসীদের তাদের নিজেদের ব্যাপার নিজেদের মধ্যেই ফয়সালা করার জন্য ছেড়ে দেয়।

দুর্গসমূহের অধিকার

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একের পর এক তাদের ধন-সম্পদ ও দুর্গসমূহ অধিকার করতে থাকেন। তাদের দুর্গসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি 'নাঈম' দুর্গ অধিকার করেন। এ কেল্লার কাছেই মাহমূদ ইব্ন মাসলামাকে যাঁতার চাক্কির পাট উপর থেকে নিক্ষপ করে শহীদ করা হয়। তারপর কামূস দুর্গ জয় করা হয়। এটা ছিল বনূ আবুল হুকায়কের দুর্গ। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুফিয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাবসহ অনেক যুদ্ধবন্দী লাভ করেন। সুফিয়্যা ছিলেন কিনানা ইব্ন রবী ইব্ন আবুল হুকায়কের স্ত্রী। তাঁর দু'জন চাচাতো বোনও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুফিয়্যাকে তাঁর নিজের জন্যে বেছে নেন।

দাহ্ইয়া ইব্ন খলীফা কালবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সুফিয়্যার জন্যে দরখাস্ত করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁকে নিজের জন্যে বেছে নেন, তখন তার চাচাতো বোন দু'টি তিনি দাহ্ইয়াকে দান করেন। খায়বরে প্রচুর দাসীবাঁদী মুসলমানদের অধিকারে আসে।

খায়বর দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সব জিনিস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন

সেদিন মুসলমানরা গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে কতিপয় বস্তু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সে গুলোর নামও ঘোষণা করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন যামরা ফিযারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ সলীতের সূত্রে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন :

আমাদের কাছে যখন গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিষেধাজ্ঞা এসে পৌঁছে, তখন আমাদের ডেকচীগুলোতে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত টগবগ করে ফুটছিলো। আমরা তক্ষণি ডেকচী উপুড় করে তা ফেলে দেই।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নূজায়হ্ মাকহূলের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন তাঁদেরকে যুদ্ধবন্দী গর্ভবতী দাসীদের সাথে সহবাস করতে বারণ করে দেন। সাথে সাথে তিনি আরও যে সব ব্যাপারে নিষেধ করেন, সেগুলো হলো :

* গৃহপালিত গাধার গোশত ভক্ষণ,
* হিংস্র নখ ওয়ালা পশুর গোশত ভক্ষণ,
* গনীমতের মাল বিক্রি করা (ভাগবণ্টনের পূর্বে)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট সালাম ইব্ন কারকারা, আমর ইব্ন দীনারের সূত্রে, তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী থেকে, আর জাবির (রা) খায়বরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি, বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে বারণ করেন, তখন তিনি লোকদের ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি প্রদান করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব, তুজায়বের আযাদকৃত গোলাম আবূ মারযুকের সূত্রে। তিনি হানশ সানআনী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একবার আমার মাগরিব অঞ্চলে রুয়ায়ফি ইব্ন সাবিত আনসারী (রা)-এর সংগে সহযোদ্ধারূপে যুদ্ধ করি। তিনি জারবা নামক মাগরিবের একটি গ্রাম জয় করেন, তারপর আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতে দাঁড়ান। তখন তিনি বলেন :

"হে লোক সকল! আজ আমি তোমাদের তা বলবো, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খায়বর দিবসে আমাদের বলতে শুনেছি, তার বাইরে আজ অন্য কিছু আমি তোমাদের বলবো না।"

সে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মধ্যে দাঁড়ান, তারপর তিনি বলেন :

আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি যার বিশ্বাস রয়েছে, এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা বৈধ নয় যে, সে পরের ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করবে। অর্থাৎ গর্ভবতী যুদ্ধবন্দী মহিলাদের সাথে সহবাস করবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার জন্যে এটা বৈধ নয় যে, কোন যুদ্ধবন্দী গর্ভবতী মহিলার গর্ভ প্রসবের পূর্বে তার সাথে সহবাস করবে।

আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কারো জন্যে এটা বৈধ নয় যে, গনীমতের মাল ভাগবণ্টনের পূর্বে সে তা থেকে কিছু বিক্রি করবে।

আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কারো জন্যে এটা বৈধ নয় যে, সে গনীমতের কোন জন্তুকে বাহনরূপে ব্যবহার করে, দুর্বল করে, তারপর তা গনীমত তহবিলে ফেরত দেবে। আর এটাও আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির পক্ষে বৈধ নয় যে, গনীমতের দ্রব্য সামগ্রী থেকে কোন বস্ত্র পরিধান করে, তা জীর্ণ করে, পরে আবার তাতে জমা দেবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুসায়ত উবাদী ইব্ন সামিত (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, খায়বর দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাঁচা সোনা ও স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় করতে এবং কাঁচা রূপা এবং রৌপ্যমুদ্রায় বিনিময় করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন :

ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين

وتبر الفضة بالذهب العين

রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে কাঁচা সোনার এবং কাঁচা রৌপ্যের বিনিময় স্বর্ণমুদ্রার বিকিকিন বা বিনিময় করবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যায়ক্রমে তাদের কেল্লাসমূহ এবং ধন-সম্পদ অধিকার করতে থাকেন।

বনূ সাহমের অবস্থা

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আমার নিকট বনূ আসলামের কোন কোন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বনূ সাহম আসলামীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাযির হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্র কসম! আমরা অনেক সাধ্য-সাধনা করেছি, কিন্তু আমাদের হাতে কিছুই আসেনি। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছেও কিছু পেলেন না—যা তিনি তাদের দিতে পারেন। তখন তিনি বললেন :

اللهم انك قد عرفت حالهم وان ليست بهم قوة

وان ليس بيدى شيئ اعطيهم اياه فافتح عليهم

اعظم حصونها عنهم غناءً واكثرها طعاماو ودكا

হে আল্লাহ্! আপনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তাদের কোন শক্তি নেই। এদিকে আমার হাতেও এমন কিছু নেই যে, আমি তাদেরকে তা দেবো। সুতরাং আপনি তাদের হাতে সবচাইতে বড় দুর্গটির বিজয় দিয়ে দিন, যাতে সর্বাধিক খাদ্য-দ্রব্য ও শস্যাদি রয়েছে।

সত্যি সত্যি সকাল হতে না হতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হাতে সা'আব ইব্ন মু'আযের দুর্গের বিজয় দান করলেন। আর তখন খায়বরে এর চাইতে অধিক খাদ্য ও শস্যসমৃদ্ধ উত্তম কোন দুর্গ ছিল না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে সব দুর্গের বিজয় দান করার ছিল, সেগুলোর বিজয় তাঁকে দান করলেন, আর যে সব ধন-সম্পদে তাঁর অধিকার প্রদানের ছিল, সেগুলোর উপর তাঁর অধিপত্য প্রদান করলেন, শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা ইয়াহূদীদের 'ওতীহ্ ও সুলালিম' নামক দু'টি দুর্গে গিয়ে উপনীত হলেন। এ দু'টিই ছিল খায়বরে রাসূলুল্লাহ্ বিজিত সর্বশেষ দুর্গ। দশ দিনেরও অধিককাল ধরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ দু'টি দুর্গ অবরোধ করে রাখেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন: খায়বর দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবিগণের প্রতীকী বাক্য ছিল : يَا مَنْصُوْرُ، اَمِتْ اَمِتْ হে সাহায্যপ্রাপ্ত, মার, মার।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট বনূ হারিসার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল বর্ণনা করেছেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেছেন : ইয়াহূদী মারহাব সেদিন অস্ত্র সজ্জিত হয়ে উত্তেজনাপূর্ণ যুদ্ধগীতি গাইতে গাইতে দুর্গে থেকে বেরিয়ে আসে। সে বলছিল :

জানে খায়বার, আমি মারহাব বীর পুরুষ,
সশস্ত্র বীর নখদর্পণে রণ-আহব;
যুদ্ধবাজ ব্যাঘ্র যখন হয় অগ্রসর,
কাবু হয়ে যায় সে বল্লম আর অসিতে মোর।
ঘেঁষে না নিকটে বরং পালায় ভয়েতে অনন্তর।

সাথে সাথে সে আহবান জানাচ্ছিল : কে আমার সাথে মল্ল যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে ?

তার জবাবে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন :

জানে খায়বর আমি কা'ব সংকট নাশি
বীর বাহাদুর যবে হয় রণ সর্বত্রাসী,
যুদ্ধের অনল জ্বলিয়া উঠিলে যুদ্ধ হয়
চম্‌কে অসি কর্তনকারী বিদ্যুৎময়।
এমনি দলন তোদেরে আমরা দলিব যে,
কষ্টই তোদের পরিণত হবে সহজে।
মারের বদলে হয় তো বা দেব উচিৎ মার,
নয় তো লাভিব গনীমত—(রুখে সাধ্য কার ?)
এমন হস্তে নাই যাতে লেশ বক্রতার।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নিম্নবর্ণিত পংক্তিগুলো আমাকে আবূ যায়দ আনসারী শুনিয়েছেন :

জানে খায়বার আমি কা'ব (যাই যে বলি :)
(স্বরূপ প্রকাশি) সমর অগ্নি উঠিলে জ্বলি।

যুদ্ধের মহাবিভীষিকা রাখি নিয়ন্ত্রণে,
দৃঢ়চেতা বীর লড়ি উদ্যমে অরি সনে।
সাথে তরবারি কর্তনকারী বিদ্যুৎ প্রায়
উঠে যে চমকি, কাঁপেনা হস্ত বক্রতার।
খণ্ড খণ্ড করিব জানিস তোদেরে কেটে,
(ফলে) কষ্ট ও আর কষ্ট রবে না মোটে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মারহাব ছিল হিম্‌য়ার গোত্রের লোক।

মারহাবের হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারীর সূত্রে বর্ণনা করেন :

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এর সাথে কে লড়বে। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা অমনি এগিয়ে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ওর সাথে আমিই লড়বো, আমি অবশ্যই তা থেকে প্রতিশোধ নেবো; সে গতকালই আমার ভাইকে[১] হত্যা করেছে।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এগিয়ে যাও! হে আল্লাহ্! তুমি তাকে সাহায্য কর।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেন : যখন তাদের একজন অপর জনের নিকটবর্তী হলেন, তখন একটি খেজুর গাছ তাদের মধ্যে পড়লো। একজন অপরজন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে খেজুর গাছটিকে আড়ালরূপে ব্যবহার করতে লাগলেন। যখনই একজন খেজুর গাছটির কোন শাখার আড়ালে আত্মগোপন করছিলেন, তখন তাঁর প্রতিপক্ষ সাথে সাথে তরবারির আঘাতে সে ডালটি কেটে দিচ্ছিলেন। এমনিভাবে উভয়ে গাছটির ডালগুলো কাটতে কাটতে এক পর্যায়ে ঐ গাছটির সমস্ত ডালপালা শেষ হয়ে গেল। এমন কি শেষ পর্যন্ত গাছটি একটি দণ্ডায়মান মানুষের মূর্তিরূপে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর মারহাব মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামার উপর তলোয়ারের একটি আঘাত করলো। তিনি তা ঢাল দ্বারা প্রতিহত করলেন, এরপর তরবারি তাতেই আটকে গেল। এবার মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) সজোরে তাঁর তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে হত্যাই করলেন।

ইয়াসিরের হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর মারহাবের সহোদর ইয়াসির কে আমার সাথে লড়বে ? —বলে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো। হিশাম ইব্‌ন উরওয়ার ধারণা মতে—যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম তার সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসেন। তখন তাঁর মা সুফিয়্যা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সে আমার ছেলেকে হত্যা করে ফেলবে।

---

১. তাঁর ভাই বলতে তিনি মাহমূদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-কে বুঝিয়েছেন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : বরং আপনার ছেলেই তাকে হত্যা করবে—ইন্‌শা আল্লাহ্। তারপর যুবায়র (রা) বেরিয়ে পড়লেন এবং সত্যি সত্যি তাকে হত্যা করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্‌ন উরওয়া আমার নিকট বর্ণনা করেন, যুবায়রকে যখন কোন সময় বলা হতো যে, আল্লাহ্‌র কসম, সেদিন আপনার তলোয়ারখানা অত্যন্ত ধারালো ছিল। তখন জবাবে তিনি বলতেন : আল্লাহ্‌র কসম! তা মোটেও ধারালো ছিল না, বরং আমি জোর প্রয়োগ করে তাকে কাটতে বাধ্য করেছি।

আলী (রা)-এর হাতে খায়বর বিজয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট বুরায়দা ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন ফারওয়া আসলামী বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা সুফিয়ান, সালমা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আকওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর সিদ্দীককে তাঁর ঝাণ্ডা হাতে দিয়ে, যা ছিল শ্বেত বর্ণের—প্রেরণ করেন। ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী এ প্রেরণের উদ্দেশ্যে ছিল, তিনি যেন খায়বরের কোন কোন কেল্লা জয় করেন।

রাবী বলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধবিগ্রহ করেও কোন দুর্গ জয় না করেই ফিরে আসেন। অথচ তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আগামীকাল আমি এমনি এক ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা সমর্পণ করবো, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তাঁর হাতে আল্লাহ্ বিজয় দান করবেন। সে কখনও পালাবে না।[১]

রাবী বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রিদওয়ানুল্লাহি আলায়হি)-কে নিকটে ডাকলেন। তখন তাঁর চোখ উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চোখে নিজের মুখের লালা থুকে দিলেন। তারপর ঝাণ্ডা হাতে দিয়ে বললেন : এ ঝাণ্ডা হাতে তুলে নাও এবং যুদ্ধ কর—যাবৎ না আল্লাহ্ তোমাকে বিজয় দান করেন।

রাবী বলেন : সালামা বলেন, তারপর আলী (রা) গর্জন করতে করতে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পিছু পিছু চললাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর হাতের ঝাণ্ডাটি কেল্লার পাদদেশে প্রস্তর স্তূপের মধ্যে উড্ডীন করলেন। দুর্গ শীর্ষ থেকে ইয়াহূদীরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে লাগলো। তারা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : ওহে! তুমি কে?

জবাবে তিনি বললেন : আমি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব।

তখন ইয়াহূদীরা বলে উঠলেন : মূসার উপর নাযিলকৃত কিতাবের কসম! তোমরা আমাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছো। অথবা এরূপ কিছু একটা তারা বললো। তারপর দুর্গ বিজয় সম্পন্ন না করে তিনি আর প্রত্যাবর্তন করলেন না।

---

১. আল্লামা ইদরীস কান্দোলভী তদীয় সীরাতুল মুস্তাফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২২ (দারুল কিতাব, দেওবন্দে মুদ্রিত) কিতাবে হযরত উমর (রা)-কে দ্বিতীয় দিন প্রেরণের কথাও উল্লেখ করেছেন। হুযূর (সা)-কে উক্তবাক্যে 'যে আল্লাহ্ ও রাসূলকে ভালবাসে' এর সাথে এবং 'যাকে আল্লাহ্ ও রাসূলও ভালবাসেন' কথাটিও উদ্ধৃত করেছেন। তিনি তাতে আহমদ ও নাসাঈ প্রমুখের বরাত উল্লেখ করেছেন।—অনুবাদক

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে তাঁর ঝাণ্ডা হাতে তুলে দিয়ে প্রেরণ করেন, তখন আমরাও তাঁর সাথে বের হয়েছিলাম। তিনি দুর্গের নিকটবর্তী হলে, দুর্গবাসীরা বের হয়ে এসে তাঁর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। জনৈক ইয়াহূদী তাঁকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে। ফলে তাঁর হাতে থেকে ঢাল পড়ে যায়। তখন তিনি দুর্গের নিকট থেকে একটি দরজা নিয়ে তাকেই ঢালস্বরূপ ব্যবহার করেন। দুর্গ জয় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এটা হাতে রেখেই আত্মরক্ষা করে চলেন। তারপর তিনি তা হাত থেকে নিক্ষেপ করেন। এরপর আমিসহ আটজনে মিলে উক্ত দরজাটি উল্টে দিতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা তা উল্টাতেও সমর্থ হয়নি।

আবূ ইয়াসারের কাহিনী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বুরায়দা ইব্‌ন সুফিয়ান আসলামী বনূ সালামার কোন কোন ব্যক্তির বরাতে আবূ ইয়াসার কা'ব ইব্‌ন আমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! খায়বরে এক সন্ধ্যায় আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ইয়াহূদীর ছাগলের পাল দুর্গের দিকে যাওয়ার পথে তাঁর সামনে পড়লো। আমরা তখন ইয়াহূদীদের অবরোধ করে রেখেছিলাম। তখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলে উঠলেন : এ ছাগলের গোশত কে আমাদের খাওয়াতে পারবে?

আবূ ইয়াসার বলেন : আমি তখন বলে উঠলাম, আমিই তা পারব, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বললেন : তবে তা-ই কর!

আবূ ইয়াসার বলেন : তারপর আমি উটপাখির মত দ্রুত বেগে ছুটে চললাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দৌড়াতে দেখে বলে উঠলেন :

اَللّٰهُمَّ اَمْتِعْنَا بِهٖ -

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তার দ্বারা উপকৃত কর!

আবূ ইয়াসার বলেন : এমন সময় আমি গিয়ে ছাগলগুলোর নাগাল পাই, যখন পালের প্রথম ছাগলটি দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমি পালের পেছনের দু'টি ছাগল ধরে বগলদাবা করে এমনভাবে দৌড়ে চলে এলাম, যেন আমার কাছে কিছুই নেই। শেষ পর্যন্ত তা এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ছুঁড়ে মারলাম। লোকেরা সেগুলো যবাই করলো এবং সবাই মিলে তা খেলেন। আবূ ইয়াসার ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বশেষে মৃত্যুর বরণকারী সাহাবী। তিনি যখনই এ ঘটনা বর্ণনা করতেন, তখনই কাঁদতে কাঁদতে বলতেন : আমার জীবনের শপথ! সাহাবিগণ আমার দ্বারা ফায়দা লাভ করেছেন, এমন কি আমিই তাদের মধ্যে সর্বশেষে ইন্তিকালকারী ব্যক্তি।

উম্মুল মু'মিনীন সুফিয়্যার ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বনূ আবুল হুকায়কের কামূস দুর্গের বিজয় দান করলেন, তখন অন্য এক রমণীসহ সুফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব তাঁর কাছে নীত হলেন। এদেরকে নিহত ইয়াহূদীদের মৃতদেহের পাশ দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। সুফিয়্যার সাথী রমণীটি যখন তাদের মৃতদেহ দেখতে পেল, তখন সে ভীষণ চীৎকার জুড়ে দিল, নিজের মুখমণ্ডলে করাঘাত করতে লাগলো এবং নিজের মাথায় ধূলো মাখাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা দেখে বললেন : ঐ শয়তান মহিলাটিকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে নাও! তিনি সুফিয়্যাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন। সুফিয়্যা নিজেকে অত্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উপর নিজের চাদরখানা বিছিয়ে দিলেন। তখন উপস্থিত মুসলমানরা বুঝে নিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তাঁর নিজের জন্যে বেছে নিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলালকে লক্ষ্য করে বললেন : যখন তিনি ঐ ইয়াহূদী মহিলাকে ঐরূপ করতে দেখেন, তোমার হৃদয় থেকে কি দয়ামায়া উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, হে বিলাল! তুমি যে দু'টি মহিলাকে তাদের আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ মাড়িয়ে নিয়ে এলে ? সুফিয়্যা কিনানা ইব্‌ন রবী' ইব্‌ন আবুল হুকায়কের স্ত্রী থাকা অবস্থায় একদিন স্বপ্ন দেখেন যে, চন্দ্র তাঁর কোলে এসে পড়েছে। তিনি তাঁর স্বামীর কাছে স্বপ্নটি বিবৃত করলে সে বলেছিল : তুমি হিজায অধিপতি মুহাম্মদের পাণি প্রার্থনা করছো বৈ অন্য কিছু নয়। কথাটি বলে সে এত জোরে তাঁর গালে একটি চপেটাঘাত করে যে, এর ফলে তাঁর চোখ নীল হয়ে যায়। সুফিয়্যা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নীত হন, তখনো তাঁর চেহারায়—এ চপেটাঘাতের চিহ্নটি পরিস্ফুট ছিল। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : এটা কী ? তখন তিনি তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন।

কিনানা ইব্‌ন রবী'র শাস্তি

কিনানা ইব্‌ন রবী'কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আনা হলো। বনূ নযীরের গুপ্তধনরাশি তার কাছেই রক্ষিত ছিল। তিনি তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কিন্তু সে তা কোথায় আছে জানাতে অস্বীকার করলো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একজন ইয়াহূদীকে আনা হলো। সে জানালো যে, কিনানা ইব্‌ন রবী'কে সে প্রতিদিন ভোরে একটি বাড়ির ভগ্নাবশেষের চারদিকে ঘুরাফেরা করতে দেখেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিনানাকে বললেন : তুমি কি জ্ঞাত আছো যে, এরপর যদি তোমার কাছে গুপ্তধন পাওয়া যায়, তা হলে তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে ? সে বললেন : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে বিরাণ বাড়িটি খননের নির্দেশ দিলেন। যথারীতি সেখান থেকে কিছু গুপ্তধন উদ্ধারও করা হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে অবশিষ্ট গুপ্তধন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কিন্তু সে তা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামকে তার নিকট থেকে গুপ্তধন উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তাকে শাস্তি দিয়ে যেতে বলেন। যুবায়র তার বুকে চকমকি পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়ে তাকে শাস্তি দিতে দিতে আধমরা করে ফেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে

মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামার হাতে অর্পণ করেন। তিনি তার ভাই মাহমূদ ইব্‌ন মাসলামার খুনের বদলে তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এভাবে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

খায়বরের সন্ধি

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বরবাসীদেরকে তাদের ওতীহ ও সালালিম দুর্গে অবরোধ করে রইলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর যখন তাদের এ ধারণা জন্মালো যে, ধ্বংস অনিবার্য; তখন তারা তাঁর কাছে আবেদন জানালো যে, তাদেরকে যেন দেশত্যাগ করতে দেওয়া হয় এবং তাদের রক্তপাত থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সে আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাদেরকে চলে যেতে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দু'টি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন সেই দু'টি দুর্গ ছাড়া, তাদের শিক্ক, নিতাৎ কানীবা প্রভৃতি সমস্ত দুর্গ দখল করে, তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ অধিকার করে নেন, ফিদাকবাসীরা যখন খায়বরবাসীদের এভাবে প্রাণরক্ষা করে দেশ ত্যাগের সংবাদ অবহিত হলো, তখন তারাও অনুরূপভাবে ধন-সম্পদ সব ত্যাগ করে, প্রাণদণ্ড থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আবেদন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে লোক মারফত পৌঁছালো। তিনি তাদের আবেদনও মঞ্জুর করলেন। এ ব্যাপারে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ও খায়বরবাসীদের মধ্যে মাধ্যমরূপে কাজ করেন বনূ হারিসা গোত্রের মাহীসা ইব্‌ন মাসউদ ছিলেন তাদের অন্যতম। খায়বরবাসীরা যখন দুর্গ থেকে অবতরণ করল এবং দুর্গ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে সমর্পণ করল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আবদেন জানালো যে, আমাদের আধাআধি ভাগের শর্তে ভূমি আবাদ করার দায়িত্ব দিয়ে দিন! সাথে সাথে তারা আরো বলল : আমরা জমি-জমার ব্যাপারটি আপনাদের চাইতে ভাল জানি এবং চাষাবাদ ও জমি আবাদ করার দক্ষতা আমাদের অধিক তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আধাআধি ভাগের শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করে নেন। তবে তিনি শর্ত আরোপ করলেন যে, আমরা যখন ইচ্ছা করবো তখন তোমাদের বের করে দেওয়া অধিকার সংরক্ষণ করি। ফিদাকবাসীদের সাথেও তিনি অনুরূপ শর্তে সন্ধি করেন। তবে খায়বর ছিল মুসলিম সাধারণের গনীমত হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদ, আর ফিদাক ছিল বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পদ। কেননা, ফিদাক যুদ্ধের দ্বারা বিজিত হয়নি। এতে ঘোড়া বা ঘোড়াসওয়ারদের কোন রূপ কষ্ট করতে হয়নি।

বিষাক্ত ছাগীর কাহিনী

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটু স্থির হতেই সালাম ইব্‌ন মিশ্‌কাম-এর স্ত্রী যয়নাব বিন্‌ত হারিস একটি ভূনা ছাগী তাঁর খিদমতে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করলো। সে পূর্বেই জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাগলের কোন অঙ্গটি খেতে বেশি ভালবাসেন ? জবাবে বলা হয়েছিল যে, তিনি রান বেশি পছন্দ করেন। ফলে, সে তাতে অধিক বিষ মাখিয়ে এবং সাধারণভাবে পুরো ছাগীতেই বিষ মিশিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে তা উপস্থাপিত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রান নিয়ে খেতে শুরু করেন। একটি গ্রাস মুখে দিতেই তিনি আর তা গলাধঃকরণ করতে সমর্থ হলেন না। তাঁর সংগে বিশ্‌র ইব্‌ন বরা' ইব্‌ন মারূরও খেতে বসেছিলেন। তিনিও তা

থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মত কিছুটা নেন এবং তিনি তা গলাধঃকরণও করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) থু করে তা ফেলে দেন। তারপর তিনি বলেন, এ হাড়টিই আমাকে বলে দিচ্ছে যে, এতে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছে। সাথে সাথে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। সে স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : কিসে তোমাকে এরূপ করতে প্ররোচিত করলো ? জবাবে সে বললেন : আমার স্বজাতির প্রতি কৃত আপনার আচরণের কথা আপনার নিকট অবিদিত নেই। আমি মনে মনে বললাম : ইনি যদি রাজা বাদশাহ হয়ে থাকেন, তবে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে, আর যদি প্রকৃতই নবী হয়ে থাকেন, তবে অচিরেই তিনি এ বিষয়ে অবগত হয়ে যাবেন।

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ক্ষমা করে দেন।[১] বিশ্‌র ঐ গ্রাসটি খাওয়ার বিষ ক্রিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মারওয়ান ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ সাঈদ ইব্‌ন মুআল্লী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এঁর অন্তিম রোগের সময় যখন বিশ্‌র বিন্‌ত বরা' ইব্‌ন মারূর এর মা তাঁকে রোগশয্যায় দেখতে আসেন, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন : হে বিশ্‌রের মা, তোমার বিশ্‌রের সাথে খায়বরে আমি যে গ্রাসটি মুখে তুলেছিলাম, তা বিষক্রিয়া এখনো আমি অনুভব করছি। আমার প্রাণরগ ফেটে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

রাবী বলেন : এজন্যে মুসলমানদের ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শহীদের মৃত্যু লাভ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবীরূপে তাঁকে যে গৌরব দান করেন, এটা তার বাড়তি সম্মান।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি ওয়াদীউল কুরার দিকে যাত্রা করেন। কয়েক রাত অবধি তিনি তার অধিবাসীদের অবরোধ করে রাখেন। তারপর মদীনার দিকে ফিরে যান।

গনীমত আত্মসাতের শাস্তি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ছওর ইব্‌ন যায়দ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীর আযাদকৃত গোলাম সালিম থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে খায়বর থেকে ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছে সেখানে সূর্যাস্তের সময় তাঁবু স্থাপন করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাঁর একটি গোলাম ছিল, যাকে রিফাআ ইব্‌ন যায়দ জুযামী, যাবীনী তাঁকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জুযাম ছিলেন লাখম গোত্রীয়।

---

১. আল্লামা ইদরীস কান্দোলভী (র) তদীয় সীরতুল মুস্তফা কিভাবে লিখেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উদারতাবশত তাকে ক্ষমা করে দিলেও, বিশ্‌র ইব্‌ন বরা' যেহেতু ঐ বিষ ভক্ষণে ইন্তিকাল করেন, তাই তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাতে ঐ মহিলাকে সমর্পণ করা হয়। তারা তাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করেন। বায়যাবীর এক রিওয়ায়তে, মহিলাটির ইসলাম গ্রহণের দরুন তাকে হত্যা করা হয়নি বলেও উল্লেখ করা হয়। ফাতহুলবারী ৭ম জিলদের ৩৮ পৃষ্ঠায় বরাতে এরূপ লিখা আছে।—সীরাতুল মুস্তফা, ২য় জিল্‌দ, পৃ. ৪৩০। (দেওবন্দ ছাপা)

আবূ হুরায়রা বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! গোলামটি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটের হাওদা লাগাচ্ছিল, তখন একটি অজ্ঞাত তীর এসে তার গায়ে বিদ্ধ হলে সে নিহত হয়। তখন আমরা বলাবলি করতে লাগলাম।

هنينا له الجنة

"তার জন্যে জান্নাত মুবারক হোক।"

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলে উঠলেন :

كلا والذى نفس محمد بيده ان سملته الان لتحترقن عليه فى النار -

—কস্মিনকালেও নয়, কসম সেই পবিত্র সত্তার! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, এ মুহূর্তে তার চাদর তার গায়ের উপর জ্বলছে। সে এটি খায়বর দিবসে মুসলমানদের গনীমতের সম্পদ থেকে আত্মসাৎ করেছিল।

আবূ হুরায়রা বলেন : এ কথাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জনৈক সাহাবী শুনতে পেয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আমার জুতোর জন্য দু'টি ফিতে তুলে রেখেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : অনুরূপ দু'টি ফিতে জাহান্নামে তোমার জন্যে জ্বালানো হবে।

চর্বির থলের ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল মুযানীর সূত্রে এমন একজন রাবী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিতে পারি না, তিনি বলেন : আমি খায়বরের গনীমত সামগ্রীর মধ্যে একটি চর্বি ভর্তি থলে পেয়েছিলাম। আমি তা কাঁধে করে হাওদা ও সাথীদের নিকট নিয়ে এলাম। গনীমত সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিটি তখন এর এক কিনারে ধরে বললেন :

"ওহে! এটি এ দিকে নিয়ে এসো, এটি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেবো।"

আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! এটি আমি তোমার কাছে অর্পণ করছি না। তখন সে ব্যক্তি থলে ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। থলে নিয়ে যখন উভয়ে টানা হেঁচড়া করছি, এমনি সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের এ দৃশ্যটি দেখতে পেলেন। তখন তিনি মুচকি হাসলেন। তারপর গনীমত সামগ্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত লোকটিকে বললেন : আরে! ওকে ছেড়ে দাও! তখন ঐ ব্যক্তিটি তা ছেড়ে দিল, আর আমি আমার হাওদা ও সাথীদের কাছে চলে এলাম। তারপর আমরা সাথীরা মিলে মিশে তা খেলাম।

আবূ আইউবের প্রহরা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বরে বা পথিমধ্যে যখন সুফিয়্যার সাথে বাসর রাত উদযাপন করেন, তখন যিনি তাকে রাসূলুল্লাহ্‌র জন্যে পরিপাটি করেন, তার কেশবিন্যাশ

এবং সাজগোজ করে দেন, তিনি ছিলেন আনাস ইব্‌ন মালিকের মা উম্মু সুলায়ম বিন্‌ত মিলহান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর একটি গোলাকৃতি তাঁবুতেই তাঁর সাথে রাত্রিযাপন করেন। বনূ নাজ্জার গোত্রীয় আবূ আইউব খালিদ ইব্‌ন যায়দ কোষমুক্ত তরবারি হাতে সারারাত উক্ত তাঁবুটি প্রদক্ষিণ করে কটিয়ে দেন। প্রত্যুষে রাসূলাল্লাহ্ (সা) যখন তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি হলো, হে আবূ আইউব! তুমি দাঁড়িয়ে কেন ? জবাবে তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আপনার ব্যাপারে এ মহিলাটির পক্ষ থেকে আশঙ্কা করেছিলাম। কেননা, আপনি তার পিতা, তার স্বামী এবং তার স্বজাতীয় লোকজনকে হত্যা করেছেন, আর সেও সবেমাত্র কুফ্‌রী জীবন থেকে এসেছে। সুতরাং তার পক্ষ থেকে আমি আপনার অমঙ্গল-আশঙ্কা করেছি। লোকে বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন : اللهم احفظ ابا ايوب كما بات يحفظنى হে আল্লাহ্! আবূ আইউব যেমন আমার দেখাশোনা ও হিফাযতে রাত কাটিয়ে দিলো তুমিও তাকে তেমনি হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করো।

বিলালের নিদ্রাচ্ছন্নতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহ্‌রী আমার নিকট সাঈদ ইব্‌ন মুসায়িব থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক স্থানে রাতের শেষ প্রহরে তিনি বললেন : আমরা সকলে হয়তো নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ব, এ সময় কে আমাদের ফজরের সময়ে জাগানোর দায়িত্ব নেবে ? তখন বিলাল (রা) বলে উঠলেন : আমিই ফজরে আপনাকে উঠানোর দায়িত্ব নিচ্ছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন। সাথে সাথে অন্যান্য লোকজনও অবতরণ করলো এবং সকলে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। বিলাল (রা) সালাত আদায় করতে করতে জাগ্রত রইলেন। তারপর যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল ততক্ষণ সালাতে অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক পর্যায়ে তিনিও তাঁর উটের উপর হেলান দিয়ে উদয়াচলের পানে মুখ করে সেই যে বসে পড়লেন, কিছুক্ষণ যেতে না যেতে তাঁর চক্ষুদ্বয়ের উপরও নিদ্রা ভর করলো। তারপর সূর্যের উত্তাপ তাঁর দেহ স্পর্শ করার পূর্বে আর কিছুই তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করতে পারলো না। সাথীদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই জাগ্রত হলেন। তিনি বললেন : তুমি আমাদের সাথে এ কেমন আচরণ করলে, হে বিলাল ?

জবাবে বিলাল বললেন : আমাকে ঠিক সে ব্যাপারটিই কাবু করে ফেলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! যা আপনাকে কাবু করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি যথার্থই বলেছো।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উট নিয়ে অল্পদূর অগ্রসর হন এবং তাঁর উটটিকে বসিয়ে দেন। এরপর উট থেকে নেমে ওযূ করেন। লোকজন ও আপন আপন বাহন থেকে অবতরণ করে উযূ করলো। এরপর তিনি বিলালকে ইকামত দিতে নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাতান্তে তিনি লোকজনের দিকে মুখ করে বললেন :

اِذَا نَسِيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَصَلُّوْهَا اِذَا ذَكَرْتُمُوْهَا –
فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ :
اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى –

"যখন তোমরা সালাতের কথা ভুলে যাবে, তখন স্মরণ হওয়া মাত্র তা আদায় করে নেবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন "আমার স্মরণের জন্যই সালাত কায়েম করবে।"

খায়বর বিজয় প্রসঙ্গে ইব্‌ন লুকায়মের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যতদূর জানতে পেয়েছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর জয় করলেন, তখন তিনি সেখানকার সমস্ত মুরগী ও গৃহপালিত পশু ইব্‌ন লুকায়ম আবাসীকে দান করে দেন। খায়বর বিজয়ের এ ঘটনাটি ঘটে, সফর মাসে (৭ম হিজরী)। খায়বর বিজয় সম্পর্কে ইব্‌ন লুকায়ম তার নিম্নলিখিত কবিতাটি বলেন :

নাতাত দুর্গের উপর এমন একটি দুর্ধষ বাহিনী,
রাসূলের পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত হলো,
তীরসম দ্রুত গতিতে,
যাদের স্কন্ধ ও অস্থি ভীষণ মযবূত,
তীর ও বল্লমে ঝলসিত ছিল সে বাহিনীটি।
বনূ আসলাম ও বনূ গিফারের লোকজন যখন
তাদের মধ্যে গিয়ে পতিত হলো,
কেল্লাটি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল ;
তখন কেল্লাবাসীরা নিশ্চিত হলো যে
তাদের লাঞ্ছনা অবধারিত।
প্রত্যুষে যখন এ লশকরটি ঝাঁপিয়ে পড়লো
বনূ আমর ইব্‌ন যুরআর উপর,
তখন শাক্ক দুর্গের অধিবাসীরা
দিন দুপুরেই প্রত্যক্ষ করছিল রাতের অন্ধকার।
নাতাত দুর্গের পাদদেশে যখন ঐ বাহিনীটি
হেঁচড়িয়ে নিল তাদের জামার ঝুল,
তখন ভোরের আওয়ায প্রদানকারী কুক্কুটগুলো ছাড়া
আর কিছুই তারা ছেড়ে দিল না।
প্রতিটি কেল্লা ঘিরে রেখেছিল
বনূ আব্‌দ আশহাল, বনূ নাজ্জার,

ও মুহাজিরীনদের ঘোড়াসওয়াররা-
যাদের শিরস্ত্রাণসমূহে অঙ্কিত ছিল :
এরা পালাতে জানেনা।
আমি সম্যক, আঁচ করতে পেরেছিলাম,
মুহাম্মদ অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন,
আর এক সফর মাসই নয়, অনেক সফর মাসই নয়,
(যাতে তারা অভিযান চালিয়েছেন, আর জয় করেছেন খায়বর।
অনেক সফর ধরেই তারা অবস্থান করবেন (দাপটের সাথে)।
ইয়াহূদীরা সেদিন রণক্ষেত্রে
গো-ধূলির নীচে নয়ন বিস্ফারিত করে করে দেখছিল।
ইব্‌ন হিশাম বলেন : অর্থাৎ দেখছিল আনসারদেরকে।

খায়বর যুদ্ধে মহিলাদের অংশ গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কিছু মুসলিম মহিলারাও অংশ গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকেও গনীমতের সম্পদ থেকে অল্পবিস্তার দান করেন, তবে পুরুষের মত যথারীতি অংশ দান করেননি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুলায়মান ইব্‌ন সুহায়ল আমার নিকট উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সালতের সূত্রে গিফারের জনৈকা মহিলা থেকে বর্ণনা করেন, যাঁর নাম তিনি আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, তিনি বলেছেন :

আমি বনূ গিফারের কতিপয় মহিলাসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খায়বর যাত্রাকালে তাঁর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা মনস্থ করেছি যে, এ সফরে আমরা আপনার সঙ্গী হবো এবং আমরা যুদ্ধাহতদের সেবা পরিচর্যা এবং মুসলিম সৈন্যদের যথাসাধ্য সাহায্য করবো। তখন তিনি বললেন : على بركة الله "আল্লাহ্ বরকত দিন।" (তিনি তাদের অনুমতি দিয়ে ছিলেন)।

সেই গিফারী মহিলাটি বলেন : সে মতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সফরে বের হলাম। আমি তখন নব্যবয়স্কা কিশোরী মাত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁরসহ আরোহী করে, তাঁর হাওদার গাঁটরির উপর বসিয়ে নিলেন।

মহিলাটি বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর উটনীকে বসালেন, আর আমিও উটের হাওদার গাঁটরির উপর থেকে নামলাম, তখন ঐ গাঁটরির উপর আমার রক্ত লেগে রয়েছিল। আর এটা ছিল আমার সর্বপ্রথম ঋতুমতী হওয়া। আমি তখন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে উটনীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালাম এবং অত্যন্ত লজ্জিতবোধ করছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আমার এ সঙ্কুচিত বিব্রতভাব ও রক্ত প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন : তোমার কি হলো হে! তুমি বুঝি ঋতুমতী হয়েছো ?

মহিলাটি বলেন, আমি বললাম : জ্বী হ্যাঁ।

তিনি বললেন : নিজেকে গুছিয়ে নাও, একটি পাত্র থেকে কিছু পানি লও! তাতে কিছু লবণ ঢেলে দাও। তারপর তা দিয়ে এ গাঁটরির যেখানে যেখানে রক্ত লেগেছে তা ধুয়ে নাও! তারপর তোমার আসনে গিয়ে বসে থাক।

উক্ত গিফারী মহিলাটি বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর জয় করলেন, তখন তিনি আমাদেরকেও গনীমতের সম্পদ থেকে পুরস্কৃত করলেন। আমার গলায় যে হারটি দেখতে পাচ্ছো, এটা তিনিই সেদিন আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি স্বহস্তে তা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্র কসম! এটা আমি কখনো আমার গলা থেকে সরাবো না।

রাবী বলেন : সত্যি সত্যি আমৃত্যু এটা তাঁর গালায়ই ছিল। তিনি ওসীয়ত করে যান যে, এটা যেন কবরে তাঁর সাথে দিয়ে দেওয়া হয়। আর যখনই তিনি ঋতুমতী অবস্থা থেকে পাক-সাফ হতেন তখনই পানির সাথে লবণ ব্যবহার করতেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর গোসল দেওয়ার সময়ও সে পানিতে লবণ দেওয়ার জন্য তিনি ওসীয়ত করে যান।

খায়বরের শহীদগণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : খায়বরে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

কুরায়শ, বনূ উমাইয়া ইব্ন আব্দ শামস ও তাঁদের মিত্রদের মধ্য থেকে : রবীআ ইব্ন আক্ছাম ইব্ন সাখিরা ইব্ন আমর ইব্ন বুকায়র ইব্ন আমির ইব্ন গুনাম ইব্ন দূদান ইব্ন আসাদ, সাকীফ ইব্ন আমর ও রিফা'আ ইব্ন মাসরূহ্।

বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উযযা থেকে :

আবদুল্লাহ্ হুবায়ব-এক বর্ণনায় এঁকে ইব্ন হুবায়ব বলা হয়েছে। যেমন ইব্ন হিশাম বলেছেন-ইব্ন উহায়ব ইব্ন সুহায়ম ইব্ন গায়রাহ-ইনি বনূ সা'দ ইব্ন লায়সের লোক এবং বনূ আসাদ ও তাদের ভাগ্নেদের মিত্র।

আনসারদের বনূ সালামা থেকে :

বিশ্র ইব্ন বরা' ইব্ন মা'রূর, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত বিষাক্ত ছাগীর গোশত খেয়ে ইনি মৃত্যুবরণ করেন।

ফুযায়ল ইব্ন নু'মান। এ গোত্রের মোট এ দু'জনই শহীদ হন।

বনূ যুরায়ক থেকে :

মাসউদ ইব্ন সা'দ ইব্ন কায়স ইব্ন খালদা ইব্ন আমির ইব্ন যুরায়ক।

আওসের বনূ আব্দ আশহাল থেকে :

মাহ্মূদ ইব্ন মাসলামা ইব্ন খালিদ ইব্ন 'আদী ইব্ন মুজদা'আ ইব্ন হারিসা ইব্ন হারিস।

বনূ আমর ইব্‌ন আওফ থেকে :

আবূ যায়াহ ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ।

হারিস ইব্‌ন হাতিব, উরওয়া ইব্‌ন মর্‌রা ইব্‌ন সুরাকা, আওস ইব্‌ন কায়েদ, আনীফ ইব্‌ন হাবীব, সাবিত ইব্‌ন আসিলাও

তাল্‌হা (ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুলায়ল ইব্‌ন যামুরা)

বনূ গিফার থেকে :

উমারা ইব্‌ন উক্‌বা-এঁকে তীর নিক্ষেপে শহীদ করা হয়।

আসলাম গোত্র থেকে :

আমির ইব্‌ন 'আকওয়া, আসওয়াদ রাঈ-এঁর নামও ছিল আসলাম,

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আসওয়াদ রাই ছিলেন খায়বরের অধিবাসী।

ইব্‌ন শিহাব যুহরী খায়বরের আরো যেসব শহীদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

যুহরা গোত্র থেকে-মাসউদ ইব্‌ন রবী'আ ইনি আসলে কারা গোত্রের লোক এবং বনূ যুহরার মিত্র ছিলেন।

আনসারদের বনূ আমার ইব্‌ন আওফ থেকে :

আওস ইব্‌ন কাতাদা।

খায়বরে আসওয়াদ রাখালের ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে যে রূপ সংবাদ পৌঁছেছে, আসওয়াদ রাঈ-তথা রাখাল আসওয়াদের ঘটনাটি এরূপ :

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বরের কোন একটি দুর্গ অবরোধ করেছিলেন, এমন সময় তিনি তাঁর বকরিপালসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে হাযির হলেন। তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জনৈক ইয়াহূদীর এ ছাগলগুলো চরাতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিকট ইসলাম পেশ করলেন। তিনি সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত পেশ করার ব্যাপারে কাউকেই তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না। তিনি অগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছেও ইসলাম পেশ করতেন।

আস্‌ওয়াদ ইসলাম গ্রহণ করেই বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ঐ ছাগলপালের মালিকের ছাগলপালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আসছি। এগুলো আমার নিকট তার গচ্ছিত সম্পদ। এখন আমি এগুলোকে কি করবো ?

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি এগুলোর মুখের উপর আঘাত কর, এগুলো তাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবে। অথবা এ রূপ কিছু একটা তিনি তাকে বললেন।

আসওয়াদ সে মতে এক মুঠো ধুলো নিয়ে ছাগলের মুখের উপর নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন : মালিকের নিকট ফিরে যা। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আর তোদের সঙ্গে থাকছি না। তারপর ছাগলগুলো দলবদ্ধ হয়ে এমনভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল, যেন কোন ব্যক্তি সেগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত একেবারে দুর্গের মধ্যে গিয়ে সেগুলো প্রবেশ করলো। তারপর আসওয়াদ ঐ দুর্গ অভিমুখে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধের মানসে অগ্রসর হলেন। এমন সময় একটি পাথরের আঘাতে তিনি নিহত হন। অথচ তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোন সালাতও আদায় করার সুযোগ পাননি। তাঁর মরদেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নীত হলো এবং তাঁর পিছনে রাখা হলো। তাঁকে তাঁর দেহের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর একদল সাহাবী তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন। এমন সময় তিনি হঠাৎ তাঁর মুখ তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে নিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেন ? তিনি বললেন : আয়াতলোচনা হুরদের মধ্যকার তার স্ত্রী এখন তার পাশে রয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নুজায়হ্ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর নিকট এ মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন কোন শহীদের মৃত্যু হয়, তখন তার দু'জন আয়তলোচনা হুর স্ত্রী তার নিকট আসে। তারা তার মুখমণ্ডল থেকে ধুলোবালি মুছে দেয় এবং বলে, তোমার এ মুখমণ্ডলকে যে ধূলি-ধূসরিত করেছে, আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডলকে ধূলি-ধূসরিত করুন এবং তোমাকে যে হত্যা করেছে, আল্লাহ্ তাকে হত্যা করুন।

হাজ্জাজ ইব্‌ন আল্লাত সুলামীর ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খায়বার বিজয় সম্পন্ন হলে হাজ্জাজ ইব্‌ন আল্লাত সুলামী বাহ্‌যী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আলাপ প্রসঙ্গে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! মক্কায় আমার সঙ্গিনী উম্মু শায়বা বিন্‌ত আবূ তালহার কাছে আমার কিছু সম্পদ রয়েছে। ঐ মহিলাটি তাঁর সাথেই থাকতেন। তাঁর পুত্র মু'রিদ ইব্‌ন হাজ্জাজ ঐ মহিলারই গর্ভজাত সন্তান। "আর মক্কায় ব্যবসায়ীদের কাছে আমার ব্যবসায়ের কিছু মালামাল ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে রয়েছে। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার যে কিছু উল্টাপাল্টা বলার প্রয়োজন হবে। তিনি বললেন : বলবে!

হাজ্জাজ বলেন : তারপর আমি বেরিয়ে পড়লাম। যখন মক্কায় পদার্পণ করলাম, তখন আমি সানিয়াতুল বায়যায় কুরায়শের কয়েক ব্যক্তিকে পেলাম, যারা খবরাখবর জানতে চাচ্ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। তারা খবর পেয়েছিল যে, তিনি খায়বর যাত্রা করেছেন। তারা সম্যক জানতো যে, খায়বর হচ্ছে হিজাযের উর্বরতম ও জনবহুল সমৃদ্ধ জনপদ। এজন্যে তারা পরম ঔৎসুক্যে ভরে খবরাখবর জানতে চাইতো এবং

অশ্বারোহীদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করতো। তারা যখন আমাকে দেখতে পেল, তখন বলতে লাগল : "এ যে হাজ্জাজ ইব্‌ন আল্লাত দেখছি। হাজ্জাজ বলেন : আর তারা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানতো না। তাই বলল, নিশ্চয়ই এর কাছে সংবাদ আছে। আমাদেরকে হে আবূ মুহাম্মদ, সংবাদ দাও, আমরা তো শুনতে পেয়েছি যে, ডাকাতটা খায়বর যাত্রা করেছে। আর এটা হচ্ছে ইয়াহূদী জনপদ এবং হিজাযের সমৃদ্ধতম এলাকা।

হাজ্জাজ বলেন : আমি বললাম, আমিও এরূপ শুনেছি। আমার কাছে এমন সংবাদও আছে যা শুনে তোমরা আনন্দিত হবে। তারপর আমাকে আর পায় কে ? কুরায়শরা দল বেঁধে বেঁধে আমার উটের চারপাশে চক্কর লাগাতে লাগাতে বলতে লাগল : সে সংবাদটি কী হাজ্জাজ ?

হাজ্জাজ বলেন : আমি বললাম : এমন শোচনীয় পরাজয়ই সে বরণ করেছে যেমন পরাজয়ের কথা তোমরা কোনদিন শুননি। আর তার সঙ্গী-সাথীরা এমনি শোচনীয়ভাবে নিহত হয়েছে যে, তোমরা এরূপ খুব কমই শুনে থাকবে। আর মুহাম্মদ তাদের হাতে এখন বন্দী। তারা বলাবলি করছে যে, আমরা নিজেরা মুহাম্মদকে হত্যা করবো না। বরং আমরা তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেবো। মক্কাবাসীরা তাদের আত্মীয়-স্বজনের হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ সকলের সামনে তাকে হত্যা করবে।

হাজ্জাজ বলেন : তারপর তারা প্রস্থান করলো এবং গোটা মক্কা জুড়ে শোরগোল হৈ হল্লা করে এখবর প্রচার করতে লাগল।

"তোমাদের কাছে সংবাদ এসেছে, ঐ মুহাম্মদ আসছে কেবল তোমাদের অপেক্ষা। তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তোমরা তাকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যে হত্যা করবে।"

হাজ্জাজ বলেন : আমি বললাম, মক্কায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমার অর্থ-সম্পদ উদ্ধারের ব্যাপারে তোমরা আমাকে একটু সাহায্য কর এবং আমার খাতকদেরকে চাপ দিয়ে তা উদ্ধার করে দাও। আমি খায়বরে যেতে চাই এবং পরাজিত মুহাম্মদ ও তার সাথীদের মালপত্র কেনার জন্যে অন্যান্য ব্যবসায়ীর পূর্বেই আমি সেখানে যেতে চাই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারো কারো বর্ণনায় আছে, মুহাম্মদের 'গনীমত' কিনতে যাওয়ার কথা হাজ্জাজ বলেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর তারা এত দ্রুত আমার অর্থ-সম্পদগুলো আদায় করে দিল, যত দ্রুত পাওনা আদায়ের কথা আমি কোনদিন কাকেও শুনিনি। তারপর আমি আমার সঙ্গিনীর কাছে গেলাম এবং বললাম : তোমার কাছে রক্ষিত আমার অর্থগুলো তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও, আমি খায়বরে যাবো এবং অন্য ব্যবসায়ীরা সেখানে গিয়ে পৌঁছবার আগেই আমি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসার দ্বারা লাভবান হতে চাই।

হাজ্জাজ বলেন : আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব যখন এ সংবাদ শুনতে পেলেন, তখন তিনি আমার কাছে ছুটে এলেন এবং আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি তখন ব্যবসায়ীদের একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলাম। তিনি এসে বললেন : কি হে হাজ্জাজ! তুমি এ কী সংবাদ নিয়ে এলে ?

হাজ্জাজ বলেন : তখন আমি বললাম, আমার যে সম্পদ আপনার কাছে আমি রেখে গেছি, তা আপনার স্মরণ আছে তো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। হাজ্জাজ বলেন : তখন আমি বললাম : আপনি একটু পরে আসুন। আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা আছে। আমি এখন আমার পাওনা আদায়ে ব্যস্ত আছি, যেমন আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। তাই, এখন আপনি চলে যান এবং আমার পাওনা আদায় করতে দিন।

হজ্জাজ বলেন : তারপর যখন আমি মক্কায় রক্ষিত আমার সমস্ত পাওনা আদায় করে নিলাম এবং মক্কা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম, তখন আমি আব্বাসের সাথে গিয়ে দেখা করলাম এবং বললাম : হে ফযলের বাপ! আমার কথাগুলো খুবই গোপন রাখবেন। কেননা, তিন দিন পর্যন্ত আমি লোকজনের অনুসন্ধানের আশঙ্কা করি। তারপর আপনার যা ইচ্ছা হয় বলবেন। জবাবে তিনি বললেন : আমি তাই করবো।

তখন আমি বললাম : "আমি আপনার ভাতিজাকে খায়বরবাসীদের রাজকন্যার সাথে বাসর করা অবস্থায় রেখে এসেছি।" তিনি এ দিয়ে সুফিয়া বিন্‌ত হুয়াইর কথা বুঝাচ্ছিলেন। তিনি খায়বর জয় করে নিয়েছেন এবং তার সমুদয় সম্পদ বের করে নিয়েছেন। এ সব কিছু তাঁর এবং তাঁর সাথীদের মালিকানাধীন।

তখন আব্বাস বলে উঠলেন : তুমি এ সব কী বলছো হে হাজ্জাজ ? আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! আমি যা বলছি, সত্যই বলছি। আপনি আমার এ সব কথা গোপন রাখবেন। আর আমি ইতিমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি কেবল আমার অর্থ-সম্পদগুলো নিয়ে যেতে এসেছি, এ আশঙ্কায় যে পাছে তা মারা পড়ে। তিন দিন চলে গেলে ইচ্ছা মত আপনি তা প্রকাশ করতে পারেন।

হাজ্জাজ বলেন : তারপর তৃতীয় দিন যখন উপস্থিত হলো, তখন আব্বাস নকশী শাল গায়ে দিয়ে সুগন্ধি মেখে, লাঠি হাতে কা'বায় এসে পৌছলেন। তিনি কা'বার তওয়াফ করলেন। কুরায়শরা তাঁকে দেখতে পেয়ে বলল : হে ফযলের বাপ! এমন কঠিন বিপদে এরূপ সহনশীলতা! আল্লাহ্‌র কসম! এতো বড় তাজ্জব ব্যাপার!

জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম। তোমরা যা শুনেছ, তা ঠিক নয়। মুহাম্মদ খায়বর জয় করেছেন। খায়বরবাসীদের রাজকন্যার সাথে বাসর উদযাপনের অবস্থায় তাঁকে রেখে আসা হয়েছে। ওখানকার সমস্ত ধন-সম্পদ এখন তাঁর এবং তাঁর সহকারীদের করতল গত।

তারা জিজ্ঞাসা করলেন : এ সংবাদটি আপনার কাছে কে নিয়ে এলো ? তিনি বললেন : যে তোমাদের কাছে ঐ সংবাদ নিয়ে এসেছে সে-ই। সে মুসলমান হওয়ার পরেই তোমাদের নিকট এসেছিল, তার অর্থ-সম্পদ সে নিয়ে গেছে এবং মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীদের সাথে আবার মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সে চলেও গিয়েছে। সে থাকবেও তাদের সাথেই।

তখন তারা বলে উঠলেন : আল্লাহ্‌র বান্দারা! আল্লাহ্‌র দুশমন হাতছাড়া হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র কসম। যদি একটু আঁচ করতে পারতাম, তা হলে তার ও আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হতো! তাকে আমরা দেখিয়ে দিতাম মজাটা!

হাজ্জাজ বলেন : এর ক'দিন যেতে না যেতেই তাদের কাছে আমার দেওয়া সংবাদের যথার্থতা প্রমাণিত হয়ে গেল।

খায়বর সম্পর্কে হাস্সানের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : খায়বর প্রসঙ্গে যে সমস্ত কবিতা রচিত হয়, তার মধ্যে হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর রচিত এ কবিতাটিও ছিল :

بئسما قاتلت خيابر عما ... ... موت الهزال غير جميل

খায়বরবাসীরা যা জমিয়েছিল কৃষিজমি ও খেজুরবাগানে
তা রক্ষার্থে তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল একান্তই নিম্নমানের।
তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে,
ফলশ্রুতিতে তাদের হেরেম সমূহকে বৈধ করে নেয়া হয়,
তারা যে আচরণ করে তা একান্তই ইতর সুলভ।
এরা কি মৃত্যু থেকে পলায়ন করে ?
কাপুরুষোচিত ও দুর্বলের মৃত্যু-
নিশ্চয়ই নয় উত্তম ও কাংক্ষিত মৃত্যু।

আয়মনের পক্ষ থেকে কৈফিয়ত

হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) আয়মান ইব্ন উম্মু আয়মন ইব্ন উবায়দের পক্ষ থেকে কৈফিয়ত দিয়েও কবিতা লিখেন। ইনি খায়বর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন বনূ আওফ ইব্ন খাযরাজ গোত্রের লোক। তাঁর মা উম্মু আয়মন ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত দাসী। উম্মু আয়মনের আরেকটি পরিচয় হচ্ছে–তিনি উসামা ইব্ন যায়দের মাও বটে। সে মতে, আয়মন উসামা ইব্ন যায়দের বৈপিত্রেয় ভাই। হাস্সান (রা) তাঁর সে কৈফিয়তমূলক কবিতায় বলেন :

على حين ان قالت لا يمن امة ... ... وما كان منه عنده غير ايسر –

আয়মনের মা যখন তাকে তিরস্কার করে বলছিলেন –
খায়বর যুদ্ধের অশ্বারোহীদের সাথে যোগ না দিয়ে,
হে আয়মন! তুই কাপুরুষতা প্রদর্শন করলি।
আসলে সেদিন আয়মন কিন্তু মোটেই কাপুরুষতা প্রদর্শন করেন নি;
বরং তাঁর ঘোড়াটি আটা মিশ্রিত নেশাযুক্ত পানি পানে হয়ে পড়েছিল পীড়িত।
যদি না তার অশ্বটি সেদিন ব্যাধিগ্রস্ত হতো,
তবে অবশ্যই অশ্বারোহীরূপে এমন যুদ্ধই তিনি করতেন,
যাতে (ডান হাত ছাড়া) বাম হাতের আর প্রয়োজনই হতো না।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ শেষোক্ত পংক্তিটি আবূ যায়দ আনসারী আমাকে শুনিয়েছেন, আর বলেছেন যে, আসলে এ পংক্তিটি কা'ব ইব্ন মালিকের রচিত। আর তিনি এ পংক্তিটি আমাকে শুনিয়েছেন এভাবে :

বরং তাঁকে আটকিয়ে ফেলেছে তাঁর ঘোড়ার অবস্থা
যদি তা না হতো, তা হলে তিনি
কোন ত্রুটি করতেন না।

নাজিয়া ইব্‌ন জুনদাব আসলামীর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নাজিয়া ইব্‌ন জুনদাব আসলামীও অনুরূপ তাঁর কবিতায় বলেন :

কিসের নেশায় বুঁদ হয় রও বান্দারা আল্লাহ্‌র ?
এতো শুধু দেখি পানাহারই যেন হয়ে গেল সারাসার।
অথচ থাকিবে জান্নাত মাঝে নিয়ামত চমৎকার।

নাজিয়া ইব্‌ন জুনদাব আসলামী আরো বলেন :

যে আমাকে না চেনার ভান করে,
বা পাত্তাই দিতে চায় না,
(তার জন্যে আমি পরিচয় দিচ্ছি)
পিতা মোর জুনদাব
কত প্রতিপক্ষ এমন যে,
যুদ্ধকালে তারা অধঃমুখী
তাদের মরদেহে হয় শকুন ও শিয়ালের উৎসব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ পংক্তিটি কিছু শব্দগত পার্থক্যসহ রাবী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

খায়বর সম্পর্কে কা'বের কবিতা

ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা মতে যা তিনি আবূ যায়দ আনসারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) ও খায়বর দিবস সম্পর্কে কবিতা রচনা করেন। তাতে তিনি বলেন :-

আমরা খায়বর, আর তার ঝর্ণাগুলোর ঘাটে গিয়ে-
আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছি-
এমন সব যুবা কিশোরদেরকে সঙ্গে নিয়ে,
যাদের হাতের শিরাসমূহ ভেসে উঠেনি,
প্রতিটি অপকর্মকে যারা প্রতিহত করে।
আপন লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যারা মুক্তহস্ত,
দুর্বল চেতা নয়,
প্রতিটি ময়দানে শত্রুদের মুকাবিলায় কঠোর।
প্রতি শীত মওসুমে তাদের চুলোয় থাকে
ছাইয়ের বিশাল স্তূপ,
(কেননা অগণিত অতিথি অভ্যাগতের জন্যে চুলো জ্বলে অনুক্ষণ)।

তাদের মাশরফী আর হিন্দুস্থানী তলোয়ারের ধার
(শত্রুদের গর্দান) কাটছিল।
নিহত হওয়াকে যারা জ্ঞান করে প্রশাংসাই বলে,
যদি হতে পারে শহীদ, আহ্‌মদ নবীর জন্যে,
আল্লাহ্‌র কাছে কামনা করে এ শাহাদত
আর সাফল্য।
মুহাম্মদ (সা)-এর হকসমূহ রক্ষার্থে সদাব্যস্ত-
তারা মুখ ও হাতের সাহায্যে সর্বদা তাঁর পক্ষে লড়াই করে-
এবং তাঁর প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত থাকে।
যেখানেই তাঁর সংশয় সন্দেহ দেখা দেয়,
সেখানেই তারা তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে যায়
মুহাম্মদ প্রাণ রক্ষার্থে তারা উৎসর্গ করে নিজেদের জীবন।
গায়েবের খবরদিকে তারা সত্যজ্ঞান করে একান্তভাবে,
এর দ্বারা তারা কামনা করে কাল-কিয়ামতের মর্যাদা।

খায়বরের অর্থ-সম্পদের ভাগবণ্টন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খায়বরের সম্পদরাশি অর্থাৎ শাক, নাতাৎ এবং কুতায়বাতে ভাগবণ্টন করা হয়। শাক্ ও নাতাৎ দুর্গে মুসলমানদের অংশ ধার্য হয় এবং কুতায়বায় আল্লাহ্‌র নামে খুম্‌স (এক-পঞ্চমাংশ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অংশ, নিকটাত্মীয়গণ ও ইয়াতীম মিসকীনের অংশ, নবী সহধর্মীণিগণের ভাতা, রাসূলুল্লাহ (সা) ও ফিদাকবাসীদের মধ্যে সন্ধির মাধ্যমরূপে যারা কাজ করেন- তাঁদের ভাতা ধার্য হয়। এঁদের মধ্যে মাহীসা ইব্‌ন মাসউদও ছিলেন। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) ত্রিশ ওসাক[১] যব এবং ত্রিশ ওসাক খেজুর দান করেছিলেন।

খায়বরে প্রাপ্ত সম্পদ হুদায়বিয়ার অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যেই বণ্টন করা হয়- চাই খায়বরে অংশগ্রহণ করে থাকুন বা না থাকুন। আর একমাত্র জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম ছাড়া হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী আর কেউই খায়বরে অনুপস্থিত ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ তাঁকেও উপস্থিতদের সমপরিমাণ অংশ দান করেছিলেন। খায়বরে দু'টি মাঠ ছিল- একটি ওয়াদী সুরায়র নামক মাঠ, অপরটি ওয়াদী খাস নামক মাঠ[২] খায়বর এ দু'ভাগেই বিভক্ত ছিল। শাক্ ও নাতাৎ দুর্গ দু'টি মোট ১৮টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে নাতাৎ এ ৫ ভাগ এবং শাক্ দুর্গে ১৩ ভাগ ছিল। এ আঠার অংশকে মোট আঠার শ' অংশে ভাগবণ্টন করে দেওয়া হয়।

যাঁদের মধ্যে খায়বরের ভূ-সম্পদ ভাগবণ্টন করা হয়, ব্যক্তি ও ঘোড়া মিলিয়ে এঁদের মোট সংখ্যা আঠারো শ'ই ছিল। লোক সংখ্যা ছিল চৌদ্দ শ' এবং ঘোড়ার সংখ্যা ২০০। প্রতিব্যক্তি

১. এক ওসাক অর্থাৎ এক উটের বোঝা; বা ষাট সা' (এক সা' প্রায় সাড়ে তিন সের) অর্থাৎ প্রায় ২০০ কেজির সমপরিমাণ।

২. সুহায়লী রাওযুল আন্‌ফ কিতাবে এ মাঠটিকে ওয়াদী খাল্‌স নামে উল্লেখ করেছেন।

১ অংশ এবং প্রতিটি ঘোড়ার জন্য দু'অংশ হিসাবে প্রদান করা হয়। প্রত্যেক পদাতিকের জন্য এক অংশ করে এবং প্রত্যেক অশ্বরোহীকে এক অংশ করে দান করা হয়। এভাবে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় আঠার শ'।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : খায়বর দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরবী ঘোড়া এবং সংকর জাতের ঘোড়াসমূহকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিন্যাস করেছিলেন।

আঠারোটি ইউনিট

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সর্বমোট আঠারো শ' অংশ মোট ১৮টি ইউনিট বিভক্ত করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রতিটি ইউনিটে ১০০ করে অংশ ছিল। সে ইউনিটগুলো ছিল নিম্ন লিখিত নামে :

১. আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা),
২. যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা),
৩. তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা),
৪. উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা),
৫. আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা),
৬. আসিম ইব্‌ন আদী (রা), ইনি আজশান গোত্রীয়,
৭. উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা),
৮. হারিস ইব্‌ন খাযরাজ (রা),
৯. নায়েম (রা),
১০. বনূ বায়াযা,
১১. বনূ উবায়দ,
১২. বনূ হারাম-এঁরা ছিল বনূ সালামার অন্তর্ভুক্ত,
১৩. উবায়দুস্ সাহ্‌হাম

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাঁকে এজন্যে উবায়দুস্ সাহ্‌হাম বলা হতো যে, তিনি খায়বর দিবসে বিভিন্ন সাহ্‌ম (অংশ) কিনে নিয়েছিলেন। তাঁর পূর্ণ পরিচয় হলো : উবায়দ ইব্‌ন আওস। ইনি হারিসা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস গোত্রের একজন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অন্যান্য ইউনিটগুলো হলো :

১৪. বনূ সায়িদা,
১৫. বনূ গিফার ও আসলাম,
১৬. বনূ নাজ্জার,
১৭. বনূ হারিসা ও
১৮. বনূ আওস।

সর্বপ্রথম খায়বরের যে ইউনিটটি বের করা হয়, তা হলো : নাতাতের যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামের ইউনিট। এতে খায়বরের খু'আ এবং তার পার্শ্ববর্তী সুরায়র মৌজা দু'টি ছিল। তারপর দ্বিতীয় ইউনিট ছিল বায়াযা, তৃতীয় উসায়দ ইব্‌ন হুযায়রের ইউনিট, চতুর্থ বনূ হারিস

ইব্‌ন খাযরাজের ইউনিট। পঞ্চম নামের-এর ইউনিট, যাতে বনূ আওফ ইব্‌ন খাযরাজ, মুযায়না ও তাদের সহ অংশীদারদের ভাগ ছিল। এখানেই মাহ্‌মূদ ইব্‌ন মাসলামা শহীদ হয়েছিলেন। এ হলো : নাতাতের পাঁচ ইউনিট। তারপর শাক্ক দুর্গের এলাকার ভাগবণ্টনের পালা আসে। সে ভাগ-বণ্টনটি ছিল এরূপ : সর্বপ্রথম আসিম ইব্‌ন 'আদীর ইউনিট বের করে দেওয়া হয়। এঁরা ছিলেন আজলান গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অংশ ছিল এঁদের সাথেই।

দ্বিতীয় ইউনিট ছিল-আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের ইউনিট। তারপর সায়িদা, তারপর নাজ্জার, তারপর আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা), তারপর তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্, তারপর গিফার (রা) ও আসলাম এর ইউনিট, তারপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর ইউনিট, তারপর সালামা ইব্‌ন উবায়দ ও বনূ হারামের ইউনিটদ্বয়, তারপর হারিসার ইউনিট, তারপর উবায়দুস-সাহ্‌হামের ইউনিট, তারপর আওসের ইউনিট, তারপর লাফীফের ইউনিট-এতে জুহানা এবং সমস্ত আরব গোত্রসমূহের, আর যারা আরবরে অংশগ্রহণ করেছিলেন-তাদের সকলেই ছিলেন। তার মুকাবিলায় ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অংশ, যা আসিম ইব্‌ন আদীর ইউনিটে তিনি লাভ করেছিলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুতায়বার' ভাগ-বণ্টনে মনোনিবেশ করেন। এটা হলো ওয়াদী খাস।[১] এ প্রান্তরটি তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, তাঁর সহধর্মিণিগণ এবং অন্যান্য পুরুষ ও নারীদের মধ্যে ভাগবণ্টন করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে ভাবে তা বণ্টন্ করেন, তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো :

১. নবী দুহিতা ফাতিমা (রা)	২০০	ওসাক
২. আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)	১০০	ওসাক
৩. উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)	২০০	এবং ৫০ ওসাক খেজুর বীচিও তিনি তাঁকে প্রদান করেন।
৪. উম্মু মু'মিনীন আয়েশা (রা)	২০০	ওসাক
৫. আবূ বকর ইব্‌ন কুহাফা (রা)	১০০	ওসাক
৬. আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)	১৪০	ওসাক
৭. জা'ফরের পুত্রগণ	৫০	ওসাক
৮ রবী'আ ইব্‌ন হারিস (রা)	১০০	ওসাক
৯. সালত ইব্‌ন মাখ্‌রামা	--	(শুধু সাল্‌তকে ৪০ ওসাক)
ও তাঁর দুই পুত্র (রা)	১০০	ওসাক
১০. আবূ নাসাবাকা (রা)	৫০	ওসাক
১১. রুকানা ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াযীদ (রা)	৫০	ওসাক
১২. কায়স ইব্‌ন মাখরামা (রা)	৩০	ওসাক
১৩. আবুল কাসিম ইব্‌ন মাখরামা	৪০	ওসাক

১. যার নাম 'রওযুল আনাফ' সুহায়লী ওয়াদী খাল্লাম বলেছেন।

১৪. উবায়দা ইব্‌ন হারিসের কন্যাগণ ও হুসায়ন ইব্‌ন হারিসের কন্যা	১০০	ওসাক
১৫. উবায়দ ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াযীদ (রা)	৬০	ওসাক
১৬. আওস ইব্‌ন মাখরামার পুত্র	৩০	ওসাক
১৭. মিস্‌তা ইব্‌ন আছাছা ও ইলয়াসের পুত্র	৫০	ওসাক
১৮. উম্মু রুমায়ছা	৪০	ওসাক
১৯. নঈম ইব্‌ন হিন্দ	৩০	ওসাক
২০. বুহায়না বিন্‌ত হারিস	৩০	ওসাক
২১. উজায়র ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াযীদ	৩০	ওসাক
২২. উম্মু হাকাম[১]	৩০	ওসাক
২৩. জানা বিন্‌ত আবূ তালিব	৩০	ওসাক
২৪. ইব্‌ন আরকাম	৫০	ওসাক
২৫. আবদুল রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)	৪০	ওসাক
২৬. হামনা বিন্‌ত জাহাশ	৩০	ওসাক
২৭. উম্মু যুবায়র	৪০	ওসাক
২৮. দাবা'আ বিন্‌ত যুবায়র	৪০	ওসাক
২৯. আবূ কুনায়সের পুত্র	৩০	ওসাক
৩০. উম্মু তালিব	৪০	ওসাক
৩১. আবূ বুসরা	২০	ওসাক
৩২. নুমায়লা কালবী	৫০	ওসাক
৩৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহাব ও তাঁর দুই কন্যা[২]	৯০	ওসাক
তন্মধ্যে তাঁর দুই পুত্রের	(৪০ ওসাক)	
৩৪. উম্মু হাবীবা বিন্‌ত জাহাশ	৩০	ওসাক
৩৫. মালক্ব ইব্‌ন আবদা	৩০	ওসাক
৩৬. নবী সহধর্মিণিগণ	৭০০	ওসাক

ইব্‌ন হিশাম বলেন : গম, যব, খেজুর, খেজুর বীচি প্রভৃতি নবী (সা) লোকজনের প্রয়োজন অনুসারে বরাদ্দ করেছিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে বনূ আবদুল মুত্তালিবের প্রয়োজনই বেশি ছিল। এজন্যে তাঁদেরকে বরাদ্দ দেওয়াও হয়েছিল অধিক পরিমাণে।

---

১. বস্তুত : ইনি হলেন উম্মু হাকীম। ইনি যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা এবং রবী'আ ইব্‌ন হারিসের স্ত্রী ছিলেন। পক্ষান্তরে, উম্মু হাকাম হচ্ছেন আবূ সুফিয়ানের কন্যা, যিনি মক্কা বিজয়ের পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তা না হলে বলা যেতো যে, ইব্‌ন ইসহাক তাঁর কথাই বুঝিয়েছেন। কিন্তু তিনি তখনও মুসলমান হননি। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর খায়বরে গমনের বা গনীমত প্রাপ্তির প্রশ্নই সেখানে অবান্তর।

২. সম্ভবত: এটা মুদ্রণ প্রমাদ। হয় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহব ও তাঁর দুই পুত্র হবে। সে মতে ৪০ ওসাক দুই পুত্রের এবং বাকী ৫০ ওসাক তাঁর জন্যে ছিল। নতুবা পরবর্তী লাইনেও দুই কন্যা হবে। —অনুবাদক

নবী সহধর্মিণিগণের জন্য বরাদ্দ পত্র

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বরের গম থেকে তাঁর রমণীগণের জন্যে যে বরাদ্দ দেন, তার বিবরণ : তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের জন্যে একশ আশি ওসাক গম বরাদ্দ করেন :

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুহিতা ফাতিমা জন্যে	৮৫	ওসাক
উসামা ইব্‌ন যায়দের জন্যে	৪০	ওসাক
মিক্‌দাদ ইব্‌ন আসওয়াদের জন্যে	১৫	ওসাক
উম্মু রুমায়সার জন্যে	৫	ওসাক

উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর সাক্ষীস্বরূপ থাকেন এবং আব্বাস তা লিখেন।

ইন্তিকালের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর ওসীয়ত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট সালিহ্ ইব্‌ন কায়সান, ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনটি ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন কিছুর ওসীয়ত ইন্তিকালের সময় করেন নি :

১. খায়বরের গনীমত সম্ভার থেকে রাহাভীন গোত্রকে[১] ১০০ ওসাক, দারিয়্যীন গোত্রকে ১০০ ওসাক এবং সাব্বায়্যীন ও আশআরীদেরকে ১০০ ওসাক প্রদান করতে তিনি ওসীয়ত করেন।
২. উসামা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিসার নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করবে।[২]
৩. জাযীরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপে দু'টি ধর্ম রাখা হবে না।[৩]

ফিদাক-সমাচার

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর থেকে নিস্ক্রান্ত হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফিদাকবাসীদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দেন। খায়বরবাসীদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা যা ঘটিয়েছেন, তার সংবাদ পেয়েই তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বলে পাঠায় যে, ফিদাকের অর্ধেক ভূ-সম্পদের বিনিময়ে তারা তাঁর সাথে সন্ধি করতে আগ্রহী। তাদের দূত তাঁর নিকট এ প্রস্তাবটি খায়বরে অথবা তায়েফে অথবা তাঁর মদীনায় পদার্পণের পর পেশ করে। আর তিনি তা গ্রহণও করেন। এজন্যে ফিদাকের ভূ-সম্পদ কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যই হয়ে যায়। কেননা, এজন্যে ঘোড়া বা উট দৌড়াতে (অর্থাৎ যথারীতি যুদ্ধে গমনের প্রয়োজন) হয়নি।

---

১. ইয়ামানের একটি গোত্র।
২. সিরিয়া অভিমুখে।
৩. শুধু ইসলামই থাকবে। কুরআনের আয়াত حتى يكون الدين كله لله এর দিকে ইঙ্গিত।

দারীদের নামের তালিকা

যাদের জন্য খায়বরের সম্পদ দানের ওসীয়ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) করেছিলেন

এঁরা হচ্ছেন দার ইব্ন হাবীব ইব্ন নুমারা ইব্ন নুমারা ইব্ন লাখমের বংশধর। এঁরা সিরিয়া থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসেছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে :

১. তামীম ইব্ন আওস

২. তার ভাই নাঈম ইব্ন আওস

৩. ইয়াযীদ ইব্ন কায়স

৪. উরফা ইব্ন মালিক–রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নাম আবদুর রহমান রাখেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ তাকে উয্যা ইব্ন মালিক ও তার ভাইকে মুরান ইব্ন মালিক বলেছেন।

ইব্ন হিশাম তার ভাইকে মারওয়ান ইব্ন মালিক বলেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন :

৬. ফাকা ইব্ন নু'মান,

৭. জাবালা ইব্ন মালিক,

৮. আবূ হিন্দ ইব্ন বারি'

৯. তার ভাই তাইয়্যব ইব্ন বারি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নাম রাখেন–আবদুল্লাহ্ ।

অনুমানের ভিত্তিতে ভাগাভাগি

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাকে খায়বরে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতেন যে, তিনি যেন ইয়াহূদী ও মুসলমানদের মধ্যে ওজন বা মাপ ব্যতিরেকেই অনুমানের ভিত্তিতে শস্য ভাগাভাগি করেন। তিনি সেমতে অনুমানভিত্তিক ভাগাভাগি করতেন। যদি কোন ক্ষেত্রে ইয়াহূদীরা আপত্তি উত্থাপন করে বলতো যে, আমাদের উপর যুলুম করে ফেললেন বা আপনাদের অংশে বেশি নিয়ে নিয়েছেন, তখন তিনি বলতেন : ঠিক আছে, তোমরা চাইলে অংশ বদল করে তোমাদের অংশ আমাদেরকে দিতে পার, তখন তারা বলে উঠতো :

بهذا قامت السموات والارض

"এই ইনসাফ ও ভারসাম্যের কারণেই আসমান–যমীন কায়েম রয়েছে।"

আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা এক বছর এই অনুমান ভিত্তিক ভাগাভাগির দায়িত্ব পালন করেন। তারপর মূতার যুদ্ধে তিনি শাহাদত লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তারপর জাব্বার ইব্ন সাখর ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খানসা, যিনি বনূ সালামার লোক ছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং এ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

ইয়াহূদীদের সংগের ব্যাপারটি এভাবে চলতে থাকে। মুসলমানরা তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে আপত্তিকর কিছু প্রত্যক্ষ করেননি। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহলের সাথে তারা বাড়াবাড়ি করে, এমন কি তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলমানগণ এ ব্যাপারে ইয়াহূদীদেরকে অভিযুক্ত করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহলের হত্যাকাণ্ড

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহরী আমার নিকট সাহল ইব্ন আবূ হাসমার সূত্রে এবং বশীর ইব্ন ইয়াসার, বনূ হারিসার আযাদকৃত গোলাম–আমার নিকট সাহল ইব্ন আবূ হাসমা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহলকে খায়বরে হত্যা করা হয়। তিনি তাঁর কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের ওখানে খেজুর তুলতে গিয়ে ছিলেন। তারপর একটি ঝর্ণার মধ্যে ঘাড় মটকানো অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঘাড় মটকিয়ে মেরে তাঁর লাশ ঐ ঝর্ণায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সে অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ পেয়ে তা দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেন। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে সমস্ত বিবরণ দেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফায়সালা

নিহত ব্যক্তির ভাই আবদুর রহমান ইব্ন সাহল এবং তাঁর দু'জন চাচাতো ভাই অর্থাৎ মাসউদের দুই পুত্র হুয়ায়সা ও মুহায়্যসা এ মোকদ্দমাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে পেশ করেন। বয়সে আবদুর রহমান ছিলেন নবীন। রক্তপণের আসল দাবীদার ছিলেন তিনিই, আর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তিও ছিল।[১] তিনি যখন তাঁর চাচতো ভাইদের আগেই কথা বলতে লাগলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : اَلْكِبْرَ الْكِبْرَ বড়দেরকে! বড়দেরকে! (কথা বলতে দাও!)

ইব্ন হিশাম বলেন : মালিক ইব্ন আনাসের বর্ণনা মতে, কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উচ্চারিত এ শব্দটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন : كَبِّرْ كَبِّرْ অর্থাৎ বড়কে বড় রূপে মান্য কর! বড়কে বড় রূপে মান্য কর!!

তখন তিনি চুপ করেন এবং তিনি পরে কথা বলেন। তাঁরা তাঁদের হত্যার কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বিবৃত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেন : তোমরা কি হত্যাকারীর নাম বলতে পারবে ? তারপর এর সমর্থনে পঞ্চাশবার কসম খেতে পারবে ? তা হলে আমি সে ব্যক্তিকে তোমাদের হাতে তুলে দেব।

জবাবে তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! যে ব্যাপারটি আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সে ব্যাপারে তো আমরা কসম করতে পারবো না।

তারপর তিনি বললেন : আচ্ছা তারা (অর্থাৎ ইয়াহূদীরা) কি এ মর্মে পঞ্চাশবার কসম করে বলতে পারবে যে, না তারা তাকে হত্যা করেছে, আর না তারা এ ব্যাপারে কিছু অবগত আছে? তাহলে তারা খুনের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

---

১. বয়সের নবীন সুলভ জোশ, নিহত ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক এবং সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি থাকায় তিনি আগে আগে কথা বলছিলেন।

তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা তো ইয়াহূদীদের কসমকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করি না। কেননা, পাপকর্মের ব্যাপারে কসমের চাইতে গুরুতর পাপ 'কুফরী' তাদের মধ্যে রয়েছে।

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিজের পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তির রক্তপণস্বরূপ একশটি উটনী প্রদান করলেন।[১]

সাহল (রাবী) বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমি ঐ একশ'টি উটনীর মধ্যে লাল বর্ণের সেই কমবয়সী উটনীটির কথা কখনো ভুলতে পারবো না, যেটাকে আমি ধরতে গেলে সে আমাকে আঘাত করেছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিস তায়মী, বনূ হারিসার আবদুর রহমান ইব্ন বুজায়দ ইব্ন কায়যীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম বলেছেন : আল্লাহ্র কসম। সাহল তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন না, তবে তিনি বয়সে বড় ছিলেন, তিনি বলেন : আল্লাহ্র কসম! ব্যাপারটি আসলে তা ছিল না বরং সাহলের এরূপ ধারণা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একথা বলেন নি, যে ব্যাপারে তোমরা জ্ঞাত নও, সে ব্যাপারে তোমরা হলফ করে বলো, বরং তিনি খায়বরের ইয়াহূদীদের কাছে ঐ সময় এ মর্মে পত্র লিখেছিলেন, যখন আনসারগণ তাঁর সাথে আলাপ করেন যে, তোমাদের লোকালয়ে যেহেতু নিহত ব্যক্তির শবদেহ পাওয়া গেছে, তাই তোমরা তার রক্তপণ আদায় কর! তখন তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে লিখে পাঠায় যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি, আর তারা তাঁর হত্যাকারী সম্বন্ধে কিছু অবগতও নয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই তাঁর ফিদইয়া বা রক্তপণ আদায় করে দেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমর ইব্ন শুআয়ব আবদুর রহমান ইব্ন বুজায়দের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তিনি তাঁর হাদীসে ইয়াহূদীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত করেছেন :

"তোমরা তার রক্তপণ পরিশোধ কর,
নচেৎ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও।"

তখন তারা আল্লাহ্র নামে হলফ করে লিখে যে, না তারা তাঁকে হত্যা করেছে, আর না তারা তাঁর হত্যাকারী সম্পর্কে কিছু জানে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিজের পক্ষ থেকেই তাঁর রক্তপণ পরিশোধ করে দেন।

উমর (রা) কর্তৃক ইয়াহূদীদের নির্বাসিত করা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি ইব্ন শিহাব যুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়রব ইয়াহূদীদেরকে যখন খেজুর প্রদান করতেন, তখন কী নিয়মে তিনি তাদেরকে খেজুর প্রদান করতেন ? খিরাজ উশুল করার সময় দিতেন,—অর্থাৎ প্রথমে খেজুর গাছ থেকে কাটিয়ে

---

১. এটি রাষ্ট্রপরিচালকদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয় ঘটনা বটে। হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাই একজন নাগরিকের রক্তপাত বৃথা চলে যাবে, ইসলামী রাষ্ট্রে এমনটি হতে পারে না। রক্তপণ আদায় করা এমতাবস্থায় রাষ্টের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়।

তা নিজ দায়িত্বে নিয়ে তারপর দিতেন, নাকি গাছে থাকতেই দিয়ে দিতেন ? তখন ইব্‌ন শিহাব আমাকে জানালেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ-বিগ্রহের পর খায়বর জয় করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খায়বর গনীমতরূপে দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খুমুস বের করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে তা ভাগবণ্টন করে দেন। আর এর অধিবাসীদের মধ্যে থেকে যারাই সেখান থেকেছে তারাই যুদ্ধের পর নির্বাসিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ডেকে বলেন : তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে এ ভূ-সম্পদ এ শর্তে দিতে পারি যে, তোমরা এতে তোমাদের শ্রম নিয়োগ করবে, উৎপন্ন-জাত ফসলাদি তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ যতদিন তোমাদেরকে এ অবস্থায় রাখবেন, আমিও তোমাদেরকে এ অবস্থায় রাখবো। তারা এ শর্ত মেনে নেয় এবং সে মতে তারা এতে শ্রম দিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহ্‌কে তাদের নিকটে প্রেরণ করতেন। তিনি ওজন ও মাপ ব্যতিরেকেই অনুমান ভিত্তিক ভাগাভাগি করে অংশ নিয়ে আসতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে ওফাত প্রদান করলে আবূ বকরও এ ব্যবস্থা কায়েম রাখেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। তারপর উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম আমলে তিনিও তা বহাল রাখেন। তারপর উমর (রা) জানতে পান যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অন্তিম শয্যার বলে গেছেন : لا يجتمعن فى جزمرة العرب دينان "আরব উপদ্বীপে যেন দু'টি দীন একত্রে না থাকে।"

তারপর উমর (রা) বিষয়টি তদন্ত করেন এবং এর প্রমাণও পেয়ে যান। তখন তিনি ইয়াহূদীদের বলে পাঠান :

فمن كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فليأتى به ، انفذه له ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فليتجهز للجلاء -

যে ইয়াহূদীর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে কোনরূপ অঙ্গীকারপত্র বা সনদ রয়েছে, সে তা নিয়ে আমার কাছে আসুক। আমি তা বহাল রাখবো, আর যে ইয়াহূদীর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রদত্ত কোন সনদপত্র নেই, সে দেশ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোক।

সে মতে, যে ইয়াহূদীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত কোন সনদপত্র ছিল না, উমর (রা) তাকে নির্বাসিত করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের আযাদকৃত গোলাম নাফি', আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর) বলেন : একদা আমি, যুবায়র এবং মিকদাদ ইব্‌ন আসাওয়াদ খায়বরে আমাদের জমি-জমা দেখাশোনার উদ্দেশ্যে একত্রে বের হলাম। ওখানে পৌঁছে আমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের নিজ নিজ খামারে চলে গেলাম। রাতের অন্ধকারে আমি হামলার শিকার হলাম। আমি তখন আমার বিছানায় শায়িত ছিলাম। আমার দু'টি হাতে জোড়া থেকে কনুই স্থানচ্যুত করে দেওয়া হলো। প্রত্যুষে আমি চীৎকার করে আমার অপর দুই সাথীকে আহবান করতে লাগলাম। তাঁরা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : কে এ কাণ্ড করলো ? আমি বললাম : আমি তো বলতে পারব না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন : তাঁরা দু'জনে আমার হাতটি ঠিক করে দিলেন। তারপর তাঁরা আমাকে নিয়ে উমর (রা) নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন : এটা ইয়াহূদীদের কাজ। তারপর তিনি লোকজনের মধ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। সে ভাষণে তিনি বললেন :

ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على انا نخرجهم اذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يدعه كما قد بلغكم مع عدوهم على الانصارى قبله - لانشك انهم اصحابه - ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فانى مخرج يهود -

হে লোক সকল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ শর্তে ইয়াহূদীদের শ্রমে নিয়োজিত করেছিলেন যে, আমরা যখন চাইব, তখনই তাদের বের করে দিতে পারবো। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের উপর বাড়াবাড়ি করেছে, যেমনটি আপনারা শুনেছেন। তারা তার দু'টি হাত মুচড়ে দিয়ে কনুই দু'টিকে জোড়া থেকে বিচ্যুত করেছে। ইতিপূর্বে তারা যে একজন আনসারীর উপর বাড়াবাড়ি করেছে, তা তো আছেই। আমাদের এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এটা তাদেরই কাজ। কেননা, ওখানে তারা ছাড়া আমাদের আর কোন শত্রু নেই। সুতরাং খায়বরে যার কোন সম্পদ রয়েছে, তার সেখানে চলে যাওয়া উচিত। কেননা, আমি অবশ্যই ইয়াহূদীদের বের করে দেবো। তারপর তিনি সত্যিসত্যি তাদেরকে বের করে দেন।

ওয়াদীউল কুরার ভাগ-বণ্টন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমাদের নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বনূ হারিসার আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাকনাফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যখন উমর (রা) ইয়াহূদীদের খায়বর থেকে নির্বাসিত করলেন, তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের সাথে বাহনে আরোহণ করে বের হলেন। বনূ মাসলামার জাব্বার ইব্ন সাখর ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খানসা ও তাঁর সাথে বের হন। তিনি ছিলেন মদীনাবাসীদের বিনা ওযন ও বিনা মাপে অনুমান করে শস্যাদির পরিমাণ নির্ণয়কারী ও হিসাবকারী ব্যক্তি। ইয়াযীদ ইব্ন সাবিতও তাঁর সাথে ছিলেন। আর এ দু'জনেই খায়বরের জমিজমা তার অধিবাসীদের মধ্যে, তাদের জন্যে নির্ধারিত অংশ মুতাবিক, ভাগ-বন্টন করে দিয়েছিলেন।

উমর (রা) যখন ওয়াদীউল কুরার জমিজমা ভাগ-বণ্টন করেন, তখন তাতে যাঁদের জন্যে তিনি অংশ নির্ধারণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন :

উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা),
আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা),
উমর ইব্ন আবূ সালামা (রা),
আমির ইব্ন আবূ রবী'আ (রা),
আমর ইব্ন সুরাকা (রা) ও
আশয়াম।

ইব্ন হিশাম বলেন : আরো যাঁদের নামে অংশ বরাদ্দ হয় বলে জানা যায়, তাঁরা হলেন :

আসলাম ও বনু জা'ফর,
মুআইবিক (রা),
আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকাম (রা),
আবদুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহ্ (রা),
ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ (রা),
ইব্ন বুকায়র (রা),
মুতামির (রা),
যায়দ ইব্ন সাবিত (রা),
উবায় ইব্ন কা'ব (রা),
মু'আয ইব্ন আফরা (রা),
আবূ তালহা ও হাসান (রা),
জাব্বার ইব্ন সাখর (রা),
জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন অম্বাব (রা),
মালিক ইব্ন সা'সাআ (রা),
জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা),
আবদুর রহমান ইব্ন সাবিত ও আবূ শুরায়ক (রা) ও
উবাদা ইব্ন তারিক।

ইব্ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ বলেছেন, এতে কাতাদার নামেও একটি অংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়।

ইসহাক বলেন : আরো যাঁরা অংশ পান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন :

জাবর ইব্ন আতীক অর্ধেক অংশ ($\frac{১}{২}$)

হারিস ইব্ন কায়সের দুই পুত্র —অর্ধেক অংশ ($\frac{১}{২}$)

ইব্ন হাযামা ও যাহ্হাক—১ অংশ

খায়বর ও ওয়াদীউল কুরার ভাগবন্টন সম্পর্কে আমি যতদূর জানতে পেরেছি, তার বিবরণ এখানে দিলাম।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ অধ্যায়ে ব্যবহৃত আরবী خطر বলতে অংশ বুঝানো হয়েছে। আরবীতে বলা হয়ে থাকে—

اخطرلى فلان خطر

অমুক আমার জন্যে একটি অংশ বা হিস্সা বরাদ্দ করেছে।

হাবশা থেকে জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) এবং তাঁর সহযাত্রী মুহাজিরদের প্রত্যাগমন

ইব্ন হিশাম বলেন : সুফ্য়ান ইব্ন উয়ায়না আজলা সূত্রে শা'বী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব খায়বর বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে উপনীত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁর চক্ষুদ্বয়ের মধ্যখানে অর্থাৎ ললাট দেশে চুম্বন করলেন এবং আনন্দে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন :

مَا اَدْرِىْ بِاَيِّهِمَا اَنَا اَسُرُّ بِفَتْحِ خَيْبَرَ اَمْ بِقُدُوْمِ جَعْفَرَ -

আমি জানি না, আজ আমার জন্য কোনটি বেশি আনন্দদায়ক খায়বর বিজয়, না জা'ফরের আগমন ?

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে সব সাহাবী আবিসিনিয়ায় অবস্থান করছিলেন, তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবিসিনিয়া বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরীকে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁদের দু'টি জাহাজে বোঝাই করে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর খায়বরে তিনি তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপনীত হন।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবিগণের নাম

বনু হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ থেকে :

জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব ইব্‌ন আব্‌দুল মুত্তালিব; তাঁর সাথে ছিলেন,

আসমা বিন্‌ত উমায়স খাছ'আমিয়া—তাঁর সহধর্মিণী,

তাদের সন্তান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর যিনি আবিসিনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন।

জা'ফর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে সেনাপতি রূপে সিরিয়ায় গমন করে এবং মূতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

বনু আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মান্নাফ থেকে :

খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স, আমিনা বিন্‌ত খাল্‌ফ ইব্‌ন আসআদ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এঁকে কেউ কেউ হুমায়না বিন্‌ত খালফ বলে বর্ণনা করেছেন।

সাঈদ ইব্‌ন খালিদ ও উম্মা বিন্‌ত খালিদ এঁরা দু'জনেই আবিসিনিয়ায় ভূমিষ্ঠ হন।

খালিদ আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে সিরিয়ার মারজুস সুফ্‌ফার[১] নামক স্থানে শাহাদত বরণ করেন।

আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আস—ইনি খালিদ ইব্‌ন সাঈদেরই সহোদর ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন—ফাতিমা বিন্‌ত সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মাহরাছ কিনানী,

ইনি তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন। আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে সিরিয়া ভূমিতে আজনাদাইনের যুদ্ধে আমর ইব্‌ন সাঈদ শাহাদত বরণ করেন।

সাঈদ ইব্‌ন 'আসের কবিতা

তাঁর পিতা সাঈদ ইব্‌ন আস তাঁর সম্পর্কে যে কবিতা রচনা করেন, তা নিম্নরূপ :

হায় আমর! যদি আমি সে সময়টি পেতাম,

যখন তুমি একটু শক্ত হতে,

---

১. দামেশকের নিকটবর্তী একটি স্থান।

হতে একটু দৃঢ় হস্ত—পদের অধিকারী সুঠাম যুবক,
সশস্ত্র হয়ে বের হতে বাড়ি থেকে,
আমি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলতাম,
তুমি কি তোমার সমস্যাগ্রস্ত সম্প্রদায়কে
বিস্মৃত হতে পারো ?
এমন অস্থিরতায় তারা ভুগছে যে,
বক্ষ মধ্যে বিরাজমান সুপ্ত অস্থির তাকে—
তা উদ্দীপিত করছে ?

আবান ইব্‌ন সাঈদের কবিতা

আমর ইব্‌ন সাঈদ এবং খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ভ্রাতৃদ্বয় যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁদের সহোদর আবান ইব্‌ন সাঈদ তাঁর কবিতায় বলেন :

হায়, যরীবায় সমাহিত ব্যক্তিটি যদি দেখতে পেতেন,
আমর ও খালিদ ধর্মের ব্যাপারে কী এক জঘন্য
অপপ্রাচরে মেতে উঠেছে!
তারা আমাদের ব্যাপারে নারী সুলভ আচরণ—
অবলম্বন করেছে।
এরা আমাদের শত্রুদের মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে,
যাদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা
সহ্য করতে হচ্ছে!

উল্লেখ্য, তাঁদের তিনজনের পিতা সাঈদ ইব্‌ন 'আস তায়েফের নিকটবর্তী যারীবা নামক স্থানে তাঁর একটি খামার বাড়িতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। যারীবার সমাহিত ব্যক্তিটি বলে তাঁরই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

খালিদ ইব্‌ন সাঈদ তার জবাবে বলেন

আমার ভাইটি তো ভাই নয়,
তার আচরণ নয় ভ্রাতৃ সুলভ।
আমি তার ইজ্জত আব্রুর উপর,
উচ্চ-বাচ্যকারী বা কলঙ্ক লেপনকারী নই।
তিনি কিন্তু কটু বাক্যে একটুও কার্পণ্যকারী নন,
যখন তাঁর সঙ্কট কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠে—

তখন তিনি বলে উঠেন :

হায়, যদি যরীবার মৃত ব্যক্তিটি পুনর্জীবিত হতেন,
(আর প্রত্যক্ষ করতেন তার পুত্রধনদের কাণ্ডকারখানা)
তাঁর কথা ছেড়ে দাও ভাইটি,

তিনি তো চলে গেছেন তাঁর পথে—
(ঐ সুদূরে) অদূরের এ ব্যক্তিটির দিকে
তুমি মনোনিবেশ কর! (দেখ, তোমার নিজের প্রতি)
যে (মনোযোগের) অধিকতর মুখাপেক্ষী।
(মৃত ব্যক্তির কথা না ভেবে নিজের চরকায় তেল দাও!
একটু ভেবে-চিন্তে দেখ, তোমার নিজের হবেটা কী!)

মুআইকিব ইব্‌ন আবূ ফাতিমা—মুসলমানদের বায়তুল মালের দায়িত্ব পালনকারী উমর ইব্‌ন খাত্তাবের খাজাঞ্চী। ইনি সাঈদ ইব্‌ন 'আসের খান্দানের সাথে থাকবেন।

আবূ মূসা আশআরী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স-ইনি উতবা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আব্‌দ শামসের খান্দানের সাথে চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন। এঁরা ছিলেন মোট চারজন।

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উযযা ইব্‌ন কুসাই থেকে :

আসওয়াদ ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন খুয়ায়লিদ। (একজন)

বনূ আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই থেকে :

জাহাশ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আব্‌দ শুরাহবীল-তাঁর সাথে
আমর ইব্‌ন জাহাশ ও খুযায়মা ইব্‌ন জাহাশ তাঁর পুত্রদ্বয় ছিলেন।
উম্মু হারমালা বিন্‌ত আসওয়াদ - তাঁর স্ত্রী।
এই স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় আবিসিনিয়ায় থাকা অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হন। (একজন)

বনূ যুহরা ইব্‌ন কিলাব থেকে :

আমির ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ও
উতবা ইব্‌ন মাসউদ-হুযায়ল গোত্রীয় 'আসেরের মিত্র।
(দুইজন)

বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব থেকে :

হারিস ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সাখর,
তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী রীতা বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন জুবায়লাও ছিলেন, যিনি আবিসিনিয়ায়ই ইন্তিকাল করেছিলেন। (একজন)

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাসীস ইব্‌ন কা'ব থেকে :

মাহমিয়া ইব্‌ন জুযা-ইনি যুবায়দ গোত্রের মিত্র ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে পাঁচ জনের একটি জামাআতের আমীর করে পাঠিয়েছিলেন। (একজন)

বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুয়াই থেকে :

মামার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নাযলা। (একজন)

বনূ আমির ইব্‌ন লুয়াই ইব্‌ন গালিব থেকে :

আবূ হাতিব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স
মালিক ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন কায়স
ইব্‌ন আব্‌দ শামস তাঁর সাথে ছিলেন–
উমরা বিন্‌ত সা'দী ইব্‌ন ওয়াকদান ইব্‌ন আব্‌দ শাস। (দুইজন পুরুষ)

বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহির ইব্‌ন মালিক থেকে :

হারিস ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন লকীত। (একজন)

যে দু'টি জাহাজে করে আবিসিনিয়া থেকে মুহাজিরগণকে নিয়ে আসা হয়, তাতে আবিসিনিয়ায় মৃত্যুবরণকারী মুহাজিরগণের স্ত্রীরা ও ছিলেন।

উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে নাজ্জাশী দুইটি জাহাজে করে আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরীর সাথে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন। সুতরাং দুইটি জাহাজে করে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ১৬ জন পুরুষ।

আবিসিনিয়ায় গমনকারী অবশিষ্ট মুহাজিরগণ যাঁরা পরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী যে সব মুহাজির বদরের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করেন নি এবং যাদেরকে নাজ্জাশী দু'টি জাহাজে করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন নি, আর যাঁরা তার পরবর্তীকালে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং যাঁরা আবিসিনিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন তাঁদের নামের তালিকা ও বংশ পরিচয় নিম্নরূপ :

বনূ উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মান্নাফ থেকে :

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ ইব্‌ন রিআব আসাদী, আসলে এ ব্যক্তি ছিল বনূ উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামসের মিত্র। তার সাথে তার সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ান ও কন্যা হাবীবা বিন্‌ত উবায়দুল্লাহ্‌ও ছিলেন। এ হাবীবার মা হিসাবেই উম্মু হাবীবা উপনামের খ্যাতি নতুবা আসলে তার নাম ছিল 'রামালা'। উবায়দুল্লাহ্ মুসলমানদের সাথে মুসলমান রূপেই আবিসিনিয়ায় গেলেও, সেদেশের ভূমিতে পদার্পণ করেই এ ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে খৃস্টান হয়ে যায় এবং খৃস্টানরূপেই সেখানে তার জীবনাবসান হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ানের পাণি গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ মুসলমানদের সাথে মুসলমান রূপে হিজরত করলেও আবিসিনিয়ার ভূমিতে পদার্পণ করেই সে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। তারপর যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন মুসলমান সাহাবীর নিকট দিয়ে সে পথ অতিক্রম করতো। তখন সে বলত : فتحنا وصأوصأتم আমাদের চোখ খুলে গেছে, আর তোমরা এখনো সত্যের সন্ধানে রয়েছো, তোমাদের চোখ এখনো খুলেনি। এটা এরূপ যেমনটি হয় কুকুর ছানাদের বেলায়। কুকুর ছানা যখনই চোখ খুলতে চায়, তখনই তা বন্ধ হয়ে যায়। সে তার নিজের এবং তাঁদের জন্যে এ উপমা ব্যবহারের দ্বারা একথা বুঝাবার চেষ্টা করতো যে, তার চোখ খুলেছে বলেই সে যথার্থ সত্যের সন্ধান পেয়ে গেছে। মুসলমানদের চোখ বন্ধ বলেই তারা সত্য উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করলেও তাদের চোখে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এ জন্যে তাঁরা এখনও সত্যের সন্ধান পাননি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : (এ দলে আরো ছিলেন) : কায়স ইব্‌ন আবদুল্লাহ্-ইনি বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মার একজন। তিনি উম্মু হাবীবার সঙ্গিনী উমাইয়া বিন্‌ত কায়সের পিতা। তাঁর স্ত্রী বারাকা বিন্‌ত ইয়াসার হচ্ছেন আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারবের আযাদকৃত দাসী। তাঁরা দু'জন

ছিলেন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শ ও উম্মু হাবীবা বিন্ত আবূ সুফিয়ানের স্তন্যদাত্রী। সুতরাং তাঁরা দু'জন যখন আবিসিনিয়া অভিমুখে বের হন, তখন ঐ দু'জনকেও তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যান (মোট ২ জন)।

বনূ আসাদ ইব্ন আব্দ উয্যা ইব্ন কুসাই থেকে :

* ইয়াযীদ ইব্ন যামআ ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ। তিনি হুনায়ন দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন।

* উমর ইব্ন উমাইয়া ইব্ন হারিস ইব্ন আসাদ ইনি আবিসিনিয়ায় ইন্তিকাল করেন (মোট ২ জন)।

বনূ আবদুদদার ইব্ন কুসাই থেকে :

আবূ রূম ইব্ন উমায়র ইব্ন হাশিম ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দ মান্নাফ ইব্ন আবদুদ্দার,

ফিরাস ইব্ন নযর ইব্ন হারিস ইব্ন কালদা ইব্ন আলকা ইব্ন আব্দ মান্নাফ ইব্ন আবদুদ্দার (২ জন)।

বনূ যুহরা ইব্ন কিলাব ইব্ন মুর্রা থেকে :

মুত্তালিব ইব্ন আযহার ইব্ন আব্দ আওফ ইব্ন আব্দ ইব্ন হারিস ইব্ন যুহরা-তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী রামালা বিন্ত আবূ আওফ ইব্ন যুবায়রা ইব্ন সাঈদ ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহ্ম। ইনি আবিসিনিয়ায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্ত্রী সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব নামক এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ সন্তানই সর্বপ্রথম পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন (১ জন)।

বনূ তায়মা ইব্ন মুর্রা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুয়াঈ থেকে :

আমর ইব্ন উসমান ইব্ন আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তায়ম-ইনি কাদিসিয়ায় যুদ্ধের সময় সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের সহযোদ্ধারূপে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন (১ জন)।

বনূ মাখযুম ইব্ন ইয়াকয়া ইব্ন মুর্রা ইব্ন কা'ব থেকে :

হাব্বার ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন আবদুল আসাদ-ইনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে শাম দেশের আজনাদাইনে শাহাদত বরণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুফিয়ান—ইনি পূর্বোক্ত হাব্বারের সহোদর। ইয়ারমূকের যুদ্ধে শামদেশে উমর ফারূকের শাসনামলে শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু তিনি সেখানে শহীদ হয়েছিলেন কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। হিশাম ইব্ন আবূ হুযায়ফা ইব্ন মুগীরা (মোট ৩ জন)।

বনূ জুমাহ ইব্ন আমার ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব থেকে :

হাতিব ইব্ন হারিস ইব্ন মামার ইব্ন হাবীর ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমাহ্। তাঁর সাথে মুহাম্মদ ও হারিস উপরোক্ত হাতিবের পুত্রদ্বয়। হাতিবের সাথে তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত মুজাল্লালও ছিলেন। হাতিব সে দেশেই মুসলমান রূপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় নাজ্জাশী প্রেরিত জাহাজ দু'টির মধ্যে একটির যাত্রী ছিলেন। হাত্তাব ইব্ন হারিস উপরোক্ত হাতিবের সহোদর। সাথে তাঁর স্ত্রী ফুকায়হা ও বিন্ত ইয়াসারও ছিলেন। হাত্তাবও মুসলমানরূপে আবিসিনিয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রীও উক্ত দু'জাহাজের মধ্যে

একটি জাহাজে করে ফিরে আসেন। সুফিয়ান ইব্‌ন মামার ইব্‌ন হাবীব–তাঁর দুই পুত্র জুমাদা ও জাবির এবং তাঁদের মা হুসনা, সাথে তাঁদের বৈপেত্রেয় ভাই শুরাহবিল ইব্‌ন হুসনাও ছিলেন। সুফিয়ান এবং তাঁর পুত্রদ্বয়–জুনাফা ও জাবির উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। (মোট ৬ জন)

বনূ সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব থেকে :

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম কবি। ইনি আবিসিনিয়ায় ইন্তিকাল করেন। কায়স ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম। আবূ কায়স ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম–ইনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম ইনি পারস্য সম্রাট কিসরার দরবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত রূপে গিয়েছিলেন। হারিস ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী। বিশর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী। মামার ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী। সাঈদ ইব্‌ন আমর-ইনি হারিস ইব্‌ন হারিসের বৈপেত্রেয় তামীম বংশীয় ভাই। আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে আজনাদাইনের যুদ্ধে ইনি শহীদ হন। সাঈদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফত আমলে ইয়ারমূকের যুদ্ধের ইনি শহীদ হন। সাইব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তায়েফে ইনি আহত হয়েছিলেন। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফাত–আমলে ফাহলে[১] তিনি শাহাদত বরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, ইনি খায়বরের যুদ্ধে নিহত হন। এতেও সন্দেহ আছে। উমায়র ইব্‌ন রিয়াব ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন মাহশাম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম–ইনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনামলে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সহযোদ্ধারূপে ইয়ামামার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ফেরার পথে আইনূত তামার নামক স্থানে শাহাদত বরণ করেন (মোট ১১ জন)।

বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুয়াঈ থেকে :

উরওয়া ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন হুরদান ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উয়ায়জ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব–ইনি হাবশায় ইন্তিকাল করেন। সাদী ইব্‌ন নায্‌লা ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন হুরছান–ইনিও হাবশাতেই মৃত্যু মুখে পতিত হন (মোট ২ জন)।

আদীর সাথে তাঁর পুত্র নু'মানও ছিলেন। হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুসলমানদের সাথে তিনিও ফিরে এসেছিলেন। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফত আমলে তিনি তাঁকে মীসান নামক স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। এ স্থানটি বসরায় অবস্থিত। তিনি তার কবিতার পংক্তিতে লাস্যময়ী নারী ও সুরা সাকী প্রভৃতি অনাকাংক্ষিত ব্যাপারে তাঁর নিজ উচ্ছ্বাস–আবেগ প্রভৃতি প্রকাশ করার পর বলেন :

لعل امير المؤمنين يسوءه

تنادمنا فى الجوسق المتهدم

১. দামেস্কের নিকটবর্তী একটি স্থান। দামেস্ক বিজয়ের এক বছর পর রোমকদের সাথে এখানে মুসলমানদের একটি সংঘর্ষ হয়েছিল।

আমীরুল মু'মিনীন সম্ভবত: এটা পছন্দ করবেন না, তিনি হয়ত: আমাকে ভগ্ন দুর্গে আটকে তিরস্কৃত করবেন। যখন উমর (রা)-এর নিকট এ কবিতার খবর পৌছলো, তখন তিনি বললেন :

نَعَم وَاللّه انَّ ذلك يسؤنى

فمن لقيه فليخبره انى قد عز لته

হ্যাঁ হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! এটা আমার কাছে অত্যন্ত খারাপ লেগেছে। যারই তার সাথে সাক্ষাৎ হবে, সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, আমি তাকে বরখাস্ত করেছি।

এরপর সত্যি সত্যি তিনি তাঁকে পদচ্যুত করেন। তারপর সাইব আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে হাযির হয়ে অজুহাত পেশ করে বলেন : আল্লাহ্‌র কসম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি যা বলেছি বলে আপনি সংবাদ পেয়েছেন, তার কিছুই আমি কার্যত করিনি। আমি একজন কবি মানুষ। নেহায়েত কবি সুলত কল্পনাবশে আমি কিছু বাড়তি কথাবার্তা বলেছি, যা সাধারণত: কবিরা করেই থাকে, এতে আমার দোষ নেবেন না।

তখন উমর (রা) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন :

وايم اللّه لا تعمل لى على عمل ما بقيت

وقد قلت ما قلت

আল্লাহ্‌র কসম ! আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোমাকে আর কোন দায়িত্ব কাজে নিযুক্ত করবো না। তোমরা যা বলার তা তো তুমি বললে।

বনু আমির ইব্‌ন লুয়াই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহির থেকে :

সালীত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ ইব্‌ন নসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির এঁকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দূত রূপে ইয়ামামার শাসক হুযা ইব্‌ন আলী হানাফী-এর দরবারে প্রেরণ করেছিলেন (১ জন)।

বনু হারিছ ইব্‌ন ফিহির ইব্‌ন মালিক থেকে :

উসমান ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবূ শাদ্দাদ, সা'দ ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন লকীত ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন ফিহির ও ইয়ায ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবূ শাদ্দাদ (মোট ৩ জন)।

সুতরাং আবিসিনিয়ায় গমনকারী সেসব মুহাজির মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে এসে পৌছাতে পারেন নি বা বদর যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করতে পারেনি, যারা বদর যুদ্ধের পরে আসেন এবং উপরে উক্ত নাজ্জাশী প্রেরিত জাহাজ দু'টিতেও আসেননি, তাঁদের সংখ্যা মোট চৌত্রিশ জন ছিল।

হাবাশাতে মৃত্যুবরণকারী মুহাজিরীন

হাবশাতে যে সব মুহাজির বা তাঁদের সন্তানরা ইন্তিকাল করেন, তাঁদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

বনু আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আব্‌দ মান্নাফ থেকে :

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ ইব্‌ন রিয়াব বন উমাইয়ার মিত্র। সে খৃস্টানরূপে সেখানে মারা যায়।

বনূ আসাদ ইব্‌ন আব্‌দ উজ্জা ইব্‌ন কুসাই থেকে :

আমর ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ।

বনূ জুমাহ থেকে :

হাতিব ইব্‌ন হারিস ও তাঁর ভাই হাত্তাব ইব্‌ন হারিস।

বনূ সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব থেকে :

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স।

বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুয়াই থেকে :

উরওয়া ইব্‌ন আব্‌দুল উয্‌যা ইব্‌ন হুরসান ইব্‌ন আওফ আদী ইব্‌ন নাযলা (মোট ৭ জন)।

মুহাজিরীনদের সন্তানদের মধ্য থেকে মৃত্যুবরণকারী

বনূ তায়ম ইব্‌ন মুর্‌রা থেকে :

মূসা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন আমির (১ জন)।

হাবশায় হিজরতকারিণী মুসলিম মহিলাদের নামের তালিকা

হাবশায় হিজরতকারিণী মহিরাবৃন্দ যারা ফিরে আসেন এবং যাঁরা সেখানে ইন্তিকাল করেন তাদের মোট সংখ্যা হচ্ছে ষোল। তাদের সে দেশে জন্মগ্রহণকারিণী কন্যাগণ এ সংখ্যার বাইরে।

কুরায়শের বনূ হাশিম থেকে :

রুকাইয়া বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ (সা)

বনূ উমাইয়া থেকে :

উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ান তিনি তাঁর কন্যা হাবীবাসহ মক্কা থেকে মুহাজির রূপে বেরিয়েছিলেন এবং আবার তাঁর এ কন্যাসহই ফিরে ফিরে এসেছিলেন।

বনূ মাখযুম থেকে :

উম্মু সালামা বিন্‌ত উমাইয়া : তিনি তাঁর কন্যা যয়নাবকে সাথে নিয়ে ফিরে আসেন। আবূ সালামার ঔরসে ঐ দেশেরই যয়নাবের জন্ম হয়েছিল।

বনূ তায়ম ইব্‌ন মুর্‌রা থেকে :

রীতা বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন জুবায়লা- তিনি পথিমধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর দুই কন্যা ঐ দেশেই তাঁর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে আয়েশা বিন্‌ত হারিস ও যয়নাব বিন্‌ত হারিসও একত্রে তাঁদের মাঝে পথিমধ্যে দূষিত পানি পান করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে যে সে দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফিরে আসে। ঐ মেয়েটি ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন সন্তানই জীবিত ছিল না। ঐ মেয়েটির নাম ছিল ফাতিমা।

বনূ সাহম ইব্‌ন আমর থেকে :

রামালা বিন্‌ত আবূ আওফ ইব্‌ন যুবায়রা।

বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব থেকে :

লায়লা বিন্‌ত আবূ হাসমা ইব্‌ন গানিম।

বনূ আমির ইব্‌ন লুয়াঈ থেকে :

সাওদা বিন্‌ত যামআ ইব্‌ন কায়স ;

সাহলা বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন আমর,

মুজাল্লালের কন্যা

উমরা বিন্‌ত সা'দী ইব্‌ন ওয়াকদান,

উম্মু কুলসুম বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন আমর।

অজ্ঞাতনামা আরব গোত্রসমূহের মধ্য থেকে :

আসমা বিন্‌ত উমায়স ইব্‌ন নু'মান খাসআমিয়া

ফাতিমা বিন্‌ত সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মাহবাদ কিনানী।

ফুকায়হা বিন্‌ত ইয়াসার,

বারীকা বিন্‌ত ইয়াসার,

হাসিনা,

উম্মু শুরাহবীল বিন্‌ত হাসিনা,

হাবশায় জন্মগ্রহণকারী মুহাজির সন্তানদের নামের তালিকা

নিম্নে হাবশায় জন্মগ্রহণকারী মুহাজির সন্তানদের নামসমূহ প্রদত্ত হলো :

বনূ আব্‌দ শামস থেকে :

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা,

সাঈদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সাঈদ এবং তাঁর বোন

উম্মা বিন্‌ত খালিদ।

বনূ মাখমূস থেকে :

যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা ইব্‌ন আসাদ।

বনূ যুহরা থেকে :

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আযহার।

বনূ তায়ম থেকে :

মূসা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খালিদ ও তার ভগ্নিত্রয়-

আয়েশা বিন্‌ত হারিস,

ফাতিমা বিন্‌ত হারিস,

যয়নাব বিন্‌ত হারিস,

তন্মধ্যে পুত্র সন্তানের সংখ্যা পাঁচজন :

আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর,
মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হুযায়ফা,
সাঈদ ইব্ন খালিদ
আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ও
মূসা ইব্ন হারিস।

আর কন্যা সন্তান পাঁচজন :

উম্মা বিন্ত খালিদ, যয়নাব বিন্ত আবূ সালাম,
আয়েশা বিন্ত হারিস ইব্ন খালিদ ইব্ন সখর,
যয়নাব বিন্ত হারিস ইব্ন খালিদ ইব্ন সাখর ও ফাতিমা বিন্ত হারিস ইব্ন খালিদ ইব্ন সাখর।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন) ২০০৭-২০০৮/অঃ সঃ ৪৩৪৪-৩,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ